বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
১ম ও ২য় সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে পৌষ ১৩৬৪, ১৩ই জানুয়ারী ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

জিলার শোচনীয় খাদ্যপরিস্থিতি

জিলাব্যাপী জনসভায় দাবী ও প্রস্তাব

মানভূম জিলায় এবার খাদ্যপরিস্থিতি যে শোচনীয় অবস্থায় এখনই আসিয়া পড়িয়াছে এবং ইহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে যে বিপর্য্যয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে সে বিষয়ে সরকারের পক্ষ হইতে প্রতিকারের যোগ্য, সুষ্ঠু ও কার্য্যকরী কোন পরিকল্পনা বা ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। জনগণ গভীর নৈরাশ্য প্রদর্শন করিতেছেন যে সরকার নিজ কর্তব্য পালন করিতেছেন না। এ সম্বন্ধে জিলার নানাস্থানে জনসভা প্রভৃতি করিয়া খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা, সরকারের নিকট জনসাধারণের দাবী ও জনগণের কর্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে—লোক সেবক সংঘ কর্ত্তৃক ১লা জানুয়ারী হইতে এক কার্য্যক্রম গৃহীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সভার কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইতেছে।

বান্দোয়ানে জনসভা

গত ২রা জানুয়ারী বান্দোয়ান দুর্গা মেলায় শ্রীকুশধ্বজ মাহাতর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় বান্দোয়ান থানার শোচনীয় খাদ্যপরিস্থিতি, সে সম্বন্ধে জনসাধারণের দাবী ও কর্ত্তব্য, সরকারী নিষ্ক্রিয়তা, পুলিশের দায়িত্ব-হীনতা সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়। বান্দোয়ান হইতে ব্যাবসাদারেরা নির্ম্মমভাবে বিহারে ও বান্দোয়ানের বাহিরে বে-আইনী ভাবে চাউল চালান দিতেছে। পুলিশ এ বিষয়ে নিষ্ক্রিয় তো বটেই ক্ষেত্র বিশেষে সহায়তা প্রদান করিতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। গ্রামস্থ জনসাধারণ চাউল ধরিয়া দিলেও পুলিশ তাহাদের সম্বন্ধে বহু ক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ করিতেছে না এবং ক্ষেত্র বিশেষে চাউলকে ধানেও পরিবর্তিত করিবার সুযোগ দিতেছে। সম্প্রতি বান্দোয়ান থানায় এস, ডি,ওর

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিকট লোক সেবক কর্মীগণ স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগ জানাইতে গেলে থানায় সমবেত বন্দুকের লাইসেন্সধারী বন্দুক সহ কংগ্রেসীরা প্রকাশ্যেই যে ভাবে লোক সেবক কর্মীদের গুলি করিবার ভীতি প্রদর্শন করে তাহা মানভূমের ইতিহাসেও অচিন্তনীয়। এ বিষয়ে সভায় তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং ইহাদের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার দাবী জানানো হয়। স্থানীয় তরফ সর্দ্দার ও অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

সভায় বক্তৃতা করেন সর্ব্বশ্রী বিভূতি দাশগুপ্ত এম, পি, চৈতন মাঝি এম, এল, এ, অরুণ চন্দ্র ঘোষ, ভজহরি মাহাত, হেমচন্দ্র মাহাত, অটল চন্দ্র মাহাত ও বনমালী ব্যানার্জ্জি। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় স্থানীয় জনগণের প্রচেষ্টায় একদা কিভাবে বান্দোয়ান থানায় চোর ডাকাতের উপদ্রব বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহা অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেন।

সর্বসম্মতিক্রমে কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিরাট উৎসাহের সহিত সভার কার্য্য সমাধা হয়।

এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই সভা উপলক্ষ্যে—সরকারী তরফ হইতে একদল সশস্ত্র পুলিশ আনিয়া থানায় মজুত করা হইয়াছিল। আরও উল্লেখযোগ্য যে—স্থানীয় কংগ্রেসীরা যাহাতে সভা না হইতে পারে তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন। একটা গোলমাল বাধাইবার উদ্দেশ্যে—তাহারা পূর্ব ঘোষিত সভাস্থলে সকাল হইতে কীর্ত্তন লাগাইয়া দেন এবং তাহা রাত্রি পর্য্যন্ত চালাইবার মতলব করেন। প্রকাশ যে থানায় উপস্থিত ডি, এস, পির ধমকে তাহারা অবিলম্বে এই দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হন।

সভার কার্য্য শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধা হয়। সভায় বান্দোয়ান থানার সমস্ত অঞ্চল হইতে প্রায় দুই হাজারের অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল।

মানবাজার থানা

বালিগুমায় জনসভা

মানবাজার থানার বালিগুমা গ্রামে বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য সভাপতিত্ব করেন। সভায় শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র মাহাত, শ্রীযুক্ত চিত্ত ভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র মাহাত প্রভৃতি বক্তাগণ এতদ্ অঞ্চলের খাদ্য পরিস্থিতি অন্যান্য সমস্যা ও প্রতিকার বিষয়ে জনসাধারণের সমবেত দাবী উত্থাপনের কথা বলেন। সভায়—(১) কেশা, (২) ডুঁড়কু (৩) মোহনডি (৪) টুঁক্যা (৫) বিজয়ডি (৬) বালিগুমা (৭) জাঙ্গীদিরি (৮) কেশরগড়া (৯) ডুবাং (১০) কুদা (১১) মোরাজুডি (১২) মাঝিঝিড়া (১৩) নাথুডি ও পার্শ্ববর্ত্তী আরও দুই একটী গ্রামের প্রায় তিন শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

অঞ্চলের পক্ষ হইতে ব্যবস্থাপক শ্রীনবীন চন্দ্র মাহাত জানান যে এই অঞ্চলে এবৎসর মাত্র পাঁচ আনা ধান্য হইয়াছে। অন্যান্য কোন শস্য নাই। অবিলম্বে এঅঞ্চলে সরকারী ব্যবস্থায় জন সাধারণের প্রাণ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে দাবী জানান হয়।

তিনি জানান যে এতদ অঞ্চলে খাদ্য শস্যের সরকারী দোকান খোলা হইয়াছিল কিন্তু জনগণের ক্রয়শক্তি একেবারে নাই। এজন্য এখানে জনসাধারণকে কাজ দিতে হইবে। তিনি হিসাবে জানান যে এই অঞ্চলে ১৮টী গ্রামের জন্য সরকার ৪৯০ সাড়ে উনপঞ্চাশটী টাকা ও ১৭টি কাপড় মাত্র দিয়াছেন।

মোহনডি গ্রামের শ্রীমতী জ্ঞানদা ভূমিজানী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন গত ভাদ্র মাসে।

সভায় সরকারী সহায়তা ব্যতীত ও আত্মশক্তিতে এই সংকট হইতে উদ্ধার হইবার প্রচেষ্টার প্রতি জনসাধারণকে অবহিত হইতে বলা হয়।

অঞ্চলের সংকট জনক খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকার যাহাতে সক্রিয় হন সে বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে রাত্রি ৭ টার সময় সভার কার্য্য সমাধা হয়।

(৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২৯শে পৌষ সোমবার

আজ ২৯শে পৌষ ১৩৬৪। ঋণি নিবারণ চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তির' আজ হইতে উনবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। 'মুক্তির' এই নূতন বর্ষের প্রারম্ভে আমরা দেশবাসীকে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাইতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে—বিশেষ করিয়া মফঃস্বলে একটী সাপ্তাহিক পত্রিকা চালান দুঃসাধ্য না হইলেও কষ্টসাধ্য। যে আর্থিক সঙ্গতি হইলে একটী সাপ্তাহিক পূর্ণাবয়ব হইয়া চলিতে পারে, সে আর্থিক সঙ্গতি মুক্তির নাই। তাহা হইলেও তদপেক্ষা অধিকতর যে সঙ্গতি মুক্তির আছে তাহা দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রীতি। এই সম্বল লইয়াই মুক্তি চলিতেছে এবং চলিবে। আজ নব বর্ষের প্রারম্ভে সেই জন্যই দেশবাসীর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অনাহারের উদ্বেগ

দেশবাসীকে শঙ্কিত করিতে চাহিনা—পরিস্থিতি বিচার করিয়া কি করা যাইতে পারে তাহারই একটা হদিশ তো দেশবাসীকেই বাহির করিতে হইবে? কারণ খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইবে বা মরিবে দেশের শাসিত জনসাধারণই, শাসক-গোষ্ঠি নয়। যাহারা শাসক বা ব্যবস্থার দায়িত্ব লইয়া আছেন তাহারা ব্যবস্থা করিতেও পারিবেন না অথচ ব্যবস্থার ভার অন্য কাহাকেও দিবেন না অথবা অন্য কাহারও পরামর্শও গ্রহণ করিবেন না—এমন কি অন্যের সাহায্য বা সহযোগিতাও তাহাদের নিকট বাঞ্ছনীয় নয়। দেশবাসীর ভোটে তাহারা ক্ষমতা পাইয়াছেন—সুতরাং বলিবার কিছু নাই।

খাদ্যের—পরিস্থিতিটা কি? দেশে বাস্তবিকই যাহা দাবী তাহার তুলনায় কি খাদ্য কম? না খাদ্য শস্য আছে কিন্তু ব্যবসায়ীরা তাহা মজুত করিয়া কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া দাম বাড়াইয়া মুনাফা লুঠিতেছে? তবে কি দেশে খাদ্যাভাব বাস্তবিকই নাই কেবল বিরোধী দলগুলি মহান্ কংগ্রেস গবর্মেণ্টকে বিব্রত করিবার জন্য 'অন্ন চাই' 'অন্ন চাই' বলিয়া কতকগুলি নির্বোধ লোককে চীৎকার করাইতেছে? ব্যাপারটা কি?

লোকের পক্ষে আহার জুটান ক্রমশঃই একটা কঠিন হইতে কঠিনতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মূলগত তত্ত্বগুলি পরে আলোচনা করিতেছি—কিন্তু চোখের সামনে দেখিতেছি কি? জিলার ব্যাপারটাই দেখা যাক। জলাভাবে ছয় আনাও ধান হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কংগ্রেস গবর্মেণ্ট কিছু ধান, চাউল গম আমদানী করিয়া স্থানে স্থানে কিছু আংশিক রেশন প্রথা চালু করিয়াছেন। বহু ক্ষেত্রে লোকে অর্থাভাবে কিছু সস্তায় এই রেশনের বরাদ্দও কিনিতে পারিতেছে না। তবুও যদি যে ধানটুকু হইয়াছে, এই জিলাতে তাহা থাকিয়া যায় বাহিরে না যায়, তবে লোকে কিছুও সস্তা ধান চাউল পাইতে পারে। কিন্তু তাহাই বা থাকিতেছে কই? পুলিশ এবং সরকারী অধিকারীদের নাকের ডগা দিয়া ট্রাকওয়ালারা, ব্যবসায়ীরা দুপয়সা বেশী মুনাফার আনন্দে দারোগাকে খুসী করিয়া আনন্দিত মনে ঝরিয়া ধানবাদ চাউল লইয়া পাচার করিতেছে। ব্যাপারটার রূপ কি অনেকেই জানিতে চাহিবেন। কর্তৃপক্ষ বলিবেন—ঘটনা হাতে ব্যবস্থা করিতেছি। আমরা গোটা কয়েক হদিস দিতেছি, নাম দিতেছি না প্রয়োজন হইলে দিব। ঘটনাগুলি কিছু পূর্বের হইলেও গতিটা উপলব্ধ হইবে।

ঝালিদার জনৈক মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীর চাউলশুদ্ধ ট্রাক চন্দনকিয়ারীর রাস্তায় ধরা পড়ে। ড্রাইভার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হয়, চাউলসহ ট্রাক সিজ করিয়া তাহাদের ৫০০৲ টাকার জামীনে খালাস দেওয়া হয়। চাউলগুলি রেসনের চাউল ছিল কি না তাহা কর্তৃপক্ষ তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন কিনা জানিনা। হউক বা না হউক ইহাই প্রথম ট্রাক নয় শেষ ট্রাকও নয়--চাউল যথারীতি চলিতেছে।

তুলিনের পুলিশ বর্ডারএ এক পাঞ্জাবীর ট্রাক চাউলসহ ধরিয়া ঝালিদা থানায় আনে। স্থানীয় পুলিশকে তাহারা কোন চাউলের পারমিট দেখাইতে পারে নাই—পুলিশ তাহাদের পুরুলিয়ায় চালান দেয়। তাহারা কয়েক দিন পরে বাহির হইতে চাউলের পারমিট আনে ও চাউল খালাস করে। চাউলগুলি যতদূর জানা যায়, জমা ছিল

ঝালিদায় যে মাড়োয়াড়ী ব্যবসায়ীর ট্রাক চাউল সহ চন্দনকিয়ারী রাস্তায় ধরা পড়ে—তাহার গুদামে।

হাজারিবাগ জিলার বর্ডারে মাড়ামুঘাট দিয়া হাজারিবাগ জিলার জনৈক খরিদ্দার ভারে ভারে করিয়া নিয়মিত চাউল চালান দেয়। এরূপ একটী দল তাহেরবেড়ার গ্রামবাসীগণ ধরিয়া থানায় খবর দিয়া গ্রেপ্তার করায়। তাহাদের কি হইল?

গোলা রাস্তায় ব্রজপুর গ্রামের নিকট দিয়া নিয়মিত চাউল চালান যায়—আটকাইবার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই।

সুইসা ষ্টেশন হইতে চাউল বস্তায় ঝুড়িতে মণে মণে রামগড়, ঘড়ি, টাটায় বেশ প্রকাশ্যেই চালান যায়। মাল বুক হয় না—আটকাইবার ব্যবস্থার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইলুঘাট হইয়া সিলিতে গো গাড়িতে চাউল বিরাট পরিমাণে নিয়মিত চালান যায়। ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশী যাইতেছে। সিলির জনৈক বিরাট ব্যবসায়ী মানভূমের লক্ষ লক্ষ টাকার চাউলের এক খ্যাতনামা খরিদ্দার। খরিদের একটা প্রধান জায়গা সিঁদরী—রাঁচী ও চাস রোডের জংশন। লক্ষ টাকার চাউল এখানে খরিদ হয়। এই সবের এজেন্ট—পাকা এজেন্ট আছে। এই স্থানটী শুধু চাউল চালানেরই আড্ডা নয় যত ক্রাইমের—মেয়ে চালানেরও একটী বিশেষ ঘাঁটী। একটি পাঞ্জাবী হোটেল সকলেরই চোখে পড়িবে। সময় সময় তাহারা প্রকাশ্যেই দল বাঁধিয়া—গ্রামে মেয়েদের উপর হানা দেয়। গ্রামের লোক সন্ত্রস্ত থাকে।

চাউল চালান দুদিনেই বন্ধ করা যায়। এই জিলারই লোক একদিন করিয়াছে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া এক ছটাক চাউলও একদিন এই জিলার বাহিরে যাইতে পারে নাই। গ্রামবাসীরাই, সহরের ছেলেরাই চাউল চালান বন্ধ করিতে পারে। কর্তৃপক্ষ তাহাদের সহযোগিতা—করিলে এখনই হয়। কিন্তু—তাহাদের এই যে বে-আইনী চাউল উৎসাহ সহকারে বন্ধ করিতে যাইয়া তাহাদের আবার বে-আইনী ষড়যন্ত্রে চালান যাইবার যে সম্ভাবনা নাই—তাহার ভরসা কই? লোক সেবক সংঘের রেবতী বাবু বান্দোয়ানের বর্ডারে একত্রিশ বস্তা চাউল ধরিয়া থানায় জানাইল—তাহার কি হইল?

চাউল রাতারাতি ধানে পরিণত হইল—আসামীরা খোস মেজাজে বলিয়া বেড়াইতেছে—লোক সেবক সংঘের এক কালিপদকে কাটা হইয়াছে, এবার পাইকারী দরে কাটা হইবে।

পুলিশ গ্রামরক্ষী দল গঠন করিতেছে, অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের বাছা বাছা চোর ডাকাত বন্দুকসহ গ্রামরক্ষী হইতেছে। তাহার কত প্রমাণ কে চায়? তাহারা বন্দুক দিয়া চাউল পাচার করে। বলিতে যাও, বন্দুক লইয়া তাহারা তোমাকে গুলি করিতে আসিবে হাকিম পুলিশের সামনে—তাহাদের জন্য আইন কোথায়?

সত্যই যদি চাউল চালান বন্ধ করিতে চাও তাহার জন্য আর কিছু না হোক যাহারা চালান বন্ধ করিবার জন্য আগাইয়া আসিবে অন্ততঃ তাহাদেরই ধরিয়া জেলে দিও না দেখ বন্ধ হয় কি না? গুণ্ডারা হামলা করিলে গুণ্ডাদের সাহায্যে পুলিশ যেন না যায়—দেখ বন্ধ হয় কি না? গ্রামের লোকের উপর, সহরের লোকের উপর ছাড়িয়া দিতে রাজী আছ কি? তাহাদের সত্যিকারের সহযোগিতায় পুলিশ আগাইয়া আসিবে কি? দুই দিনে চাউল চালান বন্ধ হইবে।

তোমার প্রিভেন্টিভ ডিটেনসন এ্যাক্ট তো—সেদিন পাশ হইল লোক সভায়। সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে মন্ত্রীদের কি বজ্রবাণী। দেশের শোচনীয় খাদ্যাবস্থাকে যাহারা নির্মম লাভের জন্য প্রয়োগ করে, তাহাতে সাহায্য করে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর সমাজ বিরোধী কে আছে? চালের ট্রাক পাইলে মালিক শুদ্ধ ধরিয়া, গো গাড়ীতে চাউল বাহিরে চালান দিতে ধরিলে নাটের গুরু, মালিক সবাইকে একবার এই আইনে আটকাও না? দেখ চালান বন্ধ হয় কিনা?

গতির ধারাটা দেখাইলাম। এই ধারাতে কি কোন দুরবস্থাই ঘোচান যায়? যায় না। পরিকল্পনা করিলেই যদি কাজ হইত তবে আজ ভারতবর্ষের লোক দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে বাদশা ভোগের নবাব হইত। খাদ্যাবস্থার দুইটী দিক আছে—একটা সাময়িক একটা দূরপ্রসারী। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় দূরপ্রসারী পরিকল্পনা করা হইল, এই পাঁচ বছরে এক

কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টন—অর্থাৎ কমপক্ষে প্রায় সাড়ে চল্লিশ কোটী মণ খাদ্য শস্য বাড়তি উৎপাদন করিতে হইবে। ভারত গবর্মেণ্ট খাদ্য শস্য তদন্ত কমিটী বসাইলেন তাহারা খাদ্যাবস্থার সম্বন্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে তদন্ত করিয়া বলিলেন—যদি সরকার সমস্ত শক্তি দিয়াও চেষ্টা করে তবে বড় জোর সাতাইস কোটী মণের বেশী উৎপাদন করিতে পারিবে না। এবং ইহাও করিতে হইলে, কমিটী বলিলেন, ছোট ছোট জল সেচের ব্যবস্থাতেই খাদ্যের উৎপাদন বেশী হইবে বড় সেচ পরিকল্পনায় নয়। কিন্তু কোথায় সেই সেচ পরিকল্পনা? জিলাতে একটা করিয়া ডেভেলাপমেণ্ট কমিটী আছে—গ্রামের লোককে সেচ পরিকল্পনা দাখিল করিতে হইলে প্লান এষ্টিমেট না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। গ্রামের লোক কোথায় ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনীয়ার পায়? চমৎকার প্ল্যানের ব্যবস্থা!

ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা না হইলে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়িবেনা, দেশের অন্নাভাব বা কাজের অভাবও ঘুচিবেনা। কিন্তু করিবে—কে? টাকা আছে কিন্তু ব্যবস্থা নাই। ব্যবস্থা যাহা আছে তাহা আবার এমন ব্যবস্থা যে আজ পরিকল্পনা দাখিল করিলে আগামী বর্ষার শেষে পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবে। তারপরে আবার লোক বাছাই। আমরা দেখিতেছি যে—বিহার আমলের সেই পুরাণো খেলার পুনরাবৃত্তি হইতে যাইতেছে। অর্থাৎ এমন সব লোককে এইসব কাজের ভার দেওয়া হইতেছে যাহাদের কুঁয়া বাঁধের অজুহাতে টাকা রোজগার করাই পেশা। রেকর্ডরুমে কাগজ নাই—থাকিলে দেখা যাইত যে গত ৮ বৎসরে কোটী টাকার উপর নানা খাতে মানভূমে সরকারী টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু পাঁচটা ব্যাঙ্ক ডোবে এমন বাঁধও বাহির করিতে পারিলে সে শিরোপা পাইবার যোগ্য। সেই ব্যবস্থা আবার ঘটিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কারণ আগামী নির্বাচনের জন্য এখন হইতে বাছা বাছা এজেন্ট তৈরী করিতে হইবে। সরকারী কর্মচারীরা যাহারা কিছুও সদিচ্ছা লইয়া কাজ করিতে চায় তাহাদেরও উপায় নাই—"পলাইতে পথ নাই কংগ্রেস আছে পিছে"। না হইলে কুইলাপালের খ্যাতনামা দাসী বংশী সিং এর এখনও বন্দুকের লাইসেন্স থাকে? কারণ সে যে কংগ্রেসের একজন বড় পাণ্ডা। দিনের বেলায় যাহাদের লোক খুন করা পেশা তাহারা বন্দুক লইয়া পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে দেশকর্মীকে গুলি করিবার ভয় দেখাইয়া নিশ্চিন্তে চলিয়া যায়? এই কাঠামোতে, এই ব্যবস্থায়, এই লোক লইয়া তো তোমাদের কাজ—খাদ্যের দুরবস্থা কমাইবে না বাড়াইবে?

আমরা অভিযোগ করিতেছি না—পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিতেছি মাত্র। বৈজ্ঞানিক যেমন লেবরেটারিতে সম্পূর্ণ সংস্কার শূন্য মন লইয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে আমরা তাহাই করিতেছি। কেন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত শাসন যন্ত্রটা একটা নিয়ন্ত্রণ বিহীন গোষ্ঠীর ইচ্ছা পূরণের যন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছে। এই যন্ত্রে ভাল লোক যথেষ্ট আছে কাজও করিতে চায় কিন্তু করিবার পথ নাই—দুস্থাগাই করিবার পথ আছে প্রোৎসাহন আছে। ভারতের সকলই সরকারী কর্মচারীদের একমাত্র "ষ্টাণ্ডার্ড অফ এফিসিয়েন্সী" সততা, কাজের যোগ্যতা শ্রমশীলতা নয়। তাহা হইতেছে—"ঠিক লোকটীকে ঠিক সময়ে খুসী করা" ইহাই একমাত্র যোগ্যতা। সুতরাং পেশাদার কংগ্রেসী গুণ্ডা নকুল মাহাত যদি ভজহরি মাহাতকে ঠেঙ্গাইলে-কংগ্রেস খুসী হয় এবং কংগ্রেসের মর্জির উপর যখন পুলিশ হাকিমের উন্নতি, অবনতি, চাকুরী নির্ভর করে তখন দারোগা ভজহরিকেই গ্রেপ্তার করিবে। চাউল চালান যায় যাক তাহাতে কাহার কি? দেশে শস্য লোক না হোক, কিইবা যায় আসে—কুঁয়ার স্পন্সারিং এজেন্ট—যদি লক্ষ-টাকা-মারি বিশেষ ব্যক্তি হন তাহাতেইবা ক্ষতি কি? কংগ্রেসের কর্ত্তারা খুসী হইবে। ইহাই হইল শাসনযন্ত্রের রূপ।

এই শাসন যন্ত্রের উপর নির্ভর করিতেছে—একটা অবাস্তব পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা। ভারতবর্ষকে নাকি ইহারা নূতন করিয়া গড়িবে। কেমন নূতন? তাহার পরিচয় দেশবাসী তাহার দৈনন্দিন জীবনে পাইতেছে।

তবুও ইহাতে নিরাশার কিছু নাই। নিরাশার অন্ধকার আসে এইজন্যই যে, দেশের জনশক্তি নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস হারাইয়া একমাত্র এই শাসনশক্তির উপর সমস্ত বিষয়ে নির্ভর করিয়া আছে বলিয়া। অনন্ত কাল কাটিলেও এই অবস্থায় জনগণের কল্যাণ হইবেনা।

নিজেদের বুদ্ধিশক্তি, শ্রমশক্তি, অর্থশক্তি যাহাই থাকুক না কেন—যতটুকুই থাকুক না কেন—এবং যতটুকুই সমবেত করিতে পার না কেন তাহা দ্বারাই ছোট হইলেও নিজেরা যাহা পার কর—কিছু কর। দেখিবে তোমার শক্তি বাড়িয়াছে—আরও বড় করিবার শক্তি তোমার আছে। এই যে তোমার শক্তির সম্বন্ধে তোমার চেতনা, এই যে তোমার আত্মবিশ্বাস—ইহার কাছে, বিশ্বাস কর, যত শক্তিশালী শাসন যন্ত্রই হোক না কেন যত কলুষিত শাসকই হোক না কেন অবনত হইতে বাধ্য—তোমার শক্তিকে স্বীকার না করিলে তাহার বিলোপ কেহ ঠেকাইতে পারিবেনা। এই পথে না হইলে শুধু অন্নাভাব কেন কোন অভাবই ঘুচিবে না। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বংশানুক্রমে উপাস করিয়া প্রেত হইয়া বিচরণ করিলেও অন্নের দুরবস্থা ইহারা দূর করিতে পারিবে না। এই কাঠামো, এই যন্ত্র, এই নেতৃত্ব, এই ব্যবস্থার স্বভাবই হইল—'পরিগ্রহ'। ইহাদের নিকট 'অপরিগ্রহের' আশা করিলে মরীচিকার পিছনে দৌড়াইয়া তৃষ্ণায় মরিতে হইবে।

ইহারা অভিযোগ করেন দেশে মানুষ নাই—বলেন কর্মী নাই—সব অসৎ, অবিশ্বাস্য, অযোগ্য; দেশের লোককে ঝিনুকে করিয়া খাওয়াইয়া দিবার পবিত্র কর্তব্য করিবার জন্য দেশের লোকই যে ইহাদের ভোট দিয়া দিয়াছে, সুতরাং ইহারা ঝিনুকে করিয়া তোমাকে মর্জি মতো খাওয়াইবেন—না খাওয়াইলে তুমি মরিবে—এই অবস্থার পরিবর্তন তোমাকেই করিতে হইবে।

পথ আছে—সহজ পথ। খাদ্যশস্যের উৎপাদন, শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি—মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা—সুশাসনের বুনিয়াদ গঠন—অল্পকথায় জাতিকে সুস্থ, সবল আত্মনির্ভরশীল, সচেতন করিয়া গড়িবার পরীক্ষিত পথ আছে—ইহারা গ্রহণ করিবে না। ইহারা না করিলেও দেশবাসীকেই করিতে হইবে—দেশবাসীই করিবে। দেশবাসীকে করিতেই হইবে—নচেৎ শুধু অনাহারের উদ্বেগই নয়—মৃত্যু হইতে বাঁচিবার যে কোন পথ আছে—তাহাতো মনে হয় না।

—•—

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রের মুখোস দেশের জনসাধারণের নিকট ক্রমশঃই পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। লোককে বিভ্রান্ত করিবার যে সকল অপকৌশল কংগ্রেস সরকার অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল—তাহাও আবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ বহুলাংশে ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে গ্রামদান উৎসবে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে কংগ্রেস ক্রমশঃই সমাজতন্ত্রের আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর ভিক্ষার ঝুলিকে পূর্ণ করিতে হইলে আমেরিকাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে এবং সেইজন্য সমাজতন্ত্র বিরোধী কার্য্যকলাপ দেখাইতে হইবে—কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিছক বক্তৃতায় ভুলিবার পাত্র নহে। সুতরাং বাক্‌সর্ব্বস্ব কংগ্রেসী সমাজতন্ত্র এখন "তন্ত্র" চ্যুত হইয়া নির্ভেজাল সমাজ-বিরোধীতন্ত্রে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে।

—•—

সম্প্রতি সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ দল ভারী যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ কারখানার স্থান পরিদর্শনে রাঁচী আসিয়াছেন এবং অন্যান্য দুএকটি যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ কারখানার স্থান নির্ব্বাচনে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল সমূহও পরিদর্শন করিবেন। অবশ্য তথাকথিত "পাওব বর্জ্জিত" দেশ হিসাবে পুরুলিয়া অঞ্চলের প্রতি কাহারও দৃষ্টিপাত হইবে কিনা বলা যায় না—তবে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পায়ন প্রচেষ্টাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, কৃষি ও শিল্প উভয়দিক হইতেই এই অঞ্চলটি অনগ্রসর এবং অবহেলিত। সুতরাং এই অঞ্চলের নূতন নূতন শিল্পোদ্যোগ এবং মৃতপ্রায় কুটির শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবনের জন্য এক সংহত ও সুসংবদ্ধ কর্ম্ম প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

—•—

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

পুরুলিয়া থানা

গোবিন্দপুর গ্রামেঃ

গত ৩রা জানুয়ারী পুরুলিয়া থানায় চিতোড়ার নিকট গোবিন্দপুর গ্রামে খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে বৈকালে এক জনসভার অনুষ্ঠান হয়। এই জনসভার আয়োজন উপলক্ষ্যে গোবিন্দপুর গ্রামের সর্ব্বশ্রী কেশরী মাহাত, আনন্দ মাহাত, রসকান্ত মাহাত, শ্রীনিবাস মাহাত প্রভৃতি বিশেষ ভাবে প্রচেষ্টা করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন—চিতোড়ার শ্রীগৌরচন্দ্র দরিফা। শ্রীযুক্তা লারণ্য প্রভা ঘোষ এম, এল, এ সর্ব্বশ্রী বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এম, পি, গিরিশচন্দ্র মাহাত, সনাতন মাহাত, শ্রীনিবাস মাহাত, সুধীরচন্দ্র দরিফা প্রভৃতি বক্তৃতা ও আলোচনা করেন। সভায় খাদ্য পরিস্থিতি ও সরকারী ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। চতুষ্পার্শ্ববর্তী প্রায় ১৪টী গ্রামের জনগণ ও প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ সভায় সমবেত হইয়াছিলেন।

খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধেও এই সভার সম্বন্ধে স্থানীয় দুএকজন কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নানারূপ মিথ্যা প্রচারের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য যে—স্থানীয় পঞ্চায়েতের মুখিয়া শ্রীজগু মাহাতর সম্বন্ধে নানা অভিযোগ পাওয়া যায়। সরকারী প্রদত্ত গরীবদের জন্য সাহায্য—সার বিতরণ প্রভৃতি কার্য্যগুলির জন্য বাংলা সরকার এই অঞ্চলে এই লোকটীকেই খুঁটী ধরিয়াছেন। বিহার আমলে ইহার হিন্দী প্রচার ও নানা কুকীর্তির পুরস্কার স্বরূপ বাংলা সরকারের অধীনে এই সব কাজের ভার পাইয়া সমস্ত ব্যাপারগুলিই নিজের ব্যক্তিগত লাভে অভ্যাসমতো প্রয়োগ করিয়াছেন। গরীবদের সাহায্য ও সার বিতরণ কিরূপ সুষ্ঠু ভাবে হইয়াছে তাহা গ্রামবাসীগণের নিকট তদন্ত করিলেও বুঝা হয় তো মুস্কিল হইবে। কারণ বিহার সরকার সৃষ্ট এই প্রতাপশালী ব্যক্তিটীর প্রতাপ এরূপ প্রবল যে তিনি যাহাই করুন না কেন সে সম্বন্ধে কোন গ্রামবাসী কিছু বলিলে—ছলে, বলে কৌশলে তাহার দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। বাংলা সরকার এই সব ব্যক্তিদেরই তাহাদের মুরুব্বি ধরিয়াছেন দেখিয়া গ্রামবাসীরা সকলেই ক্ষুব্ধ।

গোবিন্দপুরের শ্রীকেশরী মাহাত উপস্থিত কর্মীগণের আহারাদির সুচারু বন্দোবস্ত করেন।

ঝালিদা থানা

পাট ঝালিদা গ্রামে

গত ১লা জানুয়ারী ঝালিদা থানার পাট ঝালিদা গ্রামে জিলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীমনীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় নানা স্থানে হইতে প্রায় পাঁচশতাধিক ব্যক্তি সমবেত হন।

সভায় গৃহীত কয়েকটী প্রস্তাবে—খাদ্যমূল্য ও চাউল চালানে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

লাক্ষা চাস সম্বন্ধে—সরকারী অব্যবস্থা, লাক্ষা শিল্পে শ্রমিকদের দুরবস্থা—সস্তায় সরকারী খাদ্য শস্যের দোকান খোলা; বিভিন্ন গ্রামে রাস্তা বাঁধ কুঁয়া নির্ম্মাণ, জল সেচনের জন্য নদী বাঁধান, দুঃস্থদের খয়রাতী সাহায্য এবং সরকার কর্ত্তৃক খোলা বাজারে কৃষকগণের উদ্বৃত্ত চাউল যাহা তাহারা বিক্রি করিতেছে তাহা খরিদ করা প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহিত হয়। বিরাট উৎসাহের সহিত জনসভার কার্য্য সমাধা হয়।

সমস্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি বঙ্গীয় সরকারের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের নিকট সভাপতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেছে।

—•—

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর সহিত লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে সাক্ষাৎকারের বিষয় বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করার কথা ছিল। স্থানাভাবে লেখাটি প্রকাশিত হইল না। আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইবে।

বান্দোয়ানে এক অভিনব ব্যাপার

বাংলার কংগ্রেসী রাজত্বের নমুনা

বন্দুকধারী কংগ্রেসী অনুচরদের প্রকাশ্য মারাত্মক উপদ্রব

লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীদের প্রতি উন্মত্তভাবে গালিবর্ষণ

বন্দুক উঠাইয়া সংঘের সচিবগণকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে কংগ্রেসীগণের আস্ফালন

এস, ডি, ও সাহেবের সম্মুখেই এই অবাঞ্ছিত ঘটনার উদ্ভব

শতশত লোকের সম্মুখে এস,ডি,ওর নিকট সচিব কর্ত্তৃক পুলিশ ও কংগ্রেসীদের আচরণ উদঘাটিত

দিনেদিনে বাংলা শাসনের নমুনা দেখিয়া জেলাবাসী মর্ম্মাহত

বিগত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে বান্দোয়ানে এক অভিনব তথা কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা বিবৃত করার পূর্ব্বে বান্দোয়ানে বর্তমান পরিস্থিতির একটা ধারণা দেওয়া দরকার।

বান্দোয়ান পরিস্থিতির পটভূমিকা

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বরে বঙ্গভুক্তির সময় প্রথম সপ্তাহ হইতেই—বিহার আমলের সেই উৎপাতকারী কংগ্রেসী দলেরা বাংলা আমলে নিজ প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে কার্য্য আরম্ভ করে। বঙ্গভুক্তির অনুষ্ঠানে রত নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের উপর মারপিট প্রভৃতি করে। এইভাবে নানা কাণ্ড পর পর ঘটিতে থাকে। পুলিসের সহায়তায় লোক সেবক সংঘের কর্মীদের উপর উপদ্রব, সমাজ-বিরোধীগণের দ্বারা নানা মামলা করানো, আক্রমণাত্মক ব্যবহার প্রভৃতি চলিতে থাকে। সংঘের কর্মীদের পক্ষ হইতে এ সকলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়। সরকারে অভিযোগ জ্ঞাপন প্রভৃতিও চলিতে থাকে। গুরুতর অপরাধে অপরাধী পুলিশের শাস্তি, দারোগার বদলী প্রভৃতিও হইতে থাকে—কারণ সাক্ষাৎভাবে অপরাধ প্রমাণ হইলে তাহা চাপা দেওয়া সম্ভব হইয়া ওঠে না।

বাংলা আমলেও বিহারের নীতি

এই সকল চলিতে থাকিলেও—অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইয়া দিনে দিনে অবনতির দিকে যাইতে থাকে। বাংলার কংগ্রেসী সরকার বিহার আমলের উপদ্রবকারীদের সংঘবদ্ধ করিতে থাকেন—কাল পঞ্চায়েৎগুলিকেই বজায় রাখিয়া কংগ্রেসের পক্ষে উৎপাতের ক্ষেত্র অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা চলিতে থাকে। সংঘের কর্মীদের উপর মামলা মোকদ্দমা এবং সংঘের গঠনমূলক কাজের প্রচেষ্টার উপর নানা বাধা বিপত্তি দেখা দিতে থাকে। বাংলার পুলিসও বিহার পুলিসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আমাদের পক্ষ হইতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইতে থাকে। কিন্তু ঐ সকলের তদন্তের নামে যাহা করা হইয়াছে—তাহা উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীরাই করিয়া থাকুন বা নিম্নতম কর্ম্মচারী—তাহা তদন্তের নামে অভিনয় ব্যতীত কিছুই হয় নাই। কর্মীদের নামে মামলা মোকদ্দমাগুলিও মাসের পর মাস—কোনোটি বৎসরাধিক ঝুলিতেছে। ইহাই বান্দোয়ানের সাম্প্রতিক সাধারণ পরিস্থিতি।

বর্ত্তমান ঘটনার সূত্রপাত

এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে একদিন এস, ডি, ও.

আসিলেন একটি ঘটনার তদন্ত করিতে। সেই ঘটনাটি এই। —সংঘের কর্মী বা সহায়কদের উপর পীড়নের যে সকল ব্যাপার চলিতেছে সে ব্যাপারেরই সুরস্বরূপে—শ্রীঋষি মাহাতর উপর এক আক্রমণ সুরু হইল। বান্দোয়ানের একজন তরফ সর্দ্দার শ্রীগোলক নাগ কিছু লোক জন খাড়া করিয়া শ্রীঋষি মাহাতর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন—পুলিস নাগের অনুকূলে রিপোর্ট দাখিল করিয়া লিখিলেন যে, এই লোক সেবক সংঘের কমিটি হাটের পাশে যে জমি (আইন সঙ্গতভাবে) ভোগ করিতেছে—তাহা তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লওয়া উচিত ও তাহার নিজ জমিতে আর তাহাকে তাহার নতুন ঘরও করিতে দেওয়াও উচিত নহে। সুতরাং এস, ডি, ওর কোর্টে মামলা রুজু হইল।

একদিন শ্রীঋষি মাহাতদের নিকটে এস, ডি, ওর এক নোটিশে জানা গেল যে, তিনি ২৮শে ডিসেম্বর বান্দোয়ানে তাহার মামলার বিষয়ে তদন্তে যাইতেছেন—শ্রীঋষি মাহাত যেন উপস্থিত থাকেন এবং তাঁহার পক্ষে যাহাকে যাহাকে দরকার তাহাকেও যেন লইয়া যান।

আমাদের বান্দোয়ান যাইবার কারণ

বান্দোয়ানের খুবই নিকটে পটমদা থানার কুমীর গ্রামে ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে বিহারস্থিত কর্ম্মিদের এক সম্মেলন উপলক্ষ্যে আমরা অনেকেই কুমীর যাই। সেখানে বান্দোয়ানের কর্ম্মীরা বলিলেন—এস, ডি, ও যখন ২৮শে ডিসেম্বর বান্দোয়ান তদন্তে আসিতেছেন—তখন আপনারা তদন্তের সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য চলুন—এস, ডি, ওর সঙ্গে কথাবার্তা করুন। কারণ এস, ডি, ওকে জানাইবার জন্য বহু অভিযোগ রহিয়াছে—সেজন্য বহু লোকে নিজ নিজ অভিযোগ জানাইতে কাল বান্দোয়ান আসিবেন।

গিয়া দেখি দুইপক্ষেরই অনেকে হাজির

কুমীর সম্মেলন হইতে আমরা বান্দোয়ান গেলাম—আমি, আমাদের মা, শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য, শ্রীভজহরি মাহাত, শ্রীরেবতীকান্ত চ্যাটার্জী ও আরো অনেকে। বান্দোয়ানে উপস্থিত হইয়া দেখি চারিদিকে বন্দুকধারী লোক। দেখি, যাহারা সেখানকার কংগ্রেস, তাঁহারাই গ্রামরক্ষী, মুখিয়া, গ্রাম সেবক, সরপঞ্চ ইত্যাদি তাঁহারাই বিহার আমলের মাতৃভাষাবিরোধী সরকারী অনুচরগণ—তাঁহারাই আবার বন্দুকধারী। লম্বা লম্বা বন্দুক কাঁধে ঝুলাইয়া তাঁহারা ঘুরিতেছেন। ইঁহাদের আগমন কিসের জন্য? ব্যাপার কি? শুনিলাম যে, এস, ডি, ও সাহেব এই তদন্তের সঙ্গে বন্দুক পরিদর্শনের কাজটাও সারিয়া যাইবেন—সেই হেতু এই সমাবেশ। এস, ডি, ওর কাছে যাঁহারা নিজ নিজ অভিযোগ জানাইবেন সেই সব গ্রামবাসী ও সংঘের কর্মীও আসিয়াছেন দেখিলাম। এবং আমরা আসিয়াছি শুনিয়া বিভিন্ন দিক হইতে সংঘের অন্যান্য কর্মীও আসিতে আরম্ভ করিলেন—এই ভাবে বেশ কিছু লোক জমা হইয়া গেল। আমাদেরই কর্মী ও সমর্থক জনতা তিন চারি শত লোক।

এস, ডি, ওর আগমন ও আমাদের সাক্ষাৎকার

বেলা ৪ঘটিকায় এস, ডি, ও সাহেব আসিলেন। আমি এস, ডি, ও সাহেবের কাছে—থানায় চিঠি দিয়া পাঠাইলাম যে, আপনার তদন্তে সহায়তা করিতে এবং আরো কতকগুলি ব্যাপার আপনাকে জানাইতে আমি তদন্তে উপস্থিত থাকিতে চাই—আপনার অভিমত জানান। আমাদের শ্রীহেমচন্দ্র মাহাতকে দিয়া এই চিঠি পাঠাই। এস, ডি, ও উত্তরে তাঁহার মারফত জানাইলেন যে, আমি তো আজ শ্রীঋষি মাহাতর মামলার বিচার করিতে আসি নাই—মামলা সংশ্লিষ্ট জমিটা একটু দেখিয়া যাইব মাত্র—আর অরুণ বাবু পুরুলিয়াতেই তো আমার সঙ্গে যে কোন সময়ে কথা বলিতে পারেন—আর ভজহরি বাবু দরকার মনে করিলে দুই এক কথা বলিতে পারেন। এই উত্তর শুনিয়া আমরা আলোচনা করিলাম যে বহু লোক বহু অভিযোগ লইয়া এখানে আসিয়াছেন—পুলিস ও সমাজ বিরোধীরা মিলিত ভাবে বহু উপদ্রব করিতেছে—তাহার বহু সাক্ষ্য প্রমাণও এখানে মজুত আর এস, ডি, ও সাহেবও যখন আসিয়াছেন এবং যখন সব জিনিষ সাক্ষাৎ ভাবে জানিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছে—আর আমরাও সব উপস্থিত—তখন তিনি বুঝিয়া যান—বান্দোয়ানে সরকারী শাসন ও কংগ্রেসী কর্ম্মধারা কি চলিতেছে—তাহা বুঝাইবার জন্য আমাদের

এস, ডি, ওর সহিত গিয়া কথাবার্ত্তা করা প্রয়োজন।

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি, ভজহরিবাবু ও অন্যান্য কর্মীরা আমরা থানায় গেলাম। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত গ্রামবাসীরাও গেলেন। গিয়া দেখি—এস, ডি, ও সাহেব থানার এক ঘরে বসিয়া আছেন—থানার বারান্দার নিচে বন্দুকধারীরা এক দল (সম্ভবতঃ ১৪।১৫ জন) আছেন। ইহাদের সহিত অন্যান্য কংগ্রেসীরাও ব্যাপার কি হইতেছে ইহা দেখিতে সামান্য কিছু অন্যান্য লোকও আছেন। আমরা যাইতে এস, ডি, ও সাহেব তাঁহার স্বভাব সুলভ ভদ্রতা সহকারে আমাদের বসাইলেন। আমি ও ভজহরি বাবু তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলাম।

অভিযোগ বিষয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা

এস, ডি, ওকে আমরা অনেকগুলি ঘটনার কথা বলিলাম। লোক সেবক সংঘের কর্মীদের বিরুদ্ধে সমাজ বিরোধীদের সহিত ষড়যন্ত্রে পুলিস কি ভাবে জড়িত হইতেছেন—এই সব মামলা ও কর্মীদের আনীত অভিযোগ সমূহের বিষয়ে তদন্তও কি ভাবে আইন বহির্ভূত ভাবে হইতেছে তাহা বলিলাম। পুলিস ও পুলিসের তৈরী করা গ্রামরক্ষীরা তথা কংগ্রেসী অনুচরেরা যে সকল দুর্নীতি মূলক আচরণ করিতেছে—সে সকলেরও বিবিধ ঘটনা থানায় তাঁহাকে জানাইলাম। তবে সর্দ্দারের উপদ্রবেরও বহু কথা তাঁহাকে বলি। এই ভাবে যে সকল কথা হয়—সেগুলির বিশদ বিবরণ পরে আমরা মুক্তিতে দিতেছি।

থানা আজ কংগ্রেস অফিসে পরিণত

ঐ সকল কথা বলিবার পর আমি বলি যে শাসনের কাজ ঠিকমত চলিতে পারে না—যদি শাসনধারা অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চালান হইতে থাকে। অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমাজ বিরোধী লোক-জনকে পুলিসের দ্বারা সংগঠিত করা হয়। থানা অফিসকে কংগ্রেস অফিসে পরিণত করা হইতেছে। লোক সেবক সংঘের তথা ন্যায় পরায়ণ নাগরিকদের নানাভাবে বিপন্ন করা হইতেছে।

গ্রামরক্ষী নিয়োগে সরকারী আচরণ

পুলিসের দ্বারা সমাজ বিরোধী লোকজন গ্রামরক্ষী নিয়োজিত হইলে—জনগণের রক্ষা কাজ উদ্যাপিত না হইয়া জনগণ নিশ্চিতরূপে বিপন্ন হয়—সেই রক্ষী দলের উপর লোকের আস্থা থাকে না, তাহার সহিত লোকে সহযোগিতা করিতে পারে না। আমি এস, ডি, ওকে দেখাইয়া দিতে লাগিলাম—যে যাহাদের তাঁহারা গ্রাম-রক্ষী নিযুক্ত করিয়াছেন—যাহাদের হাতে বন্দুক দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন—যাহারা পুলিসের খাতায় দাগী ব্যক্তি—যাহারা সমাজ বিরোধী। আমি বলিলাম—আপনারা চান্দড়ার যে বুধু মাঝিকে রক্ষীদলের কমাণ্ডার পর্য্যন্ত করিয়াছেন—তিনি সি, ক্লাস দাগী ব্যক্তি। বিহার আমলে বহু রাজনৈতিক উপদ্রব করিয়াছেন। আমি এই প্রকার ব্যক্তিদের আরো নাম করিতে যাইতেছিলাম। এস, ডি, ও বলিলেন—দেখুন এবিষয়ে আমাদের কিছু মুস্কিল ঘটিয়াছে—পুরানো রেকর্ড আর আমাদের নাই—বিহার সরকার লইয়া গিয়াছেন। ডি, এস, পি, ঐ সময় ঐ ঘরে বসিয়াছিলেন—তিনিও দুঃখ করিয়া বলিলেন কোন কিছু দরকার হইলে—রেকর্ডের জন্য বিহার সরকারের সহিত বহু যোগাযোগ করিতে হইতেছে। আমি বলিলাম—রেকর্ড না পাইলেও জীবন্ত রেকর্ড বহু আছে, থানার সামনেই ঐ শত শত লোক দাঁড়াইয়া আছেন—তাহাদের জিজ্ঞাসা করুন। আমি বলিতেছি যে আমাদের কথায় যদি এক-জন লোকও প্রতিবাদ করিতে পারে। জনগণের কাছে এই ভাবে যাচাই করার বিষয়টি পাশ কাটাইয়া এস, ডি,ও সাহেব বলিলেন—একবার যাহাদের নিযুক্ত করা হইয়াছে—তাহাদের কাজের ভার দিয়া দেখুন—যদি তাহারা অন্যায় করে তখন তাহাদের সরাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। আমি বলিলাম—ইহাতো উপযুক্ত পন্থা নহে। কোনো দায়িত্ব পূর্ণ কাজে কোনো ব্যক্তি নিয়োগ করার সময় কি—সে কিরূপ লোক তাহা বিচার করিয়া নিয়োগ করা উচিত নয়? পুলিস নিয়োগ করার সময় কি আপনারা বাছাই না করিয়া অসৎ লোককেও নিযুক্ত করেন—এই নীতি লইয়া যে, খারাপ দেখিলে তখন সরাইয়া দিব? ইহার ফলে এই হইতেছে যে অসৎ লোককে কার্য্যভার দিয়া—রক্ষার ভার দিয়া—তাহা-দিগকে বিশ্বাসের সম্বন্ধে জড়িত করিতেছেন—আর ঐ

লোকেরা বহু অন্যায় করিতেছে—ঘুষ লইয়া বহু অন্যায় কার্য্য সাধনে সহায়তা করিতেছে—কিন্তু তাহা কে ধরিবে? তাহারা অন্যায় করিতেছে বলিবে কে? কারণ উহারাই তো তখন চোর ধরিবার লোক—উহারাই তো সরকারের বিশ্বাসের পাত্র। কেহ কিছু বলিলে তখন আপনারাই বলিবেন—বিশ্বাসের পাত্র দেখিয়াই তো লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই সব সমাজ-বিরোধী লোককে জানিয়া বুঝিয়া সরকারী অনুচর নিয়োগ করার ফলে বান্দোয়ানে নানা উপদ্রব ঘটিতেছে। এস, ডি, ও চুপ করিয়া রহিলেন।

সরকারের সহায়কদের স্বরূপ

আমি বলিলাম—আপনাদের যাহারা আজ সহায়ক—তাহারাই বিহার আমলের উৎপাতকারী—তাহারাই কংগ্রেস—তাহারাই গ্রামরক্ষী—তাহারাই বন্দুকধারী। এই দলের ভিতরে আমি যাহার কথা আপনাকে বলি-য়াছি—দিনরাত থানায় পড়িয়া থাকে—যে ব্যক্তি বান্দো-য়ানে কংগ্রেসের পাণ্ডা—এবং গ্রামরক্ষী বাহিনীর সংগঠন কর্ত্তা সেই ব্যক্তির নাম শ্রীনকুল মাহাত। এই নকুল মাহাত বিহার আমলে বাংলাভাষা রক্ষার আন্দোলনে বিহার সরকারের পক্ষে প্রতি নিয়ত শত শত গুণ্ডাকে মদ খাওয়াইয়া, অমানুষ করিয়া অহিংস সত্যাগ্রহীদের, অহিংস কর্ম্মীদের উপর আক্রমণ করিয়াছেন। সমস্ত বান্দোয়ান থানা তাহার সাক্ষী। এই রকম বহু সমাজ-বিরোধী লোক আজ সরকারের সহচর—সরকারী গ্রাম-রক্ষী। এই কথা বলিয়া আমি ইঁহাদের কীর্ত্তি কাহিনী বলিতে লাগিলাম।

সহসা এক উপদ্রবের উদ্ভব

যখন ঐ সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে তখন সহসা অফিস ঘরের বাহির হইতে এক গোলমাল শোনা গেল। থানার বারান্দার নিচে যে সকল বন্দুকধারী ছিল—তাহারা বন্দুক হাতে করিয়া সমস্বরে চেঁচাইতে আরম্ভ করিল—

অরুণ চোর—অরুণ ভিখারী—অরুণ রিফিউজী—ভজহরি চোর—অরুণ চোর ইত্যাদি।

আমি এস, ডি, ওকে বলিলাম—দেখুন আপনি সাম-নেই দেখিতে পাইতেছেন—কিরূপ লোক জনকে আপ-নারা গ্রামরক্ষী করিয়াছেন—যাহাদের হাতে বন্দুক দিয়া-ছেন। আপনি আসিয়াছেন—আপনার কাছে তো ইহারা অভিযোগ করিতে পারে—উপদ্রব না করিয়া আমরা যেমন আপনার কাছে শান্তিপূর্ণভাবে অভিযোগ করিতেছি। এস, ডি, ও দারোগা বাবুকে আদেশ দিলেন যে—ইহাদের চেঁচামেচি বন্ধ করিতে বলুন। দারোগাবাবু গিয়া উহাদের নিষেধ করিলেন। কিন্তু উহারা শুনিল না—আরো প্রবল বেগে সমস্বরে আরম্ভ করিল :—

স্কুল নষ্ট করিল কে—অরুণ্যা
লোককে ঠকায় কে—অরুণ্যা
গরু কাটা করায় কে—অরুণ্যা
সোসাইটির টাকা চুরি করে কে—ভজহরি ইত্যাদি।

সরকারের লোক সরকারের কথা শুনিতেছে না

আমি এস, ডি, ওকে বলিলাম—দেখুন, আপনারা কিরূপ লোক সংগ্রহ করিয়াছেন—আপনাদের লোক আপনাদেরই কথা শুনিতেছে না। ইহা তো কাজের ধারা নহে—ইহা কেবল উপদ্রব সৃষ্টি করা। অভিযোগ থাকিলে আপনাকে শান্তিপূর্ণ ভাবে বলিতে পারে—কিন্তু সে ভাবে যাহারা আচরণ করে না—তাহাদেরই আজ আপনারা গ্রামরক্ষী করিয়াছেন—তাহাদেরই হাতে বন্দুক দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া এস, ডি, ও পুলিসকে বলিলেন—উহাদের চিৎকার বন্ধ করিতে বলুন। আর না করে—থানা অফিসের সীমানার বাহির করিয়া দিন। দারোগা বাবু খুনরায় গিয়া বন্ধ করিতে বলা সত্ত্বেও ঐ বন্দুকধারী-গণ চিৎকার বন্ধ করিল না। দারোগা বাবু হাকিমের নির্দ্দেশক্রমে ঐ লোকগুলিকে থানা অফিসের হাতার সীমানার বাহির করিয়া দিলেন। উহারা রাস্তায় গিয়া চেঁচাইতে লাগিল।

আমি এস, ডি, ওকে বলিলাম যে, দেখুন, আরো যে শত শত লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন যাঁহারা আমা-দের সমর্থনকারী তাঁহারা আমাদের কথায় দূরে সরিয়া গেলেন এবং বন্দুকধারীরা প্ররোচনামূলক বহু কথা বলিলেও তাঁহারা চুপ করিয়াই আছেন। আর দেখুন, আপনাদের লোক কি করিতেছেন।

কিরূপ মারাত্মক লোকের হাতে আজ বন্দুক!

আমরা আরো কথাবার্তা করিয়া থানা অফিস হইতে বাহির হইয়া যখন রাস্তায় গেলাম তখন দেখি বন্দুক-

ধারীরা রাস্তায় দাঁড়াইয়া—পাশে শত শত কর্মী তথা জনসাধারণকে বন্দুক উঁচাইয়া ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। আমি ফিরিয়া গিয়া এস, ডি, ওকে ডাকিয়া লইয়া আসিলাম—বলিলাম যে, আপনারা কিরূপ লোকের হাতে বন্দুক দিয়াছেন আসিয়া দেখুন। উহারা বন্দুক উঁচাইয়া জনসাধারণকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। এস,ডি,ও আমার সঙ্গে আসিলেন—ডি, এস, পিও আসিলেন—আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া এস, ডি, ও দারোগা বাবুকে বলিলেন উহাদের চলিয়া যাইতে বলুন। এস, ডি, ওর নির্দ্দেশে তথা দারোগা বাবুর কথায় উহারা (ঐ সরকারী লোকেরা) গেল না—বরং প্রবল বেগে পূর্ব্ববৎ গালিবর্ষণ করিয়া যাইতে লাগিল। শুনিলাম—দীর্ঘকাল ধরিয়া উহারা বহু উত্তেজনাপূর্ণ ধ্বনি দিতেছে—ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেও জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে সহ্য করিয়া যাইতেছে।

মারমুখী বন্দুকধারীরা আমাদের গুলি করিতে চাহিল

আমি যখন দেখিলাম এস, ডি, ওর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল ও বন্দুকধারীগণ পূর্ব্ববৎ উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে দৃঢ়সংকল্প—তখন আমি জনগণকে সরাইয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এহেন সময়ে আমি শুনিতে পাইলাম—এস, ডি, ওর সামনে বন্দুকধারীগণ বন্দুক উঁচাইয়া বলিতেছে—অরুণ আসুক আমাদের কাছে—আমরা অরুণকে চাই—আমরা আজ অরুণকে গুলি করিব—আজ অরুণকে আমরা মারিব—ভজহরিও আসুক—আমরা উহাকেও গুলি করিব—আসুক দেখি উহারা আমাদের কাছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এস, ডি, ওরা জড়াইয়া ধরিলেন

ইহা শুনিতে পাইয়া আমি তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—বেশ, তোমাদের বন্দুকের গুলি খাইতে আমরা প্রস্তুত আছি—আমরা তোমাদের কাছেই যাইতেছি—তোমরা আমাদের মারিতে চাও মারো—তোমাদের গুলির কত শক্তি তাহারই আজ পরীক্ষা হউক—এই বলিয়া আমি উহাদের দিকে রওনা হইলাম। এস, ডি, ও ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন—না, না, অরুণ-বাবু আপনি ঐ দিকে যাইবেন না—তিনি জোর করিয়া আমাকে আটক করিলেন। আমি বলিলাম—বন্দুকের দ্বারা এই ভাবে মারা যদি এতই সহজ আমি তাহারই পরীক্ষা করিতে চাই—উহারা আপনাদের সামনে গুলি মারিতে চায় মারুক—আমি গুলি খাই। এই বলিয়া এস, ডি, ওকে ছাড়াইয়া আমি অগ্রসর হইতে গেলাম। দারোগাবাবু ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং টানিয়া পিছনে লইতে লাগিলেন—আমি তাঁহাকে বলিলাম—ছাড়ুন আমাকে—আমরা তো নিরস্ত্র—আমরা গুলি খাইতে চাই—আমরা নিরস্ত্র ভাবেই উহাদের কাছে যাইতেছি—এজন্য উহাদের ভয় কিছু নাই—আমরাই গুলি খাইব—আমরা গুলি খাইতে চাই। আমি তাঁহার কাছ হইতে ছাড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম—সরকারী কর্ম্মচারীদের আরো কয়েকজন আসিয়া আমাকে টানিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এস,ডি,ও দের অনুরোধ সত্বেও আমরা আগাইলাম

ওদিকে নিকটেই দেখিলাম ভজহরিও গুলি খাইবার জন্য বুক পাতিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে ও ডি, এস, পি এবং আরো অন্যান্য পুলিসেরা আটকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আর আমাদের চারিদিকে শত শত কর্মী ও জনসাধারণ খুবই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে ও বলিতেছে যে—উহাদের বন্দুকেরই জোর এত হইয়াছে যে প্রকাশ্য দিবালোকে হাকিমদের সামনে নিরস্ত্র নিরপরাধীদের গুলি করিতে চায়, হত্যা করিতে চায়—আর ইহার কোনো বিচারই নাই! ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনিলাম—কর্মীরা বলিতেছে দাদারা গুলি খাইতে যাইতেছে—আমরাও গুলি খাইব। দেখিলাম—জনসাধারণের মধ্যে মধ্যে দুই একজন উত্তেজনাবশতঃ বন্দুকধারীদের মুহু গালাগালিও দিতেছে। আমি এদিকে টানাটানির মধ্যেও উহাদের প্রতি বলিলাম—সাবধান, কেহ গালাগালি করিও না ভাই। শ্রীহেম মাহাত, শ্রীঅটল মাহাত প্রভৃতি আমাদের বিশিষ্ট কর্মীরা জনসাধারণকে শত প্ররোচনার মধ্যেও শান্ত রাখিবার জন্য তৎপর ছিলেন।

অবশেষে এস, ডি, ও, ডি, এস, পি, দারোগাবাবুদের টানাটানির হাত হইতে আমি ও ভজহরি নিজেদের ছাড়াইয়া লইলাম এবং গুলি খাইবার জন্য বন্দুক ধারীদের দিকে আগাইয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিছনে কর্মীরাও গুলি খাইতে আগাইয়া গেল।

এক অভিনব পরিস্থিতি

"আমরা আসিয়াছি—গুলি করিতে চাও গুলি করো"—এই বলিয়া যেই আমরা উহাদের কাছে পৌঁছিয়াছি—সহসা ভোজ বাজীর মত অভাবিত এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বড় বড় বন্দুকধারী বীরপুরুষেরা দেখি এক মুহূর্তে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। সেই আস্ফালনকারী প্রতাপশালী ব্যক্তিরা সম্মুখে আর নাই। তাকাইয়া দেখি বন্দুকধারীগণ বড় বড় বন্দুক লইয়া সম্মুখের মাঠ ঘাট পথ গলি বন বাদাড় দিয়া প্রাণ পণে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছে। আসপাশের ঘরে—বন্দুকধারীদের বন্ধু তরফ সর্দ্দারের ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেছে দেখিয়া সকলে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলাম।

ঐ বীর পুরুষদের হাস্যকর অবস্থা

উহারা যদিও জানে যে, অহিংসাপন্থী সত্যাগ্রহী—তথাপি কোনো আকস্মিক ঘটনার সম্মুখে পড়িলে ঐ রকম বীর পুরুষদের যেমন আচম্বিতে স্বভাব সুলভ ভীরুতার উদয় হয়—আমাদের এই বন্দুকধারী বন্ধুদেরও তাহাই হইয়াছিল—ইহা স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া তাহারা যদিও জানে যে সংঘের কর্মীরা অহিংস—তথাপি তাহাদের মনে এই আশঙ্কাও সহসা জাগিয়া থাকিতে পারে যে, সংঘের কর্মীদের সহিত অন্যান্য জনসাধারণও রহিয়াছে—মিথ্যা গালি গালাজ করিয়া তাহাদের উত্তেজিত করা হইয়াছে—তাহারা যদি কেহ কিছু করে। যাহাই ঘটিয়া থাকুক—ইহা দেখিবার মত যে, এতগুলি বন্দুক হাতে লইয়া এইমাত্র যাহারা এত আস্ফালন করিতেছিল—নিরস্ত্র এক সামান্য জনতা সামনে আগাইয়া আসিতেই তাহাদের এত আস্ফালন—বন্দুকের এত অহমিকা কোথায় কর্পূরের মত উড়িয়া গেল। এই বীর পুরুষগুলি কে তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। ইহারাই আমাদের সরকারের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি—ইহারাই কংগ্রেস—ইহারাই জনগণের জীবন-ধন রক্ষক গ্রামরক্ষী—ইহারাই বিচার গঠিত আল পঞ্চায়েতের এখনো মালিক, ইঁহারাই সরপঞ্চ, গ্রামসেবক—ইঁহারাই বন্দুকধারী। বাস্তব পক্ষে গ্রামাঞ্চলে ইহারাই আজ স্বয়ং কংগ্রেস সরকার—মগের মুল্লুকের অধিকর্তা!!

ধাবমান শৃগালের পশ্চাতে যেমন বাগালেরা দৌড়ায়

এই বীর পুরুষেরা যখন দৌড় দিতে লাগিলেন—এই ভাবে সহসা হাস্যকর এক অবস্থার যখন উদ্ভব হইল—

তখন সঙ্গে সঙ্গে জনকতক বালক ও হাড্ডাধরণের গ্রামবাসীর এক দল তাহাদের পিছনে হৈ হৈ করিয়া দৌড়াইতে লাগিল—ধাবমান শিয়ালের পিছনে যেমন কৌতুক করিয়া বাগালের দল হৈ হৈ করিয়া ছুটিতে থাকে। দূরে ধাবমান বন্দুকধারীদের লক্ষ্য করিয়া দুই একটি বালক—হয়তো দুএকটি বয়স্ক ব্যক্তিও দুই তিনটি ঢিলও ছুড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ধমকাইয়া দিলাম। আমরা ছুটিয়া গিয়া উহাদিগকে ফিরাইয়া দিলাম। ছেলেদের থামাইয়া যখন ফিরিতেছি—তখন দেখি বান্দোয়ানের বাসিন্দা দুই এক জন দোকানদার দোকানে ঝাঁপের লাঠি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে উপদ্রবকারীরা দোকান প্রভৃতিতে আক্রমণ করিলে আত্মরক্ষা করিবে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছিলেন "ঐ দুই লোকগুলির বড় বাড় বাড়িয়াছে—আপনারা অনুমতি দিলে দুই চারি ঘা দিয়া বন্দুকের তেজটা তাঁহাদের ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারি।" আমরা বলিলাম আপনারা জানেন তো আমাদের সংগ্রাম অহিংস সংগ্রাম—অহিংসাকামীরা তো লাঠি বন্দুক খাইয়াই লাঠি বন্দুকের তেজ ঠাণ্ডা করে। আপনারা শান্ত থাকুন। তাঁহারা সরিয়া পড়িলেন।

যাহারা উপদ্রব করিয়াছিল

যে সকল ব্যক্তি বন্দুক লইয়া এইসব উপদ্রব করিয়াছিল এবং তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া আর যাহারা সমভাবে উৎপাতে সহায়তা করিয়াছিল—তাহাদের নাম :

১। নকুলচন্দ্র মাহাত, মধুপুর ২। জগন্নাথ দাস, কর্ম্মটাঁড় ৩। পূর্ণ মাঝি, বড়কলা ৪। অজিত মণ্ডল, শিরিশগোড়া ৫। বংশী বাবু, কুইলাপাল ৬। হরিপদ (ভুতু) মাহাত, হেতাকল ৭। কিঙ্কর মাহাত, হেতাকল ৮। পবন মাহাত, ধবনী ৯। কৃষ্ণ মাঝি, উদলবনী ১০। বুধু মাঝি, চাঁদড়া ১১। কিরণ মাঝি, মাহাতগড়া ১২। গৌর মাহাত, হলুদবনী ১৩। বিজয় মাহাত, মধুপুর ১৪। গোবিন্দ মাহাত, তুলসীডি ১৫। কৃষণ মাহাত, পারগেলা ১৬। শুকু মাহাত, তুলসীডি ১৭। হর দত্ত, কুচা ১৮। রামশরণ সিং, বারঘুটু ১৯। সত্য সেন, চিলহা ২০। কিঙ্কর দত্ত, বান্দোয়ান ২১। মৌলবী সাহেব, বান্দোয়ান ২২। বৈদ্যনাথ তালুকদার, বান্দোয়ান ২৩। গোলক নাগ, বান্দোয়ান ২৪। অদ্বৈত নাগ, বান্দোয়ান ২৫। ফকীর ঠাকুর, বান্দোয়ান ২৬। নগেন মাহাত, পড়াশুনা ২৭। বলাই মাহাত, শালবনী ২৮। ভদ্র মাহাত, শালবনী, ২৯। শবর নাপিত, শালবনী ৩০। শ্রীনাথ

মাহাত, পারগেলা ৩১। রামস্বরূপ মাড়োয়ারী, বান্দোয়ান ৩২। হনুমান মাড়োয়ারী, বান্দোয়ান ৩৩। শ্যাম মাড়োয়ারী, বান্দোয়ান ৩৪। কাশীনাথ শর্ম্মা মাড়োয়ারী, বান্দোয়ান ৩৫। বিরজু মাড়োয়ারী, বান্দোয়ান ৩৬। গোপাল দে, চিলহা ৩৭। নিতাই চন্দ, চিলহা ৩৮। গোপাল ভুইতো, চিলহা ৩৯। গৌর মাহাত, লতাপাড়া ৪০। মদন মাহাত, আমপাড়া ৪১। ইয়াসীন, বড়মো ৪২। কানাই ঠাকুর, লতাপাড়া।

বন্দুকধারীদের মধ্যে যাহারা বহু পুরাতন আমলের তাহারা চলিয়া গিয়াছিলেন। বিহার আমলের বন্দুকধারীরাই ছিলেন। ঐ সব উপদ্রবকারীদের মধ্যে বন্দুকধারী, কংগ্রেস, পঞ্চায়েত মুখিয়া প্রভৃতি সব কিছু ছিল। যে দুই একটি বালকের সহিত দুই একটি ব্যক্তি ঢিল ছুঁড়িয়াছিল—এমনও হইতে পারে যে, উহারা অপর পক্ষেরই লোক ছিল। সংঘকে দোষী করিতে এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।

সরকারী কর্ত্তব্য কি ছিল

হাতে বন্দুক লইয়া সেদিনের সেই উপদ্রবকারীরা প্রকাশ্য দিবালোকে নিরপরাধ নিরস্ত্র লোককে গুলি করিতে—ও নানা উত্তেজনাপূর্ণ গালি গালাজ দ্বারা জনগণকে প্ররোচিত করিতে চাহিয়াছিল—স্বয়ং এস, ডি, ও এবং ডি, এস, পির সম্মুখে। ঐ অফিসারদের কি তখন কোনো কর্ত্তব্য ছিল না? ঐ অফিসাররা আমাদিগকে আটকাইতে ছিলেন; এই জন্য যে, ঐ সাংঘাতিক লোকগুলির কাছে গেলে আমাদের জীবন উহারা বিপন্ন করিতে পারে। অবস্থা যদি এই রূপই হইয়াছিল—তখন আমাদিগকে না আটকাইয়া শান্তিভঙ্গকারীদেরই আটকানো কি উচিত ছিল না? সেই সময় ঐ লোকগুলির বন্দুক কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল—এমন কি উহাদিগকে—সাময়িক ভাবে হইলেও—আটক করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে এস, ডি, ও সাহেবকে জানি। সকলের সহিত মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি বহু প্রশংসিত হইয়াছেন। সেদিনও তিনি আমাদের প্রতি সমুচিত ভদ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং ধৈর্য্য সহকারে আমাদের সব কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু ঐ অবস্থায় এস, ডি, ও সাহেবের আচরণ দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছে যে, হয়, ঐ অফিসারেরা ঐ আকস্মিক ব্যাপারের উদ্ভবে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—নয় তো, তাঁহাদের ইচ্ছা থাকিলেও কিছু করিতে পারে নাই; কারণ তাঁহারা সজাগ রহিয়াছেন যে, কংগ্রেসের সৃষ্ট এই উপদ্রবকারীদের প্রতি সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে—জনগণ তথা লোক সেবক সংঘের সম্মুখে কংগ্রেসের লোকের অপমান ঘটানোর অপরাধের জন্য তাঁহাদিগকেই বিপজ্জনক বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইবে।

আমরা কি আশা করিতে পারি

যাহাই ঘটিয়া থাকুক—আমরা দেখিতেছি—কংগ্রেসী শাসনে আজ অবস্থা কি ধারায় চলিতেছে—প্রকাশ্য দিবালোকে হাতে বন্দুক লইয়া যাহারা অপরকে (এমন কি বিনা অপরাধেও) খুন করিতে চায়—তাহাদের প্রতি আইনের সাধারণ ব্যবস্থাও প্রযুক্ত হয় না এবং তাহাদিগকে এই মারাত্মক অপরাধের জন্য বন্দুকও খোয়াইতে হয় না! আমরা কি আশা করিতে পরি যে, ঐ দিনের ঐ সকল ঘটনার সত্যতা যাচাই করিয়া অপরাধীর প্রতি নিশ্চয়ই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং বিপজ্জনক ব্যক্তিদের কাছ হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া—তাহাদিগকে গ্রামরক্ষীর পদ হইতে সরাইয়া—জনগণের জীবন বিপন্ন করার এই বিপজ্জনক অবস্থার প্রতিকার হইবে?

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

মানভূমের ডেভেলাপমেণ্ট বা উন্নয়ন

(শ্রী বৃহস্পতি)

আমি মানভূমের একজন অতি সাধারণ নাগরিক। রাজনৈতিক মতামত আমার সকলের মতোই আছে—তাহা হইলেও হাটে বাজারে মাঠে ঘাটে যে অগণিত জনসাধারণ বিবরণ করেন আমি তাহাদেরই একজন—কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ নই।

ইংরেজ আমল হইতে মানভূম এবং মানভূমে আন্দোলন দেখিয়া দেখিয়া চলতি ব্যাপার বুঝিবার মতো বুদ্ধি অতি সামান্য হইলেও কিছু জন্মিয়াছে। অন্ততঃ কিসে কতটুকু সত্যই জিলার অধিবাসীদের ভাল কিংবা মন্দ হইবে—বা হইতে পারে সেটা ঠেকিতে ঠেকিতে খানিকটা উপলব্ধি করিতেছি। বর্তমান যুগে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক রাজনৈতিক ছোঁয়াচ হইতে কেহ বাহিরে থাকিতে পারেনা। খাওয়া পরা হইতে ম্যালেরিয়া পর্য্যন্ত রাজনৈতিক গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। এবং নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া আমার ন্যায় অতি নিস্পৃহ ব্যক্তিও ইহাই উপলব্ধি করিতে

বাধ্য হইয়াছে যে রাজনৈতিক দল না হইলে কোন কাজ চলেনা এবং দল, সংঘ, বা প্রতিষ্ঠান যাহাই হোক না কেন মায় গবর্মেণ্ট পর্য্যন্ত—তাহাদের আদর্শবাদ যাহাই ঘোষিত হোক, তাহা কাজ করেনা—কাজ করে মানুষ। আদর্শ বড় হইলেও সেই প্রতিষ্ঠানের মানুষ যদি খারাপ হয় তবে কাজ খারাপ হইবেই। দেখিয়া ও ঠেকিয়া ইহা শিখিয়াছি।

এই ভূমিকার প্রয়োজন হইল এই জন্য যে সম্প্রতি মানভূমে উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য যে ডিষ্ট্রিক্ট ডেভেলাপমেণ্ট কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে তাহার তালিকা দেখিয়া। এই ডেভেলাপমেণ্ট কাউন্সিল—হৃত সর্ব্বস্ব উৎপীড়িত ও প্রপীড়িত মাভূমের উন্নয়ন করিবার জন্য গঠিত হইয়াছে ইহাই মনে হয়। যে সমস্ত ব্যক্তিদের এই গঠনের ব্যাপারে কাউন্সিলের সদস্য করা হইয়াছে তাহাতে আমার মতো অতি সাধারণ লোকেরও মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে বিহার আমলে যেটুকু বাকী ছিল বাংলার আমলে তাহা হয়তো সম্পূর্ণ হইবে।

এই ডেভেলাপমেণ্ট কাউন্সিল ৪৪ জন লোককে লইয়া গঠিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে সরকারী কর্মচারী ১১ জন; লোকেল বডিজ এর প্রতিনিধি ৫ জন; লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভার সদস্য ১২ জন; ডেপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক মনোনীত ১৬ জন ও রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন। আমরা ডেপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের লইয়াই আলোচনা করিতেছি। তাহাদের নাম ও পরিচয় এই :—

১। সুধীর কুমার ব্যানার্জী—কংগ্রেস সেক্রেটারী ২। মদন মাহাত—কাশীপুর, ৩। মহানন্দ মাহাত—রঘুনাথপুর, ৪। রামরতন মণ্ডল—নিতুরিয়া, ৫। ফকীর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য—সাঁতুড়ি, ৬। মণীন্দ্রনাথ গোস্বামী—বরাবাজার, ৭। আজিজুর রহমান—পাড়া, ৮। নিকুঞ্জবিহারী পাত্র—বলরামপুর, ৯। গৌর মাহাত—বান্দোয়ান, ১০। পদ্মলোচন পাণ্ডে—বাঘমুণ্ডি, ১১। নগেন্দ্রনাথ সিং দেও (মাহাত)—পুরুলিয়া, ১২। ভিক্ষাকর মাহাত—আড়ষা, ১৩। ধরণীধর ব্যানার্জি—পুঞ্চা, ১৪। অতুলচন্দ্র মাহাত—মানবাজার, ১৫। জ্যোতিষ চন্দ্র চ্যাটার্জি—জয়পুর, ১৬। রাধাগোবিন্দ চৌধুরী—ঝালদা।

এই লিষ্টটি দেখিয়া প্রথমেই মনে হয় মানভূম বুঝি এখনও বিহারেই রহিয়াছে—কারণ বিহার সরকার নিয়োজিত যে সমস্ত মহানুভব ব্যক্তিগণ মানভূমকে বিহারে রাখিবার মহান ব্রত গ্রহণ করিয়া সত্যাগ্রহী ঠেঙ্গান, বাংলা ভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ, ভাষা কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান, দিবাভাগে পুরুলিয়া সহর লুণ্ঠন (বিহার মে রহেঙ্গে ধ্বনি সহকারে) এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য জনসেবামূলক কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা বঙ্গমাতার জিহ্বাকর্তন কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তাহারা অনেকেই ইহার মধ্যে আছেন। ইহাদের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাহারা হিন্দীর নামে সহস্র টাকার বাঁধ কুয়ার ঠিকা পাইয়া তাহার অর্থ লোষ্ট্রবৎ জ্ঞানে বাঁধ কুঁয়ার জন্য ব্যবহার না করিয়া নিরাপদ স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় শঙ্কিত হইবেন না—যদি কেহ ড্যামেজ সুট বা মানহানীর মোকদ্দমা আনেন আমি নিরতিশয় আনন্দি হইব। কারণ—আদালতে রাশি রাশি প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারিব যে—মানভূমের উন্নয়নের জন্য কাহাদের মোতায়েন করা হইয়াছে! ভগবান ইহাদের সেই সুবুদ্ধি একবার দিন!

কংগ্রেস গবর্মেণ্ট বলিয়াই কি কংগ্রেস সেক্রেটারীকে এই কমিটীতে রাখা হইয়াছে? যদি রাজনৈতিক দল হিসাবেই বিবেচনা করা হয় তবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে কেন?

মাপ করিবেন। লিষ্টটি যে ভাবে তৈরী হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই—সুতরাং শঙ্কা হইতেছে যে মানভূমের উন্নয়নও অসম্পূর্ণই থাকিবে। সম্পূর্ণ করিবার জন্য যে নামগুলি বাদ পড়িয়াছে তাহার উল্লেখ না করিলে আমার কর্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

কুমার অজিত প্রসাদ কোথায়? বৃটিশের পদসেবা, শ্রীকৃষ্ণের পদধারণের পরে বঙ্গমাতার কেশাকর্ষণের পুরস্কার স্বরূপ তিনি বাংলা কংগ্রেসের শিরোপা পাইয়াছিলেন—তিনি না থাকিলে এই উন্নয়ন কাউন্সিলের লক্ষ লক্ষ টাকার সদগতি কিরূপে হইবে? আদরার দশরথ পাশী, বদরী হালুয়াই, অনুতপ্ত তারাপদ শান্তিকারী, ত্রিবেণী পাঁড়ে, কেরসিং, সত্যেশ্বর রাও এবং সর্বোপরি মুক্ত কৃপাণধারী সৃষ্টিধর ব্যানার্জিকে ইহাদের সহিত না

দিলে ইহারা উন্নয়নের প্রেরণা কেমন করিয়া পাইবেন? মাগুড়ার চিত্ত মাহাত যিনি অতুল বাবুর সর্ব্বাঙ্গে আলকুশী দিয়া পুণ্যার্জন করিয়াছেন, মানবাজারের অপূর্ব্ব বাউরী এবং অবশেষে অনশনব্রতী সত্যাগ্রহী শশী মাহাতর অভাবে উন্নয়ন কার্য্য যে ব্যহতই হইবে! মানবাজারের লক্ষ-মার্কা সৌরী শঙ্কর মাটি না খুঁড়িয়া যিনি সরকারী বাঁধ কুঁয়ায় দামোদরের বন্যা আনেন—ইহাদের সহিত সহকর্মী হিসাবে তাহারও থাকা উচিত ছিল। তারপরে প্রাক্তন 'ডেপুটী কমিশনার' রামজী সিং (বরাবাজার), দাগী বংশী সিং তাহার বন্দুকধারী দাগীর দল বল সহ এই উন্নয়ন কমিটীতে নাই—কি করিয়া কি হইবে? দেবেন বাবু আছেন কিন্তু তাহার ভাই বুটন মাহাত কোথায়? কোথায় সেই শ্রীপুরণ মল ভাই? শ্রীরামপদ মাহাত কি কুঁয়ার স্পন্সরিং এজেন্ট হওয়াই বেশী লাভ জনক মনে করিলেন? আমাদের শরৎ দাস কোথায়? বিহার গবর্মেণ্ট দাগীদের লিষ্টও রাখিয়া যায় নাই—তাহাদের অনেক প্রতিনিধি থাকিলেও তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া হাট লুট করিয়াছে, তার কাটিয়াছে এমন দু-এক জনকে এই কমিটীতে রাখা উচিত ছিল। আর এক জন কৃতী পুরুষের নাম উহ্য রাখিলাম—যিনি সফ টাকার কুঁয়া ও বাঁধের স্পন্সরিং এজেন্ট হইয়া মনভূমকে জল প্লাবিত করিয়াছিলেন। আর কত যোগ্য লোকের নাম করিব?

অনুমোদনটী সরকারী ভাবে ডেপুটী কমিশনারের এবং যদি বলা যায় নির্দ্দেশ কংগ্রেসের তবে বোধ হয় ভুল হইবে না। সত্যকারের দুঃস্থ মানভূমবাসীর উন্নয়ন না কংগ্রেসের আগামী ভোটের জন্য নির্বাচন ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য ডেভেলাপমেণ্ট কাউন্সিলের সদস্যদের মনোনয়ন—এটা স্পষ্ট করিয়া মানভূমবাসীকে জানাইয়া দিলে অন্ততঃ তাহারা এই দুর্দ্দিনে মিথ্যা ভরসা করিয়া আরও ক্ষীণকায় হইত না। আমাদের প্রস্তাবিত যোগ্য লোকগুলির দ্বারা এই উন্নয়ন কমিটিটি পরিপুষ্ট, সংযত ও সম্পূর্ণ হইলে—আর যাই হোক লোকের আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিবে না।

অতঃপর মানবাজার রঘুনাথপুর পুঞ্চা প্রভৃতির ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট কমিটীগুলির সম্বন্ধে আর পৃথক করিয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। একই অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে—ইহাও তাহাই। এ বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আদেশ এবং নির্দ্দেশের বাহক মাত্র। লোক সভায় কমিউনিটী প্রজেক্টের মন্ত্রী প্রকাশ্যেই স্বীকার করিয়াছেন যে—কমিউনিটী প্রজেক্ট জন সহযোগিতার অভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কেন যে জনসাধারণ এ গুলিকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে, সহযোগীতা করিতে ইতস্ততঃ করে তাহার কারণ এই এডভাইসরি কমিটী গুলির গঠনের ধারার মধ্য দিয়াই বুঝা যাইতেছে। চুরী করিবার জন্য তস্করকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে, রাহাজানির জন্য গুণ্ডা প্রয়োজন—দেশের উন্নয়নের জন্য যাহাদের দরকার তাহারা আর যেই হোন ইহারা নহেন।

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলিপ্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ হোমিওপ্যাথিক ষ্টেট ফ্যাকালটি

১বি, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণের নাম রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত দাখিল করিবার শেষ তারিখ ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৫৮। উক্ত ফরমের মূল্য এক টাকা এবং ডাক খরচ ৫৮ নয়া পয়সা। উপরের ঠিকানায় পাঠাইলে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে নির্দ্দিষ্ট ফরম পাঠানো হয়।

ডাঃ অমল সেন

২।১।৫৮ রেজিষ্ট্রার

রায় বাহাদুর এম, জি, রুটা

ওনার

হাসপাতাল (চাঁইবাসা)

কর্ম্মখালি

একজন ম্যাট্রিক পাশ কম্পাউণ্ডার ও একজন পাশ করা নার্স প্রয়োজন আবশ্যই পার্থীগণ ১৬, ১৭ ও ১৮।১।৫৮ তাং মধ্যে নিজ নিজ খরচায় নিজ যোগ্যতা পত্র সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাক্ষাৎ করুন। বেতন যোগ্যতা অনুসারে।

গ্রাম—মাগুড়া আশ্রম

পোঃ মাগুড়া-সালপুর, পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তিপ্রস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

১৯শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৬ই মাঘ ১৩৬৪, ২০শে জানুয়ারী ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

২৬শে জানুয়ারী জনসভা

ঐদিন আমাদের

মহান্ স্বাধীনতা দিবসের স্মরণের দিন

ঐ দিন স্বৈরশাসনের অবসানের সংকল্প গ্রহণ দিবস

ঐ দিন যথার্থ জনস্বরাজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ দিবস

ঐ দিবস উদ্‌যাপনের সঙ্গে আমরা

আজিকার এই স্বৈরশাসনের পরিণাম স্বরূপ

সংকটজনক খাদ্যপরিস্থিতি বিষয়ে

জেলার গণদাবী উত্থাপন করিব।

পুরুলিয়ার অনুষ্ঠান: রাসমেলা ময়দানে: বৈকাল ৪৷৷০ টায়

আমাদের প্রার্থনা এইজাতীয় কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনে সকলে যোগদানকরিবেন

পুরুলিয়া
২০।১।৫৮

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক লোক সেবক সংঘ।

[১০ম পৃষ্ঠার পর হইতে]

চন্দনকিয়ারী থানায় খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে জনসভা

গত ১২ই জানুয়ারী ২৮শে পৌষ রবিবার চন্দনকিয়ারী থানার আড়িডা গ্রামে সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে পর্য্যালোচনার জন্য লোক সেবক সংঘের তরফ হইতে এক জনসভা আহ্বান করা হয়। বেলা সাড়ে তিনটায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস সিংহ মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া ভূমিকা করেন। সভাপতি মহাশয় অঞ্চলের সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতির বর্ণনা দেন। এবং আসন্ন অন্নসংকটের হাত হইতে জনসাধারণের প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব পালন করিতে সরকারকে অনুরোধ করেন।

সভায় শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য বিভিন্ন বিষয়ে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। এবং এই নিদারুণ সংকটের হাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় করিতে জনসাধারণ ও সরকারকে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। তিনি দাবী করেন যে গত দুর্ভিক্ষের সময় ১৯৪৭।৪৮ সালে এই অঞ্চল হইতে সরকার হাজার হাজার মণ ধান্য লইয়া গিয়া উত্তর বিহারের খাদ্যসংকট দূরীভূত করিয়াছেন। তখন এখানের লোকজন জনার পাইয়া দিন কাটাইয়াছে। তখন বিহারে এই শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আজ এই এলাকার লোকে ক্ষুধায় কষ্ট পাইলে তাঁহার উপর দোষারোপ হইবে।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে রিলিফ, সহায়তা কৃষি ঋণ, খয়রাতী দান ও সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্যের খাদ্যদ্রব্যের দোকান খুলিবার দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সভায় বিভিন্ন গ্রামের, প্রতিনিধি স্থানীয় পাঁচ শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

চন্দনকিয়ারী থানার দারোগা শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্যের বক্তৃতা নোট করিতে ছিলেন।

শ্রীশ্রীপতিনাথ বড়াল সভায় তাঁহাদের দাবী উথাপন করেন। চন্দনকিয়ারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মী শ্রীপরমেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য বহু কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে সভার কার্য্য শেষ হয়।

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড. পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলিপ্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

তুলিন ত্রিশূল মার্কা সাবানের হুবহু নকল করাইয়া পুরুলিয়ার কয়েক জন ডিলার খরিদ্দারদের ঠকাইতেছে সাবধান হউন। নকলকারীদের হাতে কলমে ধরাইয়া দিলে পুরস্কার পাইবেন।

মূল্যবান পাকা গৃহাদি বিক্রয়

পুরুলিয়া জেলার বরাহবাজার থানার অন্তর্গত বরাহবাজার মৌজার মধ্যে মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেডের পাকা বাঙ্গলো. পাকশালা, গাড়ি ও ইঞ্জিন ঘর, চাকরদের বাসের ঘর আদি মায় তৎসংলগ্ন পাকা ইন্দারা ও বৃক্ষাদি সহ সম্পূর্ণ কম্পাউণ্ড এবং ক্লাব ঘর ও তাহার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ষ্টাফ কোয়ার্টার ও তৎসলগ্ন ভূমি বিক্রয় করা হইবে। প্রকৃত খরিদেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে কি মূল্যে খরিদ করিতে পারেন উল্লেখ করিয়া নিম্নঠিকানায় আবেদন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। আবেদনে উল্লিখিত মূল্য সম্পত্তির উপযুক্ত মূল্য বিবেচিত না হইলে আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। ইতি

জেনারেল ম্যানেজার

মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ

পোঃ গাদাপিয়াশাল, জেঃ মেদিনীপুর

মুক্তি

৬ই মাঘ, সোমবার

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচন

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। বাংলার পৌর স্বায়ত্বশাসন আইন এখনও এখানে লাগু হয় নাই; কাজেই ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর বিহারের যে আইন প্রচলিত ছিল, সেই আইন অনুযায়ী নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ইতিমধ্যে পুরুলিয়া সহরের ভোটার লিষ্ট দেখিয়া শুনিয়া নূতন করিয়া তৈরী ও সংশোধিত হইতেছে। মার্চ মাস পর্য্যন্ত সময় লাগিবে। সহরের বহু লোকই এবং আমরাও ইহা মনে করি যে—নির্ব্বাচন এখনই বিহার আইনে না করিয়া সংশোধিত ভোটার লিষ্ট সম্পূর্ণ হইবার পরে একেবারে বাংলার আইনে হওয়া উচিত। এখন করিলে অসুবিধা অনেক আছে। প্রথমতঃ এখন একবার নির্ব্বাচন হইলে মিউনিসিপ্যালিটীর ১০।১২ হাজার টাকা খরচ হইবে। তারপরে বাংলার আইন চালু হইলে আর একবার নির্বাচন হইবে। সময়, অর্থ, প্রার্থী সব দিক দিয়াই হয়রাণী। কিন্তু বাংলা সরকার জিদ ধরিয়াছেন এখনই হউক। তাহার কারণ যাহা দেখিতেছি তাহা এই—

বিহার আইনে নমিনেশনের প্রথা পুরুলিয়ার হস্তান্তরের সময় পর্য্যন্ত ছিল—অবশ্যই ইতিমধ্যে বিহারে তাহা সংশোধিত হইলেও ৫৬ সালে হস্তান্তরের সময় তাহা চালু ছিল বলিয়া সেই আইনই পুরুলিয়ায় চলিবে। বাংলার আইনে সরকারী নমিনেশন নাই। বিহার আইনে নির্ব্বাচন হইলে কংগ্রেস যদি সংখ্যালঘিষ্ঠও হয় তবুও নমিনেশন দিয়া কয়েকটী হাজরকে ঢুকাইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ করা যাইতে পারে—এই আশা কংগ্রেস করিতেছে।

বিহার আমলের ভোটার লিষ্ট নিরপেক্ষভাবে সংশোধিত হইলে ভোটার সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইবে—নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের অসুবিধা হইবে।

এইবার নির্ব্বাচন করিয়া যদি নমিনেশন প্রভৃতি দ্বারা কোন ক্রমে কংগ্রেসকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করা যায় তবে পরে বাংলার আইনে নির্ব্বাচন না করিয়াও ইহাকে চালু রাখিবার অনেক পন্থা আছে—অভিজ্ঞান, বিলম্বিত কৌশল ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর যদি কোন ক্রমেই তাহা সম্ভব না হয়, মিউনিসিপ্যালিটীতে যদি কংগ্রেসের প্রার্থী অধিকসংখ্যায় নমিনেশন দিয়াও বোর্ডগঠন না করা যায়, তবে বাংলার আইনে আর একবার নির্বাচন করিয়া দেখা যাইবে। টাকা আছে, পয়সা আছে, প্রতিশ্রুতি আছে, মিথ্যা প্রচার আছে—নির্বাচন বৈতরণী পার হইবার অনেক উপায়ই আছে—নিরাশ হইবার কিছু নাই!

এই পটভূমিকাতে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর বর্ত্তমান নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা করা যাইতে পারে। স্থানীয় কংগ্রেসের কোন বিশিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ একথা স্বীকার করেন যে—ভোটার লিষ্টটি অসম্পূর্ণ, ইহার সংশোধন হওয়া দরকার; কিন্তু নির্ব্বাচন পিছাইলে—চলিবেনা। যদি বাংলার আইনে ভোটার তালিকা সংশোধন ও সম্পূর্ণ করিয়া নির্বাচন করিতে বিলম্ব হয় এবং সেজন্য নির্বাচন স্থগিত রাখিতে হয়, তবে মিউনিসিপ্যালিটীকে 'সুপারসিড' করিবার প্রস্তাবও স্থানীয় কংগ্রেস হইতে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে কিনা তাহা পুরুলিয়ার কংগ্রেস অধিকারীরা হয়তো সাধারণের নিকট স্বীকার করিবেন না—কিন্তু এরকম একটা প্রস্তাব যে কংগ্রেসের দায়িত্বশীল কেহ করে নাই—ইহা কি তাহারা বলিতে পারেন?

নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস হইতে দায়িত্বশীল লোকেরা কেতকিয়, পাড়ায় পাড়ায় সভা করিয়া প্রচার করিতেছেন। প্রকাশ্য সভায় বলিতেছেন যে—'কংগ্রেসকে ভোট না দিলে পুরুলিয়ায় জলের কল হইবে না; দেখ, কংগ্রেসের কথা গবর্মেণ্ট কেমন শোনে—কংগ্রেসী **শঙ্করনারায়ণ বিধান সভায় বক্তৃতা দিল মানভূমে খাদ্য কষ্ট নাই**—অমনি গবর্মেণ্ট তাহার কথা মানিয়া লইল যে, মানভূমে খাদ্যকষ্ট নাই ইত্যাদি ইত্যাদি; সুতরাং তোমরা কংগ্রেসকে ভোট দাও।' ইহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্যই অনাবশ্যক। জনসাধারণেই বুঝুন।

ঙ-

আমরা ইহাদের জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে—নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের ঘোষণা পত্র নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইবে। তাহাতে কংগ্রেসকে কেন ভোট দিবে—কারণ স্বরূপ এগুলি উল্লেখ করা হইবে কি? কংগ্রেসকে ভোট না দিলে পুরুলিয়ায় জলের কল হইবেনা, এই যদি কংগ্রেসের সরকারের নীতি হয় তবে কংগ্রেসের ভোট চাহিবার কোন অধিকার আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। মানুষের ভোট দিবার অধিকারকে যাহারা এই ভাবে ভয় দেখাইয়া কুক্ষিগত করিবার প্রবৃত্তি রাখে—তাহারা যে ব্যক্তিই হোন বা যে প্রতিষ্ঠানই হোন, তাহারা নির্ব্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা পাইলে দেশের সর্ব্বনাশই করিবে—করিতেছে। কংগ্রেসের গণতন্ত্রের ইহাও একটি চমৎকার রূপ! যদি বলা হইত—সেবা, সততা, কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি দেখিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কর—বুঝিতাম তাহার একটা কল্যাণের প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু ভোট না দিলে জলের কল হইবে না, ভোট না দিলে গবর্মেণ্ট ইহা করিবে না, তাহা করিবে না—ইহা যাহারা বলে, এই ভয় যাহারা দেখায়, তাহাদের হাতে পুরুলিয়ার মিউনিসিপ্যালিটী কেন কোন কিছু গেলে পুরুলিয়ার সর্ব্বনাশ ছাড়া আর কিছু হইবে না। পুরুলিয়ার নাগরিকদের যেন স্বাধীন মতামত বলিয়া কিছু নাই, অধিকার বলিয়া কিছু নাই! চোর ছোক ছ্যাঁচড় ছোক কংগ্রেস যদি তাহাকে দাঁড় করায় তাহা হইলে তাহাকেই ভোট দিতে হইবে—নহিলে জলের কল হইবে না—এই ভয় কাহাকে দেখাও? পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এবং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কি পুরুলিয়ার নাগরিকদের জানাইবেন যে, তাহাদের প্রতিভূস্বরূপ যাহারা ইহা বলিতেছেন তাহারা তাহাদের নির্দ্দেশে তাহাদের শাসন নীতিই জনসাধারণে প্রচার করিতেছেন? কংগ্রেস অথবা কংগ্রেস গবর্মেণ্টের ইহাই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নীতি? পুরুলিয়ার নাগরিকগণ নিশ্চয়ই ইহা জানিবার দাবী করিতে পারে কারণ, জলের কল বা ঐরূপ কিছু দেখাইয়া বা ঐ সম্বন্ধে ভীতি প্রদর্শন করিয়া পুরুলিয়ার নাগরিকদের স্বাধীন নাগরিক অধিকার—তাহাদের বিবেককে খরিদ করিবার প্রস্তাব বা ভয়ে আত্মসমর্পণ করাইবার চেষ্টা সমগ্র নাগরিকদে অপমান করা ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু তাহাই নয়, সমগ্র ভারতে পুরুলিয়ার নাগরিকরা যে নৈতিক দৃঢ়তা, যে আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সাহস ও নির্ভীকতার যে আদর্শ দেখাইয়াছে, ইহাদের তাহা উপলব্ধি করিবার কোন সামর্থ্যই নাই বলিয়া এই হীন প্রস্তাব করিতে ইতস্ততঃ করেনা। কিছু লোক হিন্দীর আমলে নিজেকে বিক্রয় করিয়াছে, ভয়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছে—তাহারা মনে করিত যে মানুষের অধিকার ও বিবেক খরিদ করিতে পারা যায়; ভয়ে সব কিছু করান যায় কিন্তু পুরুলিয়ায় বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা পারে নাই। বাংলার আমলেও যাহারা নিজেদের বিক্রয় করিয়াছে তাহারাও সেই ভাবেই মনে করিতেছে যে—পুরুলিয়ার নাগরিকরা বুঝি তাহাদের বিবেক, স্বাধীন বিচার, স্বাধীন অধিকারের প্রয়োগ বিক্রয় করিতে আগাইয়া আছে; ইহাদের ভয় দেখাইয়া যাহা খুসী করান চলিবে। হায়রে! নিজেদের বিক্রেয় পণ্যরূপে পরিণত করিয়াছ বলিয়াই একথা কখনই বুঝিতে পরিবে না যে, পুরুলিয়ার নাগরিকরা দুঃস্থ হইতে পারে, গরীব হইতে পারে, জলকষ্ট কেন অনেক কষ্টই তাহাদের ছিল, আছে—তাহাদের আর্থিক সঙ্গতি নাই—হিন্দী কংগ্রেস তাহাদের ঠেঙ্গাইয়াছে—ভারতের কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস তাহাদের আর্থিক ও নানা দুর্গতিতে ফেলিয়াছে—কিন্তু তাহাদের কেহই কোন কিছু দিয়াই কোনদিনই খরিদ করিতে পারে নাই—কোন ভয় দেখাইয়া তাহাদের আত্মসমর্পণ করাইতে পারে নাই, পারিবেও না। জলের কল কেন, ইহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী প্রলোভন, অনেক ভয় তাহাদের সামনে আসিয়াছে—তাহারা যদি বিক্রীতই হইত, ভীত হইত তবে তোমরাও—যাহারা আজ মানুষ খরিদ বিক্রয়ের প্রস্তাব করিতেছ, ভয় দেখাইতেছ, পুরুলিয়ার শত দুঃখ কষ্ট সত্বেও—কোন মর্য্যাদা লইয়াই আজ দাঁড়াইবার অধিকার পাইতে না; হিন্দীর নাগরার তলে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতে। পুরুলিয়ার মর্য্যাদাহানিকর প্রস্তাব করিয়া যে অপমানের চেষ্টা করিয়াছ—পুরুলিয়ার নাগরিকদের নিকট তাহার জন্য ভোট ভিক্ষা না করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা কর!

জনসাধারণ কল্পনা করুন! ইহারা বলিতেছে—কংগ্রেসকে ভোট না দিলে জল দিবনা; ভয় দেখাইতেছে কাহাকে? না, পুরুলিয়া সহরকে—ভোট না দিলে জলাভাবে মারিব; পুরুলিয়ার ষাট হাজার নাগরিক কি আজ এই অমানুষিকতার, এই দুষ্টতার জবাব দিবে না?

পুরুলিয়ায় জলের কল হইতেছে—কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ভোটাভুটীর সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমস্ত মিউনিসিপ্যাল সহরেই জলের কলের পরিকল্পনা আছে। বিহার আমলেই ইহা আরম্ভ হইয়াছিল, বাংলায় অন্তর্ভুক্তির প্রাক্কালে কংগ্রেসেরই অংশ বিহার কংগ্রেস সরকার ছাউনি উঠাইয়া কিছু পাইপ লইয়া পলাইল। এখন পুরুলিয়ায় কংগ্রেসী বোর্ড থাকিলে, ঐ আদালতের কাগজপত্র, টেবিল চেয়ারের মতো বাকী পাইপগুলিও পাটনায় পাঠাইয়া দিত। একথা ভুলিয়া যাও কেন? পুরুলিয়ায় অকংগ্রেসী বোর্ড ইহা লইয়া অনেক লড়িয়াছে, সেকথা ভুলিয়া যাও কেন?

আসল ব্যাপারটা কি? পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীতে যাইয়া জনগণের সেবা করিবে—এই লক্ষ্য যাহাদের থাকে তাহারা মিথ্যা প্রচার বা ভয় দেখাইয়া ভোট আদায় করিতে যায় না। মিউনিসিপ্যালিটীর ভার—সহরের প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তা, ঘরবাড়ী প্রভৃতি। ইহার সুব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালিটীর। যাহারা কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া যাইবে তাহারা সকলে মিলিয়া ইহার ব্যবস্থা করিবে। এজন্য নাগরিকরা যাহাদের উপযুক্ত মনে করিবে তাহাদের নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইবে। ব্যাপার তো এই।

এইজন্য দরকার তাহাদের—যাহাদের সততা সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস আছে, যাহারা নির্ভীক, যাহারা মিউনিসিপ্যালিটীর ভিতরের এবং বাহিরের কাজে সময় দিতে পারে, খাটিতে পারে, জনসাধারণের স্বার্থ নিজের স্বার্থের চেয়ে বড় করিয়া দেখে, অনুভব করে। এইরকম লোক হইলে মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ ভাল হইবে। এই গুণগুলি যাহার যত বেশী থাকিবে সেই তত ভাল কাজ করিতে পারিবে। পুরুলিয়ার নাগরিকগণ তাহাদের নির্ব্বাচনে লোক বাছাইয়ের মানদণ্ড—কোন প্রকার মিথ্যা প্রচারে কান না দিয়া—নিজেদের সত্যকারের বিচার বুদ্ধি খাটাইয়া ইহাই করুন। সমষ্টির স্বার্থ রক্ষার উপরেই ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষা হয়, কিন্তু ব্যক্তি বা গোষ্টির স্বার্থ বড় হইলে সেখানে সমষ্টির স্বার্থ রক্ষা হইতে পারেনা। এই উপলব্ধির সহিত নাগরিকগণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করুন—কাজ ভাল হইবে।

ওয়ার্ডে, ওয়ার্ডে নাগরিকদের, করদাতাদের সংগঠন কায়েম হোক; তাহারা ওয়ার্ড কমিটী করিয়া সম্মিলিত ভাবে আগেই লোক বাছিয়া লউন—যে ওয়ার্ডের প্রতিনিধি হইবে। ভাল লোক সব ওয়ার্ডেই আছে। ছেলেদের, যুবকদের ডাকুন, তাহারাও আগাইয়া আসুক। তাহাদের মধ্যে সততা আছে, কর্ম্মশক্তি আছে, যৌবনের উদ্যম আছে। ভারতের ভবিষ্যত শাসনের, গঠনের ভার তো তাহাদেরই উপর। পুরুলিয়ার দায়িত্ব তাহারাও লইবার জন্য আগাইয়া আসুক—বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার শক্তি তাহাদের আছে—তাহার বিকাশ হোক। এই ভাবেই জাতি গড়িয়া ওঠে, দেশ গড়িয়া ওঠে। চিরাচরিত গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া পুরুলিয়ার নাগরিকগণ নূতন উদ্যমে একটা সুস্থ পৌর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার উদ্যোগ করিবেন—সচেষ্ট হইবেন—ইহাই আমরা বিশ্বাস করি।

দল হিসাবে এই যে কংগ্রেসের যেন তেন প্রকারেণ মিউনিসিপ্যালিটী দখলের প্রচেষ্টা—ইহার উদ্দেশ্যটা পুরুলিয়ার নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা নয়। সমস্ত ভারতবর্ষে কংগ্রেস গবর্মেণ্ট দখল করিয়া জনস্বার্থটা কিভাবে রক্ষা করিতেছে তাহার পরিচয় তো দেশবাসী গত দশ বৎসর যাবত তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে পাইতেছেন। ইহারা মিউনিসিপ্যালিটী কেন যে কোন প্রতিষ্ঠানই হোক দখল করে—তাহাদের ক্ষমতাকে গোষ্ঠী স্বার্থে বা ব্যক্তি স্বার্থে অব্যাহত রাখিবার যন্ত্রস্বরূপ প্রয়োগ করিবার জন্য। সোজা সরল কথা তো এই! দেশের লোক, কংগ্রেস অধিকৃত গবর্মেণ্ট হইতে—যে কোন একটা প্রতিষ্ঠান দেখাইতে পারো কি—যাহা কংগ্রেস জনস্বার্থের জন্য প্রয়োগ করিয়াছে—গত দশ বৎসরের মধ্যে?

লোকে যে ভাবেই ভোট দিক না কেন আসল পরিস্থিতি তো এই। কংগ্রেসী ধারায় কোন ভাল কাজ হইতে পারে না—জনস্বার্থ রক্ষা তো দূরের কথা! নির্ব্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া ক্ষমতা লাভ এবং তাহার যথেচ্ছ অপপ্রয়োগ সমস্ত ক্ষেত্রে অব্যাহত রাখিবার একমাত্র লক্ষ্যই কংগ্রেসের বর্ত্তমান জনসেবা। অজ্ঞ লোকদের নানাভাবে ভুলাইয়া কংগ্রেস ভোট সংগ্রহ করিয়া ক্ষমতার আসন লাভ করিতেছে—এই বাস্তব অভিজ্ঞতা দেশবাসীর থাকা সত্বেও যদি পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীকে কংগ্রেস অফিসে পরিণত করিতে না চাহেন—তবে আগামী মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে কোন স্থান না দিয়া নিজেদের স্বাধীন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সৎলোক নির্ব্বাচন করিয়া একটা ভাল, বলিষ্ঠ পৌর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবেন—ইহাই আমরা বিশ্বাস করি।

ভগবান রক্ষা করুন

(শ্রীবৃহস্পতি)

আবার বিরক্ত করিতেছি। ভাবিয়াছিলাম আমার মতো একটী অ-বিশিষ্ট মানুষ "মানভূমের উন্নয়ন" লইয়া যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছে তাহার পরে চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। দিনকাল খারাপ—লাগদায় অন্ততঃ ৫০টী ঘরে চুরী হইয়াছে, কিন্তু চোর ধরে কার সাধ্য? বান্দোয়ানের পরস্বাপহরণ-পারদর্শী তস্করাগ্রগণ্য চৌর্য্যাধ্যক্ষ সুরেন্দ্র খেড়িয়ার পালক, পোষক, রক্ষক, প্রেরক ও সরিক উন্নয়ন কমিটীর বিশিষ্ট সদস্য, কিন্তু বলে কাহার সাধ্য? তবুও পুঞ্চা থানার "কম্যুনিটী ডেভেলাপমেণ্ট ব্লকের" ব্লক এডভাইজারী কমিটী সম্বন্ধে সাম্প্রতিক শুদ্ধির ব্যাপার দেখিয়া আবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছি।

পুঞ্চা থানার উন্নয়নের জন্য যে কমিটী প্রথম গঠিত হয় তাহাতে কয়েকটী ঘোর অবাঞ্ছিত লোক দেখিয়া একটু বিস্মিতই হইয়াছিলাম। ছিলেন আমাদের শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জি, আরও ছিলেন প্রমোদ কুমার পণ্ডা, আরও ছিলেন বাগদার রবিলোচন মুখার্জি। শ্রীশবাবুর পরিচয়ের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিনা। **জনস্বার্থ** রক্ষার জন্য তাহার অপেক্ষা অধিকতর সক্রিয় কর্মী কে আছে জানিনা, তবে তিনি "লোক সেবক"—"কংগ্রেসী উন্নয়ন" ধারার (উন্নয়নের ব্যাখ্যা পরে দিতেছি) তিনি একটী জীবন্ত ব্যতিক্রম। মানভূম বা পুঞ্চা থানার উন্নতিকল্পে ইহাকে পুঞ্চার সরকারী উন্নয়নের সদস্য বোধ হয় এক অপমুহূর্তে করায়, পুরুলিয়ার কংগ্রেস কুটীর হইতে কলিকাতার চৌরঙ্গীর কংগ্রেস প্রাসাদ কূট শাসকজাদাদের 'তন্দ্রা টুটিয়া' যে ভাবে অতন্দ্র রজনী যাপিত হইতেছিল—তাহা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছিলাম। যাক্ ১৯৫৮ সালের ৯ই জানুয়ারীর পুঞ্চা ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসারের ৭৬নং পত্রাঘাতে উৎকণ্ঠা দূর হইল। শ্রীশবাবুকে জানান হইয়াছে—এই উন্নয়ন তরীতে তাঁহার স্থান নাই, তাহার পরিবর্তে পোঃ রাজনোয়াগড়, গ্রাম পুরুড়ার শ্রীমতী মোহিনী দেবীকে উন্নয়ন তরীর অন্যতমা বাহিকা করা হইল। ইনি কংগ্রেসের একজন কর্ণধারিকা।

শ্রীপ্রমোদ কুমার পণ্ডা শুধু একজন ভাল চাষীই নহেন; তিনি সৎব্যক্তি, পরোপকারী, কর্মী এবং স্থানীয় জনসাধারণ তাহাকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। দুর্বুদ্ধি ইহার!—পটপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইনি কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত না হইলেও কংগ্রেসে যোগ দিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়া চতুর্বর্গ সাধনে পরাঙ্মুখ হইলেন। বিহার কংগ্রেসের রাষ্ট্রভাষী সুপাত্ররা বহালের ওপারে থাকা সত্ত্বেও পণ্ডা মহাশয়কে পুঞ্চার উন্নয়নের পাণ্ডা কোন্ কংগ্রেস করিল—তাহা ভাবিয়া সত্যই শঙ্কিত হইতেছিলাম। কোন্ কংগ্রেস-কুলকলঙ্ক এই মহাপাতকের ভাগী কংগ্রেসকে করিল? শত ষষ্ঠীর আঘাতে 'বাংলায় অন্তর্ভুক্তির জন্য লোক সেবক সত্যাগ্রহীকে' নিধন করিলেও এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত নাই! অমানিশা দূর হইল—দিক চক্রবালে উষার শুভ্র অরুণিমায় পুঞ্চার উষর প্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখিলাম—সেই একই পত্রাঘাতে এই কলঙ্ক কালিমা বিমোচিত হইয়াছে। ভাগাবাঁধের বিহার-ঐতিহ্য-মণ্ডিত শ্রীরাস বিহারী পাত্র আসিয়া পুঞ্চার খাদ্যাভাবে মৃত্যুকে অমৃতে লইয়া চলিলেন। পুঞ্চা হইতে কেঁরা রাস্তার টেষ্ট রিলিফ কাজে চুরীর সুবিধা হয় নাই বলিয়া পুঞ্চার উন্নয়ন ব্যাহত হইয়াছিল। এখন বাস্তবিকই এই উন্নয়ন তরঙ্গ রোধিবে কে?

বাগদার শ্রীমান রবিলোচন মুখার্জি উন্নয়নের ব্যাপারে কমিটি ভুক্ত ছিলেন। রবিলোচন শিক্ষিত; রাজনৈতিক মতামত আছে কিন্তু এতদিন কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না। সম্প্রতি তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন এবং প্রকাশ যে মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনে বাগ্‌দারই শ্রীভোলানাথ মুখার্জিকে ভোটে নিপাতিত করেন। কিন্তু তাহা হইলেও এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিস্ময়ের কারণ ঘটিয়াছিল যে—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের উদ্গাতা ভোলানাথ বাবু একই গ্রামে থাকা সত্ত্বেও ইনি উন্নয়নে উদ্গীত হইলেন কেমন করিয়া? শ্রীঅজিত প্রসাদ তবে কি তাহার পারিবারিক চিকিৎসককে বরখাস্ত করিয়াছেন? ঐ একই পত্রাঘাতে মোহ বিদূরিত হইল—শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় (বাগদা)—শুধু ইহাকেই নহে লৌহাড়ার হেড মাষ্টার শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায়কেও তৃপ্তাতিত করিয়া শ্রীজ্ঞানদা প্রসাদ চক্রবর্ত্তিকে ঋত্বিক করিয়া উন্নয়ন মন্দিরে

অর্ঘ্যদান করিতে আসিলেন। মানভূমের উন্নয়ন যজ্ঞের সমিধ আহরণকারী দণ্ডধারী আর্য্যপুত্রেরা উন্নয়ন যজ্ঞস্থলে পূর্ব্বে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। এই নূতন সতীর্থদের আগমনে তাঁহারা উদাত্ত স্বরে সামগান ধরিলেন—পূর্ণমিদং পূর্ণমিদং.....।

সম্পাদক মহাশয়! প্রারম্ভেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম—কংগ্রেসী উন্নয়নের ব্যাখ্যা পরে করিতেছি। আরম্ভ করিতেছি—অবধান করুন। আমি একদেশদর্শী নহি—বিনা টিকিটে ভারত অর্থাৎ সমগ্র দেশ দর্শন করিয়াছি; সুতরাং কংগ্রেসী উন্নয়ন ধারার অনুধাবন এবং সত্যোপলব্ধির যোগ্যতা, শক্তি ও অধিকার আমার অপেক্ষা কাহারও অধিক নাই।

নৈতিক দৃঢ়তাই ব্যক্তির, সমষ্টির, জাতির উন্নয়নের ভিত্তি। রাজনৈতিক মার্গে নৈতিক মেরুদণ্ড দৃঢ় ও উন্নত না হইলে কোন পরাধীন জাতি স্বাধীন হইতে পারে না, কোন স্বাধীন জাতি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না—উন্নত হইতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পরে কংগ্রেস, ক্ষমতা আয়ত্বে রাখিতে, ক্ষমতা লাভ করিবার লক্ষ্যে—এই পরাধীন জাতি স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য যেটুকু নৈতিক দৃঢ়তা আয়ত্ত করিয়াছিল—তাহা ধ্বংস করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। ইহা অতিশয়োক্তি নয়। দীর্ঘ আট বৎসর এই মানভূমে যাহা ঘটিয়াছে তাহা একবার অনুগ্রহ করিয়া বিচার করিবেন কি? কি দেখিয়াছেন? একটা বিরাট জনসমষ্টিকে মিথ্যাবাদী, চোর, জুয়াচোর, দাগাবাজ, জালিয়াত, মাতৃভাষা তথা মাতৃভূমি বিরোধী বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও কংগ্রেস শাসন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস ও শাসন, জিলা মায় গ্রামের ক্ষুদে কংগ্রেস কর্মী এবং কংগ্রেস সরকারের কর্মচারীদের কী আপ্রাণ চেষ্টা ছিল! সঙ্ঘগত, শাসনগত প্রকাশ্য এই ব্যবস্থা করিতে একদিন দুইদিন নয়—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সমস্ত কংগ্রেসী ও সরকারী শক্তি, অর্থ ও বুদ্ধি নিয়োজিত হইল। মানভূমে যাহার পরিচয় পাইয়াছি তাহা ব্যাপক মূল ধারার সামান্য অংশ মাত্র। সমস্ত ভারতবর্ষে একই ধারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। কংগ্রেসী শাসনের জাতীয় উন্নয়নের ধারার ভিত্তিই এই। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই বলুন, শাসনযন্ত্রই বলুন, জিলা ডেভেলাপমেণ্ট, কম্যুনিটী প্রজেক্ট প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার এই ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তাহা হইলেই কংগ্রেসী উন্নয়নের রূপটা কি হইতেছে একবার দেখুন না?

নৈতিক ক্ষেত্রে—মিথ্যাচারের প্রসার, ভণ্ডামী, সত্যমেব জয়তের ধোঁকাতে অসত্যমেব জয়তে বা সত্যমেব ক্ষীয়তে, ধোঁকাবাজির পারদর্শিতা, দাগাবাজির দক্ষতা, চক্রান্তের চতুরতা, প্রতারণার প্রাচুর্য্য, জালিয়াতির অঘন্যতা (সেন্সাস তো আছে তাহা ছাড়া কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত লেজোয়েজ হ্যাণ্ডবুক খানা এখনও আছে), বিশ্বাস ঘাতকতার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ইত্যাদি নৈতিক উন্নয়নের আদর্শ কার্য্যক্ষেত্রে স্বীকৃত, গৃহীত ও আচরিত।

আর্থিক ক্ষেত্রে—রাজনৈতিক উৎকোচের প্রসার, ব্যলট পেপার ক্রয়, ভোটের দাদন, দালালদের আর্থিক মান উন্নয়ন, গোষ্ঠীস্বার্থে জনশোষণ, ব্যষ্টিস্বার্থে অর্থবর্ষণ, লুণ্ঠন ও বণ্টন, জন অর্থের আত্মসাৎকে মৌলিককরণ, জলোকাবৎ ট্যাক্সশোষণ, জনজীবনের মান অবনয়ন প্রভৃতি আর্থিক উন্নয়নের আদর্শ বাস্তবে প্রযুক্ত, বিনিয়োগিত ও পরীক্ষিত।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে—নৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস দল কর্ত্তৃক উল্লিখিত আদর্শ ও লক্ষ্য গুলি কার্য্যকরী করিবার জন্য শাসনযন্ত্র ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার যোগ্য গঠন ও ব্যবস্থা করণ।

আমি অতিশয়োক্তি করিতেছি না। আপনারাই বা যে কেউ হোন না কেন, গত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি লইয়া বুকে হাত দিয়া ইহা অস্বীকার করুন? প্রকাশ্যে না বলুন অন্ততঃ যখন কংগ্রেসীরা দিনান্তে আত্মসেবার কঠিন পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রাম লইবার চেষ্টা করেন তখন তাহারা নিজেরাই নিজেদের কাছে একটু সাময়িক ভাবেও নিজেদের ব্যক্ত করুন! শ্রীবৃহস্পতি এতটুকুও অতিশয়োক্তি করিতেছে না।

এ ক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে—'কংগ্রেসী উন্নয়নের' জন্য উপদেষ্টা কমিটীর সদস্য হিসাবে শ্রীশবাবু উপদেশ দিতে থাকিলে তাহা কংগ্রেসী উন্নয়ন ধারাকে ব্যাহত করিবে

এবং সেই জন্য অবিলম্বে জনস্বার্থে (?) তাঁহাকে অপসারণ করিয়া ভুল সংশোধন করা দরকার—তবে যে তাহা কংগ্রেসী উন্নয়ন ধারার সঙ্গত কার্যই হইয়াছে একথা না স্বীকার করিয়া উপায় কই!

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে, যে কংগ্রেস গভর্মেণ্ট চলিতেছে তাহা ঠিক গভর্মেণ্ট নয়—কংগ্রেস কমিটী। রাজনৈতিক দল ও তাহার পরিচালিত গভর্মেণ্টের মধ্যে যে পার্থক্য গণতান্ত্রিক অবস্থায় থাকে আমাদের কংগ্রেসীরা তাহা বিলুপ্ত করিয়াছেনই নয়, আয়ত্তই করেন নাই; সেই জন্য সমস্ত উন্নয়নের ব্যাপারে যেখানে বে-সরকারী লোক লইবার কথা সেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যদি কোন ভুল করেন সেজন্য চৌরঙ্গী হইতে মহাকরণ মারফত নামের লিষ্ট আসে। এই ব্যবস্থায়—চোর কংগ্রেস মেম্বার হইলে গৃহস্থকে জেলে যাইতে হইবে—তাহাই কি স্বাভাবিক নয়?

লোকে বিপদে পড়িলে—রক্ষার জন্য ভগবানকে ডাকে। বিপদ কিন্তু আগার তাহারা নিজেরাই খানিকটা সৃষ্টি করে। কংগ্রেস শ্রীশরাবুকে লইয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া আমরা তখনই ভগবানের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম—এই দুর্বুদ্ধি ও বিপদ হইতে কংগ্রেসকে রক্ষা করুন। তিনি প্রার্থনা শুনিয়াছেন—ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী নির্ব্বাচনে কুমার অজিত প্রসাদকে জিতাইতে হইবে—ইহাই পুরুলিয়ার কংগ্রেসী উন্নয়ন। এবার কাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবানকে ডাকিব—তাহাই ভাবিতেছি।

*

জিলার শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি

জিলাব্যাপী জনসভায় প্রস্তাব ও জিলার গণদাবী

জিলার খাদ্য পরিস্থিতি ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইয়া—পড়িতেছে। এখনও পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে কোন প্রকার প্রতিকারের উদ্যোগ বা আয়োজন দেখা যাইতেছে না। জিলার জনগণ এবিষয়ে বিভিন্ন জনসভায় প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন ও প্রতিকারের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইতেছেন। সমস্ত জনসভা গুলিতেনিম্নলিখিত মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ ও দাবী জানান হইতেছে। জনসভা ছাড়াও বিভিন্ন গ্রাম হইতে কর্তৃপক্ষের নিকট সত্বর ব্যবস্থা করিবার জন্য আবেদন ও দাবী জানান হইতেছে। জনসভা ও দাবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। যে মর্ম্মে জনসভাগুলিতে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ও দাবী করা হইতেছে তাহা এই: (১) ব্যাপকভাবে চাষী ও মধ্যবিত্তদের ঋণ দান (২) ব্যাপকভাবে রাস্তা, বাঁধ কুয়া প্রভৃতি দ্বারা জনগণের কাজের ব্যবস্থা করা (৩) সস্তায় খাদ্যশস্যের চাল, গম, জোনার, বুট প্রভৃতির সরকারী দোকান। (৪) পঙ্গু ও অসহায়দের খয়রাতী সাহায্য (৫) যাহারা কৃষিঋণ ফেরত দিতে অক্ষম তাহাদের ঋণ আদায় স্থগিত রাখা।

পুরুলিয়া থানা

লাগদা গ্রামে—

গত ৪ঠা জানুয়ারী লাগদা গ্রামে শ্রীপশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ এম, এল, এ, বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এম, পি, লাগদা গ্রামের সর্ব্বশ্রী জিতেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গুহিরাম মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান খাদ্যপরিস্থিতি ও মানভূমের বর্তমান সমস্যা ও কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

লাগদা উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীশক্তিপদ মুখোপাধ্যায় স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্যের আলোচনা করেন। গ্রামবাসীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত ও পরিচালিত এই স্কুলটিকে সরকারী মঞ্জুরী ও সাহায্য দানের দাবী করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হুটমুড়া গ্রামে

৯ই জানুয়ারী হুটমুড়া গ্রামে শ্রীপ্রভাকর পাঠকের সভাপতিত্বে বিরাট এক জনসভায় খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব

ও দাবী করা হয়। সভায় প্রায় ২৬টী গ্রামের বিশিষ্ট ও প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তৃতা করেন শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ, সর্ব্বশ্রী সমরেন্দ্র ওঝা (প্রাক্তন এম, এল, এ) নিবারণ মিশ্র, মনোরঞ্জন মিশ্র এম, এল, এ, (মালদহ) বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এম, পি।

স্থানীয় বক্তাগণ এবং উপস্থিত জনমণ্ডলী ইহাই জ্ঞাপন করেন যে এই অঞ্চলে ৬ আনা হইতে ৮ আনার বেশী ধান হয় নাই।

করচা গ্রামের পক্ষ হইতে শ্রীকরুণাময় চক্রবর্ত্তি লিখিতভাবে জানান যে অধিকাংশেরই অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব। আগামী চাষের সময়ও বহুলোকের চাষ করা সাধ্যাতীত হইবে। অবিলম্বে রিলিফ কমিটী করিয়া রিলিফ, সস্তা খাদ্যশস্যের দোকান করা দরকার।

খাদ্যশস্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ছাড়াও—হুটমুড়া স্কুলটিকে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত করা, গ্রামে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন করা এবং সাম্প্রতিক হনুমানের উৎপাতে গ্রামে যে চাষ আবাদ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মানবাজার থানা

রাধাটাঁড় গ্রামে—

৩রা জানুয়ারী চেপুয়া অঞ্চলে রাধাটাঁড় গ্রামে শ্রীচুনারাম মাহাতর সভাপতিত্বে এক সভায় খাদ্যপরিস্থিতি ও রিলিফ সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। সর্ব্বশ্রী বৈদ্যনাথ মাহাত, গিরিশ চন্দ্র মাহাত, চিত্ত ভূষণ দাসগুপ্ত বক্তৃতা করেন। এই অঞ্চলে পাঁচ আনার বেশী খাদ্য উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া সভায় সমবেত সকলে জানান। চেপুয়ায় চেপী মাহাতানীর যে অনাহারেই মৃত্যু হইয়াছে তাহা সভায় সমবেত জনমণ্ডলী অতি ক্ষোভের সহিত প্রকাশ করেন।

পড়াশ্যা গ্রামে—

৬ই জানুয়ারী ফেলারডি অঞ্চলের পড়াশ্যা গ্রামে শ্রীবিজয় কুমার দত্তের সভাপতিত্বে প্রায় ১৮টী গ্রামের বিশিষ্ট প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া এক জনসভায় খাদ্যপরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। সর্ব্বশ্রী রথেশ্বর মাহাত, কৃষ্ণপদ মাহাত, গিরিশচন্দ্র মাহাত বক্তৃতা করেন। একটী খাদ্য কমিটীও গঠিত হয়।

একটী হাসপাতালের দাবী করিয়া আর একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সিমচাকা গ্রামে—

৭ই জানুয়ারী কাঁসাইপার অঞ্চলের সিমচাকা গ্রামে প্রায় ২০টী গ্রামের প্রতিনিধি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া শ্রীবিপদ তারণ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে জনসভায় খাদ্য ও রিলিফ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বক্তৃতা করেন সর্ব্বশ্রী—কানাইলাল মাঝি, গিরিশ চন্দ্র মাহাত, চৈতন মাঝি এম, এল, এ, পশুপতি সরকার, বিজয় কুমার দত্ত, চিত্ত ভূষণ দাসগুপ্ত, অরুণ চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

এই অঞ্চলের জন্য একটী খাদ্য কমিটী গঠিত হয়।

মেটাল্যা গ্রামে—

৯ই জানুয়ারী মেটাল্যা অঞ্চলের মেটাল্যা গ্রামে প্রায় ২০টী গ্রামের প্রায় ৭।৮ শত প্রতিনিধি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক জনসভা শ্রীভেটু মাহাতর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্যপরিস্থিতি আলোচনার পর খাদ্য ও রিলিফ সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। এই অঞ্চলে—সমবেত জনমণ্ডলী জানান যে চারি আনার বেশী ধান উৎপন্ন হয় নাই। সভায় বক্তৃতা করেন সর্ব্বশ্রী সত্যকিঙ্কর মাহাত এম, এল, এ, অরুণ চন্দ্র ঘোষ, চিত্ত দাসগুপ্ত, গিরিশ চন্দ্র মাহাত, বিজয় কুমার দত্ত প্রভৃতি।

একটী সরকারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও তাঁত শিল্প উন্নয়নের জন্যও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

একটী খাদ্য কমিটী গঠিত হয়।

মাকড়কেন্দী গ্রামে

১০ই জানুয়ারী মাকড়কেন্দী অঞ্চলে, মাকড়কেন্দী গ্রামে প্রায় ১৬টী গ্রামের অধিবাসীদের এক জনসভা শ্রীচুনারাম মাহাতর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। খাদ্যাবস্থা ও রিলিফ সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ ও একটী খাদ্য কমিটী গঠন করা হয়। সভায় বক্তৃতা করেন—সর্ব্বশ্রী রথেশ্বর মাহাত, চিত্ত ভূষণ দাস গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র মাহাত প্রভৃতি।

মানবাজার থানার বহু গ্রাম হইতে শোচনীয় খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে প্রতিকার দাবী করিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পত্রাদি পাঠান হইয়াছে। বেরান্দা, হাসিড়ীহা (জামতোড়িয়া) প্রভৃতি গ্রাম হইতে জানান হইয়াছে যে—গ্রামের সমর্থ লোকেরা অধিকাংশই কার্য্যা-

ভাবে ও খাদ্যাভাবে কাজের সন্ধানে বাহিরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

হুড়া থানা

কেশরগড় গ্রামে

১০ই জানুয়ারী কেশরগড় গ্রামে খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুদির সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভায় প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। সভায় বক্তৃতা করেন সর্বশ্রী বিভূতি মাহাত, যুধিষ্ঠির মাহাত, কুঃধ্বজ কর্মকার, বড়কা মাঝি, শুকদেব মাহাত।

বড়গাঁ গ্রামে

১৯শে জানুয়ারী বড়গাঁ গ্রামে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় ২৬টী গ্রামের প্রতিনিধি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় খাদ্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। নিম্নলিখিত বক্তাগণ বক্তৃতা করেন—শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, সর্বশ্রী শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জি, লেদু মাঝি এম, এল, এ, নকুল সহিস এম, এল, এ, বৈদ্যনাথ মাহাত, কৃষ্ণ চৌধুরী, হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়, সর্বেশ্বর মাহাত, ভূতনাথ পৈতুণ্ড, বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত এম,পি।

গ্রামের ৮ বৎসর বয়স্ক বালক প্রেমানন্দ গরাঞি 'রামধুন' ও 'জনগণ মন' গান করেন। বিশিষ্ট ঝুমুর গায়ক ও কর্মী শ্রীসুরেন্দ্র কর্মকার তাহার স্বরচিত ঝুমুর গান করেন।

পচাগড়া গ্রামে

গত ৮ই জানুয়ারী পচাগড়া গ্রামে শ্রীধনঞ্জয় মাঝির নেতৃত্বে কালীপুর ও রঘুনাথপুর থানার প্রায় ১০টী গ্রামের প্রতিনিধি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া এক মহতী জনসভার অনুষ্ঠান হয়।

আদিবাসী প্রধান এই অঞ্চলে চারি আনা হইতে ছয় আনার বেশী ধান উৎপন্ন হয় নাই এবং জনসাধারণ কাজের অভাবে ও পাত্তের অভাবে চরম দুর্দশায় আসিয়া পড়িতেছে। খাদ্য সম্বন্ধীয় প্রস্তাবাদি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় বক্তৃতা করেন—সর্বশ্রী বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত এম, পি, লেদু মাঝি এম, এল, এ, হাঁসনা মাঝি, মণিলাল মাঝি, গোপীনাথ মাঝি, বিভূতি দাস (গোপালপুর) সর্বেশ্বর মাহাত, লখোদর মাহাত প্রভৃতি।

এই অঞ্চলে ৬০।৭০ টী গ্রামের মধ্যে কোন হাই স্কুল নাই—একটী হাই স্কুল স্থাপনের জন্য বা বর্তমান তালাজুড়িতে অবস্থিত স্কুলটী হাই স্কুলে পরিণত করিবার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া একটী বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পুঞ্চা থানা

কৈড়া গ্রামে

গত ১৮ই পৌষ বৈকাল ২ঘটিকায় পুঞ্চা থানার কৈড়া গ্রামের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জনসভায় শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীনকুল চন্দ্র সহিস, এম, এল, এ, শ্রীহেরম্ব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং কৈড়া, বানসা, রঘুণ্ড, কুলণ্ড, নড়িহা, পুঞ্চা, ভূতাম, কুসুমটিকরী, কেন্দাডি, দেলাং প্রভৃতি ত্রিশটি গ্রামের চাষী, মজুর ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু জনসাধারণ যোগদান করেন।

জনসভায় বিভিন্ন বক্তাদের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে এই অঞ্চলে বাদ জমিতে ফসল প্রায় একেবারেই হয় নাই এবং কানালি জমিতে মাত্র চারি আনার মত ফসল হইয়াছে। সুতরাং আসন্ন খাদ্যসঙ্কট সমাধানকল্পে সন্তোষজনক কোনও ব্যবস্থা না হইলে বহু লোক গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র কার্যের সন্ধানে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে এবং বহু লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটিবে। সুতরাং খাদ্যসঙ্কট সমাধানের উদ্দেশ্যে দাবী জানানো হয় যে—(১) ব্যাপকভাবে গ্রামে গ্রামে বাঁধ, কুঁয়া, রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণ কার্য্য সুরু করিয়া জনসাধারণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা; (২) চাষীদের ঋণদানের ব্যবস্থা এবং (৩) সস্তা মূল্যের সরকারী খাদ্য দ্রব্যের দোকান খোলা। যে সকল সরকারী ঋণ দেওয়া হইয়াছে এ বৎসর তাহা আদায় করা বন্ধ রাখিবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

[২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তিপ্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৩ই মাঘ ১৩৬৪, ২৭শে জানুয়ারী ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

গান্ধীজীর মৃত্যু স্মৃতি বার্ষিকী

৩০শে জানুয়ারী; ১৬ই মাঘ, বৃহস্পতিবার



এই স্মৃতি বার্ষিকী শুধু গান্ধীজীর স্মরণই নয়
মৃত্যুর মধ্য দিয়া তিনি যে অমৃতের
সন্ধান দিয়া গিয়াছেন,
জাতীয় জীবনে তাহাকেই আজি বরণ
করিয়া গ্রহণের মধ্যেই
জাতীয় সত্তার বিকাশের যে একমাত্র
পথ রহিয়াছে তাহার—
উপলব্ধি, অনুধাবন ও অনুসরণই
গান্ধীজীর স্মৃতির প্রতি
প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন।
এই দিনটীকে সেবা ও ঐক্যের সংকল্প দিয়া মহনীয়
করিয়া তুলুন—ইহাই অমর আত্মার আহ্বান।

District—Purulia.

In the Court of the Sessions Judge, Purulia.

Criminal Appeal No. 50 of 1957.

Against the order of Shri B. B. Chatterjee, Magistrate, 1st class, Purulia, dated the 27th November, 1957, in C Case No. 134 of 1956 (Tr. No. 50 of 1957) under Section 379 I. P. Code.

Khudu Mondal and another ... ... Appellants.

—Versus—

Bhisan Mahato ... ... Respondent.

NOTICE

To

Bhisan Mahato of village—Baredi, P. S. Baghmundi, District—Purulia.

Respondent.

You are hereby informed that the above noted appeal is set down for hearing on the 31st January, 1958. You are, therfore, requested to take necessary steps in the matter; else the appeal will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this Court the 21st day of January, 1958.

Sd/- C. C. Chakraborti
Sessions Judge, Purulia.

মূল্যবান পাকা গৃহাদি বিক্রয়

পুরুলিয়া জেলার বরাহবাজার থানার অন্তর্গত বরাহবাজার মৌজার মধ্যে মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেডের পাকা বাঙ্গলো, পাকশালা, গাড়ি ও ইঞ্জিন ঘর, চাকরদের বাসের ঘর আদি মায় তৎসংলগ্ন পাকা ইন্দারা ও বৃক্ষাদি সহ সম্পূর্ণ কম্পাউণ্ড এবং ক্লাব ঘর ও তাহার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ষ্টাফ কোয়ার্টার ও তৎসলগ্ন ভূমি বিক্রয় করা হইবে। প্রকৃত খরিদেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে কি মূল্যে খরিদ করিতে পারেন উল্লেখ করিয়া নিম্নঠিকানায় আবেদন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। আবেদনে উল্লিখিত মূল্য সম্পত্তির উপযুক্ত মূল্য বিবেচিত না হইলে আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। ইতি

জেনারেল ম্যানেজার
মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ
পোঃ গোদাপিয়াশাল, জেঃ মেদিনীপুর

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি
বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলিপ্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির ফুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

বসন্ত হইতে সাবধান হউন

বসন্তের প্রতিষেধক টীকা লওয়াই বসন্ত হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায়। আজই টীকা লউন—আপনি নিজে নিন্—অপরকে দেওয়ান।

মিউনিসিপ্যালিটী অফিসে খবর দিলেই বিনামূল্যে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

হেল্থ অফিসার
পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী

মুক্তি

১৩ই মাঘ, সোমবার

ভাষার লড়াই

হিন্দীর জেহাদ অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে সরকারী ভাষা কমিশন যে অনুমোদনগুলি করিয়াছেন তাহার মূল উদ্দেশ্য হইল হিন্দীর মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং কায়েম রাখা। এই সরকারী নীতির কল্যাণে শতধা বিভক্ত দেশ আরও খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইতে চলিয়াছে। হিন্দী ভাষাভাষী অঞ্চলের বাহিরে অন্যান্য ভাষাভাষী অঞ্চলের জনসাধারণ ধীরে ধীরে হিন্দীর ঘোর বিরোধী ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছে এবং হিন্দীকে স্ব স্ব মাতৃভাষার শত্রুরূপে দেখিতে আরম্ভ করিতেছে। রাষ্ট্রপতি তথা অন্যান্য হিন্দীপন্থীদের স্থানকালনির্বিশেষে মধুর বচনে দেশের লোকের এই আতঙ্কও দূর হইবে না এবং সরকারী নীতির উপর আস্থাও ফিরিয়া আসিবে না।

দেশ ক্রমশঃ যে পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহাতে সরকারী উগ্র হিন্দীপন্থী নীতি পরিত্যক্ত না হইলে, অদূর ভবিষ্যতে উগ্র হিন্দীপন্থী ও হিন্দী বিরোধীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। স্ব স্ব মাতৃভাষা সংরক্ষণের যে মৌলিক অধিকার তাহার উপরে যেভাবে হস্তক্ষেপের ষড়যন্ত্র চলিতেছে তাহাতে কোনও দায়িত্ববোধসম্পন্ন ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। সুতরাং এই ভাষার প্রশ্নে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের বিশিষ্ট সুধী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ জননেতা প্রভৃতি সকলেই এই বৈষম্যমূলক নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ উপেক্ষিত হইলে সক্রিয় আন্দোলনও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন।

হিন্দী সম্পর্কিত সরকারী নীতি কার্য্যকরী হইলে চাকুরী, ব্যবসায়, রাজনীতি, শিক্ষাক্ষেত্র প্রভৃতি সকল স্তরেই তথা জীবিকা ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে হিন্দীভাষীরা অন্যায় সুযোগ সুবিধা পাইতে থাকিবে এবং অহিন্দীভাষীদের স্বার্থ উপেক্ষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে—এবং আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মৌলিক অধিকার হইতে ক্রমশঃ বঞ্চিত হইব।

আমাদের শাসন তন্ত্রে ভারতে বহুল প্রচলিত চৌদ্দটি ভাষা জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে সুতরাং ইহাদের মধ্যে একমাত্র হিন্দীকেই সরকারী ভাষা রূপে গণ্য করা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিক। প্রত্যেক রাজ্যের শিক্ষালীকা, শাসনব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়াই বাঞ্ছিত। এই ন্যায্য দাবী যদি উপেক্ষিত হয় এবং জোর পূর্ব্বক হিন্দীকে একমাত্র সরকারী ভাষারূপে গণ্য করা হয় তবে অশান্তি ও বিক্ষোভ দেখা দিতে বাধ্য।

আজ তাহারই প্রকাশ বিভিন্ন রাজ্যে দেখা যাইতেছে। দাক্ষিণাত্যের ন্যায় পশ্চিম বাংলারও সুধী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, জননেতা, প্রভৃতি এই আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ তথা স্বীয় মাতৃভাষা সংরক্ষণের সংগ্রামে প্রস্তুত হইতেছেন। দুরভিসন্ধিপূর্ণ সরকারী নীতি পরিত্যক্ত না হইলে দেশে যে ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইবে তাহার জন্য সরকারী পক্ষপুটাশ্রিত উগ্র হিন্দীপন্থীরাই একমাত্র দায়ী হইবেন।

প্রাগ্ জ্যোতিষপুরের প্রহসন

দুর্ভিক্ষ ও অনশন জর্জ্জরিত দেশের কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বাদশাহী বার্ষিক অধিবেশন এই বৎসর আসামের প্রাগ্ জ্যোতিষপুরে হইয়া গেল। নেহেরুর আবাদী সমাজতন্ত্র এতদিনে কতদূর জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে—তাহার পরিচয় মিলিল যখন সংস্র প্রকারের ভাঁওতার বোল আনা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দর্শক ও শ্রোতার অভাবে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস-সেবীদের উৎসাহের অভাবে, নির্দ্ধারিত কার্য্যক্রমের একদিন পূর্ব্বেই অধিবেশন সমাপ্ত করিতে হইল।

এইবারের কংগ্রেস অধিবেশনের আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল যে পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী সরকারের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তারা অসুস্থতার অজুহাতে একযোগে এই অধিবেশন হইতে অনুপস্থিত ছিলেন। এই অধিবেশনে গুরুতর জাতীয় সমস্যাবলীর মধ্যে ভাষা সমস্যা ও ভূমি সমস্যা লইয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভাষা সমস্যা লইয়া দেশে যে দারুণ প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে তাহাতে হিন্দী সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযান কিছু মন্থরগতি করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ভূমি সমস্যা তথা কৃষি সমস্যার সমাধানের অলস প্রস্তাবগুলি বাস্তব ক্ষেত্রে কতদূর কার্য্যকরী হইবে দীর্ঘ দশবৎসরের অভিজ্ঞতা তাহার প্রমাণ ও পরিচয় দিতেছে।

প্রাগ্ জ্যোতিষপুরের প্রান্তরে একমাত্র সত্যরূপে প্রতিভাত হইল বাদশাহী জাঁকজমকের অনুকরণ করিবার আপ্রাণ কংগ্রেসী প্রচেষ্টা—আর বাকী সবই হইল মিথ্যা মায়া মরীচিকা।

বিহার শাখা লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী সম্মেলন

পটমদা থানার কুমীর গ্রামে ঐতিহাসিক প্রথম অধিবেশন

চাস, চন্দনকিয়ারী, চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা থানার এবং ধলভূমের তিনশতাধিক কর্ম্মী সমাবেশ

সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতি প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ

গত ২৭শে ডিসেম্বর পটমদা থানার কুমীর গ্রামে লোক সেবক সংঘের বিহার শাখার কর্ম্মীদের প্রথম অধিবেশন মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। চাস, চন্দনকিয়ারী, চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা ও ধলভূম এলাকার তিন শতাধিক এবং পুরুলিয়া অঞ্চলের পার্শ্ববর্ত্তী থানাগুলির শতাধিক কর্ম্মীর সমাবেশ হইয়াছিল। সম্মেলনে লোক সেবক সংঘের সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়া নেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভাঘোষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন লোক সেবক সংঘের অন্যতম সচিব শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র ঘোষ। কর্ম্মী সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য।

সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতি, অঞ্চলের শিক্ষা পরিস্থিতি এবং মানভূমের বিভিন্ন অঞ্চলগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া এবং বিভিন্ন অঞ্চলকে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন সাব ডিভিজনে যুক্ত করায় যে অসুবিধা জনসাধারণের হইয়াছে তদ্বিষয়ে গভীর ভাবে আলোচনা হয়। জন সাধারণের দৈনন্দিন জীবনে—কংগ্রেস, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, পুলিশ, স্থানীয় উন্নয়ন বিভাগ ও সরকারী জঙ্গল বিভাগ যে প্রকার আচরণ করিতেছে সে বিষয়েও আলোচনা হয়। আলোচনায় বিভিন্ন থানার বিভিন্ন কর্ম্মী যোগদান করেন। তন্মধ্যে—পটমদা থানার পক্ষ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত ও শ্রীশিশির সরকার, চাণ্ডিল থানার পক্ষ হইতে শ্রীহংসেশ্বর নন্দী, শ্রীদয়াল পরামাণিক এবং শ্রীরজনীকান্ত মাহাত, ইচাগড় থানার পক্ষ হইতে শ্রীবলরাম মাহাত এবং চাস ও চন্দনকিয়ারী থানার পক্ষ হইতে শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য থানাগুলির বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিবৃত করেন। ধলভূমের অবস্থা বর্ণনা করেন শ্রীরবি চৌধুরী। ইহা ছাড়া আরও বহু কর্ম্মী যোগ দেন। আলোচনার মুখে জানিতে পারা যায় যে পটমদা, চাণ্ডিল, ইচাগড়, চাস ও চন্দনকিয়ারী এই পাঁচ থানার এবং ধলভূমের খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া পড়িয়াছে। পটমদা প্রভৃতি থানার গ্রামবাসীরা অন্নের সংস্থানের আশায় গ্রাম ছাড়িয়া হুগলি বর্দ্ধমান অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী কারখানাগুলিতে প্রত্যহই লোক খাটিয়া খাইতে যাইতেছে। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে, রাউর কেল্লা, মুরী, টাটা এবং নব নির্ম্মিত রেল লাইনে অপেক্ষাকৃত কমবেতনে খাটিয়া খাইবার আশায় প্রত্যহই যাইতেছে। এতদঞ্চলে সরকারী তরফ হইতে সমাজ উন্নয়ন বিভাগ খুলিলেও রিলিফ প্রভৃতির কাজ খুলিতে পারে নাই। বহু গ্রাম জনশূন্য হইয়া পূর্বে অর্থাৎ বাংলা দেশে চলিয়া গিয়াছে।

এই সব অঞ্চলে মাথার বোঝায় পচা ও শুকনা কাঠ এবং মাথার মুটে চাউল বিক্রয় করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহাদের অন্ন আজ মারা গিয়াছে। বাংলার আইনে বরাবাজার বান্দোয়ান হইতে চাউল পটমদা চাণ্ডিল ইচাগড়ে বা ধলভূমে এবং পুরুলিয়া জয়পুর আড়ষা হইতে চাস চন্দনকিয়ারিতে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। সরকারী জঙ্গল বিভাগের প্রতাপে মাথার বোঝায় শুকনা কাঠ বিক্রয়ও চলিতেছে না। জলাভাবে ধানসহ অন্যান্য ফসলের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। আর কয়েক দিন গেলে স্নান, রন্ধন পানের জলেরও অভাব হইবে। এই অন্ন সঙ্কটে জন সাধারণের প্রাণরক্ষার জন্য রিলিফ, কৃষিঋণ, সাময়িক সহায়তা এবং খয়রাতী সাহায্য প্রভৃতি দিয়া ও খাদ্যশস্য বিতরণ কেন্দ্র খুলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করুন—এই অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ও অন্যান্য জনকল্যাণের ক্ষেত্রে সরকার যে বৈষম্যমূলক আচরণ করিতেছেন তদ্বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জনসাধারণের সুবিধার নিমিত্ত পটমদা, চাণ্ডিল, ইচাগড়কে—ধলভূম সাবডিভিজনের অধীন করিয়া জামশেদপুরকে হেড কোয়ার্টার; চাস, চন্দনকিয়ারী এবং পার্শ্ববর্ত্তী হাজারীবাগ জেলার ডুরণ্ডি পেটরবাদ থানাকে মিলিত করিয়া ধানবাদ জেলার সামিল করিয়া—চাসকে হেড কোয়ার্টার করিয়া একটি সাবডিভিজন করা হোক বলিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইহা ছাড়া সম্মেলনে আরও অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এতদঞ্চলে বিহার শাখার লোক সেবক সংঘের কর্ম পরিচালনার জন্য পাঁচজন ব্যক্তিকে লইয়া একটি সাব কমিটি গঠিত হয়। তাহাদের নাম শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে। অশোক চক্র শোভিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকাতলে সুশোভিত চন্দ্রাতপে আবৃত বিরাট মণ্ডপে এই কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরেবতী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকালি চরণ সিং সর্দ্দার, শ্রীরঙ্গীরাম মাহাত, শ্রীভীম চন্দ্র মাহাত, শ্রীমহানন্দ মাহাত, শ্রীধনঞ্জয় মাহাত, শ্রীনীলকান্ত মাহাত, শ্রীবুচাঁদ মাহাত প্রভৃতি মুখ্য কর্ম্মীগণ পটমদা থানার তরফ হইতে আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করেন।

পটমদা থানার গাড়ী গ্রামের আত্মনির্ভরশীল লোক সেবক কর্মী শ্রীকালিচরণ সিং সর্দ্দার—কৃষিজাত দ্রব্য সম্মেলনীতে প্রদর্শন করেন। তন্মধ্যে **তিন ইঞ্চি মোটা ও ষোল ইঞ্চি লম্বা** মূলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিমডি লোক সেবায়তনের গঠনমূলক চিত্র পোষ্টার ও প্রাচীর পত্র দ্বারা মণ্ডপ সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

রাজ্যপুনর্গঠন হইবার পর লোক সেবক সংঘের বিহার শাখার এই প্রথম অধিবেশন। বেলা ১১টায় প্রথম বার ও সন্ধ্যা ৭টায় দ্বিতীয় বার অধিবেশন সুরু হয়। রাত্রি সাড়ে দশটায় সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত হয়।

পটমদা থানার কুমীর গ্রামে

লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী সম্মেলন ও বিরাট জনসভা

দুই সহস্রাধিক জন সমাবেশ

গত ২৭শে ডিসেম্বর বেলা ৩টায় বিহার শাখা লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী সম্মেলন উপলক্ষে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারতীয় লোকসভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুক্ত ভজহরি মাহাত।

সভার উদ্বোধন করেন লোক সেবক সঙ্ঘের অন্যতম সচিব শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র ঘোষ। শ্রীঘোষ উদ্বোধন প্রসঙ্গে সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। বর্ত্তমান সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি ও জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে—সত্য অহিংসার ভিত্তিতে মহাত্মাজীর প্রদর্শিত পথে ও লক্ষ্যে জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাই লোক সেবক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে কংগ্রেসী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধেই সংঘের সংগ্রাম। পটমদা চাণ্ডিল ইচাগড় চাস চন্দনকিয়ারী থানা মানভূমেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই সব অংশ বিহার শাসনের অধীন রহিয়াছে। এতদঞ্চলের জনসাধারণের আজ দারুণ অন্ন কষ্ট হইয়াছে। ইহাদের প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব বিহার সরকারের রহিয়াছে। রিলিফ, কৃষিঋণ, খয়রাতি, প্রভৃতি দিয়া ও খাদ্যশস্যের স্বল্পমূল্যের সরকারী বিতরণ কেন্দ্র করিয়া প্রজাগণের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে সরকার করেন তাহার দাবী জনসাধারণকে তুলিতে হইবে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পুলিশ প্রভৃতির আচরণ সম্বন্ধেও সমালোচনা করেন। সর্ব্বশেষে তিনি জনসাধারণকে তাহাদের অধিকার বোধ জাগ্রত করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং সর্ব্বক্ষেত্রে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজেদের বিভিন্ন শ্রমসাধ্য কার্য্যদ্বারা এই সঙ্কটজনক খাদ্যপরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে বলেন। পরে শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য এই বিশেষ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টা জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা

দেন। তিনি সরকারের নিকট দাবী জানান যে, এই অঞ্চল বিহারের শাসনাধীন। এ অঞ্চলের জনগণের প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। লোক সেবক সঙ্ঘের দল বলিয়া এ অঞ্চলে বা এই ব্যক্তিদের এ সংকট হইতে পরিত্রাণের দায়িত্ব এড়াইলে সরকার অব্যাহতি পাইবে না। একদিন এ অঞ্চলের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া উত্তর বিহারের দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলকে বাঁচান হইয়াছে। তাহার বদলে এখানের লোক জনার বুট পাইয়াছে। তখন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আজও তিনিই আছেন। অতএব ইহা এখানের লোকের ভিক্ষা নহে, দাবী জনসাধারণও মিলিতভাবে বিভিন্ন উদ্যোগে এই সংকট কাল অতিক্রমের প্রচেষ্টা করুন। দুর্ভিক্ষের কার্য্যে লোক সেবক কর্মীদের সহযোগিতা সরকার পক্ষ ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারেন।

সভাপতির অভিভাষণান্তে শ্রীহেম চন্দ্র মাহাত জাতীয় ধ্বনি দিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন।

সভায় থানার পুলিশ ও ব্লক ডেভেলাপমেণ্টের বহু অফিসার উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রায় দুই সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

—*—

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

চরম গলদপূর্ণ ভোটার তালিকার ভিত্তিতে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির পর প্রায় ১৫ মাস পরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহার মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটির আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। নির্বাচনের কার্য্যসূচি এইরূপ :—

মনোনয়ন পত্র পেশের শেষ তারিখ—২৮শে জানুয়ারী

মনোনয়ন পত্রের ক্রটিনী—৩১শে ,,

প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ—৩রা ফেব্রুয়ারী

১নং হইতে ৮নং ওয়ার্ডের ভোট গ্রহণ—২৩শে ,,

৯নং হইতে ১৬নং ওয়ার্ডের ভোট গ্রহণ—২৪শে ,,

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী গত জুন মাস হইতে উর্দ্ধতন সরকারী কর্তৃপক্ষকে পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। মিউনিসিপ্যালিটীর দাবী ছিল যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হইবে এবং বিহার মিউনিসিপ্যাল আইনের সরকারী মনোনয়ন প্রথা বাতিল করিতে হইবে। নাগরিক সঙ্ঘ প্রমুখ প্রতিষ্ঠানও দাবী জানান যে বিহার আমলের সৃষ্টি ভোটার তালিকা চরম গলদ ও ত্রুটীপূর্ণ হওয়ায় নূতন ভোটার তালিকা অনুযায়ী মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্বাচন হওয়া কর্তব্য। নূতন ভোটার তালিকা যখন দুই তিন মাসের মধ্যে প্রকাশিত হইতেছে তখন কোনও অসুবিধারও কারণ নাই। দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক ও অভিসন্ধিপূর্ণ সরকারী মনোনয়ন প্রথাও বাতিল করা কর্তব্য।

স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালান মহাশয়ের পুরুলিয়া পরিদর্শন কালে তাঁহার নিকট সাক্ষাৎভাবে আলোচনা করিয়া সঙ্ঘ কর্তৃক উপরোক্ত মর্মে আপত্তি জ্ঞাপনকরা হয় এবং তিনি এই সকল আপত্তির সমীচীনতা স্বীকার করিলেও আইনের কোনরূপ বাধা আছে কিনা বুঝিয়া শুনিয়া এ সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিবেন বলিয়া জানান। আইনের যে কোন বাধা নাই তাহাও মন্ত্রী মহাশয়কে দেখাইয়া দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল আইনে সরকারী মনোনয়নের কোনও ব্যবস্থা নাই—কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের অধিকারও নাই। শেষোক্ত অগণতান্ত্রিক ধারাটি সংশোধনের চেষ্টা চলিতেছে।

—০—

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া হাওড়া যাতায়াতের সুবিধা

দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ের এক প্রেস নোটে জানানো হইয়াছে যে গত ১৫ই জানুয়ারী হইতে হাওড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে (৩১৫ আপ ও ৩১৬ ডাউন) হাওড়া-পুরুলিয়া যাত্রীদের সুবিধার জন্য পুরুলিয়া হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত একটী বিশেষ বগী দেওয়া হইতেছে; তাহাতে কেবল প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর আসন থাকিবে এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে হাওড়া এবং পুরুলিয়া ষ্টেশনে যাত্রীরা নিজ নিজ আসন সংরক্ষণ করিতে পারিবেন।

পুরুলিয়া হইতে হাওড়া যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি দ্রুতগামী ট্রেন দিবার জন্য আরও যে দাবী জানানো হইতেছিল তাহার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে রেল কর্তৃপক্ষ এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন।

বাঘমুণ্ডী ব্লকের উদ্বোধন

গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে বাঘমুণ্ডী থানাকে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকে পরিণত করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে পুরুলিয়া জেলায় ইহাই হইল তৃতীয় সম্প্রসারণ ব্লক। কয়েকমাস পূর্ব্বে রঘুনাথপুর থানায় দুইটী সম্প্রসারণ ব্লক স্থাপন করা হয়।

ছদ্মবেশী পুলিশ সাজিয়া ডাকাতি

গত ৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার হাজারীবাগ জেলার জরিডি থানার পাথুরিয়া গ্রামের শ্রীঅনন্ত লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘরে এক অদ্ভুত ধরণের ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাত দলের নেতা পেটরবাইদ থানার দারোগা সাজিয়া আসিয়া পাথুরিয়া গ্রামের চৌকিদারকে লইয়া অনন্ত বাবুর বাড়ীতে বন্দুক দেখিবার জন্য হানা দেয়। চৌকিদারের বিশ্বাসে বাড়ীর লোক দরজা খুলিয়া দেয়। ডাকাত দলের গায়ে উর্দ্দির পোষাক ও বিহার পুলিশের তকমা ছিল। ঘরে ঢুকিবামাত্র তাহারা বাবুর বন্দুকটি হস্তগত করে—বাবু অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগত ছিলেন। ডাকাত দলের দুইজনকে চোর বলিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। দলপতি বলিতেছিলেন যে ইহাদিগকে আমি বনে ধরিয়াছি। অনন্তবাবুর বাড়ী হইতে প্রায় ৪ হাজার টাকা ও ত্রিশ তোলা সোনার অলঙ্কার লইয়া যায়। বন্দুকটিও লইয়া গিয়াছে। পাথুরিয়া ঢুকিবার পূর্ব্বে তাহারা জগাহর গ্রামে ডাকাতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

চন্দনকিয়ারীর গ্রামে অগ্নিকাণ্ড

চন্দনকিয়ারী থানার বরিয়াবাদ গ্রামের শ্রীযুক্ত অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে ১০ই জানুয়ারী এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ২টি গরু ও ২টি কাড়া জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে। ঘর, খড়ের গাদা ও পাঁচ শতাধিক মণ ধান্য পুড়িয়া গিয়াছে।

নাগরিক সঙ্ঘের অধিবেশন

গত ২২শে জানুয়ারী তারিখে স্থানীয় মহাত্মা গান্ধী হলে (জুবিলী টাউন হলে) নাগরিক সঙ্ঘের বিশেষ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে নাগরিক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটী ও কার্য্যকরী সমিতি পুনর্গঠিত করা হয়। আগামী নির্বাচনে চূড়ান্ত ভ্রমপূর্ণ ভোটার তালিকা, ওয়ার্ডের ত্রুটিপূর্ণ এলাকা নির্দ্ধারণ এবং সরকারী মনোনয়ন প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

—•—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

পুঞ্চা ব্লক এডভাইসারি কমিটি

পুঞ্চা থানার ভুতাম গ্রামের সর্ব্বশ্রী রামকিঙ্কর মাহাত, খগেন্দ্রনাথ মাহাত, নরেশচন্দ্র মাহাত ও নারায়ণ চন্দ্র মাহাত জানাইতেছেন: পুঞ্চা ব্লক এডভাইসারি কমিটী সম্বন্ধে মন্তব্য কিছু দিন পূর্বে 'মুক্তি পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। আমরা কর্তৃপক্ষকে সচেতন করিবার জন্য উক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সচেতন হওয়া দূরের কথা বরং ব্লক কমিটীতে আরও দলগত অবাঞ্ছিত ব্যক্তি লইয়া এটীকে জনবিরোধী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন।

বিহার সরকার হিন্দী সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য জেলার অবাঞ্ছিত সমাজবিরোধী লোকদের প্রত্যেক কমিটীর শীর্ষস্থানে স্থান দিয়া গরীব জনসাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়াছিলেন। হিন্দী রক্ষার জন্য যে যত অন্যায় অত্যাচার করিতে পারিয়াছিল তাহারাই তত উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এখন হিন্দী সাম্রাজ্য নাই তবে কংগ্রেস সাম্রাজ্য অব্যাহত। সেই জন্যই আজ বাংলার শাসনেও বাংলা সরকার সেই অবাঞ্ছিত লোকগুলিকেই তাহাদের মুরুব্বী ধরিয়াছেন। পুঞ্চা ব্লক এডভাইসারি কমিটী পূর্বে যদিও ২১ জন লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীদের গ্রহণ করিয়াছিলেন—কিন্তু এখন গতিক মন্দ দেখিয়া বিনা কারণে তাহাদিগকে কমিটী হইতে বহিষ্কার করা হইল। লোক সেবক সংঘের কর্মী শ্রীশশিচন্দ্র ব্যানার্জির পরিবর্তে শ্রীমতী মোহিনী দেবী (কংগ্রেস) ও প্রমোদ কুমার পাণ্ডার পরিবর্তে রাসবিহারী মহাপাত্রকে গ্রহণ করা হইয়াছে। এখন ব্লক কমিটী পুরা কংগ্রেস কমিটীতে পরিণত হইল। আর কমিটীর মধ্যে জনসাধারণের জন্য কথা বলিবার কেহ রহিল না। বিহার সরকার মানভূমের উন্নয়নের নামে যে জঘন্য রাজনৈতিক খেলা খেলিয়া গিয়াছেন আজ বাংলা সরকারকেও সেই খেলারই আসর পাতিতে দেখিতেছি। ইহাতে সহজেই অনুমিত হয় যে পঞ্চ বার্ষিকীর উদ্দেশ্য জনগণের মান উন্নয়ন নয়। রাজনৈতিক ঘুষ দ্বারা জনগণের উন্নত মানকে নিম্নস্তরে টানিয়া আনা। কমিটীর মধ্যে যতগুলি সদস্য রহিয়াছেন—তাঁহাদের অধিকাংশই চিরদিনই দুষ্কৃতির তল্পীবহনকারী। এই সেই দিন তাঁরাই 'বিহার মে রহেঙ্গে' ধ্বনিতে মুখ শুকাইয়া বাঙ্গালীর চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিয়াছিলেন। আজ সেই মুখোসধারী সমাজ বন্ধুরা বাংলা সরকার ও বাঙ্গালীর পরম আত্মীয়। মানভূমের সমাজ উন্নয়নের কী চমৎকার কর্ণধার!

পুলিশের সাক্ষাতে চাল পাচার

বান্দোয়ান থানার তুলসাডি গ্রামের শ্রীঅটলচন্দ্র মাহাত জানাইতেছেন :—বান্দোয়ান হইতে বান্দোয়ান-মহলিয়া রাস্তায় প্রত্যহ পুলিসের সামনে শত শত মণ চাউল জেলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। অপরিহার্য্য কারণে চাষীরা যে চাউল বিক্রী করিতেছে তাহা ব্যবসায়ীরা অতি লাভের আশায় বিহারে চালান করিতেছে। ফলে দুর্ভিক্ষ দ্রুত আগাইয়া আসিতেছে। বাদকার হাটে লোক পয়সা দিয়াও চাউল ক্রয় করিতে পাইতেছেনা। অথচ ঐ বুভুক্ষু জনসাধারণের চোখের সামনে গাড়ী গাড়ী চাউল বিহারে চলিয়া যাইতেছে। পুলিসকে ধরাইয়া দিয়াও কোন প্রতিকার হয় নাই। ডি, আই, বি, বিভাগেও আমরা ইহা জানাইয়াছিলাম কিন্তু তিনিও কোন প্রতিকার করেন নাই। বরং সুযোগ পাইয়া অতিলোভী চোরা ব্যবসায়ী দল আরও বেশী পরিমাণ চাউল চালান দিতেছে। যাহারা বরাবর চাউল চালান দিতেছে তাহাদের কতিপয় নাম উল্লেখ করিতেছি :—

সর্বশ্রী হর দত্ত—কুচিয়া, কাল দত্ত—কুচিয়া, লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়—লতাপাড়া, বাহাদুর মাহাত—লতাপাড়া, গোসাই কুম্ভকার—লতাপাড়া, যতি তাঁতি, চৌকিদার বীর্য্য মাড়োয়ারী—বান্দোয়ান, চতুর্ভুজ মাড়োয়ারী, বান্দোয়ান, রামস্বরূপ মাড়োয়ারী, বানোয়ারী মাড়োয়ারী প্রভৃতি। এবিষয়ে জেলার উচ্চতম কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

হুড়া থানা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা

পুঞ্চা থানার ভূতাম হইতে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মাহাত ও নারাণচন্দ্র মাহাত জানাইতেছেন :—পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে বড়গাঁয়ে দুইটী মেলা হয়—শীলাবতীতে ও গঞ্জটাঁড়ে। বরাবরের মতো এবারেও মেলাতে দুএকজন পুলিসকে মেলায় ঘুরিতে দেখিলাম। গঞ্জটাঁড়ের মেলাতে দেখি একজন জুয়াড়ী বেশ আসর জমাইয়া বসিয়াছে। স্থানীয় কর্মী শ্রীউমেশ মাহাত মেলাতে ছিল—সে জুয়া খেলা দেখিয়া আমাদের পুলিস আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে। আমরা বলিলাম এই মাত্র দেখিয়াছি বোধ হয় শিলাই মেলাতে গিয়াছে। উমেশবাবু পুলিশ খুঁজিতে গেল। আমরা পুলিশের আশায় ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করিলাম। জুয়া খেলা পুরা দমে প্রকাশ্যে চলিতে লাগিল। পুলিশের কোন খোঁজ নাই। প্রকাশ্য মেলায় পুলিশ আছে জানিয়াও জুয়াড়ীরা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কোন ভরসা না পাইলে কেমন করিয়া জুয়া খেলে?

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২০শে মাঘ ১৩৬৪, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

মুক্তির নিয়মাবলী

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবার প্রকাশিত হয়।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য—৬৲ (সডাক)
ষান্মাসিক—৩।০ "

মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃ পিঃ তে লইলে ।/০ আনা বেশী লাগে।

৩। এক বৎসরে মুক্তির ৪৮টী সংখ্যা বাহির হয়। ৪৮ সংখ্যায় ১ বৎসর ও ২৪ সংখ্যায় ৬ মাস গণ্য করা হয়।

৪। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হয় না।

৫। নমুনা কপির জন্য ১৯ নয়া পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৭। গ্রাহকগণ পত্রাদি বা অর্থাদি পাঠাইবার সময় নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং অর্থাদি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি" পোঃ পুরুলিয়া

গ্রাহকদিগের যে সংখ্যায় "মুক্তি" পত্রিকার গ্রাহকের মেয়াদের সময় উত্তীর্ণ হইবে তাহার দুই সপ্তাহ পূর্বে তাহাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে ও গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক থাকিলে তাহাদিগকে গ্রাহক চাঁদা মনি অর্ডারে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কোন উত্তর না পাইলে মুক্তি পাঠান বন্ধ থাকিবে। **বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে মুক্তি ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয় না।**

পৌর তন্ত্র ধারক

(শ্রীবৃহস্পতি)

জিলার, পুঞ্চার উন্নয়ন শেষ হইতে না হইতেই একেবারে জিলার হেডকোয়ার্টার পুরুলিয়া সহরের উন্নয়নের জন্য ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। নীরবে নিভৃতে চোখ বুঁজিয়া কল্পনায় সেই সজল দিনগুলি দেখিতে লাগিলাম—যে দিনে ঘরে ঘরে একতলায়, দোতালায়, পাকা, কাঁচা, আধপাকা, এসবেসটাস, খোলার বাড়ীগুলিতে কল খুলিলেই ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে, একেবারে বিশুদ্ধ সংস্কৃত বীজাণুমুক্ত পানীয়। আর্ত তৃষ্ণার্ত পুরুলিয়াবাসী আর গামছা কাঁধে বুচা বাঁধ, বেকার বাঁধ, পোকা বাঁধের দিকে দৌড়াইতেছে না; উপরে কল, নীচে কল, ঘরে কল, বাহিরে কল; রাস্তায় জলের গাড়ীর দৌরাত্ম নাই; জলের গাড়ী বাহিয়া যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা লাল ঝাণ্ডা লইয়া ভুখা মিছিল বাহির করিয়াছে।

বিড়ির ধোঁয়ায় মশগুল হইয়া যখন জলে প্রায় ডুবিয়া গিয়াছি তখন হঠাৎ এক গর্জনধ্বনিতে কল্পনা টুটিয়া গেল—চর্মচক্ষে দেখিলাম, কর্ণ পটাহ দ্বারা শ্রবণ করিলাম—বঙ্গেশ্বর চকবাজারে দাঁড়াইয়া ঘুসি বাগাইয়া ঘোষণা করিতেছেন—কংগ্রেসে ভোট না দিলে জলের কল হইবে না, পুরুলিয়াকে কারবালার মরুভূমিতে পরিণত করিয়া ইমানদার করিব। সঙ্গে সঙ্গে জিপ লাউডস্পীকার, রিক্সা স্পীকার, পকেট লাউডস্পীকার, টীনের চোঙ্গা প্রভৃতি লইয়া আনসার বাহিনী, রেজাকার রেজিমেণ্ট রাস্তায়, রাস্তায় অলিতে গলিতে আকাশ বাতাস ঘর বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল। দশের বাঁধের প্রাসাদ কুটে মন্ত্রীবর জানালা খুলিয়া পরিষদবৃন্দকে বলিলেন—দৈববাণী শ্রবণ করিলে তো? এক্ষণে তূরীয় হইয়া ইহার মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। শ্রদ্ধাবান হও জ্ঞানলাভ করিবে, এই অপরা জ্ঞানের সহিত কংগ্রেস-ভক্তিরস-মিশ্রিত করিয়া শোষণ-কর্ম-যজ্ঞকে পরিমার্জিত ও অব্যাহত রাখিবার জন্য পৌরতন্ত্রের পুরশ্চারণ করিতে হইবে।

মন্ত্রীবর একবার পঠিবৃত পরিষদবৃন্দের উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন সমাগত সকলেই সগর সন্তান। কেহ গোধূমে তিস্তিড়ী বীজের ও শালিচূর্ণের মিশ্রণ দ্বারা ত্রিতল বাটী নির্মাণ করিয়াছেন, কেহ অপরিশুদ্ধ হবিকে পরিশুদ্ধ করিয়া পুরুলিয়াবাসীর মোক্ষলাভের দক্ষতায় প্রশস্তি লাভ করিয়াছেন, কোন কোন মহাহুভব কণ্ট্রোল অফিসের দরিদ্র কর্মচারীদের দুঃখে অভিভূত হইয়া বৃত্তির ব্যবস্থায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন,—সকলেই দান ধর্ম ও গ্রহণ কর্মে, কুশলী, পারদর্শীও দক্ষ; শোষণ বর্মে সুরক্ষিত, তথাপি তিনি উপলব্ধি করিলেন—ইহারা নিরানন্দ। প্রশ্ন করিলেন—অদ্য এই পবিত্রদিনে সতীর্থবর্গের নিরানন্দের কারণ কি? যদি পবিত্র জনৈক সতীর্থ পৃষ্ঠ দেশস্থ তাকিয়া পরিত্যাগ করিয়া যোগাসনে আরূঢ় হইয়া একবার বাপুজীর তৈলচিত্রের উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত করিয়া করপুটে রাজভাষায় নিবেদন করিলেন—"হে আর্য্যপুত্র, আমরা শঙ্কায় নিদ্রাহীন হইয়া পড়িয়াছি। শুনিতেছি যে পৌরসভার অক্ষম পরিচালক সমভিব্যাহারে কতিপয় ধূর্ত ব্যক্তি আপনার সকাশে আগমন করিয়া নির্বাচন স্থগিত রাখিবার জন্য কুটজাল নিক্ষেপ করিয়াছে। ভবান! তাহাতে আবদ্ধ হইয়া নাকি স্বীকৃতি প্রকাশ করিয়েছেন! হতোঽস্মি! আমাদের সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন।"

মন্ত্রীবর স্মিত হাস্যে বলিলেন মাভৈঃ, নিবেদন কর।

গভীর ক্ষোভ ও নৈরাশ্যের সহিত বক্তা বর্ণন করিয়া বলিলেন—এ বৎসর এসেসমেণ্ট হইতেছে। অক্ষম পরিচালকবৃন্দ আমাদের চিরাচরিত ধর্মকে অস্বীকার করিয়া আমাদের বাসগৃহের উচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছে। ঘাতকের ন্যায় তাহারা চলিয়াছে। একমাত্র উপায় আপীল কমিটী। নির্বাচন স্থগিত থাকিলে ইহারাই আপীল কমিটীতে থাকিবে। নিষ্ঠুর আপীল কমিটী আমাদের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবে না—দান গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া যমদূতের ন্যায় অর্থ হনন করিবে। সত্যই আমাদের দেহে আর প্রাণধারণ বৃথা।

মন্ত্রী মহোদয় সচকিত হইয়া কহিলেন—শঙ্কার অন্য আর কি কারণ?

বক্তা কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—শঙ্কার কারণ অনন্ত। নির্বাচন স্থগিত না থাকিলে—বঙ্গেশ্বর যে দৈববাণী করিয়াছেন তাহার প্রভাবে আমাদেরই ভক্তবৃন্দের পৌরতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুও

(১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২০শে মাঘ, সোমবার

দেউলিয়া শাসন নীতি

বৃটীশের পরিত্যক্ত সাবেকী শাসনযন্ত্র যেমন মরিচা ধরিয়া ক্রমশঃ অচল হইয়া আসিতেছে তেমনি শাসনযন্ত্রের কর্ণধারমণ্ডলীর ন্যায় ও নীতির দেউলিয়াপনা ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। যে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা ছিল প্রায় সওয়া লক্ষ সেই শাসন ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত অঞ্চলের মাত্র দুই হাজার সরকারী কর্মচারীকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার এতদূর হিমসিম্ খাইয়া গেলেন যে হস্তান্তরের দীর্ঘ পনেরো মাস পরেও কোনও সিদ্ধান্তের কূলকিনারা করিতে পারিলেন না। এই দুই হাজার সরকারী কর্মচারী এই দীর্ঘ কাল ধরিয়া ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলিতেছেন—শেষ পর্য্যন্ত কাহারা পশ্চিমবঙ্গে থাকিবেন এবং কাহাদের বিহারে ফিরিয়া যাইতে হইবে তাহার কোনও হদিস পর্য্যন্ত মিলিতেছে না।

ভাল করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও মন্দ করিবার অধিকার যে এই শাসনযন্ত্রের আছে তাহার পরিচয় প্রতি পদেই দিতেছেন। বিহার আমলের সুযোগ, সুবিধা ও অধিকারগুলি বিহার আগত সরকারী কর্মচারীরা পাইতেছেন না কারণ তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে কার্য্য করিতেছেন—আর পশ্চিমবঙ্গের সুযোগ সুবিধা ও অধিকারও তাঁহারা পাইবেন না যেহেতু তাঁহারা বিহার হইতে আসিয়াছেন। ইহাই হইল শাসন নীতি!

একই অফিসে একজন বিহার আগত পনেরো বিশ বৎসরের অভিজ্ঞ কর্মচারীকে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের সদ্য বহালী অনভিজ্ঞ কর্মচারী অপেক্ষা বহু পরিমাণ কম বেতনে চাকরী করিতে হইতেছে সেখানে কর্ম্মের স্পৃহাই বা আসিবে কোথা হইতে এবং যোগ্যতার মানই বা বাড়িবে কিরূপে? এইরূপ সহস্র প্রকার বৈষম্য ও অন্যায়ের বিবরণ দিতে যাইলে মহাভারতের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ হইয়া পড়িবে।

সীমা কমিশনের নিকট বাংলার ন্যায্য দাবী যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পেশ করা হয় সেইজন্য ধানবাদ সহ সমগ্র মানভূম এবং জামসেদপুর সহ সমগ্র ধলভূম দাবী করিবার জন্য মানভূম ও ধলভূমের প্রতিনিধিমণ্ডলী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে মুখ্যমন্ত্রী এই "যুক্তি" দেন যে ধানবাদ বা জামসেদপুরের মত কোনও উন্নত অঞ্চল "তাঁহার" প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ অনুন্নত ও অনগ্রসর অঞ্চল লইয়া তাহাকে উন্নত করিয়া তিনি তাঁহার হাতযশ দেখাইবেন। মানভূমের এই বঙ্গভুক্ত অনুন্নত অঞ্চলের উন্নতির বহর দেখিয়া মুখ্যমন্ত্রীর হাতযশের পূর্ণ পরিচয়ই আমরা পাইতেছি।

মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টিতে পশ্চিম বাংলা বলিতে বুঝায় একমাত্র কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল। সম্প্রতি দৃষ্টি আরেকটু প্রসারিত হইয়া এখন সখের কল্যাণী এবং দুর্গাপুরে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। অবশ্য দার্জ্জিলিং জেলায় গুর্খা লীগের গুঁতা খাইয়া এখন শিলিগুড়ির দিকে মাঝে মাঝে দৃষ্টি দিতে হইতেছে। পশ্চিমবাংলার বাকী অংশটুকুর অস্তিত্ব এখনও পর্য্যন্ত কেবল মানচিত্রেই বিরাজ করিতেছে।

যে শাসনযন্ত্রের এই হইল শাসন দৃষ্টিভঙ্গী—সেখানে সুবিচার ও সুশাসনের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। বিধান সভায় পাইকারী হারে আইনের পর আইন গজাইতে থাকিলেও বঙ্গভুক্ত অঞ্চলের বিহার আমলের আইন পরিবর্তন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের আইন চালু করিবার সময়, সুযোগ ও অবসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এখনও হইল না। দীর্ঘ পনের মাস পরেও বিহার আইনের ধ্বজা ধরিয়া বিহার মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর আগামী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ হইল না।

মানভূমের গ্রামে, গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে আজ আসন্ন দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। আতঙ্কিত ও বিভ্রান্ত গ্রামবাসী অন্ন ও জীবিকার আশায় দল বাঁধিয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে গ্রাম ছাড়িয়া চলিতেছে। এই সঙ্কট উপলব্ধি করার না আছে কোন মনোভাব—না আছে কোন সুষ্ঠ প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা।

ঘনায়মান দুর্দ্দিনের মুখে, সর্ব্বব্যাপক অজ্ঞায় ও দুর্নীতির স্রোতে ভাসমান বিরাটকায় শাসনযন্ত্র মিশরের স্ফিংক্সের মত শূন্য দৃষ্টিতে কেবল আকাশের দিকে তাকাইয়া আছে।

—•—

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান

গত ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস তথা গণদাবী দিবস উপলক্ষ্যে স্থানীয় রাস ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ সভাপতিত্ব করেন।

সভার উদ্দেশ্য তথা ২৬শে জানুয়ারীর তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ বলেন যে সরকারী সংজ্ঞা হিসাবে ইহাকে গণতন্ত্রদিবসরূপে আখ্যা দেওয়া হইলেও দেশের কোটী কোটী নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের দৃষ্টিতে ইহাকে গণতন্ত্রদিবস বলা চলে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এই দিবসটি স্বাধীনতা দিবস রূপে পালিত হইয়া যেভাবে আমাদের সংগ্রামের শক্তি ও প্রেরণা দান করিয়াছে—সেইভাবে কংগ্রেসের কুশাসন ও স্বৈরাচার হইতে দেশকে মুক্ত করিয়া প্রকৃত গণস্বরাজ প্রতিষ্ঠা কল্পে আমাদের স্বাধীনতা দিবসরূপেই এই দিবসটিকে এখনও পালন করিতে হইবে।

জেলার খাদ্য পরিস্থিতি বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই বৎসর মানভূমে ব্যাপক অনাবৃষ্টি ও শস্যহানির ফলে প্রায় সিকি ভাগ মাত্র ফসল হইলেও সরকারী তথ্য অনুসারে এই জেলাটীকে উদ্বৃত্ত অঞ্চলরূপে দেখানো হইয়াছে। এই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্যকে অসত্য ও অবাস্তব ঘোষণা করিয়া তিনি খাদ্যমন্ত্রী তথা সরকারী কর্তৃপক্ষকে তাহা সপ্রমাণ করিবার আহ্বান জানান। এই জেলায় অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলি পুনরুল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে দেশের শাসকমণ্ডলী অনাহারে মৃত্যু নিবারণ করিতে পারেন না—তাঁহাদের দেশ শাসন করিবার অধিকারও নাই।

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত এম, পি বলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বারা আমাদের যেভাবে বৃটীশ শাসনের অবসান ঘটাইতে হইয়াছে—অনুরূপভাবে কংগ্রেসী শাসনের অবসান না ঘটানো পর্য্যন্ত দেশ হইতে দুর্নীতি ও জনগণের দুর্দ্দশা দূর করা সম্ভব হইবে না। কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃবর্গের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন যে গান্ধীজীর উজ্জ্বল আলোকে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে ইহাদের স্বরূপ এতদিন দেশবাসী চিনিতে পারে নাই। গান্ধীজীর মৃত্যুর ফলে সেই আলোক অপসারিত হওয়ায় ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ এখন ধরা পড়িতেছে। জেলার শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি ও সরকারী ঔদাসীন্য সম্পর্কে বলেন যে কংগ্রেস সরকারের নিকট জনসাধারণের আশা করিবার কিছু নাই; একমাত্র সংঘবদ্ধ জনশক্তির দ্বারা সংগ্রাম করিয়া দাবী আদায় করিতে হইবে এবং জনস্বার্থ বিরোধী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেরও অবসান ঘটাইতে হইবে।

শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসী শাসনের শোচনীয় ব্যর্থতা ও জনস্বার্থবিরোধী কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ তাঁহার ভাষণে গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী জনস্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া জনশক্তি গড়িয়া তুলিবার আবেদন জানান।

সভায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সহীদগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপক এবং খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

আগামী পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে ৩২টি আসনের জন্য ৯২ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন। এই বারের নির্ব্বাচনের বৈশিষ্ট্য যে সর্ব্বপ্রথম একজন মহিলাপ্রার্থী মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। এই ৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫ জন প্রার্থী একাধিক ওয়ার্ড হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

গত ৩১শে জানুয়ারী মনোনয়ন পত্রের স্ক্রুটিনীর সময় ৬ জন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র নাকচ হয় এবং দুইজন প্রার্থী প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন। এই নির্ব্বাচনে নাগরিক সঙ্ঘের প্রার্থীদের সহিত কংগ্রেস প্রার্থীদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে। কোনও কোনও ওয়ার্ডে স্বতন্ত্র প্রার্থীও আছেন। আবার স্থানীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যে দলাদলি আছে তাহাতে কংগ্রেসী মনোনয়ন না পাওয়ায় অনেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। আবার কোন কোন ওয়ার্ডে কংগ্রেসের কোন কোন দল কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী খাড়া করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। প্রার্থীদের নামের তালিকা :—

১নং ওয়ার্ড (৩ আসন)

১। মুক্তিপদ চক্রবর্ত্তী

২। প্রহ্লাদ বাউরী
৩। তনু বাউরী
৪। প্রভাত মুখার্জ্জী
৫। শঙ্করলাল সিংহানীয়া
৬। গ্রিয়নাথ চ্যাটার্জ্জী
৭। বাদল গোস্বামী
৮। শ্রীমন্ত বাউরী

২নং ওয়ার্ড (১ আসন)

১। ডাঃ কান্তিবিলাস মুখার্জ্জী
২। ললিত চ্যাটার্জ্জী
৩। প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়
৪। কালী মুখার্জ্জী

৩নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। শ্রীমতী রেখা মল্লিক
২। হবেন হাঁসদা
৩। ব্রজবিলাস মুখার্জ্জী
৪। বিমল চৌধুরী
৫। নগেন্দ্র নাথ সেন
৬। শচীন দাস
৭। সৌরেন্দ্র বিশ্বাস

৪নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। ডাঃ অমর শঙ্কর দে
২। নন্দলাল সেন
৩। কালীকৃষ্ণ রায়
৪। মনোজ মজুমদার

৫নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। ডাঃ অমর শঙ্কর দে
২। করিমুদ্দিন খাঁ
৩। কালীকৃষ্ণ রায়
৪। কমলাপ্রসাদ ব্যানার্জ্জী
৫। কালীপদ দাস
৬। বিজয়কৃষ্ণ পাল
৭। শ্যামলাল সাও

৬নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। রমেশ চন্দ্র চৌধুরী
২। হেনা বাউরী
৩। প্রফুল্ল কুমার চৌধুরী
৪। ভক্তিপদ ঘোষ

৭নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। শ্রীমতী রেখা মল্লিক
২। অলক চৌধুরী
৩। ম্যাথিক দাস গুপ্ত
৪। প্রফুল্ল চন্দ্র দাস গুপ্ত
৫। মহাবীর প্রসাদ লোধা

৮নং ওয়ার্ড (৩ আসন)

১। অমূল্য কর্ম্মকার
২। জয়ন্ত কুমার দাঁ
৩। রামকৃষ্ণ সেন
৪। সীতেশ্বর মুখার্জী
৫। মাহিন্দা দাস
৬। কালীপদ ঘোষ

৯নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
২। ডাঃ কান্তিবিলাস মুখার্জী
৩। অমর চৌধুরী
৪। সুধীর মজুমদার
৫। পান্নালাল সাও

১০নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। আবদুল মজীদ খাঁ
২। লক্ষ্মীকান্ত সেন
৩। বোধিসত্ত্ব সেন
৪। দয়াভাই প্যাটেল
৫। গঙ্গারাম মাড়োয়ারী
৬। লক্ষ্মীশঙ্কর ত্রিবেদী
৭। সৈয়দ আজীমুদ্দীন

১১নং ওয়ার্ড (১ আসন)

১। শঙ্করী প্রসাদ মুখার্জী
২। বৈদ্যনাথ পাল

১২নং ওয়ার্ড (১ আসন)

১। নলিনীরঞ্জন হালদার
২। গোবিন্দরাম কাটারুকা
৩। বজরঙ্গ লাল কেডিয়া

১৩নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। ভোলানাথ মজুমদার
২। রামনাথ শীল
৩। ফকির দত্ত
৪। জ্যোতির্ম্ময় অধিকারী
৫। পিনাকীরঞ্জন ব্যানার্জী

১৪নং ওয়ার্ড (৩ আসন)

১। নির্ম্মল মুখার্জী
২। মথুর বাউরী
৩। নিতাই রাজোয়াড়

৪। অশ্বিনী দাঁ
৫। বিশ্বনাথ কর্ম্মকার
৬। রামপদ ধীবর

১৫নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। বৈদ্যনাথ সরকার
২। সত্যাশ্রয় সরকার
৩। শক্তিপদ গাঙ্গুলী
৪। মধুসূদন ধীবর
৫। কৃষ্ণচন্দ্র ধীবর

১৬নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। অতীভূষণ ঘোষ
২। অমৃত কুমার মিত্র
৩। অনিল চৌধুরী
৪। গণেশ মিত্র
৫। করালী বরন সেন
৬। গোপীরাম দত্ত

শ্রীফটীক চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীগোপাল মল যথাক্রমে ১২ ও ১১নং ওয়ার্ড হইতে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রার্থীপদ স্কুটনীর সময় খারিজ হয়—

১। শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য (৪নং)
২। প্রহ্লাদ চন্দ্র মণ্ডল (৭নং)
৩। হরিপদ সেন (৫নং)
৪। ভাগবৎ কর্ম্মকার (৮নং)
৫। নারায়ণ চন্দ্র সেন (১২নং)
৬। পিনাকীরঞ্জন ব্যানার্জী (১৫নং)

শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি

জিলার নানাস্থানে জনসভা

রঘুনাথপুর থানা

বেড়োগ্রামে –

গত ২১শে জানুয়ারী বেড়ো গ্রামের হাটতলায় শ্রীবাসুদেব আচারীর সভাপতিত্বে প্রায় ১৬টী গ্রামের প্রতিনিধিমূলক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সহ খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে এক জনসভা হয়। সভায় বক্তৃতা করেন—সর্ব্বশ্রী বিভূতি দাস গুপ্ত, গদাই দে, ভরত মাহাত প্রভৃতি। অঞ্চলের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়।

এই সভায় বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় কংগ্রেসী সদস্য শ্রীশঙ্কর নারায়ণ সিংহ দেও কর্ত্তৃক মানভূমের অবস্থা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রদত্ত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সাঁতুড়ি থানা

ঢেঁকশীলা গ্রামে

গত ২২শে জানুয়ারী ঢেঁকশীলা গ্রামে শ্রীনগেন মণ্ডলের সভাপতিত্বে সাঁতুড়ী থানার ২০টী গ্রাম ও কাশীপুর থানার ৬টী গ্রামের প্রতিনিধিস্থানীয় অধিবাসীদের এক জনসভা হয়।

সভায় বক্তৃতা করেন—সর্ব্বশ্রী বিভূতি দাস গুপ্ত, লেচু মাঝি এম, এল, এ, সর্বেশ্বর মাহাত, গোপালচন্দ্র গরাঞ, ফণি ভূষণ দাস, মণিপাল মাঝি, ভরত চন্দ্র মাহাত প্রভৃতি।

স্থানীয় অঞ্চলে চাষি আনার বেশী ধান হয় নাই। কাজও নাই। আদিবাসীরা সমস্ত গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন। সভায় স্থানীয় শোচনীয় অবস্থা ও সরকারের ঔদাসীন্যে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব এবং শীঘ্র এই অঞ্চলে রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করিবার দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নিতুরিয়া থানা

উনানশিলা গ্রামে

গত ২৩শে জানুয়ারী উনানসিলা গ্রামে প্রায় ১৬টী গ্রামের অধিবাসীদের লইয়া শ্রীগুমান মাঝির সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। সভায় বক্তৃতা করেন—সর্বশ্রী বিভূতি দাস গুপ্ত, লেচু মাঝি এম, এল, এ, সর্বেশ্বর মাহাত, ভরত মাহাত প্রভৃতি।

বলরামপুর থানা

বলরামপুর

গত ৮ই জানুয়ারী বলরামপুর কালীতলা স্কুল প্রাঙ্গণে সংকট জনক খাদ্যপরিস্থিতি বিষয়ে পর্য্যালোচনার জন্য লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে এক জনসভা আহ্বান করা হয়। বেলা ৪॥০ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীহংসেশ্বর নন্দী সভাপতিত্ব করেন। লোক সেবক সংঘের সচিব শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া ভূমিকা করেন। সভাপতি ও বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীরা থানার সংকট জনক খাদ্যপরিস্থিতি বর্ণনা করেন। সভাপতি অভিযোগ করেন এখান হইতে বিহারে পুলিসের সাহায্যে ব্যবসাদারেরা চাল ধান লইয়া যাইতেছে তাহা অবিলম্বে বন্ধ করা না হইলে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে। সে বিষয়ে জেলার শাসন কর্ত্তৃপক্ষকে সচেতন হইতে বলেন। শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ ভারতবর্ষে কংগ্রেস কিভাবে চলিতেছে তাহা বিশদভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসের তথা কংগ্রেস শাসনের হাত হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হইতে বলেন।

লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মী সর্বশ্রী হেমচন্দ্র মাহাত, বলরাম মাহাত, ও মহেশ্বর মাহাত বক্তৃতা করেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন পুরুলিয়া জেলার ধান্য উৎপাদনের বিষয়ে যে মন্তব্য করেন এই সভা তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছে। থানায় মোট ছয় আনা ধান্য হইয়াছে।

২। ধান্য যাহা হইয়াছে তাহা হইতেও চোরা কারবারীরা পুলিসের সাহায্যে এখান হইতে বিহারে ধান চাল লইয়া যাইতেছে, যাহাতে অবিলম্বে এই সমস্ত বন্ধ হয় সেবিষয়ে প্রাদেশিক, গভর্ণমেণ্টকে সচেতন করা হউক।

৩। জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে ঋণ দান।

৪। সমগ্র থানায় রিলিফের কার্য্য আরম্ভ করা হউক।

৫। প্রতি গ্রামে জল খাইবার জন্য কুয়া ও জল সেচনের জন্য বাঁধ ও জোড় বাঁধানর ব্যবস্থা করা হউক।

৬। কৃষিঋণ এবংসর আদায় বন্ধ রাখা হউক।

শোক সংবাদ

১। বরাবাজার থানার লটপদা গ্রামের লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীটীক সিং সর্দ্দারের মাতা গত ১০ই জানুয়ারী রাত্রে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার ৬৫ বৎসর বয়স হইয়াছিল। আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

২। গত ২২শে কার্ত্তিক শুক্রবার জামতোড়িয়া থানার মামড়ো গ্রামের লোকসেবক কর্মী শ্রীবাবুরাম মাহাতর ভ্রাতুষ্পুত্র অম্বুজাক্ষ মাহাতর সামান্য জ্বরে অকস্মাৎ অকালে মৃত্যু হইয়াছে। অম্বুজাক্ষ মানভূমের একজন বিশেষ নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। মানভূমের খাদ্য সত্যাগ্রহ, টুসু সত্যাগ্রহ, বঙ্গ সত্যাগ্রহ প্রভৃতিতে তিনি একজন অন্যতম অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে আমরা গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৩। গত ২২শে ডিসেম্বর হড়া থানার কেশরগড় টোলা কালিপুর নিবাসী লোকসেবক কর্মী শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মাঝি মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। তিনি লোক সেবক সংঘের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে তাহার পরিবারবর্গের প্রতি আমরা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

নেতাজী জন্মজয়ন্তী

পুরুলিয়া

গত ২৩শে জানুয়ারী দেশগৌরব সুভাষ চন্দ্রের ৬২তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পুরুলিয়া ব্যায়ামশালা কর্ত্তৃক প্রত্যুষে প্রভাতফেরী এবং বৈকালে নামোপাড়া ক্লাবের প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে ব্যায়াম প্রদর্শনী, ব্রতচারী নৃত্য, প্রবন্ধ পাঠ করা হয়।

নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে গৃহে গৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং সহরের চকবাজার অঞ্চলটি পত্রপুষ্প, বনমালা প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

রঘুনাথপুর

নেতাজী ব্যায়াম সমিতি কর্ত্তৃক গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষ্যে রঘুনাথপুরে প্রভাত ফেরী

ও শোভাযাত্রা করিয়া স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল প্রাঙ্গণে কুচকাওয়াজ ও জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। বৈকালে নেতাজী ব্যায়ামাগারে ব্যায়াম প্রদর্শনীসহ সাধারণ অনুষ্ঠান এবং ব্যায়াম সমিতির নব-নির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

পঞ্চকোট

গত ২৩শে জানুয়ারী পঞ্চকোট পাহাড়ের নিকট কৃষ্ণপুরে সুভাষ সংস্কৃতি সংসদ ও নেতাজী সংঘের উদ্যোগে সুভাষ চন্দ্রের জন্মোৎসব পালিত হয়।

ভূতাম নিবারণ আশ্রম

গান্ধীস্মারকনিধির কর্মীদ্বয়ের উদ্যোগে ২৩শে জানুয়ারী ভূতাম নিবারণ আশ্রমে নেতাজী দিবস সমারোহে পালিত হয়। গান্ধীস্মারকনিধির কর্মী কৃষ্ণচন্দ্র রায় ও মাধুরী দত্ত এবং গ্রামের কর্মী, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মাহাত, ভূতাম গ্রামের এম, এল, এ, নকুল চন্দ্র সহিস এই আয়োজনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন।

প্রত্যুষে, গ্রামস্থ বালক, বালিকা, ও শবরদের বালক বালিকা প্রায় ৫০ জন প্রভাত ফেরী ও গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। গ্রামের একপ্রান্ত হইতে শোভাযাত্রা আরম্ভ করিয়া শেষ প্রান্তে অবস্থিত শবরপল্লী প্রদক্ষিণ করিয়া আশ্রমে আসিয়া পরিসমাপ্ত হয়। বৈকাল ২টায় শবরদের ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রায় দেড়শত জনকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

পায়রাচালী

গত ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৮ পায়রাচালী গ্রামে নিবারণ পার্কে এক বিরাট জনসভার মাধ্যমে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজীর প্রতিকৃতি উন্মোচন, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও নেতাজীর জীবনী এবং তৎসঙ্গে গ্রাম্য ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

—*—

জেলা বঙ্গসাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও সঙ্গীত সম্মেলন ও প্রদর্শনী

ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি জেলার কিশোর ছাত্র ছাত্রীদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান "মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির উদ্যোগে" উনবিংশ বার্ষিক জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ও কৃষি, কারু, শিল্পকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি সুধীকে বিভিন্ন সম্মেলনে সভাপতি, উদ্বোধন কর্ত্তা ও প্রধান অতিথিরূপে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে। জেলার প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীচারুচন্দ্র দাস মহাশয়, মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথি ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

বরাবাজার দাতব্য চিকিৎসালয়ে অনাচার

বরাবাজার থানার কুটুরকুমা গ্রামের শ্রীহরিহর মাহাত অভিযোগ করিতেছেন:—কুটুরকুমা গ্রাম নিবাসী লছবৎ মাহাতের কন্যার মস্তকে আঘাত লাগায় চিকিৎসার জন্য বরাবাজার দাতব্য চিকিৎসালয়ে লইয়া যায়। উপস্থিত যিনি ডাক্তার আছেন তিনি পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসার জন্য পাঁচ টাকা চাহিলেন। লছবতের নিকটে টাকা না থাকায় নিরুপায় হইয়া বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়া আসিলেন।

২০শে পৌষ আবার মেয়েটিকে চিকিৎসালয়ে লইয়া যায়। কিন্তু সেদিনও ডাক্তার বাবু পাঁচ টাকা চাহিলেন এবং বলিলেন ইহার কমে চিকিৎসা হইবে না। তখন লছবৎ কোন উপায়ে ৩ টাকা জোগাড় করিয়া ডাক্তার বাবুকে দেয় এবং পরদিন আরও ২ টাকা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়। ডাক্তার বাবু চিকিৎসা শেষ করিয়া যখন বাহির হইলেন সেই সময় অন্যান্য কর্মচারিগণ বলিলেন ডাক্তারকে পাঁচ টাকা দিলে সুতরাং আমাদিগকেও কিছু দাও।

২১শে পৌষ এই দরখাস্ত করার সংবাদ পাইয়া ডাক্তারবাবু লছবতের নিকটে সহি লইয়াছেন যে, এই পাঁচ টাকা ইঞ্জেক্সন ও অন্যান্য খরচ বাবদ দিয়াছি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কোন চুক্তি বা কোন কথাবার্তা হয় নাই। ২১।২২শে পৌষ লছবৎ টাকা জোগাড় করিতে না পারায় ২৩শে পৌষ ২ টাকা দেয়। ঠিক এই রকম আরো চিকিৎসার নামে ইনজেক্সন করিয়া টাকা লইতেছেন। লছবৎ এর চাষের আয় মাত্র ২০।২৫ মণ ধান্য এবং নিজে সামান্য ব্যবসাদার। তাহার পরিবারের লোক সংখ্যা মোট ১০ জন। এইজন্য আমরা বলিতেছি যে চিকিৎসালয়ের দাতব্য নাম তুলিয়া দেওয়া হোক।

বান্দোয়ান থানার তুলসিডি গ্রাম হইতে শ্রীঅটলচন্দ্র মাহাত জানাইতেছেন:—গত ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার হাটে বান্দোয়ান থানার দারোগা বাবুর নির্দ্দেশে ঢোল সহরৎ দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে পরদিবস ২৬শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার বেলা ২টা হইতে গ্রামরক্ষীদলের এক বৈঠক হইবে এবং প্রচার বিভাগ হইতে সিনেমা দেখানো হইবে। এদিকে উক্তস্থানে উক্ত সময়েই কংগ্রেসীদের বৈঠকেরও চিঠি বিলি হইতে দেখা যায়। ব্যাপার বুঝিবার জন্য ২৬শে অগ্রহায়ণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৈঠকের স্থানে আমরা যাই এবং বৈকালে প্রচার বিভাগের গাড়ীও আসিয়া পৌছে।

বান্দোয়ানের শ্রীচন্দ্রমোহন মাহাত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বাঁকুড়া জেলার খাঁকড়াদাড়া গ্রাম নিবাসী বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী শ্রীগোবিন্দ মল্লিক। প্রথমে পুলিশ ইন্সপেক্টারসাহেব বক্তৃতা দেন, তিনি বলেন যে থানার ১ জন দারোগা এবং ৭ জন সিপাহী সমস্ত থানাতে পাহারা দিতে পারিবে না। কাজেই নিজেদের স্বার্থের জন্য আপনারা গ্রামে গ্রামে গ্রামরক্ষীদল গঠন করিয়া গ্রামগুলিকে রক্ষা করুন। এই গ্রামরক্ষীদলের কাজ শুধু চুরি নিবারণের জন্যই নহে সমস্ত দিক হইতেই যথা—শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে মানুষকে **অগ্রসর করিতে পারা যায়** তাহাও এই গ্রামরক্ষীদলের কার্য্য হইবে।

তাহার পর সর্ব্বশ্রী বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর সেন, বিজয় (মুখিয়া), প্রহ্লাদচন্দ্র কর প্রভৃতি বক্তা উন্নয়ন সমিতি গঠন, দুইটী স্কুলকে যুক্ত করিয়া সরকারী মঞ্জুরীর চেষ্টা, প্রভৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং কোনও কোনও বক্তা উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার আবেদন জানান।

সর্ব্বশেষে শ্রীগোবিন্দ মল্লিক বলেন যে সরকারের নিকট হইতে কিভাবে দাবী আদায় করিতে হয় তাহা তিনি ভালভাবে জানেন—এবং বান্দোয়ানের দুইটী স্কুলকে এক করিলে তাহার সরকারী মঞ্জুরী এবং বান্দোয়ানের বড় বাঁধটি সরকারকে লিখিয়া দিলে সেচের ব্যবস্থার সুবিধা কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংএ গিয়া অনুমোদন করাইয়া আনিবেন।

প্রকারান্তরে এই বৈঠকে গ্রামরক্ষীদলের নামে কংগ্রেসেরই একটি বৈঠক বলিয়া মনে হইল। যাঁহারা সোজা পথে কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন না এই গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নাম দিয়া খিড়কির দ্বারে উন্নতির আশায় প্রবেশ করিতেছেন। বিহার আমলেও এই থানার দারোগা বাবুই কংগ্রেসের সকল সভাসমিতি করিয়া যেখানে যেমন পারিত সেখানে তেমন বাংলাভাষাভাষীদের দমন করিত। আজও সেই রকম পশ্চিমবঙ্গ সরকার থানা পুলিশ দিয়াই কংগ্রেসীদের সভাসমিতি করিয়া জনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত করিতে তথা লোক সেবক কর্মী বা সংঘের সমর্থক জনগণের বিরোধী ক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন। কারণ চাউল যাহাতে থানার বাইরে না যায় সেইজন্য বান্দোয়ান গ্রাম রক্ষীদলের অনেকেই আপত্তি করিয়াছিলেন কিন্তু দারোগা বাবু তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। এই আসন্ন দুর্ভিক্ষের দিনেও প্রত্যহ বান্দোয়ান হইতে বিহারে মহুলিয়ায় চাউল পার হইতেছে সে সম্বন্ধে কোন বক্তা কিছু বলেন নাই বা তাহার কিছু প্রতিবাদ করেন নাই বা যাহাতে চাউল বাইরে না যায় সে সম্বন্ধেও কেহ কিছু বলেন নাই। অথচ গ্রামরক্ষী হউক বা গ্রাম উন্নয়ন হউক সকলেরই কর্ত্তব্য গ্রামকে রক্ষা করা। তবে কি এই রক্ষীদল চাউল বাইরে যাইবার সুযোগ দিয়া গ্রামের লোককে অর্দ্ধাহারে রাখিয়া বা অনাহারে মারিয়া বা আধমরা করিয়া শুধু মাটির ঘরগুলি রক্ষা করিলেই গ্রামরক্ষার কাজ হইবে? তাহারা যে উন্নতির কথা বলিতেছেন তাহা নিজেদের জন্য না গ্রামের গরীব জনসাধারণের জন্য ইহা আজ বুঝিয়া দেখা দরকার।

স্থানীয় সংবাদ

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

গোবিন্দপুর—গত ২৯শে ডিসেম্বর, রবিবার রাত্রি প্রায় ১২ টার সময়ে আকস্মিকভাবে পুরুলিয়া থানার গোবিন্দপুর গ্রামে সর্ব্বশ্রী রমাকান্ত মাহাত, কেলার মাহাত ও পেলু মাহাতর গৃহে আগুন লাগে, চারিটি ঘর সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায় ও তাহার সহিত মোট ১৮০ মণ ধান, ১৫ মণ চাল, ১০০টি টাকা, ২টি ছাগল, ১২টি মেষ, ১৬টি হাস ও বহু কাপড়চোপড়সহ অন্যান্য জিনিষপত্র পুড়িয়া যায়। এই দুর্ঘটনার ফলে উক্ত তিনটি পরিবার দুর্গতির মধ্যে দিনযাপন করিতেছে। সরকার হইতে তাহাদের সাহায্য দানের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

বার্ষাবাদ—চন্দনকিয়ারী থানার অন্তর্গত বার্ষাবাদ গ্রামে গত ২৪শে পৌষ রাত্রি ১টার সময় শ্রীঅমূল্যরতন বেনার্জ্জির খামার বাটীতে হঠাৎ অগ্নি দেখা দেয়। প্রায় আড়াই শতমণ ধান্য ও ২টী গরু, ২টী কাড়া পুড়িয়া যায়। পরে গ্রামের—লোক সকলে আসিয়া বহু চেষ্টাকরার ফলেও আগুন নিবাইতে পারে নাই। আগুন প্রায় তিন দিন ধরিয়া ছিল। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

(২ পৃষ্ঠার পর হইতে)

সম্ভাবনা থাকিতে পারে। স্বগত না থাকিলে মায়াচারী ধূর্তগণ তাহাদের অপরা বিদ্যায় নাগরিকদের বশীভূত করিয়া বঙ্গেশ্বরের দৈববাণীকে ব্যাহত করিতে পারে। অহো কি দুর্দ্দিন! তাহারা আমাদের কুটীরকে প্রাসাদ বলিয়া শুষ্ক বৃদ্ধি করিবে, পরিশুষ্ক হবিকে পরীক্ষার্থে পাঠাইয়া আমাদের বিব্রত করিবে, যে রৌপ্য প্রভাবে আমাদের শক্তি অব্যাহত তাহার অপহ্নব ঘটিবে। পোষ্য-বৃন্দ হতমান হইয়া শীর্ণ হইবে। আহা আমরা কি ভাগ্য হত!

মন্ত্রীপ্রবর আশ্বাস দিয়া বলিলেন—শঙ্কার কারণ নাই, বৃথা শোক করিতেছ। নাগরিকবৃন্দ কোলাহল করিতেছে বটে যে, ভোটার লিষ্ট সংশোধিত না হইলে অবিচার করা হইবে। মূর্খ তাহারা! অন্ধবৎ বিচার ও অবিচারের পার্থক্য বোধ তাহাদের বিলুপ্ত হইয়াছে। হে আর্য্য-পুত্রগণ! আপীল কমিটী সম্বন্ধে আমি নিরন্তর অবহিত; তোমাদের সতীর্থ হিসাবে—একধর্মী হিসাবে গৃহশুল্ক, হাবরহস্ত প্রভৃতির ধারা আমার পরিজ্ঞাত। রাজধানীতে আমার দারোয়ানের গুলিতে লোক মরিলে তাহার স্বর্গ-বাসের জন্য আমি শুল্ক আদায় করি। এখানেও যাহাতে তোমাদের সেই ধর্ম্মাচরণ ও রৌপ্য রাজত্ব অপ্রতিহত থাকে তাহার জন্য আমি পূর্বেই নির্দ্দেশ দিয়াছি। কংগ্রেসী রাজকার্য্য পরিচালনায় আমি যাহা অর্দ্ধ প্রতি-শ্রুতিবৎ বলিয়াছিলাম—তাহাকে সত্য জ্ঞানে যে তোমরা বিমূঢ় হইয়াছ—তাহাতে সত্যই তোমাদের মূঢ়তা ও অজ্ঞানতাই প্রকাশ পাইয়াছে। স্বধর্ম হইতে তোমরা পতিত হইয়াছ।

সাধু, সাধু রবে সুবাসিত কক্ষ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইল। যাহারা তাকিয়া ঠেসান দিয়াছিলেন তাহারা ঋজু হইয়া উপবিষ্ট হইলেন। প্রতিহারী কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিবেদন করিল—বঙ্গেশ্বরের করন্ধবাহীরা দ্বারদেশে প্রতীক্ষমান।

মন্ত্রীবর উত্থাপন করিলেন—সহাস্যে বলিলেন, আমি সৌভাগ্যবান। বঙ্গেশ্বরের উত্তম সেবকরূপে পরিগণিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম। তাহার অভিপ্রায় প্রকাশ হইবার পূর্বেই আমি তাহা কার্য্যে পরিণত করি-য়াছি। বঙ্গেশ্বরের যে করন্ধবাহীরা পৌরতন্ত্র ধারকের আসনে উপবিষ্ট হইবার জন্য মনোনীত হইয়াছেন—আমি তাহাদের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

মন্ত্রীপ্রবর নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সম্পাদক মহাশয় ইহা শ্রীবৃহস্পতির উদ্ভট পরিকল্পনা—নয়। বাস্তবে যাহা ঘটিয়া থাকে তাহার সহিত কল্পনাও আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলি-প্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

চুন

বাড়ী ঘর তৈয়ারীর জন্য এবং চুনকামের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর "১নং ঘুসিক" চুন সুলভে পাইতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনু-সন্ধান করুন।

শ্রীখাঁদু বাউরী
চাটানিপাড়া পুরুলিয়া

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরুষ প্রদত্ত—অতএব বেদের ন্যায় সত্য অদ্বিতীয় শক্তিশালী ও জগতে দুর্লভ। সর্ব্বরোগ আরোগ্য, গ্রহশান্তিতে, বিপদ মুক্তিতে, শত্রু পরাজয়ে, দুর্ভাগ্য নিবারণে অসীম শক্তিসম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। গৃহীর অমূল্যসম্পদ। সংশয়কারীকে গ্যারাণ্টি দেওয়া যায়। কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

ডি, এন, সেন, এম, এ, বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতালপরগণা
বিহার

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

২০শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৭শে মাঘ ১৩৬৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

মুক্তির নিয়মাবলী

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবার প্রকাশিত হয়।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য—৬৲ (সডাক)
ষান্মাসিক—৩।০ "

মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃ পিঃ তে লইলে ৷৵০ আনা বেশী লাগে।

৩। এক বৎসরে মুক্তির ৪৮টী সংখ্যা বাহির হয়। ৪৮ সংখ্যায় ১ বৎসর ও ২৪ সংখ্যায় ৬ মাস গণ্য করা হয়।

৪। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হয় না।

৫। নমুনা কপির জন্য ১৯ নয়া পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তরসহ আমা-দিগকে জানাইবেন।

৭। গ্রাহকগণ পত্রাদি বা অর্থাদি পাঠাইবার সময় নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং অর্থাদি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি" পোঃ পুরুলিয়া

গ্রাহকদিগের যে সংখ্যায় "মুক্তি" পত্রিকার গ্রাহকের মেয়াদের সময় উত্তীর্ণ হইবে তাহার দুই সপ্তাহ পূর্বে তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে ও গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক থাকিলে তাহাদিগকে গ্রাহক চাঁদা মনি অর্ডারে পাঠা-ইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কোন উত্তর না পাইলে মুক্তি পাঠান বন্ধ থাকিবে। **বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে মুক্তি ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয় না।**

শিক্ষকগণের অনশন সত্যাগ্রহ

আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নিম্নলিখিত শিক্ষকগণ ঋষি নিবারণ চন্দ্র পার্কে অনশন সত্যাগ্রহ করিবেন—
১। শ্রীনলিনাক্ষ বন্দোপাধ্যায় সত্যভামা বিদ্যাপীঠ ঝালদা
২। শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র রায় —চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়, পুরুলিয়া
৩। শ্রীপ্রণব কুমার দে—মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউট
৪। শ্রীহরিগোপাল সরকার—সম্পাদক মানভূম জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সঙ্ঘ।

চিঠিপত্র

সত্যমতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

অর্জ্জুনজোড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় কমিটার সদস্যগণের পক্ষে সর্ব্বশ্রী ফকির চন্দ্র মাহাত (সেক্রেটারী) নকুল চন্দ্র দত্ত, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু চরণ মাহাত জানাইতেছেন :—আমরা গত ১৯৫৬ সালের ১লা জুলাই হইতে জেলার শিক্ষা অধিকর্ত্তার আদেশ অনুযায়ী (মেমো নং ৭০৬৭ তারিখ ২৩।১০।৫৬) স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য অর্জ্জুনজোড়া গ্রামে একটী মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। উক্ত বিদ্যালয়টী জেলার ডেপুটী ইন্সপেক্টর তাঁহার ২৩।১০।৫৬ তারিখের পত্রে নিম্নলিখিত সর্ত্তে চালাইতে আদেশ দেন। (১) স্কুল কমিটী কর্ত্তৃক স্কুলের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। (২) স্কুলের শিক্ষকগণকে উপযুক্ত হারে বেতন দিতে হইবে। (৩) সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে হইবে। স্কুলটি দুই ক্লাস যুক্ত মাধ্যমিক স্কুল। আমাদের বিদ্যালয়টী যাহাতে সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় তাহার জন্য জেলার শিক্ষা অধিকর্ত্তাকে দরখাস্ত করি।

এই ব্যাপারে তদন্তের জন্য গত ৯।১।৫৭ তারিখে ডেপুটী ইন্সপেক্টর মহোদয় স্কুলটী পরিদর্শন করেন এবং স্কুলটী সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে আশ্বাস দেন। ইহার কয়েকমাস পরে গত ৯।১১।৫৭ তারিখে "এ্যাসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুলস" মহোদয় অর্জ্জুনজোড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়টী পরিদর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনিও স্কুলটী যাহাতে সরকার কর্ত্তৃক শীঘ্রই পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা হয় তাহার চেষ্টা করিবেন আশ্বাস দিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাবধি স্কুলটী সরকার নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন নাই। আমরা দরিদ্র গ্রামবাসীগণ ক্রমাগতই আবেদন জানাইতেছি কিন্তু সরকার পক্ষ হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না।

আমাদের স্কুলটীর আয় অতি অল্প। স্কুল হইতে ছাত্রছাত্রীদের প্রদত্ত মাহিনা যাহা পাওয়া যায় তাহাতে এক জন শিক্ষকের বেতনের পক্ষেও যথেষ্ট নহে। স্কুলটীতে সর্ব্বসমেত ৪ জন শিক্ষক আছেন। তাঁহাদিগকে এখন প্রতি মাসে মোট ১৪০৲ টাকা বেতন হিসাবে (৫০+৪০+৩০+২৫) দিতে হয়; উপরন্তু স্কুল গৃহটী এখনও অসম্পূর্ণ আছে। স্কুল গৃহটির সংলগ্ন আর একটী কুটীর নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। তাহা ছাড়া স্কুলের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক, জানালা, দরজা ইত্যাদি অপরিহার্য্য বস্তুগুলির শীঘ্রই প্রয়োজন। আমরা দরিদ্র গ্রামবাসীগণ বহু কষ্টে বহু অসুবিধা ভোগ করিয়া স্কুলটীর সমস্ত ব্যয় এ যাবৎ নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এবৎসর আমাদের গ্রামে বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে ধান্য মোটেই হয় নাই। সুতরাং এই দুর্দ্দিনে অন্ন সমস্যার মধ্য দিয়া স্কুলটী যথাযথভাবে চালাইবার কোন পন্থাই দেখিতেছি না।

সেইজন্য এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের দরিদ্র গ্রামবাসীদের একান্ত অনুরোধ যে, আমাদের স্কুলটী সরকারই যাহাতে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন, এবং সে বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া এই সঙ্কটজনক সময়ে যাহাতে সরকার কর্ত্তৃক পরিচালনার ব্যবস্থা মঞ্জুর হয় সে বিষয়ে শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

মুক্তি

২৭শে মাঘ, সোমবার

উন্নয়ন ও রাজনীতি

বিহার আমলে মানভূম জেলায় কোনও প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক সর্ত্ত ছিল হিন্দীর প্রচার। প্রকৃতপক্ষে জেলার উন্নয়নের দিকে কোনও দৃষ্টিই দেওয়া হইত না—অর্থের জাল জড়াইয়া উন্নয়নের নামে হিন্দীর রাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা হইত মাত্র।—আজ বঙ্গভুক্তির পরে হিন্দীর জেহাদ বন্ধ হইয়াছে সত্য কিন্তু হিন্দীর স্থান গ্রহণ করিয়াছে কংগ্রেস। আজ মানভূম তথা পুরুলিয়া জেলার কোনও প্রকার উন্নয়ন কার্য্যের প্রথম সর্ত্ত স্বরূপ কংগ্রেসের নিকট আত্ম সমর্পণ দাবী করা হইতেছে।

উন্নয়নের সঙ্গে রাজনীতি মিশ্রিত করিয়া যে সকল হালী কংগ্রেসী ও বিহার আমলের কংগ্রেসী যুক্ত প্রচার অভিযান চালাইয়াছেন—তাহা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে করিতেছেন, না, নিজ নিজ দায়িত্বে করিতেছেন তাহা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের দ্রষ্টব্য। কিন্তু এই সকল বিকৃত রুচি ও ঘৃণ্য মনোবৃত্তির প্রচার কার্য্যের পূর্ণ দায়িত্ব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকেই লইতে হইবে। বঙ্গভুক্তির অব্যবহিত পরে পশ্চিম বঙ্গের কয়েকজন মন্ত্রী এই জেলায় সফরকালে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিলেন যে কংগ্রেসকে ভোট না দিলে এই জেলার কোনও উন্নয়ন করা হইবে না। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর সহিত কংগ্রেসী নির্ব্বাচনী সফরকালে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি পুরুলিয়ায় সাফাই দিয়াছিলেন যে উন্নয়ন কার্য্যের সহিত কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া না দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নাই।

এই জেলার উন্নয়ন কমিটী হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন সরকারী কমিটিগুলি কংগ্রেস কমিটিতে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। অথচ এই জেলার উন্নয়ন কাউন্সিল উদ্বোধন প্রসঙ্গে সকলের সমক্ষে উন্নয়নমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন যে রাজনৈতিক দলের সদস্যরূপে কাহাকেও উন্নয়ন কমিটীতে স্থান না দেওয়াই সরকারী নীতি। ইহার পরেই কংগ্রেসের সম্পাদককে কমিটীর সভ্য করা হয়। কাজের ও কথার বৈষম্য হইতেই ইহাদের কথার মূল্য এবং সত্যভাষণের স্বরূপ প্রকট হইয়া পড়ে। আবার এই জেলার রিলিফের কার্য্য লইয়া যেভাবে রাজনীতির খেলা চলিয়াছিল বা জেলার ঘনায়মান দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে টেষ্ট রিলীফ কার্য্যের প্রশ্নে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহা কোনও দায়িত্বশীল সরকারের পরিচায়ক নহে।

এখন আসন্ন মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের সূত্রে আর এক রাজনীতির খেলা চলিয়াছে। যে কংগ্রেস সর্ব্বপ্রকারে মানভূমের সর্ব্বনাশ সাধন করিল সেই সকল অন্যায়ের প্রতিবাদ ও তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার সংসাহস যাহাদের নাই সেই রূপ একশ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে সেই কংগ্রেসের পদতলে পূর্ণ আত্মনিবেদন করিবার। সারা জীবন ধরিয়া নিজ নিজ সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালনের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া আজ নিজ পেশা বা ব্যবসায়ের মন্দা দেখা দেওয়ায় অবসর সময়টি এখন দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তাঁহারা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ত্তমান কংগ্রেসের ছত্র ছায়াতলে দেশ সেবা যখন একটা লাভজনক পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন কংগ্রেসের তিলক কাটিয়া রাতারাতি দেশপ্রেমী হইয়া ওঠা হয়ত "রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার" পরিচায়ক। এতদিন বিহার আমলে হিন্দীর উগ্রগন্ধ থাকায় যে বাধাটুকু ছিল এখন বাংলার প্রলেপ দিয়া তাহাকে ঢাকিবার ব্যবস্থা যখন হইয়াছে—তখন মনের রুদ্ধ বাসনা পূর্ণ করিবার আর বাধা কোথায়?

এই শ্রেণীর কংগ্রেসসেবীরাই আজ ধুয়া তুলিয়াছেন যে পুরুলিয়া জেলায় কংগ্রেসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে জেলার কোনও উন্নতি হইবে না—এবং পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীতে কংগ্রেসের ধ্বংশ না উত্তোলন করিতে পারিলে পুরুলিয়ায় জলের কলও হইবে না। অর্থাৎ পুরুলিয়া জেলার উন্নতি তথা পুরুলিয়া সহরের জলের কলের অর্থ যেন কংগ্রেসের খাস তালুকভুক্ত জমিদারীর আয় হইতে আসিবে।

পুরুলিয়া জিলার উন্নয়ন তথা পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর আর্থিক সঙ্কট মোচনের জন্য আগামী মিউনিসিপ্যাল বোর্ড কংগ্রেসের দ্বারা গঠন করিবার সুযোগদানের জন্য যাঁহারা যুক্তি দিতেছেন বা ওকালতি করিতেছেন তাঁহাদের একবার রঘুনাথপুর মিউনিসিপ্যালিটী ও পুরুলিয়া

জেলা বোর্ডের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিহার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত জেলা বোর্ডে কংগ্রেস রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। বিহার আমলেও মানভূম জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ কংগ্রেসী সরকারের যেরূপ তাঁবেদার ও বিশ্বাস ভাজন ছিলেন—বঙ্গভুক্তির পরও পুরুলিয়া জেলা বোর্ডের অবস্থা তদনুরূপই আছে। বরং সরকারের অতিরিক্ত বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বয়ং জেলার শাসক ডেপুটী কমিশনার এই জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান।—এইরূপ ষোল আনা কংগ্রেসী শাসনে পুরুলিয়া জেলা বোর্ডের যে হাল হইয়াছে তাহার বর্ণনা প্রয়োজন করে না। আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া বোর্ডের অস্তিত্ব বিপন্ন হইতে হইতে এখন অবলুপ্তির পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর সাক্ষী গোপাল স্বরূপ কংগ্রেসী সদস্যেরা সরকার তথা সরকারী চেয়ারম্যানের উদার পদপল্লবে সকল কিছু সমর্পণ করিয়া সাংখ্যের পুরুষবৎ বিরাজ করিতেছেন। আজ পুরুলিয়া বোর্ডের যেটুকু অস্তিত্ব রহিয়াছে তাহার কৃতিত্ব বোর্ডের কর্মচারীদেরই প্রাপ্য। বোর্ডের কর্মচারীরাই তাঁহাদের সংঘবদ্ধ শক্তি, তাহা যত অল্পই হউক—দ্বারা বোর্ডের সঙ্কট ও সমস্যা সরকার ও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়া, আন্দোলন করিয়া অন্ততঃ আংশিক সমাধানেরও চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। বোর্ডের তথা নিজেদের স্বার্থে কর্মচারীরা উদ্যোগী না হইলে পুরুলিয়া জেলা বোর্ডের অস্তিত্ব আজ অবলুপ্ত হইয়া যাইত। পুরাপুরি কংগ্রেসী বোর্ড হওয়ায় পুরুলিয়া জেলা বোর্ডের আজ এই পরিণাম।

পুরুলিয়া জেলা বোর্ডের মত পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীতেও যদি বিহার আমল হইতে কংগ্রেসী বোর্ড বিরাজ করিত তাহা হইলে পুরুলিয়া জেলা বোর্ডের ন্যায় মিউনিসিপ্যালিটীর যাবতীয় সম্পত্তি, মায় জলের কলের পাইপগুলিও বিহারে পাচার হইয়া মিউনিসিপ্যালিটীর ঘর বাড়ী পর্য্যন্ত নিলামে উঠিবার দাখিল হইত। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীতে কংগ্রেসের তাঁবেদার বোর্ড না হওয়ার জন্যই জনমতের দাবীতে পুরুলিয়ার জন্য জলের কল মঞ্জুর করিতে বিহার সরকারও বাধ্য হইয়াছিল। মঞ্জুরীর অন্যতম সর্ত্ত ছিল যে সহরের যাবতীয় অধিবাসী যথা—রিক্সাচালক হইতে আরম্ভ করিয়া দোকানদার, কেরাণী, শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল মোক্তার প্রভৃতি যাবতীয় পেশার উপর তাহাদের আয়ের অনুপাতে নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিতে হইবে। অকংগ্রেসী পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী এই সর্ত্তকে কার্য্যকরী হইতে দেয় নাই এবং তাহা স্বত্বেও জলের কলের মঞ্জুরী এবং সেই বাবদে এগার লক্ষ টাকা অর্থ বিহার সরকারের নিকট আদায় করিয়াছিল। হস্তান্তরের প্রশ্ন ইতিমধ্যে আসার জন্য বিহার সরকার জলের কল নির্ম্মাণের কাজ বন্ধ করিয়া দেন।

বঙ্গভুক্তির পর অকংগ্রেসী মিউনিসিপ্যাল বোর্ডই পুরুলিয়ায় জলের কলের প্রশ্নটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট উত্থাপন করিয়াছে এবং বাংলা সরকার কর্ত্তৃক সাড়ে একচল্লিশ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের বিবেচনার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। বিহার আমলের ত্রিশ লক্ষ টাকার জলকলের পরিকল্পনার অর্দ্ধেক ছিল সরকারী সাহায্য এবং অর্দ্ধেক দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনরূপ সাহায্য না দিয়া এই সাড়ে একচল্লিশ লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী তথা সহরবাসীর স্কন্ধে চাপাইতে চাহেন। কিন্তু অকংগ্রেসী মিউনিসিপ্যাল বোর্ড দাবী করিয়াছেন যে, পুরুলিয়ার বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি, বিশেষ করিয়া বঙ্গভুক্তির পর সমগ্রভাবে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহাতে পুরুলিয়ায় জলের কল নির্ম্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাড়ে ত্রিশ লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদান করুন এবং বাকী এগার লক্ষ টাকা পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর দেয় হইবে। এই প্রস্তাবটি এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবেচনাধীন।

পুরুলিয়ার উন্নতি তথা সহরে জলের কলের প্রশ্নটি সরকারের মজ্জি বা কৃপা ভিক্ষার প্রশ্ন নহে। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ খাস কংগ্রেসী তালুকের আয় হইতে আসিবে না—যে একমাত্র কংগ্রেসী বোর্ড গঠন করার সর্ত্তে সরকার পুরুলিয়ার জন্য জলের কলের টাকা দিবে। এইরূপ সর্ত্তের প্রশ্ন যে সরকার বা সরকারের স্তাবকমণ্ডলী উত্থাপন করেন তাঁহারা শাসনের ও জনসাধারণের বিশ্বাস ভাজনের অযোগ্য। উপরন্তু কংগ্রেসী বোর্ড গঠনের বিপদ এই যে সরকার মনোনীত সদস্য সহ কংগ্রেসী মিউনিসিপ্যাল বোর্ড সম্পূর্ণ ভাবে সরকারী তাঁবেদার বোর্ড হইবে এবং জলের কলের জন্য এই সাড়ে একচল্লিশ লক্ষ টাকা ঋণের বোঝা পুরুলিয়া সহরবাসীর স্কন্ধে চাপাইবার পথ সহজ ও সুগম করিবে।

মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ

গত ৩রা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ১৭ জন প্রার্থী নিজ নিজ প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করায় মিউনিসিপ্যালিটীর ৩২টি আসনের মধ্যে ২টি আসনের প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হন এবং বাকী ৩০টি আসনের জন্য ৬৬ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ৩নং ওয়ার্ডের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীমতি রেখা মল্লিক একমাত্র মহিলা প্রার্থী। এই নির্ব্বাচনে ১৪ জন কমিশনার পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

অধিকাংশ ওয়ার্ডেই নাগরিক সঙ্ঘের প্রার্থীদের সহিত কংগ্রেস প্রার্থীদের সারাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে। নির্ব্বাচনের সূত্রে স্থানীয় কংগ্রেসের বিভিন্নদল ও উপদলের মধ্যে খুব দলাদলি চলিতেছে। কোনও এক ওয়ার্ডে একজন নব নির্ব্বাচিত মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। ৪নং ওয়ার্ডের জনৈক স্বতন্ত্র প্রার্থীকে কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্ন দেওয়ায় তিনি রিটার্নিং অফিসারের নিকট তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রার্থী এবং প্রতীক চিহ্নের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। কংগ্রেস প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা করা হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্ন—জোয়ালকাঁধে জোড়া বলদ, ফুল ও কলসী এবং নাগরিক সংঘের প্রতীক হাতী, সিঁড়ি, ইঞ্জিন লওয়া হইয়াছে :—

১নং ওয়ার্ড (৩ আসন)

১। ডাঃ মুক্তিপদ চক্রবর্ত্তী (নাগরিকসঙ্ঘ)—ইঞ্জি
২। প্রহ্লাদ বাউরী (ঐ)—হাতী
৩। তনু বাউরী (ঐ)—সিঁড়ি
৪। বাদল চন্দ্র গোস্বামী (কংগ্রেস)—জোড়াবলদ
৫। শ্রীমন্ত বাউরী (ঐ)—কলসী
৬। প্রিয় নাথ চট্টোপাধ্যায় (ঐ)—ফুল
৭। প্রভাত মুখোপাধ্যায় (স্বতন্ত্র)—সাইকেল

২নং ওয়ার্ড (১ আসন)

১। ললিত কিশোর চ্যাটার্জ্জী (নাগরিক সংঘ)—হাতী
২। প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায় (কংগ্রেস)—জোড়াবলদ
৩। কালীপদ মুখার্জ্জী (স্বতন্ত্র)—সাইকেল

৩নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। শ্রীমতী রেখা মল্লিক (নাগরিক সংঘ)—হাতী
২। হরেন হাঁসদা (ঐ)—সিড়ি
৩। সৌরেন্দ্র বিশ্বাস (কংগ্রেস)—জোড়াবলদ
৪। ব্রজবিলাস মুখার্জ্জী (ঐ)—কলসী
৫। বিমল চৌধুরী (স্বতন্ত্র)—নৌকা
৬। নগেন্দ্র নাথ সেন (ঐ)—সাইকেল
৭। শচীন্দ্র দাস (ঐ)—গাছ

৪নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। কালীকৃষ্ণ রায় (স্বতন্ত্র)—সাইকেল
২। নন্দলাল সেন (ঐ)—কলসী
৩। মনোজ মজুমদার (কংগ্রেস)—জোড়াবলদ

৫নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। ডাঃ অমর শঙ্কর দে (নাগরিক সংঘ)—হাতী
২। করিমুদ্দিন খাঁ (ঐ)—সিড়ি
৩। কমলা প্রসাদ ব্যানার্জ্জী (কংগ্রেস)—জোড়াবলদ
৪। কালিপদ দাস (ঐ)—কলসী
৫। বিজয় কৃষ্ণ পাল (স্বতন্ত্র)—সাইকেল

৬নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। রমেশ চৌধুরী (স্বতন্ত্র)—গাছ
২। হেনা বাউরী (ঐ)—সাইকেল
৩। ভক্তিপদ ঘোষ (কং)—জোড়াবলদ
৪। প্রফুল্ল চৌধুরী (কং)—কলসী

৭নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। মাণিক দাস গুপ্ত (নাগরিক সংঘ)—হাতী
২। অলক চৌধুরী (ঐ)—সিড়ি
৩। মহাবীর লোধা (কং) জোড়াবলদ
৪। প্রফুল্ল দাস গুপ্ত (কং)—ফুল

৮নং ওয়ার্ড (৩ আসন)

১। অমূল্য কর্ম্মকার (নাগরিক সংঘ)—হাতী
২। জয়ন্ত কুমার দাঁ (ঐ)—সিড়ি
৩। রামকৃষ্ণ সেন (ঐ)—ইঞ্জিন
৪। মহিন্দী দাস (কংগ্রেস)—জোড়াবলদ
৫। কালিপদ ঘোষ (ঐ)—ফুল
৬। বীরেশ্বর মুখার্জ্জী (ঐ)—কলসী

৯নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় (নাগরিক সংঘ)—হাতী
২। ডাঃ কান্তিবিলাস মুখার্জী (ঐ)—সিঁড়ি
৩। পান্নালাল সাউ (কংগ্রেস)—জোড়াবলদ
৪। সুধীর মজুমদার (ঐ)—ফুল

১০নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। আবদুল মজীদ খাঁ (নাগরিক সংঘ)—হাতী
২। সৈয়দ আজিমুদ্দিন (কংগ্রেস)—জোড়াবলদ
৩। গঙ্গারাম সরাওগী (ঐ)—নৌকা
৪। দয়াভাই প্যাটেল (ঐ)—ফুল
৫। লক্ষ্মীকান্ত সেন (স্বতন্ত্র)—কলসী

১৩নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। ভোলানাথ মজুমদার (নাগরিক সংঘ)—হাতী
২। রামনাথ শীল (ঐ)—সিঁড়ি
৩। জ্যোতিশ্ময় অধিকারি (?)—ফুল
৪। পিনাকী রঞ্জন ব্যানার্জী (?)—কলসী

১৪নং ওয়াড (৩ আসন)

১। নির্মল মুখার্জী (নাগরিক সংঘ)—ইঞ্জিন
২। মথুর বাউরী (ঐ)—হাতী
৩। নিতাই রাজোয়াড় (ঐ)—সিঁড়ি
৪। রামপদ ধীবর (কংগ্রেস)—জোড়াবলদ
৫। অশ্বিনী দাঁ (ঐ)—কলসী
৬। বিশ্বনাথ কর্মকার (ঐ)—ফুল

১৫নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। বৈদ্যনাথ সরকার (স্বতন্ত্র)—কলসী
২। সত্যাশ্রয় সরকার (ঐ)—সাইকেল
৩। শক্তিপদ গাঙ্গুলী (কং)—জোড়াবলদ
৪। মধুসূদন ধীবর (কং)—ফুল

১৬নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১। অনিল চৌধুরী (নাগরিক সংঘ)—হাতী
২। অমৃত কুমার মিত্র (ঐ)—সিঁড়ি
৩। করালী সেন (কংগ্রেস)—জোড়াবলদ
৪। গণেশ মিত্র (ঐ)—ফুল

১১ নং ও ১২ নং ওয়ার্ড হইতে শ্রীবৈদ্যনাথ পাল ও শ্রীনলিনীরঞ্জন হালদার (কং) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

যে ভোটার তালিকার ভিত্তিতে বর্তমান সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা চূড়ান্তভাবে গলদপূর্ণ। প্রথমতঃ সহরের কয়েক সহস্র ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত না থাকায় তাঁহারা ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। দ্বিতীয়তঃ, বিহার আমলে কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী সরকারের "বিশেষ বিশ্বস্ত শ্রেণীর" লোকেদের নাম ভোটার তালিকায় অন্যায়ভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ বহু মৃত এবং স্থায়ীভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় বিরাজ করিতেছে। চতুর্থতঃ স্ত্রীলোক ভোটারের স্বামীর নাম অথবা পুরুষ ভোটারের পিতার নাম এমন বিকৃতভাবে মুদ্রিত আছে যাহার ফলে ঐসকল ব্যক্তিরা ভোটদানে বিরত বা বঞ্চিত হইবেন। ফলে এক দিকে যেমন দুর্নীতির সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে—অন্যদিকে তেমনি আনুমানিক শতকরা চল্লিশ জন নাগরিক ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন।

একদিকে ভোটার তালিকা যেমন গলদপূর্ণ-অন্যদিকে সহরের ওয়ার্ডগুলির এলাকা বিভাগে এবং ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্দ্ধারণের প্রণালীও তদধিক ত্রুটিপূর্ণ। বিহার সরকারের "বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের" স্বার্থে এই সকল অন্যায়ের সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও তাঁহারাই "বিশ্বাস ভাজন" হওয়ায় বহু প্রতিবাদ স্বত্বেও এই সকল অন্যায়ের কোনও প্রকার সংশোধন সম্ভব হয় নাই। নিম্নে প্রদত্ত ওয়ার্ডের ভোটার ও আসন সংখ্যা বিচার বিশ্লেষণ করিলেই বিষয়টি উপলব্ধি করা যাইবে।

ওয়ার্ড	ভোটার	আসন
১ নং	১৭৮০	৩
২ নং	৬৭৮	১
৩ নং	১৭৩৮	২
৪ নং	১১০০	২
৫ নং	১৪৪৬	২
৬ নং	১৯৮০	২
৭ নং	১১৪০	২
৮ নং	২১০০	৩
৯ নং	৫৬২	২
১০ নং	১২৪৮	২
১১ নং	৭০৮	১
১২ নং	৫৭৫	১

ওয়ার্ড	ভোটার	আসন
১৩ নং	১৪৬০	২
১৪ নং	১৭১০	৩
১৫ নং	৯৫০	২
১৬ নং	৭৭১	২
মোট	১৯৯৪৬	৩২

অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৬২১ জন ভোটারের জন্য ১টি আসন নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিৎ। কিন্তু ৯ নং ওয়ার্ডে মাত্র ৫৬২টি ভোটারের জন্য ২টি আসন ধার্য্য করা হইয়াছে অথচ ১১ নং ওয়ার্ডে ৭০৮ জন ভোটারের জন্য মাত্র ১টি আসন। ১৪ নং ওয়ার্ডে ১৭১০ জন ভোটারের জন্য ৩টি আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ৬ নং ওয়ার্ডে ১৯৮০ জন ভোটারের জন্য মাত্র ২টি আসন। এইরূপ ভাবে বহু ত্রুটি ও অন্যায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার পর ওয়ার্ডের এলাকা বণ্টন সম্পর্কে ১, ৫, ৬, ৮ ও ১৪ নং ওয়ার্ডের অধিবাসীরা বিশেষ ভুক্তভোগী।

সুষ্ঠু ও ন্যায় সঙ্গত নির্ব্বাচনের স্বার্থে কোনও দায়িত্বপূর্ণ সরকার আগামী ৫ বৎসরের জন্য এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতেন না—তাহাও আবার বিহার আইনে। কিন্তু কংগ্রেসী সরকারের কি বিচার, কি পশ্চিম বঙ্গ, "দায়িত্ব বোধের" ধারধাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র!

পুরুলিয়া শিক্ষক শিক্ষিকাগণের গণ অনশন

আগামী ১১ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে ঋষি নিবারণচন্দ্র পার্কে সুরু হইবে

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির দাবী

সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাবে পশ্চিমবাংলার মধ্য শিক্ষা জগতে বিরাট বিপর্য্যয়ের সূচনা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিপর্য্যয় রোধের ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য আমরা সরকারের নিকট নিম্নলিখিত কর্মসূচী উপস্থাপিত করিতেছি :—

১ সুষ্ঠ পরিকল্পনা রচনা করিবার ও তাহাকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য অবিলম্বে স্বয়ং সম্পূর্ণ ও গণতান্ত্রিক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠন করিতে হইবে—বিজ্ঞান সম্মত পাঠধারা প্রণয়ন করিতে হইবে ও প্রতিটি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার স্থাপন করিতে হইবে।

২। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্ম্মীদিগকে বাঁচিবার মতন বেতন ও মহার্ঘভাতা দিতে হইবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যমানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই বেতন হার ও মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

৩। নূতন নিয়োগের বেলায় পাব্লিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক যোগ্যতার বিচার চলিতে পারে; কিন্তু কর্ম্মরত শিক্ষক শিক্ষিকাগণের ক্ষেত্রে এই অপমানকর ব্যবস্থা অবিলম্বে বাতিল করিতে হইবে।

৪। সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়কে দশ বৎসরের মধ্যে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে।

৫। অন্তর্বর্তীকালে উভয়বিধ বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীতে একই পাঠধারার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

৬। সাহায্যহীন ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের পার্থক্য তুলিয়া দিতে হইবে এবং শিক্ষামানের সমতা স্থাপনের জন্য সমস্ত বিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দিতে হইবে।

৭। ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষাকে ব্যয় বহুল করা চলিবে না।

এই দাবীতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে পুরুলিয়া জিলার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে গণ অনশন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই অনশন ধর্মঘট প্রয়োজনবোধে এক পক্ষকাল চলিবে। শিক্ষকগণ ৫/৬ জন একদলে অন্ততঃ ২৪ ঘন্টার জন্য অনশন করিবেন। এইরূপ বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিনে অনশন করিবে, এই জেলার মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের দলে দলে যোগদান করিতে আহ্বান করা যাইতেছে। জনসাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

শ্রীহরিগোপাল সরকার
সম্পাদক
মানভূম জিলা মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ

পুরুলিয়া
১২।২।৫৮

জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা

পুরুলিয়া জেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক ২১৬, ৭০০৲ দুই লক্ষাধিক টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই স্কীম অনুযায়ী ক্ষুদ্র বা মাঝারী ধরণের পরিকল্পনার শতকরা ৫০৲ টাকা ব্যয়ভার বহন করিলে সরকার কর্ত্তৃক বাকী শতকরা ৫০৲ টাকা সাহায্য হিসাবে দান করা হইবে।

এই জেলার প্রবল জল কষ্টের কথা বিবেচনা করিয়া লোক্যাল ওয়ার্কস প্রোগ্রামের ১৬০টি স্কীমের মধ্যে ১৫২টি হইল কূপ খননের স্কীম, বাকী ৮টি স্কীম হইল স্থলগৃহ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা। এই স্কীমগুলি আগামী ৩১শে মর্চ্চের মধ্যে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। উদ্যোক্তারা সরকারী সাহায্য রূপে প্রাপ্য অর্থ তিন কিস্তিতে পাইবেন এবং কোনও স্কীম ২০,০০০৲ টাকা মূল্যের অধিক হইলে চলিবে না।

মহাত্মাগান্ধী স্মৃতি বার্ষিকী

ভূতাম নিবারণ আশ্রম

গান্ধীস্মারক নিধির কর্ম্মী, কৃষ্ণ চন্দ্র রায়, মাধুরী দত্ত ও গ্রামস্থ কর্ম্মীদের উদ্যোগে ৩০শে জানুয়ারী, গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ দিবস পালন করা হয়।

সাড়ে ছটায় প্রভাত ফেরী হওয়ার পর সাড়ে সাতটায় নকুল চন্দ্র সহিস, এম, এল, এ—গান্ধীজীর মূর্ত্তিতে মাল্যদান করেন। বেলা ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত বিশিষ্ট নেতা শ্রীশচন্দ্র বেনার্জ্জী, নকুল চন্দ্র সহিস, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মাহাত, গ্রামস্থ কয়েকজন কর্ম্মী, বালক, বালিকা, ও গান্ধীস্মারক নিধির কর্ম্মীবৃন্দ মিলিত হইয়া শবর পল্লী সাফাই করেন। বৈকাল ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত সমবেত সূত্রযজ্ঞ হয়, এই সমবেত সূত্রযজ্ঞে মহিলাসহ প্রায় ৫০জন যোগদান করেন। ৩।০টা হইতে ৪।০টা পর্য্যন্ত এক সভানুষ্ঠান হয়। সভায় শবর শ্রেণীর দুইশত মহিলাসহ চারিশতাধিক লোকের সমাবেশ হয়।

গান্ধীজীর প্রতিচ্ছবি একটি সুশোভিত মঞ্চের ওপর স্থাপিত ছিল। এক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশে গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট নেতা, শ্রীশ চন্দ্র বেনার্জ্জী নিবারণ আশ্রম প্রাঙ্গণে গান্ধীজীর আদর্শ ও জীবন দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতার দ্বারা আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে উদ্বুদ্ধ করেন।

—০—

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলিপ্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

চুন

বাড়ী ঘর তৈয়ারীর জন্য এবং চুনকামের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর "১নং ঘুসিক" চুন স্থলভে পাইতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীখাঁদু বাউরী
চাটানিপাড়া পুরুলিয়া

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরুষ প্রদত্ত—অতএব বেদের ন্যায় সত্য অদ্বিতীয় শক্তিশালী ও জগতে দুর্লভ। সর্ব্বরোগ আরোগ্য, গ্রহশান্তিতে, বিপদ মুক্তিতে, শত্রু পরাজয়ে দুর্ভাগ্য নিবারণে অসীম শক্তিসম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। গৃহীর অমূল্যসম্পদ। সংশয়কারীকে গ্যারাণ্টি দেওয়া যায়। কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

ডি, এন, সেন, এম, এ, বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতালপরগণা
বিহার

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পৌরসভা নির্ব্বাচনী সংখ্যা

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৯ই ফাল্গুন ১৩৬৪, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পৌর সভার নির্ব্বাচন

(সম্পাদকীয়)

আগামী ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী পৌর সভার নির্ব্বাচন। বিবদমান দল ও প্রার্থীগণ নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অক্লান্ত ভাবে নিয়োজিত। লড়াই চলিতেছে। কিন্তু কিসের জন্য এই লড়াই? পৌর সভা এমন কিছু ক্ষমতার ক্ষেত্র নয়, যে, তাহার জন্য লোকে কঠিন পণ করিয়া লড়াই করিবে। প্রচলিত সম্মানের মাপ কাঠীতেও এই পদের আসন—বিশেষ উচ্চ বলিয়াও স্বীকৃত নয়। রাম, শ্যাম, মধু, হরি অনেককেই আমরা পৌর সভার অধিনায়কদের আসন অলঙ্কৃত করিতে দেখিয়াছি—তাহাতে তাঁহাদের বাজার-মূল্য যে বিশেষ কিছু বাড়িয়াছে—তাহাও নয়। তবে এই সংগ্রামের গুরুত্ব কি নাই? হাঁ, গুরুত্ব আছে। তাহার কথাই বলি।

এক একটা সময়ে এক একটা সামান্য কাজেরও গভীর জাতীয় মূল্য দেখা দেয়। সংগ্রাম জীবনে জাতির শত্রুর বিরুদ্ধে যখন দাঁড়াইতে হয়—তখন সার্ব্বজনীন জাতীয় শত্রুর সমগ্র উচ্ছেদের জন্য—ক্ষুদ্র হোক তুচ্ছ হোক, সমস্ত ক্ষমতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রেই তাহাকে বাধা দিতে হয়। তখন জাতীয় মুক্তির দৃষ্টিতে সমস্ত ক্ষুদ্র সংগ্রামও মহৎ হইয়া দেখা দেয়। কারণ ক্ষুদ্র বৃহৎ, তুচ্ছ, মহৎ সকল সংগ্রামের ভিতর দিয়াইজাতির মহান মুক্তি আগাইয়া আসে।

জাতির জীবনে কংগ্রেসী শাসন আজ ভয়াবহ দুষ্ট ক্ষতের ন্যায় দেখা দিয়াছে। সমস্ত জাতি আজ কংগ্রেসের স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ, ব্যথিত, নিগৃহীত ও অপমানিত। কংগ্রেসের হাত হইতে দেশ আজ মুক্তি চায় অবিলম্বে। কিন্তু কংগ্রেস তাহা হইতে দিবে না। ছল, বল, কৌশল ও নিগ্রহের দ্বারা সে জনসাধারণকে হাতের মুঠায় রাখিবেই—তাহাদিগকে ইচ্ছামত—অবাধে সে শোষণ করিবে—ইহাই তাহার সংকল্প।

কিন্তু সর্ব্বহারা কোটি কোটি লাঞ্ছিত জনগণ আজ হিমাচল হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত দিকে দিকে জাগ্রত হইতেছে—জন-শোষণকারী কায়েমীস্বার্থবাদের আশ্রয়ভূমি এই কংগ্রেসের অবসান চাই। কোটি কোটী মানবের জীবন-ধাত্রী এই ভারতের চারি দিকে এক মহান জন-সংগ্রাম ঘনাইয়া আসিতেছে—সে সংগ্রাম—কায়েমী স্বার্থবাদের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকারের সংগ্রাম।

তাই আজ ভারতের জীবনে সর্ব্বক্ষেত্রে জনগণ—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে—দিকে দিকে, ঘাটে ঘাটে এই সংগ্রাম—ছোট হোক, বড় হোক সকল নির্ব্বাচনে এই সংগ্রাম—ছোট হোক বড় হোক—সকল অধিকারের দাবীতে এই সংগ্রাম। কংগ্রেসী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জাতির মুক্তির দৃষ্টিতে তাই তুচ্ছ মহৎ সকল এই সংগ্রাম মহনীয়।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যে মহান জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে—ভারতের জীবন ক্ষেত্রে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্মের মধ্য দিয়া—কংগ্রেসের পাপ শাসনের হাত হইতে মুক্তির জন্য—আজ আমরাও যেন সেই মহান সংগ্রামের দায়িত্ববোধে—আমাদের সংগ্রাম পরিচালনা করি আমাদের আসন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে—এই পৌর সভার নির্ব্বাচনে। আজ তাহারই আহ্বান।

ভোট গ্রহণের সময় ও স্থান

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল সাধারণ নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে আগামী ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ও সোমবার সকাল ৯ টা হইতে বেলা ১ টা এবং ২ টা হইতে বৈকাল ৫ টা পর্য্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে।

নিম্নলিখিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হইবে—

ওয়ার্ড নং	ভোট গ্রহণ কেন্দ্র
১	মিউনিসিপ্যাল অফিস
২	মুন্সেফ ডাঙ্গা ইউ, পি, স্কুল
৩	ভাটবাঁধ বালিকা বিদ্যালয় ও ভিক্টোরিয়া স্কুল
৪	নড়িহা ইউ, পি, স্কুল
৫	পুরুলিয়া জিলা স্কুল
৬	কেতিকা ইউ, পি, স্কুল ও জগন্নাথ কিশোর কলেজ
৭	নিলকুঠি ডাঙ্গা ইউ, পি, স্কুল ও ডাক বাংলো বুথ নং ১
৮	চ্যাটার্জ্জীপাড়া ইউ, পি, স্কুল ও ডাক বাংলো বুথ নং ২
৯	গুলীবাই বালিকা বিদ্যালয়
১০	মিউনিসিপ্যাল এম, ই, স্কুল
১৩	চ্যাটার্জ্জীপাড়া ও গাড়ীখানা ইউ, পি, স্কুল বুথ নং ১
১৪	আমলা পাড়া ও গাড়িখানা ইউ, পি, স্কুল বুথ নং ২
১৫	জেলিয়াপাড়া ইউ, পি, স্কুল
১৬	ভজনাশ্রম এম, ই, স্কুল।

কোন্ ওয়ার্ডের ভোট কোন দিন হইবে

১ হইতে ৮ নং ওয়ার্ডের ভোট ২৩শে ফেব্রুয়ারী রবিবার এবং ৯ হইতে ১৬ নং ওয়ার্ডের ভোট ২৪শে ফেব্রুয়ারী সোমবার গৃহীত হইবে।

ভোট গণনার তারিখ

আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী বুধবার মহাত্মা গান্ধী হলে (টাউন হল) মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের ভোট গণনা হইবে।

নোটিশ

এতদ্বারা মানভূম জেলা হোমিও মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভ্যগণ যাঁহারা গত সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই তাঁহাদের জানান যাইতেছে যে যাঁহারা গত ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালের পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতে হোমিওপ্যাথির প্র্যাক্‌টিস করিতেছেন তাঁহারা যেন অবিলম্বে ১৲ টাকা ৫৮ নয়া পয়সা "রেজিষ্ট্রার পশ্চিমবঙ্গ হোমিও ষ্টেট ফ্যাকাল্টি—১ বি—ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১, এই ঠিকানায় মনি অর্ডার করিয়া রেজিষ্ট্রেশন ফরম আনাইয়া পূরণ করিয়া পাঠাইয়া দেন তাহার পর তাহারা পরীক্ষা গ্রহণ ফিঃ র নোটিশ পাইলে ১০৲ টাকা ফিঃ মনি অর্ডার করিবেন এবং তাহার পর পরীক্ষা গ্রহণের দিন হাজির হইবার জন্য পৃথক নোটিশ পাইবেন। আগামী ৩১শে মার্চ ১৯৫৮ সালের পূর্ব্বে ফরম পূরণ করিয়া পাঠাইতে হইবে।

ডাঃ ক্ষীরোদ গোপাল দে
সম্পাদক
মানভূম ডিষ্ট্রিক্ট হোমিও মেডিকেল এসোসিয়েশন

আসন্ন পৌর সভার এই নির্ব্বাচনে

লোক সেবক সংঘের সুস্পষ্ট অভিমত

নির্ব্বাচনে আমরা ভোট কাহাকে দিব এবং কাহাকে দিব না?

সহরবাসী জনগণ বিচার করিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন ঃ এই সংকল্প করুন

দেশ ও জাতির সর্ব্বজন-শত্রু কংগ্রেস যেন ভোট না পায়

—০—

[এই নির্ব্বাচনে লোক সেবক সংঘ কোনো অংশ গ্রহণ করে নাই- এবং ভোট প্রার্থীদের সমর্থন বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোনো কথা বলে নাই বা সক্রিয়ভাবে কিছু করে নাই। নির্ব্বাচন সমাগত। আজ পৌরবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের সময়ে—জেলার জনগণের এক সংঘ হিসাবে আমাদের পক্ষ হইতে অভিমত জানান কর্ত্তব্য বলিয়া এই প্রচার পত্র দিলাম। সংঘের কর্ম্মীদেরও ভোট আছে আমরা কোন্ পক্ষে ভোট দিবার সিদ্ধান্ত করিতেছি তাহাও অনেকে জানিতে ইচ্ছুক। বেশী জানিবার কিছু নাই ; কারণ সকলেই জানেন দেশ ও জাতির সার্ব্বজনীন যে শত্রু সেই কংগ্রেসের উচ্ছেদ সাধন সংঘের অন্যতম কর্ম্মলক্ষ্য। এই নির্ব্বাচনে কোন্ কোন্ যুক্তিতে কংগ্রেসের পরাজয় আমরা কামনা করি এই নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে তাহা জানাইয়া - নির্ব্বাচন বিষয়ে জন-চেতনা জাগ্রত করিবার এবং দেশের শত্রু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষেত্র গঠন করিবার এক অবকাশ গ্রহণ করিলাম।

এই নির্ব্বাচনে যদিও আমরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি নাই তথাপি কংগ্রেসের পরাজয়ের প্রয়োজনে তথা পৌর সভার কল্যাণ কামনায় এই নির্ব্বাচনে যাহাদের জয় কামনা করি—এই অবসরে তাহাদের সহায়তাও আমরা করিতেছি এবং যদিও আমরা সক্রিয়ভাবে নির্ব্বাচনী প্রচারে যুক্ত হই নাই তথাপি আমাদের এই নির্ব্বাচনের সিদ্ধান্ত অনুসারে জনসেবী তথা নাগরিক হিসাবেও আজ আমরা জনস্বার্থের প্রয়োজনে এই দুই দিন নির্বাচনী কর্ম্মে প্রয়োজনমত আমাদের সহায়তা প্রদান করিব—ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।]

আসন্ন নির্ব্বাচন ও আমাদের বক্তব্য

পুরুলিয়ার পৌর সভার ভোট হইবার আর মাত্র দুই এক দিন আছে। এই নির্ব্বাচনে কাহারা দাঁড়াইয়াছেন তাহাও আজ সকলে জানিয়াছেন। একদিকে কংগ্রেস তাহার প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছেন—অপর দিকে নাগরিক সংঘ তাহার প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছেন এবং কতকগুলি আসনে জনকয়েক স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন। এখন আমরা বিচার করিয়া দেখি—ভোট কাহার পাওয়া উচিত কাহার পাওয়া উচিত নয় ; এবং তাহার যুক্তি ও কারণ কি।

কংগ্রেসের ভয়াবহ স্বরূপ ঃ সেজন্য আজ ভারতের দিকে দিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযান

ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন ও প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রগুলিতে আজ দীর্ঘকাল ধরিয়া কংগ্রেস শাসনের ভার লইয়া যে ভয়াবহ কুশাসন, অযোগ্যতা দুর্নীতি ও অমনোযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছে ও তাহার দ্বারা সমগ্র দেশের জীবনে যে কষ্ট, লাঞ্ছনা, শোষণ ও হাহাকার সৃষ্টি করিয়াছে—তাহাতে আজ ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে এই তীব্র আন্দোলন জাগ্রত হইতেছে যে—কংগ্রেস যেখানেই দাঁড়াক—কেন্দ্রীয় শাসনে, অথবা প্রাদেশিক

শাসনের ক্ষেত্রে,—লোক সভায় অথবা আইন সভায়—জেলাবোর্ডে অথবা পৌর সভায়—কংগ্রেসকে কোনো স্থানেই আর কিছুতেই ভোট দেওয়া হইবে না।

কংগ্রেস আজ আগাগোড়া পচিয়া গিয়াছে : সে জন্য সমাজ বিরোধীগণই আজ কংগ্রেসের প্রাণ

কারণ কংগ্রেস আজ আগাগোড়া পচিয়া গিয়াছে—দুর্নীতিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে—ইহাতে কোথাও বিন্দুমাত্র সততা বা সুবিচার নাই—সংশোধনের সম্ভাবনা কোথাও নাই। কংগ্রেসের মূল কেন্দ্রগুলিই এমন দুর্নীতিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, লোকে জানে—কোনো নির্বাচন হইলে—তাহা আইন সভাতেই হোক আর জেলাবোর্ড পৌর সভাতেই হোক—সেই নির্বাচনে কংগ্রেস যেখানে যত দুর্নীতিপূর্ণ লোককেই সেই আসনের জন্য মনোনীত করিয়া পাঠাইবে; এবং নির্বাচিত হইলে জন-শোষণ ও জন-পীড়ন চালাইবে।

কংগ্রেস আজ কায়েমীস্বার্থ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান : সেজন্য উপযুক্ত সহায়ক আজ তাহাদের চাই

কংগ্রেস পরিচালকদের আজ যাহা লক্ষ্য—জনগণকে শোষণ করিয়া নিজেদের এবং নিজেদের গোষ্ঠিবর্গের স্বার্থসাধন করা আর নানা দুর্নীতির সহায়তায় হাতে ক্ষমতা ধরিয়া রাখা—সেই লক্ষ্য পূর্ণ করিতে গেলে কংগ্রেস জানে যে দেশের যেখানে যত সমাজ-বিরোধী লোক আছে—তাহাদিগকে কাজে না লাগাইলে—জনগণকে শোষণ করিয়া এই শোষণতন্ত্র চালাইবার মত অন্যায় দুষ্কর্ম আর করিতে পারিবে কে?

স্বাধীন দেশের সমস্ত স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করিয়া কংগ্রেস আজ পৌরসভায় জলের কলের স্তোক দিতে চায়

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সুশাসনে সমগ্র দেশ উন্নত হইবে—সুখী হইবে—খাদ্যকষ্ট দূর হইবে—সকলের আর্থিক উন্নতি হইবে—দারিদ্র দূর হইবে—শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার প্রসার হইবে—ইহাই সমগ্র দেশ আশা করিয়াছিল। কিন্তু দেশের মহান শাসনের ভার লইয়া কংগ্রেস কিছু তো করিতেই পারিল না—উপরন্তু কংগ্রেস তাহার নিরতিশয় অযোগ্যতা, অপরিসীম দুর্নীতি ও ভয়াবহ বৈরাচার দ্বারা সমস্ত দেশের জীবনকে ছারখার করিয়া দিয়াছে। ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট জনশোষণের সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা তো আজও কায়েম আছেই—তাহার উপর নিজেদের ক্ষমতার আসন বজায় রাখিবার জন্য কংগ্রেস দেশের শাসনজীবনে সাধারণ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেও বহু ভাবে বিকৃত করিয়া রাখিয়া দেশের জনগণকে আর উন্নতির পথে যাইতে দিতেছে না। দেশকে চারিদিক হইতে এইভাবে সর্বস্বান্ত, দরিদ্রতর, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত করিয়া রাখিয়া—কংগ্রেস আজ দুই একটা সামান্য জেলাবোর্ডের ভোটে বা পৌর সভার ভোটে লোককে স্তোক দিতেছে যে—একটি জলের কল করিয়া দিব, বা চারিটা নর্দমা করিয়া দিব!

অভিনব খেসারৎ দিবার স্তোক : যাহারা সমস্ত দেশকে মাটি করিল তাহারা পৌরসভায় কি করিবে?

অর্থাৎ কোনো দরিদ্রের চাষের একমাত্র অবলম্বন গরুটি মারিয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া অবশেষে খেসারৎ স্বরূপ সেই দরিদ্রকে তাহারই গরুর চামড়ায় প্রস্তুত জুতা হইতে একজোড়া জুতা দান করার মতন। অর্থাৎ কংগ্রেস বলিতেছে—ভোটে আমাকে নির্বাচিত কর—আমি নির্বাচিত হইয়া—এমন ব্যবস্থাসমূহ করিব যাহা দ্বারা তোমার গরু অপহরণ করার মত সর্বস্বান্ত করার কাজ আমি করিবার সুযোগ লাভ করিব—এবং তোমাকেই সর্বস্বান্ত করিয়া তোমাকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য—তোমাকে ভুলাইবার জন্য—তোমারই কাছ হইতে অপহরণ করা গরুর চামড়ায় প্রস্তুত একজোড়া জুতা তোমাকে দান করিব—সেজন্য আমাকে অধিকার দাও। কংগ্রেস স্তোকবাক্য দিয়া দেশের ভোট লইয়া দেশে শাসন ব্যবস্থাকে তছনছ করিয়াছে—দেশকে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত করিয়াছে—আজ আবার বলিতেছে পৌর সভায় গিয়া জলের কল করিয়া দিব! যে কংগ্রেস আজ গরু মারিবার অধিকার লইয়া জুতা দান করিবার নীতি অনুসরণ করিতেছে—সেই কংগ্রেসকে এই পৌরসভার ভোটে মিথ্যা স্তোক বাক্যে ভুলিয়া কে ভোট দিতে চাহেন তাহাই আজ আমাদের জিজ্ঞাস্য?

এই স্বৈরাচারী কংগ্রেসকে সরাইবার জন্য চারিদিক হইতে সকল শক্তিতে আঘাত দিতে হইবে

কিন্তু ইহা সত্য যে—ভারতবর্ষে গান্ধীজীর নেতৃত্বে একদিন দেশের অগণিত জনগণ এই কংগ্রেস পতাকা তলে সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার লড়াই করিয়াছে—দেশের হাতে ক্ষমতা দিয়াছে—আজ স্বার্থান্বেষী লোকেরা কংগ্রেস দখল করিলেও, এবং সেই কংগ্রেসকে অধঃপতিত করিলেও—সেদিনের সেই নামের জোরে এবং তাহার শক্তিতে পাওয়া ক্ষমতার জোরে কংগ্রেস আজও ক্ষমতার আসন দখল করিতে পরিতেছে।—স্বৈরাচারী ইংরাজ শাসনকে সরাইতে সময় লাগিয়াছিল—তেমনি আজিকার এই স্বৈরাচারী শক্তিকেও শাসনের আসন হইতে সম্পূর্ণ সরাইতে কিছু সময় লাগিবে। স্বৈরাচারী কংগ্রেসী শাসনের দমন পীড়নের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া দেশের শক্তি ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হইতেছে—তবে সমস্ত ভারতবর্ষে এখনও সর্বত্র উপযুক্ত শক্তি ও বহু শক্তিশালী দল গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। সব দল শক্তিশালী রূপে গড়িয়া উঠিতে না পারিলেও—ক্রমাগত চেষ্টায় এইরূপ বহু শক্তিকে আজ যে যেখানে পারে গড়িতে হইবে। ভারতের সার্বজনীন এই শত্রুকে—বর্জনীয় অবাঞ্ছিত এই কংগ্রেসকে শাসনের আসন হইতে আজ সরাইতেই হইবে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনে দেশের দুর্বল জন-প্রতিষ্টানগুলিকেও শক্তিশালী করিতে হইবে

এই ভাবে আমাদের মানভূমে কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে জনশক্তিকে পরিচালিত করার জন্য শক্তিশালী লোক সেবক সংঘ যেমন গড়িয়া উঠিয়াছে—তেমনি শক্তির তারতম্য লইয়া অন্যান্য দলও গড়িয়া উঠিয়াছে—কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য। ইহার মধ্যে কোনো কোনো দল বা প্রতিষ্ঠান তেমন শক্তিশালী না হইলেও সংগ্রামের প্রয়োজনে সেইগুলি দিয়াও লড়াই করিতে হইবে—এবং বাঞ্ছিত সেই দলগুলিকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ শক্তিশালী করিতে হইবে নতুবা কংগ্রেসী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি হইবে কি করিয়া?

লোক সেবক সংঘ পৌর সভার ভোটে কেন প্রার্থী দাঁড় করায় নাই তাহার কারণ

লোক সেবক সংঘ পুরুলিয়া জেলার সমগ্র জন ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট বহু কাজ ও বহু সংগ্রাম লইয়া আছে। সেই কারণে এবং পুরুলিয়া সহরের পৌর সভার কাজ চালাইবার জন্য সহরবাসী সক্রিয় রহিয়াছেন বলিয়া সেই অন্যতম কারণেও লোক সেবক সংঘ পৌর সভার নির্বাচনে গতবারেও দাঁড়ায় নাই—এবারেও দাঁড়ায় নাই।

আমরা নাগরিক সঙ্ঘকে গতবারের নির্বাচনে কেন সমর্থন করিয়াছিলাম তাহার কারণ

গতবারে সহরবাসী পৌর সভার নির্বাচনে কায়েমী স্বার্থবাদীদের তথা প্রচ্ছন্ন কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে পৌর সভার নির্বাচনে লড়াই দিবার জন্য নাগরিক সংঘ গঠন করিয়া নির্বাচন পরিচালনা করিয়াছিলেন। যদিও সেই সময়ই আমরা উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে, তাড়াহুড়ার মধ্যে নাগরিক সংঘ গঠন করায় ইহা তেমন শক্তিশালী ও আকাঙ্খিত মত উপযুক্ত হয় নাই—তথাপি আমরা নির্বাচনে নাগরিক সংঘকেই সমর্থন করিয়াছিলাম এই জন্য যে—ভারতের সর্বজনশত্রু স্বৈরাচারী কংগ্রেসকে যেখানে যেটুকু শক্তিতে হউক সর্বত্র সংগ্রাম দিতে হইবে—এবং কংগ্রেস বিরোধী দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমশঃ শক্তিশালী ও উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

গত সাড়ে চারি বৎসরের কাজ দেখিবার পর আমরা এবারেও নাগরিক সংঘকে কেন সমর্থন করিতেছি

গতবারে নাগরিক সংঘ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া গত কয়েক বৎসর পৌরসভা পরিচালনা করিয়াছে। জনগণের পক্ষে দাঁড়াইয়া নাগরিকসংঘ সকলের শত্রু কংগ্রেসকে হারাইবার গৌরব অর্জন করিলেও এবং নানা-ভাবে পৌরসভার সেবা ও অগ্রগতির চেষ্টা করিলেও—নানা পরিস্থিতির কারণে নাগরিক সংঘ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষামত পৌরসভা পরিচালনা করিতে পারে নাই—ইহা সত্য। তথাপি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত শক্তিগুলিকে গড়িয়া তুলিবার দৃষ্টিতে আমরা পৌরসভাকে অরে উপযুক্ত করিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলাম এবং এবিষয়ে সহরের জনগণকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিলাম। এবং

সহরবাসী সংঘবদ্ধ চেষ্টায় নাগরিক সংঘকে গড়িয়া তুলিয়াছেন দেখিয়া আজ আবার আমরা লোক সেবক সংঘ অধিকতর ভরসায় নাগরিক সংঘকে এই নির্ব্বাচনে সমর্থন জানাইতেছি এইজন্য যে দেশের শত্রু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম দিতে হইবে। যদি আমরা দেখিতাম যে, যেভাবে এবারে নাগরিক সংঘকে অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে—তাহাও হয় নাই এবং নাগরিক সংঘ পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বলই রহিয়াছে—তাহা হইলেও আমরা নাগরিক সংঘকে সমর্থন করিতাম; কারণ দেশের এই অগ্রগতির বাধাস্বরূপ—কায়েমী স্বার্থবাদের প্রতীক স্বরূপ কংগ্রেসকে সংগ্রাম দিতে হইবে। ইহা যদি না করি—তবে দেশের এই দ্বৈর শাসনের ধারা তো কোনো দিনই যাইবে না। যদি আমরা কংগ্রেস বিরোধী শক্তিগুলি দুর্ব্বল বলিয়া ইহাদিগকে ফেলিয়া দিতে থাকিব তবে কংগ্রেস বিরোধী ক্ষেত্রগুলি তো কোনদিন গড়িয়াই উঠিতে পারিত না। এই ভাব লইয়া থাকিলে তো কোন দিন ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামই গড়িয়া উঠিত না।

নাগরিক সঙ্ঘ বিষয়ে কিছু লোকের অভিযোগ : অবস্থার জন্য কংগ্রেসের দায়িত্ব : বাস্তব পরিস্থিতি

কিছু লোকে দুঃখ করিতেছেন যে, নাগরিক সংঘ পৌরসভার দায়িত্ব হাতে পাইয়াও নিজদের তথা জনগণের পরিকল্পনা ও চাহিদামত তেমন কাজ করিতে পারে নাই। সমস্ত অবস্থা জানিলে তাঁহারা ঐভাবে দুঃখ করিতেন না। কংগ্রেস সরকার জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে যেমন উপদ্রব করিয়াছে—পৌরসভার ক্ষেত্রেও তেমনি এই কয়েক বৎসর ধরিয়া বহু উপদ্রব করিয়া পৌরসভার কাজ ব্যহত করিয়াছে, পণ্ড করিয়াছে; সরকারী ক্ষমতা লইয়া সরকার নিজে পৌরসভার জীবনে বহুভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রধান বাধার সহিত নাগরিক সংঘকে আর একটি বাধার মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছে—প্রথম সংগ্রামে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ইহাকে এমন কতকগুলি লোকের সহায়তা লইতে হইয়াছে—যাহাতে কাজের সুবিধা না হইয়া বহু বাধার কারণ হইয়াছে।

প্রতিক্রিয়াশীল তথা কংগ্রেসদের প্রাধান্য যাওয়ার পর পৌর সভার জীবনে বাঞ্ছিত ধারা বদল

এই অনিচ্ছাকৃত বহু অসুবিধা সত্ত্বেও নাগরিক সংঘ বিবিধ উন্নতির চেষ্টা করিয়াছে—পৌর সভায় অবাধ যে দুর্নীতির ক্ষেত্র ছিল—তাহার বহু উপশম করিয়াছে—জনমতকে শ্রদ্ধা করিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি জনগণের কাজকে আরো আগাইয়া লইয়া যাইবার জন্য সহরের প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সহিত যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত রাখিয়া সকলকে আহ্বান দিয়াছে—দেশের শত্রু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে—লাভে ও লোভের বশে জনশত্রু কংগ্রেসের ক্রীতদাস হয় নাই—ইহাই আশা ও ভরসার কথা।

ইহারা বহু কিছু উন্নতি করিতে পারে নাই সত্য—কিন্তু কংগ্রেসীদের দ্বারা দুর্নীতির যে অবাধ ক্ষেত্র হইত তাহা রোধ করিয়াছে—যে অবাধ লুঠ ও নোংরামী চলিত তাহা বন্ধ করিয়াছে। কংগ্রেসকে আসন দিলে পুনরায় অবাধ লুঠ, অনন্ত দুর্নীতি, জনমতকে অগ্রাহ্য ও অবিচার চলিত। আজ পৌরসভা ভদ্রতার স্থান হইয়াছে—সদিচ্ছা ও সৎ প্রচেষ্টার স্থান হইয়াছে—পাঁচ জন সদিচ্ছা সম্পন্ন লোক যোগাযোগ করিবার অবকাশ লাভ করিয়াছেন। আমরা নাগরিক সংঘের এই দিকটির প্রতি এইজন্য এইভাবে বলিতেছি যে, ইহা না বুঝিয়া ইহার বিরূপতা করিলে অবাঞ্ছিত কংগ্রেসের সুবিধা হইয়া জনগণের ক্ষতি হইবে। নাগরিক সংঘ যদি ঐরূপ কার্য্যও না করিত—তথাপি আমাদের আজ সমর্থন দেওয়া উচিত হইত। কারণ আমাদের সদিচ্ছাসম্পন্ন সহায়ক দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে সরাইয়া আমরা নিশ্চয়ই আমাদের পরম শত্রুকে ঠাঁই দিতে কেহই চাহিব না।

জেলার বর্তমান বিপদের জন্য কে দায়ী? লোক সেবক সংঘ, না, কংগ্রেস? ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ

কংগ্রেস জানে যে পৌর সভার নির্ব্বাচনে লোক সেবক সংঘ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার করিবে। সেজন্য কংগ্রেস এই নির্ব্বাচনের ব্যাপারে লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে প্রচার করিতেছে। তাহারা বলিতেছে লোক

সেবক সংঘের কথায় আর তোমরা চলিও না। লোক সেবক সংঘের কথায় ভাষার দাবী করিয়া মানভূম তিন টুকরা হইল—বাংলায় যুক্ত হইয়া আজ বহু কষ্ট পাইলে এবং এত কষ্ট সত্ত্বেও লোক সেবক সংঘ কিছুই করিতেছে না।" এই প্রচার করিতে কংগ্রেসেরই লজ্জা হওয়া উচিত; কারণ লোক সেবক সংঘ সর্বজনস্বীকৃত ভাষার দাবী লইয়া লড়িয়াছে—নিষ্ঠার সহিত লড়িয়াছে। কিন্তু এই দাবী ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও এই কংগ্রেস সরকারই সেই দাবী না মানিয়া জনগণকে কষ্ট দিয়াছে। ন্যায়সঙ্গত দাবীর যতটুকুই পাওয়া গিয়াছে—সে লোক সেবক সংঘ এবং দেশের আরো বহু প্রতিষ্ঠানের তথা জনগণের সম্মিলিত চেষ্টার ফলেই। দেশবাসী এত চেষ্টা করা সত্ত্বেও—দেশের মহান দাবী ও নীতির জন্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও এই মহান দাবী মানিতে চায় নাই এই কংগ্রেস—না মানিবার জন্য বড়যন্ত্র করিয়াছে এই কংগ্রেস—অবশেষে জনগণের আন্দোলনের চাপে পড়িয়া দাবী মানিতে বাধ্য হইলেও দাবীর সবটা মানে নাই এই কংগ্রেস—সেজন্য মানভূমকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া মানভূমের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়াছে এই কংগ্রেস—বাংলায় যুক্ত হওয়ার পরও বিগতদিন মানভূমকে অশেষ কষ্ট ও যাতনাও দিতেছে—এই কংগ্রেস—দুর্ভিক্ষ অস্বীকার করিয়া জনগণকে মারিবার জোগাড়ও করিতেছে এই কংগ্রেস। বিহারেও মারিয়াছে—এই কংগ্রেস; বাংলাতেও মারিতেছে—এই কংগ্রেস।

ভাষার প্রশ্নে অবিচারের দ্বারা জেলাকে বিপন্ন করিয়া কংগ্রেস আবার অপরের উপর দোষারোপ করে

দেশের ন্যায়সঙ্গত দাবী না মানিয়া যে কংগ্রেস নিজেই এই অত্যাচার করিতেছে,—বিচিত্র সেই কংগ্রেসই আবার নিজেরই করা অন্যায় অপকীর্ত্তির জন্য লোক সেবক সংঘকেই দায়ী করিতেছে—অভিনব তাহাদের বিচার। আর দায়ী করিতেছে সেই সংঘকেই যে সংঘ কংগ্রেসী শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিহারেও লড়াই করিয়াছে এবং বাংলাতেও এই বাংলা কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে সমভাবেই লড়াই করিবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে এবং তাহা করিতেছে এই কংগ্রেসী শাসনকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য। কারণ লোক সেবক সংঘ জানে যে, দেশে শাসনের সুযোগ সুবিধার জন্য আন্দোলন ও চেষ্টার প্রয়োজন থাকিলেও—এই পাপ কংগ্রেসী শাসনকে উচ্ছেদ না করা পর্য্যন্ত দেশে উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থা হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

কংগ্রেসীরা বাংলাসরকারের স্তুতিগান করিতেছে : কিন্তু এক বৎসরের অযোগ্য শাসনেই জেলা বিপন্ন

কংগ্রেসীরা লোকের ঘরে ঘরে গিয়া সরল লোকদিগকে ঐসকল কুযুক্তি ও মিথ্যার দ্বারা লোককে বিচলিত করিতে চেষ্টা করিলেও—প্রচারপত্রে তাহা করা তাহাদের সম্ভব হয় নাই—তাহারা প্রচারপত্রে লিখিয়াছেন—বাংলা সরকার পুরুলিয়ার জন্য উন্নতিমূলক নানাবিধ ব্যবস্থা করিতেছেন। এই কথা যে কত ভিত্তিহীন তাহা সকলেই জানেন। জেলার লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের যে ব্যাপার—কৃষি, সেচ, খাদ্য, দুর্ভিক্ষ নিবারণ, ঋণদান, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, লাক্ষা ও শিল্পের উন্নতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই বাংলা সরকার কোনো কিছুই করেন নাই—দুই একটা স্কুল, কলেজ করিয়া দিয়া জেলার উন্নতির কথা বলা হইতেছে; ইহা লোককে বিভ্রান্ত করা মাত্র। যে দেশে লোক অনাহারে মরিতেছে, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে যে সেচ ব্যবস্থার উপর—সে দেশে সেই সব কাজের কিছুই না করিয়া ঐ ভাবে দুই একটা ব্যবস্থা মাত্র করিলে তাহার মূল্য কিছু নাই। একটা জেলার শাসন ব্যবস্থাকে যে কংগ্রেস এক বৎসরের উপর কার্য্যকালের মধ্যেও স্বাভাবিক পর্য্যায়ে দাঁড় করাইতে পারিল না—যে কংগ্রেস এই সামান্য কাজের ব্যবস্থা করিতেও এমন অযোগ্যতা প্রদর্শন করে—সেই কংগ্রেসী শাসনকে রাখিয়া কি লাভ হইবে? বিহারের শাসনে যেমন চলিতেছিল—বাংলার শাসনেও আজ তেমনি চলিতেছে;—চাকুরী ক্ষেত্রে বাহির হইতে লোক আনিয়া জেলার ছেলেদের অধিকার নষ্ট করা হইতেছে। পুরুলিয়ার সরকারী কর্ম্মচারীদের নানাভাবে নিগৃহীত করা হইতেছে—তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। ইহা হইবেই—কারণ ইহা কংগ্রেস। সেজন্য এই দুঃখের আসল প্রতিকার—এই কংগ্রেসী শাসনের সম্পূর্ণ অবসান।

কংগ্রেসকে ভোট না দিলে সরকার জেলার উন্নয়ন করিবেনা—কংগ্রেসের এই নগ্ন অগণতান্ত্রিক দম্ভ

কংগ্রেসীরা অপপ্রচার করিতেছে—পুরুলিয়া জেলার উন্নয়নের কাজ অগ্রসর হইতেছে না, কারণ পুরুলিয়া জেলার লোক কাগ্রেসকে সমর্থন করিতেছে না—দেশের লোক লোক সেবক সংঘের সমর্থক এই অবস্থার পরিবর্তন না হইলে কংগ্রেস জেলার জন্য উন্নয়নের কিছুই করিবে না। রাজনৈতিক জ্ঞান যাঁহাদের নাই—এমন কিছু লোক কংগ্রেসীদের এই অন্যায় অভিমিকা ও প্রতারণায় চিন্তিত ও ব্যাকুল হইয়াছেন যে—কংগ্রেসকে ভোট না দিলে বোধ হয় আর উপায় নাই—আমাদের উন্নয়নের যে উন্নতি গাছের ফলের মতন পাকিয়া ঝুলিতেছে—কংগ্রেসকে সমর্থন না করার জন্যই হয়ত তাহা পড়িতেছে না—কংগ্রেসকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা ঝরিয়া পড়িতে থাকিবে। দুই চারিজন শিক্ষিত লোকেরও আজ এই বিভ্রান্তি হইয়াছে। কেহ কেহ এমনও ভাবিতেছেন যে—এই পৌর সভার নির্বাচনে কংগ্রেসী সেবক নামধারী দুই চারিজন বাবুকে ভেট দিয়া জয়যুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই—দিল্লীর কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার হইতে তলাপর্য্যন্ত সমস্ত সরকারের সমস্ত ব্যবস্থা বদলাইয়া যাইবে—সমস্ত সরকার ছুটিয়া আসিবে পুরুলিয়াকে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান তৈরী করিবার জন্য। এই সকল ধারণা পাগলের আকাশ কুসুম ছাড়া কিছু নয়।

যে জেলায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও সে কিছু করে নাই: কারণ শোষনই কংগ্রেসের ধারা

আমরা সমস্ত ভারতবর্ষে আজ কি দেখিতেছি—যে সব জেলায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছে—সে সব জেলা হইতেও আজ দিনের পর দিন এই হাহাকার কেন—কংগ্রেসকে লোকে দুবেলা অভিশাপ দিতেছে কেন? মানভূম জেলাতেও সব নির্বাচন ক্ষেত্রে কংগ্রেস হারে নাই—আপনারই পাশের যে থানা গুলিতে কংগ্রেস জিতিয়াছে—সেখানে জনগণের উন্নতির কি ব্যবস্থা কংগ্রেস করিয়াছে? সমস্ত ভারতবর্ষে কংগ্রেস অবাধে লুঠতরাজ, অনাচার অবিচার ও দুর্নীতি চালাইয়াছে—আর পুরুলিয়ায় অজুহাত দিতেছে—লোক সেবক সংঘ—জনগণের সমর্থন। মানভূমে যেমন লোক সেবক সংঘ—সমস্ত ভারতবর্ষে অসংখ্য কংগ্রেস বিরোধী দল আছে। তাহার অজুহাতেই কি কংগ্রেস আজ সমস্ত ভারতবর্ষে লুঠতরাজ করিবার অধিকার পাইয়াছে? কংগ্রেসই তো আজ ভারতের জনগণের সব চেয়ে বেশী ভোট পাইয়া শাসনের আসন পাইয়াছে—যে অধিকাংশ জনগণ কংগ্রেসকে ভোট দিয়াছে—আজ সেই সব সমর্থক লোকদিগের উপরেই বা কংগ্রেস কেন এত অত্যাচার, লুণ্ঠন ও অনাচার চালাইতেছে? এসব মিথ্যা অজুহাত। ভোট দাও আর না দাও শোষণকারী অযোগ্য কংগ্রেস শাসনের নামে লুণ্ঠন ও তোমার প্রতি স্বৈরাচার করিবেই। কারণ কংগ্রেসী শাসনের আসনে যাহারাই রহিয়াছে—তাহারা দুর্নীতি করিবেই এবং দুর্নীতি ও লুণ্ঠন করিয়াও নানা অজুহাত সৃষ্টি করিয়া দেশের লোককে প্রতারিত করিতে চাহিবে।

পৃথিবীতে এমন নগ্ন জবরদস্তির কথা কেহ বলে নাঃ এই এক অপরাধেই কংগ্রেসের উচ্ছেদ প্রয়োজন

শুধু ভারতবর্ষে নয় সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত শাসন জীবনেই সরকারী দলের বিরুদ্ধে বহু বিরুদ্ধ দল রহিয়াছে। ভারতের এই কংগ্রেসীরা ছাড়া পৃথিবীর কোনো শাসনকারীরা বলে না যে, যেহেতু বিরোধী দল আছে সেইহেতু আমরা জনগণকে তাহার অধিকার দিব না—সেইহেতু আমরা জনগণকে তাহার নাগরিক সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিব। এতবড় স্পর্ধার কথা, এতবড় অবিচার ও অত্যাচারের কথা, এতবড় লজ্জাহীন জবরদস্তির কথা কংগ্রেস ছাড়া পৃথিবীর কোন সরকার বলিতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোক জানে—শাসনযন্ত্র দখল করিবার জন্য বহু দল চেষ্টা করিবে—তাহার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যে দল শাসনের অধিকার পাইবে তাহারা আসনে বসিয়া দেশের প্রত্যেক মানুষের জন্য সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করিবে। সরকারে অবস্থিত দলের যাহারা বিরোধী দল তাহারাও সকলের ন্যায় সরকারী সুযোগ সুবিধার অধিকার পাইবে। ইহাই গণতন্ত্রের মূল কথা। ইহাই সমস্ত পৃথিবীর রাজনৈতিক ধারা। কিন্তু আজ ভারতবর্ষে কংগ্রেসই বলিতে পারে—কংগ্রেসকে ভোট না দিলে তাহার জন্য উন্নয়ন ব্যবস্থা বন্ধ থাকিবে! পৃথিবীর কোন সরকার এতবড় নগ্ন জবরদস্তির কথা

উচ্চারণ করিতে সাহস পাইবে না; লজ্জা বোধ করিবে। কিন্তু ভারতে রাজনৈতিক চেতনা নাই বলিয়া কংগ্রেস এই দম্ভ করার ও বেআইনী কথা বলার সাহস পায়। যে কংগ্রেস এই উক্তি করিতে পারে—সেই কংগ্রেসকে একমাত্র এই গ্লানীকর জমিদারী মনোবৃত্তির জন্যই শাসনের আসন হইতে আজ বহিস্কার করা দরকার। দেশের লোকের অধিকার আছে—কংগ্রেসী কুশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে—ভোটে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে—তথাপি তাহাদের সমস্ত নাগরিক অধিকারের ব্যবস্থা কংগ্রেসী শাসনকে করিতেই হইবে—কারণ উন্নয়নের টাকা কংগ্রেসের নয়—জনগণের।

জলেরকল প্রভৃতির জন্য কংগ্রেসের পৌরসভায় যাওয়ার দরকার কি; তাঁহাদের সরকারই তো আছেন

কংগ্রেসীরা উৎসাহের সহিত বলিতেছেন—পৌরসভায় গেলে তাঁহারা জলের কল প্রভৃতি বহু কাজ ভাল ভাবে করিয়া দিবেন এবং নাকি তাঁহারাই পারেন; আর সেইজন্যই বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের পৌরসভায় যাওয়া দরকার। আমরা বলি—জলের কল বা উন্নয়নের জন্য পৌরসভায় কংগ্রেসের যাওয়ার কোনো দরকারই নাই—তাঁহাদের কংগ্রেস তো প্রাদেশিক শাসনেই আছেন—যাহাদের হাতেই জলের কল প্রভৃতির ভাগ্য। লোকের কল্যাণ করার ইচ্ছা থাকিলে এমনিতেই করিতে পারেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি—কংগ্রেসের প্রাদেশিক কর্ত্তাদের সে সদিচ্ছা নাই। জনসাধারণের পক্ষ হইতে কত বহু বৎসর হইতে কত আন্দোলন, কত চেষ্টার ফলে অবশেষে বিহার সরকার জলের কলের জন্য রাজী হন। কাজও সুরু হয়। সুরু করা কাজ বাংলা সরকার আসিয়া আবার পিছাইয়া দিয়াছেন—যেমন জেলার উন্নয়নের বহু কাজ বাংলা সরকার ফেলিয়া রাখিয়াছেন। এ সকলের জন্যও জনগণকে আন্দোলন করিতে হইবে, চাপ দিতে হইবে—নতুবা কংগ্রেসের কাছে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা কঠিন। যেখানে অনিচ্ছুক উর্দ্ধতন কংগ্রেসী সরকার হইতে চাপ দিয়া, লড়াই করিয়া দাবী আদায় করিবার প্রশ্ন—সেখানে নিম্নতর ক্ষেত্রের কংগ্রেসীদের পাঠাইয়া কোনো লাভই নাই। কারণ উর্দ্ধতন কর্ত্তাদের ইহারা প্রতিধ্বনি মাত্র—অনিচ্ছুক উপরওয়ালাদের কাছ হইতে লড়াই করিয়া দাবী আদায় করিবার কথাই তাঁহাদের সম্বন্ধে ওঠেনা; কারণ তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্যও তাহা নহে, সে সাহসও তাহাদের নাই—সে নৈতিক বলই তাঁহাদের নাই। উর্দ্ধতন কর্ত্তাদের সকল অন্যায়ের সমর্থনকারীরূপে অনুগ্রহ ভাজন হইয়া স্বার্থসাধনই তাঁহাদের জীবনের কাম্য।

কিন্তু কংগ্রেস জন-কল্যাণে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক আর স্থানীয় কংগ্রেসীরা তাঁহাদের অনুগত মাত্র

সেজন্যই আমরা দেখিয়াছি সকল সময়ে—কি মতুভাষার মহান দাবীতে—কি বাস্তসঙ্কটে জেলার গণদাবীতে জেলা হইতে প্রেরিত কংগ্রেসী সদস্যেরা জনগণের অধিকার ও দাবী বিপন্ন করিয়া উপরওয়ালার নগ্ন মিথ্যাচারের, জঘন্য অবিচারে, অন্যায় অত্যাচারে বিবেকহীনরূপে সমর্থন করিয়াছেন—গ্লানীকর স্তাবকতা করিয়াছেন—জেলার অপরিসীম ক্ষতি করিয়াছেন। তবে আজ কোন্ ভরসায় দেশের লোক জন-সেবার কোনো আসনে কংগ্রেস প্রতিনিধিকে পাঠাইতে পারে?

সেজন্য অনিচ্ছুক সরকারের কাজ হইতে যখন আদায় করার প্রশ্ন - তখন নির্ভিক সংগ্রামী সদস্য চাই

আজ বাস্তব সত্য এই যে, পৌরসভা, জেলাবোর্ড, আইনসভা সকল ক্ষেত্রেই জনগণের সুযোগ সুবিধার দাবী সংগ্রাম করিয়া আদায় করিতে হইতেছে। লোক সভায়, আইন সভায় জনগণের বিশ্বাসভাজন কংগ্রেস-বিরোধী সদস্যেরা ছিলেন বলিয়া জেলার সত্য তথ্য ভারতের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছে।—ভাষার প্রশ্নে ও বিবিধ প্রশ্নে আমরা অনিচ্ছুক সরকারের কাছ হইতে আমাদের অধিকার আদায় করিয়াছি। কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা থাকিলে কি হইবে—সে দিতে চায় নাই—আমাদের শক্তিতেই আমরা আমাদের দাবী আদায় করিয়াছি—আরো আদায় করিব। সেজন্য আমাদের শাসন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এমন প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে—যাহারা কংগ্রেসী শাসনের বিরূপতার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া গণদাবী আদায় করিবে—সাহসের সঙ্গে, আত্মমর্য্যাদার সঙ্গে, বিবেকের সঙ্গে, আত্মবলের সঙ্গে। এমন প্রতিনিধিকে কখনই পাঠান চলিবে না—যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা ভীরু, যাহারা স্তাবক, যাহারা স্বার্থান্বেষী।

স্থানীয় কংগ্রেস আজ জনশত্রুদের সংঘ : ইংরাজ আমলের, বিহার আমলের সমাজ-বিরোধীগণের আশ্রয়

একে তো কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের এই দুরবস্থা—তাহার উপর, যে স্থানীয় কংগ্রেস পৌরসভার সদস্যদের সাক্ষাৎভাবে চালাইবে—তাহার যে নগ্ন মূর্ত্তি তাহাও ভোটের প্রাক্কালে জনগণের স্মরণে রাখা উচিত। দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কায়েমী স্বার্থ বাদীদের মধ্যেও যাহারা ঘোর প্রাতক্রিয়াশীল, যাহারা বরাবর জনস্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী, যাহারা সমাজ বিরোধী, যাহারা দেশকে নিপীড়িত অপমানিত রাখার জন্য ইংরাজের সহায়ক ছিল—মাতৃভাষার অধিকার ও একটা বিরাট ভাষা গোষ্ঠির অধিকার ও শান্তি বিনষ্ট করার জন্য যাহারা বিহার সরকারের সর্ব্বপ্রকার দুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত যন্ত্র ছিল—সেই সকল লোকই আজ বস্তুতঃ এই জেলায় কংগ্রেসের দলবল—সেই সকল লোকের মধ্য হইতে যেমন আইনসভায় তেমনি আজ পৌরসভায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি।

জনকয়েক উচ্চশিক্ষিত ধনী ব্যক্তি ও ধনী ব্যবসায়ী আজ কংগ্রেসে যোগ দিলেন কেন? তাহার রহস্য

কিছু লোকে আবার প্রশ্ন করিতেছেন—বিহার আমলে লোক সেবক সংঘের তথা জনগণের সহায়ক-রূপে বিহার কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে ভাষার দাবীতে যুক্ত ছিলেন এমন জনকয়েক উচ্চ শিক্ষিত ধনীব্যক্তি তবে আজ কংগ্রেসে যোগ দিলেন কেন? আমরা জানি কায়েমী স্বার্থবাদের রক্ষক ও পোষক কংগ্রেসই ইহাদের যোগ্য স্থান—কারণ ইহারা কায়েমী স্বার্থবাদী। বিহার কংগ্রেস যখন প্রাদেশিকতাপূর্ণ কায়েমী স্বার্থের প্রয়োজনে বাঙালীর অধিকার বিনষ্ট করিতে চাহিয়াছিল, তখন বাঙালী এই ধনিক বনিক কায়েমী স্বার্থ-বাদীরা শঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, বিহারী উকিল মোক্তার, বিহারী ব্যবসায়ীদের আনিয়া বিহার সরকার বাঙালী ভাগাবানদের বহিষ্কার করিয়া দিবে। আত্মত্রাণের জন্য আপন স্বার্থে সেদিন তাই এই কায়েমীস্বার্থবাদীরা সংগ্রামরত জনগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—সেদিন তাই তাঁহারা জনগণকে সহায়তাও দিয়াছিলেন। আজ তাঁহারা বাংলা সরকারের আমলে নিশ্চিন্ত। এই কায়েমী স্বার্থবাদীরা জানেন যে, যেদিন যাঁহারা বিহার সরকারের প্রাদেশিকতাপূর্ণ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে জনগণের স্বার্থরক্ষা করিয়াছে—আজ তাহারাই আবার নিজেদের মধ্য হইতে কায়েমীস্বার্থবাদীদের বাছাই করিয়া জনগণের স্বার্থরক্ষায় তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবে। এবং ইহাও তাঁহারা জানেন যে, ইহার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় রহিয়াছে—এই কংগ্রেস। সুতরাং তাহাদিগকে আজ কংগ্রেসের মধ্যে দেখিব—তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে?

ব্যক্তিগত যোগ্যতার বিচার : সংঘশক্তির প্রয়োজন : স্বতন্ত্রপ্রার্থীর স্থান : এবং সবচেয়ে যেপ্রশ্ন আজ বড়

নির্ব্বাচনে প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সততা বিচার করিয়া দেখা দরকার। তবে যেখানে দল হিসাবে যায় সেখানে দলের বিচারই মুখ্য। কারণ প্রার্থী অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন হইলেও—দলের সম্মিলিত শক্তিতেই কাজ হয় এবং প্রার্থী অন্যায় করিলে ভাল দল তাহাকে বহিষ্কার করিতে দেয়। দল খারাপ হইলে সে দল আবাঞ্ছিত প্রার্থীকে সমর্থন করিয়া চলে। যেখানে দল ও প্রার্থী দুই অবাঞ্ছিত—সেখানে অবস্থা ভয়াবহ। যেমন আজ কংগ্রেসের অবস্থা। কংগ্রেস বিরোধী রূপে যাহারা আজ প্রার্থী হইয়া লড়িতেছেন তাহাদের অধিকাংশ আজ—নাগরিক সংঘে সংঘবদ্ধ। এই সংঘ শক্তি থাকার জন্যই কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থীদের মধ্যে নাগরিক সংঘের দাবীই সার্ব্বাগ্রে বিবেচিত। যেখানে নাগরিক সংঘের প্রার্থী নাই সেখানে স্বতন্ত্র ব্যক্তি-দের ভোট দেওয়াই কর্ত্তব্য। তুলনামূলক দৃষ্টিতে যোগ্যতর প্রার্থী বাছাই করিবার অধিকার সকলেরই আছে—তবে প্রার্থীনির্ব্বাচনে সংঘশক্তি, কর্ম্মতালিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দিকের বিচার বিশেষ প্রয়োজন। কোনো নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে নিজ মনোমত কোনো প্রার্থী না থাকিলে—কাহাকেও ভোট না দিবার অধিকারও প্রত্যেকের আছে। তবে এই কারণে আবাঞ্ছিত ক্ষতিকর দল জয়যুক্ত হইবে—ইহা কখনই কাম্য নহে। সেজন্য সর্ব্বত্রই সকলের আগে আজ দেখিতে হইবে সর্ব্বজনশত্রু কংগ্রেস ভোট পাইয়া যেন দেশের আরো ক্ষতি না করিতে পারে।

সেজন্য জনসাধারণের প্রতি আজ আমাদের আহ্বান

সমগ্র ভারতের যে সর্বজনশত্রু—দেশের পরম ক্ষতির যে কারণ—জনগণের শোষণ ও পীড়নের যে মূর্ত প্রতীক—কায়েমী স্বার্থবাদের যে ধারক ও বাহক—স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের যে অবাধ উৎস, সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীবুদ্ধি ও ভেদ বুদ্ধিরর যে আশ্রয়স্বরূপ এবং সর্বোপরি মহান গণতন্ত্রের পথে যে দুলঙ্ঘ বাধাস্বরূপ—সেই অবাঞ্ছিত কংগ্রেসের অন্যায় কর্ম্মধারা ও কুশাসনকে আজ সর্ব্বক্ষেত্রে চরম বাধা ও আঘাত দিতে হইবে। এই পৌর নির্বাচনেও যেন সেই মহান জাতীয় কর্ত্তব্যের কোনো ব্যতয় না ঘটে—ইহাই আজ জনগণের কাছে আমাদের আবেদন।—অরুণ চন্দ্র ঘোষ সচিব, লোকসেবক সংঘ।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৯শে ফাল্গুন ১৩৬৪, ৩রা মার্চ ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশনে

পুরুলিয়ার জরুরী সমস্যা আলোচিত

রাজ্যপালের অনুপযুক্ত ভাষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন

লোকসেবক সংঘের আইনসভার সদস্যগণের তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণ

জেলার শাসন ব্যবস্থা ও সমস্যা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গভীর ঔদাসীন্য ও অযোগ্যতা

শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের বক্তৃতা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মাননীয়া রাজ্যপাল হিসাব দিয়েছেন—তাঁর সরকার কি কি করছেন। দেশের দুঃখকষ্টের ব্যাপকতা আজ ভয়াবহ, এই দুঃখের পরিমাণ ও দিকসমূহ এবং দুঃখের সমস্যা সমূহ দরদ দিয়ে আলোচনা করার দরকার ছিল এবং সমিবের বৎসরের কর্ম্মধারার প্রতি তাঁর নির্দ্দেশ দান করা উচিত ছিল—কারণ জনগণের শক্তিতে এবং সরকারের সহায়তায় আজ দেশের কষ্টকে উত্তীর্ণ হতে হবে সেই লক্ষ্যে—সেই সহযোগিতার পথে কর্ম্মধারা কি হতে পারে —তার নির্দ্দেশ রাজ্যপাল কি দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি?

দুঃখের প্রতি সমবেদনা নেই

দীর্ঘকাল ধরে অনাদৃত পুরুলিয়ার অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন, তার ওপর ভয়াবহ অন্নকষ্ট—পুরুলিয়ার শাসন ব্যবস্থা আজ পঙ্গু, অব্যবস্থিত বাংলার সমস্ত জেলার মধ্যে পুরুলিয়া আজ সবচেয়ে দুর্গত সেই পুরুলিয়ার দুঃখকষ্টের প্রতিই রাজ্যপালের ভাষণে সমবেদনা নেই—তার ভেতর দিয়েই বাংলার অন্যান্য স্থানের বিষয়েও রাজ্যপালের মনোভাব অনুভব করছি, দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি —রাজ্যপালের ভাষণ পরিসংখ্যান বিভাগের প্রচার পত্র

হয়েছে মাত্র রাজ্যের বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন দুঃখ বেদনার বিভিন্ন সমস্যার উপলব্ধি নেই।

খাদ্য পরিস্থিতি

এই সভার সদস্যেরা তথা জনসাধারণ জানেন যে, আমরা তদন্ত করে ১০ জনের অনাহারজনিত মৃত্যুর ঘটনা দিয়েছি। আপনারা জানেন—আমাদের জেলার ব্যাপক শস্যহানী ও নিদারুণ অন্নকষ্টের কথা আমরা বারম্বার বলেছি আমাদের জেলার এ বৎসরের শস্য উৎপাদনের যে হিসাব খাদ্য মন্ত্রী আপনাদের কাছে দিয়েছেন—তা যে কত অবাস্তব ও ভিত্তিহীন তাও আপনারা জানেন। অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলির বিষয়ে সরকার এখনো পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস করেন নি। অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা এবং জেলায় শস্যহানীর পরিমাণ বিষয়ে সম্মিলিত তদন্তের জন্য আমরা বরাবর দাবী করছি—সরকার তাতেও সাহস করেন নি। অন্নকষ্টের প্রতি দায়িত্ব এড়াবার জন্যে সত্য অবস্থাকে সরকার চাপা দিতে চান এটা কোনো সরকারের জন কল্যাণ করার মনোভাবের পরিচায়ক নয় আদৌ বাঞ্ছিত শাসনধারা নয়—মন্ত্রী মণ্ডলীর এই মনোভাবের পরিবর্তন সাধনের জন্য রাজ্যপালের পথ প্রদর্শন করা উচিত ছিল।

শাসন ব্যবস্থা

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়—এক বৎসরের ওপর হয়ে গেল রাজ্য সরকার এখনো পর্য্যন্ত পুরুলিয়ার শাসন ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক পর্য্যায়ে দাঁড় করাতে পারলেন না। রাজ্য সরকারের পক্ষে এটা গৌরবজনক নয়—যোগ্যতার ও ব্যবস্থাশক্তির দৃষ্টিতে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিসার এখনো নিযুক্ত হয় নি। অধিকাংশ বিভাগই এখনো ব্যবস্থাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। উদ্যোগ আয়োজন পরিকল্পনা কিছুই এখনো সুরু হয় নি শাসনের সকল ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, অভিনয় এবং জটিলতা চলছে।

অফিসার ব্যবস্থা

প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্যাজিষ্ট্রেট না থাকায় জেলার শাসন ক্ষেত্রে ও বিচার ক্ষেত্রে কাজ পড়ে থাকছে—জমে রয়েছে; বহুজনের মামলা মাসের পর মাস ঝুলছে তাতে হায়রাণী ও বিচারের নামে অবিচার অনাচার চলছে অফিসারের অভাবে এমন কি বিচার ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেটরা পুলিসের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে কাজ চালাচ্ছেন—যা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত এবং ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। উপযুক্ত অফিসারের অভাবে ঋণ দান ও অন্যান্য সহায়তা কাজের মধ্যে অতি বিশৃঙ্খলা ঘটছে।

আমরা শুনেছি—স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে ৫ জন সার্কেল অফিসার চাওয়া হচ্ছে—বহু দিন থেকে এর প্রয়োজনীয়তা বলা হয়েছে কিন্তু তা না দেওয়ায় কাজ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—একটা জেলার শাসন ব্যবস্থার মূল কাঠামোই যদি এই ভাবে চলে—এবং তা যদি মাসের পর মাস চলে—তবে তার দ্বারা সরকারের বহু বিঘোষিত পরিকল্পনা—জনকল্যাণ উন্নয়ন প্রভৃতির কাজ সম্ভব হবে কি করে? বাংলায় আগত এই নূতন জেলার সমস্যার প্রতি রাজ্যপাল মনোযোগ প্রদান করবেন—আমরা আশা করেছিলাম।

সরকার থেকে জেলায় জানান হয়েছে যে পুরুলিয়া জেলায় যারা বঙ্গভুক্তির পর থেকে বাংলা সরকারে চাকরী করছেন—তাদের মধ্য থেকে ১৮০ জনকে সরকার বিহারে ফেরৎ দিবার জন্য দাবী করছেন। কর্ম্মরত কর্ম্মচারীদের প্রতি এই ব্যবস্থা যে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়—এদের বিনা সম্মতিতে এখন ফেরৎ দেওয়া যে অসঙ্গত—এ বিষয়ে গভর্ণর কর্ত্তৃক মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ছিল। বিহার শাসন থেকে আগত কর্মচারীদের বিষয়ে এখনো পর্য্যন্ত চূড়ান্ত ব্যবস্থা হোল না—গভর্ণর তার প্রতি লক্ষ্য দেননি আমরা দুঃখিত।

বাংলার পর্য্যায়ে শাসন

পুরুলিয়া জেলার শাসন ব্যবস্থাকে এই দীর্ঘ এক বৎসরের অধিক কালের মধ্যে বাংলার ধারায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা সরকার করেন নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি—বিশেষ উদ্দেশ্যেই করেন নি। জনগণের সুবিধাজনক ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তনের কথা বললে সরকার বলেন—আইনের পরিবর্তন সময় সাপেক্ষ—জটিল ব্যাপারের জন্য আরো সাবধানতা চাই।

অথচ আমরা দেখছি—জনগণকে অসুবিধায় ফেলার মত বাংলার আইনের প্রয়োগ হচ্ছে—তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হচ্ছে—কিন্তু জনগণের সুবিধা-

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

১৯শে ফাল্গুন, সোমবার

গতানুগতিক বাজেট

লোকসভা এবং রাজ্য বিধান সভাগুলির এখন বাজেট অধিবেশন চলিতেছে। আগামী বৎসরের জন্য দেশ শাসনের ব্যাপারে আনুমানিক আয় ব্যয়ের হিসাব লইয়া আলোচনা ও বিশ্লেষণ চলিয়াছে। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এই মোটা মোটা টাকার অঙ্ক লইয়া সরকারী যাদুবিদ্যার বিশেষ কোনও আকর্ষণ নাই। কিন্তু আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া সরকারী কর্ম্মকর্ত্তারা "জনসাধারণের স্বার্থে" আয় ব্যয়ের যে ফিরিস্তি উপস্থাপিত করেন—তাহাতে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, আশা বা নৈরাশ্যের কোনও সম্পর্ক থাকে না—তবে "বোঝার উপর শাকের আঁটির" ন্যায় করভারে জর্জ্জরিত দেশবাসীর উপর আবার কোনও নূতন করধার্য্যের প্রস্তাবনা হইলে সাধারণ মানুষের বিনিদ্র রজনী যাপনের কারণ ঘটে।

অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের ন্যায় উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ঢক্কা-নিনাদে এবং পরিকল্পনার কড়ি গুনিতে গুনিতে দেশবাসী এতদূর অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে—ঢাকের বাদ্য থামিলেই যেমন মিষ্টি লাগে, তেমন সরকারী উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ঘটা যত কমে জনসাধারণও ততই আশ্বস্ত হয় যে অনাবশ্যক করের আরও নূতন বোঝা হইতে হয়ত রেহাই পাইবে।

গত দশবৎসর ধরিয়া দেশবাসী উন্নয়নের দশ অবস্থা এবং পরিকল্পনার পঞ্চরূপ দেখিয়া আসিতেছে। ক্ষুধিতের জন্য একমুষ্টি অন্ন সংস্থানের কোনও পরিকল্পনা না থাকিলেও রাজবাড়ীর জন্য চৌষট্টি ব্যঞ্জনের সমারোহ যথেষ্ট আছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্যসরকারগুলির বাজেটও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রচিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে ৭৬৩ কোটী টাকা আয় এবং ৯৯৬ কোটী টাকা ব্যয় বরাদ্দ করায় ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে প্রায় ৩৩ কোটী টাকা। এই ঘাটতির সামান্য পরিমাণ অংশ নূতন কর ধার্য্য করিয়া পূরণ করা হইবে। আগামী বৎসর দেশরক্ষা খাতে ২৭৮ কোটী টাকা ব্যয় করা হইবে এবং অসামরিক খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হইবে প্রায় ৫১৮ কোটী টাকা। আগামী বৎসরের জন্য আয়কর সম্পর্কে নূতন কোনও কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হয় নাই—কারণ গত বাজেটে গৃহীত কর ধার্য্য নীতি অনুসারে অল্প আয়ের লোকের স্কন্ধেও আয়করের বোঝা চাপানো হইয়াছে।

তবে নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাবের মধ্যে দান-কর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এক বৎসরে একজনকে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দানকে এই কর হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। উত্তরাধিকার কর ধার্য্যের উপযোগী সম্পত্তির পরিমাণ একলক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা করা হইয়াছে। অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকার উর্দ্ধে সম্পত্তির মূল্য হইলেই এই উত্তরাধিকার কর লাগিবে। সিমেন্টের উৎপাদন কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের সংখ্যা একশতের অধিক হইলে কর সম্বন্ধে কোন সুবিধা পাইবে না। আপাত দৃষ্টিতে নূতন কর ধার্য্যের ফলে জনসাধারণের উপর চাপ হয়ত সামান্যই বাড়িবে—কিন্তু করের চাপ হ্রাসের যেমন কোনও আশাই নাই—তেমনি জনসাধারণের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইবারও পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটের নূতনত্ব এই হইল যে সারা বৎসরের জন্য বাজেট পেশে অক্ষম হইয়া মাত্র তিন মাসের জন্য সাময়িক বাজেট পেশ করা হইয়াছে। অব্যবস্থা ও অপব্যয় এমন চরমে উঠিয়াছে যে রাজ্য সরকারের পক্ষে সারা বৎসরের জন্য বাজেট পেশও আর সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে কৃষিসমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতি মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে ধরাবাঁধা ব্যয় বরাদ্দ করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর সখের পরিকল্পনাগুলির প্রতিই সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। আর হস্তান্তরিত অঞ্চল সম্পর্কেও কাজানী বিদায়ের মত বাজেটের উদ্বৃত্ত অংশের ছিটাফোঁটা মাত্র বরাদ্দ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। দেশ শাসন যেখানে অলস অবসরের বিলাস—উন্নয়ন ও পরিকল্পনা যেখানে দেশ গঠনের অভিনয়ে কেবল গোষ্ঠি পালনের পালা—সেই দেশের শাসন ব্যবস্থার বাজেট হইতে ইহার অধিক কি আর আশা করা যাইতে পারে?

—•—

নয়া দিল্লী
২৯।২।৫৮

দিল্লীর চিঠি

এবারকার লোক সভার অধিবেশন—দ্বিতীয় লোক সভার চতুর্থ অধিবেশন—বাজেট অধিবেশন—১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১০ই মে পর্য্যন্ত এই অধিবেশন চলিবে।

বাজেট অধিবেশনটাই সাধারণতঃ বড় ও ঘটনাবহুল যা লোকের, কাগজের উত্তেজনা আলোচনার খোরাক জোগায়। হইবারই কথা কারণ সমস্ত ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের এক বছরের আয় ব্যয়ের গোটা হিসাবটাই আলোচনা হয়—ইহার উপর ভারতের শাসনের কাঠামো, ধারাটা নির্ভর করে। তবে এবার যা কিছু গরম, যা কিছু আলোচনার তাহা পূর্ব্বেই বেশীর ভাগটা হইয়া গেল—অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগ লইয়া।

যে কারণের জন্য অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী পদত্যাগ করিয়াছেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছেন—যাহারা খবরের কাগজ পড়েন—খবর রাখেন তাহারাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহার জটিলতাটা হয়তো উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—অন্যায় হইয়াছে, টাকা মারিয়াছেন ধরা পড়িয়া সরিয়াছেন ইত্যাদি কথাগুলি একটা সাধারণ—আভাস দেয় মাত্র—আসল ব্যাপারটা খুবই গুরুতর।

যতদূর সংক্ষেপে হয় ব্যাপারটাকে সরল ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি এমন জটিল ব্যাপার রহিয়াছে যে তাহাকে সরল করার চেষ্টা বৃথা—অন্ততঃ সেগুলি কিছুও বুঝিতে হইলে কিছুও জানা দরকার।

জীবন বীমার সহিত অধিকাংশই পরিচিত—বিশেষতঃ যাহারা সহরে থাকেন। গ্রামের দিকেও দুচারিজন এখন জীবন বীমার সহিত পরিচিত হইতেছেন। এ কাজটা এতদিন ব্যক্তিগত বা গোষ্টিগত মালিকানায় চলিত। পণ্ডিত নেহেরুর সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় গত ১৯৫৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে প্রায় ১৮০টী জীবন বীমা কোম্পানীকে গুটাইয়া লইয়া বীমার কাজটা জাতীয়করণ বা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। সরকার একটি বীমা করপোরেশন—বা ইংরাজীতে লাইফ ইনসিওরেন্স করপোরেশন গঠন করিলেন। তাহাতে একজন চ্যায়ারমেন, সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী, ম্যানেজিং ডিরেক্টার আরও কয়েক জন সদস্য গবর্মেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট হইতে এ বিষয়ে আইন করা হইল। শ্রীদেশমুখ তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন—তিনি আশ্বাস দিলেন যে জনসাধারণের যে সঞ্চয় তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হইবে। জীবন বীমা কোম্পানীগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় ঠিক ভাবে জন স্বার্থে কাজ করিতেছে না। পলিসী হোলডারদের স্বার্থ জাতীয় করণ দ্বারাই সব চেয়ে বেশী সুরক্ষিত থাকিবে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট ইহার মূলধন স্বরূপ ৫ কোটী টাকার বরাদ্দ করেন।

ব্যাপারটা সত্যই বিরাট। বীমা করপোরেশনে বছরে অন্ততঃ ২০০ কোটী টাকার বীমার কাজ হয়। সব টাকাই জনসাধারণের টাকা—সরকার গচ্ছিত রাখিয়া জনসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত করিবেন—ইহাই ব্যবস্থা। এই বীমা করপোরেশনটী সরকারের নিয়ন্ত্রণে হইলেও ইহার ব্যবসায়ের ভিত্তিতে কাজ চালাইবার জন্য আইন গতই কতকগুলি ক্ষমতা দেওয়া হইল। টাকা খাটাইবার—লগ্নী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইলেও কতকগুলি নিয়ম করিয়া দেওয়া হইল যাহাতে জনস্বার্থের বিরোধী কাজ করা চলিবে না।

এই বীমা করপোরেশন ১০ লক্ষ টাকা দৈনিক ইনভেষ্টমেণ্ট করিয়া থাকে অর্থাৎ লগ্নী করে। বর্ত্তমান ব্যবসায় জগতের কলা কৌশল বুঝাইবার স্থান এ নয়; সে এক রিয়াট জটিল ব্যাপার কিন্তু কিছু না বুঝিলেও আবার কৃষ্ণমাচারীর ব্যাপারটা পুরা বোধগম্য হইবে না।

বর্ত্তমান ব্যবসায়—জগতের লেন দেনের মূল ভিত্তিই হইল যাহা দিলাম তাহা হইতে কিছু বেশী পাওয়ার জন্যই দেওয়া। এই লাভের ব্যাপারটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপে আসে। খুচরা দোকানদার আড়ত হইতে চার পয়সা সেরে কিনিয়া দোকানদারকে চার পয়সা সেরে বিক্রি করে। আড়ত দার আবার কোম্পানী হইতে ৩ পয়সা সেরে কিনিয়া দোকানদারকে চার পয়সা সেরে বিক্রি করে। সব জায়গাতেই আমি টাকা খাটাইতেছি এবং খাটাইয়া তাহা হইতে কিছু বেশী আদায় করিতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে যে কোম্পানীগুলি আছে সে গুলি দু রকমের; একরকম প্রাইভেট আর একরকম যৌথ। প্রাইভেট এক জনের টাকাতেও হয় বা দশ জনে মিলিয়া টাকা একত্র করিয়াও হয়—লাভটা তাহারা ভাগ করিয়া লয়। যৌথ কোম্পানীগুলি মূলধন হিসাবে শেয়ার বিক্রি করে। সাধারণ কথায় ধরা যাক একটা যৌথ কোম্পানীর মূলধন এক লক্ষ টাকা—১০ টাকা করিয়া একটি শেয়ারের দাম হইলে ১০০০০ লোকে ১০ টাকা করিয়া দিল, এক লক্ষ টাকা হইল। এই এক লক্ষ টাকায় কাপড়ের কল বা অন্য কোন উৎপাদন মূলক কাজ চলিলে তাহাতে যে লাভ তাহা শেয়ার প্রতি ভাগ হইবে। সাধারণ ব্যাপার হইল এই—ইহার মার প্যাঁচ অনেক আছে তাহার দরকার নাই।

ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যে ধরণের ব্যবস্থা আছে যেখানে লোকে টাকা জমা রাখে—সে টাকা ব্যাঙ্ক হইতে খাটান হয়। তুমি ব্যাঙ্কে ৫০০৲ টাকা জমা রাখিলে তোমাকে ব্যাঙ্ক বছরে শতকরা ২৲ টাকা করিয়া সুদ দিবে—কোথা হইতে দিবে? তোমার গচ্ছিত টাকা কাপড়ের কলওয়ালাকে ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে ধার দিল। তুমি টাকা ব্যাঙ্কে খাটাইয়া শতকরা ২৲ টাকা পাইতেছ—ব্যাঙ্কে তোমার টাকা কাপড়ের কলে খাটাইয়া শতকরা ৫৲ টাকা পাইতেছে, কাপড়ের কলওয়ালা ব্যাঙ্কের টাকা খাটাইয়া শতকরা ৭৲ টাকা লাভ করিতেছে—বর্ত্তমান ব্যবসার জগতে এমনি করিয়াই ব্যবসা চলে।

এই যে কোম্পানীর শেয়ার—এই শেয়ারের ব্যাপারটাই ব্যবসায়, পুঁজি নিয়ন্ত্রণে বর্ত্তমান ব্যবসায় জগতের একটা খুঁটী। কোম্পানীর বেশীর ভাগ শেয়ার যাহার বা যাহাদের হাতে কোম্পানীর মালিকানাই বল বা প্রভুত্বই বল বা বেশী লভ্যাংশই বল তাহার বা তাহাদের হাতে। যে কোম্পানী ভাল চলে ভাল লভ্যাংশ দেয় তাহার শেয়ারের কদর বেশী—লোকে সেই কোম্পানীর শেয়ার খরিদ করিতে চায়। বাজারে—যারা টাকা খাটাইতে চায়, শেয়ার কিনিয়া কোম্পানী দখল করিতে চায় তাহাদের সেই শেয়ারের জন্য দাবী থাকে। কোম্পানীর কাজ ভাল না চলিলে—লভ্যাংশ না দিতে পরিলে সে কোম্পানীর শেয়ারের চাহিদা কম—কদরও কম। যাহারা টাকা খাটাইতে চায় তাহারা তাহা হইতে দূরে থাকে। এই সমস্ত শেয়ার খরিদ বিক্রি করিবার জন্য কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি যায়গায় কেন্দ্র আছে সেগুলিকে শেয়ার মার্কেট বলে। শুধু ইহাই নয়—সোনা রূপার দর, ও আরও বহুবিধ এই গোছের লেন দেন হয়। সোজা কথায় ইহাই হইল ষ্টকএকসচেঞ্জ। এখানে মাল থাকেনা—কেবল কাগজে কলমে চেকে হুণ্ডীতে নগদ টাকায় কোটী কোটী টাকার কারবার চলে—ব্যবসার জগত তথা আখিক জগতকে ইহা বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। সংক্ষেপে সাধারণ ভাবে একটা আভাস দিলাম মাত্র। শেয়ার ষ্টক একসচেঞ্জ, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক কারবার একটা একটা জ্যোতিবিদ্যার মত জটিল।

ইনসিওর কোম্পানীই হোক বা বর্ত্তমানে বীমা করপোরেশনই হোক তুমি যে ইনসিওর করিতেছ এবং দশ বছরে ৮০০৲ টাকা নিয়া তোমাকে হাজার টাকা দিবে বলিতেছে তাহা কোথা হইতে দিবে? তোমার প্রিমিয়াম, করপোরেশন গচ্ছিত করিয়া সেই টাকা খাটাইতেছে। কোথায় খাটাইবার তাহার আইন আছে? ভাল কোম্পানীর লাভজনক শেয়ারে—সরকারী শিল্প ও অন্যান্য কাজে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ও বীমা করপোরেশনও তোমার টাকা খাটায়। তবে এটা যদি একমাত্র তোমার লাভের জন্যই খাটায় বলিবার কিছু নাই কিন্তু তোমার গচ্ছিত টাকা লইয়া যদি মুন্দ্রার ব্যক্তিগত লাভের জন্য বীমা করপোরেশন টাকা খাটায় তবেই ব্যাপারটা তদ্রূপ বলা চলে। এ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে যাহারা তোমার টাকার দায়িত্ব লইয়াছে তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত লাভ ও লোভের স্বার্থে—তাহাদের নিকট গচ্ছিত স্বার্থের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করিতেছে বা করিয়াছে। এইবার বীমা করপোরেশন, অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী, ধনকুবের মুন্দ্রা এবং লোক সভার ব্যাপারটা বলি। এখন হয়তো প্রকৃত ব্যাপারটা খানিকটা বুঝিবার সুবিধা হইবে।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ডাঃ রামসুভগ সিং অর্থমন্ত্রীকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহেন যে—বীমা করপোরেশনের প্রায় ১ কোটী টাকা কাণপুরে হেড অফিস এরূপ কোন লোকের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লগ্নী করা হইয়াছে

কিনা? হইয়া থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানের নাম, মোট টাকা ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে টাকা লগ্নী করিবার কি কারণ বলা হউক। কৃষ্ণমাচারী সোজাসুজি উত্তরে বলেন যে—কাণপুরে হেড কোয়ার্টার এমন কোন একটী ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে এক কোটী টাকা লগ্নী করা হয় নাই। আবার নভেম্বর মাসে এবিষয়ে অর্থমন্ত্রীকে লোক সভায় প্রশ্ন করা হয়—অর্থমন্ত্রী এবার উত্তরে বলেন যে—বীমা করপোরেশন জুন (১৯৫৭) মাসের শেষের দিকে কতকগুলি কোম্পানীর শেয়ার—যে কোম্পানীগুলিতে মুন্দ্রার স্বার্থ আছে—১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকায় খরিদ করিয়াছেন। এই ব্যাপার লইয়া ৩রা ডিসেম্বর লোক সভায় শ্রীত্রিদিব চৌধুরী অর্থমন্ত্রীর কাজের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি জানিতে চাহেন একটী বিশেষ ব্যক্তির সাহায্যের জন্য বীমা করপোরেশন কেন তাহার গণ্ডী অতিক্রম করিতেছেন?

১৬ই ডিসেম্বর ফিরোজ গান্ধী লোক সভায় এবিষয়ে বিতর্ক তোলেন। তিনি তথ্য প্রমাণসহ দেখাইয়া দেন যে—বীমা করপোরেশনে গচ্ছিত জনসাধারণের টাকার মধ্যে প্রায় দেড় কোটী টাকা কিভাবে ধনী ব্যবসায়ী মুন্দ্রার স্বার্থে লাগান হইয়াছে—মুন্দ্রার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৬টী কোম্পানী হইতে বহু এরকম শেয়ার কেনা হইয়াছে যাহাতে করপোরেশনের লোকসানই হইবে—তাহার যোগসাজস তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন। বিরোধী পক্ষেরও বহু সদস্য আরও কিছু তথ্যাদি পরিবেশন করেন। সভায় হট্টগোল পড়িয়া যায়। সেদিন লোক সভায় বড় বড় মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র কৃষ্ণমাচারী ও পাটিল ছাড়া আর কেহ উপস্থিত ছিল না।

কৃষ্ণমাচারী জবাব দিবার সময় খুব একটা জোরের সহিত জবাব দিতে পারেন নাই। তিনি বলেন ভাল শেয়ার কিনিবার নীতি তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন—ইহার বেশী তিনি কিছু জানেন না—তবে তদন্ত করা হইবে।

ইহার পরে বোম্বে হাই কোর্টের বিচারপতি মিঃ চাগলাকে তদন্ত করিতে নিযুক্ত করা হয়। তিনি বোম্বাইতে মাইক লাগাইয়া সাক্ষীদের সেই মাইকের সামনে তাহাদের বক্তব্য বলান। বাহিরে হাজার হাজার লোক দাঁড়াইয়া তাহাদের বক্তব্য শুনিতে থাকে।

রিপোর্টে মিঃ চাগলা অতি নির্ভীকভাবে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অভিমত দেন। তিনি একরূপ স্পষ্ট ভাবেই বলেন যে ব্যবসায়ী মুন্দ্রার সহিত যোগসাজসে অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব শ্রীপাটেল মুন্দ্রাকে আর্থিক বিপদ হইতে বাঁচাইবার জন্য—করপোরেশনের স্বার্থে নয়—দেড় কোটী টাকার শেয়ার খরিদ করিয়াছেন—যাহার মধ্যে বহু টাকার শেয়ার জাল, বাজে ও লোকসানকর। ইহা জানিয়া বুঝিয়াই করা হইয়াছে—এবং অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া ইহা করা হয় নাই। মন্ত্রী হিসাবেও ইহাদের এই কাজের দায়িত্ব তাহার রহিয়াছে। তিনি সরকারী কতকগুলি কাজের কঠোর সমালোচনা করেন।

চাগলার রিপোর্ট বাহির হইবার পর হৈ, হৈ পড়িয়া যায়। অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীকে পদত্যাগ না করিয়া আর উপায় থাকে না। লোকসভায় অবশ্যই কৃষ্ণমাচারী এক বিবৃতিতে দেখান যে—এটা পূর্বপ্রতিশ্রুতি এক দলের ষড় যন্ত্রের ফল, তিনি গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র, তবে তাহার অধীনে কর্মচারীদের কাজ যাহাই হোক না কেন তাঁহার দায়িত্ব মন্ত্রীর আছে—সেইজন্যই তিনি পদত্যাগ করিতেছেন।

লোক সভায় মিঃ চাগলার তদন্তের ফলাফল সমর্থিত ও গৃহীত হয়। পণ্ডিত জহরলাল কৃষ্ণমাচারী ও কর্মচারীদের সুখ্যাতি করেন। পন্থজীও তাহাই বলেন। ইতিমধ্যে কৃষ্ণমাচারী বিদায় লইয়া মাদ্রাজ যান। পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সরকারী বিশেষ এরোপ্লেনে ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রীকে মাদ্রাজ পাঠাইয়া দেন।

মিঃ চাগলার তদন্তের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস মহল খুশী হইতে পারেন নাই। ব্যাপারটা এতদূর গড়াইবে ইহা তাঁহারা পূর্বে কল্পনাই করিতে পারেন নাই—মিঃ চাগলাকে তাহারাই ভার দেন—তাহারা ভাবিয়াছিলেন—যেমন সব তদন্ত হয় তেমনি হইবে। কিন্তু মিঃ চাগলা যে এমন নির্ভীকভাবে সত্য ব্যাপার এই ভাবে বাহির করিবেন এমন দাগা দিবেন তাহা জানিলে এমন কে করিত? এইটাই প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা-

বার্তায়, বক্তৃতাতে নানাভাবে প্রকাশ হইয়াছে। তাহারা এটাকে চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই—স্বখাদ সলিলে পড়িয়াছেন।

ফিরোজ গান্ধীও এটা ভাবেন নাই। সবাই ভাবিয়াছিলেন যে কৃষ্ণমাচারীর অর্থ দপ্তরের বা বীমা কর্পোরেশনের কর্মচারীদের উপর দিয়াই যাইবে। ইহা স্পষ্টভাবেই ফিরোজ গান্ধী ২০শে তারিখে চাগলা রিপোর্ট আলোচনা কালে লোক সভায় প্রকাশ করেন। তিনি আর একটী সরকারী পত্র পেশ করিয়া জানান যে—প্যাটেল অর্থাৎ অর্থ দপ্তরের প্রধান সচিব সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও কৃষ্ণমাচারীকে জানান নাই। বক্তৃতার শেষে একটী উর্দু কবিতা যাহা তিনি উল্লেখ করেন তাহাতেই সবটা পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। এই কবিতাটী তিনি বলেন—

"থাইস থী দিলমেঁ
মগর আঁখ কেঁও তর আয়ী
কাঁইকী চোট অওর
কাঁহা রং লগ গয়ী।

অর্থাৎ—"মনেতে বাসনা ছিল, কিন্তু আঁখি কেন ভরে এল; কোথায় চোট দেওয়া হোল আর কোথায়ই বা এই চোটের রং লাগল।

ব্যাপারটা এতদূর গড়াইবে যে পণ্ডিত নেহেরুর অতি প্রিয় অর্থমন্ত্রীকে মাদ্রাজে ফিরিয়া যাইতে হইবে—তাহা হইলে কি ইহা হইত? কিন্তু ফিরোজ গান্ধী বড় দেরী করিয়া বুঝিলেন—ব্যাপারটা বড় বেশী দূর গড়াইয়া গিয়াছিল আর উপায় ছিল না। এবং যদিও এ সম্বন্ধে অপরাধী কর্মচারীদের সম্বন্ধে আরও তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তবুও ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি যে—এইরূপ তদন্ত ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষ—কংগ্রেস গবর্মেণ্ট এরূপ ভুল আর করিবেন না।

রাজ্যসভায় ২১শে তারিখে চাগলা রিপোর্টের আলোচনা হয়। ডাঃ কুন্রুর চাগলা রিপোর্ট সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর যে বিরূপ মনোভাব—কৃষ্ণমাচারীর প্রতি তাহার অবাঞ্ছনীয় পক্ষপাতিত্ব সে সম্বন্ধে সমালোচনা করেন। লোকসভায় ও রাজ্য সভায় যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছে ডাঃ কুন্রুর আলোচনাই তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

প্রধান মন্ত্রী অকস্মাৎ রাজ্য সভায় আসিয়া কুন্রুর আলোচনার প্রতিবাদ করিয়া তাহাকে ক্ষুদ্রচেতা প্রভৃতি বলিয়া বক্তৃতা দেন। সংবাদ পত্রে সব ব্যাপারের ঠিক প্রকৃত পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করা যায় না। জহরলাল প্রকৃত পক্ষে তাহাকে গালাগালিই করেন।

ভাবিয়াছিলাম আরও সংক্ষেপ করিব। কিন্তু হইল না। ব্যাপারটীর গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। মুন্দ্রারাই বাস্তবিক ভারত শাসন করিতেছে—এক মুন্দ্রা ধরা পড়িয়াছে—বিড়লা তথা তন্তুর ও তৎসম গোষ্ঠীর তদন্ত ও বিচার যদি মিঃ চাগলার মত বিচারক করেন তবে গোটা মন্ত্রীমণ্ডলীকেই পদত্যাগ করা ছাড়া উপায় থাকিবে না। কেন্দ্রীয়ই শুধু নয় অনেক রাজ্য মন্ত্রীমণ্ডলীরও। ইহা বেশী বলা নয়। জিলার ক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে স্তর বিভেদ মাত্র—গুণগত পার্থক্য কিছু নাই।

আমার এই মন্তব্যকে একদেশ দর্শন বলিয়া বাতিল করিলে সত্যকে বাতিল করা হইবে—প্রকৃত ঘটনাটা একটু পরে বলিতেছি—প্রথমে অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী ও বর্ত্তমানে খ্যাতিপ্রাপ্ত মুন্দ্রার পরিচয়টা দিতেছি—অনেকে আগ্রহান্বিত।

কৃষ্ণমাচারী দক্ষিণে একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন। সানলাইট সোপের—লিভার ব্রাদার্স এর কমিশন এজেন্ট রূপে সাবান বিক্রয় করিতেন। স্বর্গতঃ গোপাল স্বামী আয়েঙ্গারের তিনি আত্মীয় ছিলেন—একরকম তাঁহারই সমর্থনে তিনি কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হন। তারপরে নিজের তৈরি। ইহার পুত্রের নামে টি, টি, কৃষ্ণমাচারী কোং বলিয়া একটী কোম্পানী আছে। কৃষ্ণমাচারী শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী থাকিবার সময় হইতেই এই কোম্পানী আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে।

মুন্দ্রাও একটী সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন। দিল্লী হইতে প্রকাশিত 'দিল্লী টাইমস' নামক একটী ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকায় (২৩শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে যে—যে ৬টী কোম্পানীর শেয়ার বীমা কর্পোরেশন খরিদ করিয়াছিল তাহারা সবকটীই বিলাতী কোম্পানী। বৃটিশের ভারত ত্যাগের পরে বিড়লা এই কোম্পানীগুলির

শেয়ার কিনিয়া জেসপ প্রভৃতি বিখ্যাত কোম্পানীগুলিকে হস্তগত করিতে চায়। কিন্তু কোম্পানীগুলি রাজী হয় না কারণ তাহারা বিরলার খপ্পরে পড়িতে চাহে না। মুন্দ্রাকে দিলে তাহাদেরই তাঁবে থাকিবে। মুন্দ্রার একটা শিল্প সাম্রাজ্যের অধিপতি হইবার দুরাকাঙ্খা ছিল। সে শেয়ারগুলি লয়। এই ভাবেই সে শিল্পপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিরলা ঐ কোম্পানীগুলির অংশীদারও হইবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু বিরলাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে না বলিয়া ইংরেজ কোম্পানীগুলি তাহাতেও রাজী হয় না।

ঐ কাগজে লিখিয়াছে যে—প্রকাশ যে, বিরলার এজন্য ক্ষোভ ছিল। তোহারা তকে তকে ছিল। কর্পোরেশনের সহিত মুন্দ্রার যেন দেনের ব্যাপারে চিঠিগুলি তাহাদের হাতে জোগাড় হয়। সেই চিঠিগুলি অবশেষে ফিরোজ গান্ধীকে পাঠান হয়। তার পরের ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে।

* * *

মৌলানা আজাদ অকস্মাৎ মারা গেলেন। ভারতবর্ষে একটী সত্যই ভাল লোক ছিলেন।

আজাদের মৃত্যুতে দিল্লীতে সকলেই ব্যথিত। আজ লোক সভায় তাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া অধিবেশন স্থগিত রাখা হইল।

মৌলানা আজাদের সম্বন্ধে একটি ব্যাপার অনেকে জানেন না। মানভূমের ব্যাপার লইয়া বহুবার তাঁহার সহিত মানভূমের প্রতিনিধিরা দেখা করিয়াছে। তিনি বরাবরই সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কংগ্রেস ক্যাবিনেটের খবর আমরা জানিনা কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে তিনি মানভূমের দাবী সমর্থন করিতেন। তাঁহার স্বর্গত আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল
সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল

গত ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ২৩টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পুরুলিয়ার ১৪টি ওয়ার্ডের ভোট গ্রহণ করা হয়। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টা হইতে টাউন হলে ভোট গণনা সুরু হয় এবং বৈকাল ৪ টার মধ্যে ভোট গণনা শেষ হয়।

ভোট গণনার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল :

১নং ওয়ার্ড (৩ আসন)

১।	ডাঃ মুক্তিপদ চক্রবর্ত্তী(নাগরিক সংঘ)	৫১৯	নির্বাচিত
২।	বাদলচন্দ্র গোস্বামী (কংগ্রেস)	৫১৬	ঐ
৩।	তরু বাউরী (নাগরিক সংঘ)	৪৭২	ঐ
৪।	প্রহ্লাদ বাউরী ঐ	৪৪৬	
৫।	প্রিয়নাথ চ্যাটার্জ্জী (কংগ্রেস)	৩৬৭	
৬।	প্রভাত মুখার্জ্জী (স্বতন্ত্র)	১৯৬	
৭।	শ্রীমন্ত বাউরী (কংগ্রেস)	১৩০	

২নং ওয়ার্ড (১ আসন)

১।	কালী মুখার্জ্জী (স্বতন্ত্র)	১৩১	নির্বাচি
২।	ললিতাকিশোর চ্যাটার্জ্জী (নাঃ সংঘ)	১২২	
৩।	প্রফুল্ল কুমার মুখার্জ্জী (কংগ্রেস)	৯৭	

৩নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১।	ব্রজবিলাস মুখার্জ্জী (কংগ্রেস)	৪৫৩	নির্বাচি
২।	বিমল চৌধুরী (স্বতন্ত্র)	৪৩৪	ঐ
৩।	হরেন হাঁসদা (নাগরিক সংঘ)	২১৬	
৪।	শচীন দাস (স্বতন্ত্র)	২০৯	
৫।	শ্রীমতী রেখা দেবী (নাগরিক সংঘ)	১৬৩	
৬।	সৌরেন বিশ্বাস (কংগ্রেস)	১৩৭	
৭।	নগেন্দ্রনাথ সেন (স্বতন্ত্র)	৯৬	

৪নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১।	কালীকৃষ্ণ রায় (স্বতন্ত্র)	৩৯৮	নির্বাচিত
২।	নন্দলাল সেন ঐ	৩৮৮	ঐ
৩।	মনোজ মজুমদার (কংগ্রেস)	২১২	

৫নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১।	ডাঃ অমরশঙ্কর দে (নাগরিক সংঘ)	৪৪৬	নির্বাচি
২।	কালিপদ দাস (কংগ্রেস)	৪৩৬	ঐ
৩।	বিজয়কৃষ্ণ পাল (স্বতন্ত্র)	৩২৪	
৪।	করিমুদ্দীন খাঁ (নাগরিক সংঘ)	২৮০	
৫।	কমলা প্রসাদ ব্যানার্জ্জী (কংগ্রেস)	১৪৬	

৬নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১।	প্রফুল্ল চৌধুরী (কংগ্রেস)	৬৩১	নির্বাচি
২।	ভক্তিপদ ঘোষ ঐ	৫৯৫	ঐ
৩।	রমেশ চৌধুরী (স্বতন্ত্র)	৩৫০	
৪।	হেনা বাউরী ঐ	২৬৭	

৭নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১।	মহাবীর লোধা (কংগ্রেস)	৩৩৫	নির্বাচিত
২।	প্রফুল্ল দাশগুপ্ত ঐ	৩২৭	ঐ
৩।	মাণিক দাশগুপ্ত (নাগরিক সংঘ)	২৬৭	
৪।	অলক চৌধুরী ঐ	২১৮	

৮নং ওয়ার্ড (৩ আসন)

১।	জয়ন্ত কুমার দাঁ (নাগরিক সংঘ)	৭৩০	(নির্বাচিত)
২।	অমূল্য কর্ম্মকার ঐ	৭২৮	ঐ
৩।	রামকৃষ্ণ সেন ঐ	৬৬৩	ঐ
৪।	কালিপদ ঘোষ (কংগ্রেস)	৩২৫	
৫।	মাহিন্দী দাস ঐ	২৩২	
৬।	বীরেশ্বর মুখার্জী ঐ	২২৬	

৯নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১।	পান্নালাল সাও (কংগ্রেস)	৩১৫	(নির্বাচিত)
২।	সুধীর মজুমদার ঐ	২৯০	ঐ
৩।	পঞ্চানন মুখার্জী (নাগরিক সংঘ)	১৫০	
৪।	ডাঃ কান্তিবিলাস মুখার্জী ঐ	১২৮	

১০নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১।	সৈয়দ আজিমুদ্দীন (কংগ্রেস)	৩২২	(নির্বাচিত)
২।	দয়াভাই প্যাটেল (স্বতন্ত্র)	৩০৭	ঐ
৩।	গঙ্গারাম মাড়োয়ারী (কংগ্রেস)	২৯১	
৪।	লক্ষীকান্ত সেন (স্বতন্ত্র)	২৬৯	
৫।	আব্দুল মজিদ খাঁ (নাগরিক সংঘ)	৫৯	

১৩নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১।	পিনাকী রঞ্জন ব্যানার্জী (স্বতন্ত্র)	৫৩২	(নির্বাচিত)
২।	জ্যোতিশ্ময় অধিকারী ঐ	৪২৬	ঐ
৩।	ভোলানাথ মজুমদার (নাঃ সংঘ)	৩৬০	
৪।	রামনাথ শীল ঐ	৩০৩	

১৪নং ওয়ার্ড (৩ আসন)

১।	নির্মল মুখার্জী (নাগরিক সংঘ)	৫৫৮	(নির্বাচিত)
২।	মথুর বাউরী ঐ	৪৮৭	ঐ
৩।	রামপদ ধীবর (কংগ্রেস)	৪৩৬	ঐ
৪।	বিশ্বনাথ কর্মকার ঐ	৪৩২	
৫।	নিতাই রাজোয়াড় (নাগরিক সংঘ)	৪০৪	
৬।	অশ্বিনী দাঁ (কংগ্রেস)	৩৫৭	

১৫নং অয়ার্ড (২ আনন)

১।	শক্তিপদ গাঙ্গুলী (কংগ্রেস)	৩৫৭	(নির্বাচিত)
২।	সত্যাশ্রয় সরকার (স্বতন্ত্র)	২৮৬	ঐ
৩।	মধুসূদন ধীবর (কংগ্রেস)	২২০	
৪।	বৈদ্যনাথ সরকায় (স্বতন্ত্র)	১৯১	

১৬নং ওয়ার্ড (২ আসন)

১।	করালী বরন সেন (কংগ্রেস)	৩৮৬	(নির্বাচিত)
২।	গণেশচন্দ্র মিত্র ঐ	৩৫১	ঐ
৩।	অমৃত কুমার মিত্র (নাগরিক সংঘ)	১৬৮	
৪।	অনিল চৌধুরী ঐ	১১১	

এই নির্ব্বাচনে সমস্ত প্রার্থীদের মধ্যে সর্ব্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ (৭৩০) এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন আব্দুল মজিদ খাঁ (৫৯)। কোনও প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয় নাই।

এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ১৪টী আসন লাভ করে এবং নাগরিক সংঘ ৮টি আসন পায়। ৮ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীও নির্ব্বাচিত হন। সর্ব্বসাকুল্যে কংগ্রেস প্রার্থীগণ ৮৬৬৪ ভোট, নাগরিক সংঘের প্রার্থীগণ ৮১০৮ ভোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ ৪৭৪১ ভোট পান এবং ১৬৬৬ ভোট নাকচ হয়।

একজন কংগ্রেস প্রার্থী ও একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হন। প্রকাশ, স্বতন্ত্র প্রার্থীটী পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন।

এই নির্ব্বাচনে সহরের ১৪টি ওয়ার্ডে কি পরিমাণ ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ওয়ার্ড	ভোটের সংখ্যা	ভোটারের সংখ্যা	শতকরা
১	১০১৯	১৮৮০	৫৫
২	৩৪২	৬৮০	৫২
৩	৯৪৬	১৭৫০	৫৪
৪	৫৪৬	১১০০	৫০
৫	৯০৩	১৪৫০	৬২
৬	৯৮৬	২০০১	৪৯
৭	৫২২	১১৫০	৪৫
৮	১০২০	২১০০	৫০
৯	৪৪৪	৬৫১	৭০
১০	৭৬৪	১২৫০	৬১
১৩	৮৪৯	১৪৬০	৫৯
১৪	১০১২	১৬১০	৬০
১৫	৫৫৭	৯৫০	৫৮
১৬	৫১৬	৭৮০	৬৬
মোট	১০,৪৩২	১৮,৯১২	৫৫

গড়ে শতকরা ৫৫টি ভোট এই নির্ব্বাচনে প্রদত্ত হয়।

এই নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে কংগ্রেস তথা কংগ্রেস প্রার্থীরা অবাধ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভোট ক্রয়ের জন্য অধিকাংশ ওয়ার্ডেই হাজার হাজার টাকার লেনদেন সুরু

হয় এবং মদের ফোয়ারা বহিতে থাকে। বন্তী বা মুসলমান প্রধান অঞ্চলের ভোটারগণকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া কংগ্রেসকে ভোট দেওয়াইবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের অপচেষ্টার অভিযোগও কোথাও কোথাও শোনা যায়। ভোট প্রাপ্তির মূল্য স্বরূপ হরিমেলা, মনসা মেলা, দুর্গামেলা প্রভৃতি এই নির্বাচনের অনেক প্রার্থী দের পক্ষ হইতে পাইকারী হারে প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

বিধান সভার নির্বাচনের ন্যায় মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনেও প্রার্থীদের পক্ষ হইতে ভোটারদের জন্য কোনও যান বাহনের ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হইলেও বহু প্রার্থী বেপরোয়াভাবে মোটর, ট্যাক্সি, রিক্সা প্রভৃতি যানে ভোটার আনয়ন করিতে থাকেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অতি প্রত্যুষ হইতেই ভোটারদের গাড়ী করিয়া লইয়া যাইয়া একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং সেখানে ভোটারদের ভোজন ও দক্ষিণায় আপ্যায়িত করিয়া এবং তামাতুলসী দ্বারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া ভোট দিতে পাঠান হয়।

ভোট গ্রহণের দিনে দোকানে চাল ডাল বিক্রয়ে ন্যায় ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের নিকটে ব্যালট পেপার ও ভোটের কাগজ ক্রয় বিক্রয়ের বাজার বসিয়া যায় এবং "নিলাম ডাকের" ন্যায় এক একটি ব্যালট পেপারের দর ২৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত দর চড়িয়া যায়।

দু একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের উল্লেখনামূলক পরিস্থিতি ছাড়া সর্ব্বত্রই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়; কিন্তু অবাধ দুর্নীতির প্রশ্রয় এবং টাকা ও মদের ছড়াছড়ি প্রভৃতি কলঙ্কজনক পরিস্থিতি দেখিলে এই নির্বাচনের উপর কোনরূপ গুরুত্ব দেওয়া চলে না।

আইন সভায় প্রদত্ত রাজ্যপালের ভাষণের সমর্থনে কংগ্রেসসদস্য আনীতপ্রস্তাবেরপ্রতিবাদ

লোকসেবকসংঘের আইনসভাসদস্যদের সংশোধনী প্রস্তা

সংঘ সদস্যদের পক্ষে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ কর্ত্তৃক উত্থাপিত

রাজ্যপালের ভাষণে কংগ্রেস কর্ত্তৃক আনীত ধন্যবাদমূলক প্রস্তাবে লোক সেবক সংঘের সদস্যদের পক্ষে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের সংশোধনী প্রস্তাব :—

শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ আনীত মাননীয় গভর্ণরের বক্তৃতার প্রতি ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের শেষে এই কথাগুলি যুক্ত করা হউক—

"কিন্তু আমাদের জন-জীবনের বিষয়ে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আপনার বক্তৃতা হইতে বাদ দেওয়ার জন্য জনসাধারণ তথা আমরা ক্ষুব্ধ এবং দুঃখিত হইয়াছি:—

(১) পুরুলিয়া জেলায় অনাহারে মৃত্যুর যে ঘটনা এই রাজ্যের তথা সমগ্র ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেই ঘটনার প্রতি আন্তরিক মনোযোগ প্রদানে তথা তাহার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত সহায়তা প্রদানে আপনার সরকারের অসামর্থ্য হওয়া;

(২) উক্ত জেলার বঙ্গভুক্তির পর হইতে দীর্ঘ এই এক বৎসরাধিক কালের মধ্যে প্রশাসনিক কাজ স্বাভাবিক পর্য্যায়ে আনিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে না পারা;

(৩) পুরুলিয়া জেলার শাসন ব্যবস্থাকে এখনও পর্য্যন্ত বাংলার শাসন ধারায় সামগ্রিকভাবে রূপান্তরিত না করিয়া কেবলমাত্র জনগণের অসুবিধাজনক ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তন করিয়া সংশ্লিষ্ট জনগণকে বিবিধরূপে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্তকরা;

(৪) বঙ্গভুক্তির পূর্ব্বে অবস্থিত রাজ্যসরকারের দ্বারা যে অবিচার ও অনাচারের ধারাসমূহ উক্ত জেলার জীবনে—শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—সে সমস্তগুলি আজও পর্য্যন্ত আপনার সরকার কর্ত্তৃক বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কায়েম রাখিয়া জেলার জনজীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা;

(৫) দীর্ঘকাল ধরিয়া শাসন-অনাচারে নিগৃহীত, অনুন্নত, দুঃস্থ, পঙ্গু তথা অর্থনৈতিক জীবনে অনুন্নত পুরুলিয়া জেলার দ্রুত উন্নতির লক্ষ্যে অবিলম্বে উপযুক্ত উন্নয়ন কাজের ব্যবস্থাসমূহ করা উচিত ছিল—আপনার রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক তাহার ব্যবস্থায় অসমর্থ হওয়া;

(৬) যে কৃষিকে আপনার সরকার অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র বলিয়া মনে করেন আপনি বলিয়াছেন—সেই কৃষি কাজের বিস্তারেই অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আপনার সরকারের দ্বারা দীর্ঘ এক বৎসরাধিক কালের মধ্যে কিছুই করিতে না পারা। এমন কি এই দীর্ঘকালের মধ্যে কৃষকদিগকে কোন প্রকার উন্নত বীজ দিতেও অসমর্থ হওয়া—এমন ভারতবর্ষের মধ্যে যে জেলা লাক্ষাশিল্পের প্রধানতম কেন্দ্র আমাদের সেই জেলায় গত আশ্বিনে লাক্ষাচাষের সময় লক্ষ লক্ষ চাষী যখন সহস্র সহস্র মণ বীজের অভাবে ঘোরতরভাবে বিপন্ন তখন লাক্ষাবীজ সরবরাহ বিষয়ে আপনার সরকার সম্পূর্ণ অপারগ হইয়া জেলার জনগণের কোটি কোটি টাকার ক্ষতিসাধন করা;

(৭) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ে তথা জন-ব্যবস্থার বিভিন্ন কাজে আমাদের জেলা তথা সমগ্র প্রদেশে যে সকল গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি, অবিচার, দুর্নীতি ও উপযুক্ত পরিচালনার অভাব ঘটিয়াছে, যে বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ঘটিয়াছে তাহার প্রতি সচেতন হইবার দায়িত্ব উপলব্ধি না করা।

(২য় পৃষ্ঠায় পর হইতে)

জনক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হচ্ছে না। জনগণের অসুবিধাজনক বাংলার সেলস্ ট্যাক্স প্রবর্তন করার সুবিধা সরকারের হচ্ছে—কিন্তু বাংলার আইনে—জনগণের সুবিধাজনক কোর্ট ফি আইন—সরকার প্রবর্তন করার সুবিধা বোধ করছেন না।

বঙ্গ-বিহার হস্তান্তর আইন অমান্য করে—কর্ম্মচারীদের অনেকের পাওয়া সুযোগ সুবিধা নষ্ট করার মত ব্যবস্থা করতে সরকারের সমক্ষের অভাব হচ্ছে না অথচ স্থানকার কর্ম্মচারীদের 'পে স্কেল' বাংলার পর্য্যায়ে করার সুবিধা সরকারের হচ্ছে না। বাংলা সরকারের দৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত ব'লেই—কর্ম্মচারীদের বর্তমান পে স্কেল করা হয়েছে। বাংলায় আগত পুরুলিয়ার কর্ম্মচারীরাও—কর্ম্মচারী এবং মানুষ তাহলে এই ন্যায় সঙ্গত অধিকার থেকে তাদের একদিনের জন্যও বঞ্চিত রাখা খুবই অন্যায় হচ্ছে।

বিহারের ধারায় গঠিত পুরুলিয়ার শিক্ষা জীবনের পরিবেশে—হঠাৎ পরিবর্তন আনা অবাঞ্ছিত। তা সত্ত্বেও যুক্তিসঙ্গত কারণে বহু ক্ষেত্রে নিষেধ করা সত্ত্বেও, শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে বাংলার আইন জারী করা হচ্ছে—কিন্তু দরিদ্র শিক্ষকদের সুবিধার লক্ষ্যে বাংলার পে স্কেল তাঁদেরও দেওয়া হচ্ছে না—এইজন্য যে বাংলার আইন করার অসুবিধা আছে।

বাংলার অসুবিধাজনক জামিন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সময় সরকারের হচ্ছে—কিন্তু বাংলার সুবিধাজনক রেজিষ্ট্রেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করার সময় সরকারের হচ্ছে না।

এমন কি চাকুরী ক্ষেত্রে বাইরে থেকে লোক নিয়োগ করে—জেলার ছেলেদের অধিকার ও ভবিষ্যত নষ্ট করার সময় সরকারের হচ্ছে—অথচ জেলার বিভিন্ন বিভাগের উদ্বৃত্ত কর্ম্মচারীদের বিহার আইনে গৃহীত পুরাতন কর্মচারী বলে গণ্য করা হচ্ছে না—বাংলার আইনের অজুহাতে নূতন চাকুরীয়া বলে তাদের গণ্য করা হচ্ছে।

সময়, সুযোগ, জটিলতা প্রভৃতির এ সমস্ত প্রশ্ন মিথ্যা অজুহাত মাত্র। এ শুধু জন-পীড়ন ও শোষণের মনোভাবেরই পরিচায়ক হচ্ছে। এই নবাগত জেলার প্রতি সর্ব্বাঙ্গীন আইন ব্যবস্থার যে গুরু দায়িত্ব সরকারের ছিল—সেই দায়িত্ব সরকার পালন করেন নি—তার প্রতি মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা রাজ্যপালের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য ছিল। দুঃখের বিষয় কিন্তু তিনি তা করেননি।

(২৪।২।৫৮)

শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র সহিসের বক্তৃতা—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মাননীয়া গভর্ণরের ভাষণে পুরুলিয়ার হরিজনদের কথা না থাকায় আমরা দুঃখিত।

সমস্ত বাংলার হরিজনদের চেয়ে পুরুলিয়া জেলার হরিজনদের অবস্থা খুবই খারাপ—আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষার দৃষ্টিতে। তথাপি রাজ্য সরকার পুরুলিয়ার হরিজনদের বিষয়ে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাই। ফলে হরিজনরা অশেষ দুঃখকষ্ট পাচ্ছে।

সেজন্য আমরা আশা করেছিলাম যে, বাংলার মধ্যে যে সম্প্রদায় সবচেয়ে দুর্গত—তার বিষয়ে রাজ্যপাল আলোচনা করে তাঁর সরকারকে নির্দ্দেশ দিবেন—ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু তা তিনি করেন নাই। এবিষয়ে আমরা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তাঁরা বলেন—সমগ্র রাজ্যের হরিজনদের জন্য যে ব্যবস্থা হচ্ছে—তার চেয়ে বিশেষ ব্যবস্থা পুরুলিয়ার হরিজনদের জন্য সম্ভব নয়। কারণ সরকার বলছেন—সেটা গণতন্ত্র বিরোধী হবে। আমার বক্তব্য এই যে, সমস্ত ভারতের সকল লোকের অধিকার ও সুযোগসুবিধা সমান। তা সত্ত্বেও এই গণতন্ত্রের অধীনেই ভারতে হরিজন আদিবাসীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। তা যদি গণতন্ত্রে সম্ভব তবে—এই রাজ্যের হরিজনদের মধ্যে পুরুলিয়ার (মানভূমের) হরিজনদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা কেন সম্ভব নয়।

ভারতে হরিজন আদিবাসীকে বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে—তাদের অনুন্নত অবস্থার পূরণ করার জন্য। তা যদি গণতন্ত্র সম্মত হয় তবে পুরুলিয়ার বিপন্ন দুর্গত হরিজনদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দোষ কোথায়? পুরুলিয়ার হরিজনেরা রাজ্যের অন্যান্য জেলার হরিজনদের চেয়েও কেন অনেক বেশী দুর্গত এখন তার কথাই বলি। বাংলার অন্যান্য জায়গায় যে সংখ্যক শিক্ষিতের হার পুরুলিয়ায় তা নেই। বাংলার অন্যান্য জায়গায় যে উচ্চ

শিক্ষিতের হার তা পুরুলিয়ায় নেই। ধনী হরিজন বলতে পুরুলিয়ায় প্রায় নেই। দুবেলা পেট ভরে খায়—পুরুলিয়ায় এমন হরিজন পাওয়া দুষ্কর। বাংলার অন্যান্য স্থানে হরিজনদের গড়পড়তা অবস্থা এমন শোচনীয় নয় বলে মনে করি।

সেজন্য পুরুলিয়ার হরিজনদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দাবী কিছু অযৌক্তিক নয়। বাংলায় আদিবাসীদের ভূমি সংরক্ষণ ও শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। হরিজনদের তা দেওয়া হয়নি।

পুরুলিয়ার হরিজনদের এই সুযোগ তো অবশ্যই দেওয়া দরকার—কারণ পুরুলিয়ার হরিজনদের অবস্থা আদিবাসীদের চেয়েও হয়তো শোচনীয়। আমরা মনে করি সমস্ত বাংলার জন্য হরিজনদের এই সুযোগ সুবিধা দরকার। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে এ সকল কথা বলেননি। সেজন্য আমি শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করি। (২৫।২।৫৮)

শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর মাহাতর বক্তৃতা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ শাসনে সমগ্র ভারতবর্ষ অনুন্নত-দরিদ্র অবনত হয়েছিল বলে আজ নানা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে। দেশের এই সাধারণ অবস্থার সঙ্গে পুরুলিয়া জেলার লোক দীর্ঘকাল ধরে এক অবাঞ্ছিত শাসনে প্রাদেশিক বিরূপতার মধ্যে আরো শোষিত, নিগৃহীত, অবনত হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম বঙ্গভুক্তির পর উপযুক্ত প্রচেষ্টা হবে পুরুলিয়ার এই অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য।

কিন্তু তার লক্ষ্যে আদৌ কিছু হল না এবং মাননীয় রাজ্যপাল এই ত্রুটির কথা উল্লেখ করে কাজের নির্দেশ দেন নি তজ্জন্য আমরা দুঃখিত।

পঞ্চবার্ষিকী

ভারতবর্ষের জনগণের সর্ব্ববিধ অবনতির পরিবর্তনের মূল ও স্থায়ী উপায় স্বরূপ—বলা হচ্ছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। সরকারের দৃষ্টি জনগণের জন্যে এর সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

কিন্তু আমাদের জেলায় পঞ্চবার্ষিকীর সাত বৎসর বিফলেই চলে গেল। বিহার সরকারের অধীনে ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাঁধ কূপায় জলের স্রোত বয়ে যায় নি। জাতীয় অর্থ—জনগণের দুঃখের অর্থ জলের স্রোতের মতন বয়ে গেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীরও ভাগ্য ১ বৎসর বিহার সরকারের হাতে ঐ ভাবেই উদ্‌যাপিত হয়েছে।

আমরা আশা করেছিলুম—দুইটি পঞ্চবার্ষিকীর দশ বৎসরের মধ্যে ৬ বৎসর বিহার সরকারের হাতে বিফল হয়ে যাওয়ায়—বাংলা সরকার এই দশ বৎসরের কাজ ৪ বৎসরে উদ্‌যাপনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু ক্ষতি পূরণ সহ বিরাট কাজের ব্যবস্থা দূরে থাক—বাংলা সরকার—তাঁর কাজের গত ১ বৎসর পাঁচ কল্পনার স্বাভাবিক কাজও কিছুই করেন নি। যা করেছেন—নাম মাত্র—দেখাবার মত মাত্র।

জেলায় পঞ্চবার্ষিকীর রূপ

গত এক বৎসরে কৃষি উন্নতির আদৌ কিছু হয় নি। শিল্প কাজের কোনো কিছুরই প্রসার হয় নি—ছোট বড় শিল্প। অতি প্রয়োজনীয় সেচের ব্যাপারে যা হয়েছে নাম মাত্র এবং তারও বহু অর্থ অপ্রয়োজনের জায়গায় লাগে নি। মানভূমে লাক্ষা শিল্প এক বিশেষ শিল্প—তা নিয়ে কার্য্যকরী কিছুই করা হয় নি। অতি প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাটের বিশেষ কিছুই হয় নি। ২৫।২।৫৮

—•—

নোটিশ

আমি ও আমার স্বপত্নী শ্রীমত্যা পুষ্পশোভা দেব্যা গত ১২।৪।৩৭ তারিখে সাঁতুড়ি থানার অন্তর্গত কোটালডি নিবাসী শ্রীফকিরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে একটী আমমোক্তার নামাযুক্ত দলিল সম্পাদন ও রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছিলাম। আমি গত ১।৩।৫৮ তারিখে রেজেষ্টারী দলিল মূলে উক্ত আমমোক্তার নামা রহিত বা ক্যানসেল করিয়াছি তিনি আমার পক্ষে আর কোন প্রকার কার্য্য করিতে পারিবেন না এবং করিলেও আমি কোনরূপ বাধ্য হইব না। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিলাম।

শ্রীমত্যা ননীবালা দেব্যা
স্বামী ৺দক্ষিণা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য
গ্রাম কোটালডি
পোষ্ট মুরাডি
জেলা পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

৺গুরুদাস নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে ফাল্গুন ১৩৬৪, ১০ই মার্চ ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশান (কেন্দ্রীয়) নিয়মাবলী, ১৯৫৬ এর ৮নং ধারা অনুসারে "মুক্তি" পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বিবরণ :—

ফরম—৪

১। প্রকাশের স্থান— পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
২। প্রকাশের সময়—সাপ্তাহিক (সোমবার)
৩। মুদ্রাকরের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—এন, সি, দাশগুপ্ত রোড, নামোপাড়া পুরুলিয়া
৪। প্রকাশকের নাম—রামচন্দ্র অধিকারী
জাতীয়তা - ভারতীয়
ঠিকানা—এন, সি, দাশগুপ্ত রোড, নামোপাড়া পুরুলিয়া
৫। সম্পাদকের নাম—বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত
জাতীয়তা—ভারতীয়
ঠিকানা—শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া
৬। সংবাদপত্রের মালিকের নাম—অতুলচন্দ্র ঘোষ
ঠিকানা প্রভৃতি—শিল্পাশ্রম, পুরুলিয়া

আমি রামচন্দ্র অধিকারী ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

২৮।২।৫৮

স্বাঃ রামচন্দ্র অধিকারী
প্রকাশক, মুক্তি

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

বলরামপুর হইতে শ্রী হংসেশ্বর নন্দী অভিযোগ করিতেছেন ঃ—মানভূম জেলার ১৬টী থানা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্তির পর পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ মিডল ও প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রাপ্য বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রথম হইতেই বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে শিক্ষকগণ বিহারে থাকা কালীন বেতনের হার অপেক্ষা কম বেতন পাইতেছেন অথচ তাঁহাদিগকে বাংলার হার অনুসারেও বেতন দেওয়া হইতেছে না। ইহাতে পুরুলিয়া জেলার শিক্ষকগণের মধ্যে বিশেষ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে।

পুরুলিয়া থানার চাঁচড়া গ্রামের শ্রীমতি বিবসনা দেব্যা লিখিতেছেন ঃ—আমার স্বামী জীবিত অবস্থায় অভাবে পড়িয়া বিহার সরকার বাহাদুরের নিকট ৫০০৲ টাকা লোন লইয়াছিলেন। আমি বিধবা, বৃদ্ধা বহুকষ্টে কিছু ধান বিক্রয় করিয়া ২৫০৲ টাকা পরিশোধ করিয়াছি। বর্ত্তমানে অনাবৃষ্টির জন্য, ধান্য কম পাওয়া, বহু কষ্টে নাবালক ৫টা সন্তানের পড়ার খরচ চালাইয়া, দিন অতিবাহিত করিতেছি। বর্ত্তমানে একবৎসরের জন্য লোনের টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম। বীজ ধান ও চাষ খরচ অভাবে চাষ যে কি করিয়া করিব চিন্তিত আছি।

অতএব পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা যে একবৎসর সময় দিবার আদেশ প্রদানে মর্জ্জি হয়।

বান্দোয়ান থানার জীতান গ্রামের শ্রীভক্তহরি মাহাত জানাইতেছেন ঃ—গত ১৪৮ মাঘ মঙ্গলবার রাত্রিতে মৌজারী টোলা মৌরাংটাড় নিবাসী শ্রীমান লেলু মাহাতর এক জোড়া হালের বলদ চোরে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। থানায় ডাইরী দেওয়া হইয়াছে।

গরুগুলির বিবরণ ১টী সাওলা অর্থাৎ সাদা, ১টী কুইচ বয়স একটি চারি দাঁত ১টী দুই দাঁত, সাদাটির লেজের চুল কাল, কুইচাটির পায়ে সাদা ফোঁটা আছে—খুরীর উপর শিংগুলি তিন চার ইঞ্চি মাত্র হইয়াছে।

কৃপা করিয়া যদি গ্রামের, লোক খরিদ করিয়াছেন বা সন্ধান পাইয়া থাকেন তবে উপরোক্ত ঠিকানায় সংবাদ দিলে খরিদের টাকা ফেরৎ বা উচিৎমত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলিপ্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

চুন

বাড়ী ঘর ডৈয়ারীর জন্য এবং চুনকামের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর "১নং ঘুসিক" চুন সুলভে পাইতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীখাঁদু বাউরী

চাটানিপাড়া পুরুলিয়া

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরুষ প্রদত্ত— অতএব বেদের ন্যায় সত্য অদ্বিতীয় শক্তিশালী ও জগতে দুর্লভ। সর্ব্বরোগ আরোগ্য, গ্রহশান্তিতে, বিপদ মুক্তিতে, শত্রু পরাজয়ে দুর্ভাগ্য নিবারণে অসীম শক্তি সম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ গৃহীর অমূল্যসম্পদ। সংশয়কারীকে গ্যারান্টি দেওয়া যায়। কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

ডি, এন, সেন, এম, ও, বি, এল

শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান

পোঃ দেওঘর, সাঁওতালপরগণা

বিহার

মুক্তি

২৬শে ফাল্গুন, সোমবার

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

মৌলানা আজাদের মৃত্যুতে দেশ একজন সত্যকারের সৎ ব্যক্তিকে হারাইল। সংস্কৃতিবান পুরুষ বলিতে প্রকৃত অর্থে যাহা বুঝায় মৌলানা আজাদ তাহাই ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল যেরূপ সুগভীর, তাঁহার সহনশীলতাও ছিল সেরূপ অনুকরণীয়।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের একনিষ্ঠ সাধক মৌলানা আজাদ তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের শেষ পর্য্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। কংগ্রেসী রাজনীতির দুষ্ট চক্রের দ্বারা সর্ব্বদা বেষ্টিত থাকিলেও তিনি কংগ্রেসী দুর্নীতির নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি নিজেকে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্দ্ধে রাখিতেন। সেই জন্যই মানভূমে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের দৌরাত্ম্যে অনুষ্ঠিত অবাধ দুর্নীতি ও উপদ্রবের অভিযোগ তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি ধৈর্য্য ও সহানুভূতির সহিত শুনিয়া ন্যায় বিচারের আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে, মৌলানা আজাদের ন্যায় ব্যক্তি দুর্লভ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিহারের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কংগ্রেস বিরোধী কার্য্যকলাপের বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে রাজস্থানের ভূতপূর্ব্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজয়নারায়ণ ব্যাস নিযুক্ত হন। তদন্তের ফলে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি অভিযোগের গুরুত্ব এবং অভিযুক্তের পদের মর্য্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শাস্তি বিধানের সুপারিশ করিয়াছেন। শ্রীব্যাসের তদন্ত রিপোর্টে অভিযুক্তদের তালিকার মধ্যে শ্রীজগজীবন রামের নামও আছে। গত সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁহার নিজ জেলা সাহাবাদে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীরামের বিরুদ্ধে ইহাই অন্যতম অভিযোগ। শ্রীজগজীবন রাম কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী। সুতরাং একেবারে "শিরে সর্পাঘাত" হওয়ায় শ্রীব্যাস "তাগা বাঁধিবার" স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া যথাকর্ত্তব্যের ভার কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। গত অক্টোবর মাসে শ্রীব্যাস তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করেন—কিন্তু এই চারি পাঁচ মাসের মধ্যে কোনও শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা শোনা যায় নাই। হয়ত বা "ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড়" করিবার অপ্রিয় কার্য্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হাত দিতে চান না।

কংগ্রেসী সত্যভাষণের স্বরূপ সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এক "প্রেস নোটে" উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। পুরুলিয়ার পৌরসভার নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষণা প্রসঙ্গে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত এক কংগ্রেসী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে "লোক সেবক সঙ্ঘ, সি, পি, আই; পি, এস, পি, প্রভৃতি দলের সমন্বয়ে গঠিত নাগরিক সমিতির প্রার্থীদের পরাজিত করিয়া কংগ্রেস ১৬টি আসন দখল করিয়াছে।" নাগরিক সমিতি তথা সঙ্ঘ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত কিনা তাহা সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষগণই বলিতে পারিবেন কিন্তু কংগ্রেসী জয় জাহির করিবার উল্লাসে নাগরিক সঙ্ঘের সহিত লোক সেবক সঙ্ঘকে যুক্ত করিবার অপচেষ্টা কেবল কংগ্রেসী উর্ব্বর মস্তিষ্কের উদ্ভট পরিকল্পনা মাত্র।

সহরে বসন্ত রোগের প্রকোপ বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েকটি মহল্লায় বসন্ত রোগীর বস্ত্রাদি বুচাবাঁধ, বেকার বাঁধ, সরকার বাঁধ প্রভৃতি পুষ্করিণীতে ধৌত করা হইতেছে; ফলে রোগের বিস্তৃতি ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এই অভ্যাস বন্ধ করায় রোগাক্রান্ত পরিবারের আত্মীয় স্বজনেরও যেমন দায়িত্ব রহিয়াছে; তেমনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে।

বিহার-আগত সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিনিষ্টেরিয়াল অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশনের পুরুলিয়া জিলা শাখার স্মারকলিপি

১৯৫৬ সালের বিহার-পশ্চিম বঙ্গ ভূমি হস্তান্তর আইনের বলে ১।১১।৫৬ তারিখ হইতে পুরুলিয়া জিলার সৃষ্টি হইল এবং ইহা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চদশ জিলা হইল।

স্থিতাবস্থাকালে (Status quo) **চাকুরীর নিয়ম সর্ত্তাদি**

বিহার-পশ্চিম বঙ্গ ভূমি হস্তান্তর আইনের ৪১ ধারা অনুসারে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে যে বিহার-আগত (Ex-Bihar) কর্ম্মচারীদের ক্ষতি বা অসুবিধা হইতে পারে এমন কোনভাবে চাকুরীর সর্ত্তাদি পরিবর্ত্তন করা চলিবে না। সেই অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তর (Finance Department) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (final allotment) সাপেক্ষে স্থিতাবস্থা রক্ষা-কল্পে ১২।১১।৫৬ তারিখের 4275F নং সার্কুলারযোগে জানান যে হস্তান্তর আইনের ৩২, ৪১ ও ৪২ ধারা অনুযায়ী বিহারের সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত তারিখের পূর্ব্বে বিহার-আগত কর্ম্মচারীরা যে যে পদে বহাল ছিলেন তাঁহারা অনুরূপ পদেই বহাল থাকিয়া একই প্রকার বেতন, ভাতা, প্রভৃতি পাইবেন এবং ইহার কোনওপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করা চলিবে না।

সার্কুলারের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন

হস্তান্তর আইনের ধারা-সমূহ বলবৎ থাকিলেও এবং অর্থ দপ্তরের এই সুস্পষ্ট সার্কুলার সত্ত্বেও বিহার আগত কর্ম্মচারীদের স্বার্থের হানি ঘটাইয়া বহু অসুবিধাজনক পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে।

আশু সহায়তাদান

এই জেলার শোচনীয় আর্থিক অবস্থায় বিহার আগত স্বল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীরা নিজেদের এবং নিজ পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করা অতীব কষ্টসাধ্য বোধ করিতেছে। এই অবস্থায় সরকারের পক্ষে সহানুভূতির সহিত দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন।

এই জেলায় দ্রব্যমূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে তাহাতে এ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছে যে বিহার আগত কর্মচারীদের জন্য গত ১।১১।৫৬ তারিখ হইতে পশ্চিমবঙ্গের স্কেল অনুযায়ী মাগগীভাতা ও ক্যাশ এলাওয়েন্স মঞ্জুর করা হউক।

আমাদের আবেদন

১। বিহার-আগত কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণ করার জন্য গত চৌদ্দ মাস ধরিয়া যে দুর্ভোগ ইহাদের ভুগিতে হইয়াছে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। ইহাদের একদিকে যেমন বিহারের স্কেল অনুযায়ী বেতন ও ভাতায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে অন্যদিকে বিহার ও বাংলা উভয় রাজ্যের যাবতীয় অসুবিধার অংশভাগী হইতে এবং যাবতীয় সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

২। বিহার সরকারের পত্র হইতে জানা যায় যে ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে হস্তান্তর সম্পর্কিত এবং কর্ম্মচারীদের আদান প্রদানের বিষয় লইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত পরামর্শ ও আলোচনা চলিতেছিল। সুতরাং বিহার আগত কর্ম্মচারীদের চূড়ান্ত অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে এই অহেতুক ও অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণ বুঝিতে পারা যায় না।

৩। এই বিলম্বের ফলে একদিকে যেমন তাহাদের মানসিক অশান্তিতে কাল কাটাইতে হইতেছে—অন্যদিকে বিহার আগত ও পশ্চিম বঙ্গের সহকর্মীদের ভিতর এক কৃত্রিম ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া উভয়ের মধ্যে এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতেছে এবং শাসন ব্যবস্থার পক্ষে তাহা ক্ষতিকারক হইতেছে।

বিহার আগত কর্মচারীদের এবপ্রকার অসুবিধা ও দুর্দ্দশার কথা বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবিলম্বে গ্রহণ করিতে বিশেষ আবেদন জানাইতেছে :—

১। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের যথাযোগ্য পদে বহাল করিয়া পশ্চিমবঙ্গের তদনুরূপ স্কেল অনুযায়ী বেতন এবং ভাতা নির্দ্ধারণ।

২। বিহার আগত কর্মচারীদের সম্পর্কে (১) সুপারিশকে গত ১।১১।৫৬ তারিখ হইতে বলবৎ করা।

৩। বিহার আগত কর্মচারীদের মাগগীভাতা ও ক্যাশ এলাওয়েন্স সরকারী-সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গের স্কেল অনুযায়ী গত ১।১১।৫৬ তারিখ হইতে প্রদান করা।

৪। বিহারের অধীনে আগত কর্মচারীর মধ্যে যাহারা বিহারে কার্য্য করার অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয়টী দ্বিতীয় বার পুনর্বিবেচনার সুযোগ প্রদান।

৫। যে সকল কর্মচারী পশ্চিমবঙ্গে কার্য্য করিবার অভিমত প্রদান করিয়াও এখনও পর্যন্ত বিহারে রহিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা।

৬। অন্যান্য যাবতীয় অভিযোগ দূরীকরণের ব্যবস্থা।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশন

পুরুলিয়া জেলার সমস্যা উত্থাপন ও আলোচনা

শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দেবীর বক্তৃতা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সামনে যে বাজেট এনেছেন—তাতে নানা পরিসংখ্যান তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন—কি ভাবে রাজ্যের **জীবন যাত্রার মান** বেড়েছে—কি ভাবে **খাদ্যশস্য** বেড়েছে—কি ভাবে **সুখ সমৃদ্ধি** বেড়েছে। এই পরিসংখ্যান তথ্যের ওপরই আমাদের বিশ্বাস হারিয়ে গেছে।

সরকারী তথ্যের মূল্য—

বঙ্গ-বিহার প্রশ্নের বিবাদের মধ্যে আমরা দেখেছি—সরকারী তথ্য কত ভিত্তিহীন হতে পারে। ব্রিটিশ আমলেও উন্নতির হিসাব অঙ্কের বাঁধুনীতে দেখানো হত। আজও তেমনি হচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি—**—জনসাধারণের দারিদ্র্য** বাড়ছে ; **— অনাহার** ক্রমশঃ বাড়ছে ; **—জিনিষপত্রের মূল্য** নিত্যই বাড়ছে ; **খাদ্য দ্রব্যের** অনটনও দিনের পর দিন বাড়ছে।

বাজেটের আর এক দিক

একদিকে অর্থ খরচ করেও যেমন দেশের সম্পদ বাড়ছে না কল্যাণকর কাজ অগ্রসর হচ্ছে না। অন্যদিকে আবার এই সব কাজ চালাবার জন্য ভরসা করে যে শাসন যন্ত্রকে চালু রাখবার খরচ দেওয়া হচ্ছে। সেই শাসন যন্ত্রই বিকৃত হয়ে দেশের কষ্ট আরো বাড়াচ্ছে। দু দিক দিয়েই এই বাজেট বরবাদের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঋণ সর্ব্বস্ব বাজেট

আয়ের দিক থেকে বাজেট এখন ঋণ সর্ব্বস্ব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা জাতির গৌরব নয়। ভিক্ষাই এখন তিন কোটী মানুষের শাসন জীবনের মূল্যবান বাজেটের আশ্রয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থের জন্য ঋণের অঙ্কই বাড়ছে। খাদ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরবরাহের ওপর আজ আমরা নির্ভরশীল। এর থেকে ক্রমবর্দ্ধমান মুক্তির পথে কোনো পথ নির্দ্দেশ অর্থমন্ত্রী করতে পারেন নি।

জনগণের ওপর শোষণ

লোকের দুঃখ দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ যেমন বাড়ছে—তার নিরাকরণের নামে আবার ক্রমবর্দ্ধমান শোষণরূপ কর ব্যবস্থা প্রয়োগ করে দুঃখ নিরাকরণের অভিনয় হচ্ছে। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রমশক্তি—উদ্যোগ শক্তিকে—তাদের স্বাবলম্বন শক্তিকে—নিয়োগ করার ব্যবস্থাই জাতির আসল সম্পদ। সেই শক্তির উৎসকে উৎসারিত করার কোনো কর্ম্মপন্থা অর্থমন্ত্রীর পরিকল্পনায় নেই।

উন্নতির কথা দূরে থাক—যা হচ্ছে তাতেও বরবাদ

আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থাপনায় উন্নতির লক্ষণ তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু, যা ব্যয় করা হচ্ছে তাও বহুলাংশে বরবাদ হচ্ছে। আমাদের জেলার জীবন থেকেই তা উপলব্ধি করছি। যে জেলা সমগ্র রাজ্যের মধ্যে অনুন্নত, দীর্ঘকাল ধরে অত্যাচারিত এবং শোষিত হয়ে রয়েছে—সেই জেলার প্রতি নূতন দায়িত্ব নিয়ে সরকার যে আচরণ করলেন—তার ভেতর দিয়েই সমগ্র রাজ্যের জন্য সরকারী কর্ম্মধারা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।

জেলায় বরবাদের রূপ

আপনারাও বলেন—কৃষি অর্থনীতির প্রাণ কেন্দ্র। কিন্তু আপনাদের জেলার গত এক বছরে কৃষির জন্য কোনো কিছুই করা হয় নি।

অনাহার

অনাবৃষ্টির ফলে এই রাজ্যে ভয়াবহ অনটন হয়েছে। সরকারী অব্যবস্থা ঔদাসীন্যের ফলে অবস্থা আয়ত্বের বাইরে যাচ্ছে। আমাদের জেলায় অনাহারে মৃত্যুর মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও সরকারী অর্থ নিষ্ক্রিয় রয়েছে। জেলার ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি অনাবৃত রয়েছে।

শাসন ও বিচার

শাসন যন্ত্র চালাতে বহু টাকা ধার্য্য আছে কিন্তু আমাদের জেলায় শাসন যন্ত্রের অতি-প্রাথমিক ব্যবস্থাই আজও গড়ে উঠল না। শাসন যন্ত্রের নামে সরকারী টাকায় জেলার সমাজ-বিরোধীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পোষণ করা হচ্ছে। বিচার বিভাগও আমাদের জেলায় ঐ অবস্থায় আছে—স্বাভাবিক গতিতে কাজ চলার অভাবে লোকে নিদারুণ দুর্গতি ভোগ করছে; বিচার বিভাগে বিচারক হিসাবে জেলার এমন সমাজ-বিরোধী লোক নিযুক্ত হয়েছে যার কারণে বিচার বিভাগের ওপর লোকের আস্থা নষ্ট হয়েছে।

শিল্প

শিল্প-উন্নয়ন প্রভৃতির নামে বহু টাকা ধার্য্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের জেলার যে কুটির শিল্প জেলাকে বিশেষ ভরসা দিতে পারে—সেগুলির উন্নতি আজও হোল না। যেমন,লাক্ষা, লৌহ, তসর, বাসন, পাথর ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্প। জেলায় খনিজ সম্পদ বহু আছে তার প্রতিও মনোযোগের লক্ষণ আমরা দেখতে পাই নি। জেলায় কয়েকটি বিশেষ বৃহৎ শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই লক্ষ্যেও চেষ্টা নেই। বিদ্যুৎ সরবরাহের যে ব্যবস্থা সহজ তারও চেষ্টা নেই। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলতে পারি ঝালদার কথা। সহজে বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। লাক্ষা ও লৌহের প্রভূত উন্নতি হতে পারে। (২৬।২।৫৮)

শ্রীচৈতন মাঝির বক্তৃতা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কাছে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন—সেই বাজেট আজ দেশের জনগণের বাজেট হয়নি। শাসন তন্ত্রের দ্বারা অন্যায় শোষণ ও উপদ্রবকে চালাবার জন্যই আজ এই বাজেট অনুমোদন করতে হবে। কারণ আমরা তো দেখছি—গরীব জনগণের যে টাকা সরকারের হাতে আমরা দিচ্ছি—তা কেবল দেশের বরবাদ বাড়াবার জন্যেই দেওয়া হচ্ছে।

জঙ্গল

বনবিভাগের জন্য টাকা চাইছেন। কিন্তু আপনারা আমাদের পুরুলিয়া জেলায় দেখুন—সরকারী ব্যবস্থায় রেখে জঙ্গল ক্রমশঃই বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। পুরুলিয়া জেলায় এই জঙ্গল আদিবাসীদের এক মস্তবড় ভরসা।

আদিবাসীরা চিরকাল এই জঙ্গলের কাঠ পাতা ফল মূলের দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করত। আজ সমস্ত পুরুলিয়া জেলায় এই জঙ্গল উজাড় হয়ে গেছে। আমার অঞ্চলে যে রাকাব জঙ্গলে বাঘ বাস করত—আজ মশা বাস করার মতও ঝোপ নেই।

জঙ্গলের এই দুরবস্থা হয়েছে—সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্যই। তারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে জঙ্গল বরবাদ করেছে। আমরা এর শত শত প্রমাণ দিতে তৈরী আছি। এর ওপর আবার সরকারী অব্যবস্থায় লোক কাঠ পাতা পাচ্ছে না। এই রকম জঙ্গল ব্যবস্থার জন্যই সরকার আবার টাকা চাইছেন।

রাস্তা ঘাট

সরকার রাস্তা ঘাটের জন্য টাকা চাইছেন। আমাদের জেলায় কতকগুলি থানায় সারাবছর যাতায়াতের রাস্তাই থাকে না। যেমন বাগমুণ্ডি, আড়ষা, জামতোড়িয়া ইত্যাদি। এই নিতান্ত জরুরী রাস্তার জন্য সরকার কোনো ব্যবস্থা এপর্য্যন্ত করেন নি। সরকারের হাতে টাকা দেওয়া হয়েছিল—তবু এত জরুরী রাস্তা সরকার করতে পারেন নি।

পল্লী শিল্প

মানভূম অনুর্ব্বর জায়গা। চাষ ভাল হয় না। সেজন্য কৃষির উন্নতির সঙ্গে শিল্পের উন্নতি করা বিশেষ দরকার। অথচ পুরুলিয়ার কুটির শিল্পের কোনো উন্নতি করা হল না। কাপাস চাষের জন্য পুরুলিয়ার মাটি উপযুক্ত। এসবের কোনো ব্যবস্থা হয়নি। সেজন্য আমি সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করছি। (২৬।২।৫৮)

শ্রীলেদু মাঝির বক্তৃতা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের সামনে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে; এবং সরকার শাসনের কাজের জন্য টাকা মঞ্জুর করে দিতে বলছেন। কিন্তু এই টাকার সদ্ব্যয় হচ্ছে না আমরা জানি—আমাদের জেলায় তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বিহার আমলের সমাজ বিরোধী

বিহার সরকারের আমলে আমাদের জেলায় সরকারের বিশেষ রাজনৈতিক কাজে বহু সমাজ বিরোধীকে শাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকার ও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। আজ আবার বাংলা সরকার বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সেইগুলিকেই সংঘবদ্ধ করছেন।

পুরাতন অবাঞ্ছিত পঞ্চায়েৎ ও বাংলা সরকার

কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করার জন্য এবং জবরদস্তি চালাবার জন্য জেলার সমাজবিরোধীদের সরকার সংঘবদ্ধ করেছিলেন—পঞ্চায়েতে। সেই উদ্দেশ্যে সরকার সমস্ত পঞ্চায়েৎ জালভাবে বিনা নির্ব্বাচনে তৈরী করেন। এই পঞ্চায়েৎগুলি সরকারের পক্ষে সমস্ত প্রকার দুর্নীতি ও জন-পীড়ন করেছে। বাংলা সরকার জেলার ক্ষমতা পাওয়ার পর এই জাল বেআইনী পঞ্চায়েৎগুলিকে কায়েম রাখলেন। নতুন নির্ব্বাচন করলেন না।

কারণ বাংলার সরকারের পক্ষে তারা কংগ্রেসের প্রচার, কংগ্রেসের ভোট ও কংগ্রেস বিরোধীদের পীড়ন প্রভৃতি কার্য্য করতে পারবে। দুর্নীতিপূর্ণ এই পঞ্চায়েতগুলি এখনো চলছে—আরো চলবে। কারণ বাংলা সরকার নির্দ্দেশ দিয়েছেন—যেখানে ব্লক অঞ্চল সেখানেই সেখানেই পঞ্চায়েৎ গঠিত হবে। তার অর্থ এই যে, ব্লকের মাধ্যমে বহু অফিসার যারা নিযুক্ত হয়েছেন—তারা ঐ অঞ্চল কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করবেন। পঞ্চায়েতের পরিবর্ত্তনের ফলে পঞ্চায়েতে যদি কংগ্রেসের প্রাধান্য না থাকে, তবে ব্লকের দ্বারা ঐ কাজ পূরণ হবে। আর যেখানে ব্লক নেই সেখানে পঞ্চায়েতগুলিই সরকারের অবাঞ্ছিত কাজ চালাবে—এই সরকারের উদ্দেশ্য।

সরকারী এজেন্ট

সরকারের অনুগত রাখবার জন্যে বিহার সরকার জেলার সমাজ বিরোধীদেরই সরকারী এজেন্ট করতেন। তারা টাকা ভছরূপ করলেও সরকারে তাঁরা অপরাধী হতেন না। ঐ টাকা পুরস্কাররূপ পেয়ে তারা কংগ্রেসের পক্ষে বহু অন্যায় করত। আমরা দেখছি—আজও বাংলা সরকারের আমলে সেই পুরাতন সমাজবিরোধী এজেন্টরাই—সরকারী এজেন্ট হচ্ছেন।

পুলিসে অনাচার

পুরুলিয়া জেলায় পুলিসও আজ সমাজ-বিরোধীদের সংগঠিত করছে। গ্রামরক্ষী সংগঠনের নামে বিহার আমলের উপদ্রবকারীদের পুলিস বন্দুকরূপে সরকারী ক্ষমতা প্রদান করছে। পুলিসের প্রশ্রয়ে ঐ সমাজ বিরোধীরা কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার কার্য্যও চালাচ্ছে। অফিসারেরা ঐ উপদ্রবকারীদের বন্দুকও দিচ্ছেন। এমন কি পুলিস ও অফিসারদের প্রশ্রয়ে ঐ সমাজবিরোধীরা বন্দুক নিয়ে জনগণের ওপর উপদ্রব করছে—ভীতি প্রদর্শন করছে।

আদিবাসীদের বিষয়ে

জেলার আদিবাসীরা রাজ্যের অন্য জায়গার তুলনায় অত্যন্ত অনুন্নত—আর্থিক ও শিক্ষার বিষয়ে। এখনো পর্য্যন্ত এমন আদিবাসী শ্রেণী আছে যারা প্রায় যাযাবরের মত।—তারা ভূমিহীন সহায়সম্বলহীন। এদের বহু জনে প্রায় গৃহহীন। আমরা চাই—আমাদের জেলার আদিবাসীদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হোক। আমরা চাই—ভূমিহীন গৃহহীন আদিবাসীদের জন্য ঘর ও ভূমির ব্যবস্থা করতে। যাযাবরদের জন্য ব্যবস্থা করতে যেমন শবর প্রভৃতি। শিক্ষার দিক দিয়ে মানভূম অনুন্নত। তার ওপর আদিবাসীরা এ বিষয়ে খুবই অনুন্নত। এর জন্য আমাদের জেলার আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের বিশেষ ব্যবস্থা করা হোক। (২৭।২।৫৮)

মানভূম জেলা বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের তারিখ পরিবর্ত্তন

মানভূমের কিশোর-কিশোরী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, "মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির" উদ্যোগে উনবিংশ বার্ষিক "মানভূম (পুরুলিয়া) জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন" "সাংস্কৃতিক," "সঙ্গীত সম্মেলন" ও "জেলা কৃষি, কারুশিল্প প্রদর্শনী" এই বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসের পরিবর্ত্তে—আগামী এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত হইবে স্থির হইয়াছে। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্ব্বাচন, শিক্ষকদিগের অনশন জনিত অবস্থা এবং ছাত্র ছাত্রীদের আসন্ন বাৎসরিক পরীক্ষা প্রভৃতির জন্য তারিখ পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

"সাহিত্য সম্মেলন" উদ্বোধন করিবেন প্রবীন কবি শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক এবং সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল সভাপতিত্ব করিতে সম্মতি দিয়াছেন।

"সাংস্কৃতিক সম্মেলনে" সভাপতিত্ব করিবেন শ্রীদেব জ্যোতি বর্মণ ও উদ্বোধন করিবার জন্য শ্রীত্রিদিব কুমার চৌধুরী এম, পি, মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু ও পশ্চিম বঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার প্রমুখকে "জেলা কৃষি, কারু ও শিল্প প্রদর্শনীতে যথাক্রমে সভাপতিত্ব ও উদ্বোধন করিতে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে।

সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদানের জন্য অল ইণ্ডিয়া রেডিও ষ্টেশন ডাইরেক্টর মাহফৎ প্রথম শ্রেণীর বেতার শিল্পীদের সহিত যোগাযোগ করা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে লোক সেবক সঙ্ঘের সদস্যগণের ছাঁটাই প্রস্তাব

শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ কর্তৃক আনীত ছাঁটাই প্রস্তাব

১। পুরুলিয়া জেলার জন্য ব্যাপকভাবে জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে ব্যবস্থা করার ত্রুটির সহিত বর্ত্তমানে জেলায় অবস্থিত জনস্বাস্থ্য বিভাগসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ঔষধ, চিকিৎসা, সেবা ও আশ্রয়-দানের বিষয়ে গুরুতর অসামর্থ্য, ত্রুটি ও অব্যবস্থার কারণে এবং সর্ব্বোপরি জেলার ক্রমবর্দ্ধমান কুষ্ঠরোগের নিবারণ বিষয়ে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থার প্রতি আশঙ্কাজনক ঔদাসীন্যের কারণে জেলার বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

২। পুরুলিয়া জেলায় অনাহারে মৃত্যুর অনেকগুলি ঘটনার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও সরকার কর্ত্তৃক উপযুক্ত তদন্ত না করা এবং এই অবস্থার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করা এবং বারম্বার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও ও উপযুক্ত প্রতিকার-পরিকল্পনা দেওয়া সত্ত্বেও জেলায় ব্যাপক যে গুরুতর খাদ্যপরিস্থিতি ও অনাহারজনিত মৃত্যু ঘটিয়াছে, সেই গুরুতর খাদ্যপরিস্থিতি সম্বন্ধে সরকারের সচেতনতার ও কর্ম্মব্যবস্থার অভাব।

৩। পুরুলিয়া জেলার শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য নিয়োজিত সরকারী পরিচালন ব্যবস্থা নিতান্ত অনুপযুক্ত থাকায় এবং শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা, সহায়তা এবং আয়োজন না থাকায়, উপরন্তু সরকারের পক্ষ হইতে বিবিধ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা, অনাচারের প্রতি সহযোগিতা এবং ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহের প্রতি সহানুভূতির অভাব থাকায় শিক্ষাসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে জেলার ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তথা জনগণের ক্ষতি, অসুবিধা, অধিকার-হানি ও অগ্রগতির ব্যাঘাত।

৪। পুরুলিয়া জেলার শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে সংখ্যক উপযুক্ত অফিসার নিয়োগ করার প্রয়োজন ছিল দীর্ঘকালের মধ্যে তাহা না করার জন্য এবং সরকারী বিভাগসমূহ উপযুক্ত ব্যবস্থায় পরিচালিত না করার জন্য এবং বিভাগসমূহের মাধ্যমে যে সকল জনকল্যাণ কর্ম পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল তাহা না করার জন্য—অধিকন্তু জেলা শাসনক্ষেত্রে চাকরি প্রভৃতি বিষয়ে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য তথা সমাজ বিরোধীগণকে শাসনক্ষেত্রে প্রশ্রয়দানের জন্য জেলার জনসাধারণের তথা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর সবিশেষ অসুবিধা, ক্ষতি ও অধিকারহানি এবং ফলে জেলার শাসনজীবনে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি।

শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাতর ছাঁটাই প্রস্তাব

১। পুরুলিয়া জেলার কৃষি উন্নতির প্রয়োজনে ব্যাপক যে ব্যবস্থাসমূহ করা জরুরি ছিল, তাহার বিষয়ে সরকারের গভীর ঔদাসীন্য ও অসামর্থ্য; তথা জেলায় অনাবৃষ্টির কারণে জেলার বিপন্ন কৃষিকে যে সহায়তাপ্রদানের প্রয়োজনীয়তা ছিল তদ্বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন ত্রুটি।

২। পুরুলিয়া জেলার পশুচিকিৎসা বিষয়ে ব্যাপক ব্যবস্থাধারা ও আয়োজনের জন্য তথা জরুরি অবস্থাসমূহে উপযুক্ত সহায়তাপ্রদানের অভাব।

৩। অনুন্নত পুরুলিয়া জেলার জন্য চিকিৎসা সুযোগে যে বিশেষ দাবি রহিয়াছে তাহার প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য এবং পুরুলিয়ায় অবস্থিত সরকারী চিকিৎসালয়-গুলির বিষয়ে অব্যবস্থা ও অমনোযোগিতা এবং ঐক্ষেত্রে দুর্নীতি।

শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাতর ছাঁটাই প্রস্তাব

১। পুরুলিয়া জেলার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে উন্নয়নব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে পূর্ব্বতন রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ক্ষতিসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণে সরকারের অসামর্থ্যে তথা জেলার উন্নয়নের কাজে সরকারী ব্যবস্থার বিশেষ ত্রুটি ও জেলাবাসীর ক্ষতি ও অগ্রগতির ব্যাঘাত।

২। পুরুলিয়ার জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিকে তাহাদের প্রাপ্য তথা উপযুক্ত সরকারী সহায়তাপ্রদানের বিষয়ে অব্যবস্থার ফলে তথা স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা বিধান করার ফলে সংশ্লিষ্ট জনগণের ক্ষতি, অসুবিধা ও অধিকারহানি।

৩। অর্থনৈতিক জীবনে অনুন্নত পুরুলিয়া জেলার জন্য শিল্পের উন্নতি বিষয়ে সরকারী অমনোযোগিতা।

শ্রীনকুল চন্দ্র সহিসের প্রস্তাব

১। পুরুলিয়া জেলায় ব্যাপকরূপে কুটির শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনীয়তার যে ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সরকারী ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার অভাব।

২। অনুর্ব্বর ঘাটতি অঞ্চল পুরুলিয়া জেলার জন্য দ্রুত কৃষি উন্নতির প্রয়োজনে যে ব্যাপক সেচ ব্যবস্থার অতি দাবি রহিয়াছে তদ্বিষয়ে সরকারী ব্যবস্থার অভাব।

শ্রীচৈতন মাঝির প্রস্তাব

১। পূর্ব্বতন রাজ্য সরকারের দ্বারা বিনষ্টপ্রায় জেলার বনসম্পদের পুনরুন্নয়নের ব্যবস্থা বিষয়ে সরকারী অমনোযোগিতা এবং সরকারী ব্যবস্থার অধীনস্থ জঙ্গলসমূহ হইতে জনগণের প্রয়োজনীয় জ্বালানী, গৃহোপকরণ প্রভৃতি সরবরাহ বিষয়ে সরকার তথা সরকারী কর্মচারীদের অব্যবস্থা, পক্ষপাতিত্ব, আইনবিগর্হিত প্রতিকূলতা এবং অনাচার; তথা জঙ্গলরক্ষা বিষয়ে সরকারীকর্মচারীর অমনোযোগিতা, ঔদাসীন্য ও দুর্নীতিপূর্ণ কাজের সহিত যোগাযোগের কারণে জঙ্গলের সমূহ ক্ষতি ও ধ্বংসসাধন।

২। পুরুলিয়া জেলার জন্য অতি প্রয়োজনীয় তথা অপরিহার্য্য রাস্তানির্মাণের বিষয়ে সরকারী ঔদাসীন্য ও অসামর্থ্য।

শ্রীলেচ্ছ মাঝির প্রস্তাব

১। পুরুলিয়া জেলার পুলিশ বিভাগের মাধ্যমে জেলার সমাজবিরোধীগণকে রাজনৈতিক তথা সমাজ-বিরোধী কার্য্যে নিয়োগের দায়িত্ব এবং অপরাধজনক কার্য্যে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ, ফলে জনগণের দুর্গতি ও জেলার বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

২। পুরুলিয়া জেলার বিচারব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়ে তৎপরতার অভাবের জন্য এবং বিচারকের আসনে সর্ব্ব-জনপরিচিত সমাজবিরোধী নিয়োগের ফলে জনগণের অসুবিধা ও বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থাহানি।

পশ্চিম বাংলার বাজেট

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বর্ত্তমান অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ১৯৫৮-৫৯ সালের পশ্চিমবঙ্গের বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান বাজেট আগামী তিন মাসের জন্য মাত্র—সমগ্র বাজেটটি আগামী জুন মাসের অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে; তাহা জানিতে না পারার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট উপস্থিত করিতে অক্ষম হইয়াছেন।

কোন্ খাতে কত আয় ব্যয় হইবে তাহার মোটা-মুটি হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

আয়

বিভিন্ন শুল্ক বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের
নিকট হইতে প্রাপ্য—১৪ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে
খয়রাতী সাহায্য—৫ কোটী ৪৭ লক্ষ ,,
বিক্রয় কর—৯ ,, ৩০ ,, ,,
আমোদ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি কর—৭ ,, ৬৪ ,, ,,
ভূমি রাজস্ব—৬ ,, ২ ,, ,,
আবগারি—৫ ,, ২৫ ,, ,,
ষ্ট্যাম্প (আদালত)—২ ,, ৯০ ,, ,,

কৃষি—২ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা

বিভিন্ন খাতে—২ ,, ৬০ ,, ,,
শিক্ষা—২ ,, ৫৮ ,, ,,
যানবাহন বাবদ—১ ,, ৪৭ ,, ,,
বন—১ ,, ৩২ ,, ,,
শিল্প—১ ,, ১৭ ,, ,,
দেশ বিভাগের দরুণ পূর্ব্বের পাওনা—১ ,, ৯ ,, ,,

ব্যয়—

শিক্ষা—১২ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা
পুলিস—৭ ,, ৮৩ ,, ,,
চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য—৭ ,, ৯ ,, ,,
কৃষি—৪ ,, ৩৯ ,, ,,
সিভিল ওয়র্কস—৩ ,, ৮৯ ,, ,,
খাদ্য সরবরাহ বাবদ ক্ষয় ক্ষতি—৩ ,, ৫৩ ,, ,,
শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা—৩ ,, ৩১ ,, ,,
সুদ—৩ ,, ১২ ,, ,,
দুর্ভিক্ষ—২ ,, ১৪ ,, ,,
সমাজ উন্নয়ন—১ ,, ৮৪ ,, ,,
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান—১ ,, ৬১ ,, ,,
ঋণ কৃত মূলধনের ক্ষয় ক্ষতি—১ ,, ৫৪ ,, ,,
পেনসন, গ্রাচ্যুইটী, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদি—১ ,, ৪২ ,, ,,
খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে দান—১ ,, ৫৩ ,, ,,
বিচার—১ ,, ১৮ ,, ,,
শ্রম, ষ্ট্যাটিষ্টিক্স প্রঃ—১ ,, ১০ ,, ,,
হরিজন আদিবাসী, অনুন্নত সমাজ—১ ,, ৮ ,, ,,
কুটীর শিল্প—১ ,, ৭ ,, ,,

বর্ত্তমান বর্ষের বাজেটে রাজস্বভুক্ত বিষয়গুলির আয় ব্যয়ের কোনও নূতনত্ব নাই। উন্নয়ন খাতেও এই বৎসর সর্ব্বত্রই ব্যয় কম হইবে। **হস্তান্তরিত পুরুলিয়া জেলা সম্পর্কে যে ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল:—**

পুরুলিয়া জেলার জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি খাতে গত বৎসরের কাজের ধারার জের স্বরূপ যাহা আগামী বৎসরও চালানো হইবে তাহা বাদে ১৯৫৮-৫৯ সালে এই জেলার জন্য যে সকল উল্লেখযোগ্য কাজের বাবদ বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ—

সেচ

পুরুলিয়া জেলায় সেচ কার্য্যের সম্ভাবনা ও রূপ সম্পর্কে তদন্ত ও জরীপ খাতে— ২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা

নির্ম্মাণ কার্য্য (civil works)

খাদ্যশস্যের জন্য গুদাম— ৯০ হাজার টা
বেলগুমাতে রিজার্ভ পুলিশ লাইনের ব্যারাক— ৭২ হাজার টা
সরকারী অফিসারদের কোয়ার্টার বাবদ, ৭২ ,, ,,
ঝালদা পুলিশ সাব ইন্সপেক্টারের কোয়ার্টার— ২৬ ,, ,,

শিল্প

১। পুরুলিয়া, বলরামপুর ও তুলিনে গালা শিল্প কে (industrial centre)— ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টা
২। গালা শিল্পের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র (Test house)— ৫০ হাজার টা
৩। গালা শিল্পীদের সমবায়— ২৩ ,, ,,
৪। রঘুনাথপুর তসরগুটীকেন্দ্রের সুসংগঠন—১ লক্ষ টা
৫। পুরুলিয়া অঞ্চলে তসরগুটি কেন্দ্র স্থাপন—৬৫ হাজা
৬। তসর রং করিবার এবং প্যাটার্ণ নির্ম্মাণ করিবা জন্য কারখানা স্থাপন— ৫০ হাজার টা
৭। পুরুলিয়া ও ঝালিদায় লৌহ শিল্পের (cutlery উন্নতি বিধান— ১ লক্ষ ৪০ হাজার টা

জল সরবরাহ—(পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাহিরে)

পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য ৭টি সহরের সহিত পুরুলি সহরেও পরিশ্রুত জল সরবরাহের পরিকল্পনা বাবদ— ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার টা

পশু চিকিৎসা

রঘুনাথপুর ও বলরামপুরের পশু চিকিৎসালয় উন্নতি বিধান— ৫৬ হাজার টা

শিক্ষা

১। বুনিয়াদী ও পূর্ব্ব বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য পল্লীভারতী ও তপোবনকে অর্থ মঞ্জুর—
২। মূক-বধির বিদ্যাপীঠের জন্য পল্লীভারতীকে—
৩। রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির ও নিস্তারিনী কলেজের শিক্ষ ও শিক্ষয়িত্রীগণের কোয়ার্টার নির্ম্মাণ—
৪। পুরুলিয়া পলি টেকনিক—

(পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সহিত একত্রে অর্থমঞ্জুর হওয়ায় কাহার কত প্রাপ্য তাহা বোধগম্য নহে)।

চিকিৎসা

স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (Health centre) পরিণত করিবা জন্য পুরুলিয়া জেলা বোর্ডের ২১টি দাতব্য চিকিৎসালয় সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
১০ম সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৩রা চৈত্র ১৩৬৪, ১৭ই মার্চ ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

লোক সভায় রেলওয়ে বাজেট প্রসঙ্গে
পুরুলিয়ার সমস্যা আলোচিত
রেলওয়ে বোর্ডের উপেক্ষা ও অবহেলার প্রতিবাদে
শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্তের বক্তৃতা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

রেলওয়ে বাজেটটিকে সমাজতান্ত্রিক এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করা যাক্। রেলওয়েটি একটি জাতীয়করণ করা সম্পত্তি। ইহা সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ইহার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বলিয়া সরকার দাবী করেন।

আমরা দেখিতেছি প্রত্যেক জিনিষটিই বাড়িয়াছে। আমরা ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটের হিসাব নিকাশ এবং ১৯৫৬-৫৭ সালেরও বাকী সকল হিসাব পাইয়াছি। উদ্বৃত্তের পরিমাণও বাড়িয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালের ১৪ কোটী ২০ লক্ষ টাকার স্থলে ১৯৫৮-৫৯ সালের উদ্বৃত্তের পরিমাণ হইয়াছে ২৭ কোটী ৩৪ লক্ষ টাকা। অন্যান্য স্তরেও রেলওয়ের দ্রুত অগ্রগতি হইয়াছে। অবশ্যই রেলের মাশুলও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর দেশের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সম্পর্ক এইখানেই। কিন্তু উচ্চ শ্রেনীর যাত্রীদের মাশুল আনুপাতিক হারে হ্রাসই পাইয়াছে। আয় বৃদ্ধির ফলে, অন্যান্য সব কিছুই বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অগ্রগতির সহিত তাল রাখিবার জন্যই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে রেস দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল যেখানে মাত্র ১৬ জন ১৯৫৬-৫৭ সালে সেখানে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৭৬ জন।

এই সর্ব্বব্যাপী বৃদ্ধির সমারোহে আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিদের সম্পর্কে দু-চার কথা বলিতে চাই। ইহাদেরও সুখ সুবিধা বৃদ্ধি করা হইয়াছে বলা হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি কি? ১৯৫৫-৫৬ সালে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া বাবদ ৯৪ কোটী টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে আনুমানিক আয় ১১০ কোটী টাকা হইবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া বাবদ ১২ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল; কিন্তু ১৯৫৮-৫৯ সালের আনুমানিক আয় হইল ১৪ কোটী টাকা। মালপত্রের মাশুলের পরই রেলের প্রধান আয় হইল তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিদের ভাড়া। কিন্তু আবার ইহারাই প্রধান ভুক্তভোগী। সুতরাং ইহাদের বিষয় লইয়াই আমি আলোচনা করিব।

ট্রেনের ভীড় পূর্ব্বের মতই রহিয়া গিয়াছে। ইহা উপশম করা সম্ভব; কিন্তু এই সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্ম্মধারা সম্পূর্ণ অসমাজতান্ত্রিক বলিয়া মনে করি। আক্ষেপের বিষয় ইহাই যে সরকার ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন এবং কাজে লাগিতে পারে এমন সুপারিশগুলিও গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। সরকারী বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভীড় কমাইবার জন্য সম্ভবমত সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হইতেছে। কিন্তু আমরা কি দেখিতেছি? মাননীয় মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী মহোদয়কে কি একটি অনুরোধ করিতে পারি যে তাঁহারা একবার আসানশোল কিম্বা পাটনায় ট্রেনে চড়িবার ক্লেশ স্বীকার করিয়া দেখুন যে ট্রেনে উঠিবার জন্য কি অসুর বিক্রমের প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে যদি একবার ট্রেনে চড়িতে পারিয়াছেন তবে আপনি বসিয়াই থাকুন অথবা দাঁড়াইয়া থাকুন আপনাকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হইয়া থাকিতে হইবে। জনগণকে আমরা আমাদের প্রভু বলি বটে—কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নহে। আর জনসাধারণের নামে আমরা রেল বিভাগ এই ভাবেই পরিচালনা করিতেছি।

এই পরিস্থিতি স্বত্ত্বেও, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার (air conditioned coach) সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে মাননীয় রেলমন্ত্রী এই প্রশ্নটি বিবেচনা করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেও সম্প্রতি সংবাদ পত্রের বিবরণ হইতে দেখিতে পাইতেছি যে হাওড়া হইতে রাউরকেলা পর্য্যন্ত একটি ট্রেনে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কামরার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমাদের দেশে এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরার প্রয়োজনীয়তা কোথায়—তাহা প্রশ্ন করিতে পারি কি? এই সকল ব্যবস্থা বাদেও এতদিন আমাদের চলিয়াছে এবং এইগুলি বাদ দিয়াও বর্ত্তমানে আমাদের চলিতে পারে। যাহাদের বিরুদ্ধে আমরা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছি সেই সকল বিশেষ সুযোগ সুবিধাভোগীদের আরাম ও আয়াসের জন্যই এইসব ব্যবস্থা নয় কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রেলওয়ের শাসন ধারা ও ব্যবস্থাদি মুখ্যতঃ সাধারণ মানুষের স্বার্থে নহে; নতুবা, সাধারণের স্বার্থে সামান্য কিছু কাজও হইত। অথবা অভাব বা অন্য কোনও অজুহাত দেওয়া চলিবে না—প্রকৃত সমস্যা হইল যে সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনোভাবেরই অভাব।

এই জন্যই আমরা সাধারণ মানুষের সুখ সুবিধা বিধানের জন্য কোন পথই খুঁজিয়া পাইতেছি না। যদি কিছু করা হয় তবে এই ভাব লওয়া হয় যেন করুণা বিতরণ করা হইতেছে। প্রকৃত দৃষ্টি দিয়া বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। জনসাধারণ যে এই দেশের মালিক সেই বোধ উপলব্ধি করার অবস্থাও আজ সৃষ্টি হয় নাই। যেদিন এই উপলব্ধি জনসাধারণের মনে জাগ্রত হইবে সেইদিন রেলওয়ে বোর্ডকেও ভিন্ন পথা গ্রহণ করিতে হইবে।

রেলওয়েকে জাতীয় করণ বা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে কিন্তু সমাজীকরণ করা হয় নাই। জাতীয়করণ এবং সমাজীকরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। সরকার যখন সমাজতান্ত্রিক ধাঁচাকেই আদর্শরূপে ঘোষণা করিতেছেন তখন রেলওয়ে পরিচালনা ব্যবস্থাকেও সেই সমাজতান্ত্রিক ধারায় রূপান্তরিত করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া সরকারের উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই।

এখন আমাদের পরিচালনা ব্যবস্থাধারা দিকেই দৃষ্টি দান করিব। ১নং দাবীটি বিচার করা যাক্। অতি দ্রুত গণনা করার ফলে আমার হিসাবে ভুল থাকিলে সংশোধন করিব। রেলওয়ে বোর্ডের ব্যয় সম্পর্কে আমরা দেখিতেছি যে ১৯১ জন অফিসার ৫০০৲ হইতে ৪০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পান এবং এই বাবদে মোট ২৪ লক্ষ

(৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

৩রা চৈত্র, সোমবার

জীবন লইয়া খেলা

পুরুলিয়া জেলায় অনশনে মৃত্যু সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় যে তথ্য পরিবেশিত হয় সেই বিষয়ে বিধান পরিষদে এক স্বল্পমেয়াদী প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন ডেপুটী কমিশনারের রিপোর্টের ভিত্তিতে পুরুলিয়া জেলায় অনশনে মৃত্যুর কথা অস্বীকার করেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ও সাফাই দেন যে—"অন্ন হইয়া মারা গিয়াছে।" অবশ্য ডাঃ রায়ের মত একজন সেরা চিকিৎসকের পক্ষেই কলিকাতার বিধান পরিষদে বসিয়া পুরুলিয়ার এক নিভৃত পল্লীর জীর্ণ কুটীরের অনশনকাতর মুমূর্ষু রোগীর অসুখের প্রকৃত রূপ নির্ণয় করা সম্ভব।

আর খাদ্যমন্ত্রীর নিকট প্রাপ্ত সরকারী রিপোর্টই যে প্রামাণ্য বিবেচিত হইবে তাহাতে কাহারও কোনও দ্বিধা বা সন্দেহ নাই। বৃটীশ আমল হইতে তদন্তের যে ধারাটি এদেশে কায়েম রহিয়াছে—তাহাতে সরকারী তদন্তের ফলাফল তদন্তের পূর্ব্বেই ধারণা করিয়া লওয়া জনসাধারণের পক্ষে কিছুই কষ্টসাধ্য নহে। বিশেষ করিয়া যে দেশে গণতন্ত্র নির্ভেজাল কংগ্রেসী দলতন্ত্রে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে সেখানে সরকারী কর্ম্মচারীদের কংগ্রেসের ঢাকে কাঠি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। কারণ পদস্থ বা অপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট কঠোর বাস্তব হইল চাকুরীর স্থায়িত্ব ও পদোন্নতি—আর এই দুই এর রক্ষা কবচ হইল ক্ষমতায় আসীন দলের মনস্তুষ্টি বিধান। সুতরাং বাস্তববশ্মী সরকারী কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যে যে এই বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দিবেন—তাহাতে আর বিচিত্র কি? তবে এই অনশনে মৃত্যু ঘটিত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষগণ যে সত্য আবিষ্কার করিলেন—তাহাতে জীবনের সকল জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইয়া যাহারা চিরবিদায় লইল সেই সকল হতভাগ্য নরকঙ্কালের ভস্মাবশেষ পর্য্যন্ত শ্মশানক্ষেত্র হইতে ইহাদের উদ্দেশ্যে সাধুবাদ না করিয়া পারিবে না।

এই সম্পর্কে বিশেষভাবে তদন্ত এবং মৃত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে সাহায্য দানের প্রস্তাব খাদ্যমন্ত্রী সরাসরি প্রত্যাখান করেন। করিবারই কথা! কারণ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেগড়া কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের কংগ্রেসী কর্ণধারেরা লোকের দুঃখ দুর্দ্দশায় যদি সাহায্য করিয়া ফেলেন তবে কংগ্রেসী কল্যাণের আদর্শ থাকে কোথায়? তাহার উপর বিচারপতি চাগলা তদন্ত কমিশনের উপর কংগ্রেসের আস্থা যেভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়াছেন—ইহার পরেও কংগ্রেসীদের মুখে তদন্ত কমিশনের নামোচ্চারণ পর্য্যন্ত লোকে কিভাবে আশা করিতে পারে?

বর্ত্তমান শাসনধারায় কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী কর্ম্মচারীদের নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কিরূপ অসহায়ের মত কার্য্য করিতে হইতেছে তাহার কিছু ধারণা পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেলের স্বীকারোক্তি হইতে পাওয়া যাইবে। হাওড়ায় গুণ্ডাদলের অবাধ গুণ্ডামী ও দৌরাত্ম্য নিবারণে পুলিশের বিরুদ্ধে অপদার্থতার অভিযোগের সূত্রে ইন্সপেক্টার জেনারেল ফাস করিয়া দিয়াছেন যে রাজনৈতিক দল ও দল বিশেষের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দুষ্ট প্রভাবের জন্য পুলিশের পক্ষে গুণ্ডাদমন সম্ভব হইতেছে না। কারণ নির্ব্বাচনের সময় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা নেতৃবর্গ নির্ব্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে গুণ্ডা বা গুণ্ডা শ্রেণীর লোকদের নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং ইহাদের সাহায্যে নির্ব্বাচনে জয়লাভ করার ফলে এই সকল গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দান রাজনৈতিক দল বা নেতৃবর্গের পক্ষে বাধ্য বাধকতার প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ইহারা মন্ত্রীবর্গ তথা সরকারী কর্তৃপক্ষের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করিয়া দুর্ব্বৃত্ত দমনে পুলিশের বাধা সৃষ্টি করেন।

এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল বা নেতৃবর্গ বলিতে ইন্সপেক্টর জেনারেল কাহাদের সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট। সরকারের উপর কোন রাজনৈতিক দল বা নেতৃবর্গ অন্যায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন তাহা কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে পৌরসভার নির্ব্বাচনে এই সত্যেরই কোন রাজনৈতিক দল দুর্ব্বৃত্ত শ্রেণীর লোকদের দলীয় নির্ব্বাচনী কার্য্যে নিয়োগ করিয়া অবাধ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল জনসাধারণের তাহা অবিদিত নহে।

কল্যাণ ব্রতী কংগ্রেসী রাষ্ট্রের মূল নীতিই যখন "দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমন" তখন কংগ্রেসের গদী নিরঙ্কুশ রাখিবার জন্য শাসনযন্ত্রকেও যে জলন্ত সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করিতে এবং মানুষের জীবন লইয়া খেলা করার ঘৃণ্য প্রবৃত্তিকেও প্রশ্রয় দান করিয়া চলিতে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে।

—•—

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলার বিচার বিভাগীয় এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মন্ত্রীসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী সরকারের সহিত নীতিগত পার্থক্যের জন্য তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের বহু অনুরোধ উপরোধ স্বত্বেও পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারে স্বীকৃত হন নাই। পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে বিধান সভায় তিনি যে বিবৃতি দিবেন তাহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ে কংগ্রেসের সহিত তাঁহার নীতিগত পার্থক্য হইয়াছে তাহা বিশদভাবে জানা যাইবে। কিন্তু শ্রীরায়ের পদত্যাগে ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে কোনও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ-কামী ব্যক্তির পক্ষে কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং ডাঃ রায়ের মন্ত্রীসভা হইতে যদি আরও কয়েকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন তবে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইব না।

হালী কংগ্রেসের হালচাল

(বৃহস্পতি)

বঙ্গভূক্তির অব্যবহিত পরেই সহরের কিছু শ্রেণীর লোকের মধ্যে হঠাৎ প্রবল কংগ্রেসানুরাগ দেখা দেয় এবং মানভূমের "বিহার মে রহেঙ্গে" কংগ্রেসের "কায়কল্প" সাধনের ব্রত উদ্যাপনে কতিপয় উকিল, ব্যবসায়ী, ঠিকাদার প্রভৃতি আত্ম-নিয়োগ করেন। এই সকল পরম উৎসাহী দেশপ্রেমিকদের কর্ম্ম চাঞ্চল্যে সহরের বার লাইব্রেরীটি একরূপ কংগ্রেস অফিসে রূপান্তরিত হয় এবং ইঁহাদের একনিষ্ঠ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ ও অন্যান্য দুএকটি বিভাগের কর্ম্মচারীগণ কংগ্রেসের সংগঠন ও প্রচার কার্য্যে অতিমাত্রায় আগ্রহশীল হইয়া উঠেন। মুখ্যমন্ত্রী অথবা রাজ্য কংগ্রেসপতির সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে কতিপয় অনভ্যস্ত দেহ অকস্মাৎ শুভ্র খদ্দরবস্ত্রে সুশোভিত হইয়া দর্শকদের যুগপৎ কৌতুক ও বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

এই ভাবে প্রায় এক বৎসর কাল কঠোর তপস্যা দ্বারা দিকে দিকে মণ্ডল সংস্থাপনের পর "কায়কল্প" ব্রতী হালী পাণ্ডবেরা "বিহার মে রহেঙ্গে" রূপী কৌরবদের ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে আহ্বান করিলেন। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের পঞ্চদশ দিবসে মাত্র পঞ্চদশ সৈন্য সজ্জিত হালী কংগ্রেসী বাহিনী শক্তিশালী "বিহার মে রহেঙ্গে" বাহিনীর অর্দ্ধ শতাধিক সৈন্যের আক্রমণে রণে ভঙ্গ দিয়া সোজা ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কলির আশ্রিতবৎসল ধৃতরাষ্ট্রের আশীর্ব্বাদে ধন্য হইয়া হালী কংগ্রেসীরা পরাজয়ের গ্লানি ভুলিলেন। যুদ্ধ বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইল।

ইতিমধ্যে গৌর মহা সংগ্রাম আসন্ন হইল। এই সংগ্রামে নাগরিকমেধ যজ্ঞে অভাবনীয় সাফল্য অর্জ্জন করিয়া যখন কুরুপাণ্ডবেরা উৎসবে মগ্ন এমন সময় আবার রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। হালী ও বে হালী কংগ্রেসের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। হালী পাণ্ডবের বশ্যতা স্বীকারের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের কঠোর নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া যুযুৎসু কৌরবেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দাবী করিল। হালী পাণ্ডবদের অবশ্যম্ভাবী পরাজয় ঠেকাইবার জন্য কর্ণের শিরে রাজমুকুট দানের আপোষ প্রস্তাবও শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হইলে ধৃতরাষ্ট্রদূত যুদ্ধ আইনবিরুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পাণ্ডবসমভিব্যাহারে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। আর যুযুৎসু কৌরবেরা নিরুপায় হইয়া নিজেদের মধ্যেই কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম সুরু করিয়া দিল।

সঞ্জয় বলিলেন— বার বার তিনবার যুদ্ধ স্থগিত হওয়ায় যুযুৎসু কৌরবেরা সংগ্রামের জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে নাগরিকমেধ যজ্ঞ সমাপনে হালী পাণ্ডব কুল গৌর-মুকুট ধারণের যোগ্য অধিকারী নির্দ্ধারণে চিন্তিত এবং নমিনেশন-নামা রাজদত্ত পদলাভের আশায় ব্যাকুল হওয়ায় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ষোড়শ মার্চ্চের সান্ধ্যক্ষণে ধর্ম্মশালাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। "বিহার মে রহেঙ্গের" যূথবদ্ধ বিপুল কৌরব বাহিনীর নিকট হালী পাণ্ডবদের মুষ্টিমেয় সৈন্য নিষ্প্রভ দেখাইতেছিল। পাণ্ডবেরা প্রমাদ গণিলেন। ধৃতরাষ্ট্রদূত নানা কলা কৌশল অবলম্বন করিয়াও বাঙ্গালী পাণ্ডবকে "বিহার মে রহেঙ্গে" কৌরবদের নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। অবশেষে গুপ্ত পেটিকা হইতে ধৃতরাষ্ট্রের স্বাক্ষরিত আদেশ নামা পেশ করিলেন—"যুদ্ধ-বেআইনী—যেহেতু মণ্ডল বাহিনীর রংরুটেরা আইন-বিগর্হিত ভাবে রিক্রুট হইয়াছে।"

ইতি কুরুক্ষেত্র ছত্রভঙ্গ পর্ব্ব

হিন্দিকে জোর করিয়া রাষ্ট্রভাষা করা চলিবে না

নিখিল ভারত ভাষা সম্মেলনের সুস্পষ্ট ঘোষণা

রাজগোপালাচারী, মাষ্টার তারা সিং প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সতর্কবাণী

গত ৮ই ও ৯ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতার ইউনিভার্সিটী ইন্সটিটিউট হলে নিখিল ভারত ভাষা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট আইনবিদ্ ডাঃ রাধাবিনোদ পাল সভাপতিত্ব করেন। পশ্চিম বঙ্গের বাহির হইতে আসাম, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, কেরল, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব প্রভৃতি অহিন্দী-ভাষাভাষী অঞ্চল সমূহের দেড়শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের পক্ষ হইতেও ২৫০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

ভারতীয় জাতীয় ভাষা উন্নয়ন সমিতি এবং বঙ্গীয় ভাষা সম্মেলনের যুক্ত উদ্যোগে এই সম্মেলন আহূত হয় এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে প্রতিনিধিবৃন্দকে স্বাগত জানান।

ভাষা সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ্ শ্রীরাজগোপালাচারী ভাষা বিতর্ক সম্পর্কে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে গিয়া ইংরাজী ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে চালু রাখিবার যৌক্তিকতা বিবৃত করেন এবং হিন্দী ভাষাকে জোর করিয়া সরকারী ভাষারূপে চালু করিতে যাইলে জাতীয় ঐক্যে ভাঙ্গন ধরিতে পারে বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মহলকে সতর্ক করিয়া দেন।

শ্রীরাজগোপালাচারী আরও বলেন যে হিন্দী ভাষাকে যদি সমৃদ্ধশালী ভাষারূপেও ধরা যায় সেই ক্ষেত্রেও তিনি ঐ ভাষাকে সরকারী ভাষা রূপে গণ্য করিবার প্রতিবাদ জানাইবেন। কারণ উহা দ্বারা কোন একটি আঞ্চলিক ভাষাকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখানো হইবে। হিন্দী ভাষার প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব দেখাইবার ফলে উহা মর্য্যাদালাভ করিবে এবং হিন্দীভাষাভাষী অধিবাসীগণও সঙ্গে সঙ্গে মর্য্যাদায় উন্নীত হইবে। অপর পক্ষে সমাজে অহিন্দীভাষাভাষী অধিবাসীদের স্থান হীন পর্য্যায়ে নামিয়া যাইবে। আইনের চোখে সকলে সমান —এ কথা বলিয়া কোন লাভ নাই।

তিনি আরও বলেন যে সব রাজ্যের অধিবাসীগণের মাতৃভাষা হিন্দী—সে সব রাজ্যেও এখনও পর্য্যন্ত হিন্দীকে সরকারী ভাষার মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই—সুতরাং সর্ব্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে সরকারী ভাষারূপে হিন্দীকে চালু করিবার কাজে কিভাবে তাঁহারা হাত দিতে পারেন।

বিশিষ্ট শিখ নেতা মাষ্টার তারা সিং বলেন যে, তিনি হিন্দীর বিরোধী নহেন—হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। তিনি পাঞ্জাবে এই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবী ভাষাকে বাঁচাইবার জন্য আন্দোলন চালাইতেছেন। তিনি আরও বলেন যে—হিন্দী অপেক্ষা বাংলা ও তামিল ভাষা অনেক বেশী সমৃদ্ধিশালী। সুতরাং ভাষা সমস্যা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষাকেই সরকারী ভাষারূপে চালু রাখা যুক্তিযুক্ত।

সভাপতি ডাঃ রাধা বিনোদ পাল বলেন যে, ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির সঠিক তথ্য হিন্দী ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে প্রচারিত হয় না। আসলে ভারতের অন্যান্য ভাষার তুলনায় হিন্দী ভাষার কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

ডাঃ পাল বলেন যে—সাধারণ ভাষা না থাকিলে ঐক্য গড়িয়া উঠে না বলিয়া যে যুক্তি দেখানো হইয়া থাকে—তাহার কোনও মূল্য নাই। বহু ভাষা জাতিকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে—এই যুক্তিও ভিত্তিহীন। সুইজারল্যাণ্ডে অনেকগুলি ভাষার চল আছে। তাই বলিয়া সেখানে জাতীয় ঐক্য নাই—এ কথা কেহই বলিবেন না। কংগ্রেস সরকার তাহাদের ভাষা সম্পর্কিত নীতির নির্দ্ধারণের ব্যাপারে ভারতের অধিবাসীগণকে একটা বিশেষ খাতে পরিচালিত করিবার যুক্তি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইতিহাসে ইহার নজীর মেলে না।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের সভাপতি আন্নামালাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ এম রত্না-

স্বামী বলেন যে—ইংরাজীকে বৈদেশিক ভাষা বলিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা কেবল অন্ধ সংস্কার ও যুক্তিহীনতা মাত্র। ইংরাজী ভাষা ভারতের সম্মুখে বিশ্বের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে—ইহা ভুলিলে চলিবে না।

তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম, উড়িয়া, আসামী, কানাড়ী, মৈথিলী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাটী ও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল হইতে যে চারি শতাধিক প্রতিনিধি এই ভাষা সম্মেলনে যোগদান বা অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নেতৃবৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য :—

শ্রীরাজগোপালাচারী, মাষ্টার তারা সিং, ডাঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জ্জী, ডাঃ রত্নাস্বামী, শ্রীফ্রাঙ্ক এন্টনী, শ্রীপ্রেমনাথ বাজাজ, শ্রী এ, সুব্বিয়া, শ্রীমধু সূদন মাতাস্তী, সর্দ্দার গঙ্গা সিং, শ্রী ই, ভি, কে, সম্পৎ, শ্রীহরিশচন্দ্র মিশ্র, শ্রী ভি, পি রমন, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীপ্রবোধ সান্যাল, শ্রীনরেন্দ্র দেব, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, পি, শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত এম, পি, প্রভৃতি।

সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া ডাঃ জয়াকার, স্যার রামস্বামী আয়ার, স্যর মীর্জ্জা ইসমাইল, স্যর স্যামুয়েল রঙ্গনাধন, জেনারেল কারিয়াপ্পা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন।

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ভাষা সম্মেলনের দুই দিবসব্যাপী অধিবেশনের শেষে মোট যে ১২টি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, উহাতে হিন্দীকে আঞ্চলিক ভাষারূপে ঘোষণা করিয়া ইংরেজীকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষারূপে রাখিবার জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন দাবী করা হয়। সেই সঙ্গে প্রত্যেক রাজ্যকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিজ নিজ ভাষা ব্যবহারের অধিকারও ইহাতে দাবী করা হইয়াছে।

প্রস্তাবগুলির সমর্থনে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারি বলেন যে, হিন্দী ২০০ বছর পরে প্রয়োগ করা হইবে বলিয়াও যদি বলা হয়—আমরা ভবিষ্যৎকে বন্ধক দিতে প্রস্তুত নই। সমগ্র ভারতের উপর হিন্দী চাপাইবার একটি প্রাদেশিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া জাতীয় কংগ্রেস নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

রাজাজী এবং সভাপতি উভয়েই বলেন যে, ইংরেজীকে তাঁহারা ভারতের জাতীয় ভাষা করিতে বলেন না—ইহাকে সরকারী কার্য্য পরিচালনের কেন্দ্রীয় ভাষারূপে থাকুক, ইহাই তাঁহাদের দাবী।

গৃহীত প্রস্তাব সমূহ

ভাষা সমস্যার উপর এই সম্মেলনে পৃথক পৃথক ভাবে নিম্ন মর্মে ১২টী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :—

১। ভাষ বিষয়ে প্রাগজ্যোতিষপুরে কংগ্রেস হিন্দীকে ভারতের সরকারী ভাষারূপে চালু করিবার স্বপক্ষে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে উহাতে এই সম্মেলন ক্ষোভ প্রকাশ করে।

২। আশু: রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যবিধি পরিচালনের জন্য হিন্দী বা অনুরূপ আঞ্চলিক ভাষাকে ব্যবহার করার প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, ইহাতে ভারতের জনগণের প্রতি অবিচার করা হইবে এবং ইহার ফলে দেশের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও উহার বিষময় পরিণতি ডাকিয়া আনা হইবে।

৩। সম্মেলনের মতে ইংরেজী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা ভারতের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করিবে। ইংরেজীকে কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষারূপে চালু রাখিতে হইবে।

৪। নির্দ্দিষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত ইংরেজীকে চালু রাখিবার প্রতিবাদ করিয়া উহাকে সব সময়ের জন্য ব্যবহারের প্রয়োজনে সংবিধানের সপ্তদশ অধ্যায়টির সংশোধন দাবী করা হয়।

৫। বহু ভাষাভাষী ভারতরাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলনের অভিমত এই যে প্রত্যেকটি রাজ্য নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে ব্যবহার যোগ্য ভাষা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে। হিন্দীকে একটি আঞ্চলিক ভাষার উর্দ্ধে স্থান দিবার কোন যুক্তি নাই।

৬। পাঞ্জাবের উদাহরণ দেখাইয়া এই সম্মেলন অন্য রাজ্য সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক হইয়া অগ্রসর হইতে বলে।

৭। কেন্দ্রীয় সরকারী ভাষারূপে ইংরাজীর ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে নিয়োগাদি।

৮। রাজ্য সমূহে কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল সার্কুলার পাঠাইবেন ইহা ইংরাজী এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভাষায় পাঠাইতে হইবে

৯। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজীকে অপসারণ সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে বলিয়া সম্মেলন মনে করে।

১০। ভারতের অনুমোদিত ভাষাসমূহের তালিকায় ইংরাজীকে অন্তর্ভুক্ত করিবার দাবী জানান হয়।

১১। রাজ্যসমূহে শিক্ষাবিধি নির্দ্ধারণের কোন ভাষাকে গ্রহণ করা হইবে সেই সেই রাজ্যের সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ উহা স্থির করিবেন।

১২। গত ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বরে কলিকাতায় ডঃ নরেশ সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে ভাষা সমস্যা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল এই সম্মেলন উহা পুরাপুরি অনুমোদন করে।

সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী

সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রকাশ্য সমাবেশ ও শোভাযাত্রা

সরকারী কর্ম্মচারীদের সার্চিস কণ্ডাক্ট রুলের আমূল পরিবর্ত্তন, বেতন নির্দ্ধারণের জন্য বিচার বিভাগীয় পে কমিশন নিয়োগ, ২৫৲ টাকা হারে অস্থকালীন দুস্থ ভাতার ব্যবস্থা, অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের চাকুরীতে স্থায়ীকরণ; সেটেলমেন্ট, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন প্রভৃতি বিভাগের উদ্বৃত্ত কর্ম্মচারীদের বিকল্প চাকুরীর ব্যবস্থা প্রভৃতির দাবীতে গত ১৫ই মার্চ্চ শনিবার কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলার প্রত্যেক জেলার সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রকাশ্য সমাবেশ ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

এই দাবী দিবস প্রতিপালন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ মিনিষ্টেরিয়াল অফিসার্স এ্যাসোসিয়েসনের পুরুলিয়া শাখার উদ্যোগে গত ১৫ই মার্চ্চ জগদীশ চন্দ্র বসু হলে এক প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। শ্রীনিরঞ্জন পাল এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। সভাশেষে সরকারী কর্ম্মচারীগণ শোভাযাত্রা ও বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে সমগ্র সহর প্রদক্ষিণ করেন এবং দাবীদাওয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলির অনুলিপি জেলার ডেপুটী কমিশনারের হস্তে প্রদান করেন।

মানবাজার সংবাদ

বিগত ২রা মার্চ্চ ৮ই ফাল্গুন ২টার সময় মানবাজার থানায় লোক সেবক সংঘের কর্ম্মকর্ত্তাগণের এক বৈঠকে থানার কর্ম্মীগণের শিক্ষা শিবির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আগামী চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে এই শিবির খোলা হইবে; শিবির দুইদিন ব্যাপী চলিবে ও কর্ম্মীগণ স্ব স্ব খরচে এই শিবিরে যোগদান করিবেন। শিক্ষা শিবির স্থান মাঝিহিড়া আশ্রম।

মাঝিহিড়া গ্রামে দোলযাত্রা

বিগত ২১ ফাল্গুন তারিখে মাঝিহিড়া বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ সংকীর্ত্তন সহকারে আবির খেলা সুরু করেন। এই হোলি খেলা সমগ্র গ্রাম তথা নাথুডি গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। গ্রামবাসীরা সকলে সক্রিয়ভাবে এই হোলি খেলায় যোগদান করিয়াছিলেন। বৈকালে ছেলেদের ক্রীড়া প্রদর্শনী ও মিষ্টান্ন বিতরণ ও রাত্রিতে ছেলেদের চৌনাচ হয়।

উচ্চ শিক্ষালাভার্থে বিদেশ যাত্রা

১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমান বৈদ্যনাথ দত্ত ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য পশ্চিম জার্মানী যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীমান দত্ত "মানভূম ডিষ্ট্রোয়ার্স ইনষ্টিটিউশন" হইতে ১৯৫০ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া রাঁচী সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে বি, এস, সি, পাশ করেন। ১৯৫৬ সালের জুন মাস হইতে দি ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কো লিঃ বার্ণপুর, (আসনসোল) কারখানার কোক ওভেন বিভাগে শিক্ষানবীশ থাকাকালীন পশ্চিম জার্মানীর কোন কারখানা হইতে শিক্ষানবীশ সাহায্য পাওয়ায় পশ্চিম জার্মানী যাত্রা করিতেছেন। শ্রীমান বৈদ্যনাথ দত্ত রাঁচীর লোহ ব্যবসায়ী "দত্ত ব্রাদার্স" ফার্ম্মের অংশীদার শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ দত্ত মহাশয়ের প্রথম পুত্র এবং শ্রীযুক্ত কালীপদ দত্ত এম, এস, সি,—মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহারা সকলেই পুরুলিয়াবাসী ছিলেন।

দুইসাগ্রামে খাদ্যপরিস্থিতি বিষয়ে বিরাট জনসভা

গত ৪ঠা মার্চ ২০শে ফাল্গুন মঙ্গলবার বেলা ৪ ঘটিকায় লোক সেবক সংঘের আহ্বানে বাগমুণ্ডি থানার দুইসা গ্রামে এক বিরাট জনসভা হয়। পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের হাজার লোকের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রবীণ জনহিতৈষী শ্রীগৌরী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

সভার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বলেন যে জেলার সর্ব্বত্রই আজ খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে; তদুপরি বাগমুণ্ডি থানার আটনা, কালিমাটী প্রভৃতি কয়েকটী অঞ্চলের অবস্থা আরও ভয়াবহ।

অতঃপর আটনাগ্রামের শ্রীনীলধ্বজ মাহাত একটী লিখিত বিবৃতি পাঠে বলেন যে আজ ক্রমান্বয়ে ৪ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি জন্য সেখানে ধান বা অন্যান্য ফসল হয় নাই—লোক খাদ্যের অভাবে অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়া ও দুশ্চিকিৎসায় মারা যাইতেছে।

শ্রীসাধুচরণ বেনার্জ্জী এলাকার গুরুতর পরিস্থিতির কথা ব্যাখ্যা করিয়া খাদ্যশস্যের দোকান, কৃষিঋণ মকুব ইত্যাদি বিষয়ে বলেন। শ্রীভীমসেন কুমার স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে বলেন।

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য বলেন যে আজ কংগ্রেসী কুশাসনে উড়িষ্যা, বিহার, বাংলা, সর্ব্বত্রই এই দুরবস্থা এবং তাহার প্রতিকার স্বরূপ বলেন সকলকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সরকারকে নাড়া দিতে হবে। তিনি খাদ্য পরিস্থিতি, এবং কংগ্রেসী স্বৈরাচার ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন উদাহরণ সম্বলিত এক চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন।

শ্রীশিশির গুপ্ত বলেন যে এবৎসর ধান ও লাহা না হওয়ায় এই অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বিশেষ করিয়া এই অঞ্চলে কোন শিল্প বাণিজ্য না থাকায়, খাটিয়া খাওয়ার জন্য কাজের সুযোগ না থাকায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধ গণআন্দোলন এবং আত্মনির্ভরতাই এর একমাত্র সমাধান। অনাহার ও চিকিৎসাভাবে মৃত্যু সত্বেও সরকারী উদাসীনতার তীব্র সমালোচনা করেন। সর্ব্বশেষে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বর্ত্তমান কংগ্রেসী শাসকদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া বলেন যে দুষ্টব্যাধি স্বরূপ আজ কংগ্রেস জনগণের দেহে প্রবেশ করিয়াছে এবং ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে। এর প্রতিকার জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন ও সংঘবদ্ধ তথা নিয়মতান্ত্রিকতার উপর আমাদের সংগ্রাম চালাইতে হইবে। তিনি বলেন যে শুধু সরকারে দরখাস্ত পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেই চলিবে না—প্রধান প্রধান সমস্যা সমূহের সমাধান জন্য আমাদের আত্মনির্ভর হইতে হইবে। আমাদের সমস্যা সেচ ব্যবস্থা—ইত্যাদির সমাধান জন্য আত্মবলে অগ্রসর হইতে হইবে।

অতঃপর এই অঞ্চলের ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি ও অভাব জন্য সর্ব্বসম্মতি ক্রমে কয়েকটী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়—যথা কৃষিঋণ দান, সস্তাদরে খাদ্যশস্যের দোকান, রিলিফের কাজ, খয়রাতি সাহায্য প্রভৃতি বিষয়ে অবিলম্বে সরকারের উদ্যোগী হওয়া উচিৎ এবং তাহা কার্য্যকরী করার দাবী জানান। ধ্বনী সহকারে সভার কার্য্য শেষ হয়।

—•—

PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE
PURULIA & RAGHUNATHPUR.

The students passed Steno-typist, Signalling, A. S. M. Course, Book-keeping etc from PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE, **PURULIA or RAGHUNATHPUR** are asked to inform their address immediately to the Principal for Govt. and Rly. Appointments.

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলিপ্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

ধানের জমী বিক্রয়

পুরুলিয়া হইতে ½ মাইল দূরে মাগুড়িয়া গ্রামে জজ সাহেবের বাংলার সম্মুখে ৮½ বিঘা বহাল এবং ৭½ বিঘা বাদ জমী বিক্রয়ের জন্য আছে। ইহাতে বৎসরে ন্যূনতম মোট ২০০ মণ ধান্য আবাদ হয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীচিত্তসন্তোষ মিত্র

সদর লোক্যাল বোর্ড অফিস

পুরুলিয়া।

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

৬২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আর, এই বিভাগের বাকী ৫৩২ জন কর্মচারীর বেতন ৩৭৲ হইতে ১৪৪৲ টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য হইয়াছে এবং মোট বরাদ্দের পরিমাণ হইল ৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচার বহরটা একবার দেখুন! আর এই সকল কর্ম্মচারীরা যখন অন্নের জন্য চীৎকার করে অথবা বাঁচিবার উপযুক্ত বেতন দাবী করে তখন রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত বরখাস্তের নোটিশ দিয়া ইহাদের বলি দেওয়া হয়। ইহাদের জন্য প্রয়োজনীয় বেতন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের ক্ষমতা সরকারের না থাকুক—ইহাদের বরখাস্ত করিবার যথেষ্ট তৎপরতা আছে। আমাদের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচার শাসন ব্যবস্থার ইহাই হইল ধারা। ফলে বিক্ষোভ সর্ব্বব্যাপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আর হইবেই না বা কেন?

দুর্ঘটনাও দৈনন্দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। কেন? ইহার কোনও অনুসন্ধান করা হইয়াছে কি? অবশ্য, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনবধানতাই এই জন্য মূলতঃ দায়ী। কিন্তু আমরা কি দেখি? নিম্নতম কর্মচারী বা পরিচালনা ব্যবস্থার সর্ব্বনিম্ন পর্য্যায়ে যাহাদের স্থান তাহাদের বিষয় বিবেচনা করার প্রয়োজনও আমরা বোধ করি না। সিগ্‌নালার যখন কাজ করিতে কেবিনে প্রবেশ করে—তখন যদি তাহার মন অনশনক্লিষ্ট পুত্র বা পরিবারের চিন্তায় ভারাক্রান্ত থাকে তাহা হইলে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়—আর ইহারই কাজের উপর শত শত যাত্রীর নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। কর্মচারীদের প্রকৃত অবস্থা হইল ইহাই—আর ইহাদেরই উপর যত পীড়ন ও অত্যাচার চলিয়াছে। এই বিষয় সম্পর্কে দায়িত্ববোধ উপলব্ধি করার শক্তিও সরকারের লোপ পাইয়াছে।

(পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব এই সময়ে স্পীকারের আসন গ্রহণ করেন।)

এই দায়িত্বের অর্দ্ধেক পরিমাণও যদি উপলব্ধি করার ক্ষমতা থাকিত তবে কাজের ধারাই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের হইত। আমি কেবল সমালোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই বলিতেছি না—ইহা বাস্তব সত্য যে এই শাসন ধারার মধ্যে কোনও ন্যায় বিচার আশা করা যায় না—সেই জন্যই কর্ম্মচারীরা শাসনধারার উপর আস্থাও হারাইয়াছে।

দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ের ডাকারদের উপর অনুষ্ঠিত অবিচারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি রেলওয়ে বোর্ড, জেনারেল ম্যানেজার এবং বিভাগীয় মন্ত্রীদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। গত তিন মাস ধরিয়া আমি বারম্বার ইহাদের দ্বারে মাথা খুঁড়িয়াছি। রেল মন্ত্রী মহোদয় আমার পরিত্রিশ বৎসরের পুরাতন বন্ধু—(রহস্যচ্ছলে)—দুর্ভিক্ষে, রাজদ্বারে এবং রাষ্ট্র বিপ্লবে আমরা একত্রে কাটাইয়াছি—আমি তাঁহারও সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট পেশ করিয়াছি—তিনি ন্যায় বিচারের আশ্বাসও আমাকে দিয়াছিলেন; কিন্তু এত চেষ্টার পর আমি দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের নিকট হইতে পত্র পাইতেছি যে—সব কুছ ঠিক হ্যায়। আমি সমস্ত কাগজ পত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি—এবং একজন সাধারণ লোকও বুঝিতে পারিবে যে রেলের ডাকারদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইয়াছে। এবং কেবল তাহাই নহে—কতকগুলি ক্ষেত্রে আমি দেখিয়াছি যে কর্ম্মচারীরা বিভাগীয় সুবিচারের উপর আস্থা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছে—কিন্তু এই সকল উপেক্ষা করিয়া আমরা যদি "সব কুছ ঠিক হ্যায়"—এই আত্মতুষ্টি পোষণ করি—তবে আমরা আহাম্মকের স্বর্গে বাস করিব।

যাত্রীদের সুখসুবিধাবিধানের ক্ষেত্রে—যেমন এলাহাবাদ ষ্টেশনের পুনর্গঠন প্রভৃতি অনেক বড় বড় কাজে আমরা হাত দিয়াছি। কিন্তু একটী অতি সামান্য কাজ—যেমন দক্ষিণপূর্ব্ব রেলওয়ের পুরুলিয়া ষ্টেশনের ওভারব্রিজটি যাহা এই অঞ্চলে প্রথম রেল লাইন পত্তনের সময় নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল—আজ পর্য্যন্ত তাহা সেইরূপই আছে এবং গত কয়েকবৎসরে যাত্রীর সংখ্যা বহুগুণ বাড়িলেও ওভারব্রীজটি পুরুষের মতই রহিয়াছে। আমরা ওভারব্রীজটী পুনর্গঠিত করিবার জন্য বহু আবেদন নিবেদন করিয়া বৃথাই হায়রাণ হইলাম। এই সঙ্গে আরেকটি অভিযোগ আছে। সদর রাস্তার উপর পুরুলিয়া ষ্টেশনের একটি রেলওয়ে ক্রসিং আছে। এই রাস্তার যানবাহন খুবই বাড়িগাছে সুতরাং এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ওভারব্রীজ করিবার জন্যও বহু লেখালেখি হইয়াছে—ইহার জরীপ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে এবং ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার প্রভৃতি পরিদর্শনও করিয়া গিয়াছেন কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই।

ফুসরু হইতে মুরী পর্য্যন্ত যে একটি নূতন রেল লাইন নির্ম্মাণ করা হইতেছে তাহা পুরুলিয়া হইতে ২৫ মাইল দূরে পুরুলিয়া রাঁচী লাইনের (ভায়া বেগুন কোদর) সহিত মিলিত হইতেছে। সুতরাং পুরুলিয়া হইতে বেগুন কোদর পর্য্যন্ত ছোট লাইনটি (narrow gauge) বড় লাইনে (broad gauge) পরিণত করা যাইতে পারে।

যেখানে কোটী কোটী টাকা খরচ হইতেছে সেখানে এই অল্প কাজটুকু করিতে বিশেষ কোনও ব্যয় হইবে না, কিন্তু তবুও এই লাইনটি বড় লাইনে পরিণত করার কোনও প্রস্তাব দেখিতেছি না। এই অঞ্চলটিতে শীঘ্রই নানা শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠিবে। ঝালিদায় একটি সিমেণ্ট ফ্যাক্টরীও হইতেছে। দুঃখের বিষয় এইগুলি কোনও বিবেচনার মধ্যে আনা হয় নাই।

ছোট খাট বিষয়গুলিও উপেক্ষা করা উচিৎ নয়; কারণ সাধারণ লোকে এই ছোট খাটো বিষয়ের মাধ্যমেই সরকারী ধারা বিচার করে। রেলওয়ে পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতি লোক তখনই কৃতজ্ঞ হইবে যদি ট্রেনে বসিবার স্থান পাওয়া যায় এবং অন্যান্য সাধারণ সুযোগ ও সুবিধাগুলি যাত্রীরা পায়। দেশের লোকের দাবী দাওয়াও বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু এই সমান্য দাবীগুলিও আমরা পূরণ করিতে পারিতেছি না ইহাই আক্ষেপের বিষয়। জনসাধারণকে আমাদের প্রভু বলা হয়। কিন্তু কোনও জংশন ষ্টেশনে আমাদের "প্রভুদের" যখন ট্রেনে উঠিবার জন্য ছোটাছুটি ও আকুলি বিকুলি করিতে দেখি তখন আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হওয়া উচিৎ।

একজন সাধারণ লোকের সম্পর্কে স্বাধীন দেশের বিবেচনার ধারা কিরূপ হওয়া উচিৎ তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি গত ২৫।২।৫৮ তারিখের হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশিত একটি সংবাদ উল্লেখ করিতেছি:

"কার্য্যে যাইবার জন্য ঠিক সময়ে যাহাতে উঠিতে পারে সেই সম্পর্কে একজন পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক পাঁউরুটী প্রস্তুত কারকের আবেদন পার্লিয়ামেণ্টে শুনানী হয়।

এই শ্রমিক ও তাহার স্ত্রী দুইজনেই বোবা ও কালা—তাহাদের এই অদ্ভুত সমস্যাটি পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য ব্রিগেডিয়ার স্যর জন স্মীথের নিকট অন্য তাহারা প্রকাশ করে। একটি ছোট পাউরুটীর কারখানায় কাজ করিতে যাইবার জন্য টেড শেফার্ড নামক এই শ্রমিকটিকে ভোর ৪টায় সময় উঠিতে হয়। কিন্তু ঠিকসময়ে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবার কোনও উপায় আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সারা রাত্রি আলো জ্বালাইয়া রাখিয়া মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছে "ভোর ৪টায় নিশ্চয় উঠিব"—কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তাই ঠিক সময়ে উঠিবার জন্য তাহাকে প্রায়ই সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হয়। সেইজন্য শেফার্ড চাহে যে গত বৎসর পাঁউরুটী কারখানায় রাত্রিতে কাজ চলিবার যে আইন পাস হইয়াছে তাহা সংশোধন করা হউক। সে পাকাপাকিভাবে বেলা ১১ টায় কাজে যোগদান করিয়া সন্ধ্যা ৭ টা পর্য্যন্ত কাজ করিবার অধিকার চাহে। প্রকাশ, ব্রিগেডিয়ার স্যর জন স্মীথ বলিয়াছেন যে তিনি এই বিষয়টি লইয়া শ্রম মন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিতেছেন"।

একটি গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে এই ভাবেই বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু এইখানে আমাদের দেশে সাধারণ লোকের জন্য কি এইভাবে অনুভব ও বিবেচনা করা হয়? মোটেই না। সাধারণ মানুষকে কেবল উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়াই আসা হইতেছে—যে সকল সুযোগ সুবিধা তাহাদের জন্য অনায়াসে করা যাইতে পারে—তাহা হইতেও তাহাদের বঞ্চিত করা হইতেছে।

এই সকলের মূলীভূত কারণ আমাদের খুঁজিতে হইবে। আমরা সকলেই চাহি যে রেলওয়ের পরিচালন ব্যবস্থা উন্নততর হউক এবং জনসাধারণ ও রেলকর্ম্মচারী উভয়ের স্বার্থই সংরক্ষিত হউক। সেইজন্য আমি মনে করি যে যে রেলওয়ে বোর্ড সমগ্র ঠাটটি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—সেই রেলওয়ে বোর্ডকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে পুনর্গঠিত করা হউক। ইহা যে তাহাদের আপনার প্রতিষ্ঠান তাহা মনে করিবার সুযোগ ও অবকাশ কর্ম্মচারীদের দিতে হইবে। কর্ম্মচারীদের এই দায়িত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ দেওয়া হউক যে তাহারা সমগ্র জাতির স্বার্থেই কাজ করিতেছে। এইরূপ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর নূতন কর্ম্মধারা অনুসারে দেশের জনসাধারণের স্বার্থে যদি আমরা পরিচালনা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে না পারি তবে মুখে আমরা যত কিছু বড়াই করি না কেন আমাদের কর্ত্তব্য আমরা সম্পাদন করিতে পারিব না।

———•———

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১০ই চৈত্র ১৩৬৪, ২৪শে মার্চ ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

আগামী ২৭শে মার্চ্চ আলোচনার দিন ধার্য্য

কংগ্রেসী মহলে প্রবল প্রতিক্রিয়া

গত ২০শে মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলগুলি কর্ত্তৃক রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রী মণ্ডলের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব পেশ করেন—"বিধানসভা পশ্চিমবাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিতেছে।"—এই অনাস্থা প্রস্তাবের স্বাক্ষরকারীদের নাম: লোক সেবক সঙ্ঘের নেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ; বিরোধীদলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু; প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ; শ্রীহেমন্ত কুমার বসু, (ফরোয়ার্ড ব্লক); শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী (আর, এস, পি) এবং শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (এস, ইউ, সি)।

স্পীকার শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জ্জী এই প্রস্তাব বৈধ ঘোষণা করিয়া আগামী ২৭শে মার্চ্চ এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার দিন ধার্য্য করেন।

মন্ত্রীসভা হইতে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগকে উপলক্ষ্য করিয়া বিরোধীপক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব উথাপনের যে উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিলেন তাহাতে কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্টারী দলের সদস্যদের মধ্যেও বিশেষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকাশ ৪০ জন কংগ্রেসী সদস্য নিজদলের নেতৃবৃন্দের কার্য্যকলাপে মোটেই সন্তুষ্ট নহেন। শ্রীসিদ্ধার্থ রায় কি কারণে পদত্যাগ করিলেন সেই সম্পর্কে দলের নেতৃবৃন্দ সাধারণ সদস্যদের কিছুই না জানানোর

জন্য উক্ত ৪০ জন সদস্যের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের নিকট তাঁহারা এক প্রতিবাদ পত্র পেশ করিয়াছেন। নিজেদের মধ্যে গভীর মত বিরোধ থাকিলেও এই ৪০ জন বিদ্রোহী কংগ্রেসী সদস্যেরা অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই ভোট দিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মোট সদস্য সংখ্যা ২৫৬ জনের মধ্যে—কংগ্রেস—১৫৬; কম্যুনিষ্ট ৫০; প্রজা-সমাজতন্ত্রী ২০; ফরোয়ার্ড ব্লক ৮; লোক সেবক সংঘ ৭; আর, এস, পি ৩; এস, ইউ, সি ২; স্বতন্ত্র ৭।

এই পর্য্যন্ত ৮৩ জন বিরোধী দলের সদস্য এই অনাস্থা প্রস্তাবে সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন। রবিবার দিন কংগ্রেসী পার্লিয়ামেন্টারী দলের বৈঠকে সদস্যেরা কোন কোন মন্ত্রীর কার্য্যের সমালোচনা করিবার অধিকার দাবী করিতে পারেন। স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) মন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখার্জী, শিক্ষা মন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রম মন্ত্রী আব্দুল সাত্তার প্রভৃতির কোন কোন কার্য্য দলীয় সভায় আলোচিত হইতে পারে।

মহীশূর কংগ্রেস পরিষদ দলে ভাঙ্গন

কতকগুলি রাজনৈতিক ঘটনার দরুণ মহীশূর কংগ্রেস পরিষদ দলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। এবং উহার ফলে মন্ত্রী-সভার পতন আশঙ্কা করা যাইতেছে। পরিষদে মোট কংগ্রেসী সদস্যের সংখ্যা ১৮৭; কিন্তু উহার মধ্যে বিরোধী দল মন্ত্রীসভা বিরোধী সদস্যদের শক্তি নির্ণয়কল্পে স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান শুরু করিয়াছে। উক্ত দলের বিশিষ্ট সদস্য বলেন যে—মন্ত্রীমণ্ডলীর পদত্যাগের দাবীতে অধি-কাংশ সদস্য নাম রাক্ষর করিয়াছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে শীঘ্রই পদত্যাগ করিতে হইবে।

চুন

বাড়ী ঘর তৈয়ারীর জন্য এবং চুনকামের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর "১নং ঘুসিক" চুন সুলভে পাইতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনু-সন্ধান করুন।

শ্রীখাঁদু বাউরী
চাটানিপাড়া পুরুলিয়া

PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE
PURULIA & RAGHUNATHPUR.

The students passed Steno-typist, Signalling, A. S. M. Course, Book-keeping etc from PHONETIC COMMERCIAL INSTITUTE, **PURULIA** or **RAGHUNATHPUR** are asked to inform their address immediately to the Principal for Govt. and Rly. Appointments

দৈবশক্তি কবচ (রেজি:

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরুষ প্রদত্ত—অতএব বেদের ন্যায় সত্য অদ্বিতীয় শক্তিশালী ও জগতে দুর্লভ। সর্ব্বরোগ আরোগ্য, গ্রহশান্তিতে, বিপদ মুক্তিতে, শত্রু পরাজয়ে দুর্ভাগ্য নিবারণে অসীম শক্তি সম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ গৃহীর অমূল্যসম্পদ। সংশয়কারীকে গ্যারাণ্টি দেওয়া যায়। কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

ডি, এন, সেন, এম, ও, বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতালপরগণা
বিহার

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি
বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলি-প্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

মুক্তি

১০ই চৈত্র, সোমবার

হিন্দীর এই বিরোধীতা কেন?

পরাধীন ভারতবর্ষের শেষ দুই যুগ যাবৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রধানতম প্রতিবন্ধক ছিল হিন্দু-মুসলমান বিরোধ। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ রাজশক্তি সম্প্রদায়কে ভেদবুদ্ধিতে ইন্ধন জোগাইত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অন্যায় সুযোগ সুবিধা দান করিত। ইহারই পরিণামে দেশ বিভাগ অনিবার্য্য হয়।

স্বাধীন ভারতের সৃষ্টি হইতেই দেশের শাসন শক্তির বৈষম্যমূলক আচরণ এবং কুটীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য এই ভেদ-নীতি ভিন্নরূপে ও ভিন্নপথে অনুসৃত হইতেছে। ভাষাগত বিভেদ সৃষ্টি এই ভেদনীতির অন্যতম রূপ।

এক শ্রেণীর মতাবলম্বী আছেন যাঁহারা মনে করেন হিন্দীকে সরকারী ভাষা তথা রাষ্ট্রভাষা করা হইলে দেশের ঐক্য সুদৃঢ় হইবে। এইরূপ মতাবলম্বীরা অধিকাংশই হিন্দীভাষাভাষী। কিন্তু ভারতীয় ঐক্য সম্বন্ধে হিন্দীভাষাভাষী আশাপোষণকারীদের অপেক্ষা—অহিন্দী ভাষাভাষীদের আশঙ্কা পোষণের যুক্তি ও কারণগুলিকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

রাজগোপালাচারী ও ডাঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী এককালে হিন্দীর প্রবল অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহা-রাও বর্তমানে এই গভীর আশঙ্কা পোষণ করিতেছেন যে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইবে ভাষার ভিত্তিতে দেশ বিভাগ।

হিন্দী বহুসংখ্যক লোকের ভাষা হইলেও সমগ্র ভার-তের তুলনায় ইহা সংখ্যালঘুদের ভাষা। আবার এক হিন্দীভাষীদের বিভিন্ন পর্য্যায় ও গোষ্ঠি বর্তমান—তথাপি এই বিভিন্ন ধারার হিন্দীভাষীরা এক বিশেষ ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ। হিন্দীকে বিশেষ মর্য্যাদা দানের ফলে, এই সকল হিন্দীভাষীরা স্বভাবতঃই বিশেষ মর্য্যাদার আসন লাভ করিবে। অপর দিকে অহিন্দীভাষীরা সেই অনুপাতে নিকৃষ্টতর পর্য্যায় ভুক্ত হইবে। হিন্দীভাষী অঞ্চলের উন্নয়ন ও প্রগতি সম্পর্কে রাষ্ট্রশক্তি যে পরিমাণ সক্রিয়—অহিন্দীভাষী অঞ্চল সম্পর্কে সেই পরিমাণ নহে। ফলে, আগামী দিনের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া রূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য। নানা প্রকার বিদ্বেষ ও বিরোধ ভাষাকে কেন্দ্র করিয়াই নিঃসন্দেহে আত্মপ্রকাশ করিবে। ফলে হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের ন্যায় হিন্দীস্থান-অহিন্দীস্থান রূপে পুনরায় দেশ বিভাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক দিয়া হিন্দীভাষীরা যথেষ্ট শক্তিশালী ও প্রতিপত্তি-শালী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় শাসন শক্তি আজ হিন্দীভাষী ও হিন্দীপন্থীদের কুক্ষিগত। ইহার উপর হিন্দী ভারতের একমাত্র সরকারী ভাষারূপে গণ্য হইলে হিন্দীভাষীরা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিবে। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা অল্প হইলেও—প্রকৃত-পক্ষে সমগ্র ভারতকে ইহারাই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং হিন্দীর প্রতি সরকারী আনুকূল্যের আবরণে হিন্দীপন্থী-দের নিয়ন্ত্রণাধিকার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে।

সমগ্র ভারতে হিন্দীর প্রসারের দ্বারা এবং হিন্দীকে স্কুলের বাধ্যতামূলক পাঠ্য করিয়া হিন্দীভাষীদের একচ্ছত্র প্রতাপ ক্ষুণ্ণ করিবার বা আসন্ন বিপদ হইতে দেশকে মুক্ত করিবার আশা নিছক কল্পনা বিলাস মাত্র। কারণ সমগ্র ভারতের লোক যদি নিষ্ঠাভরে হিন্দী শেখেও তাহা হইলেও যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী আর যাহারা দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ ভাষা হিসাবে হিন্দীকে শিক্ষা করিবে—তাহাদের পার্থক্য চিরকালই থাকিবে—অবশ্য যদি না তাহারা নির্লজ্জ ভাবে স্ব স্ব মাতৃভাষা বর্জ্জন করিয়া হিন্দীকেই মাতৃভাষা রূপে গ্রহণ করে।

হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার আরেকটি বিপদ আছে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্দের অধিকাংশেরই মত যে মাতৃভাষাকেই যতদূর সম্ভব উচ্চতম শিক্ষার বাহন করা কর্ত্তব্য এবং উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজীর একটা বিশেষ স্থান অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু শাসনের গদীতে অধিষ্ঠিত অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে হিন্দীকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। যদি হিন্দীকে সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়—তবে আজ না

হউক কাল, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষার মাধ্যমরূপে হিন্দী প্রবর্ত্তিত হইবে। সেইক্ষেত্রে ইংরাজী অথবা মাতৃ-ভাষা-দুইটির মধ্যে একটি স্থানচ্যুত হইবেই। আন্তর্জ্জাতিকতার প্রয়োজনে ইংরেজী শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়াই যাইবে —ফলে হিন্দীর জন্য মাতৃভাষাকেই বর্জ্জন করিতে হইবে।

হিন্দীকে গ্রহণের ফলে বাংলা, গুজরাটী, মারাঠি প্রভৃতি উত্তর ভারতের ভাষাগুলিরই সমূহ সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা দেখা দিবে। কারণ উত্তর ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিকটতর হওয়ায় বাঙ্গালী বা গুজরাটীর পক্ষে হিন্দী গ্রহণ করা যত সহজ তামিল বা তেলেগু ভাষীদের পক্ষে তাহা নয়। দ্বিতীয়তঃ হিন্দীর প্রতি সরকারী আনুকূল্যের সুযোগে হিন্দীপন্থী হওয়ায় সরকারী মান মর্য্যাদালাভের আশা এবং হিন্দী পুস্তকের সর্ব্বভারতীয় বাজারের সুবিধা গ্রহণ করিয়া হিন্দী সাহিত্যের অনুশীলনে পেশা বা ব্যবসায়গত লাভের সম্ভাবনা ক্রমশঃই অহিন্দীভাষী লেখক বা সাহিত্যিকদিগকে অধিকতর সংখ্যায় হিন্দীর নিকট আত্মসমর্পণে প্রলুব্ধ করিবে। ফলে বাংলা, গুজরাটী প্রভৃতি সমৃদ্ধ অহিন্দী ভাষাগুলি ক্রমশঃই অবহেলিত ও অবনতি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। এই ভাবে সমগ্র ভারতে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হইবে।

সুতরাং দেশবাসীর কাছে হিন্দীকে সরকারী ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা কি না ইহা বিচার্য্য প্রশ্ন নহে—হিন্দীকে গ্রহণ করার ফলে ভারতীয় অন্যান্য ভাষাগুলির কি সমূহ সর্ব্বনাশ হইতে পারে তাহাই বিশেষভাবে বিবেচ্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ

যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য পুরুলিয়া হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত একটি দ্রুতগামী ট্রেনের ব্যবস্থা এবং পুরুলিয়া হইতে আসানসোলের সংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য পুরুলিয়া হইতে আসানসোল পর্য্যন্ত একটি লোক্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা—এই ন্যূনতম দাবী এই পর্য্যন্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেন নাই। আগামী ১লা এপ্রিল হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলওয়ের যে নূতন সময় তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও ইহার কোনরূপ নির্দ্দেশ নাই। শ্রীনেহরু শাসিত শাসন ব্যবস্থা এবং শ্রীরায় পরিচালিত দপ্তরে যে ন্যায়, নীতি ও যুক্তির কোনও বালাই নাই তাহাই পুনরায় সপ্রমাণিত হইল।

প্রকাশ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে টেষ্ট রিলীফের মাধ্যমে সাহেব বাঁধের সংস্কার কার্য্য ফেব্রুয়ারী মাস হইতে সুরু হইবে। পরে জানা গেল যে মার্চ্চ মাস হইতে সাহেব বাঁধের সংস্কার তথা টেষ্ট রিলিফ কার্য্য সুরু হইবে। কিন্তু এখন শোনা যাইতেছে যে এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে এই কার্য্যে হাত দেওয়া সম্ভব হইবে না। কর্তৃপক্ষেরা অসুবিধার কারণ প্রকাশ করিয়া না বলিলেও জনসাধারণ ইহা অনুমান করিতে পারিতেছে। যতদূর মনে হয় "কংগ্রেস" মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ এই শুভকার্য্যে অগ্রসর হইতে চাহেন না। অর্থাৎ সরকারী মতে টেষ্ট রিলিফ কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণের অভাব ও দুর্দ্দশা সাপেক্ষ নহে—ইহার নিহিত অর্থের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

জেলার, ডেভেলাপমেণ্ট কাউন্সিলের গত কয়েকটি বৈঠকে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সমস্যা নিরাকরণ কল্পে কূপ নির্ম্মাণের কার্য্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবং দেড়শতাধিক স্কীম মঞ্জুরও করা হইয়াছিল। কিন্তু কাজ আশানুরূপ ভাবে মোটেই অগ্রসর হয় নাই। এই মার্চ্চ মাসের মধ্যেই স্কীমগুলি সম্পূর্ণ করার কথা সুতরাং কি কি অসুবিধা ও বাধায় কাজ অগ্রসর হইতেছে না সেসম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও প্রস্তাব করিতেছি যে উন্নয়ন পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপদানের উদ্দেশ্যে যতদূর সম্ভব জেলা বোর্ডের সহযোগিতা গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করিয়া ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা এবং পানীয় জল সরবরাহের জন্য কূপ নির্ম্মাণের কার্য্যে জেলাবোর্ডের দক্ষ কর্ম্মচারীদের অভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে

শ্রীসাগরচন্দ্র মাহাতর বক্তৃতা

অধ্যক্ষ মহোদয়,

আজ আমি পুরুলিয়া জেলার জমির অবস্থা ও ফসল না জন্মিবার কারণ এবং তৎ প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিব।

বাংলার অন্যান্য জেলার নাম না করিয়া পুরুলিয়ার কথা বলিতেছি এইজন্য যে, এখানকার জমি অন্যান্য জেলার ন্যায় সমতল নয়। অন্যান্য জেলায় কেনেল বা খাল দ্বারা যেমন জল লইয়া গিয়া চাষ করা যায়, এখানে তাহা সম্ভব নয়। এখানকার জমি উঁচু নীচু ও কঙ্করযুক্ত এবং অনুর্ব্বর।

ধান্য উৎপাদন উপযোগী জমি ৩ প্রকার। বহাল, কানালি ও বাইদ। বাইদ জমির ভাগ বার আনা; বহাল জমিতে ফসল জন্মাইবার জন্য জলের দরকার হয় না। কানালি জমিতে কিছু কিছু জল দরকার হয়। এবং বাইদ জমি কেবলমাত্র জলের উপর নির্ভর করিয়া চাষ করিতে হয়। প্রতি বৎসর মাত্র ১।২ পশলা জলের অভাবে ধান মরিয়া যাইতেছে।

আজ কয়েক বৎসর পর পর সুচারুভাবে বৃষ্টির অভাব জনিত চাষ ভাল না হওয়ায় ও বৃষ্টির অভাবে ধান মরিয়া যাওয়ায় এখন আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইয়াছি।

ইহার বিশেষ কারণ এই যে এই জেলা বাংলায় যাইবে বলিয়া বিহার সরকার কৃষির উন্নতির জন্য কোন কার্য্য করেন নাই এবং বাংলা সরকারও আজ ১ বৎসরের উপর হইল হাতে পাইয়াও জেলার কৃষির উন্নতির জন্য কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাই।

আমাদের জেলায় অজন্মা হইয়া ধান মরিয়া যাওয়ার আরও একটী কারণ আছে তাহা এই :—(১) অধিকাংশ গ্রামেই ৩।৪টী বা ততোধিক পুরাতন বাঁধ আছে। সেই সমস্ত বাঁধের জলের দ্বারা এতকাল কৃষিকার্য্য হইত। এখন আর সম্ভব হইতেছে না। কারণ বাঁধের জলে যতগুলি জমি জল সেচন হইত, এখন সেই জমির ৩ গুণ বাড়িয়াছে।

(২) বাঁধগুলি ৩০।৩৫ বৎসর আগে এক এক একজন মালিকের অধীন ছিল। সুতরাং বাঁধগুলি সংস্কার করা হইত মধ্যে মধ্যে।

(৩) এখন বাঁধের মালিকদের বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় বাঁধের অংশীদার অনেকগুলি হইয়াছে। তাছাড়া কৃষকগণের অবস্থাও অসচ্ছল থাকায় আর বাঁধগুলি মেরামত করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং বাঁধগুলি ভরাট হওয়ায় বর্ষার জল আর বেশী জমিতে পারে না।

এখন উপায় হইতেছে যে প্রথমতঃ গ্রামে যে কয়টি পুরাতন বাঁধ আছে সেগুলি সংস্কার করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ জেলার যে ছোট ছোট জোড় আছে, তাহা আইল দ্বারা জল আটকাইয়া রাখা ও তদ্বারা সেচন করিবার ব্যবস্থা করা। এই কার্য্যের দ্বারা সরকারের লোকসান হইবে না বরং লাভই হইবে। কেননা আমি ময়ূরাক্ষীর মত কোন বড় পরিকল্পনার কথা বলিতেছি না। অতি সামান্য ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার কথা বলিতেছি।

এই পরিকল্পনাগুলি এত ছোট যে গ্রামবাসীগণের চেষ্টার দ্বারা সম্ভব হইবে। আমরা মাত্র মাটীর আইল দ্বারা বাঁধিয়া থাকি সুতরাং এই আইল প্রায় জলের বেগে ধ্বসিয়া যাইতেছে।

উদাহরণ স্বরূপ ২।১টি সেচ পরিকল্পনার কথা বলিতেছি। আড়ষা থানা, গ্রাম সেনাবোনা সেখানে পাহাড় হইতে যে জোড়টী নিম্নে আসিয়াছে, তাহা গ্রামবাসীগণ আইল দ্বারা বাঁধিয়া সেচের কার্য্য করিত কিন্তু মাটির আইল প্রায়ই ধ্বসিয়া যাওয়ায় এখন আর সেচন কার্য্য চলিতেছে না।

এখানে মাত্র ১৫।২০ হাজার টাকা খরচ করিলে প্রায় ১০০০ বিঘা জমিতে ধান ও অন্যান্য ফসল জন্মিবে। ইহার দ্বারা প্রজারা যেমন লাভবান হইবে, সরকারও তেমনি লাভবান হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী উদাহরণ দিতেছি— সেটী বুড়দা-বুকাডি নালার। গ্রামবাসীগণ ধান বাঁচাইবার জন্য নদী হইতে ২ মাইল খাল কাটিয়া জল লইয়া গিয়াছে। এই খাল আমি নিজে দেখিয়া আসিয়াছি। এই নালার গভীরতা ১০ ফিট এবং প্রস্থ প্রায় ১৬ ফিট; এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করাতেও সম্যক জল ক্ষেতে পৌছিতেছে না— সামান্য অর্থের অভাবে। কারণ নালাটী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে কিন্তু উত্তরস্থ পাহাড় হইতে বর্ষা কালীন জলে আড়াআড়িভাবে কয়েকটী নালা সৃষ্টি করিয়াছে সুতরাং গ্রামবাসীগণ সেই সমস্ত নালা মাটীর আইল দিয়া ধরিয়া খাল দ্বারা জল পরে করিয়া লইয়া গিয়াছে।

এই মাটীর আইল দ্বারা জল আটক হইলেও অধিকাংশ জল ঝরিয়া নিম্নে নামিয়া যাইতেছে। কিন্তু সিমেন্ট দ্বারা ছোট ছোট নালাগুলি বাঁধিয়া দিলে, জল নিম্নে না ঝরিয়া অনায়াসে জল ধান ক্ষেতে পৌছিবে। মাত্র ৪।৫ হাজার টাকা খরচ করিলে প্রায় ১০০০ বিঘা জমি সেচন করা যাইবে।

আরও ছোট ছোট জোড় আছে, তদ্বারা খুব কম খরচে খুব বেশী জমিতে সেচন কার্য্য হইতে পারিবে। সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আমরা যথাসময়ে আরও পরিকল্পনার কথা জানাইব।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, গত সেসনে একজন মেম্বার বলিয়াছিলেন যে, কিছু জমি বাংলার সামিল হইল বটে কিন্তু তথাকার জমি অনুর্ব্বর বিধায় উহা বাংলার বোঝাস্বরূপ হইল।

তার উত্তরে আমি জানাইব যে আপাত দৃষ্টিতে উহা বোঝা বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিবেন যে ইহা বোঝা ত নয়ই বরং এই ভূখণ্ড বাংলার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবে।

কেননা এখানকার পাহাড়িয়া ভূভাগ খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আশা করি সরকার এদিকে নজর দিবেন।

এ সম্বন্ধে ১।২টী উদাহরণ দিয়া বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আপনারা জানেন যে ঝালদার পাহাড়ে এক প্রকার পাথর আছে সেই পাথর দ্বারা সিমেন্ট তৈয়ার হইতে পারে। এখানে অচিরে একটী কারখানা করি পাথরগুলি কাজে লাগাইলে একদিকে সরকার যেম লাভবান হইবেন, অন্যদিকে চাষী মজুরও কাজ পাইবে।

এরূপ পাথর মানবাজার থানার কাশীডি পাহাড়ে রহিয়াছে; তাহা ছাড়া ঐ থানার খড়িডুয়ার নামক গ্রা একপ্রকার সাদা মাটী আছে (খড়ি মাটী নামে পরিচিত) এই সাদা মাটীর দ্বারা কোন কাজ হইতে পারে কি তদ্বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আর একটী সংবাদ জানাইব সেটী হইতেছে এই বাঘমুণ্ডি ও বরাভূমের পাহাড়ের সমান্তরালভাবে দক্ষি দিকে আর একটি পাহাড় আছে। সেখানে লোকে পাহাড়ে ও পাহাড়ের নিকটে অর্দ্ধেক মাটী জলে ধুই মাটী হইতে স্বর্ণ বাহির করে। মনে হয় এই পাহাড় গুলিতে স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহ

গতই ১৭ মার্চ হইতে নিখিল বঙ্গ বাস্তুহারা সম্মেলনে আহ্বানে সর্ব্ব শ্রেণীর উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্ব্বাসনে দাবীতে গণসত্যাগ্রহ সুরু হয়।

কলিকাতায় প্রায় ২০ হাজার উদ্বাস্তু ও জনসাধার ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এল, এ, ও শ্রীহরিপ্র মিত্র এম,এল, এর নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা করি অগ্রসর হইবার কালে রাজভবনের নিকট সশস্ত্রবি পুলিশ বাহিনী ইহাদের গতিরোধ করে। তিন হাজা উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহী পুলিশ বেষ্টনী ভঙ্গ করিয়া ১৪৪ ধার অমান্য করিলে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারে সময় কয়েকজন সত্যাগ্রহীর উপর পুলিশ লাঠি চালন করে। ধৃত সত্যাগ্রহীদের প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরি করা হয় এবং বহু সত্যাগ্রহীকে অজ্ঞাতস্থানে লইয়া যাও হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পরদিন ১৮ই মার্চ তারিখেও কলিকাতায় সত্যাগ্র করিয়া উদ্বাস্তুদের ১১৫০ জন সত্যাগ্রহী কারাবর করেন। এই সত্যাগ্রহ সংগ্রাম অব্যাহত আছে।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়ও উদ্বাস্তুগণ সত্যাগ্রহ করেন। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহ এমন পর্য্যায়ে উপনীত হয় যে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছাড়ে ও লাঠি চালনা করে। আদালত ও উদ্বাস্তু ক্যাম্প এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়।

বর্দ্ধমানের নবাবনগর ও কালীপুর ট্রানসিট ক্যাম্প হইতে ৩০ মাইল পথ হাঁটিয়া বর্দ্ধমানে উপনীত হন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় ১০৮ জন উদ্বাস্তু গ্রেপ্তার হন।

সরকারী পুনর্ব্বাসন নীতির প্রতিবাদে এবং পশ্চিম বঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে এই গণসত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করা হইয়াছে।

বিহার বিধান সভার বাজেট অধিবেশন

১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ গত ২১শে মার্চ্চ তারিখে বিহার বিধান সভায় ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ করেন। এই বৎসরের বাজেটে আনুমানিক আয় হইবে ১০২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা এবং আনুমানিক ব্যয় দাঁড়াইবে ১০৩ কোটী ২২ লক্ষ টাকা। ফলে ঘাটতির পরিমাণ হইবে ৫৭ লক্ষ টাকা। এই ঘাটতি পুরণের জন্য নূতন ট্যাক্স বসানো হইবে এবং এই বাবদে ২ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে।

এই বৎসরের বাজেটে দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা খাতে ৩১ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

অন্যান্য বিবিধ খাতে যে পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিতরূপ :—

ব্যয় (১৯৫৮-৫৯)

সরকারী ব্যবসায় সংক্রান্ত

স্কীম বাবদ	১১ কোটী ২ লক্ষ	টাকা
বহু উদ্দেশ্যসাধক নদী পরিকল্পনা	৭ ,,	৬২ ,,
শিক্ষা	৯ ,,	১৮ ,,
জনস্বাস্থ্য	৩ ,,	১৮ ,,
পুলিশ	৪ কোটী	৬০ লক্ষ টাকা
শাসন বিভাগ	২ ,,	৮৮ ,,
চিকিৎসা	২ ,,	৫২ ,,
কৃষি	৩ ,,	৯২ ,,
সেচ	৯ ,,	২ ,,
ভূমি রাজস্ব	৩ ,,	৩৬ ,,
সমবায়	২ ,,	১৫ ,,

হরিজন, আদিবাসী ও অনুন্নত

উন্নয়ন বাবদ	১ কোটী	৪৯ লক্ষ টাকা
জেল বিভাগ	১ ,,	৪ ,,
বিচার বিভাগ	১ ,,	৪ ,,
বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনা	৩ ,,	৭৮ ,,
কম্যুনিটী প্রোজেক্ট	৪ ,,	৬৮ ,,
জমিদারীর ক্ষতিপূরণ	১ ,,	টাকা

ব্যবসায়ীদের সর্ব্বপ্রকার বিক্রয়ের উপর শতকরা আট আনা হারে সাধারণ বিক্রয় কর; ভূমি উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর; প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সেস, প্রভৃতি নূতন কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই সকল আয় হইতে জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের পরিকল্পনাও করা হইয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

ঝালদায় নগর কীর্ত্তন উৎসব

গত বৎসরের ন্যায় এবারেও এখানে হরিবাসরান্তে শ্রীশ্রীশতখোল নগর সংকীর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ত্রিশ সহস্রাধিক লোক পাঁচ শতাধিক খোলবাদ্য সহকারে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া নগর পরিভ্রমণ করেন। কলিকাতা হইতে আগত দর্শনাচার্য্য ডাঃ সুধাংশু কান্তি ভক্তি বিলাস, শ্রীশচীনন্দন ভক্তিপ্রভা ও স্থানীয় শ্রীকমলা কান্ত ভক্তিবাচস্পতি, শ্রীঅমরনাথ সিংহ, প্রমুখ ভক্তবৃন্দ পুরোভাগে যোগদান করিয়া এই দুই মাইল দীর্ঘ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। নগর পরিভ্রমণান্তে স্থানীয় রথ বাগানে সকলে সমবেত হন। সেখানে

শ্রীশচীনন্দন ভক্তিপ্রভা ও শ্রীপ্রফুল্ল কমল গোস্বামী নাম কীর্ত্তন করেন এবং ডাঃ সুধাংশু কান্তি ভক্তিবিলাস নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটি চিত্তগ্রাহী বক্তৃতা দেন। অতঃপর সমবেত সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

ঝালিদা পুলিশের কর্ত্তব্যে অবহেলা

ঝালিদা থানার অর্দ্দন্যা গ্রাম হইতে শ্রীকৃষ্ণ কিশোর মাহাত অভিযোগ করিতেছেন ঃ—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বুধবার ঝালদা থানার অন্তর্গত "অর্দ্দন্যা" মৌজার দক্ষিণ সীমান্তে জনৈক গ্রামবাসী শ্রীরামপদ বড়াল বৈকাল তিনটায় অতর্কিতভাবে অনেকগুলি লোক দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গুরুতররূপে আহত হন। পরে গ্রামবাসীগণ জানিয়া উক্ত আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে তুলি করিয়া রাখিয়া আসে। যথারীতি পুলিশকেও সংবাদ দেওয়া হয়। গত দুই বৎসরাধিক কাল হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী কড়াডি গ্রামের কয়েকটী পরিবারের সহিত উক্ত শ্রীরামপদ বড়ালের একটী সম্পত্তি লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। প্রকাশ যে, সেই বিবাদী লোকদের দ্বারাই সে আক্রান্ত হয় ও প্রহৃত হয়—এইরূপ জবানবন্দীও সে পুলিশের নিকট করিয়াছে। এইরূপ আশঙ্কার কথা সে পূর্ব্বেও কয়েকবার পুলিশকে জানাইয়াছিল।

আমরা বিস্মিত হইয়াছি যে, আজ ১৩।১৪ দিন হইয়া গেল তদন্তমিনে পুলিশের কোন তদন্ত হইল না। বড়ই বিচিত্র যে যাহাদের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য তাহারা এরূপ একটী গুরুতর বিষয়ে উদাসীন। আমাদের বিশ্বাস যে, পুলিসের উদাসীনতা নিশ্চয়ই ঘটনার বিষয়ে নহে—কেবল তদন্তের ব্যাপারে; কারণ প্রকাশ করিয়া না বলিলেও যে বর্ত্তমান ব্যবস্থার স্বাভাবিক ধর্ম্মেই এরূপ হইতেছে তাহা সকলেই খুব সহজেই অনুমান করিবে। মোটের উপর প্রকাশ্য তদন্ত না হওয়ায় বাংলা সরকারের শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে আমরা হতাশ হইয়া পড়িতেছি।

আড়ষা থানার অন্তর্গত পাতোয়াড়া গ্রামের শ্রীবাদল মাহালী জানাইতেছেন ঃ—আমরা দুইজনে কো অপারেটিভ সোসাইটি হইতে কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম। এই বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য ধান্য একবারে হয় নাই বলিয়া এবং আমরা অত্যন্ত গরীব বলিয়া এবৎসর টাকা দিতে অক্ষম হইয়া সময়ের দরখাস্ত চাহিতেছি।

পুরুলিয়া হইতে শ্রীকিশোরী মোহন দরিপা লিখিতেছেন ঃ—অনাবৃষ্টি হেতু এবৎসর ধান্য কম উৎপন্ন হইয়াছে। ভবিষ্যতে বীজ ধান কিনিবার জন্যও চাষ করা অসম্ভব হইবে।

এই দুর্ব্বৎসরে যাহাতে এক বৎসরের জন্য লোনের টাকা আদায় বন্ধ রাখা যায় ও রিলিফের কাজ চালু রাখা হয়, তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মানবাজার থানার মেট্যাল্যা গ্রামের সর্ব্বশ্রী রাজেন্দ্রনাথ মাহাত, চৈতন রাজোয়াড়, গোপাল বাউরী, গোষ্ঠ বাউরী, সুরেন্দ্র কর্ম্মকার, ও শ্রীমতী লক্ষ্মী মেঝান (৺রঞ্জিত মাঝির স্ত্রী) অভিযোগ করিতেছেন ঃ—আমরা আমাদের গ্রামের কো-অপারেটীভ সোসাইটীর মাত্র আট আনার সদস্য, কোন দিন কোন বাবদই আমরা কো অপারেটিভ হইতে ঋণ গ্রহণ করি নাই।

গত ২২।২।৫৮ তারিখে হঠাৎ আমাদের নামে মোট ৪৪৯ চারিশত উনপঞ্চাশ টাকার নোটীশ আসায় আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। কে বা কাহারা আমাদের নাম জাল করিয়া কো অপারেটীভ সোসাইটী হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

অতএব আমাদের নিবেদন এই যে, আমাদের ঋণ গ্রহণ বিষয়ে তদন্ত করা হউক এবং প্রকৃত ঋণ গ্রহণকারীকে যাহা করণীয় তাহা করিয়া আমাদের মিথ্যা ঋণের দায় হইতে মুক্ত করা হউক।

পুলিশের ডেপুটী সুপারিনটেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে মামলা

গত ১৯শে মার্চ তারিখে এস, ডি, ও র আদালতে বান্দোয়ান থানার খেড়্যাডি গ্রামের শ্রীমতী মিনি সর্দ্দারিন নাম্নী ৫০ বৎসর বয়স্কা রমণীকে বুট জুতা দ্বারা লাথি মারিয়া অজ্ঞান করার অভিযোগে পুলিশের ডেপুটী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রী পি, বি, ব্যানার্জ্জীর বিরুদ্ধে ৩২৩ ধারায় যে মামলা দায়ের করা হয় সেই সম্পর্কে তদন্তের ভার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এস, এন, দাশগুপ্তের উপর অর্পিত হইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে বান্দোয়ান থানার দুইজন সিপাহীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করিবার জন্য পুলিশের ডেপুটী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রী পি, বি, ব্যানার্জ্জী গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে বান্দোয়ান যান। তদন্তের সূত্রে খেড়্যাডি গ্রামে মিনি সর্দ্দারিনের বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া মিনি সর্দ্দারিনের বালক পুত্রের এজাহার গ্রহণ করিতেছিলেন। এজাহার গ্রহণের সময় ডি, এস, পি ক্রুদ্ধ হইয়া বালকটির চুলের মুঠি ধরিয়া আছাড় দেন। পুত্রের এজাহার লওয়ার পর মিনি সর্দ্দারিনের এজাহার গ্রহণ কালেও ডি, এস, পি হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া মিনি সর্দ্দারিণকে গালাগালি করেন এবং বুট জুতা দিয়া তাহার বুকে সজোর লাথি মারিতে থাকেন। আঘাতের ফলে মিনি সর্দ্দারিন অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদের বাৎসরিক পরীক্ষা

বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ পরিচালিত প্রবেশিকা, আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য পরীক্ষার জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ৩১শে বৈশাখ, ১৩৬৫। বিশ্বভারতীর আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারাই কেবল মধ্য ও অন্ত্য পরীক্ষা দিবার অধিকারী। যাঁহারা আগামী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন তাঁহাদের ২০শে বৈশাখ'৬৫ তারিখের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে। পরীক্ষার্থীদের হরিপদ সাহিত্য মন্দির হইতে যতদূর সম্ভব পাঠ্য পুস্তকাদি সরবরাহের সুযোগ দেওয়া হয়।

অশোক চৌধুরী
সম্পাদক
হরিপদ সাহিত্য মন্দির।
(বিশ্বভারতী লোক শিক্ষা সংসদ
পুরুলিয়া কেন্দ্র।)

বিবিধ সংবাদ

বার্ণপুর ও কুলটীতে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কারখানার ঠিকাদারদের অধীনে নিযুক্ত প্রায় ১৫০০০ হাজার শ্রমিকের ২৬ দিন ব্যাপী ধর্মঘট গত ২০শে মার্চ্চ হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় শ্রমিকদের দাবী সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বালুরঘাট হইতে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সদর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত প্রতিরোধের জন্য গত এক মাস যাবৎ বালুরঘাটে সত্যাগ্রহ চালতেছে। পুরুষ, মহিলা, ছাত্র, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সত্যাগ্রহী এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ৪৯৫ জন সত্যাগ্রহী বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

গত সপ্তাহে সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া, গয়া ও মুঙ্গের জেলার বিভিন্ন গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ৭০০ গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে এবং কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংস্থার শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের ১৭ দফা দাবী আদায়ের জন্য আগামী ২৬শে মার্চ্চ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে দাবী দিবস পালিত হইবে। ভারতের অন্যান্য স্থানে আগামী ২৭শে মার্চ্চ এই দাবী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর কলিকাতার ছাত্র সমাজের জন্য একটি ১০০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিতেছেন। কেবলমাত্র ছাত্রেরাই এই হাসপাতাল ব্যবহার করিতে পাবিবে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব উৎসব

গত ৬ই হইতে ৯ই মার্চ পঞ্চকোট পাহাড়ের সন্নিকটে কোটালডি গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা সঙ্ঘের উদ্যোগে সাহিত্য সম্মেলন, মহিলা মঙ্গলের আসর এবং সাধারণ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে পালাকীর্ত্তন ও যাত্রাভিনয়ও হয়।

সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী।

মহিলা মঙ্গলের আসরে শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী সভানেত্রীর আসন এবং সুসাহিত্যিক শ্রীপবিত্র গাঙ্গুলী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

মানভূম জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির উদ্যোগে আগামী ১৮ই এপ্রিল হইতে ২১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মানভূম জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উনবিংশ বার্ষিক অধিবেশন পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের কার্য্যসূচি নিম্নরূপ :—

১৮ই এপ্রিল' ৫৮ তারিখে **"জেলা কৃষি কারুশিল্প প্রদর্শনী"** উদ্বোধন করিবেন পশ্চিম বঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীকৃপতি মজুমদার মহাশয়।

১৯শে এপ্রিল জেলা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন :— উদ্বোধন করিবেন প্রবীন কবি শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল সভাপতিত্ব করিবেন।

২০শে এপ্রিল' ৫৮ "জেলা সাংস্কৃতিক সম্মেলন" সভাপতিত্ব করিবেন শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মন। উদ্বোধন করিবার জন্য শ্রীত্রীদিব কুমার চৌধুরী এম, পি, মহাশয়কে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে।

২১শে এপ্রিল' ৫৮ সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সংকীর্ত্তন

গত ২১শে ফাল্গুন ১৩৬৪ তারিখে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পুকা গ্রামে নবরাত্রি ৺শ্রীশ্রীহরি নাম সংকীর্ত্তন মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বহু দূর হইতে টাটাড়ি নিবাসী শ্রীতন চন্দ্র দাসের সম্প্রদায়, মানিকডি দলের সম্প্রদায়—লাগু'ড গ্রামের সখের দলের সম্প্রদায় ও কুলগড়া গ্রামে সখের দলের সম্প্রদায় প্রশংসার সহিত শ্রোতৃবৃন্দকে নাম শ্রবণ করাইয়াছে।

উক্ত হরিবোল কমিটীর পরিচালক শ্রীযুক্ত ভিক্ষাকর মাহাত অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করেন। শ্রীসর্ব্বেশ্বর মাহাত পার্ব্বাইদ হরিবাসরে সুশৃঙ্খলভাবে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে জনতাকে পরিচালনা করেন। শ্রীঅক্ষয় কুমার, শ্রীরাখাল চন্দ্র মাহাত; শ্রীমতিলাল গোস্বামী, শ্রীবৃধু মাহাত পানিপাথর প্রভৃতি।

ধানের জমী বিক্রয়

পুরুলিয়া হইতে ½ মাইল দূরে মাগুড়িয়া গ্রামে জজ সাহেবের বাংলার সম্মুখে ৮½ বিঘা বহাল এবং ৭½ বিঘা বাদ জমী বিক্রয়ের জন্য আছে। ইহাতে বৎসরে ন্যূনতম মোট ২০০ মণ ধান্য আবাদ হয়। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীচিত্তসন্তোষ মিত্র
সদর লোকাল বোর্ড আফিস
পুরুলিয়া।

মুক্তি প্রেস
পুরুলিয়া
সকল প্রকার ছাপাই
ও
বাঁধাই এর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৭ই চৈত্র ১৩৬৪, ৩১শে মার্চ ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায়
সরকারী ভাষা কমিশনের আলোচনা প্রসঙ্গে
শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের প্রদত্ত বক্তৃতা

সরকারী ভাষা কমিশনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মূলতঃ দুটী অংশ। একটি সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষা ও শাসন জীবনে ভাষার স্থান; অপরটি আঞ্চলিক ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান।

এই উভয় মূল বিষয় নিয়ে সরকারী ভাষা কমিশন যে সিদ্ধান্ত ও বিচার ধারা প্রকাশ করেছেন, তাতে সমগ্র ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাষা-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ক্ষোভ এবং বিরূপতা দেখা দিয়েছে। এই ভাষা গোষ্ঠীরা তাঁদের ভাষার ভবিষ্যৎ বিষয়ে গভীরভাবে আশঙ্কিতও হয়েছেন। এই বিরূপতা, ক্ষোভ, এবং আশঙ্কা যে অমূলক নয়—সামান্য বিচার করে দেখলেই তা বোঝা যাবে। এবং তা যুক্তি ও সত্যতথ্যের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দী ইংরাজীর স্থান নিতে চায়

সমগ্রটা বিচার করার পূর্ব্বে মোটামুটি তথ্যটা বলি। কমিশনের রিপোর্ট দেখা গেছে—আঞ্চলিক মাতৃভাষার অপরিহার্য্য অধিকারকে রুদ্ধ এবং সঙ্কুচিত করা হয়েছে—তার সহজ স্বাভাবিক গতি ও প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হয়েছে; অন্য দিকে যে ইংরাজী এতদিন ভারতীয় মাতৃভাষাগুলির সহজ জীবন বিকাশকে পঙ্গু ক'রে জাতীয় ব্যাপক অগ্রগতিকে আড়ষ্ট ক'রে রেখে ছিল—আজ ভারতীয় জীবনে হিন্দীকে সেই ইংরাজীরই স্থলাভিষিক্ত করার পথ করা হয়েছে; ইংরাজীর স্বয়ংকৃত অনধিকার প্রবেশের অধিকারকে আজ হিন্দীর অপরিহার্য্য উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ করা হয়েছে—কিন্তু ভাবা হয়নি যে, বিলিতি পরগাছার বদলে দেশীয় পরগাছার প্রয়োগ করলে—সে পরগাছার আপন ধর্ম্মই পালন করবে।

বিচারকের অহেতুক ব্যগ্রতা

এর সঙ্গে ভাষা কমিশনের বিচারকেরা একটি বিশেষ যে অবিচার করেছেন—সে বিষয়ে বলি। সরকারী ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা নির্ণয় করার পূর্ব্বে যে পরিমাণ চিন্তা, গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ ও জনমত গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল—

ভারতীয় ভাষাসমূহের গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে ভারতীয় জনমতের গতি ও প্রকৃতি অনুধাবন ও গঠন করার জন্যে যে পরিমাণ ধৈর্য্য ও অনুশীলনের প্রয়োজন ছিল—তার প্রতি মনোযোগ দেন নি। অধীর ব্যগ্রতায় প্রকৃতির গতিকে চাপ দিয়ে তাকে আপন অভিলাষের অনুকূল করায় চেষ্টা হয়েছে। মানবপ্রকৃতি তার সহজ গতিতেই চলবে—প্রতিকূল ধারায় চলতে গেলে অগ্রগতির পথে খানিকটা পিছিয়ে যেতে হবে মাত্র। সেই আবার প্রকৃতির সত্যেই ফিরে আসতে হবে। সেজন্য ভারতীয় ভাষাজীবনের সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে—আজ তাকে বুঝবার জন্যও আমাদের চাই ধৈর্য্য।

অন্যদিকে প্রতিকার-বোধ ও অস্বাস্থ্যকর বিরূপতা

অনেক সময়ে জাতীয় জীবনে সত্যের নির্দ্দেশকে সংস্কারাচ্ছন্ন অভ্যাসগ্রস্ত মানুষ মানতে চায়না কিছুতেই। এক্ষেত্রেও বল প্রয়োগে যে কাম্য সিদ্ধির পক্ষে বাঞ্ছনীয় সমাধান নয়—ইতিহাসে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। সেজন্যও উপযুক্ত প্রতিকারপন্থা এবং ধৈর্য্য চাই।

সেজন্য একদিকে একপক্ষ থেকে যেমন ক্ষমতার সহায়তায় অধীর ক্ষিপ্রতায় চাপাবার চেষ্টা চলেছে—অন্যদিকে তেমনি বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অসহিষ্ণুতা থেকে বিরোধ এবং বাধা দেওয়ার চেষ্টার মধ্যে প্রয়োজনের সঙ্গে অনেকখানি অনাবশ্যক বিরূপতাও আত্মপ্রকাশ করছে—কোথাও কোথাও বিরূপতা এমনও অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, অনাবশ্যক অবিচারের জন্যে যাতে বাধা দিতে চাই—তার দ্বারা যদি কোনো ক্ষেত্রে আংশিকও ভাল হতে পারে—তাও আমরা গ্রহণ করতে রাজী নই; তার দ্বারা আংশিক কল্যাণ হতে পারে কিনা—এই অবস্থা বিচার করে দেখতেও রাজী নই। এই মনোভাবও মহান জাতীয় জীবন গড়ে তোলার কাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য কম :—

একদিকে চাপাবার চেষ্টা; অন্যদিকে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা—এই বিরোধের মধ্যে ভাষা সম্পর্কিত অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনেকাংশে চাপা পড়ে যাচ্ছে বলে আমি মনে করি। এই দ্বন্দ্বের কারণে—সরকারী ভাষা, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিষয়টির মধ্যে আঞ্চলিক মাতৃভাষার যে প্রশ্নটি সব চে প্রধান আজ সেই প্রশ্নটি গৌণ হয়ে রয়েছে এবং অ তর্কজালের মধ্যে অনাদৃত।

আমরা মনে করি ভারতবর্ষের জীবনে, অগণি অনাদৃত জনগণের দ্রুত অগ্রগতির প্রয়োজনে, আঞ্চলি মাতৃভাষার ক্ষেত্রকে দ্রুত সংগঠিত ও সুগঠিত করা উপযোগিতা যদি আমরা উপলব্ধি করি—এবং তার যো আয়োজন যদি আমাদের জীবনে বড় হয়ে ওঠে—তা আমরা দেখব—সর্ব্বভারতীয় ভাষা সমস্যাটি অধিকত সহজ হয়ে এসেছে।

ভাষা কমিশনে ভাষা সমস্যার সুষ্ঠু আলোচনা হয়

কিন্তু আমরা দেখছি—ভাষা কমিশনের বিবেচ আঞ্চলিক মাতৃভাষার মূল্য আদৌ নিরূপিত হয়নি এবং আমরা দেখছি—আমাদের ভারতীয় ভাষা জীবনে বহু বৈচিত্র্যের জন্য—প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে বিভি শ্রেণীর ভাষা সমস্যা রয়েছে—কমিশন তার প্রতিও দৃ দেননি। এবিষয়ে আমরা যা বুঝেছি তাই বলি।

ভাষা সমস্যায় বিভিন্ন ক্ষেত্র :—

ভাষা জীবনে প্রয়োজনের যে বিভিন্ন ক্ষেত্র গড়ে তুলতে হবে—সে বিষয়ে আমাদের শ্রেণীবিচার এই :—

১) আঞ্চলিক মাতৃভাষা ক্ষেত্র
২) সর্ব্বভারতীয় শাসনিক ভাষা ক্ষেত্র
৩) রাষ্ট্রভাষা রূপ অধিকার ক্ষেত্র
৪) সর্ব্বভারতীয় সমাজ-ভাষা ক্ষেত্র
৫) শ্রেণীগত মাতৃভাষা ক্ষেত্র
৬) সর্ব্বভারতীয় শিক্ষার ভাষা ক্ষেত্র
৭) বিশ্বজনীন শিক্ষার ভাষা ক্ষেত্র
৮) আন্তর্জাতিক ভাষা ক্ষেত্র

আমরা মনে করি ভাষার এই বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষেত্রকে তার বিভিন্ন প্রয়োজনের দৃষ্টিতে বিভিন্নরূপে গড়তে হবে এইগুলির পৃথক প্রয়োজন কি—সমস্যা কি—সম্ভাবনা কি এখন আমরা আলোচনা করে দেখি; এবং তা পরিপ্রেক্ষিতে—আলোচনা করে দেখি—কমিশনই এই বিষয়ে কি করছেন।

(৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

১৭ই চৈত্র, সোমবার

অভিশপ্ত বাংলা

কংগ্রেসের দেশ সেবার দাপটে এবং কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থার কল্যাণে স্বাধীনতা লাভের দশ বৎসরের মধ্যেই বাংলা তথা বাঙ্গালীর ভাগ্যে জীবনসন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে। খণ্ডিত বাংলার মস্তকে আজ চতুর্দ্দিকে দুর্য্যোগের ঘনঘটা দেখা দিয়াছে—তাহার উপর বিভীষণ-ধর্ম্মী বাংলার শাসন ব্যবস্থা মুমূর্ষু বাঙ্গালীর বাঁচিবার ক্ষীণ আশাটুকুও বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে।

সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধুর যে মহান জীবন ও আদর্শ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়যাত্রায় ধ্রুবতারা ছিল; সুরেন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্রের যে কণ্ঠস্বর মৃতপ্রায় দেশবাসীকে সঞ্জীবনী ধারায় প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল—অগ্নিযুগের আত্মভোলা যে তরুণের দল জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া ভাবনাহীন চিত্তে চরম আত্মোৎসর্গের মহান্ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছিল—যে বাংলার মনীষা ও সাধনার উদ্দেশ্যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া মহাত্মা গোখেল বলিয়াছিলেন—বাংলা আজ যাহা ভাবে; সমগ্র ভারত কাল তাহা চিন্তা করিতে সুরু করে :—সেই বাংলার স্বাধীন যুগে দেশকে গড়িয়া তোলার মহান দায়িত্বের দিন যখন আসিল—সেই সময়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা আসর জাঁকাইয়া সমাজের আবর্জ্জনা স্বরূপ ততোধিক হীনচরিত্রের ফেরুপালদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কেবল সারা দেশময় ছুছুন্দরের কীর্ত্তন সুরু করিল। আর বাংলার দুর্ভাগ্য—বাংলার সংবাদ পত্র জগতের কলঙ্ক—যে সেই ছুছুন্দররূপী দেশবাসীগণ আজ সমাজের শিরোমণিরূপে আসন অলঙ্কৃত করিয়া আছেন—আর তাঁহাদের মুখ নিঃসৃত অ-মূল্য বাণী সংবাদপত্রের শিরোনামায় দিঙ্‌নির্ণয় করিতেছে।

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা হইতে বিদায়ী মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের শক্তিশেলে মন্ত্রীমণ্ডলী এখন বিশেষ বেসামাল হইয়া উঠিয়াছেন। কংগ্রেসের পাঁকল রাজনীতিতে যে আবর্ত্তনের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহা ঘূর্ণাবর্ত্তের রূপ গ্রহণ করিয়া কাহাকে গ্রাস করে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। শ্রীরায় বাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া কায়েমী স্বার্থের ক্রীতদাসরূপে চরম দুর্নীতি ও স্বার্থপরায়ণতার দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই ঘৃণ্য কংগ্রেসী শাসন কোন কুৎসিৎ ও সর্ব্বনাশা পর্য্যায়ে নামিয়া গিয়াছে তাহার দিগ্‌দর্শন করাইয়াছেন। তিনি খাদ্য, উদ্বাস্তু, শাসন বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে মন্ত্রীমণ্ডলীর জনস্বার্থ বিরোধী মনোভাবের বিশদ চিত্র দিয়াছেন। কিন্তু তাহা স্বত্বেও এই সর্ব্বব্যাপক দুর্নীতিমূলক শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ চিত্র তাঁহার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

শ্রীরায়ের অভিযোগগুলির খণ্ডনের অক্ষম চেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা কেবল ধূম্রজালই রচনা করিয়াছে—কোনও দায়িত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করিতে সক্ষম হয় নাই এবং ডাঃ রায়ের বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিরও পরিচায়ক হয় নাই।

এই সমস্তাকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় আনীত মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়মতান্ত্রিক রূপে গৃহীত না হইলেও জনসাধারণের অন্তরাত্মা এই মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অহরহ অভিশাপ বর্ষণ করিয়া ইহার আশু অবসান কামনা করিতেছে।

দিল্লীর দরবারে আত্মসমর্পণ স্বীকার করিয়া যে মেরুদণ্ডহীন নেতৃত্বকে গদী আঁকড়াইয়া থাকিবার পুরস্কার লাভ করিতে হয়; তাহাদের যেমন নিজেদের কোনও মর্য্যাদাবোধের বালাই নাই তেমনি মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা তাঁহাদের নিকট আশা করাও বিড়ম্বনামাত্র।

উপেক্ষিত ও অবহেলিত বাংলার আর্ত্তমানব আজ বিচারের ব্যর্থ আশায় কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়—শার্দ্দূল বিহারী বাংলার আর্ত্ত হাহাকার ব্যঙ্গ করিয়া আজ নিশাচর ফেরুপাল বাংলার মহাশ্মশানে অট্টহাস্য করিয়া ফেরে। দিগ্‌দিগন্তে কেবল অমানিশার ঘনঘটা। এই শ্বাসরোধকারী অবস্থা এবং অপমানের ঘৃণ্যতা বাংলার পৌরুষ আর কতদিন সহ্য করিবে? কবে ঈশানের কোণে সঞ্চারমান মেঘপুঞ্জ সকল বাধাবন্ধন হরণ করিয়া কাল বৈশাখীর উদ্দামগতিতে সমগ্র দেশের বুকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া এই আবর্জ্জনার স্তূপ ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে?

জেলার শিক্ষাজগতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা

মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের পরিচালনা পদ্ধতি

বিহার আমলে শিক্ষার ক্ষেত্রে অবাধ দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত এবং জেলার বহু স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীগুলি সরকারী দুর্নীতির যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। সেইজন্য এই জেলার বঙ্গভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রকে দুর্নীতিমুক্ত ও অরাজক পরিচালনা ব্যবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ম্যানেজিং কমিটীর পরিবর্ত্তন এবং আমূল সংস্কারের দাবী উঠে। কিন্তু বঙ্গভুক্তির পর প্রায় দেড় বৎসরকাল অতিবাহিত হইলেও এখনও বিহারের আইন ও ধারাই প্রচলিত আছে এবং পশ্চিম বঙ্গের আইন ও প্রচলিত ধারা অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সংস্কারের কোনও চেষ্টা বা ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই।

এই জেলার বে-সরকারী স্কুলগুলির মধ্যে মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন প্রাচীনতম এবং জেলার বৃহত্তম স্কুল। সুতরাং জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার একটি বিশেষ স্থান আছে এবং সকল দিক দিয়া ইহা একটি আদর্শ স্কুল হওয়া উচিৎ। বিহার আমলে এই স্কুলের শিক্ষকবৃন্দের অনমনীয় দৃঢ়তার ফলেই সরকারী অপচেষ্টা স্বত্বেও এই স্কুলটি হিন্দী প্রচারের আখড়ায় পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু স্কুলটির পরিচালনা ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। কিছুকাল যাবৎ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর স্বেচ্ছাচার ও পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহারের ফলে পরিচালনা ব্যবস্থায় চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা, এবং শিক্ষকগণের মধ্যে নিদারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ক্রমশঃই পরিস্থিতি এমন অবাঞ্ছিত রূপ ধারণ করিতেছে যে স্কুলের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এবং এই সকলের প্রতিবাদে ম্যানেজিং কমিটীর সভাপতি পদত্যাগ করিয়াছেন। কতকগুলি বৈষম্যমূলক ও স্বেচ্ছাচারমূলক দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করা হইতেছে :—

১। প্রধান শিক্ষক নিয়োগ বিভ্রাট

গত ১৯৫৭ সালের মে মাস হইতে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য দুই তিন খানা সংবাদ পত্রে তিনবার তিনদিন ব্যাপী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—এবং এই বাবদে আনুমানিক ৩৫০ টাকা ব্যয় হয়। এই ভাবে বিজ্ঞাপন দিয়া ও 'বিশেষ বিবেচনা' করিয়া গত জানুয়ারী (১৯৫৮) মাসে এমন একজন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয় যাঁহার বয়ঃক্রম পরবর্ত্তী মার্চ্চ মাসেই ৬০ বৎসর পূর্ণ হইবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসে ম্যানেজিং কমিটীর মিটিংএ এই নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের কার্য্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন না মঞ্জুর করিয়া গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক মাসের অগ্রিম বেতন দিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। —এই বাবদে স্কুল ফাণ্ডের প্রায় ১২৫০৲ টাকা অনাবশ্যকভাবে ব্যয় হয়।

২। শিক্ষকতার মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কে স্বেচ্ছাচার ও বৈষম্য

হস্তান্তরিত অঞ্চলে বিহারের আইন বলবৎ থাকায় শিক্ষকগণের অবসর গ্রহণের নির্দ্ধারিত কাল হইল ৫৫ বৎসর। কিন্তু বিভাগীয় অনুমোদন সাপেক্ষে (যাহা নির্দ্দিষ্টকাল পূর্ব হইবার পূর্ব্বেই লইতে হয়) ম্যানেজিং কমিটী ৬০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর পর্যায়ক্রমে মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু ৬০ বৎসরকাল পূর্ণ হইলে আর কোনও ক্রমেই শিক্ষকদের কার্য্যকাল মেয়াদ বৃদ্ধি চলিতে পারে না। —এই আইনের বলে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটী কোনও একজন শিক্ষককে মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটীশে অবসর গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন।

কিন্তু এই কমিটীই কর্ত্তৃক আবার স্কুলের বিশেষ একজন শিক্ষককে, যিনি সেক্রেটারী তথা কতিপয় প্রভাবশালী মেম্বারের বিশেষ প্রিয়পাত্র, অনুগৃহীত করিবার জন্য ৬০ বৎসর পূর্ণ হইবার পরও বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়াই ১৯৫৭ সালে একবৎসরের জন্য কার্য্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। আবার ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৫৯ সালের মার্চ্চ অর্থাৎ পনের মাসের জন্য ম্যানেজিং কমিটী উক্ত শিক্ষকের মেয়াদ দ্বিতীয়বার বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থনে

লোক সেবক সঙ্ঘের নেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের ভাষণ

দুর্নীতি ও কুশাসনের জন্য সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলী দায়ী

পশ্চিম বাংলার সমগ্র শাসনযন্ত্রের অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও অব্যবস্থার কারণে আজ এই সম্মিলিত অনাস্থা প্রস্তাবের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

এই অনাস্থা প্রস্তাবকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও বিভিন্ন কর্মলক্ষ্য থাকতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি—কার্য্যকরী হোক বা না হোক পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনের এই প্রস্তাব রাজনৈতিক কাজের একটা গতানুগতিক ধারারূপে উপস্থাপিত হয়ে থাকলেও—এই অনাস্থা প্রস্তাব সমস্ত বাংলা দেশের কোটী কোটী জনগণের অন্তরের অনাস্থার পূর্ণ পরিচয়রূপে দেখা দিয়েছে—তাতে সন্দেহ নাই।

পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী শাসনের যে দুর্গতিকে উপলক্ষ্য করে এই অনাস্থা প্রস্তাব—সেই দুর্গতি আজ সমস্ত ভারতবর্ষের সমগ্র কংগ্রেসী শাসনের অন্তহীন দুর্গতির পরিচয় মাত্র। তাতেও আজ সন্দেহ নেই।

ভারতবর্ষের ব্যাপক ক্ষেত্রের জনগণের দুর্গতিপূর্ণ অবস্থার সুযোগে কংগ্রেস আজ শাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকলেও—এই অনাস্থা প্রস্তাব সমস্ত ভারতবর্ষের জনগণের ব্যাকুল অন্তরের আশা আকাঙ্ক্ষারই প্রতীক মাত্র। কারণ জনগণ কংগ্রেসী শাসন থেকে মুক্তি চায়।

শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় পদত্যাগ করেছেন এবং কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সমূহ এনেছেন। শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এই অভিযোগ এনে থাকুন না কেন—অথবা তিনি অভিযোগের সব কিছু উপস্থিত করতে পেরে থাকুন বা না পেরে থাকুন—তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও ঘটনাপূর্ণ অভিযোগ দ্বারা জনগণের ব্যাপক অভিযোগই সমর্থিত হয়েছে যে—কংগ্রেসী শাসন আজ অন্তহীন দুর্নীতি ও পরিণামহীন অযোগ্যতার নামান্তর মাত্র।

আমরা লক্ষ্য করেছি—শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের অভিযোগের মূল লক্ষ্য ছিলেন—খাদ্যমন্ত্রী ও পুলিশ মন্ত্রী। অনাচারের অকল্যাণ ক্ষেত্রে এঁরা অগ্রবর্ত্তী ও প্রবল হয়ে থাকলেও, এঁদের কাজ সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলীর অযোগ্যতা ও অনাচারের কর্মধারার প্রতিচ্ছবি মাত্র।

মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে কেউ হয়তো আপন ব্যক্তি স্বার্থে অথবা মিথ্যা মোহে প্রবলের অবিচারের সহায়ক, সমর্থক বা নীরব দর্শক হয়ে আছেন—কেউ হয়তো বা দলের মধ্যে দলীয় প্রধান্য না পাওয়ার কারণে অনাচারের প্রতিযোগিতায় অপেক্ষাকৃত অপারগ হয়ে আজ অন্তর্বিরোধের ক্ষেত্র সৃষ্টি করছেন।

কংগ্রেস অথবা কংগ্রেসী শাসন যদি আজ বাঞ্ছিত পথ অনুসরণ করত তা হলে দলের মধ্যে অনাচারে প্রবৃত্ত এহেন প্রবলের স্থান কখনই থাকতে পারত না। যা অবাঞ্ছিত তারই প্রধান্য নিয়ে আজ লড়াই—সে জন্যই এই ভাঙ্গন।

অধিকাংশের অত্যাচারে মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে কেউ অসহায় একথা ব'লে সহানুভূতি জানাবার কিছু নেই। কারণ কোনো প্রতিষ্ঠানে থেকে কল্যাণকর কাজের সুযোগ যাঁরা পান না—প্রতিষ্ঠানের প্রবলদের অন্যায়কে যাঁদের সমর্থন করতে হয়—তাঁদের কেউ সেই অবাধ অকল্যাণকর কর্মে—সহায়ক হতে বাধ্য করে রাখে নি। সুতরাং আজ অপরিহার্য্য সত্য এই যে—পশ্চিম বাংলার সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলীই আজ ক্ষমার অযোগ্য।

আজ একথাও সত্য যে, এমন কোনো মন্ত্রী বিভাগ নেই—যার অধীনে অবাধ দুর্নীতি না চলছে—যার অধীনে অন্তহীন অবিচার না চলছে। ভুল ত্রুটি সর্ব্বত্রই হ'তে পারে—কিন্তু যদি ভীষণতর অপরাধ সমূহের একটিরও কোনো বিচার কোনোদিন না হয়—তবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদিচ্ছার ওপর আস্থা রাখার কোনো উপায়ই

থাকে না। সেজন্য আজ পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর কোনো মন্ত্রী বিভাগই এই অমার্জনীয় অপরাধ থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা।

তবে মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে যাঁরা প্রবলতম এবং যাঁদের হাতে কোটী কোটী জন-জীবন সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মহান কাজের দায়িত্ব—তাঁরা যদি অযোগ্যতায়, অব্যবস্থায়, ক্ষমতার মোহে নিদারুণ সংকট সৃষ্টি করেন জাতির জীবনে সত্যই তা ভয়াবহ এবং অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

খাদ্যবিভাগ, পুলিশবিভাগ প্রভৃতির মত বিভাগ—যেগুলি জনগণের সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত—যেগুলি আজ আমাদের জীবনে যে ভয়াবহ সংকট ও অবাধ বিশৃঙ্খলা এনেছে তার আঘাতে সমগ্র জনসমষ্টি আজ বিপন্ন নিগৃহীত।

এ আজ অপ্রতিরোধ্যরূপে প্রমাণিত যে,—ভয়াবহ খাদ্য সংকটকে মিথ্যাতথ্যে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। অনাহারে মৃত্যুর মত মর্ম্মন্তুদ ঘটনাগুলিকে দায়িত্বহীন অবিবেকে অস্বীকার করা হয়েছে। যা প্রতিকারযোগ্য ছিল সেই ব্যবস্থা গ্রহণে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা প্রদর্শিত হয়েছে। ব্যবস্থার নামে অকিঞ্চিৎকর যেটুকু করা হয়েছে তার বহুলাংশই অব্যবস্থা অনাচার ও অযোগ্যতায় নিষ্ফল করা হয়েছে। নিগৃহীত মানুষের আবেদন নিবেদনকে তাচ্ছিল্যে উপেক্ষায় নিত্য বিমুখ ও অপমানিত করা হয়েছে ফলে খাদ্য সংকটে মথিত মানুষ আজ ভয়াবহ সংকটের এবং অন্তহীন দুর্গতির সম্মুখীন।

উদ্বাস্তু সমস্যারও আজ ঐ অবস্থা। লক্ষ লক্ষ গৃহহারা সমাজহারা মানুষের সংশ্লিষ্ট ব্যাপার কিন্তু ব্যবস্থা বিষয়ে গভীর বিশৃঙ্খলা, অনাচার এবং ঔদাসিন্যই আজ কর্ম্মধারা।

যখন মানুষকে শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থায় চালান হয় না—তখন অসন্তুষ্ট বিক্ষুব্ধ মানুষকে পুলিশী শক্তির সাহায্যেই চালাতে হয়। পশ্চিম বাংলার পুলিশ বিভাগ আজ সেই কাজই গ্রহণ করেছে।

ব্যাপক ক্ষেত্রের মানুষকে ভীতি প্রদর্শন প্রলোভন প্রভৃতি পশুবলের দ্বারা চালাবার জন্য দেশের যেখানে যত সমাজ বিরোধীকে সংগঠিত করার কাজ আজ পুলিশ বিভাগ গ্রহণ করেছে—এ কথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই।

আমি যে সব অভিযোগ উত্থাপন করেছি—অসংখ্য তথ্য দিয়ে তাকে প্রমাণিত করার মত উপকরণ আমাদের কাছে আছে।

খাদ্যবিভাগ, পুলিশবিভাগের কথা বিশেষভাবে উঠেছে—সেই কারণ আমি এগুলির কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করলুম। এবং বহুজনের জীবন সংশ্লিষ্ট এই বিভাগগুলি জনজীবনে গুরুতর সংকট আনছে বলেও এদের কথা সবিশেষ উল্লেখ করলুম।

তবে আমরা এও জানি যে, পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি মন্ত্রী বিভাগ নিজ নিজ ক্ষেত্রে বহু অব্যবস্থা, বহু অনাচারের জন্য আজ গুরুতর অপরাধে অপরাধী—তা সে উদ্যোগ সহকারেই হোক—আর বাধ্য হয়েই হোক—তা সে সক্রিয়ভাবেই হোক, আর নিষ্ক্রিয়ভাবেই হোক।

এ সবের প্রমাণের জন্যও আমাদের কাছে উপকরণের অভাব নেই। সে জন্য আজ সমস্ত দিক বিচার করে সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলীকে আমরা অভিযুক্ত করছি। কংগ্রেসী শাসন যদি বাঞ্ছিত পথে চ'লত—তা হলে একটা দায়িত্বশীল সরকারের মধ্যে এতেন অবাধ উপদ্রব করার কারু ক্ষমতা থাকতো না।

অবাধ অনাচার, উৎপীড়ন ও দুর্নীতির কাজে পরস্পর পরস্পরকে প্রশ্রয় দান করেছেন—সুযোগ দান করেছেন এবং অবশেষে আজ অনাচারের প্রতিযোগিতায় দলীয় বুদ্ধি মারাত্মক হয়ে ওঠার ফলে ভেতরের জিনিষ বাইরে উঠে আসছে। শাসনযন্ত্রের ভেতরে সদিচ্ছা বা শক্তি কোথাও নেই। সে জন্য আজ সমস্ত বাংলা এই শাসনযন্ত্রের আশু অবসান কামনা করছে।

এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বও গুরুতর।—তিনি যদি দৃঢ় হতেন—তিনি যদি ন্যায়ের বাহক হতেন—তিনি যদি অবিচারের প্রতি প্রশ্রয় দান না করতেন। তা হলে এই বিষবৃক্ষ এই ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারত না। তিনিও তাঁর প্রতি ন্যস্ত মহান দায়িত্ব নিশ্চয়ই যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে পারেন নি—এও আমাদের অভিযোগের মধ্যে অন্যতম অভিযোগ।

এই দুর্বল নেতৃত্বের অধীনে—দুর্বল তথা দুর্নীতি প্রতি আগ্রহশীল যে মন্ত্রীমণ্ডলী, সমবেত দায়িত্বে জন জীবনে অপরিসীম দুর্গতি, অবাধ উৎপীড়ন ও গ্লানিকর লাঞ্ছনার আশাহীন জীবন পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন আজ সেই মন্ত্রীমণ্ডলীর শাসন অধিকারের আশু অবসান চেয়ে—সমস্ত বাংলার অন্তরের এই দাবীই আজ আমাদের দাবী।

—*—

৩। শিক্ষক নিয়োগ ও বেতন নির্দ্ধারণে স্বেচ্ছাচার

জনৈক শিক্ষককে বিশেষ উদ্দেশ্যে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক হিসাবে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করিবার পর একমাসের মধ্যেই অনার্স গ্র্যাজুয়েটের স্কেলে বেতন মঞ্জুর করা হইয়াছে—যদিও এখানে পশ্চিমবঙ্গের স্কেল এখনও প্রযোজ্য হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই নব-নিযুক্ত শিক্ষককে তাঁহার সার্টিফকেট (original certificate) পেশ করিবার জন্য ম্যানেজিং কমিটী প্রস্তাব করিয়া নির্দেশ দিলেও তিনি সেই নির্দেশ আজ পর্য্যন্ত পালন করেন নাই, বা, প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তবে বেতন ঠিকমতই পাইতেছেন।

৪। হোষ্টেল সম্পর্কে কমিটীর স্বেচ্ছাচার ও বিচারের প্রহসন

স্কুল হোষ্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং সহকারী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট গত ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া (২ বৎসর বাদে) চিরস্থায়ীভাবে বহাল আছেন। স্কুলের অন্যান্য দুচারজন শিক্ষক আবেদন করিলেও বৎসরাধিক কাল যাবৎ ইহা অযৌক্তিকভাবে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। উপরন্তু আবেদনকারী শিক্ষকদিগকে আগামী ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে হোষ্টেল ছাড়িয়া দিবার কড়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে বর্ত্তমান সুপারিনটেণ্ডেণ্টের পুত্রকে কোনদিন এই স্কুলের ছাত্র না থাকিলেও হোষ্টেলে থাকিয়া কলেজে পড়াশোনার বিশেষ লিখিত অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

আরও উল্লেখযোগ্য যে এই বিদ্যালয়ের হলে বিনা ভাড়ায় বেসিক ট্রেনিং কলেজ চলিতেছে এবং একাংশে কলেজের ছাত্রগণ বিনা ভাড়ায় বাস করিতেছেন এবং বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার করিতেছেন। —কিন্তু স্কুলের নিজস্ব শিক্ষকদের নিজ ব্যয়ে স্কুলের হোষ্টেলে থাকিবার অনুমতি প্রদানে ম্যানেজিং কমিটী অস্বীকৃত হইয়াছেন।

৫। পরিচালনায় অব্যবস্থার ফলে চরম আর্থিকসঙ্কট

গত ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে স্কুলের হিসাব পরীক্ষাকালে (audit) জনৈক চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট অডিট রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে স্কুলের বিভিন্নখাতে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষাধিক টাকা একই ব্যাঙ্কে বিশেষ করিয়া নন-শিডিউল্ড ব্যাঙ্কে রাখা উচিৎ নয়। তাহা ছাড়াও গত ডিসেম্বর মাসে ছোটনাগপুর ব্যাঙ্ক সম্পর্কে নানা উদ্বেগজনক সংবাদাদি পাওয়া স্বত্বেও স্কুল কর্তৃপক্ষ অবহেলা করিয়া এই বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই। ফলে স্কুলের সঞ্চিত অর্থের মোটা অংশ এবং শিক্ষকগণের আজীবন সঞ্চিত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা আজ চরম বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

বিস্ময়ের কথা যে এই আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াও ম্যানেজিং কমিটী অন্যান্য সকল শিক্ষককে বঞ্চিত করিয়া সেই বিশেষ একজন শিক্ষককে অনুগৃহীত করিবার জন্য তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। উক্ত শিক্ষক স্কুলের প্রধান শিক্ষককে অবজ্ঞা করিয়া বেআইনী ভাবে সরাসরি বেতন বৃদ্ধির দরখাস্ত করিলে এই শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে তিরস্কৃত করিবার পরিবর্ত্তে কমিটী তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন।

৬। শিক্ষক ধর্ম্মঘটের জন্য শাস্তি বিধান

সমগ্র বাংলায় গত শিক্ষক ধর্ম্মঘটের আশু অবসানের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে ধর্ম্মঘটে যোগদানকারী শিক্ষকদের উপর কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না। সেই অনুযায়ী সমগ্র বাংলায় কোথাও ধর্ম্মঘটী শিক্ষকদের বেতন কাটা হয় নাই—একমাত্র মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন ইহার ব্যতিক্রম।

৭। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটী

ভিক্টোরিয়া স্কুলের বর্ত্তমান ম্যানেজিং কমিটীর সদস্যগণের নাম :—

১। শ্রীজহরলাল বসু—সভাপতি (পদত্যাগ করিয়াছেন)
২। শ্রীঈশানচন্দ্র মাহান্তী—সেক্রেটারী, ৩। ডাঃ তারাপদ রায়—সদস্য, ৪। শ্রীজয়ন্ত কুমার সরকার—সদস্য, ৫। শ্রীঅনিল হালদার—সদস্য, ৬। শ্রীঅমল উপাধ্যায়—সদস্য, ৭। শ্রীসুদর্শন মাহাত—সদস্য, ৮। শ্রীরবিন কুজুর—সদস্য, ৯। ডাঃ প্রশান্ত কুমার মল্লিক—সদস্য, ১০। শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষ—প্রধান শিক্ষক
১১। শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তী—শিক্ষক প্রতিনিধি।

—

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

এই আলোচনার পূর্ব্বে এই বিভিন্ন ভাষাক্ষেত্রের জন্য যে কয়েকটি বিভিন্ন দিকের সমস্যা রয়েছে—তা উল্লেখ করে নিতে চাই। সেগুলি এই :—

১) শাসন কার্য্য পরিচালনা ২) শিক্ষা
৩) বিচারের কাজ ৪) আইন প্রণয়নের কাজ
৫) চাকুরী নিয়োগের কাজ ৬) বর্ণমালা
৭) পরিভাষা ৮) সংখ্যা

এখন আমরা এক একটি ভাষা ক্ষেত্রে তার মূল প্রয়োজন ও সমস্যা এবং তাদের অন্তর্গত এই বিভিন্ন দিকগুলির সম্পর্কে কার কি সমস্যা আলোচনা করি।

আঞ্চলিক মাতৃভাষা

আমাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হচ্ছে—ব্যাপক ক্ষেত্রে সকল জনগণের দ্রুত এবং সর্ব্ববিধ উন্নতি, আত্মবিকাশ ও অগ্রগতি।

আমরা সমস্ত বিশ্বেই আমাদের ভাষা, ভৌগলিক বাধা, সংস্কার, রাজনৈতিক ও শ্রেণীগত পার্থক্য প্রভৃতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন আছি—দূরত্বের মধ্যে আছি—সহজ আদান প্রদানের পথে—অসুবিধার মধ্যে আছি। এই বাধা সমূহের দ্বারা সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ দূর করে আমরা যত বৃহত্তর পরিধির মধ্যে যোগাযোগ করতে পারবো—ততই আমরা একে অপরের কাছ থেকে কল্যাণের পথ, সংস্কৃতির অবদান, জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য, সম্পদের উপায় ও মনের খোরাক পাবো এ নিতান্তই সত্য। কিন্তু এর পথ কি? বিশ্ব তো বহু বৈচিত্র্যে ভরা। বিশ্বের জীবনে বহু বিভিন্ন অনাদিকালের সৃষ্টি। সর্বত্রই পার্থক্য বিলোপ করেই কি অপরের যোগাযোগের পথ রচিত হবে? সহস্র সহস্র প্রাচীরের বাধাভেদ সৃষ্টি করে রয়েছে—সব ঘুচিয়ে দিয়েই কি অপরের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ আনন্দের যোগের পথ করতে হবে? কিন্তু তা অসম্ভব। এবং তা সত্যও নয়। বহু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিশ্বের সকল ক্ষেত্র থেকে সম্পদ আহরণ করতে আমরা জেনেছি। তার কৌশল মানুষ শিখেছে—নতুবা বিশ্বের মুক্তি ছিল না। বৈচিত্র্যকে বিলোপ করার স্বপ্ন অলীক—যারা কৃতি তারা আহরণ করে আনছে—এক ভাষা শ্রেণীর ভেতর যারা উদ্যোগী তারা ভিন্নজনে ভিন্ন ভাষাক্ষেত্র থেকে আহরণ করে এনে—নিজের ভাষাক্ষেত্রের সকল মানুষের জন্যে সেই সম্পদকে সহজলভ্য করে তুলছে। এইটিই বিশ্বজনীন জীবনের সহজ পথ।

বিশ্বক্ষেত্রে এইভাবে যেমন আমরা বৃহত্তর জীবনে বাস করছি—ভারতীয় জীবনেও ঠিক এইভাবে বৃহত্তর জীবনে বাস করার সত্যটি উপলব্ধি না করলে উপায় নেই। ভারতবর্ষে বিরাট বিরাট ভাষাগোষ্ঠীর বাস। তাদের এই সত্যকে উপলব্ধি করে সর্ব্বভারতীয় সংযোগক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে।

মাতৃভাষা মানুষের জীবনে তার বিকাশের জন্য, তার সৃষ্টি কর্ম্মের জন্য—তার মানস জীবনের জন্য এক মহান এবং অপরিহার্য্য আশ্রয়। তাকে ভাবতে হয় নিজের ভাষায়; তাকে উপলব্ধি করতে হয় নিজের ভাষায়। বাইরে থেকে সংগ্রহ করে আনলেও তাকে ভাষাগোষ্ঠীর মানসজীবনের সম্পদ করে তুলতে গেলে তাকে নিজের ভাষার গঠনে কাজ দিতে হয়—না হলে উপায় নেই। সেজন্য আমাদের বিশ্বাস এবং অপরিহার্য্য দাবী এই যে,

১) নিজের মাতৃভাষায় প্রত্যেক মানুষের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হবে।

২) নিজ জীবন ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত তার আত্মশাসনের সমস্ত কাজ তার মাতৃভাষায় পরিচালিত হবে—তার বিচার বিভাগের কাজ—তার আইনসভার কাজ—তার সমগ্র আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় চলবে।

নতুবা ভারতবর্ষের জনসাধারণের অগ্রগতি কখনও সম্ভব নয়।

বর্ত্তমানে অগণিত লোকের যে জীবন পরিবেশ তাতে আজ ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে অল্পলোকই নিজ ভাষাক্ষেত্রের গণ্ডীর বাইরে সমাজ-সম্বন্ধ করতে যাবে। খুব অল্প লোকই আন্তর্জাতিক জীবনক্ষেত্রে বিচরণ করার প্রেরণা অনুভব করবে। এবং খুব অল্প লোকেই বিশ্বের বহু ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষযোগে বিশ্ব পরিচয় লাভ করবে। কিন্তু এই বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগের নামে আমরা যদি মানুষকে তার আপন জীবনে বিকাশ লাভ করার সহজ শক্তিকেই পঙ্গু করে দিই তবে জাতির জীবনে ব্যাপক জন-জীবনের বিকাশ রুদ্ধ হবে। সৃষ্টির কাজ পঙ্গু হবে—এবং অগ্রগতি ব্যাহত এবং ব্যর্থ হবে—এ অবধারিত।

কমিশন এ সহজ সত্যটি উপলব্ধি করেন নি। শিক্ষাক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষার অধিকারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলেও কমিশন সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করেছেন—(রিপোর্টের ৪৪ ধারায়) বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনীকার বাহনরূপে হিন্দীকে নির্দ্দেশ করে।

আঞ্চলিক ক্ষেত্রে বিচার বিভাগে মাতৃভাষার সর্ব্বোচ্চ অধিকারকে কমিশন স্থান দেননি। হাইকোর্ট মাতৃভাষা থেকে বঞ্চিত হবে কমিশনের রায়ে।

আইন প্রণয়নের জীবনেও আঞ্চলিক আইন সভার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন কমিশন—রিপোর্টের ৮১ ধারায়।

জাতীয় অগ্রগতিকে বাঁচাতে গেলে—কমিশনের এই সিদ্ধান্তের হাত থেকে আমাদের বাঁচবার পথ করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে প্রাদেশিক শাসনকর্তৃপক্ষকেও আমরা বলব—যে তাঁরা নিজেদের শাসন জীবনে অগণিত জনগণের সত্যকার বিকাশের প্রয়োজনে—মাতৃভাষার যথার্থ স্থান ও মর্য্যাদা প্রদান করুন।

আজই তার উপযোগী উপাদান পাওয়া যাবেনা সত্য—তবু আজই নিষ্ঠার সঙ্গে এই মহান কর্ম্মের প্রস্তুতির সর্ব্বাঙ্গীন আয়োজন হওয়া অপরিহার্য্য বলে মনে করি।

মাতৃভাষায় সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার জন্য উপযুক্ত বই যদি না থাকে—যাঁরা শিক্ষা দেবেন তাঁরা বাইরের বই থেকে ছাত্রদের স্কুল বিষয়ে মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে পূর্ণ ব্যবস্থা করবেন—এই ভাবে ক্ষেত্র গড়তে থাকবে।

সর্ব্বভারতীয় প্রশাসনিক ভাষাক্ষেত্র

সর্ব্বভারতীয় প্রশাসনিক ভাষা সমস্যা সত্যিই একটী মহান সমস্যা। একটা ভাষা হলেই প্রশাসনের কাজ চালান যায় না। শাসনের কাজ, বিচারের কাজ, আইন প্রণয়নের কাজ চালাবার মত ভাষার সম্পদ যে ভাষার আছে—সেই ভাষাই এই স্থান নিতে পারে। ভাষার ব্যাপকতার প্রশ্নও এর সঙ্গে আছে। তবে, ভাষার যোগ্যতা না থাকলে বা যোগ্যতা অর্জ্জন করা না হলে ব্যাপকতার জোরেই প্রশাসনের ভাষার অধিকার তার হতে পারেনা। সেজন্য ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এখনই কোনও

ভারতীয় ভাষাকে সর্ব্বভারতীয় জীবনে শাসন ও শিক্ষার সর্ব্বক্ষেত্রে বসানো উচিৎ হবেনা মনে করি। ইংরাজী ব্যবহারের ফলে আজ ব্যাপকতার দিক দিয়ে না হলেও ইংরাজী কাজ চালাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে রেখেছে। সেজন্য উপযুক্ত পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্র সৃষ্টি না করে—তাকে সরালেই কাজ হবেনা। প্রভূত অসুবিধা এখনই দেখা দেবে। তাছাড়া সকল প্রদেশের সুবিধার দিক দিয়েও আজ ইংরিজীর ক্ষেত্র নেবার প্রস্তুতি নেই। সেজন্য নূতন উপযোগী ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত সহসা ধারা বদল আজ অসমীচীন হবে।

ভারতের নিজস্ব ভাষার দাবী

ভারতবর্ষের অনেকেই আজ বলবেন—তবে কি ভারতের নিজস্ব কোনও ভাষা সরকারী ভাষারূপে গণ্য হবে না? ইংরাজীই চিরকাল চলবে? আমরা মনে করি তা নয়। ভারতীয় ভাষার দাবী নিশ্চয়ই আছে—তবে এও বিচার করে দেখতে হবে এদের কার চেয়ে ইংরাজীর বেশী দাবী আছে কি না—বিদেশী বলে তার এই দাবী অগ্রাহ্য করা উচিৎ হবেনা। উপযোগিতাই বিচারের মাপকাঠি হবে। তবে আমরা মনে করি—ভারতের ভাষা জীবনের সমস্ত কিছু বিচার করে দেখলে আমরা দেখবো—কোনো এক ভাষারই এই দাবী সর্ব্বোত্তম হবে। সেটা যে হিন্দিই হবে তার কোনও কথা নেই। হিন্দীও হতে পারে—অন্য ভাষাও হতে পারে। তবে আমরা মনে করি ভারতের বিভিন্ন ভাষার আভ্যন্তরীণ ঐক্যগুলির সুসংবদ্ধ সমাবেশের দ্বারা—নূতন এক সর্ব্বভারতীয় ভাষা সৃষ্টি হতে পারে কি না—এও আজ গভীর এক বিচারের বিষয় হবে আমাদের জীবনে। এর মধ্যে হয় তো কোনো এক ভাষাকে কেন্দ্র করে এই নূতন ভাষার রূপ দিতে হতে পারে।

ভারতীয় সমাজ—ভাষাক্ষেত্র

প্রশাসনিক ভাষার ক্ষেত্র ছাড়াও সর্ব্বভারতীয় সামাজিক মিলনের দৃষ্টিতেও আমাদের ভাষা সমস্যাকে দেখতে হবে। একদিকে যেমন সকলের জন্য সহজ এক ভাষাক্ষেত্র দরকার হবে—সাধারণ যোগাযোগের জন্য—অন্যদিকে ভারতীয় কৃষ্টির জীবনে আন্তঃপ্রাদেশিক মিলনের ক্ষেত্রের জন্যও কোনো এক সম্পদময়ী ভাষার উপযোগিতা হবে।

এই সমস্যাগুলির বিষয়েও আজ আমাদের গবেষণা প্রয়োজন।

রাষ্ট্র ভাষারূপ অধিকার ক্ষেত্র

ভারতবর্ষে যে ভাষাগুলি প্রধান—বহু সম্পদ-সম্পন্ন—সেগুলির প্রত্যেকটিকেই রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত করতে হবে। সরকারী ভাষার অধিকার তারা না পেলেও—ভারতের কেন্দ্রীয় তথা সকল ভাষাক্ষেত্রে প্রয়োজনমত তাদের সঙ্গত অধিকারের বিশেষ দাবী থাকবে আইন সভাগুলিতে, আদালতে, শাসনক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভৃতিতে।

শ্রেণীগত ভাষা ক্ষেত্র

যেগুলি আঞ্চলিক মাতৃভাষা নয়—অথচ ভারতের একটি বেশী সংখ্যাযুক্ত শ্রেণীর মাতৃভাষা—যার ভাষা সম্পদ আছে—সে রকম দু চারটি আরও ভাষা আছে—তাদেরও বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধার জন্য স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিকেও বিচার করে দেখা সমীচীন হবে।

সর্ব্বভারতীয় তথা বিশ্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্র :—

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মূলতঃ শিক্ষা মাতৃভাষার মধ্য দিয়েই হবে। বহুজনের জন্য ব্যাপকভাবে উচ্চতম শিক্ষার ব্যবস্থা করলে—তা কেন্দ্রীকৃত রাখলে চলবে না—বহুজনের জন্য সকল আঞ্চলিক ক্ষেত্রে তা প্রসারিত হবে। সুতরাং কেন্দ্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা পৃথক করে খুব বেশী থাকবে না। তবু যা থাকবে—তা সর্ব্বভারতীয় যে ভাষার উদ্ভব হবে—তার মাধ্যমেই সেই শিক্ষাধারা পরিচালিত হবে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য যারা অগ্রসর হবে—ইংরাজীকে তাদের ভালমতোই গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা ও বহুবিধ জাগতিক শিক্ষার জন্য আজ বিশ্বজীবনক্ষেত্রের সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেজন্য ইংরিজীও সে দৃষ্টিতে অপরিহার্য্য। তারও বিশেষ ক্ষেত্র গড়ে তোলা চাই। এবং আমরা মনে করি—পরিভাষার প্রশ্নে আমাদের উচিৎ হবে—অপ্রাপ্ত দেশের মৌলিক শব্দগুলিকে অবিকৃতভাবেই আমাদের ভাষায় গ্রহণ করা। এতে আমাদের ভাষার সম্পদ ও শক্তি বাড়বে—কাজেরও বহু সুবিধা হবে।

আমাদের কর্ম্মধারা

আমরা মনে করি—ভারতের মহান ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে—উপযুক্ত বিচার না করে—উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা না করে—এবং ব্যাপক জনমত গ্রহণ না করে সহসা এখনই সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রের জন্য কিছু ঠিক করা সমীচীন হবে না। এই কাজের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং উপযুক্ত সমূহের ব্যবস্থা করা খুবই আজ দরকার।

এর সঙ্গে আমরা মনে করি রাজনৈতিক কাঠামোরও প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন দরকার। বিকেন্দ্রিত আত্মশাসনের দৃষ্টিতে ভারতীয় পুনর্গঠন করলে মাতৃভাষার ক্ষেত্র আরো বহু হবে। এবং বহু জটিলতা দূর হবে। যাঁরা শাসনে অধিষ্ঠিত তাঁরা আর যাঁরা দেশের চিন্তাধারা ভারতের ভাষা জীবন এবং তার সঙ্গে প্রসারিত নিয়ন্ত্রণের জীবনকে গভীরভাবে বিচার করে পদক্ষেপে দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পরিকল্পনা গড়ে তুলুন—এই আমাদের আবেদন।

লাবণ্য প্রভা ঘোষ (২৭

—*—

ধানের জমী বিক্রয়

পুরুলিয়া হইতে ২ মাইল দূরে মাগুড়িয়া জজ সাহেবের বাংলার সম্মুখে ৮½ বিঘা বহাল ৭½ বিঘা বাদ জমী বিক্রয়ের জন্য আছে। ইহা বৎসরে ন্যূনতম মোট ২০০ মণ ধান্য আবাদ নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীচিত্তসন্তোষ মি
সদর লোক্যাল বোর্ড অ
পুরুলিয়া।

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া।

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সা পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার প স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহয়ে কামনা করি।

হেড্ অফিস : পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৪শে চৈত্র ১৩৬৪, ৭ই এপ্রিল ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

জাতীয় সপ্তাহ অনুষ্ঠান

৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান

বিদেশী শাসক কর্ত্তৃক ভারতবাসীকে চির পদানত করিয়া রাখিবার উদ্ধত স্পর্দ্ধার এক উদাহরণ হইল জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বিদেশী শাসন হইতে স্বাধীনতালাভের জন্য বিগত ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল গান্ধীজী গণ-সংগ্রামের মহান সূচনা করেন। আমাদের জাতীয় জীবনে, স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিপথে, জাতীয় মহান্ কর্ত্তব্য সাধনের পথে এই সপ্তাহটি জাতিকে আত্মদানের মহান্ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। জাতির জীবনে ইহা অবিস্মরণীয়।

এই আত্মদান, দুঃখবরণ ও দৃঢ়তার স্মৃতিপুত জাতীয় সপ্তাহের যথার্থ স্মরণ, অনুষ্ঠান ও পালনের দ্বারা আমাদের জীবনে সত্য ও কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন ইহার আহ্বান সার্থক করিতে পারি। বিবিধ গঠনমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান, জাতীয় চেতনার দ্বারা উদ্বোধন ও বিগত মহান্ দিনের আলোচনা ও স্মরণের অনুষ্ঠানসমূহ দ্বারা যেন আমরা এই দিবস পালন করি।

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক—লোক সেবক সংঘ।

—•—

দুর্নীতি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে সঙ্ঘের চরিজন এম, এল, একে বহিষ্কার

সঙ্ঘের জিলা পরিষদের গুরুতপূর্ণ সিদ্ধান্ত

লোক সেবক সংঘের জেলা পরিষদের বিগত ৬ই ও ৭ই এপ্রিলের গৃহীত একটি সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচনা করিয়া লোক সেবক সংঘের সচিব সংবাদ পত্রে প্রকাশার্থে নিম্নলিখিত এক সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন :—

(১) আমাদের লোক সেবক সংঘের চারিজন আইনসভা সদস্য—শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাত, শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত, শ্রীভীম চন্দ্র মাহাত ও শ্রীনকুল সহিসের আচরণ বিষয়ে সংঘের—জিলা পরিষদের ৭।৪।৫৮ তারিখের বৈঠকে বিশদ আলোচনা হয়। অবাঞ্ছিত তথা দুর্নীতি ও নির্দ্দেশ সম্পর্কিত শৃঙ্খলাভঙ্গের কাজে জড়িত হওয়ার বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি অভিযোগ আনয়ন করা হয় যথারীতি বিচার সহযোগে তাঁহাদের বিষয়ে অভিযোগের আলোচনান্তে ৭ই তারিখের বৈঠকে ঐ চারিজন সদস্যকে সংঘ হইতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং অবিলম্বে আইনসভার সদস্য পদত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের কারণ সম্বলিত সং বিবৃতি সংঘ পরিচালক কর্ত্তৃক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

(২) উপরোক্ত চারিজন এম, এল, এর সহিত বরাবাজা থানার আরো চারিজন সংঘ কর্ম্মী বিবিধ অবাঞ্ছি আচরণ করিতে থাকায় ৭ই তারিখের সংঘ পরিষ তাঁহাদিগের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ চাওয়ার সিদ্ধান্ত হ য়াছে যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের দৃষ্টি তাঁহাদিগকে সংঘ হইতে কেন বহিষ্কার করা হইবে অবিলম্বে তাহার কারণ দর্শাইতে তাঁহাদের নির্দে দেওয়া হইয়াছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পুরুলিয়া সফর

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ গত ১লা এপ্রিল তারিখে পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচনে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং আগামী মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান প্রভৃতি নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী কমিশনারদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও তিক্ততার সৃষ্টি হইতেছে—তাহার সমাধানের চেষ্টায় পুরুলিয়ায় আসেন। পুরুলিয়া কংগ্রেসের বিভিন্ন দল বা উপদল নিজ নিজ আর্জি পেশ করেন। কিন্তু মণ্ডল কংগ্রেসগুলির নির্ব্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহাতে সমস্ত জেলা কংগ্রেস বাতিল হইয়া হয়ত এ্যাডহক কমিটী নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আরও প্রকাশ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ার ম্যান প্রভৃতি নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী কমিশনারদের মধ্যে যে বিবাদ দেখা দিয়াছে তাহাতে জনৈক কংগ্রেসী কমিশনার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের ভার কংগ্রেসী কমিশনারদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার পরামর্শ দেন।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়ায় সংস্কৃত পরীক্ষার ব্যবস্থা

স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ কর্তৃপক্ষ ও সহ বিশিষ্ট কতিপয় ভদ্রমহোদয়গণের অকুণ্ঠ উৎসাহ ও যোগিতায় পুরুলিয়া জেলার সংস্কৃত ছাত্রবৃন্দের সুবিধ 'পুরুলিয়া সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্র' স্থাপন করা হইয়াছে আগামী ২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল তারিখে সংস্কৃত প পরীক্ষা ও ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল তারিখে সংস্কৃত ম পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। এই পরীক্ষা পুরুলিয়া জু কিশোর কলেজে বেলা ১২টা হইতে আরম্ভ হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ (কেতিকা আশ্রম) এর প চালনাধীনে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ তপানন্দ চতুষ্পাঠী হইতে বর্ত বৎসরে মোট ৫৬ জন সংস্কৃতানুরাগী ছাত্র এই নূতন কে পরীক্ষা দিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছে।

এই বিদ্যালয়টির গৃহ নির্মাণ জন্য সরকারী উ বিভাগ হইতে দশ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ভ্রম সংশোধন—৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় "বান্দোয়ানের ঘটনার বিবরণ" ১ম কলমের শেষ ছত্রে শীর্ষক প্রবন্ধের "৩০শে চৈত্রের" স্থানে "৩০শে ফাল্গুন হইবে। মুঃ সঃ

মুক্তি

২৪শে চৈত্র, সোমবার

সরকারী খাদ্যনীতি

দেশের খাদ্য সমস্যা—প্রকৃত পক্ষে জাতীয় সমস্যা। এবং দেশের বিভিন্ন জাতীয় সমস্যার মধ্যে খাদ্য সমস্যার সমাধান স্বভাবতঃই অগ্রাধিকার লাভ করিবে। কিন্তু খাদ্যনীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকার বিন্দুমাত্র দূরদৃষ্টি বা সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেন নাই। দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল খাদ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া সরকার অন্ধের মত কেবল খাদ্যনীতি পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—ফলাফল বিচার বা বিবেচনা করিবার অবকাশ পান নাই। নেহাৎ দায়ে ঠেকিলে বা অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যাইলে তখন কিছু খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া সঙ্কট এড়াইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাও এত বিলম্বে এবং এমন জটীল পদ্ধতির মাধ্যমে অনুসৃত হয় যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণ ইহার দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয় না।

খাদ্যনীতির মূল লক্ষ্য দেশকে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ঘোষিত খাদ্যনীতি অনুযায়ী দেশের খাদ্যের মাটতি পরিমাণ যদি পুরণ করা সম্ভব হইত তবে তাহা অপেক্ষা আর কিছু আনন্দের ছিল না। কিন্তু খাদ্য সম্পর্কে আমাদের দেশের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হওয়ার পথ এখনও দীর্ঘ ও অনিশ্চিত। হতাবসরে, দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্টের আশু আশঙ্কা দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে খাদ্য আমদানী অথবা উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের হেফাজতে একটা নির্ভরযোগ্য শস্য ভাণ্ডার সর্ব্বদাই মজুত থাকা প্রয়োজন যাহার দ্বারা দেশের কোনও স্থানে খাদ্যের অভাব বা অনটন দেখা দিলে এই কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সরবরাহ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ খাদ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্দ্ধারণে ইহা বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কারণ খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সঠিক উপায়ের উপর খাদ্য সম্পর্কিত নীতির সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। সরকারের নিকট যখন যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য শস্য মজুত থাকিবে কেবল তখনই সরকারের পক্ষে দৃঢ়তার সহিত খাদ্যমূল্যে মুনাফাখোরী এবং ফটকাবাজী বন্ধ করা সম্ভব হইবে।

বর্ত্তমান অবস্থায়, দেশের নিজস্ব উৎপন্ন শস্য হইতে বিরাট পরিমাণ শস্য ভাণ্ডার গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে দুইটী কারণে। প্রথমতঃ, সরকারী যন্ত্রের অযোগ্যতা ও দুর্নীতির জন্য সরকারী খাদ্যনীতির উপর জনসাধারণের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। কারণ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার ব্যবসায়ীর অংশ গ্রহণ করিতেছেন মাত্র।

এই খাদ্য বণ্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণ ব্যবসায়ীরা যে সকল অসাধুতা ও দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া থাকে—সরকার পরিচালিত বণ্টন পদ্ধতিও তাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র উন্নত নহে; বরং সরকারী বণ্টন ব্যবস্থায় সাধারণের হাহুতাশ বাড়ে। এই জন্যই সরকারী খাদ্যনীতি ও ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা থাকে না।

খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে সরকারের বিবেচনা ও দূরদৃষ্টির অভাব দেশের ভূমি সংস্কার পদ্ধতি হইতেই বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক রাজ্যেই জমিদারী প্রথার তথাকথিত উচ্ছেদের মধ্যেই ভূমি সংস্কার সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। প্রকৃত চাষী কোথাও এখনও জমির মালিক হয় নাই—সুতরাং কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির বুনিয়াদ এখনও রচিত হয় নাই।

পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিকে যে পরিমাণ প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ ছিল তাহার ভগ্নাংশ মাত্রও দেওয়া হয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকীর বুনিয়াদই কৃষির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ ছিল—যাহাতে কৃষির উন্নতি ও প্রসারের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তর জন সমষ্টির জীবনের মান উন্নত ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়ার দ্বারা শিল্প-বাণিজ্যের সুস্থ ও ব্যাপক প্রসার সম্ভব হইতে পারে। কৃষিজাত সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ পরিকল্পনার রূপায়নে নিয়োগ করিবার সম্ভাবনা গড়িয়া তোলার দৃষ্টি লইয়া পরিকল্পনা রচনার প্রয়াস না করায় চিরকাল আমদানী করা খাদ্য শস্যের দ্বারা দেশের অভাব মিটাইবার "দুর্ভিক্ষপীড়িত পরিকল্পনা" রচনা করা হইয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

সদর হাসপাতালের পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা গুরুতর ত্রুটির উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেও করা হইয়াছিল—কিন্তু অবস্থার কোনও প্রকার উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। নামে দাতব্য চিকিৎসালয় হইলেও অর্থের সঙ্গতি না থাকিলে—রোগীদের পক্ষে উৎকৃষ্ট চিকিৎসালাভে বঞ্চিত হওয়া সনাতন রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আত্মীয় স্বজন বিহীন রোগীদের যে কিরূপ অসহায় ও অনিশ্চিত অবস্থায় থাকিতে হয় এই সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ঘটনা হইতে তাহা কিছু পরিমাণ উপলব্ধি হইবে। কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কার্য্যের কৈফিয়ৎ স্বরূপ হয়ত এখন অনেক কিছু তথ্য রচনা করিবেন—কিন্তু যেখানে মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন জড়িত সেই স্থলে উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন।

মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন সম্পর্কে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে এইগুলি সম্পর্কে স্থলের ম্যানেজিং কমিটির বক্তব্য জানা প্রয়োজন। সুতরাং বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ম্যানেজিং কমিটী তাঁহাদের বক্তব্য, অভিমত ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবেন আশা করি।

নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রার সুবাদে কুম্ভকর্ণের খ্যাতি কালজয়ী। সেই কুম্ভকর্ণেরও অন্ততঃ ছয়মাস বাদে একবার নিদ্রাভঙ্গ হইত। কিন্তু হস্তান্তরিত অঞ্চলে পশ্চিম বঙ্গের আইন ফাঙ্কন প্রয়োগ এবং বিহার আগত সরকারী কর্ম্মচারিদের পশ্চিম বঙ্গের স্কেলভুক্ত করার প্রশ্নে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার উনবিংশ চাপ্পান সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দেড় বৎসরকাল যে গভীর নিদ্রায় মগ্ন রহিয়াছেন তাহা একবারের জন্যও ভঙ্গ হয় নাই। অবশ্য সম্প্রতি সরকারী কর্ম্মচারীদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে পশ্চিম বঙ্গের স্কেলভুক্ত করার কথা ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কালজয়ী কুম্ভকর্ণকেও জয় করিয়াছেন ইহা কে অস্বীকার করিবে।

কংগ্রেস সভাপতির দেশে কংগ্রেসের বিপর্য্যয়

সৌরাষ্ট্রে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সর্ব্বত্রই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রের দশটি সহরের মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে ১২০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস দল ১২টি হইতে ১৪টী আসন দখল করিয়াছে।

উপলেভাতে ১৯টী আসনের মধ্যে ১৬টী আসনে কম্যুনিষ্ট পরিচালিত প্রগতিমণ্ডল জয়লাভ করিয়াছে—কংগ্রেস মাত্র ৪টী আসন লাভ করিয়াছে। ভায়া উয়াদারে আটটী কেন্দ্রেই কম্যুনিষ্ট প্রার্থীদের নিকট কংগ্রেস পরাজিত হইয়াছে। এই উপলেভা ও ভায়া উয়াদার অঞ্চল হইতে ১৯৪১-৫২ সালে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ইউ, এন, ডেবর সৌরাষ্ট্র বিধান সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গত নির্ব্বাচনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীমযুভাই সাহা এই অঞ্চল হইতে লোকসভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

উনাতে ১১টী আসনের মধ্যে প্রত্যেকটিতেই প্রজা-সোস্যালিষ্ট প্রার্থীদের নিকট কংগ্রেস দল পরাজিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র হইতেও একজন কংগ্রেসী মন্ত্রী বিধান সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ভাঙ্গাসারাণে কংগ্রেস অক্লান্ত প্রচেষ্টা করিয়াও ১১টী আসনেই প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির নিকট পরাজিত হইয়াছে। ভিন-বিয়াতেও কংগ্রেস ৯টী আসনেই পরাজিত হইয়াছে।

নির্ব্বাচনের এই ফলাফলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার মুক্তিতে ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের ম্যানেজিং কমিটীর সদস্যগণের নামের তালিকায় শ্রীনলিনীরঞ্জন হালদারের নাম ভ্রমক্রমে শ্রীঅনিল হালদার লেখা হইয়াছিল।

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের দুরবস্থা

চিকিৎসা ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে যত প্রকার সরকারী নীতিই ঘোষিত এবং প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, বাস্তবে কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালের অবস্থা বিহার আমলে যে পরিস্থিতির মধ্যে ছিল বঙ্গভুক্তির পর ডাক্তার বাবুদের সহিত বাংলায় কথাবার্তা বলিবার সুযোগ ব্যতীত রোগীদের দিক হইতে অন্য কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না।

অবশ্য বাহিরের ঠিকাদারদের কাজ দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাসপাতালের গৃহগুলির সংস্কারের অত্যুৎসাহ দেখা যায়। যেখানে ব্যবস্থ. ও অর্থের অভাবে টেষ্টারলীফ কার্য্য ঠিকমত শুরু হইতে পারিতেছে না—সেখানে ছেনী ও হাতুড়ী দিয়া দেওয়ালের পলস্তরা ভাঙিয়া সংস্কার কার্য্যের দিকে বিশেষ উদ্যম দেখা যাইতেছে। হাসপাতালকে সদা সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আর এই ধরণের সংস্কার কার্য্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ১১৮টি শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালে বর্তমানে রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৪০ জন। সুতরাং বহু রোগী ঘরের মেঝে বা বারান্দায় শয্যাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের দিকে যদি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দিতেন এবং উৎসাহী হইতেন তবে তাঁহাদের আন্তরিকতার কিছুও পরিচয় পাওয়া যাইত।

পুরুলিয়া হাসপাতালের লেডী ডাক্তার গত আগষ্ট মাসে দীর্ঘদিনের ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। গত সাত আট মাস কালের মধ্যে তাঁহার স্থলে অন্য কোনও লেডী ডাক্তার নিয়োগ বা প্রেরণ করিবার সময় ও সুযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আজ পর্য্যন্ত হইল না। একজন পুরুষ ডাক্তারকে দিয়া লেডী ডাক্তারের কাজ চালাইবার ব্যবস্থা (অব্যবস্থা?) চলিয়া আসিতেছে।

হাসপাতালে নার্সের স্বল্পতা বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া আসিতেছে। আরও ১৫ জন নার্স এই হাসপাতালের জন্য প্রয়োজন বিধায় ৫ জনকে নিয়োগ করিয়া প্রেরণের উদ্যোগ হইতেছে আর বাকী ১০ জনকে নিয়োগ করিতে আর কয় বৎসর লাগিবে—তাহা অনুমান করাও শক্ত।

হাসপাতালের টি, বি, ওয়ার্ডে বহির্বিভাগীয় (out door) রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৬০ জন। কিন্তু এই ওয়ার্ডের জন্য স্বতন্ত্র কোনও নার্স, ঝাড়ুদার, মেথর প্রভৃতির কোনও ব্যবস্থাই নাই।

রোগীদের ঔষধ, পথ্য, চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সম্পর্কে কোনও কিছু উল্লেখই বাহুল্যমাত্র। কারণ দুর্নীতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা একরূপ মজ্জাগত ব্যাধিতে দাঁড়াইয়াছে—সুতরাং চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তে হাসপাতালের পরিচালনা ব্যবস্থা তথা চিকিৎসকগণের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। মানবতাবোধের বালাই ত কোথাও নাই—অন্ততঃ সামাজ দায়িত্ববোধও যদি না ইহাদের মধ্যে জাগ্রত হয় তবে পরিকল্পনা ও প্রগতির অন্তঃসারশূন্য যুক্তিধারায় কি হইবে?

আমরা পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের পরিচালনা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা ধারার নিদর্শনস্বরূপ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি ঘটনা এইখানে উল্লেখ করিতেছি।

হাসপাতালে রোগীর অনাহারে ও অচিকিৎসায় মৃত্যু

প্রকাশ, পুরুা থানার মাঠা গ্রামের শ্রীহরিপদ রক্ষিত এবং পুরুলিয়া থানার মামুরডোড় গ্রামের শ্রীকান্ত বাউরীকে কিছুদিন পূর্ব্বে পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালের রোগী হিসাবে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু প্রকাশ, এই রোগী দুইটী সম্পূর্ণভাবে সারিয়া উঠিবার পূর্বেই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ গত ২৬শে মার্চ্চ তারিখে তাহাদের ডিসচার্জ্জ করিয়া দেওয়া হয়। তখনও পর্য্যন্ত তাহাদের হাঁটিয়া বেড়াইবার শক্তি না হওয়ায় এবং তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য কোনও আত্মীয়স্বজন না থাকায় সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আরও কিছুদিন হাসপাতালে রাখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেও তাহাদের কথায় কোনও কর্ণপাত করা হয় নাই। তখন নিরুপায় হইয়া এই রোগী দুইজন হাসপাতালের আই-সোলেশন ওয়ার্ডের বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

আরও প্রকাশ, পরের দিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ্চ তারিখে রোগী দুইটিকে হাসপাতালে দেখিয়া ডিষ্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং তাহাদের রাস্তায় বাহির করিয়া দিবার জন্য অধস্তন কর্ম্মচারীদের নির্দেশ দেন। যাহা হউক, রোগী দুইটি ঐরূপ অবস্থায় বিনাপথ্যে এবং ঔষধে আইসোলেশন ওয়ার্ডে পড়িয়া থাকে। প্রকাশ, হরিপদ রক্ষিতের অবস্থা খারাপ হইতে দেখিয়া ডি, এম, ও গত ২৮শে মার্চ্চ সকাল বেলায় নাকি তাহাকে পুনরায় ভর্ত্তি করিয়া লন। ঐদিন বৈকাল ৬ টার সময় হরিপদ রক্ষিত মারা যায়।

এই বিষয়টি জানাজানি হইয়া গেলে ডি, এম, ও ঐ তারিখে অপর রোগী শ্রীকান্ত বাউরীকে পুনরায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া লইবার নির্দ্দেশ দেন।

বান্দোয়ানের ঘটনার বিবরণ

ডি, এস, পির বিরুদ্ধে মামলার পটভূমিকা

পুলিশের ডেপুটী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট শ্রীপি, বি, ব্যানার্জী যে ঘটনার তদন্তের জন্য গত ১৯।৩।৫৮ তারিখে বান্দোয়ান থানার খেড়্যাডি গ্রামে যান সেই সম্পর্কে উক্ত গ্রামের ৺কেশব সর্দারের কন্যা শ্রীমতী ধুন্দি সর্দারিণ কর্ত্তৃক গত ১।৪।৫৮ তারিখে এস, ডি, ওর আদালতে আনীত অভিযোগের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়—

শ্রীমতী ধুন্দি সর্দারিণ পিতা ৺কেশব সর্দার—জাতি ভূমিজ সাং খেড়্যাডি থানা বান্দোয়ন পরগণা কুইলাপাল জেলা পুরুলিয়া: ফরিয়াদি—

বনাম

১। বিচিত্র সিপাহী, পিতার নাম অজ্ঞাত ২। কুইলাপাল ফাঁড়ির অপর একটি সিপাহী দেখিলে চিনিতে পারা যাইবে। সাং কুইলাপাল থানা বান্দোয়ান জেলা পুরুলিয়া। ফরিয়াদীর নিবেদন এই যে:—

১। ফরিয়াদী মূর্খ সহায়হীনা আবিদাসী স্ত্রীলোক এবং শ্রীমতী মিনি সর্দারিণের সহিত বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত খেড়্যাডি গ্রামে বাস করিয়া থাকে। বিগত ৩০শে চৈত্র ১৩৬৪ সাল তারিখে ফরিয়াদীর মাতা ঘরে ছিল না। ফরিয়াদী তাহার দুইটি ছোট ভাইয়ের সহিত ঘরে ঘুমাইয়াছিল; ঘরের কপাট ভিতর হইতে লাগান ছিল। গভীর রাত্রে কপাটে বারম্বার খুব জোর ধাক্কা পড়িতে থাকে ও তাহাতে কপাট খুলিয়া যায়। তখন আসামীরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ২নং আসামী ফরীয়াদীর খাটের উপর বসে। ফরিয়াদী উঠিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিলে ২নং আসামী ফরিয়াদীর হাত জোর করিয়া ধরে। ফরিয়াদীর ভাই বলাই সর্দার জাগিয়া উঠিলে ১নং আসামী তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দেয়। তাহার পর ২নং আসামী ফরিয়াদিকে ধরিয়া বলাৎকার করিবার জন্য জোর করিতে থাকে ও চেষ্টা করে এবং ১নং আসামী দাঁড়াইয়াছিল; তখন ফরীয়াদী ও তাহার অপর ভ্রাতা কানু সর্দার বাধ্য হইয়া অত্মরক্ষার জন্য আসামীগণকে মারিতে আরম্ভ করে। আসামীগণ পলাইবার চেষ্টা করিলে ফরিয়াদী কপাট ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং নিজ ভাই বলাই সর্দারকে বাহির হইতে কপাটে শিকলি লাগাইয়া দিতে ও গ্রামের লোককে ডাকিতে বলে। ফরিয়াদীর ভ্রাতা বাহির হইতে শিকলি লাগাইয়া গ্রামের লোক ডাকিতে যায়। ফরিয়াদী ও তাহার ভ্রাতা কানু সর্দার মুগর, ঠেঙ্গা, পিঁড়া বা অন্য যাহা হাতের কাছে পায় তাহাই দিয়া আসামীদিগকে মারিতে থাকে এবং আসামীগণও পলাইবার চেষ্টায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া পাড়ন কাঠে, দেওয়ালে ও অন্যান্য রূপ ধাক্কা লাগিয়া আঘাত পায়। ঐরূপে ২নং আসামীর মাথা ফাটিয়া যায়। ভোর হইলে বাহির হইতে শিকল খুলিয়া দেয় এবং ফরিয়াদী আসামীদিগকে ধাক্কা দিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ফরিয়াদী দেখে যে ডিহের গুরা ঠুঁটা সর্দার, শ্রীহরি সর্দার ও গ্রামের অন্যান্য বহু লোক জড় হইয়াছে। গ্রামের লোক আসামীদিগকে বাঁধিয়া ফেলে; পরে কুইলাপাল ফাঁড়ির একজন সিপাহী ও জমাদার বাবু আসিয়া আসামীদের বাঁধন খুলে। ফরিয়াদী গ্রামের লোকের নিকট ও জমাদার বাবু ফরিয়াদীর জবানবন্দি লিখিয়া লয়েন নাই।

২। ফরিয়াদী অবগত হইয়াছে যে গ্রামের লোক রাত্রেই কুইলাপাল ফাঁড়িতে সংবাদ দিয়াছিল—কিন্তু রাত্রে ফাঁড়ি হইতে কেহ আসে নাই। জমাদার বাবু ফরীয়াদীকে ও তাহার দুই ভাইকে বান্দোয়ান থানায় যাইতে বলিলে ঐ দিনই (১লা চৈত্র) ফরিয়াদী থানায় গিয়াছিল। বড় দারোগাবাবু ফরিয়াদীদে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে ফরিয়াদীর জবানবন্দী লিখিয়া লয়েন নাই।

৩। আসামীগণের বিরুদ্ধে সরকার হইতে কোন মোকর্দমা করা হইয়াছে কিনা ফরিয়াদীকে কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই। ফরিয়াদী অবগত হইয়াছে যে—খেড়্যাডির কয়েকজন গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে সরকার হইতে মোকর্দমা হইয়াছে।

৪। আসামীগণ কুইলাপাল ফাঁড়ির সহিত সংশ্লিষ্ট দুইজন কনেষ্টবল। কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে মোকর্দমা হওয়ায় পুলিশ সন্তুষ্ট নহে বলিয়া ফরিয়াদী বিশ্বাস করে। এইরূপ অবস্থায় পুলিশের উপর কোনরূপ আস্থা না থাকায় ফরিয়াদী এই নালিশ করিতে বাধ্য হইতেছে। সরকার হইতে মোকর্দমা হইবে এই আশায় ফরিয়াদী ইতিপূর্ব্বে মোকর্দমা করা প্রয়োজন মনে করে নাই।

৫। ফরিয়াদী নিবেদন করে যে আসামীগণ ভা: দ: আইনের ৪৫৮।৩৫৪।৬৭৬।৫১১ ধারা অনুযায়ী অপরাধী ও আসামীগণের অপরাধের বিচার হইয়া দণ্ড বিধান হওয়া প্রয়োজন। অতএব প্রার্থনা আসামী সাক্ষী তলবমতে বিচার করিয়া দণ্ড বিধান করা যায়। নিবেদন ইতি—

তাং ১-৪-৫৮

প্রকাশ থাকে যে ফরিয়াদী পরে অবগত হয় যে আসামীগণ ৩০শে ফাল্গুন সন্ধ্যার সময় ফরিয়াদীর গৃহে আসিয়া রাত্রে কে থাকে না থাকে ফরিয়াদীর ভ্রাতার নিকটে জানিয়া লয়।

পরলোকে পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

বরিশালের স্বনামধন্য শ্রীশরৎ কুমার ঘোষ, পরবর্ত্তীকালের পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত গত ১লা এপ্রিল তারিখে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

অসহযোগ অন্দোলন কালে তাঁহার অসাধরণ বাগ্মীতা তাঁহাকে দেশবাসীর নিকট যেমন জনপ্রিয় করিয়া দেশে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল—তৎকালীন বৃটীশ সরকারকেও সেই ভাবে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৯২১ সালে বিপিন চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বরিশাল কনফারেন্সে গন্ধিজীর অহিংস অসহযোগের নীতি ও দর্শন সম্পর্কে যে অপূর্ব্ব ভাষণ দেন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া দেশবন্ধু নিজের গলার মাল্য দ্বারা শরৎচন্দ্রকে ভূষিত করেন।

বাল্যকালে অশ্বিনী কুমার দত্তের সংস্পর্শে আসিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন এবং অশ্বিনী কুমারের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। অসহযোগ, আইন অমান্য এবং বিয়াল্লিশের আন্দোলনের জন্য তাঁহাকে কয়েকবার জেল অথবা নিরপত্তা আইনে বন্দী হইতে হয়। কারাগারে তিনি বহু ধর্ম্মমূলক পুস্তক সঙ্কলন করেন।

শরৎচন্দ্র ঋষি নিবারণ চন্দ্রের বিশেষ পরিচিত এবং অনুরাগী ছিলেন। ১৯২৭ সালে স্থানীয় হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের বার্ষিক অধিবেশনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আসিতে না পারায় শরৎচন্দ্র ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। সেই সূত্রে মানভূমের সহিত তাঁহার মধুর ও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে। মৃত্যুর তিন চারি মাস পূর্ব্বেও শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র ঘোষকে লিখিত শেষ পত্রে পুরুষোত্তমানন্দ সেই মধুর স্মৃতির পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

১৯১১ সালে শরৎচন্দ্র ঘোষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বরেণ্য সমসায়িক শ্রীশ্রীনৃত্যগোপাল দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯২৯ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ নামে অভিহিত হন। গত ১১ বৎসরকাল ধরিয়া তিনি উজ্জ্বল ভারত মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিতেছিলেন। ১৯৪৭ সালে চব্বিশ পরগণার দেশবন্ধু নগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমেই তিনি অবস্থান করিতেন। কলিকাতার মহানির্ব্বাণ মঠে বক্তৃতা দিবার সময় অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন।

আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

অন্ধ্র, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও মহীশূরে কংগ্রেস দলে ভাঙ্গন

কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃমণ্ডলীর উদ্বেগ ও আশঙ্কা

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর দুই দিবস-ব্যাপী বৈঠকে কংগ্রেস সংগঠনে "ক্রমবর্দ্ধমান বিশৃঙ্খলা" সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পাঞ্জাব, মহীশূর, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস দলে যে বিরাট ভাঙ্গন ধরিয়াছে তাহাতে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রধানগণ, প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যবর্গ সকলেই রাজধানীতে মুহ্যমান অবস্থায় সমবেত হইয়াছেন।

মহীশূর রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা যে সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা আলোচনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিজলিঙ্গাপ্পা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হনুমন্থিয়া এবং কংগ্রেস সভাপতি চেন্নিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হন।

পাঞ্জাবে কংগ্রেসের আভ্যন্তরের গোলযোগ চরমে উঠিয়াছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দ্দার প্রতাপ সিং কাইরোঁ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া চৌধুরী দেবীলালকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতে সাহায্য করেন। কংগ্রেসের শৃঙ্খলা-ভঙ্গ সংক্রান্ত ব্যাপারে চৌধুরী দেবীলালের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকায় তাঁহার নির্ব্বাচনে আপত্তি উঠে। ফলে সাংগঠনিক ব্যাপারে গভীর মতভেদের পরিণাম স্বরূপ পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি চৌধুরী দেবীলাল পদত্যাগ করিয়াছেন। কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর দশজন সদস্যও এই সঙ্গে পদত্যাগ করায় প্রদেশ কংগ্রেস এক দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। পদত্যাগী সদস্যদের মধ্যে পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সহ-সভাপতি জ্ঞানী জলিস সিং, ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব, জ্ঞানী কর্তার সিং, জ্ঞানী গুরমুখ সিং মুসাফির প্রমুখ প্রভাবশালী সদস্যগণও আছেন।

পদত্যাগকারী বিচার মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় খাদ্য মন্ত্রী ও পুলিশ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অকর্ম্মণ্যতা ও দুর্নীতির যে অভিযোগ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ রায় নাকি জানাইয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ছদ্মবেশী বামপন্থীরা কংগ্রেসে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতি কেহই এই উত্তর সন্তোষজনক মনে করেন নাই। সুতরাং ডাঃ রায় ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের নিকট সদুত্তর তলব করা হইয়াছে।

উড়িষ্যায় প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মাহাতব অভিযোগ করিয়াছেন। উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র, উড়িষ্যা ও মহীশূরে রাজ্যসভার নির্বাচনে কংগ্রেসী সদস্যেরা কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ণধারগণ তাই বিশেষ উৎকণ্ঠিত ও চিন্তিত।

বিবিধ সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ও বিধান পরিষদে বিরোধী পক্ষ হইতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব পরাজিত হইয়াছে। বিধান সভায় অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কিত বিতর্কের সূত্রে যে চরম হৈ-হল্লা ও বিশৃঙ্খলা হয় তাহাতে হট্টগোলের মধ্যে সভার কাজ পরিত্যক্ত হয়। বিধান পরিষদেও অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্কে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং প্রস্তাবটি পরাজিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার গত অধিবেশনে ভাষা সম্পর্কে বিরোধী ও সরকার পক্ষ একমত হইয়া এক প্রস্তাব

গ্রহণ করেন। ঐ প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০ সালের মধ্যে এই রাজ্যে সমস্ত প্রকার কাজকর্ম্মে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং শিক্ষা ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে।

বালুর ঘাটে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের এক সভায় সত্যাগ্রহ বর্জ্জন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাবটি বাতিল করা হয় এবং কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসহ বিভিন্ন মণ্ডল কংগ্রেসের শতাধিক সদস্য কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছেদ করেন।

সারা বাংলা বাস্তুহারা সম্মেলনের সংগ্রাম কমিটীর নেতৃত্বে গত ষোল দিবস যাবৎ উদ্ভ্রান্ত সত্যাগ্রহ চলিতেছে। প্রতিদিন ২০০ হইতে ২৫০ শত সত্যাগ্রহী কারাবরণ করিতেছেন। ধৃত সত্যাগ্রহীদের মধ্যে বহু মহিলাও আছেন।

বহরমপুর সেণ্ট্রাল জেলে বালুরঘাটের সত্যাগ্রহীগণ পানীয় জলের দাবীতে এবং জেল কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন ধর্ম্মঘট করিতেছেন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা উদ্বেগজনক।

পুরুলিয়ায় রবীন্দ্র পরিষদ

গত বৃহস্পতিবার ১৩ই মার্চ '৫৮ জগদীশচন্দ্র মুখার্জ্জী হলে রবীন্দ্র সাহিত্য ও সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে অনুরাগীদের "রবীন্দ্র পরিষদ" গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এবং কার্য্য পরিচালনার একটি কার্য্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়:

সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা কল্যাণী দাশগুপ্তা
সহ-সভাপতি—শ্রীযুক্ত অমল কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত নির্মল কুমার রায় চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কান্তিবিলাস মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সুধীর করণ
" সুভাষ চৌধুরী
সভ্য-সভ্যাবৃন্দ—শ্রীযুক্তা উষা চট্টোপাধ্যায়
" কমলা সেন
" গীতা বসু
" উৎপলা সরকার
শ্রীযুক্ত অশোক চৌধুরী
" প্রফুল্লচন্দ্র দাশগুপ্ত
" পৃথ্বীশ নারায়ণ সরকার
" অমরশঙ্কর দে
" বিজয় কুমার কৌঙ্গার
" অনিল কুমার উপাধ্যায়
" অনিল কুমার চৌধুরী
" বিশ্বপ্রিয় দাস
" শক্তিসাধন বসু
" নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
" বিন্দু রায়

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

জামতোড়িয়া থানায় পুলিসের উপদ্রব

জামতোড়িয়া থানার আঁকরো গ্রাম হইতে শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত জানাইতেছেন—জামতোড়িয়া থানার অন্তর্গত মামুড়ো গ্রামের হপনা মাঝির শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে কিনু মাঝির সহিত বিমল মাঝি, কিষণ মাঝি ও অন্যান্য আরও জনকয়েকের গত ৭ই চৈত্র তারিখে ঝগড়া হয়। ৮ই চৈত্র তারিখে কিনু মাঝি জামতোড়িয়া থানাতে নালিশ করে এবং ৯ই চৈত্র রবিবার জামতোড়িয়া থানা হইতে তিন জন সিপাহী বেলা আন্দাজ ৯।১০ টার সময় গ্রামের চৌকিদার চন্দ্র সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের খোঁজ করে কিন্তু তাহাদিগকে বাড়ীতে না পাইয়া বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত জাঁহারাডি গ্রামের কিষণ মাঝির বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে সর্ব্বশ্রী বিমল মাঝি, কিষণ মাঝি, কেশব মাঝি, শিতম মাঝি, দোলু মাঝিকে ধরিয়া মামুড়ো গ্রামের স্কুল গৃহে আনে।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ কিষণের বাড়ীতে ভোজের ব্যাপারে একত্রিত হইয়াছিল। স্থলে আনার পর তাহাদের তীব্রণ প্রহার করা হয় এবং তাহারা প্রহারের কারণ জানিতে চাহিলে পুলিশ তাহাদের নিকটে ১৫০৲ টাকা দাবী করে এবং উক্ত টাকা না দিলে আরও প্রহার করিবার ভয় দেখান হয়। অবশেষে মাঝিদের প্রত্যেকের নিকট দশ টাকা হিসাবে ৬০৲ টাকাতে সিপাহীগণ রাজী হন। কিন্তু মাঝিদের বহু কাকুতি মিনতির পর ৫০৲ টাকাতে রফা হয়। তখন সিপাহীগণ একটী সাদা কাগজে তাহাদের টিপ সহি লয় এবং গ্রামের দুএক জনকে সহি করাইয়া আনিতে বলে। মাঝিদের ভীতি প্রদর্শন করা হয় যে—তাহারা যদি একথা প্রকাশ করে তাহা হইলে আরও কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে পুলিশ গ্রামের দিকে যে অত্যাচার চালাইতেছে তাহার বর্ণনা হয় না। ইহার প্রতিবিধানের জন্য উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষক শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন :—গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখের মুক্তির সংখ্যায় দেখিলাম আমাদের স্কুল পরিচালনা সম্বন্ধে একটি সমালোচনা বাহির হইয়াছে উহাতে শেষাংশে ম্যানেজিং কমিটীর সভ্য হিসাবে আমার নাম আছে। আমি অত্রপত্রে জানাইতেছি যে ২৪।৩।৫৮ তাং মিটিং এর পর আমি সভ্যপদে ইস্তফা দিয়াছি। আমার পদত্যাগ পত্র হেডমাষ্টার মহাশয়ের নিকট ২০।৩।৫৮ তারিখে দেওয়া হইয়াছে।

বৈদেশিক সংবাদ

সোভিয়েট রাশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটের নূতন নির্ব্বাচনের ফলে কম্যুনিষ্ট পার্টির ফার্ষ্ট সেক্রেটারী নিকিতা খ্রুশ্চেভ মার্শাল বুলগেনিনের পরিবর্ত্তে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। মিঃ খ্রুশ্চেভ কম্যুনিষ্ট পার্টির ফার্ষ্ট সেক্রেটারীর পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। মার্শাল ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর এই প্রথম প্রধান মন্ত্রী ও পার্টির ফার্ষ্ট সেক্রেটারী দুইটি সর্ব্বোচ্চ গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে একই ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হইলেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মৌলভী ফজলুল প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রী সভার মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমানকে পদত্যাগ করিবার দিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রী রহমান পদত্যাগ করিতে অস্বীকৃত করিলে তাঁহার মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করেন। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জ্জা গভর্ণর মৌলভী ফজলুল হককেই পদচ্যুত করেন।

সুপ্রীম সোভিয়েটের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ গ্রোমিকো ঘোষণা করেন রাশিয়া একতরফাভাবে আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আলজেরিয়ায় উপনিবেশ রক্ষাকল্পে ফ্রান্স আলজেরিয়ায় যে সামরিক অভিযান চালাইয়াছে তাহাতে রয়টার সামরিক মহলের সংবাদে জানা যায় যে—ফরাসী সৈন্যের সহিত সংঘর্ষের ফলে ১৬০ জন আলজেরিয় দেশপ্রেমিক নিহত, ধৃত বা ধৃত হইয়াছেন।

দৈবশক্তি কবচ (রেজি

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরুষ প্রদত্ত—অতএব বেদের ন্যায় অদ্বিতীয় শক্তিশালী ও জগতে দুর্লভ। সর্ব্বে আরোগ্য, গ্রহশান্তিতে, বিপদ মুক্তিতে, শত্রু পরা দুর্ভাগ্য নিবারণে অসীম শক্তি সম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ ফলপ্র গৃহীর অমূল্যসম্পদ। সংশয়কারীকে গ্যারাণ্টি দে যায়। কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

ডি, এন, সেন, এম, ও, বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতালপরগণা
বিহার

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকে পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিটি প্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপু সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিত কামনা করি।

হেড্ অফিস : পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১লা বৈশাখ ১৩৬৫, ১৪ই এপ্রিল ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

সকল ঋতুতেই—

রক্ষিতের চাবি মার্কা চা

তৃপ্তিকর ও ক্লান্তিনাশক

স্বাদে, গন্ধে ও বিশুদ্ধতায় অতুলনীয়

দুই আউন্স প্যাকেট সরবরাহ করা হয়

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

শ্রীনকুলচন্দ্র রক্ষিত
রামডি, পোঃ হুটমুড়া
মানভূম

লোক সভায় সাধারণ বাজেটে কম্যুনিটি প্রোজেক্ট, জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক প্রভৃতি বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্তর ছাঁটাই প্রস্তাব

কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রোজেক্ট এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের বরাদ্দ অর্থ হইতে একশত টাকা নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য হ্রাস করা হউক :—

ক) কম্যুনিটী ডেভেলাপমেণ্ট প্রোজেক্ট এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের ব্যর্থতা ;

খ) গ্রামা পরিবেশ অনুযায়ী ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার নিয়োগের ব্যর্থতা ;

গ) কম্যুনিটী ডেভেলাপমেণ্ট প্রোজেক্টের অর্থ সাহায্য সময় মত প্রদানের অক্ষমতা ;

ঘ) ট্রেনিং স্কীম সমূহে ট্রেনিংএর ধারার আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ;

ঙ) সমাজ শিক্ষা মূলক সংস্থা গড়িয়া তোলার অক্ষমতা;

চ) প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এ্যাডভাইসারী কমিটী গঠনের ব্যর্থতা ;

ছ) ব্লকের উন্নয়নমূলক কার্য্যধারায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ;

জ) গ্রামাঞ্চলে জাতীয় উন্নয়নমূলক স্কীমগুলিকে রূপদানের উদ্দেশ্যে কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রোজেক্ট এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের এলাকায় স্বায়ত্ত শাসনমূলক নির্ব্বাচিত গ্রামা পঞ্চায়েৎ গঠনের প্রয়োজনীয়তা।

২। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে ছাঁটাই প্রস্তাব

ডাক, তার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে বরাদ্দ অর্থ হইতে একশত টাকা নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য হ্রাস করা হউক :—

১। ধানবাদ হইতে জামশেদপুর পর্য্যন্ত জাতীয় সড়কটি যথাযোগ্যভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা।

২। পুরুলিয়া জেলার ডাক ও তার বিভাগ বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের অধীনে স্থানান্তরিত করার আবশ্যকতা।

৩। পুরুলিয়া জেলার গ্রামাঞ্চলে নূতন নূতন পোষ্ট অফিস স্থাপন করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।

উত্তরপ্রদেশের বিধানসভার উপনির্ব্বাচনে বিশিষ্ট কংগ্রেসী

শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত

উত্তরপ্রদেশের মৌদহ কেন্দ্রের বিধানসভার উপনির্ব্বাচনে প্রজা-সোশ্যালিষ্ট প্রার্থী শ্রীমতী রাজেন্দ্রকুমারী আহু কংগ্রেসী শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্তের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভ করেন।

শ্রীমতী রাজেন্দ্রকুমারী উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্তকে সাত হাজার এক শত চুয়াত্তর ভোটে পরাজিত করেন। (শ্রীমতী রাজেন্দ্রকুমারী ৩২ হাজার ৭ শত ভোট এবং শ্রীগুপ্ত ২৫ হাজার ৫ শত ২৬ ভোট পান)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গত সাধারণ নির্ব্বাচনে শ্রীচন্দ্রভানু গুপ্ত প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীত্রিলোকী সিং-এর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন।

এই উপনির্ব্বাচন প্রজা-সোস্যালিষ্ট নেতা শ্রীঅশোক মেহতা এবং অন্যদিকে বহু কংগ্রেসীনেতা এই কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। এই অঞ্চলের ভোটারদের মধ্যে শতকরা ৭৭ জনই হরিজন এবং অনুন্নত শ্রেণীর।

ভোট গ্রহণকালে নির্ব্বাচনী কমিশনার শ্রীসুকুমার সেন উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তি

১লা বৈশাখ, সোমবার

নববর্ষের শুভেচ্ছা

আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী বর্গকে নব বর্ষের সাদর সম্ভাষণ, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

পরিকল্পনা ও প্রগতি

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। প্রথম দুই বৎসরে পরিকল্পনা খাতে প্রায় দেড় হাজার কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং বাকী তিন বৎসরে তিন হাজার কোটী টাকার অধিক ব্যয় করা হইবে। অবশ্য, কেবলমাত্র ব্যয়ের হার যদি দেশের উন্নতির মাপ কাঠি হয় তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কল্যাণে দেশ বহুদূর উন্নত হইয়াছে মনে করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ রাষ্ট্রের বে-সামরিক শাসন ব্যবস্থার ব্যয় বাহুল্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত ১৯৫১ সালে সমগ্র ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বে-সামরিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যেখানে ৫০ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছিল ১৯৫৭-৫৮ সালে সেই ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯১ কোটী টাকার উর্দ্ধে। অর্থাৎ প্রায় চারগুণ ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়াছে—কিন্তু শাসন ব্যবস্থার যোগ্যতা, তৎপরতা ও সততা অন্ততঃ চার ভাগ কমিয়াছে। সরকারী সকল বিভাগেই দুর্নীতি, অযোগ্যতা, দায়িত্বহীনতা, প্রভৃতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই হইল পরিকল্পনা ও প্রগতির একটি দিক।

দেশে সামরিক খাতে ক্রমশঃই ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিতেছে—এবং সামরিক খাতে অর্থের সঙ্কুলান করিবার নিমিত্ত উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের অর্থ হ্রাস করা হইতেছে। দেশের উন্নতি অপেক্ষা দেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমধিক বোধে উন্নয়নের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইতেছে।

খাদ্য সঙ্কট আমাদের দেশে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনাবৃষ্টি, বন্যা, প্রভৃতি বিবিধ কারণে দেশের ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া দারুণ শস্যহানির ফলে অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ প্রতি বৎসর ঘটিতেছে—ফলে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য কোটী কোটী টাকা অর্থব্যয় করিতে হইতেছে।

আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ ও স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য যে অর্থ তুলিবার আশা সরকার করিয়াছিলেন তাহাতে মোটেই আশাজনক ফল পাওয়া যায় নাই। কারণ সর্ব্বাঙ্গীন মূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের স্বল্পবিত্ত জনসাধারণের জীবনধারণই দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে সঞ্চয়ের সম্ভাবনা কোথায় ?

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দ ব্যয়ে যে ৭০০ কোটী টাকা ঘাটতি হইতেছে তাহা বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা পূরণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি নানান্ বৈদেশিক রাষ্ট্রের দরজায় মাথা খুঁড়িতেছেন—কিন্তু এই বৈদেশিক সাহায্য ডলার, ফ্রাঙ্ক বা ইয়েন কোন্‌রূপে এবং কি পরিমাণে আসিবে তাহা এখনও অনিশ্চিতের গর্ভে।

এত ঘটা করিয়া যে পরিকল্পনার ঢাক পিটানো হইতেছে তাহার বুনিয়াদই গড়িয়া উঠিয়াছে চোরা বালির উপর। সুতরাং এই বুনিয়াদের উপর যাহা কিছু গড়িয়া উঠিতেছে তাহার স্থায়িত্ব কতদূর তাহাই বিবেচ্য।

সমগ্র দেশের প্রগতির বহরের পরিচয় একটা ক্ষুদ্র সহর বা জেলার চিত্র হইতে লাভ করিতে পারা যায়। সুতরাং মানভূম জেলার দৃষ্টান্ত হইতে আমরা মোটামুটি পরিকল্পনা ও প্রগতির একটা রূপ উপলব্ধি করিতে পারি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর পাঁচ বৎসর বিহার আমলে কাটিয়াছে এবং সেই আমলের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ না করাই ভাল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারও দেড় বৎসর পশ্চিম বাঙ্গলার আমলে অতীত হইল—কিন্তু এই জেলা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। আজ পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই এবং গ্রহণ করিবার কোনও লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। সরকারী প্রচার কার্য্যের উদ্দেশ্যে লোক দেখানো দু একটি ছোট খাটো যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে—তাহাতে অধিকাংশই কেবল অপব্যয় হইতেছে—এবং জনসাধারণের অর্থে প্রধানতঃ আত্মীয় স্বজন পোষণ বা দলীয় পোষ্যবর্গকে প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইতেছে।

পুরুলিয়া জেলায় উৎকটরূপে যাহা দেখা যাইতেছে—অল্পবিস্তর অন্যান্য সকল জেলা বা অঞ্চলের ইহাই চিত্র। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে যে "প্রগতি" ঘটিবে তাহাতেই নাকি কংগ্রেসী মার্কা "সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সার্বভৌম রাষ্ট্র" আমাদের দেশে স্থাপিত হইবে!

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুলিয়া সহরে ইতিমধ্যে ভীষণ জলকষ্ট সুরু হইয়াছে। সাহেব বাঁধটি যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে এই জলাধার হইতে জল সরবরাহের ব্যবস্থাটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। গত ত্রিশ বৎসর কালের মধ্যে সাহেব বাঁধের কোনও সংস্কার সম্ভব হয় নাই। স্বল্প আয়-বিশিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে সংস্কারের কোনও ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করাও সম্ভব ছিল না। বিহার সরকার রাজনৈতিক কারণে এই অঞ্চলের কোনও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই—পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সাহেব বাঁধের সংস্কার কার্য্য সুরু করিতে হয়ত কোনও গূঢ় কারণে টাল বাহানা করিতেছেন।

পুরুলিয়া জেলারও সর্ব্বত্র দারুণ জলকষ্ট ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে। জেলার পুষ্করিণী কূপ প্রভৃতি অধিকাংশই গ্রীষ্মের সুরুতেই শুকাইয়া গিয়াছে—সুতরাং এই বৎসর জলাভাবে লোকের দুর্দ্দশা সহজেই অনুমেয়। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের ত কোনও আশা ভরসাই নাই—সামান্য পানীয় জলটুকুও যেভাবে দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে এই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র জীবন ধারণই দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি, এই জেলার পানীয় জল সমস্যাটিকে অগ্রাধিকার দিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

হাসপাতালের দুরবস্থা রোগীদের জীবন মরণের প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীহরিপদ রক্ষিত নামে একজন রোগীকে গত ২৬শে মার্চ্চ তারিখে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; কিন্তু সেই সহায় সম্বলহীন দুর্ব্বল রোগী নিরুপা[য়] হাসপাতালের আইসোলেশান ওয়ার্ডে আশ্র[য়] তাহার পর ২৮শে তারিখে রোগীটি মারা যায়। সম্পর্কে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে [২৬শে] মার্চ্চের সকালে শ্রীরক্ষিতের অবস্থা গুরুতর [হ] পুনরায় তাঁহাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় [এবং] দ্বিপ্রহরের সময় তিনি মারা যান। অন্যদিকে কর্তৃ[পক্ষের] বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে শ্রীরক্ষিত দুই দিন অন[াহারে] অচিকিৎসায় আইসোলেশান ওয়ার্ডে পড়িয়া থা[কিয়া] অসহায়ভাবে মারা যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব খা[লনের] জন্য রেকর্ডপত্র সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন। এই [সব] অভিযোগই গুরুতর সুতরাং এই সম্পর্কে অ[বিলম্বে] নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন।

কংসাবতী জলাধার পরিকল্প[না]

প্রধান জ্ঞাতব্য বিবরণ

[সীমা কমিশন কংসাবতী যোজনার সাফল্যের [জন্য] পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তির সুপারিশ করিয়াছি[লেন]। এই যোজনার দ্বারা পুরুলিয়া জেলারও কিছু প[রিমাণ] জমিতে জল সেচের সুবিধা হইবে জানা গিয়াছিল। পরিকল্পনার বর্ত্তমান রূপায়নে তাহার সম্ভাবনা [আর] যাইতেছে না। মঃ সঃ]

বাঁধ ও জলাধার—

অবস্থান—বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত খাতড়া হই[তে ৯] মাইল দূরবর্ত্তী গোড়াবাড়ী নামক স্থানে কংসা[বতী] কুমারী নদীর উপর। অববাহিকা অঞ্চল— বাঁধে[র] স্থিতির উপরে ১৩৭৭ বর্গ মাইল ও অনুমিত স[ম্ভাব্য] বন্যার পরিমাণ প্রতি সেকেণ্ডে ৩,৭৫,০০০ ঘনফুট।

জলাধার—

পূর্ণ জলাধারের উচ্চতা ৪৪০ ফুট (সমুদ্র সমতল [হইতে])। অতিরিক্ত জলের নিষ্কাশন পথের শীর্ষ সমতল ৪[৪০] (সমুদ্র সমতল হইতে) জলাধারের ক্ষেত্রফল ২৮,০০০ [একর] ফুট। ব্যবহার যোগ্য সঞ্চয়ন ক্ষমতা ৮,০০,০০০ [একর] ফুট। মোট সঞ্চয়ন ক্ষমতা ৯,২০,০০০ একর ফুট। [মৃত] সঞ্চয়ন ক্ষমতা ১,২০,০০০ একর ফুট। বন্যা [নিয়ন্ত্রণ] ২,০০,০০০ একর ফুট।

বাঁধ—

অতিরিক্ত জলের নিষ্কাশন পথের দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট বাঁধের শীর্ষস্থিত সড়কের উচ্চতা ৪৫০ ফুট (সমুদ্র সমতল হইতে)। জল নির্গমনের কপাটের সংখ্যা ৭ (৪০ ফুট × ৪০ ফুট)। মাটীর বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য ৩১,৬৮০ ফুট। মাটীর বাঁধের উচ্চতা (নদীতল হইতে) ১২২ ফুট।

সেচ—

সেচের অধীন ভূভাগের মোট পরিমাণ ১৩,৩২,০০০ একর সেচের পরিমাণ ৮,০০,০০০ একর। জিলা প্রতি সেচের পরিমাণ—

বাঁকুড়া—৩,১৮,৪৮১ একর। মেদিনীপুর—৪,০৮,৯২৯ একর। হুগলী—৭২,৫৯০ একর। মোট ৮,০০,০০০ একর।

রবিসেচের পরিমাণ ১০,৫০,০০০ একর।

প্রধান ও শাখা প্রশাখা খালের মোট দৈর্ঘ্য ২০০০ মাইল। বাম তীরের প্রধান খালের সর্ব্বোচ্চ পরিবহন ক্ষমতা প্রতি সেকেণ্ডে ৭৮৮০ ঘনফুট। সম্ভাব্য অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ বাৎসরিক ১,১২,০০,০০০ মণ। অতিরিক্ত উৎপন্ন খাদ্যশস্যের মূল্য বাৎসরিক ১০,০৮,০০,০০০ টাকা।

ব্যারাজ—

ভৈরববাঁকী নদীর উপর ব্যারাজের দৈর্ঘ্য ২০৫ ফুট।
শীলাবতীর নদীর উপর " " ৩৪০ "
পরিকল্পনার অনুমিত ব্যয় ২৫,২৫,৮৯,৭২৪ টাকা।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন

ভারত সরকারের পুনর্ব্বাসন দপ্তরের প্রচারিত তথ্য

দেশ বিভাগের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের ১ কোটী ২০ লক্ষ হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ৪২ লক্ষ হিন্দু উদ্বাস্তুরূপে ভারতে আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন—বাকী ১০ লক্ষ ত্রিপুরা, মণিপুর, আসাম প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য রাজ্যে গিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের আয়তন ৩০,৭৭৫ বর্গ মাইল মাত্র এবং প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ১০০০ লোকের ঘন বসতি।

এই উদ্বাস্তুগণের শতকরা ৭০ জন কৃষিজীবি হওয়ায়, ইহাদের জন্য ভূমির ব্যবস্থাই প্রধান সমস্যারূপে দেখা দেয়। অন্যান্য রাজ্যে এই বিরাট পরিমাণ জমি সুলভ না হওয়ায় এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা রচনা করা হয়।

রামায়ণে আমরা যে দণ্ডকারণ্যের উল্লেখ পাই তাহা বর্ত্তমান বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র ও উড়িষ্যা রাজ্যের প্রায় ৮০ হাজার বর্গ মাইল ভূখণ্ডে বিস্তৃত। এই অঞ্চলটি বন সম্পদ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ এবং মাত্র ৩০ লক্ষ আদিবাসীর বাস। ১৬০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত অরণ্যে প্রচুর শাল, বাঁশ, সেগুণ প্রভৃতি বৃক্ষে পূর্ণ। খনিজ সম্পদের মধ্যে লৌহ পিণ্ড, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ, গ্র্যাফাইট, চুণাপাথর, অভ্র, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ে তথা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অবশিষ্ট কয় বৎসরে দণ্ডকারণ্য অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যে সকল কার্যসূচী গৃহীত হইবে, সেগুলি বিবৃত করিয়া ভারত সরকারের মন্ত্রণালয় হইতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ে ১৫০টি গ্রামে মোট ১৮ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্ব্বাসন হইবে। আপাততঃ এ'জন্য স্থানীয় ৪ হাজার উপজাতীয়, ১২,৮০০ জন উদ্বাস্তু ও ট্রাক্টরাদির সাহায্যে মোট ১ লক্ষ ৪২ হাজার একর পতিত জমি উদ্ধার করা হইবে। এক বৎসর পরে আরও এক হাজার উপজাতীয় শ্রমিককে একার্য্যে নিয়োগ করা হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত যে সকল উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে পুনর্ব্বাসন সম্ভব হইবে না তাহাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রায় ৮০ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

পুস্তিকাটি হইতে জানা যায় যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী জমি উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, গ্রাম পত্তন, বাসগৃহ ও সমাজ গৃহনির্মাণ এবং ছোট ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য কর্ম্মঠ উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের মারফতে একটি দণ্ডকারণ্য উন্নয়নবাহিনী গঠন করা হইবে। পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ে মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলা এবং উড়িষ্যার কোরাপুট ও কালাহাণ্ডী জেলার মোট ৩০ সহস্রাধিক মাইল স্থান অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সমান আয়তনবিশিষ্ট স্থানের উন্নয়ন সাধিত হইবে। ঐ অঞ্চলের বর্ত্তমান জনসংখ্যা হইতেছে কিঞ্চিদধিক ৩০ লক্ষ; আর পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা হইতেছে আড়াই কোটী। অর্থাৎ এই অঞ্চলের প্রতি বর্গ মাইলের গড়পড়তা জনসংখ্যা ১২০; আর পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক হাজার। পুস্তিকাটিতে দণ্ডকারণ্য অঞ্চলের দুইটি মানচিত্র রহিয়াছে। ঐগুলিতে বর্ত্তমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা, কোন্ কোন্ অঞ্চল উন্নয়ন করা হইবে, খনিজ সম্পদ, প্রস্তাবিত রাস্তাঘাট ও সেচ ব্যবস্থাদি দেখান হইয়াছে।

এই অঞ্চলের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত অধিবাসীদের স্বার্থে তাহাদের দ্বারাই দণ্ডকারণ্যের সর্ব্ববিধ উন্নয়ন কার্য্য চালান হইবে। অবশ্য এজন্য তাহাদের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিকও দেওয়া হইবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল কাজ অবশ্যই করা হইবে, সেগুলি হইতেছে :—
(১) ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ, (২) প্রথমে সকল ঋতুতে ব্যবহারোপযোগী সড়ক নির্মাণ ও পরে রেলপথ স্থাপনের দ্বারা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন; (৩) প্রাপ্তব্য জমির সুষম ব্যবহার তথা বনানীকরণ, ভূমি ক্ষয় নিবারণ ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে জনবসতি স্থাপন, (৪) জমির গুণাগুণ, জলবায়ু ও জল সেচ ব্যবস্থা অনুযায়ী যথাপযুক্ত ফসলের চাসের ব্যবস্থা; (৫) সম্ভাব্য সকল স্থানে জল সেচের ব্যবস্থা; (৬) ব্যাপক হারে মাছের চাষ প্রবর্ত্তন, (৭) স্থানীয় বন সম্পদ ও খনিজ সম্পদের ভিত্তিতে শিল্প কারখানা স্থাপন, (৮) পর্য্যাপ্ত পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থা (৯) প্রয়োজনমত সাধারণ কারীগরী ও পেশাদারী শিক্ষার ব্যবস্থা এবং (১০) খনিজ সম্পদের সন্ধান ও সংগ্রহ।

অদক্ষ কর্মীদের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া পুস্তিকাটিতে বলা হইয়াছে যে, সড়ক নির্মাণ ও মাটি কাটার জন্য হাজার হাজার লোকের আবশ্য হইবে এবং এজন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ২ কো টাকা ব্যয়বরাদ্দ করিয়াছেন।

স্থানীয় অধিবাসীদের ছাড়াও দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন বা নীয় অন্ততঃপক্ষে ৩ হাজার পরিবার ও প্রায় ১ হা কর্মীর সুখবিধানের প্রয়োজন হইবে। তাহাদের প্রায় ৫০টি সুপরিচালিত শিবির নির্ম্মাণ করা হই জমির উন্নয়ন ও গ্রাম স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই উদ্বাস্তু পরিবারগুলি স্থায়ী বসবাস স্থাপন ও চাষাবাস আ করিতে পারিবেন। ঐ সকল শিবিরবাসী উদ্বাস্তু চিকিৎসার জন্য বাংলাদেশ হইতে ডাক্তার, ন কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি প্রেরিত হইবে। প্রত্যেক শি বাঙ্গালী শিক্ষকদের পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্য থাকিবে।

পুস্তিকাটি হইতে জানা যায় যে, দণ্ডকারণ্য অ কালাজ্বর ও ফাইলেরিয়া রোগ নাই এবং ম্যালেরি প্রাদুর্ভাবও ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।

বিবিধ সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে বাধ্যতামূলকভাবে উ পুনর্ব্বাসনের সরকারী নীতির বিরুদ্ধে গত ১৭ই হইতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে যে উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহ চলিতে তাহাতে এই পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ হাজার সত্যাগ্রহী কা বরণ করিয়াছেন। এই ধৃত সত্যাগ্রহীদের মধ্যে বি সভার কয়েকজন সদস্য এবং বিরোধীদলের কয়েক নেতৃবৃন্দও আছেন।

রামপুরহাটে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যো ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক শিক্ষক সম্মেলন অধ্যাপক রাজকু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সরকারী কর্তৃ কর্তৃক মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য এ নূতন পরিকল্পনায় কেবল অর্থের অপচয় ঘটানো হইয়ে বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

নয়া দিল্লীতে তৃতীয় ভারতীয় সমবায় কংগ্রে অনুষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী নেহেরু উদ্বোধন করেন এবং শ্রী

তি, মালবা সভাপতিত্ব করেন। ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের উপর উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব ও স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা আন্দোলনকে দুর্ব্বল করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

বিহারের ১০টি জেলার প্রায় ২ কোটী ৬৫ লক্ষ অধিবাসী গত বৎসর ব্যাপক শস্যহানীর ফলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়াছে। দুই কোটী লোকের জন্য এই পর্য্যন্ত ১১৬৫২টি সস্তা মূল্যের দোকান, এবং রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি ১৬ হাজারের অধিক রিলীফ কার্য্য সুরু করা হইয়াছে। রাজ্য সরকার ১ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা টেষ্ট রিলিফ কার্য্য এবং ২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ দানের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

—*—

রামনবমীর শোভাযাত্রার দিন চাঞ্চল্যকর ঘটনা

বিহার আমলের বিখ্যাত উপদ্রবকারী বাবুলাল বুটেলিয়া গ্রেপ্তার

গত ৪ঠা এপ্রিল, শুক্রবার রামনবমী উপলক্ষ্যে এক শোভাযাত্রা সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ করে। প্রকাশ, ঐ দিন সন্ধ্যা প্রায় ৮ ঘটিকার সময় শের বাঁধের নিকটস্থ শনি মহারাজের গৃহের নিকট কয়েক আততায়ী শ্রীসীতানাথ শর্ম্মা ও শ্রীসত্যনারায়ণ শর্ম্মাকে আক্রমণ করে এবং তাঁহাদের ছোরা দ্বারা আঘাত করে। আহত দুই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নান্তরিত করা হয় এবং ইহাদের মধ্যে শ্রীসীতারাম আঘাত গুরুতর।

প্রকাশ, পুলিশ এই ঘটনা উপলক্ষ্যে শ্রীবাবুলাল বুটেলিয়াকে ৩২৪ ধারায় গ্রেপ্তার করে এবং জামীনে মুক্তি বিশ্বেশ্বর বুটেলিয়া ও সীতারাম বুটেলিয়া নামক আততায়ী ফেরার হয়।

এই ঘটনা উপলক্ষ্যে সহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ঘটনার কারণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই।

মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের পরিচালনা সম্পর্কে তদন্ত

প্রকাশ, গত ১২ই এপ্রিল তারিখে ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অফ স্কুল্‌স্ মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের বর্ত্তমান ম্যানেজিং কমিটীর পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে অভিযোগগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করেন। স্কুলের সেক্রেটারী অসুস্থ থাকায় ম্যানেজিং কমিটীর পক্ষে শ্রীজয়ন্ত কুমার সরকার তদন্তের সময় উপস্থিত থাকেন। তদন্তের ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

নাগরিক সঙ্ঘের তদন্ত কমিটী

নাগরিক সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটী কর্ত্তৃক ভিক্টোরিয়া স্কুলের পরিস্থিতি সম্যক ভাবে জ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছে :—

১। শ্রীজ্যোতির্ম্ময় দাশ গুপ্ত ২। শ্রীসন্তোষ কুমার মিত্র ৩। শ্রীঅলক চৌধুরী ৪। শ্রীঅমূল্য কর্ম্মকার এবং ৫। শ্রীঅশোক চৌধুরী।

গ্রহের ফের ?

পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের (বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে পশ্চিম বঙ্গের বিধান পরিষদের সদস্যপদের নির্ব্বাচনে পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক ডাঃ তারাপদ রায়কে অন্যতম কংগ্রেস প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দান করা হয়। সেই অনুযায়ী তিনি মনোনয়ন পত্রও দাখিল করেন। প্রকাশ, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটী প্রাদেশিক কমিটীর সুপারিশ প্রত্যাখান করিয়া ডাঃ রায়ের কংগ্রেস প্রার্থীরূপে মনোনয়ন নাকচ করিয়া দেন।

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক তাঁহার মনোনয়ন নাকচ করিবার সঠিক কারণ জানা যায় নাই; তবে গত বিধান সভার নির্ব্বাচনে তাঁহার পরাজয় এই নাকচের অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

District—Purulia.
In the Court of the District Judge at Purulia.

Title Appeal No. 62 of 1957.

Sm. Kamala Dasi ... ... Appellant.

Versus

Fuchu Nunu Mian & Ors ... Respondents.

Notice to the Respondent.

To

Chhota Nuni Bibi daughter of late Rahim Mian of village Gopinathpur, P. S. Raghunathpur, District Purulia.

Take notice that Sm. Kamala Dasi w/o late Atal Mudi of Baghadabar, at present Anara, P. S. Para, District Purulia has filed an appeal against the judgment of Mr. A. K. Coari, Munsif of Raghunathpur, dated 31st August, 1957 in T. S. No. 42/237 of 1956/55. The Court has fixed the 30th day of April, 1958 for hearing the said appeal. You are hereby informed to appear through a pleader on the date fixed to contest the appeal, failing which the appeal will be heard exparte.

Given under my hand and the seal of the Court, this the 9th day of April. 1958.

C. C. Chakraborti.
District Judge

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরুষ প্রদত্ত—অতএব বেদের ন্যায় সত্য অদ্বিতীয় শক্তিশালী ও জগতে দুর্লভ। সর্ব্বরোগ আরোগ্য, গ্রহশান্তিতে, বিপদ মুক্তিতে, শত্রু পরাজয়ে দুর্ভাগ্য নিবারণে অসীম শক্তিসম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। গৃহীর অমূল্যসম্পদ। সংশয়কারীকে গ্যারাণ্টি দেওয়া যায়। কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

ডি, এন, সেন, এম, এ, বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতালপরগণা
বিহার

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি
বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকে পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিটি প্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপু সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগি কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৮ই বৈশাখ ১৩৬৫—২১শে এপ্রিল ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

এই ঘৃণিত ১৪৪ ধারা বাতিল কর

লোক সভায় এই নিবারণাত্মক আইনের বিরুদ্ধে

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্তের বক্তৃতা

[বিরোধী দলের সদস্য শ্রীঅবন্তী ১৪৪ ধারা বাতিল করিবার জন্য লোক সভায় যে বেসরকারী বিল আনয়ন করেন তাহার সমর্থনে শ্রীদাশগুপ্ত এই বক্তৃতা দেন।]

উপাধ্যক্ষ মহোদয়,

সশস্ত্র শোভাযাত্রাকারীদের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এবং সন্ত্রাস মূলক ধ্বনি তুলিয়া সমগ্র পুরুলিয়া সহর প্রদক্ষিণ করা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তাহারা বাঙ্গালীদের ধ্বংস করিবার ভীতি প্রদর্শন করিত। এই সমস্তই পুলিশ এবং ম্যাজিষ্ট্রেটদের পৃষ্ঠপোষকতায় হইত। ইহারা পুলিশের দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ, প্রশ্রয় প্রাপ্ত এবং উৎসাহিত হইত। ইহা বহু পূর্ব্বের ঘটনা নহে—১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইহা ঘটিয়াছিল। এই শ্রেণীর বাকিদের অথবা ইহাদের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৪৪ ধারা প্রয়োগ হয় নাই।

কিন্তু এই সকল গুণ্ডামীর প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য যদি শান্তিপূর্ণ সাধারণ সভা আহ্বান করা হয় তাহা হইলে শান্তিরক্ষার জন্য জনসাধারণের ন্যায্য অভিমত জ্ঞাপনের ন্যায্য পন্থাটি রোধ করিবার জন্য ১৪৪ ধারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে। আমি এইখানে ১৯২৬ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে পুরুলিয়ায় একটি ঘটনা উল্লেখ করিব:

এই সকল শোভাযাত্রাকারীরা পুরুলিয়া সহরের বুকে দিবা দ্বিপ্রহরে সন্ত্রাসকারে লুঠতরাজ করিয়াছিল। ইহা বন্ধ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ কোনও চেষ্টা করেন নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি এখনও আইনের এই ধারাটি রক্ষা করিতে চাহেন তবে তাহার পূর্ব্বে তাঁহাকে পুরুলিয়ায় গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করি।

অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে এইখানে কেবল দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্বে বিহারে এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত পুরুলিয়া জেলার উচ্চ বাংলা বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। ম্যানেজিং কমিটী পরিচালিত ইহা একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ছিল। ১৯৪৮ সাল হইতে হিন্দী প্রচলনের সর্বগ্রাসী জিগিরের অন্যতম প্রধান শিকার এই স্কুলটি হইয়াছিল। এই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিকে 'হয় গ্রাস না হয় নাশ' করিবার উদ্দেশ্যে একের পর এক সরকারী অভিযান চলিল। কিন্তু কমিটী ও জনসাধারণ অটল রহিল। ফলে যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলিল তাহাতে মুখ্য অংশ গ্রহণ করিল এই ১৪৪ ধারা। বিষয়ান্তরে যাইবার পূর্বে, আমি এই সভাকে জানাইয়া রাখিতে চাহি যে বিহার সরকারের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ম্যানেজিং কমিটী ও সাধারণের অধিকার সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বহাল হয়।

এই প্রকার, জনসাধারণের শাসনতন্ত্রসম্মত অধিকার এবং গবর্নমেন্টের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমুখ কর্মচারীদের দুরভিসন্ধি এই দুইএর টানাটানিতে যেভাবে ১৪৪ ধারার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ হইয়াছে তাহা বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পূর্বতন অত্যাচার সমূহকেও ম্লান করিয়া দেয়।

ইহা একটি দীর্ঘ কাহিনী। সংক্ষেপ করিবার জন্য গত ১৯৫৫ সালের ৭ই মার্চ্চ হইতে ৬ই মার্চ্চ—এই দুই মাসের মধ্যে ম্যানেজিং কমিটীর হাত হইতে স্কুলটী কাড়িয়া লইবার জন্য তথা কমিটীর ন্যায্য কার্যকলাপে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি বাংলা স্কুলের উপর চারবার ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। একমাত্র অপরাধ যে কমিটি এবং জনসাধারণ নিজ মাতৃভাষা সম্পর্কে মৌলিক এবং শাসনতন্ত্রসম্মত অধিকার সমর্পণ করিতে রাজী হয় নাই। শাসকমণ্ডলীর হাতের যন্ত্র স্বরূপ জনকয়েক হিন্দীর প্রচারকারীর হিংসাত্মক কার্যকলাপের উদ্যমতায় জনসাধারণ সন্ত্রস্তও হয় নাই। জনসাধারণ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ১৪৪ ধারার যুক্তিযুক্ততা প্রশ্ন করিয়া আদালতের আশ্রয় লয় এবং হাইকোর্ট প্রত্যেকবার জনসাধারণ ও ম্যানেজিং কমিটীর অধিকার বহাল রাখেন। আইনের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তারা কতকগুলি কাল্পনিক অজুহাত সৃষ্টি করিয়া এই ধারার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের আদেশ পর্যন্ত অগ্রাহ্য ভাবে বানচাল করিয়াছেন।

১৪৪ ধারা জারী করিয়া হেড মাষ্টার, ম্যানেজিং কমিটী এমন কি ছাত্রদের পর্যন্ত নিজেদের স্কুলে প্রবেশ করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই ১৪৪ ধারা জারী করিয়া জনসভা ত দূরে থাকুক অভিভাবকগণের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া তাঁহাদের একত্রে মিলিত হইয়া ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই সকল ঘটনায় সরকার পক্ষ ছিলেন। ১৯৫৫ সালের ২৬শে মে পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় এস, কে দাস তাঁহার রায়ে উল্লেখ করেন—

"সরকার তথা শাসন বিভাগীয় সরকারী কর্মচারীরা যে সকল বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই শান্তিভঙ্গ ঘটিবার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে—। তিনি আরও মন্তব্য করিয়াছেন—

যখন দুই পক্ষের এক পক্ষ হইলেন সরকার তখন দুই পক্ষের মধ্যে শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। সকল সময়েই দুই হাত না হইলে তালি বাজে না। সুতরাং ইহাই অনুমিত হয় যে এই বিশেষ ঘটনায় শাসনবিভাগীয় কর্মচারীরা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যায়ই আচরণ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে যোগদানে অধিকার ছাত্রদের যেখানে রহিয়াছে—সেই ক্ষেত্রে ছাত্রদের স্কুলে যোগদানের নিষেধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।"

শাসন ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়া হিন্দীপন্থীরা অঞ্চলে যে উদ্দাম হিংস্র কার্যকলাপ চালাইয়াছিল তাহা এই সভাগৃহে বারম্বার আলোচিত হইয়াছে।

যখন হিংসাত্মক কার্যকলাপ, সঙ্ঘবদ্ধ ভীতি প্রদর্শন বেপরোয়া আইনবিরোধী কার্যকলাপ নিত্য দৈনন্দিন ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন এই নিষেধাজ্ঞার মোহাচ্ছন্ন হইয়া সর্বত্র আইনরক্ষীর বিবরে গোপন করিয়াছিল। আমার নিজের অভিজ্ঞতা আমি ইহা বিশেষ জোরের সহিত বলিতে পারি

(৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

৮ই বৈশাখ, সোমবার

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনে রাজনীতি

পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পরিকল্পনা এখন দণ্ডকারণ্য পর্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তুদের লইয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করিয়া পুনর্বাসন দপ্তর অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতে পারিতেছেন না। প্রথম হইতেই এই সমস্যাটিকে বিশেষ লঘু মনোভাব লইয়া বিবেচনা করা হয়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সরকারী ধারণা ছিল যে উদ্বাস্তুরা পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইবে। সুতরাং পুনর্বাসনের প্রশ্নটিকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। এই সময় পর্যন্ত উদ্বাস্তুরা বিভিন্ন জেলায় নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বসবাস করিয়াছেন। এই উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারের কোনও পুনর্বাসনের নীতি বা পরিকল্পনা ছিল না। এই সকল উদ্বাস্তুরা নিজেদের উদ্যম ও শক্তিতে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনরূপে বসবাস করিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। এই ধরণের উদ্বাস্তুর সংখ্যা সরকারী মতে ৮ লক্ষ আর বেসরকারী মতে ১৫ লক্ষ।

উদ্বাস্তুদের প্রতি চরম অবহেলা ও হৃদয়হীনতার ফলে বহু উদ্বাস্তুকে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইতে হয় এবং বহু উদ্বাস্তুকে অকাল মৃত্যু বরণ করিতে হয়। এখন সরকারী হিসাব মতে প্রায় ১২ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন প্রয়োজন। সরকারী হিসাব অনুযায়ী উদ্বাস্তু শিবিরে প্রায় তিন লক্ষ উদ্বাস্তুর বাস এবং ইহাদের পুনর্বাসনই সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। এই শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের অর্দ্ধলক্ষাধিক সংখ্যক উদ্বাস্তু বৃদ্ধ এবং পঙ্গু। সুতরাং প্রায় আড়াই লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনই এখন আশু সমস্যা।

গত সাত বৎসর ধরিয়া এই ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের লইয়া সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি খেলা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজ্য সরকারগুলি উদ্বাস্তুদের নামে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে মোটা মোটা টাকা আদায় করিয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছেন এবং এই অর্থ প্রাপ্তির আশায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোনও প্রচেষ্টাই করেন নাই। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবীতে নানান্ আন্দোলন, বিক্ষোভ, বিতর্ক, প্রভৃতির ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে বাধ্য হন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া সম্প্রতি দার্জিলিং সম্মেলনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রচনায় তৎপর হন। এই সম্মেলনের পরিণাম হইল দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা।

বাংলা দেশ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য এবং এই রাজ্যে জমির একান্ত অভাব—সুতরাং এই বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তুর বাংলা দেশে পুনর্বাসন সম্ভব নহে—দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার ইহাই হইল মূল বক্তব্য। কিন্তু সরকারী তথ্য ও তত্ত্ব সাধারণের বিশ্বাস অর্জন করে না। কারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তথ্যের বিকৃতি সাধন কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বাংলার বাহিরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পশ্চাতে সরকারের গূঢ়তর অভিসন্ধি থাকা বিচিত্র নহে। বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং তৎসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারও উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে অথবা পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্যের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে পুনর্বাসনের ঘোর বিরোধী। হৃদয়হীন অব্যবস্থার জন্য উদ্বাস্তুদের মনোভাব স্বভাবতঃই শাসকমণ্ডলীর বিরোধী হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বাস্তুদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিতে চাহেন।

পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য বিবরণাদি সংগ্রহ করা হয় নাই—এই অভিযোগ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে। ইহার সন্তোষজনক উত্তর তাঁহারা দিতে পারেন নাই। পুনর্বাসনের জন্য চাহিদা মোতাবেক জমির অভাব হইলেও ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার শিল্পে উদ্বাস্তুদের নিযুক্ত করিয়া পুনর্বাসন সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে শতকরা ৩৫ জন মাত্র বাঙ্গালী শ্রমিক, আর বাকী শতকরা প্রায় ৬৫ জন অবাঙ্গালী। এই অবাঙ্গালী শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই হইল বিহার, উড়িষ্যা,

অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে এইখানে কেবল দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। পূর্ব্বে বিহারে এবং বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত পুরুলিয়া জেলার উচ্চ বাংলা বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত প্রথমে উল্লেখ করিতেছি। ম্যানেজিং কমিটী পরিচালিত ইহা একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ছিল। ১৯৪৮ সাল হইতে হিন্দী প্রচলনের সর্ব্বগ্রাসী জিগিরের অন্যতম প্রধান শিকার এই স্কুলটি হইয়াছিল। এই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীকে 'হয় গ্রাস না হয় নাশ' করিবার উদ্দেশ্যে একের পর এক সরকারী অভিযান চলিল। কিন্তু কমিটী এ জনসাধারণ অটল রহিল। ফলে যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলিল তাহাতে মূখ্য অংশ গ্রহণ করিল এই ১৪৪ ধারা। বিষয়ান্তরে যাইবার পূর্ব্বে, আমি এই সভাকে জানাইয়া রাখিতে চাহি যে বিহার সরকারের বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত ম্যানেজিং কমিটী ও সাধারণের অধিকার সুপ্রীম কোর্ট কর্ত্তৃক বহাল হয়।

এই প্রকার, জনসাধারণের শাসনতন্ত্রসম্মত অধিকার এবং গবর্ণমেণ্টের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমুখ কর্ম্মচারীদের দুরভিসন্ধি এই দুইএর টানাটানিতে যেভাবে ১৪৪ ধারার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ হইয়াছে তাহা বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পূর্ব্বতন অত্যাচার সমূহকেও ম্লান করিয়া দেয়।

ইহা একটি দীর্ঘ কাহিনী। সংক্ষেপ করিবার জন্য গত ১৯৫৫ সালের ৭ই মার্চ্চ হইতে ৬ই মার্চ্চ—এই দুই মাসের মধ্যে ম্যানেজিং কমিটীর হাত হইতে স্কুলটী কাড়িয়া লইবার জন্য তথা কমিটীর ন্যায্য কার্য্যকলাপে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি বাংলা স্কুলের উপর চারবার ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। একমাত্র অপরাধ যে কমিটি এবং জনসাধারণ নিজ মাতৃভাষা সম্পর্কে মৌলিক এবং শাসনতন্ত্রসম্মত অধিকার সমর্পণ করিতে রাজী হয় নাই। শাসকমণ্ডলীর হাতের যন্ত্র স্বরূপ জনকয়েক হিন্দীর প্রচারকারীর হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের উদ্দামতায় জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হয় নাই। জনসাধারণ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ১৪৪ ধারার যুক্তিযুক্ততা প্রশ্ন করিয়া আদালতের আশ্রয় লয় এবং হাইকোর্ট প্রত্যেকবার জনসাধারণ ও ম্যানেজিং কমিটীর অধিকার বহাল রাখেন। আইনের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তারা কতকগুলি কাল্পনিক অজুহাত সৃষ্টি করিয়া এই ধারার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের আদেশ পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য ভাবে বানচাল করিয়াছেন।

১৪৪ ধারা জারী করিয়া হেড মাষ্টার, ম্যানেজিং কমিটী এমন কি ছাত্রদের পর্য্যন্ত নিজেদের স্কুলে প্রবেশ করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই ১৪৪ ধারা জারী করিয়া জনসভা ত দূরে থাকুক অভিভাবকগণের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া তাঁহাদের একত্রে মিলিত হইয়া ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে এই সকল ঘটনায় সরকার পক্ষ ছিলেন। ১৯৫৫ সালের ২৬শে মে পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় এস, কে দাস তাঁহার রায়ে উল্লেখ করেন—

"সরকার তথা শাসন বিভাগীয় সরকারী কর্ম্মচারীরা যে সকল বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাই শান্তিভঙ্গ ঘটাইবার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে—। তিনি আরও মন্তব্য করিয়াছেন—

যখন দুই পক্ষের এক পক্ষ হইলেন সরকার তখন দুই পক্ষের মধ্যে শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। সকল সময়েই দুই হাত না হইলে তালি বাজে না। সুতরাং ইহাই অনুমিত হয় যে এই বিশেষ ঘটনায় শাসনবিভাগীয় কর্ম্মচারীরা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ন্যায়ই আচরণ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে যোগদানে অধিকার ছাত্রদের যেখানে রহিয়াছে—সেই ক্ষেত্রে ছাত্রদের স্কুলে যোগদানের নিষেধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।"

শাসন ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়া হিন্দীপন্থীরা এই অঞ্চলে যে উদ্দাম হিংস্র কার্য্যকলাপ চালাইয়াছিল তাহা এই সভাগৃহে বারম্বার আলোচিত হইয়াছে।

যখন হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ, সঙ্ঘবদ্ধ ভীতি প্রদর্শন বেপরোয়া আইনবিরোধী কার্য্যকলাপ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন এই নিষেধাত্মক ধারা মোতাবেক হইয়া সর্ব্বত্র আইনরক্ষীর বিবরে ভয় গোপন করিয়াছিল। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি ইহা বিশেষ জোরের সহিত বলিতে পারি

(৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

৮ই বৈশাখ, সোমবার

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনে রাজনীতি

পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পরিকল্পনা এখন দণ্ডকারণ্য পর্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পূর্ব বঙ্গের উদ্বাস্তুদের লইয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করিয়া পুনর্বাসন দপ্তর অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিতে পারিতেছেন না। প্রথম হইতেই এই সমস্যাটিকে বিশেষ লঘু মনোভাব লইয়া বিবেচনা করা হয়। ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত সরকারী ধারণা ছিল যে উদ্বাস্তুরা পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইবে। সুতরাং পুনর্বাসনের প্রশ্নটিকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। এই সময় পর্য্যন্ত উদ্বাস্তুরা বিভিন্ন জেলায় নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বসবাস করিয়াছেন। এই উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারের কোনও পুনর্বাসনের নীতি বা পরিকল্পনা ছিল না। এই সকল উদ্বাস্তুরা নিজেদের উদ্যমে ও শক্তিতে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীরূপে বসবাস করিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। এই ধরণের উদ্বাস্তু সংখ্যা সরকারী মতে ৮ লক্ষ আর বেসরকারী মতে ১৫ লক্ষ।

উদ্বাস্তুদের প্রতি চরম অবহেলা ও দূরদর্শীতার ফলে বহু উদ্বাস্তুকে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইতে হয় এবং বহু উদ্বাস্তুকে অকাল মৃত্যু বরণ করিতে হয়। এখন সরকারী হিসাব মতে প্রায় ১২ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন প্রয়োজন। সরকারী হিসাব অনুযায়ী উদ্বাস্তু শিবিরে প্রায় তিন লক্ষ উদ্বাস্তুর বাস এবং ইহাদের পুনর্বাসনই সরকারের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। এই শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদের অর্দ্ধলক্ষাধিক সংখ্যক উদ্বাস্তু বৃদ্ধ এবং পঙ্গু। সুতরাং প্রায় আড়াই লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনই এখন আশু সমস্যা।

গত সাত বৎসর ধরিয়া এই ক্যাম্প উদ্বাস্তুদের লইয়া সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি খেলা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজ্য সরকারগুলি উদ্বাস্তুদের নামে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে মোটা মোটা টাকা আদায় করিয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছেন এবং এই অর্থ প্রাপ্তির আশায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোনও প্রচেষ্টাই করেন নাই। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবীতে নানান্ আন্দোলন, বিক্ষোভ, বিতর্ক, প্রভৃতির ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে বাধ্য হন এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া সম্প্রতি দার্জিলিং সম্মেলনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রচনায় তৎপর হন। এই সম্মেলনের পরিণাম হইল দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা।

বাংলা দেশ অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য এবং এই রাজ্যে জমির একান্ত অভাব—সুতরাং এই বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তুর বাংলা দেশে পুনর্বাসন সম্ভব নহে—দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার ইহাই হইল মূল বক্তব্য। কিন্তু সরকারী তথ্য ও তত্ত্ব সাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করে না। কারণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তথ্যের বিকৃতি সাধন কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

বাংলার বাহিরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পশ্চাতে সরকারের গূঢ়তর অভিসন্ধি থাকা বিচিত্র নহে। বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং তৎসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারও উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে অথবা পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য রাজ্যের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলে পুনর্বাসনের ঘোর বিরোধী। হৃদয়হীন অব্যবস্থার জন্য উদ্বাস্তুদের মনোভাব স্বভাবতঃই শাসকমণ্ডলীর বিরোধী হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বাস্তুদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিতে চাহে।

পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য বিবরণাদি সংগ্রহ করা হয় নাই—এই অভিযোগ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে। ইহার সন্তোষজনক উত্তর তাঁহারা দিতে পারেন নাই। পুনর্বাসনের জন্য চাষযোগ্য জমির অভাব হইলেও ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার শিল্পে উদ্বাস্তুদের নিযুক্ত করিয়া পুনর্বাসন সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলে শতকরা ৩৫ জন মাত্র বাঙালী শ্রমিক, আর বাকী শতকরা প্রায় ৬৫ জন অবাঙালী। এই অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই হইল বিহার, উড়িষ্যা,

উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য হইতে আগত কৃষক সম্প্রদায়। সুতরাং অন্যান্য রাজ্যের কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষে যে কাজ সম্ভব তাহা পূর্ববঙ্গের কৃষক সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্ভব নহে ইহা মনে করিবার কি কারণ আছে? কিন্তু শিল্প কারখানার অধিকাংশ মালিক সম্প্রদায় বাঙ্গালী শ্রমিকদের পছন্দ করেন না সেই কারণে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারও মালিকদের নীতিকে সমর্থন করিতে বাধ্য হয়।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক সমস্যা ও গভীর অনিশ্চয়তা রহিয়াছে এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু স্বার্থের খেলা চলিবে ইহাই আশঙ্কা হয়। এই দণ্ডকারণ্য অঞ্চলটি তিনটি রাজ্যের মধ্যে বিস্তৃত সুতরাং এই অঞ্চলের শাসন ধারা, শিক্ষা ব্যবস্থা, ভাষার প্রশ্ন প্রভৃতি নানান্ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। তাহার পর দেশের বনস্পদ উজাড় করিয়া সহর বা উপনিবেশ গড়িয়া তোলা বর্ত্তমান অবস্থায় কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহাও বিবেচ্য। আদিবাসীদের সঙ্গে উদ্বাস্তুদের সঙ্ঘর্ষ বাধাইবার জন্য যে কলকাটী নাড়া হইবে না তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। সর্ব্বোপরি সরকারী তথ্য এবং আশ্বাসের উপর কতদূর ভরসা স্থাপন করা যাইতে পারে তাহাও গভীর ভাবে বিবেচনার বিষয়। এইসকল কারণে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিবেচনার পর এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিৎ।

সরকারের অপরিকল্পিত পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত পুনর্ব্বাসন নীতির জন্যই আজ উদ্বাস্তু সমস্যা লইয়া দেশব্যাপী এই প্রবল বিক্ষোভ ও আন্দোলন। আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার সহিত যদি উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হয় তবে এই সমস্যার অধিকাংশ জটিলতাই দূর হইয়া যাইবে।

—•—

বিবিধ প্রসঙ্গ

উত্তর প্রদেশের বিধান সভার উপনির্ব্বাচনে প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তর শোচনীয় পরাজয়ে কেবল উত্তর প্রদেশের রাজনীতিতেই নহে—সমগ্র ভারতের কংগ্রেসী রাজনীতিতে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। কংগ্রেসের গুন্ডস্বরূপ এই ব্যক্তিটির বার বার পরাজয়ে তাঁহাকে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া আর সম্ভব নহে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেও ইহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি কায়েম রাখাও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিবে। অথচ এইরূপ একজন ধুরন্ধর ব্যক্তিকে না পাইলে কংগ্রেসের ক্ষীয়মান শক্তি ও প্রভাব কতদিন কায়েম থাকিবে তাহা সন্দেহের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃবর্গ আজ এই উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন।

—

কোনও পরাজিত প্রার্থীকে বিধান পরিষদের নির্ব্বাচন বা বিধান সভার উপনির্ব্বাচনে মনোনয়ন দান না করার কড়া নীতি শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের ক্ষেত্রে শিথিল করা হয়। ইহাতে অন্যান্য প্রদেশের পরাজিত কংগ্রেসীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয় এবং বিহারের শ্রীকৃষ্ণ বল্লভ সহায়, শ্রীমহেশ প্রসাদ সিংহ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ মনোনয়নলাভের আশায় দিন গণিতেছিলেন। সেইজন্য গুপ্তজীর শোচনীয় পরাজয় তাঁহাদের সকলের বক্ষে শক্তি শেলের মত বিদ্ধ হইয়াছে।

—

সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এবং শিল্প প্রদর্শনী

গত ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকায় স্থানীয় বেলওয়ে ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শিল্প ও কারুশিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীহরিচন্দ্র দাস মহাশয় কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা সূচক ভাষণ দানের পর শ্রীমৃগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এই জেলার শিল্প সম্পর্কে সম্পাদকের বিবরণী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীভূপতি মজুমদার। সভাপতি মহাশয় তাঁহার ভাষণ দান প্রসঙ্গে জাতির পতন ও অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক ধারা বিবৃত করিয়া জাতিগঠনের মূলমন্ত্ররূপে আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। আমাদের দেশে বৃহৎ শিল্প, মাঝারি শিল্প ও কুটীর শিল্পের সমন্বয়

(৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(২ পৃষ্ঠার পর হইতে)

এই নিবারণাত্মক ধারাটি সত্যাকারের সমাজ বিরোধী কার্য্য কলাপ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে কচিৎ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ তাহাদের রক্ষাকল্পেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আমার জেলা পুরুলিয়াতে গত ১৯৫৩ সালে নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক একটি মামুলী নাটক অভিনয় করার উপরও ১৪৪ ধারা জারী হয়—ইহার একমাত্র কারণ যে ছাত্রেরা বাঙ্গালী ছিল।

আমি এখন নাগপুরের একটি ঘটনা বলিব।

উপাধ্যক্ষঃ—আর মাত্র ৪৯ মি'নট বাকী আছে। আরও কয়েকজন সদস্যও এই বিতর্কে যোগদানের সুবিধা চাহিয়াছেন। মাননীয় মন্ত্রীকে উত্তর দানের জন্য ২০ মিনিট দিতে হইবে। প্রস্তাব উত্থাপনকারীকেও উত্তর-দানের জন্য ১০ মিনিট দিতে হইবে। ৩৩০ মিনিটের সময় মন্ত্রী মহাশয়কে সময় দিয়াছি। আমি বিরোধী পক্ষ হইতে চারিজনকে বলিবার সুযোগ দিতেছি—কংগ্রেস পক্ষের আর কাহাকেও নহে।

শ্রী দাশগুপ্তঃ—আমি যতদূর সম্ভব আমার বক্তৃতা সংক্ষেপ করিতেছি।

উপাধ্যক্ষঃ—আমি মাননীয় সদস্যগণের আগ্রহ উপলব্ধি করিতেছি—কিন্তু মুস্কিল হইল যে উপদেষ্টা কমিটীতে বিষয়টি আলোচনার সময় অধিকতর সময়ের জন্য দাবী করা হয় নাই। একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আমি তাহা কিভাবে পরিবর্তন করিতে পারি। সুতরাং মাননীয় সদস্যের অনেক কিছু বলার আছে বুঝিতেছি—তবুও তাঁহাকে সংক্ষেপ করিবার জন্য অনুরোধ করি।

শ্রী দাশগুপ্তঃ—আমি শীঘ্রই শেষ করিতেছি। নাগপুরের দুইটী ঘটনা এবং ধানবাদ ও ঝরিয়ায় কয়েকটী ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু সময়ের অভাববশতঃ আমি সেই বিষয়ে আর আলোচনা করিব না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, স্বাধীনতা লাভের পর এই ১৪৪ ধারা প্রত্যাহৃত হইবে অথবা এই পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে অন্ততঃ বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রযুক্ত হইবে। কিন্তু বাস্তবে শ্রমিকদের ন্যায়-সঙ্গত দাবী এবং জনস্বার্থ দমন করিবার জন্যই তাঁহারা সর্ব্বদা আগ্রহশীল। ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। ইহাকে কায়েম রাখার যৌক্তিযুক্ততা দেখাইবার পূর্ব্বে সরকারের উচিৎ যে গত দশ বৎসরে কতবার এবং কি কারণে এই ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে তাহার তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই সভার নিকট পেশ করা। এই ধারাটি বিচার বুদ্ধিহীন রাজকর্ম্মচারীদের হাতে অতি সহজ অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এবং ইহার পরিণামও ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। অপব্যবহার করিলে বন্দুকের লাইসেন্স নাকচ করার ধারা আছে; কিন্তু এই ১৪৪ ধারার বেপরোয়া অপপ্রয়োগ যাহা আরও ভয়াবহ সে সম্পর্কে সরকার কখনও কোনও প্রশ্ন করেন না। বহু ক্ষেত্রে আদালত কর্ত্তৃক কঠোর মন্তব্য করা হইয়াছে। আমি কি জানিতে পারি এইরূপ কয়টি ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়তা ও কঠোরতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে স্বাধীনতা লাভের দশ বৎসর পরেও জনসাধারণ এই টুকুই অনুভব করিতেছে যে কেবল দেহের পরিবর্ত্তন হইলেও আত্মার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহার উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী কি বলিবেন তাহা জানি; এবং অদৃষ্টের পরিহাস হইলেও ১৯১৯ সালে রাওলাট বিল উত্থাপন প্রসঙ্গে তদানীন্তন হোম মেম্বার স্যার উইলিয়াম ভিন্‌সেণ্ট যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :

"কঠোর কর্ত্তব্য বোধ আমাদের যতদূর বাধ্য করে করে তাহা অপেক্ষা অতিরিক্ত কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া জনসাধারণের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিবার কোনও উদ্দেশ্য আমাদের নাই। এইদেশে জননিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের রহিয়াছে—সুতরাং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন কর্ত্তব্য বোধে তাহা আমাদের লইতেই হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে—এই শ্রেণীর অপরাধের জন্য অন্য কোনও প্রতিকারের পন্থা নাই। যদি কোনও যোগ্য প্রতিকার পন্থা উপস্থিত করা হয় তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা

আনন্দের সহিত বিচার করিয়া দেখিবেন। এই সন্ত্রাসবাদের নাশকতামূলক শক্তি সম্পর্কে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। অনেকে এমন আছেন যাঁহারা এই সন্ত্রাসবাদীদের নিরীহ দেশপ্রেমিক মনে করেন—যাহাদের একমাত্র অপরাধ হইল ভ্রান্ত পথে পরিচালিত উৎসাহের আতিশয্য। এই মোহ যত শীঘ্র কাটে ততই মঙ্গল।

ইহারা আদৌ দেশপ্রেমিক নহে—ইহারা প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার শত্রু, প্রগতির শত্রু এবং যে কোনও সুসংগঠিত সরকারের ঘোরতর বিরোধী।"

এই আইনটি তাঁহাদেরই সৃষ্টি। এই ঘৃণ্য আইনের সমর্থনে মাননীয় মন্ত্রী আজ কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

লোক সভায় সাধারণ বাজেটে

শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের জন্য ব্যয় মঞ্জুর সম্পর্কে

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্তের ছাঁটাই প্রস্তাব

সরকারের নিম্নলিখিত ব্যর্থতার জন্য শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের বরাদ্দ ব্যয় হইতে ১০০৲ টাকা হ্রাস করা হউক :—

১। পুরুলিয়া জেলার ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারের সংশোধন ও সঙ্কলন ;

২। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় কারিগরী শিক্ষা দানের অক্ষমতা ;

৩। বিহারের সিংভূম জেলার জয়দা গ্রামে সম্প্রতি যে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ পাওয়া গিয়াছে-তাহা রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীতা ;

৪। ছোটনাগপুর ও পুরুলিয়া জেলার প্রাণীতত্ত্বমূলক তথ্যাদি সঙ্কলনের আবশ্যকতা ;

৫। বৈজ্ঞানিক গবেষণা মূলক বৃত্তির জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের স্বল্পতা ;

৬। সংবিধানের ৪৫ ধারা অনুসারে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যর্থতা ;

৭। শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় ;

৮। অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্য বৃত্তি এবং উপজাতীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ;

৯। বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম

১০। হিন্দী এবং অন্যান্য রাজ্যের জাতীয় ভাষার উন্নতি মূলক ব্যবস্থার বিধানে বৈষম্য ;

১১। বুনিয়াদী ও সমাজশিক্ষা বিষয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছামূলকভাবে কার্য্য করিতেছে তাহাদের সাহায্য দানের প্রয়োজনীয়তা ;

১২। গ্রামাঞ্চলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপকভাবে কৃষির ট্রেনিং দিবার প্রয়োজনীয়তা ;

১৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ;

১৪। বিশিষ্ট সুধীগণকে যোগ্য পরিমাণ থোক সাহায্য প্রদানের ব্যর্থতা।

অবিস্মরণীয় ১২ই বৈশাখের পুণ্য লগনে



পুরুলিয়ার

কর্ম্মতালিকা

সকাল ৮৷৷০ টায় শিল্পাশ্রমে স্মৃতি মন্দিরে শ্রদ্ধানিবেদন ও পতাকা উত্তোলন

বৈকাল ৩৷৷০ টায় শিল্পাশ্রমে স্মরণ সভা

১২ই বৈশাখ

২৫শে এপ্রিল

শুক্রবার

যদিও আকাশ ঘন-দুর্যোগে ভরা
যদিও চলার পথ কণ্টকাকীর্ণ
তবু বারে বারে—অশনি আঁধারহরা
আশার তোরণে আকাশ করেছে দীর্ণ ॥

* * * *

পাথারে তুফান—ফুকারিয়া ওঠে যাত্রী :
হারায়েছে পথ—নিবিড়নিশি-নিরন্ধ্র—
তবু হাল ধ'রে মানুষ হেনেছে রাত্রি
তারি পরিচয়—ঋষি নিবারণচন্দ্র ॥

যিনি সকল কলুষের মধ্যে তপস্যার পাবক
যিনি সকল বিভ্রান্তির মধ্যে আদর্শের পদচিহ্ন
যিনি সকল বিদ্বেষের মধ্যে মূর্ত্ত প্রেম
সেই মহিমাময় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের
পুণ্য জয়ন্তী তিথি - সার্থক রূপে
উদ্‌যাপিত হোক—এই প্রার্থনা।

—অতুলচন্দ্র ঘোষ

দেবকল্প ঋষি নিবারণচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী

(৪ পৃষ্ঠার পর হইতে)

ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।

গত ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রথিতযশা প্রবীন কবি শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক মহাশয়। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে সভা বঙ্গভুক্ত এই জেলার সাহিত্য সাধনাকে বাংলার বিরাট সাধনার সহিত যুক্ত হইবার আহ্বান জানান।

সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল সাহিত্যের উপর বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারার প্রভাব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমাজদেহের সর্ব্বগ্রাসী দুর্নীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার উল্লেখ করেন। ছাত্র বা যুবকসম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে বিধান সভায় প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ সদস্যবর্গ যদি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেন তবে ছাত্র ও যুবকদের ধিক্কার দিবার মুখ থাকে কোথায়? তিনি এই সমস্যাটি গভীরভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

গত ২০শে এপ্রিল তারিখে সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বিখ্যাত সাংবাদিক ও 'সুধী' শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ তাঁহার ভাষণে আধুনিক শিক্ষা ধারা, অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা তথা পঞ্চবার্ষিকী যোজনা, এবং শাসন ধারার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে—এইগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ যুক্ত এবং ইহাদের মূল লক্ষ্য হইল দেশে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার রোধ করা ও জাতির অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে দুর্ব্বল করিয়া রাখা যাহাতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শক্তিকে কোন দিন ক্ষমতার আসন হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং শাসন ধারার ইহাই মূল লক্ষ্য হওয়ায় দেশে আজ সর্ব্বস্তরেই এক চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। সহজ, সরল ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য পথগুলি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া কুটীল, জটীল এবং ব্যয়বহুল কর্ম্মব্যবস্থা কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন।

লোক সেবক সংঘের
বার্ষিক কর্ম্মী সম্মেলন

লোক সেবক সংঘের বার্ষিক কর্ম্মী সম্মেলন—সাধারণ অধিবেশন—আগামী ৩রা ও ৪ঠা মে, ২০শে ও ২১শে বৈশাখ—শনি ও রবিবার দিন বান্দোয়ান থানার কাঁশবহাল গ্রামে অনুষ্ঠিত হইবে। বুদ্ধপূর্ণিমার পূণ্য দিবসে সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে। বঙ্গ-বিহারস্থিত সংঘের কর্ম্মীকে ও সহায়কদিগকে আমন্ত্রণ জানান হইতেছে।

———•———

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরুষ প্রদত্ত—অতএব বেদের ন্যায় সত্য অদ্বিতীয় শক্তিশালী ও জগতে দুর্লভ। সর্ব্বরোগ আরোগ্য, গ্রহশান্তিতে, বিপদ মুক্তিতে, শত্রু পরাজয়ে দুর্ভাগ্য নিবারণে অসীম শক্তিসম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। গৃহীর অমূল্যসম্পদ। সংশয়কারীকে গ্যারান্টি দেওয়া যায়। কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

ডি, এন, সেন, এম, ও, বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতালপরগণা
বিহার

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলিপ্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৫ই বৈশাখ ১৩৬৫—২৮শে এপ্রিল ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

লোক সেবক সংঘের সমস্ত কর্ম্মীদের সম্মিলিত

কর্ম্মী সম্মেলন : সাধারণ অধিবেশন

স্থান---কাঁশবহাল গ্রাম (থানা বান্দোয়ান)

তারিখ—৩রা ও ৪ঠা মে, ২০শে ও ২১শে, বৈশাখ—(শনি ও রবিবার)

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনী সম্মেলনের পর এই কর্ম্মী সম্মেলন হইতেছে। মানভূম ভাগ হইয়া গিয়াছে—এই সম্মেলন বাংলা ও বিহারে অবস্থিত মানভূমের সমগ্র স্থানের কর্ম্মীদের সম্মেলন হইবে।

বর্ত্তমানে বিভিন্নমুখী গঠন কর্ম্মের ও প্রয়োজনীয় জন-সংগ্রামসমূহের মধ্য দিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। যথার্থ ও আদর্শ জনস্বরাজ গঠনের ও জাতীয় শক্তি সমৃদ্ধ করার জন্য—এবং ইহার পথে যে সকল বাধা আছে—শাসনতান্ত্রিক ও অন্যবিধ—তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া অবসান করিতে হইবে।

আগামী ২রা মে সন্ধ্যায় কাঁশবহালে সংঘের জেলা পরিষদের বৈঠক হইবে।

———•———

কুখ্যাত শ্রীবাবুলাল বুটেলিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার

প্রকাশ, গত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে রামনবমী উপলক্ষ্যে মহাবীর ঝাণ্ডার শোভাযাত্রা শনি মহারাজের দরজায় খেলা দেখাইবার কালে সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকার সময় সর্ব্বশ্রী বাবুলাল বুটেলিয়া, বিশ্বনাথ বুটেলিয়া, সীতারাম বুটেলিয়া, শ্যামসুন্দর শর্ম্মা প্রভৃতি সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল। সেই সময় শ্রীসত্যনারায়ণ শর্ম্মা বাজার হইতে বাড়ী ফিরিবার কালে ঐ দলের লোক দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং অভিযোগে প্রকাশ, বাবুলাল নিজেও তাহাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে। গুরুতর আঘাতের ফলে সত্যনারায়ণ রাস্তায় পড়িয়া যান। এই সংবাদ পাইয়া শ্রীসীতারাম শর্ম্মা নিজের ভাইকে বাঁচাইবার জন্য দোকান হইতে ছুটিয়া আসেন এবং তাঁহাকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডারা সদলে আক্রমণ করে এবং প্রকাশ সীতারাম বুটেলিয়া ছোরার দ্বারা আঘাত করে। সীতারাম শর্মাও গুরুতর রূপ আহত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া যান।

এই সকল ঘটনা দেখিয়া শ্রীবিজন মহারাজ গুণ্ডাদের শান্ত করিবার চেষ্টা করিলে গুণ্ডারা তাঁহাকেও ভীষণ ভাবে মার ধোর করে।

এই ঘটনা সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ বাবুলাল বুটেলিয়াকে গ্রেপ্তার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে জামীনে মুক্তি দেয়। আর বিশ্বনাথ বুটেলিয়া, সীতারাম বুটেলিয়া প্রভৃতি ফেরার হয়। সর্ব্বশ্রী সত্যনারায়ণ শর্মা ও সীতারাম শর্মাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। প্রকাশ পরীক্ষার পর মেডিক্যাল রিপোর্টে সীতারাম শর্ম্মার আঘাত গুরুতর বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং ছোরা আরও সিকি ইঞ্চ বেশী ঢুকিলে আহত ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারিত বলিয়া মন্তব্য করেন।

মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রাপ্তির পর এস, ডি, ও, বাবুলাল বুটেলিয়ার জামীন নাকচ করিয়া পুনরায় গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট জারী করেন। ফলে পুলিশ গত ২২।৪।৫৮ তারিখে বাবুলাল বুটেলিয়াকে তাহার দোকানে গ্রেপ্তার করিয়া হাতকড়া ও কোমরে দড়ি পরাইয়া থানায় লইয়া যায়।

নিবারণ সায়রের সংস্কার

নিবারণ সায়র (সাহেব বাঁধ) এর সংস্কার কার্য্য ২৮শে এপ্রিল হইতে সুরু হইয়াছে। টেষ্ট রিলীফের মাধ্যমে এই সংস্কার কার্য্য সাধন স্থির হইয়াছে।

নিবারণ সায়রের সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয় বিধান নাগরিক সঙ্ঘ এবং পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী বঙ্গভূক্তির অব্যবহিত পর হইতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি এই বিষয়ে বারংবার আকৃষ্ট করিয়াছে। ১৯৫৭ সালে বর্ষার পূর্ব্বে এই সংস্কার কার্য্য সুরু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ না হওয়ায় ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এই সায়রের সংস্কার কার্য্য সুরু হইবে বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীও এই কার্য্যে যতদূর সম্ভব সহায়তা দানে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে নিবারণ সায়রের সংস্কার কার্য্যে অহেতুক বিলম্ব হইতে থাকে।

অবশেষে উন্নয়ন পরিষদের (Development Council) গত ২৬।৪।৫৮ তারিখের সভায় শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়া বিলম্বের কারণ কি এবং কতদিনের মধ্যে নিবারণ সায়রের সংস্কার সুরু হইবে তাহার সদুত্তর এস, ডি, ও, মহাশয়ের নিকট চাহেন। (ডেপুটী কমিশনার এই সভায় অনুপস্থিত ছিলেন।) এস, ডি, ও, জানান যে এক সপ্তাহের মধ্যেই সংস্কার কার্য্য সুরু হইবে এবং দৈনিক এক হইতে দেড় হাজার লোককে কাজ দেওয়া হইবে। মজুরীর হার এক চৌকা মাটি কাটার জন্য নগদ ১৲ টাকা অথবা ২॥০ সের গম ধার্য্য হইয়াছে। এস, ডি, ও, এই বিষয়ে সকলের সহযোগিতা আহ্বান করেন।

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলিপ্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

মুক্তি

১৫ই বৈশাখ, সোমবার

ঋষি নিবারণচন্দ্র

অনাদি অনন্ত মহাকালের স্রোতে দিন আসে ও যায়। এই স্রোতের অনন্ত প্রবাহে দিনগুলি বিস্মৃতির অতলগর্ভে লুপ্ত হইয়া যায়—কেবলমাত্র দুই একটি দিন মানুষের নিকট স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া থাকে। ১২ই বৈশাখ আমাদের জীবনে ঐরূপ এক স্মরণীয় দিন। আগামী দিনের মুক্তি সাধক ঋষি নিবারণচন্দ্র এই ১২ই বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে দুইটি দিন বিশেষভাবে স্মরণীয়—প্রথম জন্ম এবং শেষ মৃত্যুর। এই জন্ম-মৃত্যুর মধ্যকালীন ব্যবধান ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা কর্ম্ম ও ঘটনার দ্বারা পূর্ণ। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন আত্ম-কেন্দ্রিক তথা পরিবারকেন্দ্রিক হওয়ায় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তাহার জীবন ও কর্ম সীমাবদ্ধ। এই অগণিত জনমণ্ডলীর অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র নিজ পরিবারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর মানব পরিবারের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে। আবার এই অল্পসংখ্যক সমাজসেবী সম্প্রদায়কে কর্ম ও আদর্শে অনুপ্রেরণা দিয়া থাকেন মাত্র দুই চারিজন আদর্শনিষ্ঠ সাধক পুরুষ। ঋষি নিবারণচন্দ্র সেই আদর্শনিষ্ঠ সাধক পুরুষরূপেই আমাদের নিকট স্মরণীয় ও বরণীয়।

মুক্তিসাধক নিবারণচন্দ্র দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিলেও মানভূম তাঁহার বিশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল। এই মানভূম আজ খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ঋষি নিবারণচন্দ্রের জীবন ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের সহিত মানভূমের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি একত্রিত করিয়া তাঁহার সাধনার ক্ষেত্রের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করার ব্রতও আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত ও মহান্ নেতারূপে দেশের শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, আজ দেশ স্বাধীন হইবার পর তাঁহার সেই আদর্শ অনুযায়ী দেশকে গড়িয়া তোলার কাজে আমাদের আত্মনিয়োগ করিতে হইবে—এবং যে সকল বাধা ও প্রতিবন্ধক ইহার অন্তরায় হইয়া আছে তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে অপসারিত করিতে হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

উড়িষ্যার কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা বেসামাল হইয়া পড়ায় বিরোধী দলের বিধানসভার সদস্যদের বেপরোয়া ধরপাকড় প্রভৃতি দমনমূলক নীতির দ্বারা মন্ত্রীসভার অনিবার্য্য পতনের দিনকে কোনওমতে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় গণতন্ত্র পরিষদের কয়েকজন নির্ব্বাচিত সদস্যদের দল ভাঙ্গাইয়া কোনরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জনের দ্বারা ডাঃ হরেকৃষ্ণ মাহাতাব মন্ত্রী সভা গঠন করেন। কিন্তু বর্তমানে মাহাতাব মন্ত্রী সভার সঙ্কটজনক অবস্থা দেখিয়া গণতন্ত্র পরিষদের দলত্যাগী সদস্যগণ এখন কংগ্রেস দলত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। পেশাদার বিশ্বাসঘাতকদের লইয়া উড়িষ্যায় রাজনীতির খেলা চলিয়াছে।

বিহার মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর আটজন কমিশনারকে মনোনয়ন দান করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে কোনও মিউনিসিপ্যালিটীতে সরকার মনোনীত কমিশনার নাই—সুতরাং পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে যখন ব্যতিক্রম করা হইতেছে—তখন তাল ও মাত্রা অনুযায়ী ব্যতিক্রম করার কর্ত্তব্য বোধেই এই মনোনয়ন দান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মনোনয়নের তালিকা দেখিলেই দুয়েকজন বাদে বিহার সরকারের অনুগৃহীত "বিহার মে রহেঙ্গের" ধ্বজাধারীদের মূর্ত্তিগুলি প্রকট হইয়া উঠে বিহার আইন অনুযায়ী যখন মনোনয়ন দেওয়া হইতেছে তখন বিহার সরকারের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষকদের মনোনীত না করিলে বিহার আইনের মর্য্যাদা থাকে কোথায়?

লোক সভায় শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্তের ছাঁটাই প্রস্তাব

শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধনে সরকারী ব্যর্থতার দরুণ এই বিভাগের বরাদ্দ ব্যয় হইতে ১০০ টাকা হ্রাস করা হউক :—

১। বিশাখাপত্তনম বন্দরের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সাধারণ কর্মচারীদের বেতনের হারের বিরাট পার্থক্য যতদূর সম্ভব দূরীকরণের প্রচেষ্টা ;

২। অতি দ্রুত এবং ভারী শিল্পের শিল্পায়ন দ্বারা গ্রামীণ জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে ক্ষুদ্র শিল্পের মূল্য ও সম্ভাবনাকে হ্রাস করার অপচেষ্টা।

৩। কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তিতে পুরুলিয়া জেলার বহুপাতি নির্ম্মাণের লৌহ শিল্পকে গড়িয়া তোলার ব্যর্থতা ;

৪। পশ্চিমবঙ্গভুক্ত পুরুলিয়া জেলার লাক্ষা শিল্পের উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অক্ষমতা ;

৫। পুরুলিয়া জেলার তসর শিল্পের উন্নয়নের ব্যর্থতা ;

৬। ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তিতে কলিকাতার কাঁচ শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানের ব্যর্থতা ;

৭। ভারতের ক্ষুদ্রশিল্প, কুটীর শিল্প ও গ্রাম্য সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের ব্যর্থতা ;

৮। ক্ষুদ্র শিল্পীদের সহজলভ্য ঋণদানের ব্যবস্থা করার অক্ষমতা ;

৯। ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের উপযুক্ত সংস্থা গঠনের ব্যর্থতা ;

১০। ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের সহজ ও স্বল্পমূল্যে পরিবহনের সুযোগ সুবিধা বিধানে অক্ষমতা ;

১১। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রকৃত উন্নতি বিধান কল্পে বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে "ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কর্পোরেশন" গঠনের ব্যর্থতা ;

১২। পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সহর হইতে কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণা বিভাগটি স্থানান্তরিত করার অন্যায় সিদ্ধান্ত ;

১৩। খাদি শিল্প এবং অন্যান্য চরখার প্রসার ও উন্নতিকল্পে "খাদি ও গ্রাম্য শিল্প কমিশনের" জেলা কেন্দ্রগুলি স্থাপনের অক্ষমতা ;

১৪। কলিকাতার কফি হাউসগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার অন্যায় সিদ্ধান্ত ;

১৫। পশ্চিম বঙ্গের পুরুলিয়া জেলায় সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনীতা।

পটমদা থানার খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে বিরাট জন সভা

গত ১৮।৪।৫৮ তারিখ বেলা সাড়ে চারিটার সময় পটমদা থানার মাধবপুর গ্রামে লোক সেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে স্থানীয় খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনার জন্য এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কালী চরণ সিং সর্দ্দার সভাপতিত্ব করেন। এবং প্রায় দুই সহস্রাধিক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভায় সর্ব্বশ্রী গোবর্দ্ধন মাহাত, অরুণ চন্দ্র ঘোষ, মহানন্দ মাহাত, নীলকান্ত মাহাত, সুচাঁদ মাহাত, কার্ত্তিক মাহাত, কালী চরণ সিং সর্দ্দার প্রভৃতি খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে থানার অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

বর্ত্তমানে অন্ন সংকটে জনসাধারণ ও সরকার পক্ষের কি করা উচিত সেবিষয়ে শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য্য ও শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বিশেষ বক্তৃতা করেন। সভায় রিলিফ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে—৭টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া—একটি রিলিফ সাব কমিটি গঠিত হয়। সর্ব্বশ্রী ১। জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য ২। ভজহরি মাহাত ৩। গোবর্দ্ধন মাহাত ৪। মহানন্দ মাহাত ৫। ভীম চন্দ্র মাহাত ৬। সুচাঁদ মাহাত ৭। নীলকান্ত মাহাত ৮। কালী চরণ সিং সর্দ্দার ৯। অমূল্য রাউৎ। অপর কয়েকজন উল্লেখ করেন যে রিলিফের ঠিকাদার শ্রীরামজী সিংহ বড়াম হইতে শাসাংডি পর্য্যন্ত ৪ মাইল রাস্তায় কুলি মজুরদিগকে প্রায় ২০০৲ নয় শত টাকা মজুরী দেয় নাই ও শ্রীবলরাম কুণ্ডু প্রভৃতি ঠিকাদারগণ শ্রমিকগণকে কম হারে মজুরী দিয়াছেন।

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় জয়ধ্বনি সহকারে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

বিবিধ সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুসৃত খাদ্যনীতি এবং কৃষক-স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে পদব্রজে আগত কৃষকদের এক দল শোভাযাত্রা সহকারে কলিকাতায় আইন অমান্য করেন। পাঁচজন এম, এল, এ সহ ৬৫৫ জন কৃষক সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হন। ফরোয়ার্ড ব্লক কর্ত্তৃক এই বিক্ষোভ পরিচালিত হয়।

কলিকাতায় কলেরা রোগের প্রকোপ অব্যাহত আছে। শত শত কলেরা রোগীকে প্রতিদিন হাসপাতালে প্রেরণ করা হইতেছে। মহানগরীর ৮০টি ওয়ার্ডেই টীকা প্রদান, প্রতিষেধক ব্যবস্থা, ব্লিচিং পাউডার, ডি, ডি, টি প্রভৃতি ঔষধ বিতরণ করা হইতেছে এবং এযাবৎ প্রায় ছয় শত ডাক্তার নিয়োগ করা হইয়াছে।

আসামের সীমান্ত অঞ্চলে বিদ্রোহী নাগারা খুনজখম লুঠতরাজ প্রভৃতি উপদ্রব সুরু করিয়াছে। নাগাদের এই উপদ্রব দমন করিবার উদ্দেশ্যে আসামের রাজ্যপাল ১৯৫৬ সালের উপদ্রুত নাগা অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়া আইনজারী করিয়াছেন।

গত ১৭ই এপ্রিল হইতে নিখিলবঙ্গ পৌর সভার শ্রমিকদের প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

ডায়মণ্ড হারবারের নিকট নৌকাডুবির ফলে স্ত্রীলোক ও শিশুসহ পাঁচ জন নিহত এবং ১৩ জন নিখোঁজ হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানের পর দুই জন মাঝি সহ ২৪ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। নৌকার অপর দুই জন মাঝি সাঁতার কাটিয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

বিহার সরকার আগামী ১লা মে হইতে সিমেন্ট ক্রয় বিক্রয়ের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিলেও মুনাফা শিকার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে উহার মূল্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হইতেছে।

আসানসোলের নিকট চিনাকুড়ি খনি দুর্ঘটনা সম্পর্কে ট্রাইবুনালের তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি শ্রী এন, এন, গুহ রায়কে লইয়া গঠিত এক সদস্য বিশিষ্ট ট্রাইবুন্যাল গত ২৩শে এপ্রিল হইতে তদন্ত সুরু করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই তদন্ত ট্রাইবুন্যাল নিয়োগ করিয়াছেন।

পুরুলিয়া উন্নয়ন কমিটী

পুরুলিয়া জেলার উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রী সভার সদস্য শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীঅভয় মুখার্জ্জী, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এবং শ্রীতরুণকান্তি ঘোষকে লইয়া পুরুলিয়া জেলা উন্নয়ন কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই জেলার রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, খালখনন ও অন্যান্য সেচ ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতি, লাক্ষা চাষের উন্নতি প্রভৃতি উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা সম্পর্কে এই কমিটী ব্যবস্থাপনা করিবেন।

এই উন্নয়ন কমিটীর অন্যতম সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় সম্প্রতি পুরুলিয়া পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

উড়িষ্যার কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা টলটলায়মান

উপমন্ত্রী সহ তিনজন সদস্যের দলত্যাগ ঃ বিরোধী দলের সদস্যদের ধরপাকড়

উড়িষ্যার কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার উপমন্ত্রী শ্রীঅনুপ সিংদেও এবং কংগ্রেসী এম, এল, এ শ্রীমোহন নায়ক কংগ্রেস পরিষদ দল ত্যাগ করিয়াছেন এবং বিরোধী দল গণতন্ত্র পরিষদে যোগ দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গণতন্ত্র পরিষদ আরও দাবী করিতেছেন যে শ্রীঘাসিরাম মাঝি নামক অপর একজন বিধান সভার সদস্যও কংগ্রেস দল ত্যাগ করিয়াছেন। এই তিনজন সদস্যের দলত্যাগ করার ফলে কংগ্রেস পরিষদ দলের সদস্য সংখ্যা স্পীকার সহ মোট ৬২ জন হইল। উড়িষ্যা বিধান সভার মোট সদস্য সংখ্যা ১২৬ জন।

সহকারী সচিব শ্রীঅনুপ সিং দেও তাঁহার বিবৃতিতে অভিযোগ করিয়াছেন যে কংগ্রেস এখন "চোরাকারবারী ও স্বার্থান্বেষীদের আড্ডা" হইয়া পড়িয়াছে।

এদিকে উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরে পুলিশ গণতন্ত্র পরিষদের তিনজন বিধান সভার সদস্য এবং দুইজন লোকসভার সদস্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে সদ্য কংগ্রেস ত্যাগী উপমন্ত্রী শ্রীঅনুপ সিং দেও আছেন।

ইতিপূর্ব্বে গণতন্ত্র পরিষদের যে চারিজন বিধান সভার সদস্যকে ভাঙ্গাইয়া ডাঃ হরেকৃষ্ণ মাহাতাব উড়িষ্যায় কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিলেন—সেই চারিজন সদস্যও কংগ্রেস দল ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিরোধী দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সাতজন সদস্য কমিয়া যাওয়ায় উড়িষ্যার কংগ্রেসী মন্ত্রী সভার ভবিষ্যৎ সমস্যা সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে।

উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদ ও প্রজাসমাজতন্ত্রী দল মিলিতভাবে অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠনের চেষ্টা করিতেছেন। উড়িষ্যা বিধান সভার কম্যুনিষ্ট দলের সংখ্যা হইল ৮জন। ইঁহাদের সমর্থন বা অসমর্থনের উপর উড়িষ্যার রাজনৈতিক ভাগ্য বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে।

বালুরঘাটে সদর স্থানান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন

বালুরঘাট হইতে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সদর স্থানান্তর করার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে এ পর্য্যন্ত ৮২২ জন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। আন্দোলন আরও প্রবল আকার ধারণ করায় সহস্রাধিক মানুষের শোভাযাত্রা আদালত প্রাঙ্গণে প্রযুক্ত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন এবং পুলিশ বাধাদান প্রসঙ্গে জনতার উপর কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ এবং লাঠি চালনা করে। জনৈক অবসর প্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টার নিহত হন।

এই ঘটনার ফলে আন্দোলনের পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। দুই দিবস ব্যাপী পূর্ণ হরতাল পালিত হয় এবং অফিস আদালতেও কোন কর্মচারী, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি যোগ দেন নাই। অবস্থা আয়ত্বে আনিবার জন্য কলিকাতা হইতে বিমান যোগে সশস্ত্র পুলিশ বালুর ঘাটে প্রেরণ করা হইয়াছে।

সরকার মনোনীত কমিশনার

বিহার মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার মনোনীত হইয়াছেন :—

১। শ্রীমন্মথনাথ কুইরী
২। শ্রীক্ষুদিরাম মাহাত
৩। শ্রীদুনিয়ালাল ব্যানার্জ্জী
৪। শ্রীনকুল চন্দ্র রায়
৫। শ্রীঅনিল কুমার বসু
৬। জামাল মহম্মদ
৭। শ্রীমতী মোহিনী কেডিয়া
৮। সদর সাব ডিভিসন্যাল অফিসার

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

হরিজন ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান সম্পর্কে অভিযোগ

পুরুলিয়া থানার হুটমুড়া গ্রামের "জনৈক গ্রামবাসী" অভিযোগ করিতেছেন ঃ—হুটমুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠরত হরিজন ছাত্রদের জন্য একটি হরিজন ছাত্রাবাস রহিয়াছে ও উক্ত ছাত্রাবাসের আবাসিক দরিদ্র ছাত্রদের সরকার হইতে মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া "হোষ্টেলগ্র্যাণ্ট" হিসাবে সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে ছাত্রাবাসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের কার্য্যকলাপ স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ বিক্ষোভের কারণ হইয়াছে।

এই স্কুলের জনৈক ছাত্র শ্রীআকালী চর্মকার ১৯৫৮ সালের১লা এপ্রিল হইতে ও আরও কয়েকজন ছাত্র ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ছাত্রাবাসে আছে। কিন্তু প্রকাশ, ছাত্রাবাসের হাজিরা-বহিতে শ্রীআকালী চর্মকারকে ছাত্রাবাসে আসিবার ৭ মাস পূর্ব্ব হইতে ও অপর কয়েকজনকে প্রায় সম্পূর্ণ আর্থিক বৎসরের জন্যই উপস্থিত হিসাবে দেখানো হইয়াছে এবং সেই হিসাবে সরকারের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইবার জন্য অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে।

আবার গত ২০শে মার্চ্চ হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত আবাসিক ছাত্রদের নামে যে সরকারী অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে সংশ্লিষ্ট ছাত্রগণ তাহা ঠিকমত পায় নাই।

শ্রীআকালী চর্মকার ও তাহার অভিভাবক এ বিষয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আপত্তি জানাইলে তিনি (পিওনের নিকট হইতে টাকা লইবার ২।৩ দিন পর) ৪।৪।৫৮ তারিখে ৩০৲ টাকা উক্ত ছাত্রকে দেন এবং বলেন যে আর তাহার কোন প্রাপ্য নাই। কিন্তু পরে ঐ ছাত্র মাত্র ৩০৲ টাকা লইতে অস্বীকার করিয়া ফেরৎ দিলে গত ১০ই এপ্রিল তারিখে তাহার মোট প্রাপ্য (হোষ্টেলগ্র্যাষ্ট বাবদ ১০৩৲ টাকা ও স্টাইপেণ্ড বাবদ ৫৯৲ টাকা) ১৬২৲ টাকার মধ্যে তাহাকে ১৩৬৲ টাকা ফেরত দেন। অন্যান্য প্রায় ১১ জন ছাত্র এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাপ্য টাকার অধিকাংশ পায় নাই।

এই সকল ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণ ও অভিভাবকদের মনে বিশেষ বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। ছাত্রাবাস তথা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও ঐতিহ্য বজায় রাখিবার জন্য এই সকল ব্যাপারের অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য জনসাধারণকে জানাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

পটমদা থানার গাগীবুরু গ্রামের শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত জানাইতেছেন ঃ—পটমদা থানার দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলে টেষ্ট রিলীফ কার্য্য হিসাবে বিহার সরকার বড়াম হইতে শাসনডি এবং বড়াম হইতে মাধবপুর সড়কের নির্মাণ মঞ্জুর করিয়াছেন। বড়াম হইতে শাসনডি সড়কের ঠিকাদার হইলেন বরাবাজারের কুখ্যাত শ্রীরামজী সিং এবং দ্বিতীয় সড়কটীর ঠিকাদার হইলেন মাধবপুর নিবাসী শ্রীবলরাম কুণ্ডু। শ্রীরামজী সিং প্রথম দুইদিনের কার্য্যের জন্য শ্রমিকদিগকে চৌকা প্রতি ৸৹ আনা হিসাবে প্রথমে দুই দিনের কাজের মজুরী দেন। কিন্তু ২৭শে হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে কার্য্য হইয়াছে তাহার দরুণ এক কপর্দকও শ্রমিকেরা আজ পর্য্যন্ত পায় নাই। ঠিকাদার বলরাম কুণ্ডুও চৌকা প্রতি ৸৹ আনা হারে মজুরী দিতেছেন। অথচ রিলীফের জন্য ন্যায্য মজুরীর হার হইল চৌকা প্রতি ১৲ টাকা। এই ভাবে দরিদ্র অসহায় শ্রমিকগণ ন্যায্য মজুরীর হার হইতেও বঞ্চিত হইতেছে এবং কাজ করিয়াও মজুরী পাইতেছে না। সুতরাং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তপোবন কি দুর্নীতিমুক্ত?

ঝালিদা থানার তুলিন গ্রামের শ্রীরবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু জানাইতেছেন—পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই জেলায় রাতারাতি কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারও দরাজ হাতে এই সকল ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য বরাদ্দ করেন। তুলিনে শ্রীকরালী কুমার কুণ্ডু প্রতিষ্ঠিত তপোবন নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ইহার অন্যতম। এই তপোবনের কার্য্যধারা দৃষ্টে মনে হয় করালীবাবুই ইহার সর্ব্বে-সর্ব্বা। কারণ তপোবন কমিটীতে স্থানীয় সদস্য বলিতে কেবলমাত্র করালীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী আছেন। জেলার শিক্ষা বিভাগের দুইজন পদস্থ কর্ম্মচারীও ইহার সদস্য আছেন বলিয়া শোনা যায়—তবে তপোবনের কার্য্যকলাপ ইঁহারা কিভাবে দেখা শোনা করেন—তাহা তাঁহারাই জানেন। তপোবনের বাকী সদস্যগণ নাকি সকলেই কলিকাতাবাসী এবং তপোবন কমিটীর মিটিং কোথায়, কখন ও কিভাবে হয় তাহা জনসাধারণ কেহই জানে না। করালীবাবু যখন গালা শিক্ষা কেন্দ্রের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ছিলেন তখন তাঁহার স্ত্রী তপোবনের সেক্রেটারী ছিলেন এবং দুর্নীতির অভিযোগে গালা শিক্ষা কেন্দ্রটী উঠিয়া যাইবার ফলে তাঁহার চাকুরী যাওয়ার পর করালীবাবুই তপোবনের সেক্রেটারী হন। সুতরাং এই পদটি তাঁহাদের গার্হস্থ্য ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

বিহার আমলে এই জেলায় হিন্দী প্রচারে যাঁহারা সরকারকে সাহায্য করিতেন বিহার সরকারও তাঁহাদের হিন্দী স্কুল, বাঁধ, কুঁয়া প্রভৃতির অজুহাতে বহু পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও শিক্ষা প্রসারের নামে তপোবনকে যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতেছেন তাহা কিসের প্রত্যাশায়? এই প্রসঙ্গে সাধারণের কিছু জানিবার আছে—সুতরাং তপোবনের কর্ণধারগণ তথা শিক্ষা বিভাগের সরকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিলে বাধিত হইব:—

১। তপোবন কমিটীতে স্থানীয় লোকদের গ্রহণ না করার কারণ কি? কমিটীর সদস্যদের নাম ধাম কি?

২। তপোবন শিক্ষা কেন্দ্রে এই পর্য্যন্ত কতজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করা হইয়াছে ও কতজন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পদত্যাগেরই বা কারণ কি—তাহা কর্তৃপক্ষ জানাইবেন কি?

৩। তপোবনের স্থান নিরূপণের পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ত্তমান স্থান খরিদের পূর্ব্বে ইট তৈয়ারী করার কারণ কি? এই ব্যবস্থার ফলে বর্ত্তমান স্থানে ইট বহন করিবার যে অনাবশ্যক ব্যয় হইবে তাহা বহন করিবে কে?

৪। তপোবনের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল কি? আহ্বান করা হইলে, টেণ্ডারদাতাদের সম্মুখে টেণ্ডার খোলা হইয়াছিল কি?

৫। যিনি ঠিকা পাইয়াছেন তিনি কি টেণ্ডার দিয়াছিলেন? ঠিকাদারীতে ইঁহার কি কোনও অভিজ্ঞতা আছে? না করালীবাবুর কোনও অনুচরের আত্মীয় বলিয়াই ইঁহাকে অনুগৃহীত করা হইয়াছে?

৬। তপোবনের গৃহনির্মাণের জন্য ৮০০ বস্তা সিমেণ্ট পাইয়াছেন, তবুও চুণ, বালি ও কাদার গাঁথান দিয়া গৃহ নির্ম্মাণ হইতেছে কেন? এই ৮০০ শত বস্তা সিমেণ্ট কিভাবে ব্যয় করা হইবে?

৭। গৃহ নির্মাণ কার্য্য তদারক করিবার জন্য মাসিক ২০০৲ শত টাকা বেতনে কাহাকেও নিয়োগ করা হইয়াছে কি? গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে ইঁহার কি অভিজ্ঞতা আছে?

৮। তুলিনের গালা শিক্ষা কেন্দ্রটি কিজন্য উঠাইয়া দেওয়া হয়? এই শিক্ষা কেন্দ্রের দুর্নীতির জন্য সরকারী এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ (দুর্নীতিদমন বিভাগ) তদন্ত করিয়াছিল কিনা?

৯। দুর্নীতির অভিযোগে গালা শিক্ষা কেন্দ্রটি উঠাইয়া দেওয়া হইল; দুর্নীতিদুষ্টদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তি বিধান করা হইল না কেন?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়

দেশ	জঃ সং (কোটী)	মোঃ আঃ (কোটী)	মাঃ পিঃ আঃ
১। ভারতবর্ষ (১৯৫৬ ৫৭)	৩৮·৩	১১৪১০	২৯৪৲
২। পাকিস্তান (১৯৫৪ ৫৫)	৭·৯	১৮৯০	২৩৭৲
৩। ব্রহ্মদেশ (১৯১৫)	১·৯	৪০৯	২১০৲
৪। সিংহল (১৯৫৫)	০·৮	৪৭৫	৫৬৭৲
৫। জাপান (১৯৫৭)	৯·০	৯২৮৩	১০৩১৲
৬। ফিলিপাইন (১৯১৫)	২·১	১৮৭৩	৮৫৭৲
৭। নিউজীল্যাণ্ড (১৯৫৬)	০·২	১১৭৮	৫৪২৮৲
৮। অষ্ট্রেলিয়া (১৯৫৬)	০·৯	৪৬২৩	৪৯১৮৲
৯। ইংলণ্ড (১৯৫৬)	৫·১	২১৯৫৩	৪২৮৭৲
১০। আমেরিকা (১৯৫৬)	১৬৮	১৬৩৫৪৪	৯৭৩১৲
১১। কানাডা (১৯৫৬)	১·৬	১০৭৮৭	৬৭৪২৲
১২। ফ্রান্স (১৯৫৬)	৪·৩	১৭৬৪০	৪০৪৬৲
১৩। পঃ জার্ম্মানী (১৯৫৬)	৫·১	১৬৮৮৯	৩২৭২৲
১৪। ইটালী (১৯৫৬)	৪৮	৪৭৬৩	১৮২১৲
১৫। নরওয়ে (১৯৫৬)	০·৩	১৪০৮	৪৩৫৮৲
১৬। সুইডেন (১৯৫৬)	০·৭	৪১২৭	৫৩৫৩৲
১৭। ডেনমার্ক (১৯৫৬)	০·৪	১৬০০	৩৭৮২৲
১৮। সুইজারলেণ্ড (১৯৫৬)	০·৫	২৭১৪	৫৪২৮৲

জঃ সং—জন সংখ্যা; মোঃ আঃ—মোট আয়; মাঃ পিঃ আঃ—মাথা পিছু আয়।

শোক-সংবাদ

বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত চিলা গ্রামে লোক সেবক সংঘের সহায়ক কর্ম্মী ৺বঙ্কবিহারী দত্ত গত ৭ই বৈশাখ রবিবার বেলা ১২ টার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৬৮ বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি গ্রাম সংগঠন ব্যাপারে সংঘের বহুকর্ম্মে সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। গ্রামে লোক সেবক সংঘ সমর্থিত ৺বগলা চরণ নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাগান তৈরীর ব্যাপারে ইনি গত ডিসেম্বর মাসে ১০৭ ধারায় অভিযুক্ত হন। মামলাটী এখনও বিচারাধীন আছে। গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে মাত্র তিনি একবার কোর্টে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পরই তাঁহার শরীর অসুস্থ হয় এবং তিনি মারা যান। একপুত্র, তিন কন্যা এবং বহু নাতি-নাতনী তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

নির্ব্বাচনী মামলা

নাগরিক সংঘ কর্ত্তৃক ১৩নং ওয়ার্ডের নির্ব্বাচিত কমিশনার শ্রীজ্যোতিশ্ময় অধিকারীর নির্ব্বাচনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া ইলেকসান কমিশনার (ডিষ্ট্রিক্ট জজ) এর নিকট গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে এক নির্ব্বাচনী মামলা দায়ের করা হইয়াছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ, শ্রীজ্যোতির্ময় অধিকারীর মনোনয়নপত্র নাকচযোগ্য থাকা স্বত্বেও মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের রিটার্নিং অফিসার অবৈধভাবে ঐ মনোনয়নপত্র মঞ্জুর করেন।

মাঝিহিড়ায় জাতীয় সপ্তাহ পালন

জাতীয় সপ্তাহের কর্মসূচী অনুযায়ী মানবাজার থানার মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবসটীতে প্রভাত ফেরী এবং এক ঘন্টা কালীন সূত্রযজ্ঞ হয়। ১০ই ও ১১ই তারিখে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ কর্ত্তৃক শ্রীবিনয় কুমার রচিত 'প্রতাপাদিত্য' এবং শ্রীসুনির্ম্মল বসু রচিত 'বন্দীবীর' নাটকগুলি এবং পূর্ব্ব বুনিয়াদী ছাত্রগণের দ্বারা "বুনিয়াদী পাঠশালায়" নাটকখানি মঞ্চস্থ করা হইয়াছে।

গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে লোক সেবক সংঘের মানবাজার থানা কর্ম্মী সম্মেলন মাঝিহিড়া আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জাতীয় দিবস স্মরণে কর্ম্মীগণ নবোৎসাহে কার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে নববর্ষটি সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ এবং মানবাজার থানার বিশিষ্ট কর্ম্মীগণ সমবেত হইয়াছিলেন। নববর্ষ শুভারম্ভে, দেশের ও বিদেশের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ছোটদের আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা জ্ঞাপন করা হয়।

ঋষি নিবারণচন্দ্র জন্মজয়ন্তী

শান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত উদ্‌যাপিত

পুরুলিয়ার কার্য্যসূচী—

গত ১২ই বৈশাখ, শুক্রবার দেশপ্রেমিক ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের কর্মতালিকা হিসাবে পুরুলিয়ায় পতাকা উত্তোলন, মর্ম্মরমূর্ত্তিতে মাল্যদান ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

সকাল ৮৷৷০ টায় শিল্পাশ্রমে নিবারণ স্মৃতিমন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তাহার পর সহরের মধ্য স্থলে ঋষি নিবারণচন্দ্র পার্কে ঋষির মর্ম্মরমূর্ত্তিতে মাল্যদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

স্মরণসভা—

সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় শিল্পাশ্রমে স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে ঋষির অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। অনুষ্ঠান-মঞ্চে ঋষির সুন্দরভাবে সজ্জিত প্রতিকৃতি এক মনোজ্ঞ পরিবেশের সৃষ্টি করে।

পল্লী ভারতীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রার্থনা স্তোত্র পাঠ ও "সকল কলুষ তামস হর" গানখানি গাহিয়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তাহার পর উপস্থিত অনুগামীদের মধ্য হইতে কয়েকজন ঋষির সম্বন্ধে রচিত কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, আলোচনা ও সঙ্গীতাংশে যোগদান করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সর্ব্বশ্রী অরবিন্দ ওঝা, দোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, গুণাকর গুপ্ত, রামবিকাশ অধিকারী ও সন্তোষ কুমার রায়। শ্রীরামকানাই অধিকারী লিখিত ঋষির জীবনাদর্শ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীরামকমল অধিকারী। শ্রীমান সব্যসাচী ব্যানার্জ্জী, শরদিন্দু ওঝা ও কুমারী মিতা দেবী আবৃত্তিতে যোগদান করেন। ঋষির স্বরচিত দুইটি বিখ্যাত গান—'সব মানবের দেশ' ও 'নদীতে বইলো উজান বান' শ্রীমতী হাসি চট্টোপাধ্যায় গাহিয়া শোনান। শ্রীবসন্ত কুমার সরকার ঋষির একখানি প্রিয় ভজন গান করেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" গানখানি করেন পল্লী ভারতীর অধ্যাপিকা শ্রীমতী বাণী দেবী। পল্লী-ভারতীর ছাত্র শ্রীরামপদ চৌধুরী ঋষির সম্বন্ধে স্বরচিত একটি গান গাহিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। ইহা ছাড়া বৈতালীর শিল্পীবৃন্দ ও অন্যান্য যাঁহারা সঙ্গীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রী সুভাষ চৌধুরী, অনিল চৌধুরী, গায়ত্রী ঘোষ, অনিমা মল্লিক, মুন্নাশ্রী দাশ গুপ্তা, ভারতী সরকার, শশধর কুম্ভকার ও জ্যোৎস্না নন্দীর নাম উল্লেখযোগ্য। ঋষির জীবনাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেন সর্ব্বশ্রী অতুলচন্দ্র ঘোষ, গিরিশচন্দ্র মজুমদার, হরকালী মুখোপাধ্যায় ও অজিত মিত্র।

'সমবেতকণ্ঠে "আমরা সবাই রাজা" গানখানি গাহিয়া অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক

হুটমুড়া সরকারী অনুমোদিত বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন গ্র্যাজুয়েট অথবা আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতা ও সরকারী অনুমোদিত হার অনুযায়ী। আগামী ৩১শে মে'র মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। তাং ২৬।৪।৫৮

সেক্রেটারী
হুটমুড়া বালিকা বিদ্যালয়
পোঃ হুটমুড়া (পুরুলিয়া)

বিজ্ঞাপন

পুরুলিয়া কাটলারী টিউশনাল ক্লাশে এক বৎসরের জন্য বারজন শিক্ষার্থী ভর্ত্তি করা হইবে। মনোনীত ছাত্র মাসিক ১৫৲ হিসাবে বৃত্তি পাইবে। আগামী ১৯৫৮ সালের ৭ই মে'র মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় দরখাস্ত পৌছান চাই।

শ্রীতুলসী দাস কর্ম্মকার
সিনিয়র ইনষ্ট্রাক্টার
কাটলারী টিউশনাল ক্লাশ
পুরুলিয়া।

শিক্ষার্থীর যোগ্যতা—
শিক্ষা—৮ম শ্রেণী
বয়স—১৯—২১ বৎসর
শিল্পী শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে বৈশাখ ১৩৬৫—৫ই মে ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

লোক সভায় ফাইন্যান্স বিল সম্পর্কিত আলোচনা

পরিকল্পনা রূপায়ণে গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্তের বক্তৃতা

(ইংরাজী বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ)

উপাধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব লইয়া বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছি—কারণ আমি সমগ্র বিষয়টি গান্ধীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচারের চেষ্টা করিব। আমাদের স্বাধীনতালাভের পর হইতে আমরা প্রকৃত পক্ষে গান্ধীজীর কর্মধারা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং আশা করি বর্ত্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীপদ্ধতি প্রয়োগে আমার স্পর্দ্ধাকে এই সভা সহানুভূতির সহিত দেখিবেন।

আমাদের রাজনীতিতে প্রবেশের আদি কাল হইতেই আমরা গান্ধীবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি। গান্ধীবাদী অর্থনীতিতে আমরা **চরখাকেই** সূর্যরূপে দেখিয়াছি এবং বাকী সমস্ত কিছুই চরখাকে কেন্দ্র করিয়াই ঘুরিত। এখন ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অর্থনীতিতে পরিকল্পনাকেই ভারতীয় চক্রবালে সূর্য্যরূপে দেখা যাইতেছে এবং বাকী সমস্ত কিছুই এই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, বৈদেশিক ঋণ, এবং সমস্ত কিছুই পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে। সুতরাং আজ যদি কোন বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করিতে হয় তবে আমাকে পরিকল্পনা সম্পর্কেই বলিতে হইবে।

১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে। অন্তর্বর্ত্তী কালের মধ্যে আমাদের নিকট সরকারী কাগজ পত্র সরবরাহ করা হইয়াছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের পরিস্থিতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা নিজেদের কি অবস্থায় আনিয়া উপনীত করিয়াছি তাহা বুঝাইবার

জন্য আমি কিছু তথ্যের উল্লেখ করিব। গত দেড় বৎসরে অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভ হইতে আমদানীর ক্ষেত্রটী "ন যযৌ, ন তস্থৌ" অবস্থায় রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট হিসাবের উল্লেখেই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হইবে।

১৯৫৬-৫৭ সালে সমগ্র ভাবে বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪৩৯০ কোটী টাকা এবং পরবর্ত্তী ছয় মাসে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫৫ কোটী টাকা। আবার পূর্ব্বোল্লিখিত বারো মাসে চলতি হিসাবে নীট ঘাটতির পরিমাণ হইল ২২২০ কোটী টাকা এবং পরবর্ত্তী ছয় মাসে পূর্ব্বেকার সমস্ত ঘাটতিকে ছাপাইয়া মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৯৭ কোটী টাকা। এই অবস্থা চলিতে থাকা সত্ত্বেও এই সম্বন্ধে দেখা শুনা করিবার কেহ না থাকায় এই দেড় বৎসর কালের মধ্যে—আন্তর্জ্জাতিক অর্থ তহবিল (Inter-National Monetory Fund) হইতে ২৫ কোটী টাকার অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। বিদেশে গৃহীত ঋণের পরিমাণ হইল ৮৪ কোটী টাকা এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ তহবীল হইতেও প্রায় ৩২৩ কোটী টাকা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। একটি সমাজতন্ত্রবাদী সরকার সমাজবাদী পরিকল্পনার নামে নিছক পুঁজীবাদীদের কায়েমী স্বার্থে এই পরিণতি কি ভাবে ঘটাইয়াছেন—তাহাই ব্যাখ্যা করিব।

সরকার প্রদত্ত তথ্যাদিতেই ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত মোট আমদানীর পরিমাণ হইল ১৬৯৮ কোটী টাকা এবং ইহার মধ্যে সরকারের অংশ হইল মাত্র ৬০৯ কোটী টাকা; আর বাকী ১০৮৯ কোটী টাকা পুঁজীবাদী ব্যবসায়ী শ্রেণীর অংশ। দেড় বৎসরের মধ্যেই আমাদের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় পুঁজীবাদীদের স্বার্থে ১০৯০ কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়া গেল। ইহার দ্বারা আসলে কে লাভবান হইয়াছে? অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অথবা ক্ষুদ্র শিল্পপতিরা ইহার দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয় নাই। কেবলমাত্র বড় বড় শিল্পপতি যথা ইস্পাত শিল্প, পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প প্রভৃতি শিল্পী গোষ্ঠীরাই ইহা হইতে উপকৃত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের যে সঞ্চিত ভাণ্ডার ছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে, চলতি হিসাবে স্থায়ী ঘাটতি দেখা দিয়াছে যাহার জন্য দীর্ঘকাল অর্থ সরকারী প্রচেষ্টাগুলি রূপদান করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে না। অন্যদিকে আমদানী হ্রাস করার সুযোগ লইয়া পুঁজীপতিরা তাহাদের উৎপন্ন মালের কোন প্রতিযোগিতা না থাকায় উত্তরোত্তর মূল্য বৃদ্ধি করিয়া অধিকতর মুনাফা অর্জ্জন করিতেছে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের সঞ্চিত ভাণ্ডার নিঃশেষ প্রায় করিয়া তাহার পরিকল্পনায় সরকারী প্রচেষ্টাগুলি অনুসরণ করার সম্ভাবনা অন্তর্হিত করিয়াছে।

এখন একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হইতেছে জাতীয়করণের প্রশ্ন। যদি সত্যই সমাজতন্ত্রবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়—তবে আজ না হয় কাল এই প্রশ্ন দেখা দিবেই। কিন্তু সেই পথও রুদ্ধ হইয়াছে। কারণ টাটা মার্সিডিজ; ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কেমিক্যাল অথবা বিড়লা হ্যাণ্ডি প্রভৃতি জোটের পরিণতি দেখুন। ভারতীয় ও বৈদেশিক পুঁজীর এই পানিগ্রহণের ফলে জাতীয়করণের সুদূর সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়াছে।

আমাদের অর্থনীতির পণ্ডিতেরা যত বাগাড়ম্বর করুন না কেন বৈদেশিক ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা ভরাডুবি হইতে বাধ্য। বলগাহীন পুঁজীপতিদের বিবেকবুদ্ধি বিবর্জ্জিত অবাধ মুনাফাখোরীর লীলা খেলার কাঠামোর অভ্যন্তরের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কি দেখিতেছি? আমাদের ঘাটতি বাজেটই চলিয়াছে। আমাদের বৈদেশিক ঋণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। ১৯৫৭ সালের জুলাই পর্য্যন্ত আমরা "গর্ব্ব" অনুভব করিয়াছি ৫৮১ কোটী টাকা বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি।

ভারতের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশকে খাদ্যের বিষয় বৈদেশিক করুণার উপর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছে করের বোঝায় জনসাধারণ জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে পরিকল্পনার সপ্তম বৎসরে জাতি এক গোলোক ধাঁধায় পড়িয়াছে। আজ বাস্তব পরিস্থিতি অস্বীকার করিয়া কোনও লাভ নাই। গবর্ণমেণ্ট মুখে সমাজতন্ত্রবাদ আয়ের পার্থক্য দূরীকরণ, ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া

(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২২শে বৈশাখ, সোমবার

নেহেরু-বৈরাগ্য

দেশ, সমাজ ও কংগ্রেসের অধঃপতনে বিশেষ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া নেহেরু প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ পদ হইতে অবসর গ্রহণের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। সমগ্র দেশের আচার আচরণের মান যেরূপ নামিয়া আসিয়াছে, শিষ্টাচার বহির্ভূত কার্য্যকলাপ যেরূপ প্রশ্রয় পাইতেছে দেশের সমগ্র আবহাওয়া আজ যেরূপ কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে—তাহাতে যে কোন সৎ ও রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু দেশের এই নৈতিক অধঃপতন ও দুরবস্থার জন্য দায়ী কে?

দেশের অধঃপতনে নেহেরু দুঃখিত হইয়াছেন—কিন্তু এই অধঃপতনের জন্য নেহেরু স্বয়ং কি পরিমাণ দায়ী তাহা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। নেহেরু চরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুর্ব্বলতা হইল তাঁহার কথায় ও কাজের অসামঞ্জস্য। তাঁহার চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারার মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি নাই—বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রেই তাহা বিপরীতধর্ম্মী। নেহেরু যে আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন—তাঁহার কর্ম্মপন্থা সেই আদর্শকে কদাচিৎ রূপদান করার প্রয়াস করে। তাই নেহেরুর সমাজতন্ত্রের আদর্শকে তাঁহার প্রতিদিনের কর্ম্মধারা, তাঁহার সরকারী নীতি, পরিকল্পনা প্রভৃতি অহরহ ব্যঙ্গ করে।

দিল্লীর মসনদে বসিবার বহু পূর্ব্বে নেহেরু চোরাকারবারী ও মুনাফা শিকারীদের নিকটস্থ ল্যাম্প পোষ্টে ঝুলাইয়া ফাঁসী দিবার আস্ফালন করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ দশ বৎসর অতীত হইতে চলিল নেহেরু শাসনে ফাঁসী দেওয়া ত দূরের কথা—একজনও চোরা কারবারীর কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করা হয় নাই, অথচ দেশব্যাপী চোরাকারবার ও মুনাফা শিকারীদের অবাধ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। ঠিক অনুরূপ ভাবেই আদর্শবাদী নেহেরুর সরকার দেশে ভেজাল নিবারণে একান্ত নির্লজ্জভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। এদিকে বেপরোয়া ভেজালের পাংশুমে দেশ ও জাতি উজাড় হইতে চলিয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ এইরূপ সকল কার্য্যের মধ্যেই চরম বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়; আদর্শের প্রতি অনুপ্রেরণার যাহা কিছু আবেগ ও উচ্ছ্বাস চিন্তার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়—কর্ম্মের রূপায়নে তাহার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। দিল্লীর মসনদ হইতে সাময়িক বৈরাগ্য গ্রহণে নেহেরুর সঙ্কল্পও এইরূপ বহুড়ম্বরে পরিণত হইবে বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ, প্রথমতঃ ঢাক পিটাইয়া বৈরাগ্য গ্রহণের পন্থা টাই কিরূপ বিসদৃশ মনে হয়; দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতার মোহ একবার যাঁহার রক্তে মিশ্রিত হইয়াছে তাঁহার পক্ষে বৈরাগ্য গ্রহণের সঙ্কল্প শ্মশান বৈরাগ্যের মতই নিছক কল্পনা বিলাস মাত্র।

নেহেরুর এই সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্প মোচনে তাঁহার দলীয় অনুগতদের উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের "নকল গড়" কবিতাটি স্মরণ করাইয়া দেয়। হতমান ও নির্বীর্য্য চিত্তোরের রাণা অপমানের প্রতিশোধের জন্য মহাপণ করিয়া বসিলেন যে বুঁদীর কেল্লা মাটীর উপর যতদিন থাকিবে—তিনি ততদিন জলস্পর্শও করিবেন না। রাণার কথার খেলাপ হইবার উপায় নাই—সুতরাং তাঁহার পণ রক্ষার জন্য মাটী দিয়া নকল বুঁদীর কেল্লা গড়া হইল এবং রাণা সেই নকল গড় বীরদর্পে ভগ্ন করিয়া মান ও প্রাণ দুইই রক্ষা করিলেন। নেহেরুর বৈরাগ্য এবং বৈরাগ্যের সঙ্কল্প ত্যাগ নকল গড়েরই এক অভিনব সংস্করণ মাত্র।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের আউটডোর বিভাগে দৈনিক প্রায় দুইশত রোগীর ভীড় হয় এবং এই বিভাগটির জন্য বর্ত্তমানে মাত্র দুইজন কম্পাউণ্ডার আছেন। এই দুইজন কম্পাউণ্ডারের পক্ষে এত রোগীর চাহিদা মিটানো সম্ভব নহে—সুতরাং একদিকে যেমন কম্পাউণ্ডারদের বাতিব্যস্ত হইতে হয়—অন্যদিকে রোগীদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে ও হয়রান হইতে হয়। সুতরাং আউটডোর বিভাগে কম্পাউণ্ডার ও অন্যান্য সাহায্যকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আশু প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। আশাকরি কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন।

বিহার আমলের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়াদ অতি শীঘ্রই পূর্ণ হইয়া যাইবে সুতরাং মেয়াদবৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও তদ্বির চলিয়াছে। এই অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট সম্পর্কে—বিশেষ করিয়া "বিহার মে রহেঙ্গে" উন্মত্ত ও উৎকট কর্ম্মধারায় ইহার বিশেষ অবদান এবং বিহারের আদালতে ইহার বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রভৃতির কারণ এইরূপ ব্যক্তিকে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বহাল রাখিয়া বিচারের আসনকে কলঙ্কিত ও উপহাস না করিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আমরা অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা অরণ্যে রোদনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এখন আবার ইহারই মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য জোর সুপারিশ চলিয়াছে। কতদূর ঘৃণা এবং অধঃপতিত মনোবৃত্তি হইলে যে এই প্রকার নির্লজ্জ তদ্বির সম্ভব—আমরা তাহারই হদিশ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

সহরের বুকে, রামনবমী শোভাযাত্রার ভীড়ের মধ্যে এবং পুলিশের সম্মুখে খুন খারাবি কাণ্ড ঘটিয়া গেল এবং প্রায় মাসাধিককাল হইতে চলিল এখনও এই ঘটনার কোন কূল কিনারা হইল না। এইরূপ অভিযোগও শোনা যাইতেছে যে ফেরারী আসামীগণ পুরুলিয়া এবং সহরের আশে পাশে আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছে এই সংবাদ ও আত্মগোপনের স্থানগুলি পুলিশকে জানাইলেও আসামীদের ধরিবার জন্য পুলিশের কোনরূপ তৎপরতা দেখা যায় নাই। জেলার সদরেই যদি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার এই অবস্থা হয় তবে দূর গ্রামাঞ্চলে লোকের জীবনের নিরাপত্তা কতদূর তাহা সহজেই অনুমেয়। আশা করি, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন।

লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী সম্মেলন

বান্দোয়ান থানার কাশবহাল গ্রামে লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী সম্মেলন গত ৩রা ও ৪ঠা মে তারিখে সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মানভূমের বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় অঞ্চলের কর্ম্মীবৃন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন। আগামী সংখ্যায় সম্মেলনের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

পৌর-প্রসঙ্গ

ভোট গণণার দিন হইতে গত দুইমাস যাবৎ পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কংগ্রেসী কমিশনারগণের মধ্যে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদের জন্য যে প্রবল কলহ বিবাদ, মনোমালিন্য ও দল ভাঙ্গাগড়া চলিতেছিল এবং স্বয়ং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পর্য্যন্ত সশরীরে পুরুলিয়া আসিয়া যে কোন্দলের কোনও কূল কিনারা করিতে পারেন নাই—সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্তের দিন ধার্য্য হইল ৪ঠা মে তারিখে—কারণ ৫ই মে নূতন মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠনের জন্য তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

গত ৪ঠা মে তারিখে কংগ্রেস অফিসে একমাত্র এস, ডি, ও বাদ দিয়া বাকী সকল কংগ্রেসী মনোনীত ও নির্ব্বাচিত কমিশনারগণের সমাবেশ হইল। "বিহার মে রহেঙ্গে" এবং হালী—উভয় কংগ্রেসের কর্ণধারগণও আসর গরম করিলেন। সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে বিহার আমলের ফিটার ক্লথের প্রাক্তন একচেটিয়া পারমিটধারী জনৈক কংগ্রেসসেবী ত্যাগ, সেবা, নীতি ও শৃঙ্খলার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া দ্বন্দ্বের পথ পরিহার করিবার জন্য কংগ্রেসী কমিশনারবৃন্দকে আহ্বান জানান। তাঁহার উদাত্ত আহ্বানের ফলে পরস্পর বিবাদমান দুই উপদলের মধ্য হইতে সঙ্গে সঙ্গে দুইজন কমিশনারের নাম চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রস্তাবিত হয়। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া চেয়ারম্যান পদের জন্য শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীসুধীর মজুমদারের নাম সভায় উপ-স্থাপিত হয়। ভোট গ্রহণের ফলে শ্রীসুধীর মজুমদার ১৯-৭ ভোটে জয়লাভ করেন।

ইহার পরে ভাইস চেয়ারম্যানের পদের জন্য শ্রীব্রজ বিলাস মুখার্জ্জী ও শ্রীবাদল চন্দ্র গোস্বামীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং উভয়েই ১৩-১৩ সমান সংখ্যক ভোট পান। অবশেষে লটারী করিলে শ্রীব্রজ বিলাস মুখার্জ্জীর নাম উঠে এবং তাঁহার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কংগ্রেসী কলহের প্রথম পর্ব্বের এই স্থানে যবনিকা-পাত হইল।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর হইতে)

নিবারণ এবং এই ধরণের অনেক কথাই বলিয়া থাকে। কিন্তু সরকারের কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীর। সমস্ত কিছুই পরিকল্পনা করা হইয়াছে—কেবলমাত্র উপযুক্ত বুনিয়াদরূপ শাসনযন্ত্রের কাঠামোর বর্ত্তমান ধাঁচাটি পরিবর্ত্তনের কোনও পরিকল্পনা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। সরকার করধার্য্যের কাঠামো পরিবর্ত্তন করিয়াছে কিন্তু পুঁজীপতিদের মুনাফাশিকারের প্রচলিত ধারাটিও বজায় রাখা হইয়াছে। আয় কর, ধন কর, প্রভৃতি আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থা ধারার বৈষম্য দূর করিবে এই আশা মরীচিকা মাত্র। প্রকৃত অবস্থা যে কি তাহা নিম্নলিখিত সংবাদটুকু হইতেই বোধগম্য হইবে :

গত ২৮-৪-৫১ তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় শ্রীবিড়লার "পদ্ম বিভূষণ" পদবী প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে এক সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সংবাদটি এই—

"শ্রীবিড়লাকে "পদ্ম বিভূষণ" খেতাব প্রদান উপলক্ষ্যে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী যে সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহার উত্তর দান প্রসঙ্গে শ্রীবিড়লা প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীনেহেরু কোনরূপ ব্যক্তিগত আক্রোশের পরিচয় না দিয়া যে ভাবে নির্ব্বাচনী অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ প্রশংসা করেন।"

তাঁহার বক্তৃতার সূত্রে শ্রীবিড়লা বলেন—

".....একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে যে ক্রমবর্দ্ধমান করের বোঝা চাপাইয়াও সাধারণ মানুষের দুর্দ্দশার লাঘব করা যাইতে পারে। এমন কি, যে আয়কর প্রদান করে তাহার উপর বোঝা লঘু হইতেও পারে—কিন্তু প্রকৃত বোঝা শেষ পর্য্যন্ত সাধারণ মানুষের স্কন্ধেই পড়িবে—কারণ ইহাও হইল উৎপাদনের ব্যয়েরই এক অংশ মাত্র। গুরুতরভাবে কর বৃদ্ধি করিয়া আপনারা হয়ত মনে করিতে পারেন যে ধনীদের উপর করধার্য্য করিতেছেন। আপনাদের হয়ত ধারণা যে বিশাল জলাধার হইতেই এই স্রোত আসিতেছে নল অর্থাৎ সাধারণ মানুষের নিকট নহে। শেষ পর্য্যন্ত, ইহা কিন্তু সাধারণ মানুষের স্কন্ধেই চাপে। সুতরাং বেপরোয়া ভাবে করের বোঝা চাপাইবেন না। অবশ্য করের আওতা হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই—কিন্তু সকল সময় সতর্ক থাকিবেন যে এই বোঝা সাধারণ মানুষের উপর যাহাতে বিশেষ চাপ না দেয়।"

ইহার কোনরূপ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীবিড়লার বক্তৃতার পর, সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এস, কে, পাতিল শ্রীবিড়লাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন—

"তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রীবিড়লার মহান্ অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিয়া কারাবরণ ও নানাবিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারাই একমাত্র জাতির সম্মানের পাত্র নন। নেপথ্যে থাকিয়াও যাঁহারা স্বাধীনতার সৈনিকদের সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার শক্তি যোগাইয়া আসিয়াছেন এবং নিজেদের দায়িত্ব মহান্ নষ্ঠা ও কৃতকার্য্যতার সহিত পালন করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের প্রতিও দেশের কর্ত্তব্য রহিয়াছে।"

ইহার পরে, সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আর কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না।

কাহারও সম্পর্কে কোনও প্রকার কু অভিপ্রায় না লইয়া আমি বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, সরকার যে ভাবে চলিতেছেন তাহাতে আমরা কোনও দিন লক্ষ্যের উদ্দেশে পৌঁছিতে পারিব—না, আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালিত হইব। আমার ইহাই বক্তব্য।

আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি—পথ আমাদের আছে—সেই পথ, যে পথে গান্ধীজী আমাদের পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা লাভের পর যে পথে তিনি আমাদের পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমরা ভিন্ন পথে এবং গান্ধীজীর আদর্শ বাদ দিয়াই পরীক্ষা নীরিক্ষা চালাইয়াছি। যাঁর আমাদের সত্য কথা স্বীকার করিতে হয়—তবে আমরা ব্যর্থ হইয়াছি। আমরা বলিয়া থাকি—"এই অসম্পূর্ণ বিশ্বে সর্ব্বাঙ্গীণ গান্ধীজীকে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে না।" ইহা কিন্তু সত্য নয়। সত্যের সম্বলহীন একটা গোলাম জাতি যদি গান্ধীজীকে অনুসরণ করিয়া স্বাধীন জাতি হইতে পারে—তবে সেই স্বাধীন জাতি শক্ত ও সামর্থ্যযুক্ত

হইয়া যে স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিল সেই সরকার কেন গান্ধীজীকে অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে পারিবে না। সম্ভবতঃ বহু পূর্ব্বেই গান্ধীজী ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তাই বলিয়াছিলেন—"যতদিন দেশ গোলাম আছে ততদিনই হয়ত ইংরাজদের আমাকে প্রয়োজন আছে—দেশ স্বাধীন হইবার পর আর কোনরূপ প্রয়োজন বোধ করিবে না।"

আজ পুনরায় গভীর ভাবে চিন্তা করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ভারতের মানবরূপী পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করিয়া গান্ধীজী যে পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন—সেই সরল ও কার্য্যকরী পন্থা অনুসরণ না করিলে কোনও সরকারের পক্ষেই ভারতের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব নহে।

পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি সরকারী প্রকাশনে গান্ধীজীর একটি উক্তি ফলাও করিয়া মুদ্রিত দেখিয়া মনে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার হইল। পুস্তকগুলি হইল—জাতির জীবনের রূপ রেখা; মন্ত্রত্ব ভারতের উপলব্ধি ধারা; সমাজতন্ত্রের পথে, প্রভৃতি। মহাত্মার মহৎ বাণী লইয়া আমি কোনও সঙ্কীর্ণ রাজনীতি করিতে চাহি না। ঐ সমস্ত সরকারী প্রকাশনগুলিতে যে উক্তিটি মুদ্রিত করা হইয়াছে তাহা আমি এই সভার সকলের অবগতির জন্য উল্লেখ করিতে চাহি। উক্তিটি এই প্রকার—

"আমি তোমাদের এক মন্ত্রগুপ্তি দান করিব। যখনই মনে কোনও প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইবে তখন এই পরীক্ষাটি চালাইও। যে দরিদ্রতম ও দুর্ব্বলতম লোকটির সাক্ষাৎ পাইয়াছ— তাহাকে স্মৃতিপটে আন এবং নিজের মনে প্রশ্ন কর যে পন্থা তুমি অনুসরণ করিতে চলিয়াছ তাহাতে তাহার কোনও উপকার হইবে কি না? ইহা দ্বারা সে কি সামান্যও লাভবান হইবে? তখনই দেখিবে তোমার সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে।"

যদি এই মানদণ্ডে তথা কষ্টি পাথরে আমরা পরিকল্পনা এবং সরকারের বর্ত্তমান কর্ম্মধারা পরীক্ষা ও বিচার বিবেচনা করি—তাহা হইলে আমি এই প্রশ্ন কি করিতে পারি না যে এই পরিকল্পনা অথবা বাজেট অথবা অর্থনৈতিক ধারা হইতে দেশের দরিদ্রতম ও দুর্ব্বলতম ব্যক্তির কি উপকার বা উন্নতি সাধিত হইয়াছে? আমার এই প্রশ্ন করিবার অধিকার যেমন আছে—তেমনি দেশও এই প্রশ্নের উত্তর দাবী করিতে পারে। বলা হইতেছে যে পরিকল্পনা বাবদ আমরা ৪৮০০ কোটী টাকা ব্যয় করিব। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া আমরা হয়ত বিশালকায় পিরামিড নির্ম্মাণ করিতে পারি যেখানে কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত শব যুগযুগান্ত ধরিয়া শায়িত থাকিবে। কিন্তু আমাদের এমন মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে যেখানে দেবতার অধিষ্ঠান হইবে দারিদ্র- তমকে সান্ত্বনা এবং দুর্ব্বলতমকে শক্তি দিবার জন্য। গান্ধীজী আমাদের এই অনুশাসন দিয়াছিলেন যে আমরা সত্য সত্যই যদি ভারতের কল্যাণ কামনা করি তবে মিশরীয় রীতিতে পিরামিড নির্ম্মাণের পরিবর্ত্তে আমাদের এইরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

মানুষ কর্ত্তৃক মানুষের শোষণ নিবারণকল্পে প্রয়োজনীয় সামাজিক ধারা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনাটিকে অনুরূপ গণতান্ত্রিক কাঠামোর গড়িয়া তোলার দাবীও করা হইতেছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম আমি এই প্রশ্নটি করিব যে গণতান্ত্রিক কাঠামোটি কোথায়? গণতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা কি আপনারা অস্বীকার করিবেন? তিনি বলিয়াছেন যে ভারতের প্রকৃত গণতন্ত্রের বুনিয়াদ হইল গ্রাম। দিল্লীতে বিশজন লোক বসিয়া সত্যকারের গণতন্ত্র গড়িয়া তোলা যাইবে না। প্রত্যেক গ্রামের জনসাধারণ লইয়া নিম্নতম স্তর হইতে ইহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এই মৌলিক বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি পতিত হয় নাই—সরকার এখনও এই পন্থায় কার্য্য সুরু করিতে পারেন। আমি ভিলাই বা রাউরকেল্লা কারখানার বিরোধিতা করিতে চাহি না—কারণ জানি এখন আর গত্যন্তর নাই—কিন্তু সর্ব্বপ্রথম এই দিকেই দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তুলুন—তবে যেরূপ প্রাণহীনভাবে সম্প্রসারণ ব্লক বা কম্যুনিটী প্রোজেক্টগুলি পরিচালনা আজ করিতেছেন অথবা রাজ্যগুলি পঞ্চায়েত করিতেছেন সেইভাবে নয়। শাসনতন্ত্রেরও কিছু সংশোধন করুন। গ্রাম্য শাসন ব্যবস্থাকে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন করিয়া শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা দান করুন অর্থাৎ গান্ধীজীর ভাষায় "মহাসাগরে দ্বীপের ন্যায়" ইহাদের গড়িয়া তুলুন। জনসাধারণকে ভুল করিবার এবং ভুলের দ্বারা শিক্ষালাভের সুযোগ দিন। কেন্দ্র হইতে সুদূরতম পল্লীগ্রাম

পর্য্যন্ত স্তর বিন্যাসক্রমে যে কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহার ধারা হইবে কেন্দ্রাতিগ বা বিকেন্দ্রীত—কেন্দ্রাভিগ নহে। ভারতবর্ষের ইহাই আজ প্রয়োজন। কিন্তু এখন কি হইতেছে? সমস্ত কিছুই কেন্দ্রীভূত করার এই প্রচেষ্টা। অসংগঠিত বিশাল জনমণ্ডলীকে এইভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নহে। ঝিনুকে করিয়া পান করাইবার দিকেই প্রচেষ্টা সমধিক। গান্ধীজী বলিতেন—"ইহার পরিবর্ত্তে জনসাধারণকে নিজ শক্তি সামর্থ্যের উপর ছাড়িয়া দাও—তাহাদের আত্মনির্ভরশীল হইতে দাও। গণতন্ত্রের পরিণাম ইহাদের নিঃসহায় করা নহে—আঁচলের খুঁটায় বাঁধা থাকিলে ইহার টানেই একদিন গণতন্ত্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে। একমাত্র বিশ্বাসের উপরেই ইহা বিরাজ করিতে পারে। শ্রম-বিমুখতার জন্য অথবা পরস্পরকে প্রতারণা করার জন্য যদি লোকে তখন অলস বা স্বার্থপরতার পাপ এড়াইয়া চলিতে শিক্ষা করিবে।"

গণতান্ত্রিক কাঠামোর ইহাই হইল মূলাধার এবং জনসাধারণের দ্বারা পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করার ইহাই হইল পন্থা। খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে সরকার বিশেষ চিন্তিত। আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে দেশকে যদি এই পদ্ধতিতে গড়িয়া তোলা হয় তবে খাদ্য উৎপাদন বা অন্য কোন কিছু সম্পর্কে চিন্তিত হইবার কোনও কারণ থাকিবে না।

আমি আশা করি সরকার সক্রিয় হইবেন এবং যাহা উল্লেখ করিলাম তাহার সত্যতা উপলব্ধির চেষ্টা করিবেন। এইরূপ একটা ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে সরকার যাহা বলেন তাহা অভ্রান্ত সত্য; এবং তাঁহারা আমাদের মতামত, বক্তব্য বা প্রস্তাবগুলির উপর কোনও গুরুত্ব দেন না। এই প্রসঙ্গে একটি শেষ উদ্ধৃতি দিয়া আমি বক্তৃতা শেষ করিব। গান্ধীজী বলিতেন—

"আহম্মকের স্বর্গে বাসের মত আহম্মকী নাই। আমরা কখনও ভুল করি না—এই ধারণাটাও আহম্মকী। সেই তুরীয় অবস্থা আমাদের পক্ষে দাবী করাও সম্ভব নহে। ইহা যথেষ্ট কৃতিত্বের বিষয় হইবে যদি আমরা আপ্রাণ চেষ্টার ফলে দোষগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে এবং নির্ম্মূল করিয়া দিতে পারি। আমাদের নিজেদের দোষ ও দুর্ব্বলতা সম্পর্কে চক্ষু ও কর্ণ যদি সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতে পারি তবেই আমরা সফল হইব। প্রকৃতি মানুষকে এমনভাবে গঠন করিয়াছে যে আমরা নিজেদের পৃষ্ঠদেশ কখনই দেখিতে পাই না—একমাত্র অপর ব্যক্তিই দেখিতে পায়। সুতরাং অপরের অভিজ্ঞতা হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করাই লাভজনক।"

ঋষ্যোপাখ্যান

দোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

মর্ত্ত্য ত্যজি' সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর
স্বর্গ সুখ ভোগ করি' ক্লান্ত কলেবর
ম্লান কণ্ঠে ত্যাগ কহে প্রেম বান্ধবেরে,
"রাজপুত্র গৌতমের নির্ব্বাণের পরে
নিরাশ্রয় হইয়াছি, আধার অভাবে।
নিরুদ্বেগ স্বর্গ সুখ আমার স্বভাবে
সহ্য নাহি হয় কভু"। প্রেম কহে "হায়,
পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে ছাড়িয়া গোরায়
স্বর্গরাজ্যে আসিয়াছি আশ্রয় সন্ধানে
নদিয়ার সুখস্মৃতি সদা পড়ে মনে।"

হেনকালে সাধনা ও শক্তি দুই সখি
ত্যাগ প্রেম বন্ধু দোঁহে বিরলে নিরখি'
সম্মুখে দাঁড়াল আসি'। কহিল সাধনা,
"রামকৃষ্ণ তিরোধানে আমি গৃহহীনা।
কতিপয় বর্ষপূর্ব্বে ভারত কেশরী
বিবেক আনন্দ স্বামী দেহ ত্যাগ করি
প্রস্থানিলা স্বীয় পুরে, তপের প্রভাবে।
নিরাশ্রয়া শক্তি এবে, যোগ্য পাত্রাভাবে।
অচঞ্চল শান্ত স্বর্গ মোর নাহি সয়
আধার পাইব কোথা কহ মহাশয়"।
প্রেম কহে "বিধাতার অনুমতি তরে
অপেক্ষিয়া আছি মোরা এই স্বর্গপুরে।
নিপীড়িতা ভারতের নীরব ক্রন্দন
মেঘ-মন্দ্র সম মর্ম্মে পশে অনুক্ষণ।"

অকস্মাৎ দৈববাণী ধ্বনিল সেথায়
"চারিজন একসাথে চল গো ধরায়।
ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে পুরুলিয়া গ্রামে

মহাযোগী মহেশ্বর "নিবারণ" নামে
শিক্ষা কার্য্য ব্রতী এবে ; যোগ্য পাত্র তিনি।
চারিজন একাধারে প্রবেশ' এক্ষণি
হৃদয় মন্দিরে তাঁর।" যথায় বিরাজে
জ্ঞানযোগী নিবারণ বিদ্যালয় মাঝে
ত্যাগ আদি চারিজন ত্বরিত গতিতে
পশিল হৃদয়ে তাঁর। সৌম্য যোগী-চিতে
উঠিল প্রখর ঝড়া। আর্ত্ত হাহাকারে
অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক ঘিরিল তাঁহারে।
চমকিয়া উঠি যোগী চান চারি ভিতে,
কাহার ক্রন্দন ধ্বনি পশি তাঁর চিতে
উতলা করিল তাঁরে। দেশ মাতৃকার
শৃঙ্খলিতা দীর্ণা মূর্ত্তি সম্মুখে তাঁহার
উদ্ভাসি উঠিল ধীরে। অধ্যাপন ত্যাগি'
লোক সেবা মহাকার্য্যে, হইয়া বিবাগী
বাহিরিলা যোগীবর। রুক্ষ মানভূমি
মঞ্জরিত হৈয়া উঠে ঋষি পদ চুমি'।

নিবারণচন্দ্র

অরবিন্দ গুহ

রাতের আঁধারে আকাশ যখন ভরা,
ঝঞ্ঝা-তুফানে চারিদিক টলামলো,
জীবন ব্যাপিয়া তখন তিমির-হরা
তুমিই সবারে দেখায়ে গিয়াছ আলো।

তুমিই তখন এনেছ নতুন প্রাণ—
যাত্রীর দলে শোনায়েছ বরাভয়,—
নতুন পথের দেখায়েছ সন্ধান—
প্রেমের মন্ত্রে বিশ্বে করি জয়।

ত্যাগের আলোকে তুমি যে দীপ্তিমান,
জীবন তোমার পরিমায় উন্নত,
মুক্তির লাগি জীবন করেছ দান—
ধন্য তোমার সত্য-পালন ব্রত।

লাঞ্ছনা তুমি স'ওনিকো কোন কালো,
আর্ত্ত-সেবায় কাটায়েছ অনুখন
—আপনারে ক্ষয় করিয়াছ প্রতি পলে—
যুগের দধিচী—তুমি ঋষি নিবারণ।

—আজিও আকাশ তেমনি আঁধারে ঢাকা—
জীবন সবার আজিও তেমনি খিন্ন,
নিবেছে তোমার জ্বালানো প্রদীপ-শিখা,
বিষের ধোঁয়ায় পথরেখা নিশ্চিহ্ন।

তোমারি মতন মানুষ আজিও চাই,
ওগো ঋষি চাই—তোমারি অভয়-প্রাণ,
জন্মদিনেতে আবাহনী তব গাই—
নতুন পথের দাও পুনঃ সন্ধান।

হোটেল মালিকের সহিত কনেষ্টবলের সঙ্ঘর্ষ

প্রকাশ, গত ৪ঠা মে তারিখে ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কের সন্নিকটস্থ বলরামপুর কেবিনের মালিক ও কর্ম্মচারীদের সহিত সাদা পোষাক পরিহিত জনৈক কনেষ্টবলের বচসা ও মারপিট হয়। ইহার ফলে পুলিশ কেবিনের মালিক ও কর্ম্মচারী সহ বহু লোককেই গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উপরোক্ত কনেষ্টবল উক্ত বলরামপুর কেবিনে খাওয়া দাওয়া করিত এবং দুই তিন মাসের হোটেলের বিল তাহার বাকী পড়িয়া যাওয়ার কারণে বকেয়া পরিশোধের জন্য কনেষ্টবলটিকে মালিক তাগাদা করিতে থাকে। ঘটনার দিন বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় উক্ত কনেষ্টবলটি কেবিনে মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে আসিলে বিলের দরুণ বাকী পাওনা লইয়া কিছু কথা কাটাকাটি হইলে উপরোক্ত কনেষ্টবলটি নাকি কেবিনের কোনও কর্মচারীকে চপেটাঘাত করে। কেবিনের মালিক প্রতিবাদ জানাইলে মালিককেও নাকি পুলিশ কনষ্টেবলটি প্রহার করে। এই সূত্রে, বিশেষ হট্টগোলের সৃষ্টি হয় এবং বহু জনতা ঘটনাস্থলে জমিয়া যায় এবং জনতার মধ্য হইতে কনেষ্টবলটিকে মারধোর করা হয়।

পরে এই ঘটনার সংবাদ থানায় পৌছিলে থানা হইতে পুলিশ আসিয়া মালিকসহ বহু লোককে ধরপাকড় করে। এই পর্য্যন্ত সাত আট জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং কাহাকেও জামীন দেওয়া হয় নাই। এস, ডি, ও জামীনের আবেদন নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্তব্য

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্তর প্রশ্নাবলী সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের উত্তর

দিল্লীর লোকসভায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আলোচনা সভার গত ২।৫।৫৮ তারিখের বৈঠকে এই উত্তরগুলি প্রদত্ত হয়

হস্তান্তরিত পুরুলিয়া জেলার বিহার আগত সরকারী কর্ম্মচারীদের সমস্যা : বিহার সরকারের অধীনে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক কর্ম্মচারীদের প্রশ্ন :

বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে সকল কর্ম্মচারী স্থানান্তরিত হইয়াছেন তাঁহাদের চূড়ান্তরূপে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি নিম্নরূপ :

পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত বিহার সরকারের কর্ম্মচারীদের মধ্যে এখন মাত্র ১২২ জনের বিষয় অনিশ্চিত রহিয়াছে। কারণ বিহার সরকার যে ৩৯ জন কর্ম্মচারীকে বিহারে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের বিহারে ফেরৎ পাঠাইতে রাজী নহেন। অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ৮৩ জন সরকারী কর্ম্মচারীকে বিহারে ফেরৎ পাঠাইতে চাহিতেছেন—বিহার সরকার তাহাদের গ্রহণ করিতে আপত্তি জানাইয়াছেন।

চূড়ান্তভাবে অন্তর্ভুক্তির (final allotment) আদেশের প্রশ্নে কোনও কোনও রাজ্য সরকার প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে—(১) ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে চূড়ান্তরূপে অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে ; না, যে তারিখ হইতে তাঁহারা সংশ্লিষ্ট রাজ্যে স্থায়ীভাবে (permanently) স্থানান্তরিত হইলেন ? এবং (২) পূর্ব্বেকার রাজ্য সরকারের অধীনে কর্ম্মচারীরা যতকাল কার্য্য করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদের প্রাপ্য ছুটি ও পেন্সনের অংশ যে রাজ্যসরকারের অধীনে কর্ম্মচারীগণ চূড়ান্তভাবে অন্তর্ভুক্ত হইতেছেন তাহার দেয় হইবে কি না ?

আরও কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। রাজ্য-সরকারগুলির মতামত জানিবার জন্য এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব প্রেরণ করা হইয়াছে। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মাত্রই চূড়ান্তরূপে অন্তর্ভুক্তির আদেশ দেওয়া হইবে।

এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে আইনের ধারা অনুযায়ী চূড়ান্ত অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় আদেশের অপেক্ষা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। যে বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনও বিরোধ নাই—সেই সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আদেশ সাপেক্ষে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদিগকে চূড়ান্তরূপে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারেন।

২। মানভূম খণ্ডিত হওয়ার ফলে জেলা বোর্ডের আয় হ্রাস হওয়ায় মানভূম জেলা বোর্ডের কর্ম্মচারীদের দুর্দ্দশা :

মানভূম জেলাবোর্ড এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে যে স্মারকলিপি কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান করা হইয়াছে সে সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতামত জ্ঞাপনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে বিষয়টি প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ সংকারেরই করণীয় বিষয়।

৩। বিহারের শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক সমস্ত প্রকার রেকর্ড অপসারণ করার ফলে হস্তান্তরিত

অঞ্চলের শিক্ষকদের বেতন প্রভৃতি না পাওয়ার কারণে দুরবস্থা :

বিহার সরকার জানাইয়াছেন যে হস্তান্তরিত অঞ্চলের শিক্ষা বাবদ পুরুলিয়া ট্রেজারীতে তাঁহারা ১১,৯৪,৩৯২৲ টাকা ১।১১।৫৬ তারিখে জমা রাখিয়া আসিয়াছেন। হস্তান্তরের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রায় সমস্ত শিক্ষকের বেতন ও ভাতা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। হস্তান্তরিত অঞ্চলের স্কুল ও শিক্ষক সংক্রান্ত সমস্ত রেকর্ড পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট অফিসারের নিকট সমর্পণ করিয়া আসা হইয়াছে।

৪। **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের স্কীম :**

এই সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে কোনও প্রকার অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

বিবিধ সংবাদ

রাষ্ট্র বিরোধী কার্য্যকলাপের অভিযোগে কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তিনি এখন আটকবন্দীরূপে আছেন—তবে শীঘ্রই তাঁহার বিচার সুরাস্ত হইবে বলিয়া প্রকাশ।

গত দুই সপ্তাহে কেরল রাজ্যের ত্রিচুর, ত্রিবান্দ্রম, পরপুরা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে বহুলোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। সাম্রকোটায় লোক সহায়ক সেনার মধ্যে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে ৬৫ জনের মৃত্যু হয়। কেরল গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছেন।

শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাকী তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশে ৬০ হাজার শিক্ষকের চাকুরীর ব্যবস্থা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। চলতি বৎসরে ১৫ হাজার শিক্ষকের চাকুরীরের ব্যবস্থা হইবে।

ভারতের সর্ব্বত্র মে দিবস (১লা মে) বিশেষ সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ করিয়া শিল্পাঞ্চলে ও বড় বড় সহরে শ্রমিকদের সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রমিকেরা নিজ নিজ সংস্থার পক্ষ হইতে নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করিবার সংকল্প গ্রহণ করে।

আসাম রাজ্যের শিবসাগর, সংযুক্ত মিকির, উত্তর কাছাড় প্রভৃতি এলাকায় বিদ্রোহী নাগারা বারংবার আক্রমণ চালাইয়াছে। কয়েকটি স্থানে বিদ্রোহী নাগাদের সহিত সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। সৈন্যদের সহযোগিতায় পুলিশ টহল দিয়া বেড়াইতেছে এবং এই সমস্ত এলাকা ইতিমধ্যেই "উপদ্রুত এলাকা" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

উড়িষ্যা বিধানসভার ডেপুটী স্পীকার শ্রীযদুমনি মংগরাজের বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব আগামী ৬ই মে তারিখে আলোচিত হইবে। কংগ্রেস বিরোধী গণতন্ত্র পরিষদ দল কর্ত্তৃক এই অনাস্থা প্রস্তাব আনীত হইয়াছে।

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলিপ্‌স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস : পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরুষ প্রদত্ত—অতএব বেদের ন্যায় সত্য অদ্বিতীয় শক্তিশালী ও জগতে দুর্লভ। সর্ব্বরোগ আরোগ্য, গ্রহশান্তিতে, বিপদ মুক্তিতে, শত্রু পরাজয়ে দুর্ভাগ্য নিবারণে অসীম শক্তিসম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। গৃহীর অমূল্যসম্পদ। সংশয়কারীকে গ্যারাণ্টি দেওয়া যায়। কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

ডি, এন, সেন, এম, এ, বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতালপরগণা

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে বৈশাখ ১৩৬৫—১২ই মে ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

৩রা, ৪ঠা মে, ২০শে, ২১শে বৈশাখ, শনি ও রবিবার বান্দোয়ান থানায় কাঁশবহাল গ্রামে

লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী সম্মেলন

বার্ষিক অধিবেশন

দেড় সহস্রাধিক কর্ম্মী ও সহায়কগণের সম্মেলনে যোগদান

মানভূমের বাংলা ও বিহার অঞ্চলের চারিদিক হইতে কর্ম্মীদের আগমন

সম্মেলন উপলক্ষ্যে ঐ অঞ্চলের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনগণের সমাবেশে বিরাট জনসভা

সংঘের ভবিষ্য কর্ম্মপদ্ধতি তথা সংঘের বর্ষাকালীন কর্ম্মতালিকা ও বর্ষা-পরবর্ত্তী কর্ম্মতালিকা

এতদুপলক্ষ্যে নূতন কেন্দ্র উদ্বোধনে শতশত কর্ম্মীর শ্রমকর্ম্মে যোগদান

বিঘ্নবিপাদের মধ্য দিয়া কর্ম্মীদের আশাময় কর্ম্মযাত্রার বাণী

কিছু কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রখর রৌদ্র ও চারিদিকের নিদারুণ অভাব অনটনের মধ্যেও বহু সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সাধ্যমত সহায়তার শক্তিতে ও সদিচ্ছায় এবং কর্ম্মীদের আন্তরিক নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সংহত আত্মবলে লোক সেবক সংঘের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন অনবদ্য শৃঙ্খলা ও গভীর উদ্দীপনার মধ্যে উদযাপিত হইয়াছে। বিশ্বের মহামানব পরম কারুণিক বুদ্ধভগবানের ঐতিহাসিক আবির্ভাবের পুণ্য দিবস বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে, এই মহান দিবসের আশীর্ব্বাদ লইয়া সংঘের অধিবেশনের কার্য্যারম্ভ হয়; এবং মহিমান্বিত ভারতের আশাময়ী বাণীর প্রতীক সংঘ পতাকার বন্দনার সহিত সম্মেলন কর্মসূচির উদ্বোধন হয়।

বঙ্গভুক্তির পর বিগত সাধারণ নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে যে কর্ম্মী সম্মেলন হয়—তাহার পর এই প্রথম কর্মী সম্মেলন। ভাষার প্রশ্নে আন্দোলনের পর সংঘের কর্মীদের জীবনে ও ভারতীয় জন জীবনে যে নূতন পরিস্থিতি সমূহের উদ্ভব হইয়াছে—তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার সম্যক রূপ অনুধাবন করিয়া সংঘের কর্মধারাকে নবতর কর্ম্মে উপযোগী করিয়া গঠিত করিবার বিষয়টি এই সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহের অন্যতম ছিল। সংঘের সংগঠন ও কর্মধারা—কর্মীদের সংগঠন ও শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম্মসমূহ সম্পর্কিত কর্ম্মপরিচালনাসমূহ কি ধারায় অগ্রসর হইবে—তাহার প্রাথমিক রূপায়ণ সম্মেলনের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিল। বঙ্গভুক্তির পর মানভূমের পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের এই অঞ্চলবাসীদের তথা সংঘের প্রতি বর্ত্তমান কর্মনীতি কি তাহার সম্যক আলোচনা হয়। সংঘ হইতে বহিষ্কৃত চারিজন আইন সভা সদস্যদের বিষয়ে তথা আরো চারি জন সংঘ সদস্যদের বিষয়ে সম্মেলনে কর্ম্মব্যবস্থা গৃহীত হয়। জেলা **বিষয়ে নূতন দায়িত্বভার পাইয়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার শাসন ও ব্যবস্থা বিষয়ে যে অমনোযোগিতা, উদাসীনতা ও অব্যবস্থার পরিচয় দিতেছেন—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে সকল অবাঞ্ছিত কার্য্য করিতেছেন—সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা কর্ত্তৃক তাহার তীব্র সমালোচনা করা হয়।** সম্মেলনে জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতির সাম্প্রতিক অবস্থা বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ও অবস্থা নির্ণয় করিয়া—এবিষয়ে জনগণের কর্ত্তব্য নিরূপিত হয় ও অবস্থার তুলনায় গভীর ঔদাসীন্যের জন্য সরকারের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সাফল্যমণ্ডিত সম্মেলনের কর্ম্মশেষে সামনের কর্ম্মতালিকা গ্রহণ করিয়া কর্মীগণ নবউদ্যমে কর্মজীবনে অগ্রসরের জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়া সম্মেলন হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

সম্মেলনের স্থান

মানভূম জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সংগ্রামে ও সংগঠনে যে থানাগুলি অগ্রগণ্য সেই থানাগুলির অন্যতম বান্দোয়ান থানার কাঁশবহাল গ্রামে সংঘের বার্ষিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ সরকার ও বিহার সরকারের আমলে প্রত্যেকটিতেই কত দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া জনগণের উপর কত পীড়ন, দমন, লাঞ্ছনা, অপমান;—কত ক্রোক, জেল, জরিমানা, মামলা ও কত অমানুষিক অত্যাচার চলিয়া গিয়াছে এবং সেই সকলের মধ্যে কর্মী ও জনগণের পক্ষ হইতে কত সাহস, ত্যাগ, ধৈর্য্য, শক্তি ও দুঃখবরণের কাহিনী ইতিহাসে সঞ্চিত হইয়া আছে—তাহার হিসাব নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমলেও আজ এই বান্দোয়ান থানাকেই সর্ব্বপ্রধান ক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে—সরকার তথা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আমলাতান্ত্রিক সহযোগিতায় জনগণের উপর পীড়ন, দমন ও অবিচার চালাইবার জন্য ইতিমধ্যেই স্বৈরশাসনের এই দুঃখজনক কাহিনী এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কর্মী সাধারণের সংগ্রামশীলতার ও সত্যনিষ্ঠার কাহিনী অসংখ্য জমা হইতে চলিয়াছে। এহেন বান্দোয়ানে বুদ্ধ পূর্ণিমা দিবসে—কাঁশবহাল গ্রামে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কর্ম্মীদের গৌরব

এই থানা স্বর্গীয় রোহিনী মুদীর জন্মস্থান। এই থানা-সংলগ্ন গ্রামে স্বর্গীয় কিশোরী সিং এর জন্মস্থান। ইঁহারা নিরক্ষর আদিবাসী ছিলেন। কিন্তু সত্যকার নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক সাধক কর্ম্মী ছিলেন। ইঁহাদের জন্য মানভূম সত্যই ধন্য। ইঁহাদের ত্যাগের জীবন অপূর্ব্ব নিষ্ঠায় উজ্জ্বল। কত পীড়ন ও লাঞ্ছনার ইতিহাসে ও নীরব দুঃখবরণের তপস্যায় ইঁহাদের জীবন মহনীয় হইয়া আছে। স্নিগ্ধ আম্র কুঞ্জের ভিতর মনোরম স্থানে সম্মেলন মণ্ডপ ও কর্ম্মীশিবিরের তোরণ শীর্ষে রোহিনীদা ও কিশোরীদার গৌরবময় স্মৃতি অঙ্কিত ছিল। কাঁশবহাল গ্রামে আসিয়া সংঘের নিষ্ঠাবান প্রধান কর্ম্মী স্বর্গীয় রামচন্দ্র মাহাতর স্মৃতি কর্ম্মীদের সকলেরই মনে পড়িতেছিল।

(৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২৯শে বৈশাখ, সোমবার

সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্র

রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কংগ্রেসের দেহের ক্ষতটি দীর্ঘ দিনের অচিকিৎসায় ও কুচিকিৎসায় আজ গলিত ক্ষতরূপে কংগ্রেসের সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হইয়া যে পচন সুরু করিয়াছে—শাসনক্ষমতার আড়ম্বরপূর্ণ আবরণের জৌলুষে তাহা লুক্কায়িত রাখা আর সম্ভব হইতেছে না। এই কারণে কৃত্রিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা স্বত্ত্বেও উড়িষ্যার কংগ্রেসী মন্ত্রী সভাকে পদত্যাগ করিতে হইলে—মহীশূরে বারংবার মন্ত্রীসভা পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে—পাঞ্জাবে কোনরূপে গোঁজামীল দিয়া মন্ত্রীসভা কায়েম রাখা হইয়াছে—পশ্চিমবঙ্গ, যুক্তপ্রদেশ, আসাম, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বিরোধের ফলে শাসন কার্য্য বেসামাল হইয়া উঠিতেছে। সর্ব্বত্রই সুরু হইয়াছে ভাঙ্গনের পালা।

কংগ্রেসের আদর্শ আজ আর দেশের যুবশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে না—দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত কংগ্রেসের নামে ঘৃণা ও অবজ্ঞায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। দেশের আপামর জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করিবার মত কোনও কর্ম্মপন্থা বা মর্ম্মবাণী কংগ্রেসের ভাণ্ডারে নাই। অধিক কি, কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর স্বয়ং কংগ্রেসীদেরও কোনও আস্থা বা শ্রদ্ধা নাই। সমাজ ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই বোঝা লইয়া কংগ্রেস নিজ অস্তিত্ব কোনরূপে বজায় রাখিয়া চলিয়াছে।

রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের এই দুর্ব্বলতা ও ক্ষয়রোগকে শাসনযন্ত্রের ক্ষমতা ও বৈভবের সাহায্যে ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করা হইতেছে। দেশ হইতে কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যত কমিতেছে—রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা তত বেশী কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা চলিয়াছে। এই ভাবে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং স্বাধীন কর্ম্ম প্রচেষ্টার ক্ষেত্র ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে যাহাতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে পূর্ণরূপে রাষ্ট্রির কারুণ্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকিতে হয়।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজ সমস্ত ক্ষমতা ও কর্ম প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত। শিক্ষার ক্ষেত্রেও হানা দিয়া সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারের কুক্ষিগত করিয়া দেশের শিক্ষাধারা সরকারী ধাঁচে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। নানা প্রকার আকাদেমী, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, পদবী প্রভৃতি সরকারী সম্মান ও স্বীকৃতির মাধ্যমে শিল্পী, সাহিত্যিক ও সুধীগণকে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহাদের স্বাধীন সত্তা ও সৃজনী শক্তিকে সরকারী ধাঁচে ঢালিবার চেষ্টা চলিয়াছে। সমাজ সংস্কার বা সামাজিক পুনর্গঠনের নামে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও কর্ম্মোদ্যমকে খর্ব্ব করিয়া এক বিশিষ্ট ধাঁচে সমাজ গঠনের কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টা চলিয়াছে। ভারত সেবক সমাজ, ভারত সাধু সমাজ প্রভৃতি নানাবিধ সমাজের আবরণে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের প্রভাব বিস্তারের অপপ্রয়াস চলিয়াছে।

সমগ্র শাসন ব্যবস্থাও আজ কেন্দ্রীভূত। স্বায়ত্ত শাসনের যে সামান্য ক্ষেত্রগুলি ছিল, যথা জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী, প্রভৃতি—তাহাও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে। ইহাদের কাজের ক্ষেত্র ক্রমশঃই সীমাবদ্ধ করিয়া তোলা হইতেছে।

এইভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্র রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হইতে চলিয়াছে। রাষ্ট্রের সংবিধান পর্য্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের স্বার্থে যেভাবে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে—তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ইহা কংগ্রেসী গঠনতন্ত্রের নামান্তর হওয়াও বিচিত্র নহে। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীভূত শক্তি ও সম্পদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের ক্ষীয়মান প্রভাবের পরিপূরকরূপে ব্যবহার করিবার উন্মত্ত অপচেষ্টা চলিয়াছে। গণতান্ত্রিক কাঠামোর বাহ্যিক আবরণে সর্ব্বশক্তি কেন্দ্রীভূত একনায়কত্বমূলক রাষ্ট্রের জগদ্দল পাথর দেশবাসীর মস্তকে চাপাইয়া দিবার অন্ধ প্রয়াস চলিয়াছে।

গণতান্ত্রিক ধারার কোনও ঐতিহ্য আমাদের দেশে এখনও গড়িয়া ওঠে নাই। একদিকে কংগ্রেসের যেমন শক্তিক্ষয় হইতেছে—অন্যদিকে সমগ্র দেশব্যাপী জাগ্রত গণশক্তির কোনও সঙ্ঘবদ্ধ প্রকাশের সুলক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। জীবনের উন্নততর মান গড়িয়া তুলিবার অজুহাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব্ব করার কোনও যুক্তি হয় না। পরিকল্পনার সাফল্যজনক রূপায়ণের নামে শাসন-ক্ষমতা ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত করিবার অপচেষ্টাকেও প্রতিরোধ করিতে হইবে। বিকেন্দ্রিত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রশস্ততর করিয়া মানুষের সৃজনশীল প্রতিভার স্ফুরণের পূর্ণ অবকাশ দিতে হইবে। উন্নততর নূতনসমাজ ব্যবস্থার সার্থক রূপায়নে মানুষের মূল্য ও মর্য্যাদা বোধ, এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিকেন্দ্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সমগ্র দেশ ও জাতির অটুট ঐক্য ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক বিচার ও বিবেচনাশীল মানুষের সৃজনী ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের মাধ্যমেই গড়িয়া তোলা সম্ভব। কেন্দ্রীভূত শাসন শক্তির দ্বারা ছাঁচেগড়া সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এক অসহায় যন্ত্রেই পরিণত হইবে মাত্র।

রাজনৈতিক দল হিসাবে অবলুপ্তির আশঙ্কাকে ঠেকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস যে সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে—সেই সর্বনাশা প্রচেষ্টা রোধ করিবার জন্য পূর্ণরূপে সজাগ ও সচেষ্ট হইবার সময় আজ আসিয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

উড়িষ্যার প্রবীন আদর্শবাদীনেতা শ্রীগোপবন্ধু চৌধুরীর মৃত্যুতে দেশ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বর্ত্তমান উড়িষ্যার রচয়িতাদের মধ্যে গোপবন্ধু বাবু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করার সূত্রে তিনি সপরিবারে বহু ত্যাগ ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন এবং স্বাধীনতার পরবর্ত্তী কালে তিনি গঠনমূলক কার্য্যের দ্বারা দেশ সেবার ব্রত পালন করিয়া আসিতেছিলেন। গান্ধীজীর মহান্ আদর্শ হইতে যে কয়জন নিষ্ঠাবান দেশ প্রেমিক কোনরূপে বিচ্যুত হন নাই গোপবন্ধু বাবু তাঁহাদেরই অন্যতম। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সীমান্ত গান্ধীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ খান সাহেব অতি শোচনীয়ভাবে আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। এই দুইজন পাঠান নেতা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করিয়া আসিয়াছেন এবং তৎকালীন কংগ্রেসের শক্তির স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ডাঃ খান সাহেবের মৃত্যুতে পাকিস্তান একজন বিশিষ্ট নেতা এবং ভারত একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইল। আমরা খান সাহেবের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

দেড় বৎসরের অধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গেল—তবুও প্রচলিত বিহার আইনগুলি প্রত্যাহার করিয়া পশ্চিম বাংলার আইনসমূহ হস্তান্তরিত অঞ্চলে প্রবর্ত্তন করিবার অবকাশ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এখনও হইল না। বিহার সরকার হস্তান্তরকালে এই জেলার যে সকল নথীপত্র, দলিল দস্তাবেজ, রেকর্ড প্রভৃতি অন্যায়-ভাবে অপহরণ করিয়া লইয়া যান—তাহা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা ত দূরে থাক, ইহার মৃদু প্রতিবাদ করিবার সৎসাহসও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে বিহার সরকার এই সম্পর্কে যে সকল উদ্ধত ও অসত্য উত্তর প্রদান করিতেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুবোধ বালকের মত তাহা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতেছে।

—•—

লোক সভায় সাধারণ বাজেট জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত আলোচনায় ছাঁটাই প্রস্তাব

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত এম, পি, নিম্নলিখিত ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত এম, পি নিম্নলিখিত ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন—

১। পুরুলিয়া জেলার কম্যুনিটী প্রোজেক্ট অঞ্চলে জনস্বাস্থ্যমূলক পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থাটি কার্য্যকরী না করা;

২। উদ্বাস্তু যক্ষ্মা রোগীদের চিকিৎসা ও যত্ন করিবার ব্যবস্থাধারার অপ্রাচুর্য্য;

৩। পুরুলিয়ায় কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে ট্রেনিং দান ও গবেষণা করিবার জন্য একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা।

৪। গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রসূতি সদন স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্বদানের প্রয়োজনীয়তা।

৫। মানুষের খাদ্যরূপে বনস্পতির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

৬। খাদ্যে ভেজাল নিবারণের উদ্দেশ্যে সহর ও গ্রামাঞ্চলে বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন বেসরকারী কমিটি নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা।

৭। গ্রামাঞ্চলে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপনের আবশ্যকতা।

চিকিৎসা ব্যবস্থা: সম্পর্কে শ্রীদাশগুপ্ত এম, পি নিম্নলিখিত ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন—

১। জাল ঔষধের উৎপাদন ও বিক্রয় নিবারণে সরকারের চরম ব্যর্থতা;

২। রাঁচীর পাগলা গারদ (Mental Hospital) এর সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা;

৩। পশ্চিমবঙ্গে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপনের আবশ্যকতা;

৪। হাসপাতালে দরিদ্র ব্যক্তিদের চিকিৎসা, উপযুক্ত শয্যার ব্যবস্থা তথা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব।

৫। হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে এবং ব্যয় বহনকারী এই দুই বর্ত্তমান শ্রেণীর বিলোপ সাধন।

৬। গ্রাম্য জনসাধারণের চিকিৎসার নিয়তম ব্যবস্থা সাধনের অক্ষমতা;

৭। পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজের উন্নতির জন্য অর্থ সাহায্য দানের প্রয়োজনীয়তা;

৮। ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি ও প্রসারকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা;

উড়িষ্যার কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার পদত্যাগ

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুসারে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব পদত্যাগ পত্র পেশ করিয়াছেন। ১৩ মাস পূর্ব্বে এই মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছিল।

পদত্যাগের সিদ্ধান্তে কংগ্রেস পার্টি মহলে বিশেষ বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। কারণ উড়িষ্যা বিধান সভায় কংগ্রেস দল দুই ভোটে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সদ্য অনুষ্ঠিত উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস আরও দুইটী আসন লাভ করে। ফলে মুখ্যমন্ত্রী সহ উড়িষ্যার কংগ্রেসী দল আশা করিতেছিলেন যে মন্ত্রী সভাকে হয়ত পদচ্যুত হইতে হইবে না।

মন্ত্রী মণ্ডলী পদত্যাগ করার ফলে খুব সম্ভব উড়িষ্যায় রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা হইবে এবং পুনরায় সাধারণ নির্ব্বাচনের মাধ্যমে উড়িষ্যায় কংগ্রেস ও কংগ্রেস বিরোধী দল সমূহের শক্তি পরীক্ষা হইবে।

বর্ত্তমানে উড়িষ্যা বিধান সভার দলগত অবস্থা নিম্নরূপ—
কংগ্রেস (স্পীকার বাদে—) ৬৬
গণতন্ত্র পরিষদ— ৪৫

প্রজা-সমাজতন্ত্রী—	১১
ঝাড়খণ্ড—	৫
কম্যুনিষ্ট পার্টি—	৮
লোহিয়া সমাজতন্ত্রী—	১
স্বতন্ত্র—	১

গণতন্ত্র পরিষদ ও প্রজা-সমাজতন্ত্রীদল সম্মীলিত মন্ত্রী সভা গঠনে উদ্যোগী হইতেছে।

মহীশূর

মহীশূর বিধান সভায় কংগ্রেসী দলের নেতা ও মুখ্য মন্ত্রী শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা পদত্যাগ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসী বৈঠকে ডেপুটী মন্ত্রী শ্রীজাতী দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীজাতী নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিবেন।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দ্দার প্রতাপ সিং কাইরোঁর বিরুদ্ধে রাজ্য বিধান সভার কয়েকজন কংগ্রেসী এম, এল, এ কর্ত্তৃক উত্থাপিত শাসন কার্য্যে দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে পার্লিয়ামেণ্টারী বোর্ড এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। খুব সম্ভব কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ড সর্দ্দার কাইরোঁকে পাঞ্জাব বিধান সভার কংগ্রেসী সদস্যদের নিকট আস্থা জ্ঞাপক ভোট গ্রহণের নির্দ্দেশ দিবেন।

পৌর-প্রসঙ্গ

তুমুল হট্টগোলের মধ্যে নূতন মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কার্য্য সুরু

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর নব-নির্ব্বাচিত ও মনোনীত কমিশনারগণের প্রথম বৈঠক গত ৪ই মে তারিখে সন্ধ্যা ৭টার সময় মহাত্মা গান্ধী হলে (জুবিলী টাউন হলে) অনুষ্ঠিত হয়। নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বে অধিকাংশ কমিশনার উপস্থিত হন এবং এই উপলক্ষ্যে যথেষ্ট জন সমাগমও হয়। মনোনীত কমিশনারগণের মধ্যে এস, ডি, ও এবং নির্ব্বাচিত কমিশনারগণের মধ্যে শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র দাশ গুপ্ত এবং শ্রীসত্যাশ্রয় সরকার অনুপস্থিত ছিলেন। শেষোক্ত দুইজনই কংগ্রেসী।

সভার কার্য্য আরম্ভ করিবার সূত্রে ঐ দিনের সভার সভাপতি পদের জন্য নাগরিক সঙ্ঘের কমিশনারগণের পক্ষ হইতে ডাঃ মুক্তিপদ চক্রবর্ত্তীর নাম প্রস্তাব করা হয়। কংগ্রেসী কমিশনারগণের পক্ষ হইতে ঝাড়খণ্ড পন্থী তথা "বিহার মে রহেঙ্গে" কংগ্রেসী শ্রীক্ষুদিরাম মাহাতর নাম প্রস্তাবিত হয়। এই সভাপতি নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে এক হলস্থুল কাণ্ড ঘটে। বিষয়টি ভোট গ্রহণের দ্বারা নির্দ্ধারিত করিবার কংগ্রেসী প্রস্তাবে নাগরিক সঙ্ঘের কমিশনারগণের পক্ষ হইতে বৈধতার প্রশ্ন উঠে যে মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীতে ভোট গ্রহণ ও তাহা পরিচালনার কোনরূপ বিধান নাই। এই বিষয় লইয়া তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং কংগ্রেস প্রস্তাবিত সভাপতি সভার বিবরণী লিখিবার কাগজপত্র জোরপূর্ব্বক লইয়া সভার কাজ চালাইবার চেষ্টা করিলে কাগজপত্র লইয়া কাড়াকাড়ি সুরু হয়। সভাপতির নির্দ্দিষ্ট আসন হইতে ডাঃ মুক্তিপদ চক্রবর্ত্তীকে বলপূর্ব্বক অপসারিত করিবার জন্য কয়েকজন কংগ্রেসী কমিশনার চেষ্টা করিলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং উভয় পক্ষে সংঘর্ষের উপক্রম হয়। প্রকাশ, ইত্যবসরে হলের বাহিরে প্রতীক্ষমান কংগ্রেসীদের পক্ষ হইতে থানায় সংবাদ দিয়া ঘটনাস্থলে পুলিশ আনা হয়। পুলিশ হলের বাহিরে অপেক্ষা করিতে থাকে।

এইভাবে প্রায় ৪৫ মিনিট কাল ধরিয়া বিতর্ক ও গোলমাল চলিতে থাকার পর নাগরিক সংঘের প্রতিবাদ কার্য্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়া সভার কার্য্য সুরু হয়। এই সময় শ্রীনির্ম্মল কুমার মুখার্জ্জী এক বৈধতার প্রশ্ন তোলেন যে সরকারী গেজেটে শ্রীসুনীলাল ব্যানার্জ্জীকে মনোনয়ন দানের উল্লেখ আছে কিন্তু শ্রীসুনীলাল ব্যানার্জ্জী, উকিল এই নামের এক ভিন্ন ব্যক্তিকে মিটিং এর নোটিশ ভ্রমক্রমে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং শ্রীসুনীলাল ব্যানার্জ্জী সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন না। সভাপতি এই আপত্তি নাকচ করিয়া দেন।

ইহার পর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন পর্ব্ব আরম্ভ হয়। কংগ্রেস পক্ষ হইতে শ্রীসুধীর মজুমদারের এবং নাগরিক সংঘের পক্ষ হইতে শ্রীঅমূল্য কর্ম্মকারের নাম প্রস্তাবিত হয়। শ্রীসুধীর মজুমদার ২৭-৯ ভোটে জয়লাভ করেন।

ভাইস-চেয়ারম্যান পদের জন্য কংগ্রেস পক্ষ শ্রীব্রজবিলাস মুখার্জ্জীর নাম এবং নাগরিক সঙ্ঘ শ্রীনির্ম্মল মুখার্জ্জীর নাম প্রস্তাব করে। শ্রীব্রজবিলাস মুখার্জ্জী ২৭-৯ ভোটে জয়লাভ করেন।

মিউনিসিপ্যালিটীর প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য কংগ্রেস পক্ষ মনোনীত কমিশনার শ্রীঅনিল কুমার বসুর নাম প্রস্তাব করে। আর নাগরিক সংঘের পক্ষ হইতে শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়ের নাম প্রস্তাবিত হয়। শ্রীঅনিল কুমার বসু ২৬-৯ ভোটে জয়লাভ করেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়। সভার শেষে জনৈক মনোনীত কমিশনারের অভদ্র উক্তির ফলে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

সভা ভঙ্গের পর রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যাল অফিসে কতিপয় কংগ্রেসী কমিশনার, নবনির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তা ও কংগ্রেসী কর্ণধারগণের নানা সলাপরামর্শ চলিতে থাকে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডাঃ খান সাহেব নিহত

পাকিস্তানের রিপাবলিকান পার্টির নেতা ডাঃ খান সাহেব লাহোরে তাঁহার পুত্রের বাস ভবনে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়াছেন। আতা মহম্মদ নামে ৩০ বৎসর বয়স্ক একজন বরখাস্ত সরকারী কর্ম্মচারী ডাঃ খান সাহেবকে হত্যা করে।

ডাঃ খান সাহেবের মৃতদেহ লাহোর হইতে তাঁহার স্বগ্রাম উৎমনজাইএ লইয়া যাওয়া হয়। সমগ্র রাস্তার দুই পার্শ্বে কাতারে কাতারে শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া সংস্র সংস্র পাঠান তাহাদের নেতার শেষ দর্শনের জন্য দাঁড়াইয়াছিল। ডাঃ খান সাহেবের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার সময় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খান আব্দুল গফুর খান ও অন্যান্য পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের লোক সভায় ডাঃ খান সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া প্রধান মন্ত্রী নেহেরু বলেন "ডাঃ খান সাহেব স্বাধীনতা আন্দোলনের এক মহান্ যোদ্ধা, একজন খাঁটি ভদ্রলোক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান্ অধিনায়ক ছিলেন।"

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লালকোর্ত্ত নেতা খান আব্দুল গফ্ফর খানের সহিত ডাঃ খান সাহেব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং আজীবন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

কেরল শিক্ষা বিলের কয়েকটি ধারা সংবিধানের পরিপন্থী কিনা তাহা বিচার করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক বিলটি সুপ্রীম কোর্টে প্রেরিত হইয়াছে। কেরল রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে মামলাটি পরিচালনার জন্য আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যবহারজীবি মিঃ ভি, এন, শ্রিটকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

অতিরিক্ত মহার্ঘ্য ভাতার দাবীতে ঝরিয়ার ৭০টি কয়লা খনির শ্রমিক আগামী ১৫ই মে হইতে ধর্ম্মঘটের নোটিশ দিয়াছে। টাটার শ্রমিকগণও ১৫ই মে হইতে শ্রমিকদের দাবী পুরণের জন্য ধর্ম্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বিহার সরকার এই ধর্ম্মঘট বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

তপোবন সম্পর্কে অভিযোগের প্রত্যুত্তর

ঝালিদা থানার তুলিন হইতে শ্রীগোলক বিহারী সেন লিখিতেছেন ঃ—গত ১৫ই বৈশাখের মুক্তিতে শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ কুণ্ডু আমার উপর যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে আমার উত্তর এই যে, উক্ত

পত্র লেখক শ্রীমান রবীন্দ্র সমস্ত সংবাদ জানিয়াও মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন। পত্র লেখক স্বয়ং জানেন যে আমি ঝাঁঝিদা মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রায় ৩০ বৎসর সাব-ওভারসিয়ার যুক্ত সেনিটারী ইন্সপেক্টররূপে যোগ্যতার সহিত কাজ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছি। তৎপূর্ব্বে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোংতে টাউন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে জামসেদপুরে সাব-ওভারসিয়ার রূপেও কাজ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমানে পত্র প্রেরকের অভিযোগ মত তপোবনে ২০০৲ মাসিক বেতনে চাকুরী করিতেছি না। তপোবন আমাদের গ্রামের গৌরব—সেই তপোবনের গৃহাদি নির্মাণ কার্য্যে আমার অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিতেছি—ইহা আমার গৌরব। গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সরকারের অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী হইতেছে। প্রতিদিন গ্রামের এবং বাহিরের বহু জন আসিয়া কাজের প্রশংসাই করিতেছেন। পত্র প্রেরকের যদি কোনও ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু থাকেন—আমি তাঁহাকে পাঠাইতে ও কাজ দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি। তপোবন "ভুঁই ফোড়" প্রতিষ্ঠান নয়। এই জেলার অনেকেই তপোবনের পূর্ব্বতম ইতিহাস জানেন। ১৯৩২ সালে যখন ইংরাজ সরকার তপোবন বাজেয়াপ্ত করেন তাহাও সকলের সুবিদিত। উপস্থিত এক বিশিষ্ট শিক্ষা প্রণালীতে তপোবন নিযুক্ত। আমাদের ছেলেমেয়েদের উন্নতি হইতেছে যে কেহ ইহা দেখিতে পারেন। তপোবন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। পত্র প্রেরকের কোনও ব্যক্তির উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকিলে প্রতিষ্ঠানকে আঘাত করা অন্যায় অপরাধ।

পত্র প্রেরকের অভিযোগ যে মিথ্যা তাহার প্রমাণ মুক্তিতেই আছে। পত্র প্রেরক অবশ্য মুক্তি পড়েন না। মুক্তিতেই টেণ্ডার বাহির হইয়াছে। আনন্দবাজার প্রভৃতিতেও টেণ্ডার প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রপ্রেরক কয়েক পদ আসিয়া দেখিতে পারিতেন—গৃহাদি কিরূপভাবে নির্ম্মিত হইতেছে। তিনি আসেনও নাই দেখেনও নাই। অবশ্য অভিযোগের জন্য সত্য জানিবার প্রয়োজন হয় না। আমি জানি তপোবনের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। আমি শ্রীমান রবীন্দ্র নাথ কুণ্ডুর অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি।

আর একটী বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। শ্রীমান রবীন্দ্র লিখিতেছেন বিহার সরকারের হিন্দী চালাইবার উদ্দেশ্যের মত কোনও সন্দেহজনক কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও টাকা দিতেছেন। এই জেলার অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার টাকা দিয়াছেন। এইগুলিতে তবে টাকা কেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের বিচার মত মূর্খও নন, অবিবেচকও নন।

পত্র প্রেরক শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ তুলিনে কোনও গঠনমূলক কাজই করেন নাই। কোনও প্রতিষ্ঠান যাঁরা গড়িতে পারেন না ভাঙ্গিবার ইচ্ছা হয়ত তাঁদেরই বেশী। কিন্তু জনসাধারণ তাহা সহ্য করিবে না।

———*———

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

কারাগারে ও কর্মজীবনের বহু ক্ষেত্রে কর্মনিষ্ঠ সরল এই কর্ম্মীর সাহচর্য্য বহু কর্ম্মীই লাভ করিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্র দাদার পুত্ররাই কাঁশবহালে সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজনের অগ্রণীদের অন্যতম ছিলেন—ইঁহাদের ঘরেই সম্মেলনের অফিস ছিল। সম্মেলন উপলক্ষ্যে সমস্ত কাঁশবহাল গ্রামটি আম্র পল্লবে সাজান হয়। গ্রামের সমস্ত দেওয়াল মহান জাতীয় বাণী সমূহ—কর্ম্মীদের অন্তরে প্রেরণা উদ্দীপ্ত করিয়া জ্বলিতেছিল। গ্রামটি সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করা হয়।

আশপাশের গ্রামে প্রাচীর বাণী

সম্মেলনের উদ্দেশ্যে কাঁশবহাল গ্রামের অভিমুখে যাইবার সময় কর্ম্মীরা পথে পথে দেখিলেন বহু গ্রামে—সমগ্র গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে বোর্ড তৈয়ারী করিয়া তাহাতে জাতীয় জীবনের জন্য বহু প্রেরণা বাণী লেখা হইয়াছে। সংঘের কর্ম্মীরা লোকমত গঠনের অন্যতম কর্ম্মধারা হিসাবে এই পদ্ধতি বহুদিন হইতে অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। এই গ্রামগুলি—জিতান, তুলসিডি, মধুপুর, বান্দোয়ান, চিলহা প্রভৃতি।

সম্মেলনের কার্য্যক্রম

৩রা মে সকালের দিকের কর্ম্মতালিকা ছিল—সংঘের পতাকা বন্দনা—সমবেত চরখাযজ্ঞ—সমবেত গ্রাম সাফাই। বৈকাল ৪ ঘটিকায়—সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। সন্ধ্যায় ১ ঘণ্টা বাদ দিয়া অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠক।

৪ঠা মে সকালের দিকে কার্য্যক্রম—কাঁশবহাল সংলগ্ন নূতন গঠন-কেন্দ্রে সমবেত শ্রম কর্মতালিকা। বৈকাল—৪ টায় জনসভা। রাত্রি ৮ টায় সম্মেলনের তৃতীয় বৈঠক।

প্রথম দিনের অধিবেশনের প্রাক্কালে—অন্যান্য কার্য্যক্রমের মধ্যে ছিল—বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠান—বৈশাখ মাসে জন্ম বলিয়া ঋষি নিবারণ চন্দ্র ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম জয়ন্তীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও প্রশস্তি—বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযানের ২য় বার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্যাপন।

পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান

প্রথম দিন সকালে বেলা ৯ ঘটিকার সময় সংঘের প্রতীক চিহ্নিত শুভ্র সংঘ-পতাকা উত্তোলনের ও অভিবাদনের অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়। বন্দেমাতরম গান করেন—শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ। পতাকা উত্তোলন করেন—শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ।

সম্মেলনের প্রথম অনুষ্ঠান সমূহ

বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠান

বৈশাখে বুদ্ধপূর্ণিমার তিথি—বিশ্বের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এবং অভিনব দিবস। এই তারিখেই ভগবান বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন। ঠিক এই তারিখেই ৩৫ বৎসর পর তিনি সিদ্ধি লাভ করেন; আবার ৪৫ বৎসর পর তিনি এই তারিখে তিরোধান করেন। সম্মেলনে মহিমাময় বুদ্ধের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের প্রশস্তিবাণী পঠিত হয় এবং ভারতের শাশ্বত মহান যে ত্যাগ ও প্রেমের বাণী বুদ্ধজীবনে অতুলনীয়রূপে মূর্ত্ত হইয়াছিল—সম্মেলনে তাহার আলোচনা হয়। আজিকার এই ভারতবর্ষে লোভ ও ক্ষমতামত্ত রাজনৈতিক জীবনে বুদ্ধের মানবতার বাণী নিষ্ঠার সহিত ধ্যানযোগ্য—সম্মেলনের আলোচনায় তাহা উপলব্ধ হয়।

ঋষি নিবারণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান

১২ই বৈশাখ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের জন্ম দিবস বলিয়া—এই বৈশাখে সম্মেলনে সম্মিলিত কর্ম্মীরা তাঁহাদের কর্মজীবনের আদর্শ গুরু মানব প্রেমিক ঋষির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্র জয়ন্তী স্মরণ

২৫শে বৈশাখ—যে দিনটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবস বলিয়া বিশ্বের জীবনে এক মহনীয় দিন—সেই দিন সমাগত বলিয়া কর্ম্মীগণ বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযানের ২য় স্মৃতি বার্ষিকী

দুই বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই সময়ে লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীগণ বঙ্গ বিহার সংযুক্তির প্রতিবাদে বঙ্গ সত্যাগ্রহ অভিযানে অগ্রসর হইতেছিলেন। অভিযানের এক বৎসর পরে শিল্পাশ্রমে অভিযানের ১ম বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। কর্ম্মীদের বহু স্মৃতি বিজড়িত এই ঐতিহাসিক অভিযানের ২য় বার্ষিকীর অনুষ্ঠান উদ্যাপন করা হইল—এই সম্মেলনে—জেলার বহু কর্ম্মীর উপস্থিতিতে। এই প্রসঙ্গে কর্ম্মীদের পক্ষ হইতে কিছু আলোচনা হয়—কর্ম্মীরা স্মরণ করেন যে, সংঘের জীবনে সকলের মিলিত শক্তিতে বহু বড় কাজ করিতে হইয়াছে—এবং জনসেবার দায়িত্ব পথে কর্ম্মীদিগকে এখনো বহু বড় কাজ—ঐতিহাসিক দায়িত্ব উদ্যাপন করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

শোক প্রস্তাব

সম্মেলনের যথারীতি কার্য্যক্রম শুরু হইবার পূর্বে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে সংঘের নিষ্ঠাবান কর্মীগণ ঝালিদার অর্দনা গ্রাম নিবাসী বাবুরাম বড়াল, জামতোড়িয়া থানার মামড়ো গ্রাম নিবাসী অযুজ কান্ত মাহাত, বান্দোয়ান থানার কুঁচ্যা নিবাসী কালীচরণ সিং সর্দার, বান্দোয়ান থানার মধুবনী গ্রাম নিবাসী বাহাদুর সিং ও সংঘের নিষ্ঠাবান সহায়ক বঙ্কবিহারী দত্তের মৃত্যুতে আন্তরিক শোক ও তাঁহাদের কর্ম ও সেবার জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

২। বান্দোয়ানের কুঁচ্যা গ্রাম নিবাসী কালীচরণ সিং নিজ অঞ্চলে সামাজিক দুর্নীতিসমূহের বিরুদ্ধে—জঙ্গলসম্পদ ধ্বংস করার যে সকল অন্যায় কার্য্যসমূহ চলিতেছিল তাহার বিরুদ্ধে তথা নানাবিধ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অসম সাহসিকতার সহিত প্রতিরোধ কার্য্যসমূহ চালাইয়া আসিতেছিলেন—সেজন্য ঐ অঞ্চলবাসী সমাজবিরোধী আততায়ীগণের দ্বারা তিনি নৃশংসভাবে নিহত হন। সম্মেলন এই নিষ্ঠুর কার্য্যের নিন্দা জ্ঞাপন করে।

দেশপ্রেমিক জননায়ক আবুল কালাম আজাদ, উড়িষ্যার সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননেতা নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী কর্মী গোপবন্ধু চৌধুরী, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কৃতবিদ কর্মী দেবদাস গান্ধী ও বাংলার সাহিত্য সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবীর মৃত্যুতে সম্মেলন কর্তৃক আন্তরিক শোক ও তাঁহাদের কর্মোজ্জ্বল জীবনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁহাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়সমূহ

সম্মেলনের তিনটি বৈঠকে সংঘ, জেলা ও দেশজীবনের বিষয়ে বহুবিধ আলোচনা হয়। সংঘের ৪ জন বহিষ্কৃত সদস্যদের বিষয়ে, সংঘের নবতর সংগঠন বিষয়ে,—জেলা পরিস্থিতি, জেলার তথা পশ্চিমবঙ্গের শাসনতান্ত্রিক অবস্থা, খাদ্যপরিস্থিতি ও জেলার অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক কাজের বিষয়ে এবং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার দৃষ্টিতে সংঘের বৃহত্তর কর্মলক্ষ্য বিষয়ে বিবিধ আলোচনা হয়। এই সংখ্যায় স্থানাভাবে সে সকলের বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হইতেছে না। আগামী সংখ্যায় সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা হইবে। এই সংখ্যায় কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে সংঘ সিদ্ধান্তের বিবরণ এখানে প্রদান করিতেছি। এগুলির বিষয়ে জনগণেরও সবিশেষ আগ্রহ থাকায় ইহা জানাইতেছি।

সংঘের বহিষ্কৃত চারিজন সদস্যের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

সংঘের জেলা ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক সংঘের যে চারিজন সদস্যকে বহিষ্কার করা হইয়াছে—তাহাদের অবাঞ্ছিত কার্য্যকলাপের বিবরণ ও বহিষ্কারের কারণসমূহের তথা তথ্য প্রমাণসমূহের বিষয় উল্লেখ করিয়া সংঘের সচিব বিবরণ প্রদান করেন। এবং তিনি জানান যে, পরিষদের সিদ্ধান্তের পর সংঘের পরিচালক বহিষ্কারের কারণসমূহ উল্লেখ করিয়া শীঘ্র মধ্যে এক বিবৃতি প্রদান করিবেন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল—বিবিধ কারণে সেই বিবৃতি প্রদান বন্ধ রাখা হইয়াছে। ইহার কারণ তিনি বলেন যে, যদও এক জরুরী অবস্থা উপলব্ধি করিয়া জেলা পরিষদকে অবিলম্বে ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত লইতে হইয়াছে—তথাপি সংঘের কর্মকর্তারা মনে করেন যে, কয়েক দিনের মধ্যে যখন বার্ষিক সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতেছে—তখন সম্মেলনে এবিষয়ে আর এক দফা আলোচনা হইয়া যাওয়ার পরই ঐ বিবৃতি দেওয়া ঠিক হইবে। কারণ যে সকল তথ্য ও কারণের উপরে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল সংঘের আরো বহু কর্মীর উপস্থিতিতে সেই সকল কারণের সবগুলিকে আরো ভালভাবে যাচাই করিয়া দেখার সুযোগ ঘটিবে এবং আরো প্রয়োজনীয় তথ্য ও কারণ সমূহও হয়ত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। তাহা ছাড়া দুই চারিজন কর্মী মনে করিতেছিলেন যে, বহিষ্কৃত ঐ চারি জনের মধ্যে হয়তো দুই এক জন খানিকটা চাপে পড়িয়া অন্যায় কাজ করিয়া এখন খুবই অনুতপ্ত হইতেছেন—তাহারা যদি আসিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তাহাদের দায়িত্ব লাঘব করিবার মত তথ্য

প্রমাণাদি দেখাইতে পারে—তবে তাহাদিগকে ক্ষমা করা যাইতে পারে কিনা বিবেচনা করা যাইতে পারিবে। কিন্তু বহুবিধ কারণ ও তথ্য সহযোগে বিবৃতি প্রকাশ হইয়া গেলে—ঐ প্রকার বিবেচনা করার সুযোগ হয়তো থাকিবেনা। ঐ সকল বহুবিধ যে যে কারণে নির্দ্ধারিত বিবৃতি প্রকাশের কাজ স্থগিত রাখা হইয়াছিল—তাহার বিষয়ে সচিব আলোচনা করেন ও জানান যে এ বিষয়ে কাহারো অপরাধ অপেক্ষাকৃত লঘু বা কেহ দলে পড়িয়া অপরাধ করিয়া অনুতপ্ত সে ভাবে কিছু জানা যায় নাই। সংঘের বিশিষ্ট চারিজন সদস্যের ঐ প্রকার আচরণ কি কি কারণে সংঘের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহার বিশ্লেষণ করিয়া সচিব এই বিষয়ে আলোচনা করিতে—তথ্য প্রমাণাদি যাচাই করিতে ও আরো যাহা দেওয়ার আছে দিতে এবং পরিষদের সিদ্ধান্তের বিষয়ে অভিমত প্রদান করিতে কর্মীদিগকে আহ্বান করেন। পর পর বহু কর্মী এ বিষয়ে বহু আলোচনা করেন এবং বহু যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করা হয়। সংঘের কর্মীগণ ঐ চারিজনের বিষয়ে পরিষদের সিদ্ধান্তকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এবং ঐ চারিজনের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন। বহিষ্কৃত সদস্যদের দুর্নীতিমূলক, বিরোধমূলক তথা সাম্প্রদায়িক কর্মধারাসমূহের বিশ্লেষণ করিয়া কর্মীগণ যে সকল মূল্যবান উক্তি করেন তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়ে বক্তৃতায় কে কে অংশ গ্রহণ করেন এবং উল্লেখযোগ্য আলোচনা সমূহ কি হইয়াছে—তাহা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মতালিকা ও আলোচনার সহিত আগামী সংখ্যায় বিবরণ প্রকাশ করিব।

আর চারিজন সংঘ সদস্যের প্রতি বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত

বরাবাজার থানার হেরবনা গ্রামের শ্রীমথন চন্দ্র মাহাত, জাহানাবাদ গ্রামের শ্রীধনঞ্জয় মাহাত, শ্রীনকুল মাহাত ও ভিজলা গ্রামের শ্রীমতিলাল মাহাতকে সংঘের নীতি ও আদর্শবিরোধী কর্ম করার জন্য তথা সংঘের বহিষ্কৃত চারিজন আইনসভা সদস্যকে সহায়তা করার জন্য সংঘ হইতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত সম্মেলনে গৃহীত হয়। নিজেদের বক্তব্য জানাইবার জন্য উক্ত চারিজনকে সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা সুযোগ গ্রহণ না করিয়া অবাঞ্ছিত আচরণ করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য সম্মেলনের কর্মীবৃন্দ অবিলম্বে তাহাদের বহিষ্কার দাবী করেন।

বর্ষাকালীন কর্ম্মতালিকা

বর্ষাকালীন ও বর্ষাপরবর্ত্তী কর্মপরিকল্পনাস্বরূপ কয়েকটি কর্মতালিকা লওয়া হয়। এই সংখ্যায় বর্ষাকালীন কর্মপরিকল্পনার একটি কর্মতালিকার এখানে উল্লেখ করিতেছি—কারণ এটি আসন্ন কর্মতালিকা।

বীজ সংগ্রহ অভিযান

আগামী বর্ষায় ব্যাপক বীজ বপন অভিযানের প্রস্তুতি হিসাবে আগামী ৯ই ও ১০ই জ্যৈষ্ঠ—২৩শে ও ২৪শে মে শুক্র ও শনিবার এই বীজ সংগ্রহ অভিযান চলিবে। সংঘের পক্ষে অন্ততঃ এক সহস্র স্বেচ্ছাসেবক বীজ সংগ্রহ ব্রতীদল হিসাবে ঐ দুইদিন কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করিবেন। নিতান্ত যাঁহারা বিবিধ কারণে ঐ দুইদিন যুক্ত হইতে পারিবেন না—তাঁহারা তাহার পর হইতে ৭ দিনের মধ্যে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন। এই কর্মতালিকায় স্বেচ্ছাসেবীগণ ঐ দুইদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া যাহা কিছু বীজ পাইবেন সংগ্রহ করিবেন। বনের গাছ গাছড়া, বড় বড় বৃক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া যাহার দ্বারা যে কিছু বীজ সংগ্রহ করা সম্ভব সংগ্রহ করিবেন। বীজ সংগৃহীত হইয়া থানা ব্যবস্থাপকের কাছে জমা হইবে। থানা ব্যবস্থাপক সংঘের কেন্দ্রীয় অফিসের যোগাযোগে বীজ রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। ঐ দুইদিন সংঘের কর্মীগণ এই কর্মতালিকায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন—কে কোথায় ঘুরিবেন নিজ নিজ অঞ্চলের কর্মীগণের সহিত সুসংবদ্ধ কর্মতালিকা করিয়া লইবেন। এ বিষয়ে সম্মেলন সংঘ কর্মীদিগকে সবিশেষ নিষ্ঠা ও উদ্যোগের সহিত কর্ম করিতে আহ্বান জানাইয়াছে। (ক্রমশঃ)

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

স্থানীয় সংবাদ

প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের বার্ষিক অধিবেশন

আগামী ১৮ই মে রবিবার মানবভূমে প্রাথমিক শিক্ষক সংঘের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। এই অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য এবং "টীচার্স জার্ণাল" পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অনিলা দেবী এম, এল, সি সভানেত্রীত্ব করিবেন।

বঙ্গভুক্তির পর পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা ও শিক্ষক জীবনে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছে—বিহার সরকারের নিকট হইতে বকেয়া প্রাপ্য আদায়, বাংলার বেতনের হার হস্তান্তরিত অঞ্চলে প্রবর্ত্তন প্রভৃতি যে সকল দাবী এখনও পূরণ হয় নাই—সেই সকল সমাধানের প্রচেষ্টা এই সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

সংঘের পক্ষ হইতে উপরোক্ত সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার আবেদন প্রাথমিক শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট জানানো হইয়াছে।

নিবারণ সায়রের সংস্কার কার্য্য

গত ২৮শে এপ্রিল হইতে টেষ্ট রিলীফ কার্য্যের মাধ্যমে নিবারণ সায়রের (সাহের বাঁধের) সংস্কার কার্য্য শুরু হইয়াছে। প্রথম দিকে প্রতিদিন দুই তিন শত করিয়া মজুর কাজে যোগ দিতেছিল—কিন্তু বর্ত্তমানে প্রতিদিন ১২০০।১৩০০ স্ত্রী ও পুরুষ মজুর খাটিতেছে। প্রকাশ, নিবারণ সায়রে টেষ্ট রিলীফ কাজের জন্য ৫০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৯৮তম জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান যোগ্য মর্য্যাদার সহিত পালিত হইয়াছে। অনুষ্ঠান সমূহের বিশদ বিবরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

ঝড়ের তাণ্ডব

গত ১১ই মে তারিখে পুরুলিয়া সহরের উপর এক প্রচণ্ড কালবৈশাখী বহিয়া যায়। এই ঝড়ে গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়ায় অনেকগুলি গৃহের বিশেষ ক্ষতি সাধন করে এবং বৈদ্যুতিক লাইন কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বজ্রপাত সহ প্রবল বারিবর্ষণও হয়। গ্রামাঞ্চলে বজ্রাঘাতে নানারূপ ক্ষতির সংবাদও পাওয়া যাইতেছে।

শুভ উদ্বোধন

জেনারেল ট্রেডিং এজেন্সি

বরাকর রোড, পুরুলিয়া

এখানে বিভিন্ন প্রকারের সাইকেল, সাইকেল পার্টস্, ইলেকট্রিক্ ফ্যান্ এবং সর্ব্বপ্রকার ফিলিপ্স্ ল্যাম্প্, টিউব্ লাইট্ প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ! আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

হেড্ অফিস: পি, গোয়েনকা, বাঁকুড়া।

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরুষ প্রদত্ত—অতএব বেদের ন্যায় সত্য অদ্বিতীয় শক্তিশালী ও জগতে দুর্লভ। সর্ব্বরোগ আরোগ্য, গ্রহশান্তিতে, বিপদ মুক্তিতে, শত্রু পরাজয়ে দুর্ভাগ্য নিবারণে অসীম শক্তি সম্পন্ন ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। গৃহীর অমূল্যসম্পদ। সংশয়কারীকে গ্যারাণ্টি দেওয়া যায়। কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

ডি, এন, সেন, এম, ই, বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতালপরগণা

মুক্তি প্রেস

পুরুলিয়া

সকল প্রকার ছাপাই
ও
বাঁধাই এর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫—১৯শে মে ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী সম্মেলন

কাঁশবহাল অধিবেশনের আরো সংবাদ

সংঘের ভিতরে ভাঙ্গন ধরাইবার সকল অপচেষ্টা সম্পূর্ণব্যর্থ

সংঘ এক আভ্যন্তরীণ বিশেষ গলদ হইতে কি ভাবে মুক্ত হইল—সচিব কর্ত্তৃক কারণ বিশ্লেষণ

সংঘ কর্ম্মীদের জীবনে সাম্প্রদায়িকতার বিন্দুমাত্র কোনো স্থান নাই

চারিজন সংঘ এম, এল, একে বহিস্কার করিয়া সংঘের মর্য্যাদা ও সুনাম আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে

সেই সংঘই শক্তিশালী সংঘ যে কঠোর হস্তে নিজের গলদ দূর করিতে পারে

সংঘ-জীবনকে বহু কর্ম্মময় করিয়া তুলিবার নব পরিকল্পনা

মুক্তির বিগত সংখ্যায় সংঘ সম্মেলনের কিছু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় সম্মেলনে আলোচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কিছু বিস্তারিত বিবরণ দিতেছি। চারিজন সংঘ এম, এল, একে বহিস্কার করার ব্যাপারটি সংঘের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংঘের বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে—জনমনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হওয়ার দিক দিয়াও যেমন বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এই ব্যাপারের মূলে যে একটি সাম্প্রদায়িক অপচেষ্টা ছিল সে দিক দিয়াও ইহা গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে সম্মেলনের বহু সময়ে এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সংঘ জীবনের আত্ম বিশ্লেষণ ও কর্ম্মধারার সমাক পর্য্যালোচনা হয়। সংঘের বিশিষ্ট কর্ম্মীরা এই আলোচনায় যোগদান করেন। এই বিষয়টির সঙ্গে সংঘের আগামী কর্ম্মপরিকল্পনা ও সংঘের আদর্শ তথা কর্ম্মধারা বিষয়ে সম্মেলনে বহু আলোচনা হয়। জনসভার কার্য্য বিবরণও সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বহিষ্কৃত সংঘ সদস্যদের বিষয় আলোচনা

এ বিষয়টি উত্থাপন করিয়া সংঘের প্রধান সচিব শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত—সংঘের চারিজন আইন সভা সদস্যকে যে যে কারণে বহিষ্কৃত করা হয় তাহার আলোচনা করেন। উপরোক্ত সদস্যদের বিবিধ অবাঞ্ছিত আচরণের মধ্যে নীতিবিগর্হিত কর্ম প্রচেষ্টার উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া প্রধান সচিব বলেন যে, শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লোক সেবক সংঘ যে শক্তির ভিত্তিতে সুদৃঢ় হইয়া আছে—তাহা নৈতিক শক্তির বন্ধন। এবং সংঘ ক্ষুদ্র হইলেও সমগ্র ভারতবর্ষে এই সংঘের খ্যাতি হইয়াছে—ইহার নৈতিক বলের জন্য। চারিজন সদস্যকে বহিস্কার করিয়া সংঘ দুর্বল হয় নাই—ইহার দ্বারা সংঘের নৈতিক দৃঢ়তার পরিচয় হইয়াছে—নৈতিক জীবনের প্রয়োজনে সংঘের বিশিষ্ট কর্মীদের সরাইয়া দিয়া সংঘ অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছে।

ঐ সকল বহিষ্কৃত সদস্য আজ নিজেদের অপরাধ ঢাকাইবার জন্য সংঘের উপর বহু দোষারোপ করিতেছেন। সংঘের ভিতরে আত্মকলহ ও বহু দুর্নীতি হইয়াছে বলিয়া উহারা অপপ্রচার করিতেছেন। প্রধান সচিব বিশ্লেষণ করিয়া ঐ সকল বিষয় ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা করেন।

অতঃপর আমি (অরুণ চন্দ্র ঘোষ) সম্মেলনে কর্মীদের এই বিষয়ে যে সকল তথ্যাদি দেওয়ার ছিল—তাহা বিবৃত করিলাম। কর্মীদের কাছ হইতে উহাদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আসিয়াছে—যে সকল ঘটনা পরম্পরা দেখা দিয়াছে—এবং ঐ সকলের ভিত্তিতে যে যে যুক্তি বিবেচনায় জেলা ব্যবস্থা পরিষদ উহাদিগকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে—সে সকল বিষয়—আমি কর্মীদের জানাইলাম। অতঃপর কর্মীদের জানাইলাম যে, ঐ চারিজন সদস্য সংঘের বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিয়াছেন—সংঘের কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ দেওয়ার সাহস তাঁহাদের হয় নাই। তাঁহারা বহু কর্মীর কাছে—ঐ সকল অভিযোগ করিয়াছেন। সংঘের দিক হইতে ঐ সকল অভিযোগ উপযুক্ত ভাবে খণ্ডন করা হইয়াছে। জেলা পরিষদ ঐ অভিযোগগুলির বিষয়ে বিচার করিয়াও কোনো সত্যতা উপলব্ধি করে নাই। আমি সম্মেলনে উপস্থিত আমাদের কর্মী সমাজকে জানাই যে, সংঘের বহিষ্কৃত সদস্যেরা আমার তথা সংঘের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন—সেগুলির কোনো একটি সত্য বলিয়া কেহ যদি মনে করেন—বা সে বিষয়ে তথ্য প্রমাণ আছে তবে তিনি তাহা এই সম্মেলনেই উত্থাপন করুন। এবং শুধু বহিষ্কৃত সদস্যদের অভিযোগ কেন যদি আমার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু অভিযোগ করার আছে—তবে তাঁহারা খোলাখুলি তাহা বলুন এই সকলের সমক্ষ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন—কারণ সংঘের কাহারও দোষ থাকিলে তাহা দূর হওয়া যেমন দরকার—তেমনি সংঘের কাহারও নামে মিথ্যা অপবাদ যদি রটিতে থাকে—তবে তাহারও স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন—নতুবা সংঘের সুনামে চিড় হইতে থাকে।

ইহার সঙ্গে আমি কর্মীদের আহ্বান জানাই যে, বহিষ্কৃত সদস্যদের বিষয়ে কর্মীরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করুন। কারণ সংঘ জীবনে ইহাদের ন্যায় বিশিষ্ট কর্মীরা কেন এরূপভাবে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়াছেন—আমাদিগকে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। এবং ঐ বহিষ্কৃত সদস্যেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, সংঘে মাত্র কর্মী যখন বহু সংখ্যায় বেশী আছেন তখন তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে প্ররোচিত করিয়া সংঘের কর্মীদিগকে একটি সাম্প্রদায়িক সংঘে সংগঠিত করা। সেই কারণে কর্মীদিগকে আমি জানাই যে, কর্মীরা আজ আলোচনা করুন—কর্মীদের জীবনে কতটা স্থান জুড়িয়া সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্র হইবে। "যদি কর্মীরা সাম্প্রদায়িক কর্মধারায় নিজেদের" কল্যাণ উপলব্ধি করেন—তাঁহাদের পথ মুক্ত আছে। আজ যাচাই হইয়া যাওয়া উচিত কাহার পথ কোন দিকে। এ বিষয়ে আর বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। আর যাহারা সংঘের উপলব্ধ সত্য লইয়া থাকিতে চান—তাঁহারা যদি দুই চারিজন মাত্র থাকেন—তাহাই সংঘের সত্যকার বল ও আশা ভরসা হইবে। এই বলিয়া আমি এই বিষয়ে যাঁহারা ভাবিতেছেন সেই কর্মীদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাই।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মুক্তি

৫ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

বাংলার পুলিশ

হস্তান্তরের অব্যবহিত পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাবতীয় বিভাগগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পুলিশ বিভাগ জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করে। পুলিশের তৎকালীন ভদ্র ব্যবহার, সকলের সহিত সহযোগিতার মনোভাব এবং দুর্নীতি দমন প্রচেষ্টা লোকের মনে অনুকূল ধারণার সৃষ্টি করে এবং বিহার আমলের পুলিশী ব্যবস্থার সহিত উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও লোকে উপলব্ধি করিতে থাকে। কিন্তু জনসাধারণের এই অনুকূল ধারণার ক্ষেত্র মাস দুইএর অধিক কাল স্থায়ী হইল না। বিহার ও বাংলার পুলিশ যে মূলতঃ একই ধাতুতে গড়া—যেহেতু একই কংগ্রেসী শাসনবৃক্ষের ফল—তাহা ক্ষুদ্র বৃহৎ নিত্য নৈমিত্তিক বহু ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হইতে লাগিল।

বিহার আমলে যে সকল সমাজ-বিরোধী ও গুণ্ডা প্রকৃতির ব্যক্তি পুলিশ তথা শাসনব্যবস্থার পরম বন্ধু, পরামর্শদাতা ও সহায়ক ছিল—তাহারা ধীরে ধীরে আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে লাগিল;—উপদ্রবকারী দুষ্কৃতদের বন্দুকের লাইসেন্স যথারীতি দেওয়া হইতে লাগিল—থানা পুলিশের জুলুম অব্যাহত রহিল। শাসনের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় পুলিশী ব্যবস্থা দ্বারা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগত স্বার্থে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টাও সুরু হইল।

এই জেলায় ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার অপরাধের সংখ্যা বাড়িতেছে—কিন্তু পুলিশী রেকর্ডে তাহার পূর্ণ বিবরণ লাভ করা শক্ত—কারণ ডায়েরী গ্রহণ করা অনেকক্ষেত্রেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর মর্জ্জী এবং অভিযোগকারীর পক্ষে ব্যয় সাপেক্ষ। অনেকক্ষেত্রে চুরি, ডাকাতি, খুন, জখমের পূর্ণ তদন্ত হয় না—অনেকক্ষেত্রে অপরাধকারীদের ধরিয়া আনিবার দায়িত্ব অভিযোগকারীদের উপর অর্পণ করিয়া কিম্বা অভিযোগকারীকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করিয়া পুলিশ কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। এমন ঘটনাও বিরল নহে যে খুনের আসামী পরম নিশ্চিন্তে পুলিশের চোখের সামনে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে কেহ সাহস করে না। ফলে এই মারাত্মক ধারণাই জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইতেছে যে পুলিশের সহিত দহরম মহরম থাকিলে যে কোনও ঘৃণ্য অপরাধ করিয়াও শাস্তি এড়ানো যায়।

যেখানে খুন জখমের কোনও হদিশ হয় না—দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের মুখের গ্রাসের অন্ন স্বরূপ হাজার হাজার মণ চাউল পুলিশের নাকের ডগা দিয়া ট্রাকে ট্রাকে পাচার হইতে থাকে—সেইখানে পুলিশের ন্যায়নীতির পরাকাষ্ঠা দেখানো হয় রিক্সাওয়ালাদের উপর কড়া শাসনের দ্বারা অথবা দরিদ্র চাষী মজুরের কষ্টার্জ্জিত চালের পুটলী আটক করিয়া ও তাহাদের চালান দিয়া। অবশ্য আইনের দৃষ্টিতে তারতম্য করিতে কেহ বলে না—কিন্তু যেখানে সাত খুন মাফ হয়—সেখানে পাঁচ আইন ভঙ্গের অপরাধের কড়া শাস্তি বিধানের জন্য এই বিরাট পুলিশী শাসনযন্ত্রের কোনও প্রয়োজন করে না।

বাংলার আমলে আরেকটি নূতন উপসর্গ দেখা দিয়াছে। প্রায়ই এইরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে জেলার বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় লোকেরা পুলিশকে মারপিঠ এমন কি মারাত্মকভাবে জখমও করিতেছে। ইংরাজ আমলে—এমন কি বিহার আমলেও এই ধরণের ঘটনা শোনা যাইত না। এই সকল ঘটনারও পূর্ণ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রকার ঘটনার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথমতঃ, বিহার আমলের সরকার অনুগৃহীত সমাজদ্রোহী জীব— যাহারা সরকারী দাক্ষিণ্যের কল্যাণে সমাজের মাথায় চাপিয়া বসিয়াছিল—তাহারা আবার তাহাদের "দাবী" প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর এবং এই পথে পুলিশেরও কোনও বাধা পাইলে তাহা বরদাস্ত করিতে চাহে না—সুতরাং সমাজ বিরোধীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দানের বিষময় ফল ক্ষেত্র বিশেষে পুলিশকেও ভোগ করিতে হইতেছে। এই সকল ঘটনার দ্বিতীয় কারণ হইতে পারে যে—পুলিশের অন্যায় বা জুলুম সহ্যের সীমা অতিক্রম করায় প্রতিশোধের প্রবৃত্তিতে অন্যায়-

কারী পুলিশকে মারধোর করিতেছে। বর্ত্তমান শাসন বা বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থার অভাবে পুলিশের বিরুদ্ধে আইনের অনিশ্চিত আশ্রয় গ্রহণের পরিবর্ত্তে হাতে হাতে ফল লাভের নিশ্চিত পন্থাটাই তাহারা অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু দুইটীর যে কোনও একটি কারণ হউক না কেন—বা তৃতীয় কোন কারণ থাকুক না কেন—এই পরিস্থিতি কেবল অবাঞ্ছিতই নহে—সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার পক্ষেও নিতান্তই মারাত্মক।

স্বাধীন ভারতের দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব লাভের দশম বৎসরেও পুলিশ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাব বা ধারণার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। যে কোনও ভদ্র ও শান্তিপ্রিয় নাগরিক পুলিশের সংস্পর্শে আসিবার সম্ভাবনায় আতঙ্ক বোধ করেন। কারণ পুলিশকে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার বন্ধু ও সহায়রূপে মনে করিবার মত ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই—সেইরূপ কোনও ঐতিহ্যও গড়িয়া উঠে নাই। চোর, ডাকাত, খুনী, প্রভৃতি রাজ বিরোধীদের কার্য্যকলাপ আইন বিরুদ্ধ। আইন আদালতের বেড়াজাল অতিক্রম করা সম্ভব হইলে এই সকল দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা পুলিশের উপর্যুক্ত হইল 'সম্পূর্ণ আইন-সিদ্ধ'। সুতরাং আইন ও শাসনব্যবস্থার গোলোক ধাঁধায় পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিকের অভিযোগের ন্যায় বিচারের আশা সুদূর পরাহত।

পুলিশ বিভাগে সৎ ও দায়িত্বশীল কর্ম্মচারীও নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু শাসন বিভাগের বর্ত্তমান কাঠামোর মধ্য জনসাধারণের সহিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই বিভাগটি যে দুষ্কৃত রূপ ধারায় জনসাধারণের নিকট প্রতিভাত হইতেছে—তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই সমগ্র বিভাগটির বিচার ও বিবেচনা করিতে হইবে। বিলম্বে হইলেও এখনও সংশোধনের চেষ্টা যদি না করা হয় তবে শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা দ্রুত পূর্ণ অরাজকতার স্তরে নামিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় কলমের শেষাংশ

যায়। এই অবস্থায় তাহাদের সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিন নগদ মজুরী এবং দুইদিন চাউল দিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থায় তাহাদের মধ্যে গমের ব্যবহার প্রচলন করা সম্ভব। নতুবা বর্ত্তমান ব্যবস্থায় এই অঞ্চলে গমের ব্যবহার জনপ্রিয় করা যাইবে না।

—*—

নিবারণ সায়রে টেষ্ট রিলিফ

অসন্তোষের কারণগুলি দূর করা প্রয়োজন

নিবারণ সায়রের (সাহেব বাঁধের) টেষ্ট রিলিফের কাজ গত তিন সপ্তাহাধিক কাল ধরিয়া চলিতেছে। পুরুলিয়ার আশপাশের প্রায় সাত আট মাইল পর্য্যন্ত দূরের বিভিন্ন গ্রাম হইতে ১২০০।১৩০০ স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমিক দৈনিক কাজ করিতেছে। এই কাজের তদ্বির তদারক এবং কি পরিমাণ কাজ হইতেছে তাহার মাপ গ্রহণ প্রভৃতির জন্য সরকার নিযুক্ত মোহরার এবং পে মাষ্টার আছেন। সপ্তাহে ছয়দিন কাজ হয় এবং পূর্ণ কাজ হইলে আড়াই সের হিসাবে পাঁচদিন গম এবং একদিন ২৲ টাকা জন প্রতি মজুরী হিসাবে দেওয়া হয়। গম বিতরণের জন্য তিন জন ডীলার নিযুক্ত করা হইয়াছে; যথা:—

(১) শ্রীকালীপদ দাস, কংগ্রেসী মিউনিসিপ্যাল কমিশনার,
(২) শ্রীনলিনী রঞ্জন হালদার, কংগ্রেসী মিউনিসিপ্যাল কমিশনার; এবং (৩) শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়।

এই টেষ্ট রিলিফ কাজের দুইটী দিক আছে—

(১) দারুণ অভাব অনটনের সময় দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাজের মাধ্যমে সাহায্য দান; এবং (২) সহরের পানীয় জল সরবরাহের একমাত্র জলাধারটির যতদূর সম্ভব সংস্কার সাধন। এই দুইটি কাজই যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তাহা সকলেরই কাম্য এবং ইহার সাফল্যে সহযোগিতা-দানে কুণ্ঠিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু ব্যবস্থার কতকগুলি ত্রুটি অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণ হইতেছে। শ্রমিকদের অভিযোগ—(১) মাটী কাটার কাজে মাপে কম দেখানো হইতেছে, ফলে মজুরী কম হইতেছে, (২) গমের ওজন কম ও খারাপ গম দেওয়া হইতেছে এবং (৩) ক্ষেত্র বিশেষে পক্ষপাত দেখানো হইতেছে।

গত ১৭ই মে তারিখে একদল শ্রমিক খারাপ গম লইতে অস্বীকার করিয়া ডেপুটী কমিশনারের নিকট নালিশ করে এবং ডেপুটী কামশনার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সংশ্লিষ্ট ডীলারকে তিরস্কার করিয়া ভাল গম দিতে বাধ্য করেন। মাটী কাটার মাপ এবং গমের ওজন কম দেওয়া সম্পর্কে তদন্ত ও প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন।

শতকরা প্রায় ৯০ জন মজুর পাঁচ আনা সওয়া পাঁচ আনা সের দরে গম বিক্রয় করিয়া চাউল কিনিয়া লইয়া

(প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য)

পুরুলিয়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান

রবীন্দ্র পরিষদ

গত ২৫শে, ২৭শে ও ২৮শে বৈশাখ রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে জগদীশ চন্দ্র মুখার্জী হলে (হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে) রবীন্দ্রনাথের ৯৮ তম জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীসুভাষ চৌধুরীর পরিচালনায় ডাঃ অমর শঙ্কর দে, শ্রীমতী জ্যোৎস্না নন্দী, শ্রীমতী মৃদুলা সিংহ, শ্রীমতী মীরা করণ, অনিমা মল্লিক, কাজল পাল, ধীরা মিত্র দীপশ্রী দাশগুপ্ত, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত, জয়ন্তী সরকার, আনন্দ দত্ত, কুমারী শুকতারা মল্লিক, শ্রীঅনিল চৌধুরী, প্রমুখ রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্যের নির্ব্বাচিত অংশ পাঠ করেন ডাঃ নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী অসীমা ঘোষ, শ্রীঅমিয় দত্ত, শ্রীঅলক চৌধুরী প্রভৃতি। অধ্যাপক সুধীর করণ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। শ্রীসুবোধচন্দ্র বসু ডেপুটী কমিশনার সভাপতি প্রসঙ্গে বলেন—রবীন্দ্রনাথের ন্যায় উচ্চ সংস্কৃতিবান পুরুষ তথা প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ কবির জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান যতদূর সম্ভব সরল ও অনাড়ম্বরপূর্ণ হওয়াই শোভন ও সঙ্গত।

গত ২৭শে বৈশাখ জগদীশ চন্দ্র মুখার্জী হলে রবীন্দ্র নাথে "বৈকুণ্ঠের নাটক খাতা" মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাট্যাভিনয়ে ডাঃ প্রভাত কুমার মল্লিক, ডাঃ নির্ম্মল কুমার রায় চৌধুরী, ডাঃ নিরঞ্জন মুখার্জী, ডাঃ অমর শঙ্কর দে, ডাঃ অনিল কুমার গুপ্ত, শ্রীসন্তোষ রায় অংশ গ্রহণ করেন।

গত ২৮শে বৈশাখ রবীন্দ্র পরিষদ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের প্রায়শ্চিত্ত নাটক (বৌঠাকুরাণীর হাটের নাট্যরূপ) মঞ্চস্থ করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্য এই দিনের অনুষ্ঠানে নানা বিঘ্ন ঘটে। এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় শ্রীসুভাষ চৌধুরী, ডাঃ নিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমর শঙ্কর দে, শ্রীগোপাল নন্দী, শ্রীচিত্তরঞ্জন সেন, শ্রী বি, ভট্টাচার্য্য, শ্রীপরিতোষ ব্যানার্জী, শ্রীমতী মৃদুলা সিংহ, কৃষ্ণা সিংহা, মমতা সেন, ভারতী দে, শ্রীমতী অর্চ্চনা ঘোষ, শ্রীনরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ চন্দ্র মণ্ডল, শ্রীসলিল বক্সী, শ্রীঅনিল চৌধুরী, শ্রীক্ষুদিরাম পাল, শ্রীঅলক চৌধুরী প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান অধিক রাত্রে ভঙ্গ হয়।

রেলওয়ে ইন্সটিটিউট

রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট প্রাঙ্গণে গত ২৫শে বৈশাখ মাঙ্গলিক সাহিত্যবীথি ও রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের যুগ্ম প্রচেষ্টার বিশেষ সমারোহের সহিত "রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উৎসবানুষ্ঠান" প্রতিপালিত হয়। সহস্রাধিক নরনারী, ছাত্রছাত্রী, সরকারী বেসরকারী কর্ম্মচারীগণ অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যভূষিত করার পর কুমারী মণিকা মিত্র উদ্বোধন সঙ্গীত করেন।

শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী এন, সি, রায় চৌধুরী রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আবৃত্তিতে যোগ দেন শ্রীমান বিভাস ঘোষ, শ্রীমান জয়ন্ত কুমার দাশ, শ্রীমান সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, শ্রীমান নবেন্দু ঘোষ, শ্রীমান বিকাশ ঘোষ, কুমারী শুভ্রা গরাই, কুমারী গায়া দত্ত, ও শ্রীমান চঞ্চল ভট্টাচার্য্য। রবীন্দ্র সঙ্গীত করেন কুমারী পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায়, কুমারী মণিকা মিত্র, কুমারী সুমিতা ঘোষ, কুমারী তৃপ্তি দে ও শ্রীমান গুরুদাস সরকার। হিন্দীতে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীমান তারানন্দ ঝা। বিভিন্ন নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে কুমারী রুমা সরকার, কুমারী শিপ্রা সরকার, কুমারী সন্ধ্যা সরকার, কুমারী পূর্ণিমা সরকার, কুমারী কমলা ব্যানার্জী, কুমারী বিদ্যুৎপর্ণা সেন। যন্ত্র সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন—শ্রীদোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীশিবানী ব্যানার্জী, শ্রীউপেন সেন, শ্রীসরযূ প্রসাদ প্রমুখ।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের দরুণ অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচী কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হয়। অধিক রাত্রে অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচী শেষ হয়।

শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মহাশয় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিতে আসিতে না পারায় তার বার্ত্তায় যে দুঃখ প্রকাশ করেন ও অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন—তাহা সভায় পঠিত হয়। কবির কলিকাতায় বাসভবন জাতীয় স্মৃতি সৌধরূপে সংরক্ষণ এবং কবির রচনাবলির সুলভ সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দুইটি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়।

জেলা গ্রন্থাগার

পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগারে গত ২৫শে, ২৬শে এবং ২৭শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আবৃত্তি ও রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণ হয়। ২৫শে বৈশাখ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ২৬শে বৈশাখ রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এবং ২৭শে বৈশাখ রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা, পুরস্কার বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। শ্রীসুবোধ চন্দ্র বসু, ডেপুটী কমিশনার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং স্বামী হিরন্ময়ানন্দ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্তা বাণী বসু মহাশয়া পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরুলিয়া জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীশান্তি প্রিয় ঘোষ প্রতিযোগিতা সমূহ পরিচালনা করেন।

হুটমুড়া

গত ২৬শে বৈশাখ হুটমুড়া উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পুরুলিয়া জগন্নাথ কিশোর কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং পুরুলিয়ার "বৈতালী সংঘ" রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রবীন্দ্র জয়ন্তী পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীসমরেন্দ্র নাথ ওঝা সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

মাঝিহিড়া বুনিয়াদী বিদ্যালয়

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৯৮ তম জন্ম তিথি উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে দুই দিন ধরিয়া উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়।

২৫শে বৈশাখ প্রভাতে কবিগুরুর "নূতন যুগের ভোরে" গানটী গাহিয়া বৈতালিক হয়। শ্রীযুক্ত চুনারাম মাহাতর পৌরহিত্যে পতাকা উত্তোলনান্তে 'পূর্ব বুনিয়াদী ভবনে' একটী মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানের সূতা কাটা, রবীন্দ্র রচনা পাঠ ও গান বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্য বিকালের অনুষ্ঠানগুলি সম্ভব হয় নাই।

পরদিন সকাল বেলা বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক এবং অতিথিদের একটী সম্মিলিত জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন। হাস্য কৌতুক হইতে দুইটী ছোট নাটিকা প্রদর্শন দ্বারা শিশুরা দর্শকদের আনন্দ পরিবেশন করেন।

রাত্রে মহা সমারোহের সহিত কবিগুরুর "মুকুট" নাটকটী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অভিনয় করিয়া দর্শকদের আনন্দ পরিবেশনের সহিত বিশেষ প্রশংসাও অর্জ্জন করে। নাটকের শেষে সমবেত কণ্ঠে "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গানটি গাওয়া হয় এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জয় ধ্বনিতে মুখরিত করিয়া অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

গড়জয়পুর

২৫শে বৈশাখ রাত্রি ৮ টায় স্থানীয় বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত নির্ম্মল কুমার দাসের সভাপতিত্বে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। গানে ও আবৃত্তিতে সদানন্দ, ডুলু মুকু, হাসি, রামু, নুপুর, তীমু প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করে। মনোরঞ্জন দাশগুপ্তের "রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠের পর বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতি চৌধুরী বক্তৃতা করেন এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। সভা শেষে ছাত্র ছাত্রীদের মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

চিত্তরঞ্জন সাহিত্য মন্দির

মধুতটী চিত্তরঞ্জন সাহিত্য মন্দিরের সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে আন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৯৮ তম জন্মোৎসব সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমর নাথ নন্দী ও শ্রীরূপনারায়ণ মণ্ডল প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার কাব্যালোচনা এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ, সুললিত আবৃত্তি ও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত উপস্থিত সুধীবৃন্দকে তৃপ্তি দান করে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শ্রীমতী গায়ত্রী দাশগুপ্তা ও শ্রীমতী উমা মণ্ডল বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। গ্রন্থাগারের বার্ষিক বিবরণী পাঠের পর পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। পরিশেষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিন কিশোর রায় উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অগ্নি কাণ্ড

গত ২০শে বৈশাখ রাত্রি প্রায় ১২ টার সময় বলরামপুর থানার অন্তর্গত দড়দা গ্রাম নিবাসী লোক সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মী শ্রীবেহারী মাহাতর ঘরে হঠাৎ আগুন লাগিয়া ৩টি ঘর পুড়িয়া যায়। রূপার গহনা আন্দাজ ত্রিশভরী, গরুর গাড়ির চাকা ১ জোড়া, ৫০/ মন ধান, ১০ মন চাল ছাগল ৭টি, সমস্ত বাসন এবং ঘরে যে সমস্ত কাপড়, দলিল পড়চা সহ ছিল সমস্ত পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ঘরে খাবার কিছু মাত্র নাই, পরনে কাপড় নাই। কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করা হইয়াছে।

গড়জয়পুর সংবাদ

১। গন্ধেশ্বরী পূজা

এবার স্থানীয় গন্ধবণিক সমিতি মহাসমারোহে গন্ধেশ্বরী পূজা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে দুইদিন ছৌ নৃত্যের ব্যবস্থা করা হয়। তিন দল ছৌ নৃত্য শিল্পী অপূর্ব্ব নৃত্যপটুতায় দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

২। ভগ্নপ্রায় বিদ্যালয় গৃহ

গড়জয়পুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বোধহয় আগামী বর্ষায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যালয় গৃহটি সংস্কার করা হইয়াছিল। এখন ছাদ দেওয়াল সবই জীর্ণ প্রায়। অতএব অবিলম্বে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন।

৩। বাঁচিব কিরূপে ?

চাউলের উচ্চ মূল্য এ অঞ্চলের লোকের উদ্বেগ ও চিন্তার কারণ হইয়াছে। দুই একমাস পরে টাকা "পইলা" চাউল হইলে লোকে বাঁচিবে কি করিয়া ? এই প্রশ্ন আজ সকলের মুখে। কাজকর্ম্মের অভাবও তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পুরুলিয়া জেলা কর্ত্তৃপক্ষ যদি সময়মত চালের চোরাই চালান বন্ধ করিতেন তবে হয়ত দর অনেক কম থাকিত। বর্ত্তমন অবস্থায় ব্যাপক রিলিফ কাজ প্রয়োজন।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর

ঝালিদা থানার তুলিন হইতে রবীন্দ্র কুণ্ডু প্রতিবাদের প্রত্যুত্তরে লিখিতেছেন—গত ২৯শে বৈশাখের "মুক্তি"তে শ্রীগোলক বিহারী সেন মহাশয় তপোবন সম্পর্কে আমার অভিযোগগুলির প্রত্যুত্তর প্রসঙ্গে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহাতে আসল বিষয়গুলি চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

গোলকবাবু তপোবনকে "তুলিনের গৌরব" বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু গত ১৯৫৭ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে গোলকবাবু তুলিন হরিমন্দিরে তুলিন অঞ্চল উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কিত আলোচনা সভায় তপোবনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে যে সকল বিষোদ্গার করিয়াছিলেন তাহা এত শীঘ্র বিস্মৃত হইয়াছেন কি ? সভায় তিনি কি এই মন্তব্য করেন নাই যে শিক্ষা প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তপোবনের হাতে যে লক্ষাধিক পরিমাণ অর্থ দিয়াছেন তাহার সদ্ব্যয় করালীবাবুর হাত দিয়া হইবে না —সুতরাং করালীবাবুর নিজ ব্যয়ের জন্য ২৫০০০৲ টাকা রাখিয়া বাকী অর্থ তুলিন গ্রাম্য কমিটি গঠন করিয়া তাহার মারফৎ ব্যয় করার ব্যবস্থা করা হউক। কিন্তু সভাস্থ আমরা সকলে গোলকবাবুর এই সামঞ্জস্যহীন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া এই দাবী করি যে তপোবনের টাকা অন্যায়ভাবে যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে তাহার জন্য সকলে মিলিয়া করালীবাবুকে বাধ্য করা হউক যাহাতে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক সাধারণের কমিটীর নিয়ন্ত্রণ মত তিনি চলেন। কিন্তু করালীবাবু আমাদের এই প্রস্তাবে ভ্রুক্ষেপও করেন নাই। বরং আমরা দেখি যে কোনও অজ্ঞাত কারণে গোলকবাবু "বদলে গেল মতটা ছেড়ে

দিলাম পথটা"—এই নীতি অনুসরণ করিয়া রাতারাতি করালীবাবু তথা তপোবনের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

তপোবন "তুই কোঁড়" প্রতিষ্ঠান বলাতে তাঁহার প্রবল আপত্তি আছে। ১৯৩২ সালে তপোবন বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল—তাহা আজ তিনি কাহার ইঙ্গিতে ঢাক পিটাইতে চাহেন। ১৯৩২ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত তপোবনের অস্তিত্ব কোথায় ছিল? তপোবনের তৎকালীন কর্ম্মী ও প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম যাহারা তাহারা আজ তপোবনের বাহিরে কেন? আর তৎকালে যিনি তপোবনের ঘোর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন সেই গোলকবাবু আজ তপোবনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কি কারণে?

তপোবনে কোন্ বিশিষ্ট শিক্ষা প্রণালীতে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে এবং কয়জন গৃহস্থের ছেলে মেয়ে তপোবনে শিক্ষালাভ করে তাহা জানাইবেন কি? তুলিনে অন্য যে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের ছাত্রছাত্রীদের সহিত নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতায় তপোবনের ছাত্রছাত্রীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে পারিবেন কি? অন্য কোনও স্থায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত সরকারী সাহায্যের সহিত তপোবনকে প্রদত্ত সরকারী সাহায্যের কোনও তুলনা চলে না। তপোবনকে সরকারী সাহায্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে ইঙ্গিত করিয়াছি প্রয়োজন হইলে তাহা প্রমাণ করিব।

গোলকবাবু নিজে "মুক্তি" পড়েন কিনা জানিনা—তবে তাঁহাকে ১৪ই বৈশাখের "মুক্তি" পাঠ করিতে অনুরোধ করি। টেণ্ডার আহ্বান করা হয় নাই—এই অভিযোগ কোথায় করিয়াছি? ঠিকা সম্বন্ধে কি কারচুপী হইয়াছে মাত্র তাহাই জানিতে চাহিয়াছি। গোলকবাবু যে ঝালিদা মিউনিসিপ্যালিটীর স্যানিটারী ইন্সপেক্টার ছিলেন এতদিন তাহাই জানিতাম—তিনি যে ওভার সীয়রও ছিলেন তাঁহার পত্রে তাহা প্রথম জানিলাম। এই দুই বিষয়ে কোথা হইতে ট্রেনিং পাইয়া তিনি সার্টিফিকেট পাইয়াছেন এই সঙ্গে তাহাও জানাইলে সুখী হইতাম। তিনি যে বিনা পারিশ্রমিকে তপোবনের কাজ কর্ম্ম দেখা শোনা করিতেছেন তাহা নিঃসন্দেহে তাঁহার মহত্বের পরিচায়ক। তবে আমরা যতটুকু সংবাদ রাখি তাহাতে কোন নিরপেক্ষ তদন্ত হইলে তিনি যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন তাহা প্রমাণ করিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি।

আমি অতি সাধারণ স্তরের কর্ম্মী—দেশসেবা বা ত্যাগের বিরাট কোনও ঐতিহ্য আমার নাই। তবে ১৯৩০ সালে যখন সমগ্র তুলিন আইন অমান্য আন্দোলনে মাতিয়া উঠে তখন এই গোলকবাবুই ঝালিদা থানার দারোগার সংযোগিতায় আন্দোলন দমাইতে ব্যস্ত ছিলেন। যেদিন আমরা আইন অমান্য আন্দোলনে যুক্ত হইয়া গ্রেপ্তার হই—সেদিনও গোলকবাবু আমাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টাই করিয়াছিলেন। গোলকবাবু তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ভাগই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণই করিয়া আসিয়াছেন—সুতরাং তাঁহার নিকট দেশ সেবার সার্টিফিকেট আমরা প্রত্যাশা করি না এবং প্রয়োজনও নাই।

আমি কোনও ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশে লিখিয়াছি ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তপোবন কমিটী স্থানীয় আত্মাভাজন লোক লইয়া গঠিত হউক এবং কলুষমুক্ত হইয়া সাধারণের শিক্ষা প্রসারে সহায়ক হউক ইহাই ছিল আমার বক্তব্য। এবং আমি জোরের সহিত বলিতে পারি আমার এই দাবী যে তুলিনের জনসাধারণের অন্তরের দাবী তাহা যে কোনও নিরপেক্ষ তদন্তের দ্বারা প্রমাণিত হইবে।

—*—

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

আলোচনায় কর্ম্মীদের অংশ গ্রহণ

শ্রীপদক মাহাতর বক্তৃতা

বরাবাজার থানার শ্রীপদক চন্দ্র মাহাত বহিষ্কৃত এম, এল, এ দের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে একটি গভীর ষড়যন্ত্রের ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, গত ডিসেম্বরের শেষ দিকে শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাতর বাড়ীতে সাগরবাবু, শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত ও শ্রীভীম চন্দ্র মাহাতর উদ্যোগে কিছু বিশিষ্ট কর্ম্মীদের লইয়া এক গোপন বৈঠক হয়। এই বৈঠকে শ্রীপদক মাহাত, শ্রীবাউল মাহাত, শ্রীবঁকু মাহাত, শ্রীহীরু সিং প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করা হয়। উদ্যোক্তাগণের মুখপাত্র হিসাবে সাগরবাবু মূল বক্তা ছিলেন—বাকী দুজনও তাঁহাকে সহায়তায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় ছিল এই যে—সংঘের বর্ত্তমান রূপে কোনো ফল নাই—ইহাকে ত্যাগ করিতে হইবে এবং মাহাত সম্প্রদায় সংঘে অধিকাংশ—আমরা অন্য সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের অধীনে চলিব কেন? সাগর বাবু বলেন যে তিনি বাংলার সহিত মানভূমের অন্তর্ভুক্তি বিরোধী ছিলেন—কিন্তু তখন লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া কিছু হইবার ছিল না—সেজন্য তিনি সংঘ অনুসরণ করিয়া চলেন এই জন্য যে—ঐ ভাবেই তিনি সংঘের শক্তিতে রাজনৈতিক সুযোগ পাইতে পারিবেন। এখন নির্ব্বাচনের পর আমরা আমাদের আকাঙ্খা মত কাজ করিতে পারিব—অন্য সম্প্রদায়ের অধীনে চলিব না। সাগরবাবুরা সংঘের নামে, সংঘের সচিবের নামে বহু দোষারোপ করেন—কিন্তু অপর কর্ম্মীদের বিতর্কের সামনে তাঁহারা সমুচিত জবাব দিতে অক্ষম হন। এই ঘটনার পরই কর্ম্মীরা দ্রুত আসিয়া সংঘ সচিবদের জানান যে, সংঘে ঐ তিনজন এম, এল, এ সংঘের আদর্শ বিরোধী কাজ করিতে উদ্যত—এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবে পরিচালিত হইতেছেন। বহিষ্কৃত সদস্যেরা অবশেষে জনকতক কর্ম্মীর ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন। (সমগ্র কর্ম্মী সমাজের ভিতরে ৫ ৬ জন কর্ম্মী মাত্র এইভাবে বিপথগামী হয়) কর্ম্মীরা চারিদিক হইতে ইঁহাদের উপযুক্ত জবাব দিতে থাকেন। এবং ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য ইহারা কর্ম্মীদের কাছ হইতে চারিদিকে ধিক্কৃত হইতে থাকেন। অবশেষে শ্রীপদক মাহাত বলেন যে, আমরা যাহারা ইঁহাদের মুখোস খুলিয়া দিয়াছি—তাহারা আজ উঁহাদের কাছে বিশ্বাসঘাতক অথ্যা পাইয়াছি এবং আমাদের নামেও উঁহারা বহু মিথ্যা অপপ্রচার চালাইতেছেন—ইহা দ্বারা বুঝিতেছি—ইহারা কত অসত্য কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীহীরু সিংএর বক্তৃতা

শ্রীহীরু সিং বক্তৃতা প্রসঙ্গে গত ডিসেম্বরে বলরডির এক মিটিংএর শেষে শ্রীভীমচন্দ্র মাহাতরা যে গোপন পরামর্শ প্রভৃতি করিয়া কর্ম্মীদের প্ররোচিত করিতে থাকেন—তাহার বর্ণনা দেন। শ্রীভীম মাহাত বলেন যে, "নিজের ঘর প্রথম, তারপর গ্রাম, তারপর জাত—।" শ্রীহীরু সিং বলেন যে, শ্রীভীম মাহাতরা কর্ম্মীদের প্ররোচিত করার জন্য বলেন যে, আর সংঘকে তাঁহারা টাকা পয়সা দিবেন না—যে কর্ম্মীরা উঁহাদিগকে সাহায্য করিবে—তাহারাই সেই টাকার অংশ পাইবে। শ্রীহীরু সিং বলেন—কর্ম্মীদের কাছে এই লোভ দেখানর জন্য শ্রীপদক মাহাত, শ্রীহীরু সিং প্রভৃতি কর্ম্মীরা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন যে, কর্ম্মিদের নিকট তাহারা এইভাবে বলিতেও সাহস করে। সিন্দরীতে বৈঠক হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীহীরু সিং সংঘের বিশিষ্ট ঐ কর্ম্মিদের ভিতরে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখিয়া সকলকে সজাগ করিয়া তোলেন এবং কর্ম্মিরা মনে করিতে থাকেন—ইহাদের মত লোকের সংঘে না থাকাই বাঞ্ছনীয়। শ্রীহীরু সিং বলেন যে, সংঘ ছাড়িবার অজুহাত স্বরূপ উঁহারা সংঘের নামে, সংঘের সচিবের নামে বহু কিছু অপবাদ দিয়াছেন। পরে দেখা গেল সেগুলি সমস্তই ভিত্তিহীন। শ্রীহীরু সিং সিন্দরীর গোপন বৈঠক সম্বন্ধে শ্রীপদক মাহাতর উক্তি সমর্থন করেন।

শ্রীবাউলচন্দ্র মাহাতর বক্তৃতা

শ্রীবাউলচন্দ্র মাহাত বলেন যে, বহিষ্কৃত এম, এল, এরা সংঘের নেতৃত্বের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করেন। এবং বলেন যে, শ্রীপদক মাহাত ও শ্রীহীরু সিং যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন—তাহা সবই ঠিক।

শ্রীভজহরি মাহাতর বক্তৃতা

শ্রীভজহরি মাহাত এই সম্পর্কে এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীভজহরি মাহাত সমস্ত ঘটনাবলীর সহিত আগাগোড়া পরিচিত ছিলেন—এ বিষয়ে বিচারক মণ্ডলীর অন্যতম রূপে বিচার করিয়াছেন—পরিষদের সদস্যরূপে পরিষদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বন্ধুরূপে উক্ত সদস্যদিগকে ভ্রান্ত পথ হইতে মুক্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেজন্য ভজহরি বাবু নিজ অভিজ্ঞতাসমূহ হইতে এবং ঘটনা ধারা হইতে বহুবিধ বিষয় আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সংঘের কার্য্যনির্ব্বাহক রূপে যে সচিবেরা কাজ করিয়া চলিতেছেন—তাহাদের বিরুদ্ধে বহু দোষারোপ করিয়া—কর্মিদের মন ভাঙ্গাইতে উহারা চেষ্টা করেন। উহারা ভজহরি বাবুকে বুঝাইতে থাকেন যে সংঘ বা সচিব

ভজহরি বাবুর প্রতি কত অবিচার করিয়াছে। ভজহরি বাবু উহাদের অপপ্রচারের অসারতা দেখাইয়া দিয়া বুঝাইয়া দেন যে, সংঘ তাঁহাকে সম্মান, গৌরব এবং উন্নত শিক্ষা দিয়া উন্নত করিয়াছে—সেজন্য তিনি কৃতজ্ঞ—সংঘ তাহাকে বহুবিধ সুযোগ দিয়াছে—সংঘ কখনো তাঁহার কোনো ক্ষতি করে নাই বা ক্ষতি করিতে চেষ্টাও করে নাই।

শ্রীভজহরি মাহাত উক্ত এম, এল, এ দের বলেন যে, উক্ত এম, এল, এ রাই কর্মে অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন—নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে ঘোরাফেরার দিকে সংঘের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়াছেন—সংঘের নীতি আদর্শ সব সময় ঠিক রাখিয়া চলিতে অপারগ হইয়াছেন। জনসেবার কাজের দায়িত্ব লইয়া যদি তাহা পালন না করা হয়—তবে সংঘের কাজ চালাইবার দায়িত্ব যাহাদের উপর সেই সচিবেরা যদি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়াছেন—তাহা লোক সেবক সংঘের সচিবদেরই উপযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীভজহরি মাহাত বলেন যে, আমি উহাদিগকে বলি যে, তোমরা মাহাত সম্প্রদায় হিসাবে কাজ গড়িয়া তুলিতে দুঃসাহসী হইতেছ—কিন্তু আমরা তোমাদিগকে মাহাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরূপে কাজের অধিকার দিই নাই—কেহই দেয় নাই—তোমরা অনধিকার আচরণ করিতেছ। যদি তোমরা বল যে, মাহাত সম্প্রদায়ের শক্তিতে কাজ চালাইবে—তাহা হইলে আমাকে দেখাও—যে শুধু তোমাদের শক্তিতে, শুধু মাহাত সমাজের শক্তিতে তোমরা কি কল্যাণ করিতে পার—? তাহার যদি শক্তি থাকে তোমাদের তবে না হয় আমাদিগকে পিছনে ডাকিবারও তোমাদের অধিকার আছে। কিন্তু আমরা জানি—তোমাদের সে ক্ষমতা কোনো কিছু নাই। মাহাত সম্প্রদায়ের বহু বিধ কল্যাণ যাহা কিছু হইয়াছে—তাহার জন্য যে পরিচালন শক্তির গৌরব তাহার বহু কিছুই অ-মাহাত সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই। তাঁহাদের যদি এই সংকীর্ণ দৃষ্টি থাকিত—তবে মাহাত সম্প্রদায়ের এই অধিকার সমূহ, এই সুযোগ সমূহ, এই কল্যাণ সমূহ কখন হইত না। কোনো এক সম্প্রদায় সংকীর্ণ বুদ্ধিতে বাঁচিতে পারিবে না—ঐ সব রাস্তা পরিহার কর।

ভজহরি বাবু বলেন যে, আমি উহাদের বলি যে, তোমরা যাহাদের উপর দোষারোপ করিতেছ—আজ তাহাদেরই সেবা ও সাহায্যে কি মাহাত সমাজের নিপীড়িত নিগৃহীত ব্যক্তিরা বল ও অধিকার পায় নাই? বান্দোয়ানে যে দিন বিরোধীরা বন্দুক উঁচাইয়া আমাদের জীবন বিপন্ন করিতে আসিল—তখন আমাদের রক্ষা ও পরিচালনার পুরোভাগে—অ-মাহাত কর্ম্মীদিগকে কি আমরা দেখি নাই? তখন তোমাদিগকেই দেখি নাই। —বান্দোয়ানে গোলযোগ আসন্ন দেখিয়া তোমাদিগকেও ডাকিয়াছিলাম—তোমরা আস নাই—আর যাহাদিগকে মিথ্যা অপবাদ দিতেছ—তাহারাই সেদিন আসিয়া আমাদের পাশে দাঁড়াইয়াছে। সেজন্য আমি তোমাদিগকে বলি—এসব সংকীর্ণতা ছাড়—সকলে যেমন ভাই ভাই কাজ করিতেছি—সেই ভাবে কাজ কর।

শ্রীভজহরি মাহাত বলেন যে, উহারা আমাদের কাছে বলিতে থাকে যে, অরুণ বাবুদের একনায়কত্ব আমরা সহ্য করিব কেন? আমি তাহাতে জানাই যে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা, আমরা কর্ম্মীরা যাহাতে বৃহত্তর কর্মের পরিচালনায় উপযুক্ত হইয়া উঠি, সেজন্য অরুণদা পরিষদে বারম্বার প্রস্তাব দিয়াছেন যে, তোমরা সচিব হও, তোমরা পরিচালক হও—আমরা সঙ্গে থাকিয়া কাজ শিখাইয়া যাইব। এবিষয়ে অরুণদা আমাদিগকে কাজের ভার লইতে কত বুঝাইয়াছেন। কিন্তু এই দায়িত্ব ঘাড়ে লইবার সাহস তোমাদের কাহারও হয় নাই। এখন এই একনায়কত্বের মিথ্যা কাহিনী তৈরী করিয়া কি লাভ?

শ্রীভজহরি মাহাত বিগত নির্ব্বাচনে সংঘের সদস্য মনোনয়ন ব্যাপারের দুএকটি বিষয় তুলিয়া বলেন যে, শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত প্রভৃতিকে গত নির্ব্বাচনে সংঘ সদস্যরূপে দাঁড় করাইতে বহু কর্ম্মীর ইচ্ছা ছিল না—কতকগুলি বিশেষ পারিস্থিতির জন্য উহারা নির্ব্বাচিত হন। তাহার ফল আমাদিগকে আজ ভুগিতে হইতেছে। আমাদের সামাজিক কাজের মধ্যেও সাগর বাবু সত্যকিঙ্কর বাবু—বরাবর বহু বাধা দিয়াছেন—তাহা কর্ম্মীরা জানেন। সেজন্য আজ আমরা সকলেই উপলব্ধি করিতেছি যে, উহারা চলিয়া যাওয়ায় আমাদের সংঘ তথা আমাদের কর্ম্মী জীবনের পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছে। ইহাতে আমরা আমাদের দিক হইতে আমাদের সমাজেরও সত্যকার কল্যাণ করিতে পারিব।

ভজহরি বাবু বলেন যে, কর্ত্তব্য বোধে আমরা উহাদিগকে বাহিষ্কার করিয়াছি। ইহাতে সংঘ অধিকতর পরিশুদ্ধ হইয়াছে। আমাদের ঘনিষ্ঠ সংকর্ম্মী হওয়া সত্ত্বেও আমরা আমাদের কঠোর দায়িত্ব পালন করিয়াছি। সত্য ন্যায়ের প্রতি আমাদের অটল মনোভাব, আমাদের দৃঢ়তা ও দায়িত্ব বোধ যদি থাকে—তাহা হইলে কত সাগর-নদী বহিয়া গেলেও, আমাদের অগ্রগতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না। (ক্রমশঃ)

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—•—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
২০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫—২৬শে মে ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

কাঁশবহাল সম্মেলনের আরো সংবাদ

সংঘের পুনর্গঠন পরিকল্পনা

দেশের অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠনই আজ মহান কাজ

আত্মবলে, স্বাবলম্বন শক্তিতে জনগণের আর্থিক জীবনকে গড়িবার লক্ষ্যে সংঘ পরিকল্পনাসমূহ

বর্ষাকালীন কর্ম্মধারা ও বর্ষাপরবর্ত্তী কর্ম্মধারাসমূহ গ্রহণ

সম্মেলনের সহিত অনুষ্ঠিত জনসভায় বান্দোয়ানে স্বৈরশাসনের নগ্নমূর্ত্তিসমূহের প্রকাশ

সংঘের বহিস্কৃত এম, এল, এদের অপকীর্ত্তি বিষয়ে আরো তথ্য প্রকাশ

সম্মেলনের আহ্বান আজ কর্ম্মীদের অপরাজেয় আত্মশক্তিচাই

বিদেশীর হাত হইতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর—আমরা মনে করি—আমাদের সামনে মহান যে কর্ম সমূহের আহ্বান রহিয়াছে—তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের জনগণের সার্ব্বজনীন রাষ্ট্রীয় অধিকারের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যে গঠন কর্ম, যে সংগ্রাম, যে আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষার প্রসারের তপস্যা আমাদের জন্য রহিয়াছে তাহার সহিত আজ আমাদের অন্যতম মহান কর্ম-দায়িত্ব রহিয়াছে—জনগণের অর্থনৈতিক জীবনের সংগঠন। দুর্গত, বুভুক্ষু, অত্যাচারিত, শোষিত জনগণের দুর্গত আর্থিক জীবন ধারাকে আজ মানুষের জীবনের ধারায় রূপান্তরিত করিতে হইবে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—দেশের অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণ হইতেছে—কৃষি। কৃষি জীবনের

আশু ও দ্রুত কল্যাণের কর্মকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টা সমূহকে তরান্বিত করিতে হইবে। সে জন্য আজ জনগণের আত্মশক্তিতে, স্বাবলম্বন শক্তি সহায়তায়, বিরাট সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়, প্রচণ্ড কর্মের উদ্দীপনায় দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে, দেশের কৃষি শক্তিকে গড়িতে হইবে। কৃষির কথা ভাবিতে হইবে—কৃষি উন্নতির ভাবনায় আজ তন্ময় হইতে হইবে—পুঁজিহীন, সম্পদহীন অগণিত জনসাধারণের কৃষি জীবনকে সর্বপ্রকার শোষণ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও—কি ভাবে গড়িতে পারা যায় তাহার কর্ম্মপরিকল্পনা করিতে হইবে। এবং নব নব পরিকল্পনার মধ্য দিয়া দেশের জনশক্তিকে, দেশের কর্ম্মোদ্যমকে, দেশের প্রাণ শক্তিকে উৎসারিত করিতে হইবে। সংঘের এই সম্মেলন কর্ম্মিদিগকে এই মহান দায়িত্ব তুলিয়া লইতে আহ্বান দিয়াছে। দেশের সংগঠিত শাসনশক্তি যখন স্বৈরাচারের নামান্তর মাত্র—দেশের সরকারই যখন জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতির শত্রু—দেশের চারিদিকে যখন নৈরাশ্যের অন্ধকার—তখনও আজ কর্ম্মিদিগকে আত্মবলে—অপরাজেয় প্রাণ শক্তির প্রেরণায় আগাইয়া চলিতে হইবে ইহাই সম্মেলনের মন্ত্র ছিল।

সেজন্য আজ দেশের ব্যাপক ক্ষেত্রের জনগণকে নূতন ভাবধারায় উজ্জীবিত করিতে, দেশের ব্যাপক জনগণের কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করিতে এই সম্মেলনে লোক সেবক সংঘ বর্ষাকালীন কর্মধারা ও বর্ষাপরবর্তী কর্মতালিকা গ্রহণ করিয়াছে। সম্মেলনে শ্রমনিয়োগের এক সম্মিলিত কর্মতালিকা গ্রহণ করিয়া সংঘ কর্ম্মীদের অন্তরে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। জনশক্তিতে সেচ পরিকল্পনা সমূহের প্রচার সংঘের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মতালিকা। সম্মেলনে এবিষয়েও সংঘের ভবিষ্যৎ কর্মধারা ও বর্ত্তমান পরীক্ষা সমূহের আলোচনা হয়। এই সকলের মহান প্রয়োজনীয়তা আজও উপযুক্ত ভাবে উপলব্ধ না হইলেও—একদিন এই সকলের গভীর উপযোগিতা উপলব্ধ হইবেই—ইহা সংঘ মনে করে। সংঘের সামনে এইরূপ বহুবিধ যে কর্মপরিকল্পনা সমূহ রহিয়াছে সেইগুলি ব্রতরূপে লইয়া আজ কর্ম্মীদের এই পথে নিষ্ঠার সহিত কর্ম্ম করিয়া দেশের অন্তরকে জয় করিতে হইবে—ইহাই ছিল—সম্মেলনের মূল বাণী।

বহিস্কৃত সদস্যদের বিষয়ে সম্মেলনে আরো বক্তৃতা

সংঘের বহিস্কৃত সদস্যদের বিষয়ে আলোচনা সংঘের আলোচ্য বিষয় সমূহের অন্যতম ছিল। ইহাও এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। বিগত সংখ্যায় এই আলোচনার এক বড় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী অংশটা এইখানে দেওয়া হইতেছে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিবসে (৪ঠা মে ১৯৫৮ তারিখে) সন্ধ্যার পর যে অধিবেশন হয়—তাহাতে প্রথমে এই বিষয়ের অসমাপ্ত আলোচনা আরম্ভ হয়। এই দিন যাহারা বক্তৃতা দেন তাহাদের বক্তব্যের বিবরণ এই :—

শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাতর বক্তৃতা

বহিস্কৃত চারিজন সদস্যকে কেন বাহির করিয়া দেওয়া হইল এবং সে বিষয়ে যে সকল যুক্তি রহিয়াছে—তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত বলেন যে, ঐ সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হওয়ার পর হইতেই বিশেষ উদ্দেশ্য সংঘের নির্দ্ধারিত কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিতে ত্রুটি করিতে থাকেন। সংঘের সদস্যগণ যে সকল নির্ব্বাচন ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—সেই সকল নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে ঘুরিবার সুযোগ পাইলেই ঘুরিবার জন্য সদস্যদিগকে কর্মতালিকা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; সদস্যদিগের মধ্যে কয়েকজন শুধু যে ঘুরিবার বিষয়ে ত্রুটি করিতেছিলেন তাহাই নয়—ঘুরিবার কর্ম্মপন্থার প্রতি বা ঘুরিবার নির্দ্দেশের প্রতি বিরূপ মনোভাবও প্রকাশ করিতেছিলেন। শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত তাহাদের এই আচরণের প্রতি কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, বহু পূর্ব হইতেই

(৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

১২ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

জেমসেদপুরে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

লৌহ নগরী জেমসেদপুরে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে সম্প্রতি পরিস্থিতি গুরুতর অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। ধর্মঘট ও তাহার জের স্বরূপ যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা যেন একটা যুদ্ধকালীন পারিস্থিতি—ব্যাপার দেখিয়া ইহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

জেমসেদপুরে টাটা কোম্পানী কর্তৃক স্বীকৃত একটী পুরাতন শ্রমিক সংঘ আছে তাহা 'নিখিল ভারত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের' (আই, এন, টি, ইউ, সি) সহিত যুক্ত। এই শ্রমিক সংঘটী প্রধানতঃ কংগ্রেসী বা কংগ্রেস সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত। সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট বা কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত শ্রমিকদের লইয়া আর একটি মজদুর সংঘ 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের (এ,আই,টি,ইউ,সি) সহিত যুক্ত হইয়া টাটা কোম্পানী কর্তৃক স্বীকৃতির দাবী জানায়। ইহা ছাড়াও শ্রমিকদের আরও কতকগুলি সাধারণ দাবী জানাইয়া জেমসেদপুরে শ্রমিকদের এক দিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়। এই প্রতীক ধর্ম্মঘটের প্রাক্কালে সরকারী তরফ হইতে সভা সমিতি, জমায়েত প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া কর্তৃপক্ষ জেমসেদপুরে বহু স্থানে ১৪৪ ধারা জারী করেন। এই ধর্মঘটের জের স্বরূপ কিছু শ্রমিকদের উপর কোম্পানী হইতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। ইহার প্রতিক্রিয়ায় শ্রমিকরা অবস্থান ধর্মঘট সুরু করে। এই পটভূমিকাতেই অশান্তির সূত্রপাত হয়। কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতেবলা হয় বেআইনীভাবে ধর্মঘট করা হইয়াছে, শ্রমিকেরা শান্তিভঙ্গ করে, পুলিশের উপর আক্রমণ করে ঢিল পাটকিল তো সামান্য কথা লুঠপাট করে ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলে সশস্ত্র পুলিশের অভিযান, গ্রেপ্তার, গুলি, এমন কি কার্ফু (সান্ধ্য আইন) জারি করিয়া অবস্থা আয়ত্তে অর্থাৎ শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার জন্য সৈন্যবাহিনীও তলব করা হয়।

অবস্থা ইহাতেও শান্ত হয় না। সম্প্রতি জেমসেদপুরের বিখ্যাত বাজার শাকচী বাজারটী রাত্রি বেলা অগ্নিদাহে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ যে ইহা ধর্ম্মঘটীদেরই কাজ।

এই দশ বৎসর স্বাধীনতার পরবর্ত্তী কংগ্রেস শাসনের পরেও আজ দেশে সর্বক্ষেত্রেই অসন্তোষ প্রবল শুধুই নয়—বাড়িয়াই চলিয়াছে। জনসাধারণই হোক বা শ্রমিকই হোক একটা কথা স্বীকার্য্য এই অসন্তোষের মূল কারণ তাহাদের অন্ন বস্ত্রের দাবী, ক্রমবর্দ্ধমান অভাবের প্রতিকারের দাবী। ভারতবর্ষের জনসাধারণ দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামের এই কংগ্রেসী নেতাদের নেতৃত্বেই অন্যায় অবিচার এবং তাহাদের ন্যায্য দাবীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সক্রিয়, সচেতন এবং সংঘবদ্ধ হইতে শিখিয়াছে। আজ তাহাদেরই রাজত্বে যদি তাহাদের ন্যায্য দাবী উপেক্ষিতই শুধু নয়, দাবী করাটাও যদি অন্যায় মনে করা হয় তাহা হইলে তাহারা আন্দোলন করিবে, বিক্ষোভ প্রকাশ করিবে ইহা স্বাভাবিক। এবং ইহার ফলে যদি হিংসাও কোথাও হয় তবে অবশ্যই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে—কিন্তু তাহা নিবারণের জন্য প্রথমেই তোপ দাগিবার ব্যবস্থা না করিয়া তাহার মূল কারণগুলির সম্বন্ধে প্রথমে অবহিত হওয়াটাই উচিত, বুদ্ধি সঙ্গত ও যুক্তি সঙ্গত।

সরকারের একটা বড় যুক্তি এই যে—শান্তিপূর্ণ ভাবে কিছু করিলে আপত্তি নাই এবং তাহারা যেখানে যাহা কিছু করেন তাহা কেবল জনগণ যখন কংগ্রেসের পবিত্র অহিংসার নীতি ভুলিয়া অকংগ্রেসী হিংসার নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে তখনই। কোন জায়গায় সম্পূর্ণ অহিংস থাকিয়া কিছু আরম্ভ করিতে গেলেও কর্তৃপক্ষ পাছে হিংসা হয় সে জন্য প্রথমেই ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সমস্ত কিছুই বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখিয়াছি এবং এখনও দেখিতেছি যে কংগ্রেসী স্বার্থে সরকারী উদ্যোগে লুঠতরাজ এবং সর্বপ্রকার

হিংসার আশ্রয় ও প্রশ্রয়টা নৈষ্টিক বৈফবিক আচরণ আর অন্তপক্ষে সামাজ দাবীর অহিংস উপায়ে বিনীত প্রকাশ বা প্রকাশের সম্ভাবনাও ১৪৪, কাঁদুনী গ্যাস, গুলি ও গ্রেপ্তারের যুক্তি সঙ্গত স্বীকার। এই জেমসেদপুরেই সরকার সীমা কমিশনের সময় বা সেই সমস্যা উপলক্ষ্যে এই শ্রমিকদেরই মারপিট, লুণ্ঠন প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যবস্থিত, দীক্ষিত, সুসংবদ্ধ ও নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আজ যদি স্রষ্টার অনুসরণে সৃষ্টি যায়—তবে তাহাদের উপর সরকার অকরুণ কেন?

আমরা কোন হিংসার সমর্থন করিতেছি না—কেবল যাহা হইয়া চলিয়াছে তাহা একটু বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। জেমসেদপুরে অনেক ধর্মঘটই আমরা দেখিয়াছি। শান্তিপূর্ণ অশান্তিপূর্ণ বহু প্রকার। সর্ব্বক্ষেত্রেই এই প্রশ্ন দেখা গিয়াছে যে অশান্তি বা হিংসাপূর্ণ কাজটা যেটা আরম্ভ হয় সেটা ধর্মঘটীদের দ্বারা না ধর্মঘট ভাঙিবার জন্য সরকারী দমন নীতি প্রয়োগ করিবার যুক্তি স্বরূপ কোম্পানীর ভাড়াটে গুণ্ডাদের দ্বারা!! একবার গুলি চালাইবার সুযোগ বা অজুহাত সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহার স্বাভাবিক বিবর্তন হিসাবে স্বাভাবিক ভাবেই উৎপীড়িত ও উত্তেজিত জনগণের দ্বারাই দমনের এবং চূড়ান্ত দমনের বৃত্তাকার ক্ষেত্রের প্রস্তুতির জন্য আর চিন্তা করিতে হয় না। 'ডিমরেলাইজ' করিবার ব্যাপারটা সোজা ও সরল হইয়া উঠে।

কোন ক্ষেত্রে ইহা কতদূর হয় বা এই ক্ষেত্রেই তাহা হইয়াছে কিনা তাহা আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি না—তবে সাধারণ ধারার যাহা পরিচয় আমরা তাহাই বলিলাম।

যাহা হউক এই সমস্ত ব্যাপারে বর্ত্তমানে সরকারী এবং পুঁজিপতি গোষ্ঠির সর্ব্বোচ্চ আওয়াজ হইতেছে যে, কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি তাহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে লোকগুলিকে ক্ষেপাইয়া এই সব কাণ্ড করিতেছে। পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানের ক্ষতি হইতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার খুব বেশী বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নাই—শুধু একটা ব্যাপার সমস্ত ভারতবর্ষে যাহা দেখিতেছি তাহা এই যে—বর্ত্তমান কংগ্রেসী পরিচালকরা সরকারী ক্ষেত্রেই হোক বা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক সমস্ত বুদ্ধি বিসর্জন দিয়া দেউলিয়া হইয়া চলিয়াছেন। কোন কোন দল যদি আর সব কাজ ছাড়িয়া লোকগুলিকে ক্ষেপাইবারই কাজই লইয়া থাকে তবে তাহার জন্য তো তোমরাই দায়ী? একবার অন্তর্দৃষ্টিপাত করিয়া—নাসিকাগ্রে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া একবার ধ্যানস্থ হও দেখিবে—দিনের পর দিন ক্ষেত্র তোমরাই প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছ—দেশের লোককে ক্ষ্যাপাইবার জন্য বিরোধী দলের চেষ্টা করিবার দরকার হয় না। সুদূর দিল্লী হইতে আরম্ভ করিয়া দূরতম গ্রাম পর্য্যন্ত তোমাদের ব্যবস্থা যাহা চলিতেছে তাহাতে তোমরাই ক্ষেপাইবার ক্ষেত্রই ক্রমবর্দ্ধমানভাবে তৈরী করিয়া চলিয়াছ। রাশিয়ার সম্রাট জার অথবা ফ্রান্সের সম্রাট লুইই লেনিন ও বলশেভিক পার্টি অথবা ভ্যাণ্টন-মারাট রবস্পিয়ার তথা জ্যাকোবিনসদের তৈরী করিয়াছিলেন। হে ভারতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সম্রাটগণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এই ডায়লেকটীক্সকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিও।

বেতিয়ায় নরমেধ

বিহারের চম্পারণ জেলার বেতিয়া উদ্বাস্তু শিবিরে ক্ষুদ্র সংস্করণের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল। নৃশংসতা ও হৃদয়হীনতার দিক হইতে এই ঘটনার দ্বারা বিহার সরকার তথা বিহার পুলিশের ওডায়ারী মনোবৃত্তিই প্রকাশ পাইয়াছে। এই নিরস্ত্র ও শান্তিপ্রিয় উদ্বাস্তুগণের উপর গুলীকাণ্ডের পশ্চাতে সমগ্র পুনর্ব্বাসন নীতিকে বানচাল করিবার সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রহিয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়।

গত বৎসর বেতিয়ার উদ্বাস্তু শিবিরের নানা বিশৃঙ্খলা, নির্য্যাতন ও অবহেলায় উদ্বাস্তু হইয়া উদ্বাস্তুগণ বাংলায় ফিরিয়া যান—এবং পশ্চিমবঙ্গে পুনর্ব্বাসনের দাবীতে প্রবল আন্দোলন করেন। সেই সময় সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধভাবে পুনর্ব্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়া কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেতিয়া শিবিরের উদ্বাস্তুগণকে বেতিয়া ফিরিয়া যাইতে সম্মত করান। উদ্বাস্তুরা বেতিয়া শিবিরে ফিরিয়া আসিলেও সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনের কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। ফলে উদ্বাস্তুগণ সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত করায় পুলিশের গুলিতে উদ্বাস্তুগণকে শায়েস্তা করিবার নীতি বিহার সরকার গ্রহণ করেন।

বেতিয়ার নরমেধ বিহার সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন নীতির প্রকৃতরূপ জগতের সম্মুখে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে।

বান্দোয়ানে পুলিশের আইনরক্ষার ধারা

দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু অপকীর্ত্তি

বাংলাপুলিশ বিহারপুলিশেরইধারাবজায়রাখিয়াচলিয়াছে

পুলিশের অনুচর কংগ্রেসী ব্যক্তির খুনের ব্যাপারে পুলিশের আচরণ কেমন হয় তার দৃষ্টান্ত আর অন্যদিকে লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীর ওপর কিভাবে আইন প্রয়োগ হয় তার নমুনা

সংঘের সচিব লিখিত দুইখানি পত্রে তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

বেআইনী কার্য্যের সহিত মর্ম্মন্তুদ অমানুষিকতার নিদর্শন

বিগত ১৬ই মে লোক সেবক সংঘের সচিব বান্দোয়ান হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশকে এক সঙ্গে দুইখানি পত্র দেন। তাহা হইতে বান্দোয়ানে পুলিশের কর্ম্মধার প্রকাশিত হইবে। পুলিশ সাহেব সচিবকে জানাইয়াছেন—এ বিষয়ে তিনি কি করিতেছেন তাহা পরে জানাইতেছেন। বান্দোয়ানে পুলিশের বহু অপকীর্ত্তি সংগঠিত হইয়াছে। এবং পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষকে ঐ সকল বহু বিষয়ে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে—উচ্চ পদস্থ অফিসার দ্বারা ঐ সদলের তদন্তও হইয়াছে। সংঘের সচিব জানাইয়াছেন যে, বান্দোয়ানের পুলিশের অপকীর্ত্তি সমূহের এবং উচ্চপদস্থ কর্ত্তৃপক্ষের তদন্তের ধারা সমূহের বিষয়ে এখন প্রকাশ্য আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তিনি এ বিষয়ে ক্রমশঃ আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং এই দুইটি বিষয়ে কিরূপ তদন্ত হয়—তাহাও তিনি যথাসময়ে জনসাধারণকে জানাইবেন বলিয়া জ্ঞাত করিয়াছেন।

১ম চিঠি

বান্দোয়ান
১৬।৫।৪৮

শ্রীযুক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পুরুলিয়া সমীপে,

সবিনয় নিবেদন,

আমি আজ বান্দোয়ান এসেছি। এখানে এসে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিবরণ জেনেছি—আপনাকে তার কথা জানাই। এবং এর সঙ্গে এই ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশের নিরতিশয় অবাঞ্ছিত আচরণের কথাও জানাই।

বান্দোয়ানের টোলা বহড়াঘুটুতে এই ঘটনা ঘটে—গত ১৩ই মে মঙ্গলবার।

শ্রীরবি মাঝি ঐ টোলার বাসিন্দা। তার উপর মারপিট হয়—ফলে রবি মাঝি মারা যায়। মারে ঐ টোলার শ্রীশ্যাম মাঝি।

এখানে আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল মনে করি যে শ্রীরবি মাঝি ১৯৪২এর আন্দোলনে আমাদের সহকর্ম্মীরূপে জেল গেছল এবং ৩।৪ বছর জেলে ছিল। এবং এ পর্য্যন্ত বরাবর আমাদের সহায়ক ছিল। আর শ্রীশ্যাম মাঝি বিহার সরকারের অধীনে হিন্দী প্রচারের সহায়ক এবং জেলার জীবনে এক উপদ্রবকারী ছিল। এই শ্যাম ওদের মাঝি জাতের একজন মোড়ল এবং সেই কারণে বিহার সরকারের আমলে সরকার ও পুলিশের একজন দালাল শ্রেণীর ছিল। এবং এখনো বর্তমান সরকারের অধীনে পুলিশের অনুচর রূপেই কাজ করছিল। লোক ভাল ছিল না বলে নিজের টোলায় একঘরে হয়েছিল উপদ্রবকারী বলে কেউ পছন্দ করত না। ওর অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করত—শ্যাম তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত।

গত মঙ্গলবার দিন—রবির বাড়ীর সামনে শ্রীবাসর আলির ঘরে শ্রীযষ্ঠী মাঝি (ঐ পাড়ার লোক) কাজ করছিল। ওরা বেলা ১০টা থেকে মাঝে মাঝে রবির বাড়ীতে বিড়ীর জন্য আগুন চাইতে যায়। রবির বাড়ীতে রবি আর

তার স্ত্রী ছিল—বুড়ো বুড়ি দুজন। ওর ছেলে বউ কাজ করতে অন্যত্র গেছল। শেষে বিকেল পৌনে ৬টায় শ্যাম আর যদী এসে আগুন চায় এবং উঠানে বসে গল্প করতে থাকে। ওরা বলে যে দঙ্গাঙ্গার পরবে যাবে। তখন রবির স্ত্রী বলে—ওর বোনঝির টাটা থেকে ধাদকীতে এসেছে সেখান থেকে পরবে আসবে—পরবে দেখা হলে আমার এখানে আসতে বলো। শ্যাম তখন ধমকে উঠে ঐ মেয়েটা টাটায় কার না কার ঘরে আছে ওকে আনবি কি ইত্যাদি। (রবির স্ত্রী আমাদের জানায় যে ওসব মিথ্যা ওর বোনঝি নিজেদের স্বজাতির সঙ্গেই বিবাহিত হয়ে আছে।) শ্যাম যখন ঐ সব ব্যাপার তুলে ঝগড়া সুরু করল—তখন রবি বলে তোমরা ঘর যাও এখানে ঝগড়া কোর না—এই বলে ওদের উঠিয়ে বাইরে যাবার জন্যে বলা কওয়া করতে থাকে। তখন শ্যাম ওকে টেনে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে মারতে থাকে—শুধু হাতে কিল চড় ইত্যাদি—অবশেষে মাটীতে ফেলে মারতে থাকে এবং গলা জোরে টিপে ধরে। শ্যামকে সাহায্য করে যষ্টী; রবির স্ত্রী গিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করে—ওকে শ্যাম চড় মারে রবির স্ত্রী বাধা দেওয়ার জন্যে শ্যাম রবির উপর চড়াওটা সাময়িক আলগা করে। রবি উঠে পালায় কুজুর বাড়ীর দিকে। রবির পিছনে ধাওয়া করে শ্যাম যায়। শ্যামকেও কুজু বাধা দেয়—পাশেই শ্যামের ঘর সেখানে আনতে দৌড়ে যায় শ্যাম, লাঠি এনে কুজুকে মারে কুজুর মাথা ফেটে যায়—সে পড়ে যায়—তখন শ্যাম রবির মাথায় সজোরে লাঠি মারে এবং লাঠি ফেলে দিয়ে বাড়ী পালায়। রবির মাথার খুলি ফেটে মস্তিষ্কের অংশ গড়িয়ে পড়তে থাকে।

রবি ও কুজু কোন রকমে থানায় যায়—সঙ্গে অনেকে যায়। ডাক্তারবাবু থানায় ছিলেন। দারোগাবাবু ওদের বিবরণ জানলেন। ডাক্তারবাবু ওষুধ আনিয়ে লাগিয়ে দিলেন, ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন (খাওয়ার ওষুধ বা ইনজেকসন দেওয়া হয় নি।) থানা থেকে ফেরার সময় রবি রাস্তায় পড়ে থাকে—তাকে ধরে নিয়ে যায় বাড়ীতে। রাত্রে রবি অচৈতন্য অবস্থায় থাকে। বাড়িতে কেবল বুড়ী স্ত্রী ছিল। সকালে যখন ওর ভাইপো শ্রীকেষ্ট মাঝি (হাসপাতালের কর্মী) ওকে দেখতে যায় গিয়ে দেখে অবস্থা সঙ্কট জনক। দৌড়ে ডাক্তারবাবুকে সংবাদ দেয়—সকাল ৬টার সময় ডাক্তারবাবু এসে ইন্‌জেক্‌সন দেন একটা তারপর চলে যান। ক্রমশঃ আরো খারাপ হলে ডাক্তারবাবুকে সংবাদ দিলে ডাক্তারবাবু এসে একটা ইনজেক্‌সন দেন—দারোগাবাবুও আসেন। তারপর বেলা ৯।০ টার সময় (বুধবার দিন) রবি মারা যায়। ঐ বস্তিতে গিয়ে—আমি অনেকের সঙ্গে তদন্ত করে যা জেনেছি—প্রত্যক্ষ দর্শীরা যা বলেছে তা আমি লিপিবদ্ধ করলুম।

আমি বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণে জেনেছি আসামী মারার পর দু তিন দিন বান্দোয়ানে ঘুরে বেড়িয়েছে—কিন্তু দারোগাবাবু তাকে ধরেন নি। বিশ্বস্ত সূত্রে আরো জানা গেল শ্যামের ভাই লক্ষণ জমি বিক্রির জন্য চেষ্টা করছে। এখন এই মোটা টাকা কিসের জন্য দরকার হচ্ছে। আমি কয়েক জনের কাছে জানলুম দারোগাবাবু ও ডাক্তারবাবু লোককে বোঝাতে চাইছেন—লোকটা মদ খেয়েই মারা গেছেন। এই লোকের অভিযোগ। শুনলুম—অতবড় মার সত্ত্বেও রবির ভাগ্যে প্রথম চিকিৎসায় সামান্য আইডিন ছাড়া নাকি কিছুই জোটেনি। অথচ সেই দিনেই তার মাথা দিয়ে মস্তিষ্কের অংশ গড়িয়ে পড়ছিল। এতবড় আঘাত সত্ত্বেও ওকে সঙ্গে সঙ্গে পুরুলিয়া পাঠানো হয় নি। যে আঘাতে প্রাণ চলে যাবে সে আঘাতের চোটে রবি যখন প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য তখন শুনলুম মন্তব্য করা হয়েছে—মাতাল। এরূপ একটি ঘটনায় অপরাধীকে ধরা হল না—২৩ দিন তারপর বোধ হয় এখন সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাকে—পুলিশ থেকে ফেরার হবার। এই অপরাধের অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই ব্যাপারে যে হৃদয়হীনতার পরিচয় হয়েছে তাও দুঃখ জনক।

বান্দোয়ানে যে শাসন ব্যবস্থা চলেছে—তাতে আশঙ্কিত হবার কারণ রয়েছে যে—এই হত্যার ব্যাপারটিও হয়তো চাপা পড়ে যাবে—যেমন এখানে আরও কয়েকটি হত্যার ঘটনা চাপা পড়ে গেছে সম্প্রতি। আপনি দায়িত্বশীল অফিসার পাঠিয়ে আমাদের অনেক অভিযোগের তদন্ত ব্যবস্থা করেছেন—দায়িত্বশীলদের আচরণ বিষয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। বান্দোয়ানে বহু ব্যাপার ঘটেছে—পুলিশের আচরণের এই ব্যাপারটিও গুরুতর মনে করি। আপনি নিজে এই ব্যাপারটি তদন্তের জন্যে আসবেন কি? আমি সানুনয় আহ্বান জানাই। আমাকে তদন্তের দিন জানালে আমিও আসবো। তখন দেখাবো পুলিশের আরো বহু ব্যাপার। শীঘ্র আপনি তদন্তে আসবেন এই আমার আশা। ইতি বিনীত—

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

২য় চিঠি

বান্দোয়ান
১৬।৪।৫৮

শ্রীযুক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পুরুলিয়া সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

বান্দোয়ান ব্যাপারে আর একটি পত্র দিতে হচ্ছে। আগের পত্রটি থেকে বুঝবেন—একদিকে খুনের আসামীও পুলিশের হাতে কি রকম ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে আবার সেই পুলিসেই নিরর্থক নিরপরাধীকে ধরে আইন রক্ষার অভিনয় করছেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক অপচেষ্টা আছে কি না আপনিই বিচার করবেন।

আমাদের কর্মী শ্রীহৃষিকেশ মাহাত (কাঁশরতালের অধিবাসী)। বান্দোয়ানের পুলিশ এর নামে মিথ্যা মামলা করে—ব্যর্থ হন। হৃষির বিরুদ্ধে তরফ সর্দার বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে বহু ব্যাপার করেন—তাতে দারোগা বাবু তরফ সর্দারের তরফের লোক হয়ে হৃষির বিরুদ্ধাচরণ করেন। ওদের অপচেষ্টাসমূহ সাফল্য মণ্ডিত হয় নি। এই সেই দিন আবার হৃষিদের গ্রামে আমাদের বার্ষিক সম্মেলন হয়—হৃষিরা বহু কাজ করে। সুতরাং হৃষির প্রতি দারোগা বাবুর মনোভাব আন্দাজ করতে পারেন।

বিগত ১৪ই মে রাত্রে হৃষিরা ৩ গাড়ী খড় নিয়ে টাটায় বিক্রি করতে যায়, হৃষি ও সঙ্গে ৫ জন ছিল। যেতে আসতে এবং বিক্রি করতে ৩।৪ দিনের ব্যাপার। সঙ্গে খাবার জন্য ৬ জন লোকের ৩।৪ দিনের রসদ হিসাবে নিয়েছিল ওজনি ১৮।০ সাড়ে আঠারো সের চাল। ধবনীর গেটে বাংলার পুলিশ আটকায়। ওদের বোঝানো হয় যে—এই সামান্য চাল বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছে না—নিজেদের খাবার যাচ্ছে—এতগুলি লোকের এতদিনের

জন্য। তাতে পুলিশ না শুনে—হৃষিকে গ্রেপ্তার করে—গাড়ী আটক করে। সারারাত ধবনীতে আটকে সকালে বান্দোয়ানে দিয়ে আসে। মস্তবড় আসামী জালে ফেলা হয়েছে এই গৌরব অনুভব করে—অভিযুক্ত করে অবশেষে জামিনে ব্যক্তি ও গাড়ী ছাড়া হয়। বিচারহীন পুলিশের এই যে বেআইনী উপদ্রব—এতে যে লোকের বহু ক্ষতি ও সম্মান হানি হচ্ছে—এর জন্য কি প্রতিকারের পরামর্শ আপনি দিতে পারেন? আপনি কি বিষয়টির জন্য বিভাগীয় তদন্ত ব্যবস্থা করতে চান। অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অন্য কোনো প্রতিকারের জন্য পন্থা অবলম্বন করতে পরামর্শ দেবেন? বিভাগীয় তদন্তের জন্য আপনি সিদ্ধান্ত করলে, আমি আপনাকে ঐ আগের ব্যাপারটির সঙ্গে এটিরও তদন্তে আসার জন্য অনুরোধ জানাই। তদন্তে আসবেন কি এবং আসলে আমাকে তারিখ জানাবেন।

ইতি বিনীত—

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

অগ্নি কাণ্ড

গত ২৮শে বৈশাখ রবিবার রাত্রি ৮টার সময় হুল্লাচাতরা গ্রামে শ্রীনকুল মাহাতর বাড়ীতে আগুন লাগে। মোট ১২টী ঘর পুড়িয়া যায় তন্মধ্যে নকুল মাহাতর ৫টী। পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামের লোক ঘটনা স্থলে উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বাতাস খুব জোর থাকায় আগুন নিভাইতে পারা যায় নাই। কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি হওয়ায় অন্যান্য ঘরগুলি আগুনের কবল হইতে রক্ষা পায়।

সর্ব্বশ্রী নকুল মাহাত, মনসারাম মাহাত, ধবনচন্দ্র মাহাত ও সত্যকিঙ্কর মাহাতর মোট ১৩।০ মণ ধান, ১৯টি ছাগল, ৭টি ভেড়া এবং ৪৯টি মুরগী ভস্মীভূত হইয়াছে।

সরকার হইতে এখনও কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যায় নাই। এই বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে।

—•—

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

তাহাদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয় এবং ঐ একই রোগের কারণে তাঁহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ তাহাদের দেয় টাকা দিতে গোলমাল আরম্ভ করেন। সংঘের এক সিদ্ধান্ত আছে—যে সিদ্ধান্ত সকলের সাগ্রহ সম্মতিতে রচিত হইয়াছে—সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে সংঘের লোকসভা ও আইনসভার সদস্যগণকে তাহাদের প্রাপ্য টাকার একটা অংশ নিজেদের জন্য রাখিয়া বাকীটা সংঘকে দিতে হয়। সংঘ সেই টাকা দ্বারা প্রথমে নির্বাচনের ধারসমূহ শোধ করেন এবং এই ঋণের শোধের পর নির্দ্দিষ্ট জনসংশ্লিষ্ট কর্মে ব্যয় করেন। এই দেয় টাকার ব্যাপারেও তাহাদের মধ্য হইতে অভিসন্ধীমূলক ত্রুটিবিচ্যুতি ও মানসিক গোলযোগ দেখা দিতে থাকে।

এই সকল বিবিধ ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়া উঁহারা সংঘের সহিত এক বিরোধের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন। তদুদ্দেশ্যে কয়েক মাস পূর্বে কোনো এক পরিষদের বৈঠকে শ্রীসাগরচন্দ্র মাহাত সংঘের সচিবের নামে অভিযোগ করেন যে তিনি তাঁহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিতেছেন। পরিষদে উপস্থিত সমস্ত কর্মী ইহার প্রমাণ প্রদানের দাবী করেন। কিন্তু তিনি কোন প্রমাণ দিতে সমর্থ হন না। তাহার পর তিনজন সংঘএম,এল,এ সাগরবাবুর গ্রাম সিন্দরীতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বশে এক বৈঠক আহ্বান করেন। ইহা ছিল লোক সেবক সংঘকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করার ষড়যন্ত্র। সংঘের মাহাত কর্মীদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া, সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির সুযোগে নিজেদের প্রাধান্য লাভ করা। ইহাদের এই দুরভিসন্ধি কর্মীরা ব্যর্থ করেন।

অবশেষে ঐ সদস্যেরা অভিযোগ সৃষ্টি করিতে থাকেন—কলিকাতায় অরুণদা তাহাদের উপর বহু দুর্ব্যবহার করিয়াছেন। তখন আমরা কর্ম্মীরা তথা সংঘের ব্যবস্থা পরিষদ উহাদের আহ্বান করেন—তাহাদের যে কিছু অভিযোগ আছে—তাহা উত্থাপন করিতে। সকলের সামনে তাহার বিচার হইবে। কিন্তু ঐ সদস্যদের এই বিচারে আসিবার সাহস হয় নাই।

শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত আরো বলেন যে, শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত মেট্যালা গ্রাম ও অন্যান্য স্থানে এই অপপ্রচার করিতে থাকেন যে, নির্ব্বাচনের সময় হইতে কোনো হিসাব রাখা হয় নাই—অরুণবাবু হিসাব দিতেছেন না—অরুণবাবুকে নির্ব্বাচনের সময় আমরা বহু হাজার টাকা (৫৫ হাজার টাকা) দিয়াছিলাম—সে টাকা কোথায় গেল ইত্যাদি। অরুণদা মেট্যালায় পৌঁছিলে আমরা ও মেট্যালার ছেলেরা অরুণদাকে ঐ সব কথা জানাই ও তাহার উত্তর জানিতে চাহি। অরুণদা তখন অনেকের সঙ্গে শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাতর ঘরে গিয়া—তাহার সামনে তাহার ভাই শ্রীধ্রুবপদ মাহাতকে ডাকেন। ধ্রুবকে বলেন—নির্ব্বাচনের আগে ও নির্বাচনের সময়ে সমস্ত হিসাব তুমি ও তোমার সহকর্মীরা রাখিয়াছিলে কিনা—তাহার মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশী দিন? ধ্রুব বলিল—হাঁ। অরুণদা জিজ্ঞাসা করেন—টাকা পয়সা থানায় থানায় তোমাদের মারফত খরচ হইয়াছে কিনা? ধ্রুব বলিল—হ্যাঁ। অরুণদা বলেন—সমস্ত হিসাব পাওয়া সত্ত্বেও হিসাব না দেওয়ার কথা তুলিয়া যদি কেহ আমাকে অভিযুক্ত করে তবে তাহার দায়িত্ব গিয়া সত্যকিঙ্করের ভাই ধ্রুবর উপরই পড়িবে কিনা? ধ্রুব বলে—হ্যাঁ। অরুণদা বলেন—বলা হইতেছে—নির্ব্বাচনের সময় সদস্যেরা আমাকে ৫৫ হাজার টাকা দেন—ইহা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়? ধ্রুব বলে—হ্যাঁ। অরুণদা বলেন—ইহা কি সত্য নয় যে, নির্ব্বাচনের সময় কয়েক জন মেম্বার তাহাদের বাকী টাকা শোধ বাবত ও মেম্বারেরা সংগ্রহ করিয়া সামান্য কয়েক হাজার টাকা মাত্র দেন? ধ্রুব বলে—হ্যাঁ ইহা সত্য। তখন অরুণদা সমবেত সকলকে বলেন—হিসাব বা অর্থের বিষয়ে এই সদস্যদের দ্বারা সংঘ বা আমাদের নামে যাহা কিছু অপপ্রচার করা হইতেছে—তাহার প্রত্যেকটী মিথ্যা। যে কেহ যে কোনো সময়ে আসিয়া আমার কাছে অকাট্য প্রমাণ লইয়া যাইতে পারেন।

অবশেষে শ্রীগিরিশচন্দ্র মাহাত বলেন—ঐ সদস্যেরা আদর্শ ও নীতির বহির্ভূত কাজ করায়—পরিচালকের নির্দেশ অমান্য করায় তাহাদের বহিস্কৃত করা হইয়াছে। আমাদের কাছে ব্যক্তি বড় নয়—সংঘের আদর্শ ও নীতি বড়। সাম্প্রদায়িক দল করার যদি কাহারও ইচ্ছা থাকে—তাহার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তাহা সংঘের ভিতরে নহে—দলের বাহিরে। সেখানে কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না। আজ কর্ম্মীদের কাছে মহান প্রশ্ন—আমরা সংঘের আদর্শচ্যুত হইয়া—সমগ্র মানবজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সাম্প্রদায়িক মনোভাবে কাজ করিব,—না, সর্ব্বজাতির কল্যাণের জন্য সম্মিলিত জনগণের উন্নতির জন্য কাজ করিব? যদি আমরা সংঘের আদর্শ ও নীতিতে বিশ্বাস করি—তবে আজ আমাদের সংকল্প করিতে হইবে এবং হুঙ্কার দিয়া বলিতে হইবে যে, আমাদের নীতি এবং আদর্শে আমরা অটুট থাকিয়া নিজেদের লক্ষ্যের পথে চলিব এবং যারা সাম্প্রদায়িক লক্ষ্যে চলিতেছে—তাদের দুরভিসন্ধির ষড়যন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিব। এই শপথ নিয়া আজ আমাদের দাঁড়াইতে হবে।

(ক্রমশঃ)

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়ায় বিরোধীদলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বিরোধীদলের নেতা তথা কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু আগামী ২৮শে মে তারিখে পুরুলিয়া আসিতেছেন। বঙ্গভুক্তির পর পুরুলিয়ায় ইহাই তাঁহার প্রথম পরিদর্শন। বুধবার দিন বৈকালে রাস ময়দানে এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা করিবেন।

পুরুলিয়ায় নবরাত্রি হরিনাম সংকীর্ত্তন

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে চকবাজার ষোল আনার হরিবোল কমিটীর উদ্যোগে নবরাত্রিব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন আরম্ভ হইয়াছে।—আগামী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পঞ্চম রাত্রির জাগরণ এবং ১৭ই জ্যৈষ্ঠ নবরাত্রির জাগরণের পর ১৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ধূলট উৎসব হইবে।

—*—

রবীন্দ্র জয়ন্তী

কিশোর সংঘ

কিশোর সংঘের উদ্যোগে গত ১৮ই মে তারিখে গাড়ীখানায় রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে জগন্নাথ কিশোর কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। সভায় আবৃত্তি ও রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বক্তৃতা দেন।

মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথি

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্র জয়ন্তী সপ্তাহের সমাপ্তি দিবসরূপে মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথি কর্ত্তৃক পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক আবৃত্তি ও রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। শ্রীচারুচন্দ্র দাস মহাশয় সভাপতির ভাষণে কবির জীবন ও আদর্শ অনুসরণের জন্য আহ্বান জানান।

বিলতোড়া বেলাস্মৃতি পাঠাগার

বেলাস্মৃতি পাঠাগারের সভ্যগণের উদ্যোগে গত ২৬শে বৈশাখ বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথের ৯৮তম জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীনলীন কিশোর রায়। সভায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার কাব্যালোচনা এবং সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ, সুললিত আবৃত্তি ও উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সুধীবৃন্দকে তৃপ্তিদান করে। পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণী পাঠের পর পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। পরিশেষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীগঙ্গেশ্বর সরকার উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে তাঁহাদের সহৃদয় উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সুইসা

গত ২৫শে বৈশাখ সকাল ৭ টায় সুইসা হাই স্কুলে শ্রীশিশির গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনাড়ম্বরভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়।

শ্রীনিমাই ঘোষ "জনগণ মন" জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন।

কবিগুরুর "কর্ণকুন্তী সংবাদ" নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, অপমান, বন্দীবীর, প্রশ্ন, হে মোর চিত্ত প্রভৃতি আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী নিমাই ঘোষ, উপেন্দ্র ভকৎ, তিমির চট্টরাজ, রামপতি ভকৎ, দিবাকর ভকৎ, মমতা চক্রবর্ত্তি আরও অনেকে।

হাই স্কুলের হেড মাষ্টার মহাশয়, শ্রীমণীন্দ্র চক্রবর্ত্তি (ষ্টেশন মাষ্টার), শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে শ্রীডমনবাবু ও শ্রীনীলকণ্ঠবাবু রবীন্দ্র জীবনী সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীশিশির গুপ্ত বলেন যে আজ "রবীন্দ্র নাথের মত কর্ম্মময় তথা গৌরবমণ্ডিত জীবনকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া আমাদের সঙ্কটময় জাতীয় জীবনকে মুক্তির সন্ধান দিতে হইবে"।

———

District Purulia.
In the Court of the District Judge of Purulia.
Land Acquisition Reference Case No 42 of 58
Kashinath Deogharia and Ors..... Awardees.

NOTICE

To

The General Public of village Nainakuri,
P. S. Raghunathpur, District Purulia.

Take notice that Kashinath Deogharia and ors of Nainakuri, P. S. Raghunathpur are claiming the award money exclusively against the order of the Special Land Acquisition Officer, Panchet Hill (South) Division, Purulia in L. A. Case No 15 of 56-57 and that the Court has fixed the 14th of June, 1958 for hearing of the same.

You are hereby directed to show cause by the date fixed as to why the prayer of the applicants should not be granted and the money in deposit should not be paid to them exclusively, failing which the case will be heard and determined exparte.

C. C Chakraborti
District Judge, Purulia.

District Purulia.
In the Court of the District Judge of Purulia.
L. A. Reference Case No. 23 of 1958.
Ganga Majhi ..Applicant vs Chaku Majhi & Ors ...0. Party

NOTICE

To

Dhobu Majhi of Bhiringi P S. Neturia. District Purulia

Take notice that the abovenamed applicant has filed the abovenoted reference case against the award made by the Special Land Acquisition Officer, Panchet Hill (South) Division, Purulia in L. A. Case No. 49 of 55-56 and the Court has fixed the 7th of June, 1958 for hearing the same.

You are hereby directed to appear at 6-30 O' Clock on the date fixed through a lawyer failing which the case will be heard exparte.

Given under my hand and the seal of the Court this the 23rd day of May, 1958.

C. C. Chakraborti
District Judge, Purulia

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
২১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫—২রা জুন ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য ৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

কাঁশবহাল কর্ম্মী সম্মেলন সংবাদ

পূর্ব্ব প্রকাশিত সংবাদের জের

সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বুদ্ধিতে কাহারও স্বার্থ বা মুক্তিনাই

বহিস্কৃত চারিজন সংঘ সদস্যের আচরণে সমগ্র কর্ম্মী সমাজ বিক্ষুব্ধ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতার সুযোগে সংঘেযে কলুষ অলক্ষ্যেজমাহইতেছিল,সংঘ আজ তাহা মোচনেদৃঢ় রাজনৈতিক জীবনের একএক পর্য্যায়ে নুতন পরীক্ষা আসেঃ পরীক্ষায় যাহারা যাইবার যাইতেছে সংঘ ইহাতে আরো শক্তিশালীই হইতেছেঃ সংঘের ক্ষতি হয় নাই

সে সংঘই শক্তিশালী যে নিজের গলদ দূর করিতে পারে

গত কয়েক সংখ্যা ধরিয়া কাঁশবহাল কর্ম্মী সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইতেছে ইহার বহু অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে বহিষ্কৃত সংঘ সদস্যদের বিষয়ে আলোচনার সংবাদ। সংঘের কর্ম্মজীবনে কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্যের পতন ঘটা সত্বেও—সংঘের ব্যাপক কর্ম্মি জীবনের মধ্যে সংঘের নীতি ও আদর্শের চেতনা কিরূপ এবং বহিষ্কৃত সদস্যদের আচরণ বিষয়ে কর্ম্মিদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার রূপ কি প্রকার তাহার সম্যক ধারণা দিবার প্রয়োজনীয়তা বোধেই—এবিষয়ে সম্মেলনের বহু আলোচনার প্রয়োজনীয় অনেকগুলি অংশই প্রকাশ

করিতেছি। এবিষয়ে সম্মেলনের কার্য্য বিবরণীগুলি প্রকাশের পরই সংঘের পরিচালকের বিবৃতি প্রকাশিত হইবে। নিম্নে প্রদত্ত বিবরণ হইতেই সংঘজীবনে এই অবাঞ্ছিত ঘটনাটির বিষয় সংঘকর্ম্মীদের চিন্তা, বিচার, তথ্য ও মনোভাব পরিস্ফুট হইবে।

শ্রীবলরাম মাহাতর বক্তৃতা

বর্জ্জিত চারিজন সদস্যদের অবাঞ্ছিত বহু আচরণের বিষয়ে আলোচনা ও তাহার তীব্র নিন্দা করিয়া শ্রীবলরাম মাহাত বলেন—শ্রীভীমচন্দ্র মাহাত আমাদের নিকট অভিযোগ করেন যে, কলিকাতায় সংঘের মাহাত সদস্যগণ মনস্থ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা—কংগ্রেসী সদস্য শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মাহাত, শ্রীমহেন্দ্র নাথ মাহাত প্রভৃতির সহিত এক সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন—মাহাত সম্প্রদায়ের জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি সহায়তা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে—কিন্তু অরুণদা তাহাদিগকে তাহা করিতে দেন নাই। শ্রীভীম মাহাতর অভিযোগ এই যে, অরুণদা তাহাদের স্বজাতির কল্যাণের কাজে বাধা দিয়াছেন। শ্রীবলরাম মাহাত বলেন—আমি সব ব্যাপার জানিতাম—তজ্জন্য শ্রীভীম মাহাতকে উত্তর দিই যে, মাহাত সমাজের কল্যাণের কাজে অরুণদা তোমাদের বাধা দেন নাই—সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ছাড়িয়া তোমাদিগকে আর একটু উদার দৃষ্টিতে ঐ কাজ করিতে বলিয়াছিলেন—এবং মানভূমের শত্রু নিতান্ত অবাঞ্ছিত কংগ্রেসী মাহাত সদস্য তথা জনগণের বিশ্বাসভাজন নহেন এমন অন্য কংগ্রেসী মাহাত সদস্যদের সঙ্গে না গিয়া, অরুণদা তোমাদিগকে সংঘের অন্য সদস্যদের সহিত অথবা কংগ্রেস বিরোধী দলের অন্যান্য সদস্যদের সহিত সম্মিলিত ভাবে মন্ত্রীদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে যাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—ইহা সংঘের দৃষ্টিতে ন্যায় সঙ্গত কাজই অরুণদা করিয়াছেন—ইহা আমাদেরও সকলের মতে বাঞ্ছনীয়। যে কংগ্রেসী সদস্যেরা নিজেদের স্বার্থে দুই বেলা অসত্য কথা বলিতেছে—আজ এক কথা বলিয়া কাল আবার সুবিধা অনুসারে নিজের কথারই বিপরীত কথা বলিতেছে—তাহাদের সহিত সম্মিলিতভাবে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজে যাওয়া কখনই সমীচীন হয় না—ইহাই অরুণদা বলিয়াছেন। দেশে কি আর কোনো সদস্য নাই যে, কংগ্রেসের ঐ অবাঞ্ছিত সদস্যদের সহিতই এক যোগে সাক্ষাৎকারে যাইতে হইবে? অথবা মানভূমে আদিবাসী হরিজন ভাইদের জন্য কি ছাত্রবৃত্তি পাওয়ার সমস্যা নাই, যে, কেবল মাহাতদের ছাত্রবৃত্তির জন্যই চেষ্টা করিতে হইবে? ঐ মাহাত সদস্যেরা কি শুধু মাহাতদেরই প্রতিনিধি? তাহারা তো সকলের কল্যাণ ও দাবী রক্ষার জন্যই গিয়াছে। তাহাদের ঐরূপ নিন্দনীয় সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি ছাড়িয়া সংঘের উপযুক্ত কর্ম্মীরূপে কাজ করিতেই অরুণদা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। অরুণদার নির্দেশই ঠিক ছিল—উহাদের আচরণই নিন্দনীয় ছিল।

আমরা বেশ কিছু দিন হইতেই ঐ সদস্যদের মধ্যে নানাবিধ অবাঞ্ছিত ভাব দেখিতেছিলাম। নির্ব্বাচনে সংঘের কাজের জন্য আমরা কর্ম্মীরা বহু টাকা ঋণ রূপে সংগ্রহ করিয়াছি—কিন্তু সাগরবাবু প্রভৃতি সদস্য—যাহাদিগকে নির্ব্বাচনে দাঁড় করানো হইয়াছিল—তাহাদের নিজেদের কাছেই টাকা থাকা সত্ত্বেও সংঘকে ঋণ দিতে চান নাই—গ্রামের চাষী কর্ম্মীদেরও ঋণ না দিতে পরামর্শ দিতেছিলেন। নিজেদের মধ্যে টাকার লোভ ও ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধি দেখা দেওয়ায় তাঁহারা আজ অধঃপতিত হইয়াছেন—অথচ উহারাই আবার অরুণদার বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ করার মত অপপ্রচারও করিতেছেন! উহাদের এই সব অভিযোগ যে ভীত্তিহীন—তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এবং উহাদিগকে ঐ সকল অভিযোগ লইয়া বিচারের সম্মুখীন হইতে আমরা আহ্বান করিয়াছিলাম; কিন্তু উহাদের সেই বিচারের সম্মুখীন হইবার সাহস হয় নাই। আমরা উহাদিগকে ইহাও জানাইয়াছিলাম যে, অরুণদার বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগের বিচার করার শক্তিও আমাদের আছে—তোমরা প্রমাণ দিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিলে, তাহার প্রতিবিধান করিবার ক্ষমতাও আমাদের আছে। সংঘ একা অরুণদার নয়; এবং আমাদেরও ভিতরে কাহারও দোষ ত্রুটি থাকিলে সমবেত ভাবে সকলে তাহার শাস্তি বিধান

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

মনে তোমার আগুন জ্বলুক

বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলিতেছে তাহাকে ঠিক গ্রীষ্ম ঋতুর উত্তাপ বলা যায় না—তাহারও উপরে যদি কিছু থাকে—অগ্নি বর্ষণ—তবে হয়তো প্রকৃত অবস্থাটার কিছু আঁচ করিতে পারা যায়। বৃষ্টি নাই, বৃষ্টির কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। গ্রামগুলি সম্পূর্ণ জলশূন্য—বাঁধ শুষ্ক, কুঁয়া শুষ্ক। যদি কোথাও একটু জল আছে গ্রামের মেয়েরা ক্রোশান্তর দূর হইতে রাত ৪ টার সময় আসিয়া এক কলসী জলের জন্য ধর্ণা দিতেছে। জল নাই তার সঙ্গে অন্ন নাই। অন্ন ও জল যাহা মানুষকে বাঁচাইয়া রাখে এই দুইটী এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে চাহিয়া মানুষ বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু উপায় দেখিতেছে না।

বেলা প্রায় ২টা—অনুমান করিলাম সূর্য্যের উত্তাপ ১১৪ ডিগ্রী বা ১১৫ ডিগ্রীর কম হইবে না। সকাল ৮টা হইতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর চলিয়াছি—১০ টার পরে রাস্তায় আর লোক দেখি না। উপর হইতে তরল আগুন মাথায় নিক্ষিপ্ত হইতেছে, নীচে রাস্তার প্রত্যেকটী বালুকণা বা ধূলিকণা অগ্নিকণা হইয়া উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। একটা গাছের দর্শন পাইলাম। তলায় দাঁড়াইয়া 'সান ষ্ট্রোকের' প্রতিষেধক ও নিবারক কাঁচা পেঁয়াজ বাহির করিয়া চর্বণ করিতে করিতে দৃষ্টি পড়িল—অদূরে একটি ক্ষেতে এই রৌদ্রে—অগ্নি বর্ষণের মধ্যে কয়েকটী পুরুষ ও মেয়ে মাটী কাটিতেছে, মাটী কাটিয়া বাহিতেছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে, বা পাকা ঘরে ফ্যানের হাওয়ায় বা নিদেন পক্ষে সাধারণ ঘরে হাত পাখা চালাইয়াও—এই জনমানব বৃক্ষাদিশূন্য উষর প্রান্তরে অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইয়া এই মাটী কাটার মর্ম্মান্তিকতা কাহারও পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভবপর নয়।

আমাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া কোদাল ও ঝুড়ি রাখিয়া তাহারা কয়েকজন কাছে আসিয়া চুটী বাহির করিয়া বলিল—বাবু একটু আগুন (দিয়াশলাই) দেন। দিয়াশলাই বাহির করিয়া দিলাম। আলাপ করিতে করিতে জানিলাম—তাহারা রিলিফের মাটী কাটিয়া দিন চালায়। আজ রিলিফের কাজ বন্ধ কিন্তু যতদিন কোন না কোন কাজ পায় ততদিন উপবাসেই থাকিতে হয়। জানিতে পারিলাম যে—রিলিফের কাজের সময় তাহাদের ৪ মাইল হাঁটিয়া কাজে আসিতে হইত—গম লইবার জন্য আরও ক্রোশ দুই যাইতে হইত। গম পাইতে রাত্রি ১২টা, ১টা তো বটেই আরও বেশী দেরী হইত। সারাদিন কাজ করিয়া রাত্রি ১ টার সময় গম লইয়া ৮ মাইল হাঁটিয়া বাড়ী আসিত। না খাইলে কাজ করিতে পারিবেনা—সুতরাং রান্না অর্থাৎ সিদ্ধ ও ভক্ষণ করিতে করিতে আবার কাজে যাইবার সময় হইত। তারপর গম মাপে কম দিলেও বলিবার কিছু নাই—ডিলার, মোহরার অমনি ধমকাইবে—তাহলে কাল হইতে কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে—নয়তো ইহাদের কাজে লাগানই হইবে না। তারপরে কাজে লাগান যাহাতে হয় তাহার জন্য মোহরার বা ডিলারের সঙ্গে লেনদেন তো আছেই। সংবাদে বলিল—বাবু, উপরে ভগবান মারিতেছে—নীচে মানুষেও আমাদের মারিতেছে, উপায় কোথায় বলিতে পার?

বলিলাম উপায় আছে—তোমাদের উপরে আগুন, নীচে আগুন, ধারে আগুন, পাশে আগুন, পেটে আগুন, মুখে আগুন—পুড়িয়াই মরিতেছ—কিন্তু কই, মনে তোমাদের আগুন কই? সেতো উপায়। আমার কথা সে ঠিক বুঝিল না। ঠিকই, এখন বুঝিবেনা—যাহারা মারিতেছে, যাহারা মারিতেছে—কেহই হয়তো আজ বুঝিবে না কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় ইহারাই—বোঝে এবং বোঝায়ও। পেটের আগুন মনের আগুন হইয়া খাণ্ডব দহন করে—শাসন, শুষী গোলার ফায়ার-ব্রিগেড সে আগুন নিভাইতে পারে না।

তোমরা বলিবে এ—কী বলিতেছে? ভারতবর্ষ সবে মাত্র স্বাধীন হইয়াছে—কাজের কথা বল—গঠনমূলক! গঠ-মূলক!! সপ্তর্ষির পঞ্চবার্ষিকী চলিতেছে, স্বাধীন ভারতবাসী পঞ্চভূতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের বলিতে হইবে—কি সুন্দর! কি সুন্দর!! বিদেশীর পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া এক কায়েমী স্বার্থ-গোষ্ঠির ক্রীতদাসে পরিণত হওয়া জাতিকে বলিতে হইবে—গণতন্ত্রের মহিমা অপার!

কাজের কথা? কন্‌ষ্ট্রাকটীভ সাজেসন? গঠনমূলক প্রস্তাব? কে কাহার কথা শুনিবে? এই ক্ষমতা-লোলুপতার বিষবাষ্পে যাহা কিছু কল্যাণময় তাহা সমস্ত ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। বলিতে পারো বর্তমান শাসন ধারায় কোন বিচার আছে? এই শাসন ব্যবস্থায় মানুষের স্থান আছে? এই শাসনযন্ত্রে মনুষ্যত্বের স্পর্শ আছে? ভারতের মহাকাশে আজ গৃধ্রের পাল শবদেহ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। স্বাধীনতার প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কোথায়? লুব্ধ হন্তারকদের গলায় মালা দিয়া তাহাদের হাতে খড়্গ দিয়া মায়ের বেদীতে কল্যাণকে বলি দেওয়া হইতেছে। বুভুক্ষু নরনারীর আর্ত্তনাদ লইয়া ইহারা উপহাস করে—ছিন্নমূল নরনারীকে ইহারা ছিন্নমস্তায় পরিণত করিয়াছে—কোন কথা ইহাদের বলিবে—বল দেখি?

আমরা জিজ্ঞাসা করি, হে বন্ধু—যাহা ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে আমরা কিভাবে কি বলিব? দিবা দ্বিপ্রহরে লোক খুন করিয়া খুনী যদি দারোগার শিরোপা পায় তবে কি বলিতে হইবে—সাধু, সাধু? আবার যদি জনসাধারণের সহযোগে দারোগা চোর ধরিয়া—শাস্তি স্বরূপ বরখাস্ত হয় তবে কি বলিবে—বাহাবা! বাহাবা!! কংগ্রেস কমিশনার বুভুক্ষু নরনারীদের গম বিতরণের মহান কর্ত্তব্য লইয়া হেরফের করিলে কি বলিতে হইবে—ইহারা কি আশ্চর্য্য ত্যাগব্রতী! পুঁজিপতি গোষ্টিকে শোষণ ও পীড়নের অবাধ অধিকার দিলে বলিতে হইবে—সার্থক সমাজতন্ত্র? ক্ষমতার অধিকারের জন্য দেশের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিলে বলিতে হইবে রামরাজত্ব? অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন নরনারীকে শাসন ও শোষণের রোলারে নিষ্পেষিত করিলে কি বলিতে হইবে—ইহা বিশ্বরূপ দর্শন? চুরী, ঘুষ, লুণ্ঠন, অবিচার, অমানুষিকতা—এগুলি কি সত্যই আমরা কাঞ্চনে কাঁচ ভ্রম করিতেছি? অথবা রজ্জুতে সর্পভ্রম করিতেছি?

ঐ যে পথে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত প্রচণ্ড রোদে লোকটী রিক্স টানিয়া ধুঁকিতেছে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর না কেন, যে—হে ভারতের স্বাধীন নাগরিক তুমি কি সত্যই মানুষের অধিকার পাইয়াছ? কলের ঐ ক্লান্ত দেহ মজুরটীকে, গ্রামের ঐ শীর্ণদেহ চাষীটিকে একবার শুধু ডাকিয়া জানিতে চাও—হে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক তোমরা কি মানুষ বলিয়া স্বীকৃতি পাইয়াছ?

আর একটু উপরের স্তরে আসিয়া অনুধাবন কর। ঐযে শীর্ণদেহ কেরাণীটী অফিস হইতে বাহির হইল, তাহাকে ডাকিয়া একবার বল—হে সচেতন নাগরিক জীবনে তোমার কি আনন্দ আছে? স্বাধীনতার কতটুকু আস্বাদ তুমি পাইয়াছ? সে নিশ্চয় বলিবে—কলের জলের পানে তৃষ্ণা নিবারণের আনন্দের আশায় কংগ্রেসে ভোট দিয়াছিলাম এখন বাড়ীর কুয়ার জলটুকুও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—কেবল আকাশের পানে তাকাইয়া আছি—ভগবান! ভগবান!!

এখন তবে সহযোগিতার কথাই বলি, হে দেশের লোক! তোমরা এই যে সদাশয় সরকার তাহার সহিত সহযোগিতা কর—সহযোগি হও, সহযোগ কর! হে দেশবাসী, স্বাধীন ভারতবর্ষে ইহা তোমাদেরই জাতীয় সরকার। রাষ্ট্রপতি হইতে আরম্ভ করিয়া ডিপুটী কমিশনার, এস, ডি, ও দারোগা, পুলিশ সব বদলাইয়া গিয়াছে, কেহ আর হাকিম নয়—সব তোমাদের সেবক, সেবকাধম সেবক। এই সেবকদের নিজেদের সেবার কর্ত্তব্যকে পালন করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিওনা। ঐযে মন্ত্রী বিশ হাজার টাকার মোটরে চাড়িয়া তোমার ভগ্ন কুটিরে আসিয়া তোমার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছে—সে তোমার সেবকাধম সেবক—তুমি শুধু তাহাদের সহিত সহযোগিতার হাত বাড়াও! এ শুধু সহযোগিতার আহ্বান নয় এ তোমার দেশ, তোমার জাতি গড়িবার আহ্বান!

গ্রামের লোক পরমোৎসাহে চাঁদা তুলিয়া স্কুল ঘর করিল, শিক্ষক নিযুক্ত করিল, ছেলেরা মহানন্দে পড়িতে লাগিল—ডি আই বলিলেন—উঁহু হইবে না। কেন? রাতারাতি দুর্গামেলায় কংগ্রেসের কয়েকটী দালান স্কুল করিয়াছে—রেকগনিশন তাহাদের; গ্রামের লোক বুঝিল কংগ্রেসে না ঢুকিলে সহযোগ হয় না। কম্যুনিটী প্রজেক্ট, উন্নয়ন কমিটীতে সহযোগিতা করিতে ভাল লোক ঢুকিল। উপরে টনক নড়িল লোকটাতো কংগ্রেসের নয়! তাড়াও, তাড়াও! দমবাজ কংগ্রেসীকে আনিয়া বসাও—নয় তো সর্ব্বনাশ হইয়া গেল! জিলার উন্নয়ন সমিতি? লোককে ঠেকাইয়া হাত পাকাইয়াছে কাহারা দেখ? কংগ্রেসের আদর্শ—নাও এবার উন্নয়ন কর। চোর ধরিয়া দিবে? দেশ লোকটা কংগ্রেসের ঠেঙ্গাড়ু কিনা? নয়? ঘর সার্চ কর—সাইকেল চুরি করিয়াছে। হাকিম যদি বলে লোকটা ভাল, সৎলোক—গমের ডিলার ইঠাকে কর-লোকে চাষ, উপরের হুকুম—"না একসেরে তিন পোয়া মারে এমন পাকা কংগ্রেসী দেখ।" এই মহাভারত আর কত বলিব? এখন আপনি বলুন—কি করিবেন, কি বলিবেন? হে চিন্তা-নায়ক-বৃন্দ আপনারা কি ইহাই বলিবেন না যে—বর্ত্তমান শাসন দুষ্টের পালন ও শিষ্টের দমনে পর্য্যবসিত হইয়াছে? দুষ্কৃতিকারীদের পরিত্রাণ ও সাধুদের বিনাশের জন্য সমস্ত শাসন ধারা ব্যবস্থিত হইয়া চলিয়াছে? কে আজ আজ ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে?

তাই যদি হয়, তবে দেশবাসীকে শুনাইবার তোমার কোন্ কথা আছে? বলিবার কোন্ কথা আছে? ঐ বুভুক্ষু নরনারীকে কোন্ পথ দেখাইবে—কি কথা শুনাইবে? ঐ বঞ্চিত সর্ব্বহারাদের কোন আশার বাণী শুনাইবে? আছে কিছু? শিক্ষা সংস্কৃতির পুরোধা ঐ মধ্যবিত্ত যাহারা ধুঁকিতেছে তাহাদের কোন্ কথায় সান্ত্বনা দিবে—কোন্ কল্পনাকে তাহাদের রূপায়িত করিবে? আছে কিছু? যাহা ছিল তাহা সকলেই দেখিয়াছে, এখনও দেখিতেছে—কিন্তু অতঃপর?

বঞ্চিতের অন্তর্দাহ পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে। তোমার ক্ষুধার আগুন, বঞ্চনার অগ্নিশিখা, বুকের অন্তর্দাহ—মনের আগুনকে প্রদীপ্ত করুক। সেই দৈদীপ্যমান আগুর আভাষই পথ যুগে যুগে ধরা দিয়াছে—তোমার পথও সেইখানে। তাহারই প্রস্তুতি করো।

—*—

সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব এবং বাস্তব তথ্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার পত্র "কথাবার্ত্তায়" মাধ্যমে—"স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি" শীর্ষক প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখপত্র নানারূপ পরিসংখ্যান দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গত দশ বৎসরে তাঁহাদের চেষ্টায় মৃত্যুর হার কমিয়াছে; কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগুলিতেও মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়াছে; আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মাথা পিছু ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দশবৎসরের কংগ্রেসী শাসনে অনাহার, অল্পাহার এবং ভেজাল খাদ্যে জনসাধারণের স্বাস্থ্য আজ কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় পঁহুছিয়াছে এবং জনসাধারণ রোগ প্রতিরোধের সাধারণ ক্ষমতাটুকুও কি পরিমাণে হারাইয়াছে তাহা যে কোন সংক্রামক ব্যাধির আবির্ভাব হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পরিসংখ্যানের বিভ্রান্তিকর চমকপ্রদ পরিচ্ছদে রুগ্ন, শীর্ণ, কঙ্কালসার নর নারীর জীর্ণ দেহগুলি গোপন করিতে পারা যাইবে কি?

নিজেদের নির্দ্দোষিতা এবং কার্য্যকুশলতা প্রমাণের জন্য কথায় কথায় পরিসংখ্যান তথ্য আওড়ানো বাতিক রূপে দেখা দিয়াছে। খাদ্যমন্ত্রী পরিসংখ্যান দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, দেশে দুর্ভিক্ষ হইবার কোন কারণ নাই, যদিও অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ এবং দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ সংবাদ নিত্য খবরের কাগজে বাহির হয়। পুলিশ মন্ত্রী সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইয়াছে; চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম ও রাহাজানীর সংখ্যা যথেষ্ট কমিয়াছে, অথচ খাস কলিকাতা এবং হাওড়া সহরেরই বুকের উপর যে সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ড, খুন এবং বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খলতার সংবাদ নিত্য খবরের কাগজ মারফৎ পাওয়া যায় তাহাতে যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির অনুমান করিতে কষ্ট হয় না যে দেশ আজ অরাজকতার প্রান্ত সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সরকারের প্রচার বিভাগ যে সময় সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর হার কমিয়াছে এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের যাবতীয় চেষ্টা গ্রহণ করা হইয়াছে, ঠিক সেই সময়েই কলিকাতার বুকে কলেরার তাণ্ডব নৃত্য, বাংলার জেলায় জেলায় বসন্ত এবং কলেরা মহামারীর উগ্রচণ্ডা রূপ জনসাধারণকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তৃতাতে প্রকাশ যে পশ্চিমবঙ্গে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা চারি লক্ষের অধিক। এই সংখ্যা স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিরূপভাবে পাইলেন জানি না, কিন্তু তিনি যদি প্রতি সহর এবং পল্লীগ্রামের সঠিক তথ্য অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে বুঝিতে পরিবেন যে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা নিশ্চয়ই তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অনেক অধিক। এমন গ্রাম, বস্তি বা পাড়া নাই যেখানে যক্ষ্মারোগী নাই।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী সরকারকে জিজ্ঞাসা করি পরিসংখ্যানের এইরূপ অর্দ্ধ সত্য ও কাল্পনিক সংখ্যাগুলি সমস্তই কি সরকারী পরিসংখ্যান বিভাগের গবেষণা প্রসূত? এইসব কর্ম্মচারী নিজেদের কর্ম্মদক্ষতার প্রমাণ দিবার জন্য মিথ্যা সংবাদ জানাইতে পারেন না কি? মৃত্যুর হার কমিয়াছে বলিয়া সরকার প্রচার করিতেছেন, কিন্তু গ্রামময় বাংলা দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও পুরুলিয়া সহরেই মৃত্যুর সঠিক হিসাব কিরূপ ভাবে গ্রহণ করা হয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা আজ পর্য্যন্তও পাই নাই। জন্ম মৃত্যু ও ব্যাধিগ্রস্থের সংখ্যা প্রকৃতভাবে জানিবার ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত সরকার কি করিয়াছেন তাহাও জনসাধারণ জানে না; অথচ পরিসংখ্যানের সাহায্যে সরকার প্রমাণ করিলেন যে মৃত্যুর হার কমিয়াছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিধানসভায় যে সপ্তাহে বিবৃতিদ্বারা জানাইলেন যে, পুরুলিয়ায় চাউলের দর ১৯৲ টাকা মণ—জনসাধারণকে সেই সপ্তাহে ২৩।২৪ টাকা মণ দরে চাউল খরিদ করিতে হইয়াছে। এই ত সরকারী সংখ্যাতত্ত্ব!

গ্রামের চাষী জানাইল এবারে জেলায় ছয় আনাও ধান হয় নাই। জেলাশাসক ও জেলার সরকারী কৃষিবিশারদের মারফত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া খাদ্যমন্ত্রী বিধানসভায় পরিসংখ্যানের জটিল অঙ্ক কষিয়া এক সম্পূর্ণ অবাস্তব ও মূলতঃ অসত্য তথ্য পরিবেশন করিলেন।

মন্ত্রীপ্রবর জলের মত সোজা ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন যে যাহারা অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ রটাইয়া বা যাহারা বলে পুরুলিয়ায় মাত্র ছয় আনা ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহারা মিথ্যাবাদী। বাংলা সরকারের পরিসংখ্যান সংগ্রহের ইহা একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এইরূপ ভাবেই সমগ্র বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষে পরিসংখ্যানের সংখ্যা লিপিবদ্ধ হয়। জনসাধারণের নিকট প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া নিজেদের মিথ্যা কৃতিত্ব জাহির করিবার একটি অপকৌশল মাত্র—এই পরিসংখ্যান প্রণালী। বাস্তবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কাল্পনিক তত্ত্ব এবং তথ্যের ভিত্তিতে দেশকে শাসন করিতেছেন—এই কংগ্রেসী সরকার।

"স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি" কিরূপ হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই। কলিকাতায় ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে সরকার নিযুক্ত তদন্ত কমিটির যে ভয়াবহ নিবৃতি সংবাদ পত্র মারফৎ প্রচারিত হইয়াছিল—তাহার পরও কোন সভ্য সরকার যে নিজেদের গুণকীর্ত্তনের জন্য সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পায় যে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। আজ দশ বৎসরে দেশে খাদ্যাভাব, বেকার সংখ্যা এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; অতিরিক্ত করের চাপে চাষী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিষ্পেষিত হইতেছে; জনসাধারণ দারিদ্র্যের সর্ব্বশেষ স্তরে উপস্থিত হইয়াছে। যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতালের "যক্ষ্মা বিভাগ" গুলির waiting list এ নামের তালিকা দিন দিন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতেছে। ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৮৮ সালের মধ্যে হাসপাতালের অডিটার বিভাগে রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জনসভা

কাশীপুর থানার তালাজুড়ি, সৌরাংডি, ইন্দ্রবিল প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণের তথা গ্রামবাসীগণের এক সাধারণ সভা গত ৩০শে চৈত্র তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বশ্রী লেডু মাঝি এম, এল, এ, গোবিন্দ চন্দ্র বীদ, শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, ফকিরচন্দ্র দত্ত, গোকুলচন্দ্র কর্ম্মকার, বিভূতিভূষণ বাস, নানকু মাঝি, নন্দলাল মাঝি, জীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, অম্বিকাচরণ কবিরাজ, ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বীদ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

১। উচ্চশিক্ষা প্রসারার্থে এই অনুন্নত অঞ্চলে একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিশেষ প্রয়োজন এবং উহার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিব। এই সভা সরকার বাহাদুরের নিকট একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার দাবী জানাইতেছে।

২। উক্ত কার্য্যে সহায়তার জন্য একটী অস্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হইল।

হরিবোল উৎসবে অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যু

পুরুলিয়াতে গত শনিবার চকবাজারে নবরাত্রি উৎসব উপলক্ষ্যে এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। শনিবারে নবরাত্রির জাগরণ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পাড়া হইতে নৃত্যগীত করিতে করিতে দল আসিয়া চকবাজারে সমবেত হইতে থাকে। চিটাপাড়া হইতে একটি দল—ভীমের সাজে সজ্জিত হইয়া চকবাজারে আসে। তাহাদের মধ্যে একজনের পোষাকে একটী কারবাইড লাইটের আগুন ধরিয়া যায়। সেই আগুন ভীড়ের মধ্যে আরও দু একজনের কাপড়ে লাগে। মোট ৬ জন অগ্নি দগ্ধ হয়। তাহার মধ্যে ৪ জনের সামান্য পুড়িয়া যায়। বাকী ২ জনের মধ্যে একজনের খুব বেশী পুড়িয়া যায়। হাসপাতালে তিনি মারা যান। মৃত ব্যক্তির নাম শ্রীরসিক বাউরী বয়স ৩৫ বৎসর। ইনি রাজমিস্ত্রী ছিলেন। পরিবারে তাহার বৃদ্ধ পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তান বর্ত্তমান। এই শোচনীয় ও শোকাবহ মৃত্যুতে আমরা তাহার পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি।

শ্রীঠাকুর দাস বাউরী নামে একটি ১৪ বৎসরের বালক এখনও হাসপাতালে আছে। আগুনে সে গুরুতর ভাবে পুড়িয়া যায়। তবে আমরা খোঁজ লইয়া জানিলাম সে আরোগ্য লাভ করিতেছে।

পুরুলিয়ায় বিরোধীদলের নেতার সম্বর্দ্ধনায়
রাসময়দানে মহতী জনসভা

গত ২৮শে মে তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সেক্রেটারী শ্রীজ্যোতি বসুর পুরুলিয়া আগমন উপলক্ষ্যে রাস ময়দানে এক বিরাট জনসভা হয়। এই সভায় শ্রীজ্যোতিময় দাশগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। শ্রীমতী অনিমা মল্লিকের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর শ্রীপ্রবীর কুমার মল্লিক ও শ্রীঅমূল্য কর্মকার স্থানীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। জামসেদপুরে শ্রমিকদের উপর এবং বোতায়ু উদ্বাস্তুদের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া দুইটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রীজ্যোতি বসু তাঁহার ভাষণে বক্তৃতার পর নানান্ কারণে এতদিন তাঁহার পুরুলিয়া আগমন সম্ভব না হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন—"সর্ব্বপ্রথমে আমি পুরুলিয়ার সংগ্রামী জনসাধারণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বাংলার সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী সরকার যখন সংযুক্তি প্রস্তাব এনেছিলেন তখন আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ভিতরে ও বাহিরে ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেছি। সেই আন্দোলন পুরুলিয়ার সংগ্রামী জনসাধারণের অবদানে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট সরকারকে পরাজয় স্বীকার ক'রে এই সংযুক্তির প্রস্তাব কংগ্রেসী সরকারকে বাতিল করতে হয়। এর পরে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠেএবং তারই পরিণাম স্বরূপ পুরুলিয়া অঞ্চলের বঙ্গভুক্তি সম্ভব হয়। পুরুলিয়ার সংগ্রামী শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে এই উভয় আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন লোক সেবক সংঘ এবং আমাদের পার্টি (কম্যুনিষ্ট পার্টি) এখানে প্রবল না হলেও সাধ্যমত এই আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের যে গণতান্ত্রিক দাবী তার কাছে কংগ্রেসকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে এবং আংশিক হলেও এর দ্বারা গণশক্তির জয়ই সূচিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রথম পর্য্যায় এখানেই সমাপ্ত হয়েছে—সুতরাং এইবার আমাদের সংগ্রামকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এবং নূতন ধারায় পরিচালিত করতে হবে।"

ইহার পর তিনি অজস্র দৃষ্টান্ত ও ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কংগ্রেসী সরকারের দুর্নীতিমূলক ও জনস্বার্থ বিরোধী কার্য্যকলাপ ও মনোভাবের পরিচয় প্রদান করেন। কংগ্রেস তথা কংগ্রেস সরকারের দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ ও প্রগতিমূলক কর্মধারা যে সম্ভব নহে তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীবসু বলেন যে দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন নাগরিকেরা আজ সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন সেইজন্য কেরালার পর পশ্চিমবঙ্গ নেহেরু সরকারের দারুণ দুঃস্বপ্নের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে পুরুলিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া শ্রীবসু বলেন—খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় যে—বিধান আমলেও কংগ্রেসীদের যেখানে কোনও জনসভা আহ্বানের দুঃসাহসও হয়নি—সেই পুরুলিয়ার গত মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সরকারীভাবে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে জয়লাভ করেছে। এটি গভীর ভাবে ভাববার বিষয় এবং এর প্রকৃত কারণও আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ আজকের দিনে স্বার্থপর দুর্নীতি সম্পন্ন এবং সমাজ বিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া কেউই কংগ্রেসে যোগদান করে না। সুতরাং গত পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে যাঁরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাইনা—কিন্তু যে সকল মাতব্বর শ্রেণীর লোক কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ভোট গ্রহণ বা ভোট সংগ্রহ করেছেন শুনেছি তাঁরা নাকি সকলেই শিক্ষিত—অন্ততঃ নিজেদের তাঁরা শিক্ষিত বলে পরিচয় দেন—তাঁদের কংগ্রেসে যোগদানের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। হঠাৎ তাঁদের কংগ্রেস প্রীতির অনুপ্রেরণা কোথা থেকে এসেছে তাও জানা দরকার। এই প্রসঙ্গে আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করবো। সম্প্রতি সংবাদ পত্রে দেখলুম যে লোক সেবক সঙ্ঘের চারজন এম, এল, এ সংঘ থেকে বিতাড়িত

হয়েছেন। অবশ্য কি কারণে এঁদের সংঘ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে বা এঁরা পদত্যাগ করেছেন—তা জানিনা। এটা সংঘের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সুতরাং এই বিষয়ে আমি কোনও প্রশ্ন করতে চাই না। এই চার জন সদস্য এবার কংগ্রেসে যোগ দেবেন—না নতুন কোনও দল গড়বেন তাও জানি না। তবে এঁদের যদি কোনও ভদ্রতা ও নীতিজ্ঞান থেকে থাকে তবে তাঁদের পক্ষে বিধান সভার সদস্য পদে ইস্তফা দিয়ে নূতন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিৎ। কারণ নির্বাচক মণ্ডলী এঁদের লোক সেবক সঙ্ঘের প্রার্থীরূপেই জয়যুক্ত করেছে—সুতরাং সংঘ পরিত্যাগ করার পর তাঁদের নূতনভাবে নির্বাচক মণ্ডলীর আস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য।"

ইহার পর অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীজ্যোতিঃময় দাশ গুপ্ত তাঁহার ভাষণে বলেন—

সভাপতির অভিভাষণ

চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে আমাকে সামান্য কিছু অভিভাষণ দিতে হবে। আমি কোন দলভুক্ত নই—সুতরাং আমার এ অভিভাষণ কোন দলগত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আচ্ছন্ন হবে না। আমি স্বাধীনভাবেই আমার যা মতামত তা ব্যক্ত করবো।

আজ যাঁর উপস্থিতির জন্য এই বিরাট জনসভার সমাবেশ হয়েছে ও যাঁর সুচিন্তিত ভাষণ আপনারা শুনলেন—তাঁর পরিচয় আপনাদের কাছে অজ্ঞাত নয়। শ্রীজ্যোতি বসু—ব্যবসায়ে ব্যারিষ্টার, কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির বাংলা শাখার নেতৃত্বের ভার বহন করবার জন্য ব্যারিষ্টারি করে পার্থিব বিভব বাড়াবার সুযোগ বা সুবিধা তাঁর হয় নি। পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার বিরোধী দলেরও তিনি নেতা। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির পুরুলিয়া জেলা কমিটি যে পুরুলিয়ার জনগণের তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দান করলেন তার জন্য আমি পুরুলিয়ার জনগণের পক্ষ থেকে তাঁদের ও জ্যোতিবাবুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

পুরুলিয়ার সমস্যা বহুবিধ ও অভূতপূর্ব। আজ দেড় বৎসরের উপর হোলো পুরুলিয়া—খণ্ড বিখণ্ডিত পুরুলিয়া—বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে! কিন্তু আজ পর্যন্ত পুরুলিয়া এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে—না আছে বেহারে না আছে বাংলায়। বাংলার একটি জেলা বলে গণ্য হলেও আজ বাংলার আইনে পুরুলিয়ার কর্ণধারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বেহার আমলের যে সব দুষ্কৃতির চাপের মধ্য দিয়ে পুরুলিয়াকে হস্তান্তরের কয়েক বৎসর পূর্ব হ'তে যেতে হচ্ছিল, সকলেই আশা করেছিল যে হস্তান্তরের পর সে সব দুষ্কৃতির অবসান হবে—কিন্তু তা আজও হয়নি। কংগ্রেসের কাছে থেকে বা কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের কাছে থেকে এ নিদারুণ সমস্যার সমধানের যে কোন উপায়ই নাই তা আজ চিন্তাশীল পুরুলিয়াবাসী মাত্রেই মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছে ও বুঝেছে। পুরুলিয়াবাসী বুঝেছে যে কংগ্রেস সবারই এক—কি বিহারে কি বাংলায়।

পুরুলিয়াবাসী জানে যে আজ কার বা কাদের চক্রান্তে পুরুলিয়াবাসীর এই দুর্দ্দশা। পুরুলিয়াবাসী জানে যে আজ কাদের হীনতম চক্রান্তের ফলে মানভূম জেলা খণ্ডবিখণ্ডিত হয়ে জেলার চিরন্তন নামটা পর্য্যন্ত হারিয়েছে ও জাতীয় জীবনে ও দৈনন্দিন অর্থনৈতিক জীবনে একটা নিদারুণ ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে। ইংরাজের প্রস্থানের পর এ দুর্ভাগ্য ভারতের আর কোন স্থানে হয় নি। পাকিস্তান সৃষ্টির বিভীষিকার পরেও যে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে একটা জেলাকে চার টুকরা ক'রে পাকিস্তানী তাণ্ডবনৃত্যের অবতারণা করা সম্ভব হতে পরে, এ কথা কে ভাবতে পেরেছিলো? আর হয়েছে কার কাছ থেকে? হয়েছে কংগ্রেস ও কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে। ভাগ্যের এ নিদারুণ পরিহাসের জন্য পুরুলিয়াবাসী প্রস্তুত ছিল না—এ অবস্থার সম্ভাবনাও তাদের কাছে স্বপ্নাতীত ছিল।

অথচ স্বাধীনতার পূর্ব্বকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে গণচেতনার অগ্রদূত ছিল, তখন কি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাই না মানভূমবাসী কংগ্রেসকে দিয়েছে! মানভূমবাসীর পরম ভাগ্যগুণে যখন শ্রদ্ধেয় ঋষিকল্প নিবারণ চন্দ্র সরখেল ত্যাগ ক'রে স্বাধীনতাযুদ্ধে মানভূমবাসীর পাশে এসে দাঁড়ালেন তখন মানভূমবাসী তাঁর ত্যাগময় নেতৃত্বের কি সম্মানই না দিয়েছে! তাঁরই ত্যাগধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় যে শক্তি

ও সংঘ তিনি গঠন করে গেছেন, আজও সেই শক্তি ও সংঘই মানভূমে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দিয়েছে। এখন সেই শক্তি ও সংঘই "লোক সেবক সংঘ" নামে বর্ত্তমান কংগ্রেসী শাসনতন্ত্রের সর্ব্বপ্রকার অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম ক'রে যাচ্ছে।

বর্ত্তমানে কংগ্রেস বলতে আমরা যা বুঝি তা যে মহাত্মা গান্ধীর বা নিবারণচন্দ্রের আদর্শপুত কংগ্রেস নয়—এ কথা আজ আমরা সকলেই জানি। বর্ত্তমান কংগ্রেস পুরাতন আদর্শপুত কংগ্রেসের একটা ভ্রষ্টাচার মাত্র। আর নানাবিধ ঘটনাচক্রের সমাবেশেই তা সম্ভব হয়েছে।

চিরাচরিত নৈপ্লবিক পথে যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসতো, তা হ'লে ভারতবর্ষকে স্বাধীনোত্তরকালে গত বার বছর ধ'রে বর্ত্তমান কংগ্রেসের এ ভ্রষ্টাচারকে সহ্য করতে হোতো না। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে ইংরাজের ভারতবর্ষ ত্যাগের কারণ কংগ্রেস নয়—ইংরাজের ভারতবর্ষ ত্যাগের অব্যবহিত কারণ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর অলৌকিক বীর্য্যময় কার্য্যকলাপ—যে কার্য্যকলাপের ফলে ইংরাজকে আর ভারতীয় সৈন্যের সহায়তার উপর নির্ভর ক'রে ভারতে আধিপত্য রাখা সম্ভব হোলো না। ইংলণ্ডের তৎকালীন দেশরক্ষার মন্ত্রী (Defence Minister) আলেকজাণ্ডার ও শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী এ্যাটিলী এ কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার ক'রে গেছেন। স্বীকার করেন নি একমাত্র বর্ত্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব,—যাঁরা সুভাষ চন্দ্রেরই রক্তস্নাত স্বাধীনতা বৃক্ষের ফল পরগাছার মত নির্লজ্জভাবে উপভোগ করছেন।

এই আত্মপ্রবঞ্চনা ও মিথ্যাচারের ফল যে কি হ'তে পারে, মহাত্মা গান্ধী তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে তা বুঝেছিলেন। এ কথা তিনি বেশ বুঝেছিলেন যে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে কংগ্রেসের চরম দুর্দ্দিন মুহূর্ত্তে কংগ্রেসেরই সাহায্যে ভারতবর্ষকে দুভাগ ক'রে ইংরাজ যে তার অর্থনৈতিক শোষণের সমস্ত পথ অব্যাহত রেখে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে এর প্রতিক্রিয়ার ফল একদিন বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীর হাতে কংগ্রেসকে পেতেই হবে। তিনি এও বুঝেছিলেন যে একটা বিরাট মিথ্যাচারের উপর কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রাতষ্ঠান বেশী দিন টেকে না। তাই তখন ঘটনাচক্রে ইংরাজের পরিকল্পিত ক্রমে স্বাধীনতার ফলে দেশের শাসনযন্ত্র কংগ্রেসের হাতে এসে পড়লো, তখন তিনি তাঁর অনুচর কংগ্রেসী কর্ণধারগণকেও ভাংগুর জনরোষ থেকে বাঁচাবার জন্য ও কংগ্রেসকে উত্তরোত্তর অধঃপতন থেকে রক্ষা করবার জন্য পরামর্শ দিলেন—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তুলে দাও। ক্ষমতার আসন বিনা আয়াসে আসীন হ'য়ে তখন কংগ্রেসী নেতারা মসনদের স্বপ্নে ভরপুর—তাঁরা তাঁদের পরমবন্ধুর এ উপদেশ গ্রাহ্য করেন নি।

এর অবশ্যম্ভাবী ফল অবশ্য ফলতে আরম্ভ করেছে। আজ কংগ্রেস ও কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের ভিত্ত ছাত্রশ কোটি ভারতবাসীর সহানুভূতির উপর নয়। এর ভিত্ত এখন মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের ইচ্ছা ও করুণার উপর।

> রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের উপর মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের প্রভাব কত প্রবল। নির্ব্বাচনযুদ্ধে কংগ্রেস অকুণ্ঠভাবে এদের অর্থসাহায্য গ্রহণ করেন।

শিল্পপতিরা এর পরিপূর্ণ দামও আদায় ক'রে নিচ্ছেন। আত্মকেন্দ্রীভূত কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক কংগ্রেসী সরকারদের ক্ষমতা নাই যে এই শিল্পপতিদের নির্দ্দেশ উপেক্ষা ক'রে চলেন। মানভূমবাসী তার সদ্য সদ্য প্রমাণ ও পরিচয় পেয়েছেন—চাণ্ডিল-ইচাগড়-পাতকুমের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে। কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত সর্ব্বভারতীয় একত্বের ভংকানিনাদের মধ্যেও আমরা দেখেছি যে শিল্পপতি টাটার জলসরবরাহের অজুহাতে চাণ্ডিল-ইচাগড় পটমদা ইত্যাদি যে সব অংশ রাজ্যপুনর্গঠন কমিটির বিচারে বাংলার মধ্যে আসা বিবেচিত হয়েছিল, সে জলসরবরাহের ভার কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী সরকার বাংলার কংগ্রেসী সরকারেরও হাতে দিতে রাজী হন নি, বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট আর একটি প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এই এঁদের সর্ব্বভারতীয় একত্বের নমুনা! সেজন্যই বাংলার কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের এক

অন্যায় অবিচার নতমস্তকে ও বিনা প্রতিবাদে বরণ ক'রে নিয়েছেন। ফলে ঐ সব অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ বঙ্গভাষাভাষীর জীবনযাত্রা যে কি এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে তা সহজেই অনুমেয়।

এই হচ্ছে বর্তমান নীতিভ্রষ্ট ও আদর্শভ্রষ্ট কংগ্রেসের স্বরূপ। কিন্তু এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে, আর এর অবসানের উপায় সম্ভব জনসাধারণের চেতনার মধ্য দিয়ে, তাদের বলিষ্ঠ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। বিরুদ্ধবাদী সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়ীত্ব এইখানেই। আপন আপন স্বত্ব বজায় রেখেও তাদের এখন এমন একটা স্থানে মিলতে হবে যেখান থেকে দুর্দ্ধাগ্রস্ত, অবহেলিত জনসাধারণের বলিষ্ঠ শক্তির সাহায্যে তারা সত্য ভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট কংগ্রেসী শাসনযন্ত্রের সমাধি রচনা করতে পারে। দেশের মুক্তির এ ছাড়া অন্য পথ নাই।

কংগ্রেসী চক্রীদের চক্রান্ত ও কংগ্রেসী কুশাসন বাংলা দেশকে যে কি নিদারুণ অবস্থায় এনে ফেলে সব দিক দিয়ে পিষে মারতে চাচ্ছে তা আমরা সবাই জানি। তবু আমরা ভয় পাবো না, হতাশ হবো না। আমরা মরবো না—আমরা বাঁচবো। সর্ব্বভারতীয় পটভূমিতে আবার আমরা আমাদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনবো। কারণ আমরা জানি যে, যে বাংলাদেশ আমাদের দেশমাতৃকা; সে বাংলাদেশ হচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা, রবীন্দ্রনাথের বাংলা, বিবেকানন্দের বাংলা, অরবিন্দের বাংলা, ক্ষুদিরামের বাংলা, দেশবন্ধুর বাংলা, সুভাষচন্দ্রের বাংলা—সে বাংলাদেশ বর্ত্তমান নীতিভ্রষ্ট, সত্যভ্রষ্ট বাংলা কংগ্রেসী সরকারের বা বাংলা কংগ্রেসী গোষ্ঠীর নয়।

বন্দেমাতরম।

—•—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

বাঘমুণ্ডী থানার সুইসা, আটনা, বিদ্দিরি ও কাড়িহাসার প্রস্তাবিত কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির পক্ষ হইতে যথাক্রমে সর্ব্বশ্রী অটলচন্দ্র ভকৎ, নগেন্দ্রনাথ সাউ, হাড়িরাম কুমার ও উপেন্দ্রনাথ মাঝি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট গত ১৯শে মে তারিখে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন:—পুরুলিয়া জেলার বাগমুণ্ডি থানা একটি পার্ব্বত্যবহুল এবং বরাবর সরকারের উপেক্ষিত এলাকা ও সমস্ত দিক হইতে অনগ্রসর।

পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির পর কতিপয় চেতনাশীল ব্যক্তি সমবায় আন্দোলনের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া 'কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি' গঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

বর্তমানে তাঁহাদের উদ্যোগে এবং বিভাগীয় কর্মকর্ত্তাদের সহযোগিতায় আমরা বাগমুণ্ডি থানার সুইসা, আটনা, বিদ্দিরী, কাড়িহাসার এই গ্রামগুলিতে চারিটি "কৃষিঋণ দান সমবায় সমিতি" গঠন করিয়াছি। গত বৎসর অনাবৃষ্টির জন্য এই থানায় ধান্য ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। এলাকায় চারিটি সমিতিতেই দুস্থ কৃষকগণ সভ্য হইয়াছেন। এ বৎসর তাঁহাদের বীজ ধান নাই এবং হাল বলদ কেনারও সামর্থ্য নাই।

সমিতির সকল সভ্যগণই ভর্ত্তি ফী এবং আংশিক শেয়ার ফীএর টাকা জমা দিয়া প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রি করার নিমিত্ত বিভাগীয় অডিটার মহাশয়ের হাতে আইন পুস্তিকা ও ফরম পূরণ করিয়া দিয়া প্রভূত আগ্রহের সহিত ঋণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

ইতিপূর্বে আমরা বিভাগীয় এ্যাসিষ্টেণ্ট রেজিষ্ট্রার (Assistant Registrar) মহাশয়কে সমিতি রেজিষ্ট্রি হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম, কোন উত্তর পাই নাই। সমিতিগুলি রেজিষ্ট্রী হইয়া আসিল কিনা তাহা এখনও জানা গেল না বা ঋণ আবেদন গ্রহণ জন্যও কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছেনা। অডিটার (Auditor) মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, আমি কিছু জানিনা, পুরুলিয়ায় খোঁজ করুন।

কৃষির পূর্বে যদি সমিতিগুলি ঋণ না পায় তাহা হইলে কৃষককুল এ বৎসর চাষ করিতে সক্ষম হইবেন না এবং ধ্বংস হইয়া যাইবেন। কারণ তাঁহারা বিভাগীয় কর্মকর্ত্তাদের কথামত অন্য কোন উপায়ে ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া সামিতির টাকা পাইবার আশায় বসিয়া আছেন।

অতএব উক্ত প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সমিতির সভ্যদের নিকট হইতে অতি সত্বর ঋণ আবেদন পত্র গ্রহণ করঃ অবিলম্বে ঋণ মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ জানাই। অন্যথায় এলাকার কৃষককুলের জীবনে এক ঘোরতর সংকট দেখা দিবে, ফলে তাঁহাদের মধ্যে বিরাট বিক্ষোভের সঞ্চার হইবে এবং তজ্জন্য সরকার পক্ষই দায়ী হইবেন।

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

করিবার মনোবল আমাদের আছে। কিন্তু এসকল কথায় কোনো কাজ হয় নাই—মিথ্যা অপপ্রচার করিয়া তাহা স্বাব্যস্ত করার মত যাহাদের তথ্য প্রমাণ নাই—বিচারের সম্মুখীন হইবার যাহাদের মনোবল আদৌ নাই—তাহারা বিচারের অজুহাতে বারম্বার সরিয়া থাকিয়াছেন—কিন্তু সংঘ এই লুকোচুরিকে প্রশ্রয় দিয়া চলিতে পারে না—সেজন্য বহিস্কারই ইহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং তাহা নিতান্তই সমীচীন হইয়াছে।

শ্রীলেদু মাঝি এম, এল, এর বক্তৃতা

কলিকাতার নানা ঘটনার কথা সৃষ্টি করিয়া বহিষ্কৃত সদস্যেরা সংঘের তথা সংঘ সচিবের নামে যে সকল অপপ্রচার করিতেছেন শ্রীলেদু মাঝি তাহার বিষয়ে আলোচনা করিয়া বলেন—কলিকাতার সমস্ত ব্যাপারই আমি জানি। বহিষ্কৃত সদস্যেরা যে সকল কথা বলিতেছেন তাহা নিতান্তই ভিত্তিহীন। কলিকাতায় ঐ বহিষ্কৃত সদস্যেরাই নানারূপ অন্যায় আচরণ করিতে থাকেন। কলিকাতায় আইনসভার অধিবেশনে চলার কালে আমরা যে টাকা পাইতেছিলাম—তাহার অংশ হইতে সংঘকে ঋণ শোধের জন্য আমরা দিতেছিলাম; কিন্তু সাগর বাবু, সত্য কিঙ্কর বাবুরা টাকা দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। অরুণদার সহিত নানাবিধ অবাঞ্ছিত আচরণ করিতে থাকেন এবং তাঁহারা আমাদিগকে না বলিয়া কলিকাতা সহরে কোথায় কোথায় যাতায়াত আরম্ভ করেন। উহারা তখন কংগ্রেসী মহলে লুপাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—তাহারও সন্ধান আমরা ক্রমশঃ ক্রমশঃ পাইতে থাকি। অনাস্থা প্রস্তাবের সময় তাহারা চোরের মত পলাইয়া গিয়া সংঘ তথা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

শ্রীচেতন মাঝি এম, এল, এর বক্তৃতা

বহিষ্কৃত এম, এল, এ গণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া যে যে অপকীর্ত্তি করেন—তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীচেতন মাঝি বলেন যে,—কিছুদিন হইতেই আমরা দেখিতেছিলাম—উহাদের অন্তরে পাপ দেখা দিয়াছে। উহারা আমাদিগকেও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিতে প্ররোচিত করিতে চাহিতেছিল। আগামী নির্ব্বাচন হইতে আদিবাসী হরিজনরা আর পৃথক আসন পাইবে না—সুতরাং এখনই স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইবার সুযোগ রহিয়াছে—এই মর্মে ঐ বহিষ্কৃত সদস্যেরা আমাদের স্বার্থবুদ্ধিকে জাগাইবার চেষ্টা করিলে আমরা বলিয়াছিলাম যে, টাকাই মানুষের সব নয় ভাই; তাহা যদি হ'ত—তবে এই জনসেবার পথে আসিবার কি দরকার ছিল? উহারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি উহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, সম্প্রদায় হিসাবে রাজনীতি চলে না—তাহাতে কোনো জাতির উন্নতি হইতে পারে না—সকলের সম্মিলিত শক্তি ও আন্দোলনেই জনগণের তথা সকল সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ হয়। কিন্তু উহারা কর্ণপাত করে নাই। উহারা ঐ পথেই লাভ বুঝিয়াছে। যাহারা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রচার করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে চায়—তাহাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বেশী দিনের নহে—অবিচারে তাহারা নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই ডাকিয়া আনিবে—ইহা সত্য।

শ্রীহেমচন্দ্র মাহাতর বক্তৃতা

বহিষ্কৃত সদস্যদের বিষয়ে আলোচনা কালে শ্রীহেমচন্দ্র মাহাত এক গোপন বৈঠকের তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া বলেন যে, সীমা কমিশন আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে সাগর বাবুদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে মাহাত কর্মীদের এক গোপন বৈঠক ডাকা হয়—লোক সেবক সংঘের বহু বিশিষ্ট মাহাত কর্মী সমবেত হন। তাহাতে সাগর বাবু বলেন—তোমরা বাংলায় মুক্ত হওয়ার জন্য যে আন্দোলন করি-

তেছ—তাহা সম্পূর্ণ ভুল হইতেছে। তাহাতে তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা অভিশাপ দিবে। আমরা সাগর বাবুকে যুক্তি দেখাইতে বলি। কিন্তু তিনি কোনো যুক্তি দেখাইতে পারেন না। আমরা আমাদের কাজের সমর্থনে যে সকল যুক্তি প্রদান করি অবশেষে তিনি তাহা মানিয়া লন। আমরা পরে বুঝিতে পারি কেন তিনি নীরবে তাহা মানিয়া লন। সম্প্রতি কিছু দিন পূর্ব্বে সাগর বাবু আমাদের কর্মী শ্রীপদক মাহাতর কাছে যে কথা বলিয়াছেন—তাহা হইতেই ইহার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। শ্রীপদক মাহাতর কাছে তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন যে, মানভূমকে বাংলায় যুক্ত করার ইচ্ছা তাহার কোনো দিনই ছিল না—তবে তখন তিনি দেশের তাণ্ডবা দেখিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলেন—জানিতেন লোক সেবক সংঘেরই জয় হইবে—এবং আগামী নির্ব্বাচনেও লোক সেবক সংঘই প্রাধান্য লাভ করিবে—সুতরাং সংঘের শক্তি ব্যতীত তাঁহার সদস্য হওয়ার আশা ছিল না—সংঘের শক্তি লইয়া ভবিষ্যতে আইনসভা সদস্য হইবার জন্যই তিনি চুপ করিয়া ভবিষ্যতের আশায় বসিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার নিজেরই স্বীকৃত। এইভাবে স্বার্থান্বেষী লোক আমাদের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। আমরা উপযুক্ত সঙ্গীগতা অবলম্বন করিয়া, কাজ করিতে পারি নাই বলিয়া—এইরূপ লোক আমাদের পক্ষ হইতে এম, এল, এ হইলেন এবং বিশ্বাস ঘাতকতা করিলেন! সেজন্য আজ আমাদের আরো সাবধান হইয়া কাজ করিতে হইবে। আমাদিগকে জনসাধারণের কাজের দায়িত্ব বহনের আরো উপযুক্ত হইতে হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাতর বক্তৃতা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাহাত নাতিদীর্ঘ এক দৃঢ়তা ব্যঞ্জক বক্তৃতায় বলেন যে, চারিজন সংঘ সদস্যকে অমর্যা বতিত্তার করিয়া দিয়াছি—তাহাদের চলিয়া যাওয়ায় আমাদের সংঘের বা জনসেবার কাজের কোনো ক্ষতি হয় নাই। আমাদের সংঘের শরীর হইতে এক দুষ্টক্ষত বাহির হইয়া গিয়া আমাদিগকে শান্তি দান করিয়াছে। উহারা অভিযোগ করিয়াছিলেন অরুণদা উহাদিগকে অযোগ্য মনে করিতেন—অরুণদা উহাদিগকে আরো যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্যই বলিতেন—কিন্তু উহাদের পরবর্ত্তী যে কাজের ধারা দেখিয়াছি তাহাতে আমরা উহাদিগকে সত্যই অযোগ্য মনে করিয়াছি—উহাদের প্রতি অযোগ্যতার আরোপও যদি আসিয়া থাকে—তবে তাহাও যথার্থই সত্য। আমরা উহাদিগকে প্রতিনিধি করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রতিনিধির উপযুক্ত কাজে উহারা অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহারা বাতির হইয়া যাওয়ায় সংঘ অবাঞ্ছিত এক ভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

পরলোকে শ্রীমান জীবন

শ্রদ্ধেয় শ্রীশশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১লা জুন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় শিল্পাশ্রমে আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

প্রায় ছয় সাতদিন পূর্ব্বে দারুণ গ্রীষ্মের প্রকোপে শ্রীমান জীবন সামান্য অসুস্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু চিকিৎসাদির পর সে প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। মৃত্যুর দিনও শ্রীমান জীবনের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বৈকাল প্রায় ৫ টার সময় হঠাৎ তাহার প্রবল জ্বর ও বিকার দেখা দেয়। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর তাহার অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির পথে যাইতে থাকে এবং প্রায় দেড় ঘন্টার মধ্যে চিকিৎসক পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের অবসান ঘটে।

আমরা শ্রীমানের আত্মার শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি।

একখানি চিঠি

মুক্তি প্রেস

মহাশয়, বরাবাজার হইতে বিহারে চাউল রোজ ২০০ দুশ মণ চালান যাচ্ছে। এখানের দোকানদাররা সব গেটে ঘুষ দিয়ে পার করছে। যদি বন্ধ না কর তবে আমরা ভোকে মরিয়া যাইব। খবরের কাগজে ছাপাও ও বন্দবস্ত কর। ইতি— শ্রীহরি বাগাল, সাং বড়রা।

(মুক্তি ছাপিতে ছাপিতে একখানা পোষ্ট কার্ড পাইলাম। ঠিক যাহা লেখা হইয়াছে—হুবহু প্রকাশ করা হইল—মুঃ সঃ)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
২২শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫—৯ই জুন ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

আইন সভার বাজেট অধিবেশনে

লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে

আইনসভার সদস্যা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষের বক্তৃতা

এই বাজেট জনসাধারণের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রচিত হয় নাই

সর্ব্বোচ্চ অর্থনৈতিক সমস্যা—কৃষি ও সেচের গুরুত্ব উপলব্ধি হয় নাই

দেশের বিভ্রান্ত নৈতিক জীবনকে উন্নত করার লক্ষ্যে বাজেটে কোনো সরকারী পরিকল্পনা নাই

বাজেট রচনাকারীদের অসামর্থ্যের প্রতিকার জনগণ করিবে

বিগত ৪ঠা জুন পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় বাজেট উদ্বোধন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ এম, এল, এ নিম্নলিখিত ভাষণ প্রদান করেন:—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

বিগত অধিবেশনে বাজেটের মূল স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা যা বলেছি—মূলতঃ আজও তারই পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তবে এই অবসরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেই বিষয়টিকে আলোচনার সুযোগ পাবো।

সমগ্র ভারতবর্ষে এবং সমস্ত রাজ্যগুলিতে যে অবাঞ্ছিত শাসন ধারা চলেছে—তার প্রতিকারের জন্য নিয়ত ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে জনসাধারণ যেমন আজ প্রতিকার লাভ বিষয়ে ক্লান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত, লোক যেমন ভাবছে—এই শাসনধারার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ব্যতীত প্রতিকার

কোথাও নেই—তেমনি আমরাও আজ ভাবছি—এখানে ওখানে সংশোধন বা পরিবর্ধন ক'রে বাজেটের উন্নতির প্রশ্ন এ বাজেটের জন্য নয়। যে বাজেট তৈরী হয়েছে তাতে—সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ব্যতীত জনগণের যোগ্য বাজেট পরিকল্পনা কখনো সম্ভব নয়।

আমরা আমাদের জীবনে সর্বদাই দেখছি—কাজ হাতে নিলেই যোগ্যতার সঙ্গে তা চালান যায় না—সংসারে কেউ কাজ গড়ে তুলছে—কেউ পিটিয়ে পড়ছে—কেউ দুর্গত জাতির ভাগ্য—বুদ্ধিতে, শক্তিতে ও সদিচ্ছায়—কল্যাণের পথে পরিচালিত করেছে—কেউ বহুখানি গড়া জিনিষ হাতে পেয়েও—ভেঙ্গে নষ্ট করে ফেলেছে। গড়বার যোগ্যতা না থাকলেও মানুষ সদিচ্ছার মধ্য দিয়ে যোগ্যতাও অর্জন করতে পারে—আত্ম-গঠনের মধ্য দিয়ে কাজকেও গঠন করতে পারে। তবে গড়বার মন নিয়ে উপযুক্ত আয়োজন তার চাই।

সর্বপ্রথম চাই—জনগণের যথার্থ অবস্থাকে বোঝবার আন্তরিকতা।—কাজকে গড়ে তোলবার—অপরের কার্য-করী পরামর্শকে গ্রহণ করবার—আন্তরিক সদিচ্ছা চাই। জাতির সম্মিলিত বুদ্ধিকে নিয়োজিত ক'রে উপযুক্ত পরি-কল্পনা চাই। জাতির সেই মহান কাজকে—গড়ে তোল-বার জন্যে আগে—কাজের উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চাই। এবং তার সঙ্গে কাজের যোগ্য লোকদের সুসম্মিলিত করবারও উদারতা ও চেতনা চাই। নতুবা জাতির সমস্যার প্রতি উদাসীন,—কাজের প্রতি অমনোযোগী, মুক্তির প্রতি স্বভাব-বিরূপ কিছু লোকের খেয়ালখুসীতে তৈরী ব্যবস্থা বিষয় অন্ত-হীন বিবাদ করেই আমাদের দিন কাটাতে হবে।

এবং আমি মনে করি বর্তমান বাজেট বিষয়েও আজ—সেই কথাই এসে দাঁড়িয়েছে। আমি কেন তা মনে করি—তার সমর্থনে এখানে দু চারটি কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করব।

কোনো সরকার কোনো দেশকে বা জাতিকে সাহায্য দিয়ে বা সমগ্র পরিচালন দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে বা গড়ে তুলতে পারে না। জাতির অন্তর থেকে—জাতির স্বাবলম্বন শক্তি, কর্মশক্তি, আত্মশক্তি জাগ্রত হওয়া চাই। সরকার তাকে অনুকূল পথে সহায়তায় উৎসারিত করতে পারে।

এই বিরাট কৃষি প্রধান দেশের জনগণের আত্মশক্তি ও স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্মশক্তিকে উৎসারিত করতে—যে বিরাট কৃষি প্রচেষ্টার পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল; এবং সেই বিরাট কৃষি প্রচেষ্টার জন্য—দেশের যে সেচব্যবস্থার সর্বোত্তম পরিকল্পনার রূপে—যে মহান পর্যায়ে আয়োজিত করার প্রয়োজন ছিল—যে অগ্রাধিকার দেবার অপরিহার্য আহ্বান ছিল—এই বাজেটের মধ্যে সেই দৃষ্টি—সেই জনস্ত কর্মায়োজনের কোথাও কিছু নেই—গতানুগতিক একটু কৃষি ও সেচের বিষয়সূচি আছে মাত্র।

আমরা সকলেই নিত্য জনসাধারণের নাম করে থাকি। কিন্তু এই জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণশক্তি ও আত্ম-জাগৃতিকে বলিষ্ঠ গতিধারায় উন্মুক্ত করতে—সমগ্র শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে বিকেন্দ্রিত আত্মশাসনের ধারায়—সর্বাঙ্গীণরূপে—যে ভাবে রূপায়িত করার প্রয়োজন ছিল—সেই কাঠামো তৈরী হয়নি ব'লেই এ বাজেটে দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকেও বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা-খাতে রূপায়িত করবারও প্রয়োজন হয়নি।

আজ রূঢ় বাস্তব সত্য এই যে, সরকারের সঙ্গে জন-গণের কোনো যোগ নেই এবং এটাও আজ কঠোর সত্য সত্য যে, যেখানে জনগণের নৈতিক জীবনের ওপর আঘাত পড়ছে—সেখানেই সরকারের সঙ্গে যোগের সম্বন্ধ রয়েছে। সেজন্যই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি—আমাদের ব্যাপক জনক্ষেত্রের নিত্য অধঃপতিত নৈতিক জীবনকে উন্নততর, মহত্তর করে তোলবার জন্যে যাবতীয় চেষ্টার মধ্যে প্রচেষ্টার কোনো লক্ষণ কোথাও নেই। জাতীয় চরিত্র নিত্য মহত্তর হয়ে গড়ে না উঠলে—বাজেটের কর্মলক্ষ্য তা পূর্ণ হতে পারে না।

নিত্য আমরা দেখছি—কল্যাণবুদ্ধি নেই এমন লোকের যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে। সেটাও শক্তির পরিচয়। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি—জাতীয় কল্যাণবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়ে বাজেট যেমন রচিত হয় নি—এর মধ্যে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় ঘটেনি। যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে

(৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

জাতির পঞ্চবার্ষিকী শ্রাদ্ধ

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার এখন বাজেট অধিবেশন চলিতেছে। অর্থাৎ এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থে জনসাধারণের জন্য—অর্থাৎ গবর্মেণ্ট চালাইতে এবং দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির বাবত এ বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৯ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত কত খরচ করা হইবে সেই ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরের জন্য অধিবেশন বসিয়াছে। সদস্যরা ভোট দিয়া ঠিক করিবেন কত টাকা খরচ করা হইবে। ইতিপূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট এ বৎসরই ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত দিল্লীর লোকসভায় তর্ক বিতর্ক আলোচনা করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসী সদস্যদের ভোটের জোরে পাশ হইয়া গিয়াছে।

টাকার অঙ্কগুলি জনসাধারণের মাথায় ঢোকা সম্ভব-পর নয়—তবুও বলিতেছি।

কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে ৮৮৫ কোটী টাকা। পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানে অর্থাৎ ১৯৫৬ হইতে ১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত খরচ করা হইবে ৪৮০০ কোটী টাকা। বাংলা সরকার ১৯৫৮-৫৯ সালে যাহা খরচ করিয়াছেন এবং করিবেন তাহার মোট পরিমাণ হইল—১২৭ কোটী টাকা।

কি বাবত কত বরাদ্দ হইয়াছে বা হইতেছে—অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বাবত—তাহা অবান্তর। কারণ জনসাধারণের কাছে তাহার বিশেষ কোন মূল্য বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে না।

যাহারা দেখিতে চাহেন তাহারা দেখিতেছেন—যাহারা দেখিয়াও দেখিতে চাহেন না তাহারা বই ছাপা-ইয়া, বক্তৃতা দিয়া—পরিসংখ্যান দেখাইয়া বলিতেছেন—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী অতি সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী অতি দ্রুত সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে—এবং বাজেটে এই যে শত শত কোটী টাকা বরাদ্দ হইয়াছে—তাহাতে দেশের লোকের দুঃখ থাকিতেই পারে না।

পরিসংখ্যান দ্বারাই আমরা দু একটী নমুনা দেখাইতেছি—বাস্তবিক এই বিরাট সাফল্যের রূপটা কি?

বাঘমুণ্ডি থানার 'আটনা' নামে একটী গ্রাম আছে। জন সংখ্যা প্রায় ৮০০। ৪০ জন দুইবেলা কোনক্রমে খাইতে পায়। ২৫০ লোক কোন প্রকারে একবেলা অন্ন অর্থাৎ কোন খাদ্য জোটায়—আর বাকী লোক ৫০০র কম হইবেনা (অবশ্যই শিশু, বালক প্রভৃতি সহ) যদি কোন কাজ পায় তবে খাইতে পায় নয়তো নির্জ্জলা উপাস থাকে। নির্জ্জলা বলিলাম এই জন্য যে গ্রামে কোথাও জল নাই। কুঁয়া নামক একটী গর্ত্ত বিশেষ হইতে কোন প্রকারে জল নামক বালু মিশ্রিত এক প্রকার তরল পদার্থ দিয়া তাহারা জলের প্রয়োজন মিটায়।

সরকার 'স্যাম্পেল সার্ভে' করিয়া দেশের খাদ্যাভাব সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সৃষ্টি করিয়া দেখাইতেছেন যে—পুরুলিয়া জেলা খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত। আমাদের সঙ্গে পরিসংখ্যানকারীরা চলুন—বাস্তব স্যাম্পেল সার্ভে করিয়া তাহারা দেখিতে পাইবেন—পঞ্চবার্ষিকী ও শত শত কোটী টাকার ব্যয় বরাদ্দের পরিণতি যাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতেছে—যে দুইবেলা খাইত সে একবেলা খাইতেছে—যে একবেলা খাইত সে উপাস করিতেছে—উপাস করিয়া মরিতেছে।

আর একটা—বুদ্ধি, বিবেচনা ও ব্যবস্থার 'স্যাম্পেল' দেখাইতেছি। রবিবার দিন, তারিখ ৮ই মে, ১৯৫৮। অযোধ্যা পাহাড়ের ছাতনি ও কয়েকটী গ্রাম হইতে বেলা প্রায় ২টার সময়—ক্ষুধার্ত্ত অবসন্ন প্রায় ২৭ জন সাঁওতাল আসিয়া হাজির। এই রোদে ২০।২৫ মাইল হাঁটিয়া তাহারা আসিয়াছে। দেখিলে বোঝা যায় স্বাস্থ্য ও আ-নন্দের ইহারা এক একটী প্রতিমা ছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইহারা জীর্ণ, হতাশ, রুগ্ন হইয়া বাজেটের মূর্ত্তিমান পরিহাস স্বরূপ ইহারা জীবন্ত প্রেতের সংখ্যা বাড়াইয়াছে। বলিলাম—ব্যাপার কি? তাহারা বলিল উপায় না পাইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। আমরা পাহাড়ের উপরে বনে থাকি। কাঁধে মাথায় ঝুড় কাঠ, পাতা দাঁতন ইত্যাদি দিয়া আমরা কোন রকমে

একবেলা খাইয়া বাঁচিয়া আছি। কিন্তু বাংলার যে জঙ্গল আইন জারী হইয়াছে তাহাতে এ সমস্ত বন্ধ—আমাদের একমাত্র জীবিকা ইহাই ছিল। ইহা বন্ধ হওয়াতে আমরা ছেলে মেয়ে নিয়া অসহায় হইয়া উপাস করিতেছি। ভাবিতেছিলাম এই আইন ভাঙ্গিয়া জেলে গেলে অন্ততঃ খাইতে তো পাইব? কিন্তু আমরা তো বাঁচিলাম তবে ঘরের মেয়ে ছেলেরা উপাস করিয়া মরিবে। সরকার আমাদের ঘর বাড়ী লইয়া যেখানে হোক কাজ দিন, না হইলে টাটকা উপাস করিয়া মরিতে হইবে। অযোধ্যায় এরূপ লোকের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলাম—তাঁহারা রিলিফের কাজের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করিবার জন্য ব্যবস্থা করিলেন।

কিন্তু এ তো সাময়িক! রিলিফ দিয়া দেশ ক বাঁচাইয়া রাখা যায় না। এখানে ব্যবস্থাটা কিরূপ অবিবেচনা প্রসূত তাহাই বলিতেছি। মানভূমে বিহার গবর্মেণ্ট তো দুই পঞ্চ বর্ষে জঙ্গলকে প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তবুও দু চার জায়গায় যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে বাংলা গবর্মেণ্টের আসিবার পরে তাহাও আইনী ও বেআইনীভাবে ঠিকাদার ও গার্ডের সংযোগে অবিরাম গতিতে জেমসেদপুরের কাঠের গোদাম সমৃদ্ধ করিতেছিল। যাহা হউক এখন 'পাশ্চমবঙ্গ বনজাত দ্রব্য স্থানান্তিকরণ নিয়ন্ত্রণ আইন' চালু হইল। ব্যাপারটা কি? যে কোন কাঠই হোক নড়াইতে গেলে পারমিশন চাই নয়তো সরকারী রক্ষিত বন হইতে অবৈধভাবে আনীত বলিয়া প্রথমে বাজেয়াপ্ত করিয়া অনুসন্ধান ও তৎপরে অবস্থানুসারে জেল ও জরিমানা। ব্যাপারটা দেখুন—বাঁধের আলে নিজের পলাশ গাছ কাটিয়া যদি রান্নার কাঠের জন্য লইতে হয়—পুরুলিয়ায় বা মানবাজারে পারমিশনের জন্য দৌড়াইতে হইবে। বর্ষার আগে গ্রামের লোক হাল তৈরী করিয়া বিক্রয় করিতে হইলে খরিদ করিতে হইলে পারমিশন চাই—নয়তো জেল! ঘর তৈরীর জন্য পুরুলিয়ার কাঠ গোদাম হইতে একটা রলা কিনিয়া নিতে হইলে পারমিশন চাই। বনের ঝুরি কাঠ, পাতা, দাঁতনের উপর যে হাজার হাজার লোক বাঁচিয়া আছে তাহাদের একটী পাত তুলিয়া নিতে গেলে —পারমিশন চাই। প্রথমতঃ এই ব্যাপারটা একটা নেহাৎ হবুচন্দ্রী ব্যবস্থা—ইহার পিছনে না আছে কোন বাস্তব অবস্থার জ্ঞান, না আছে কোন চিন্তা—না আছে কোন বুদ্ধি। ইহা চলিতেই পারে না। ক্ষুদ্র বৃহৎ কিছু কর্মচারীর আয় বৃদ্ধি ও জনসাধারণের চূড়ান্ত হয়রাণী ছাড়া আর কিছু হইবে না। আর তারপরে সাঁওতাল, খেড়িয়া ও অন্যান্য যাহারা হাজার হাজার লোক বনের টুকিটাকি করিয়া জীবন চালায় তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা জানিয়া সার্ভে করিয়া একটা পরিবর্ত কাজের ব্যবস্থা কর! ইহারা জঙ্গলে ঢুকিতে পাইবে না কিন্তু ঢুকিবে কোথায়? পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তোমাদের যে 'এয়ার কণ্ডিশন ঘরের' ব্যবস্থা হইয়াছে—সেই ঘরে? ঠেলা মারিয়া তোমরা তাড়াইয়া দিবে। এক জেল বা যমালয়ে ঢোকা ছাড়া ইহাদের ঢুকিবার কোন স্থান নাই।

অথচ সোজা রাস্তা আছে। গ্রামে জঙ্গল পঞ্চায়েত গঠন করিয়া গ্রামবাসীদের সহযোগে কাজ কর—আমরা প্রথম হইতেই একথা বলিয়াছি—এখনও বলিতেছি। একমাত্র এই পথেই লোকের হয়রাণী হইবে না—লোক বেকার হইবে না তাহাদের প্রয়োজন চালাইয়া তাহারা জঙ্গল রক্ষা করিবে জঙ্গল বাড়াইবে। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকীতে জাতির পঞ্চবার্ষিক শ্রাদ্ধের পরিকল্পনা আছে—বাৎসরিক বাজেটে জাতির বাৎসরিক সপিণ্ডকরণের ব্যবস্থা আছে—নাই কেবল দেশের লোকের সুব্যবস্থা করিবার বুদ্ধি, দৃষ্টি ও মনোভাব। তাহার ফলেই আজ গ্রামে শতকরা ৮০ জন উপাস করে—মাঝিরা বেকার হইয়া গ্রাম ছাড়ে আর শ্রীজহরলাল আমেরিকার কাছে হিন্দুস্থানকে উচ্চ সুদে বন্ধক রাখে।

কোন মহাপুরুষ দেশকে কি রাস্তা দেখাইতে পারিবেন জানি না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি ইহাদের আমূল উৎসাদন না করিতে পারিলে হিন্দুস্থান আর মানুষের বাঁচিবার স্থান থাকিবে না—প্রেতস্থানেই পরিণত হইতেছে—হইবে। যাহারা একথা পছন্দ করেন না তাহারা ক্রুদ্ধ হইবার পূর্বে বর্ত্তমানে একটা বাঁচিবার রাস্তা দেখাইবেন কি?

—০—

(বহু ব্যক্তি আমাদের বঙ্গভুক্তির পরে শিক্ষার ব্যবস্থা এবং কম্যুনিটি ব্লক সম্বন্ধে লিখিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জানাইয়াছেন—স্থানাভাবে এবার হইল না—পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে আলোচনা হইবে।

মুঃ সঃ)

কাঁশবহাল সম্মেলনের বাকী সংবাদ

জনসভায় জনমতের অভিব্যক্তি

বান্দোয়ান থানায় স্বৈরশাসনের অবাধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কর্মীদের সম্মিলিত জাগ্রত শ্লোড

কাঁশবহাল সম্মেলনের সংবাদ কিছু দীর্ঘই হইয়াছে। সংঘের কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক সদস্যদের দ্বারা সংঘের আভ্যন্তরীণ জীবনে ভাঙ্গন ধরাইবার উদ্দেশ্যে কর্মীদের নৈতিকজীবন নষ্ট করিবার জন্য যে অপচেষ্টা হয় তাহার বিরুদ্ধে সংঘের সমগ্র কর্মী সমাজের অন্তরে যে ক্ষোভ প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল—তাহারই প্রকাশ দানের জন্য নির্ব্বাচিত বক্তৃতাবলী প্রকাশ করিতেছি। সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি জনসভাও হয়—সেই জনসভায় সংঘের পরিচালককে মানপত্র প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী ভাষায় জানান হয়—কংগ্রেসী শাসনে জনগণের বাস্তব জীবনের চিত্র! মানপত্রটি এবারে প্রকাশিত হইল—জনসভার বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

শ্রীমতীন্দ্রনাথ মাহাতর বক্তৃতা

শ্রীমতীন্দ্রনাথ মাহাত নাতিদীর্ঘ এক দৃঢ়তা ব্যঞ্জক বক্তৃতায় বলেন যে, চারিজন সংঘ সদস্যকে আমরা বহিষ্কার করিয়া দিয়াছি—তাহাদের চলিয়া যাওয়ায় আমাদের সংঘ বা জনসেবার কাজের কোনো ক্ষতি হয় নাই। আমাদের সংঘের শরীর হইতে এক দুষ্টক্ষত বাহির হইয়া গিয়া আমাদিগকে শান্তি দান করিয়াছে। উহারা অভিযোগ করিয়াছিলেন অরুণদা উহাদিগকে অযোগ্য মনে করিতেন—অরুণদা উহাদিগকে আরো যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্যই বলিতেন—কিন্তু উহাদের পরবর্ত্তী যে কাজের ধারা দেখিয়াছি তাহাতে আমরা উহাদিগকে সত্যই অযোগ্য মনে করিয়াছি—উহাদের প্রতি অযোগ্যতার আরোপ যদি আসিয়া থাকে—তবে তাহাও যথার্থই সত্য। আমরা উহাদিগকে প্রতিনিধি করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রতিনিধির উপযুক্ত কাজে উহারা অগ্রমুখী প্রকাশ করিয়াছেন—সুতরাং তাঁহারা বাহির হইয়া যাওয়ায় সংঘ অবাঞ্ছিত এক ভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

উহারা অরুণদার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ করিয়াছে—সে সকল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। আজ সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলিয়া অরুণদাকে মাহাত সম্প্রদায়ের বিরোধী বলিয়া বলা হইতেছে। কিন্তু মাহাত সম্প্রদায়ের লোক যখন দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়াছে অরুণদা তখন মাহাত বলিয়া বিরাগ করিয়া থাকেন নাই—অরুণদাদাদের তখন আমরা সাহায্য সংগ্রহ করিয়া ঐ মাহাতদের তথা সকল জনগণের মধ্যে ঘুরিতে দেখিয়াছি—তাহাদিগকে সাহায্য দিতে দেখিয়াছি। আর যাহারা আজ মাহাত সম্প্রদায়ের কল্যাণকামী সাজিয়াছে তাহাদের আমরা সেখানে যাইতে দেখি নাই। মাহাত সম্প্রদায়ের লোক যখন অনাহারে মরিয়াছে—অরুণদাদাদের তখন আমরা তাহাদের পরিবারবর্গের কাছে গিয়া সাহায্য ও সান্ত্বনা দিতে দেখিয়াছি মাহাত বলিয়া উদাসীন থাকিতে দেখি নাই। আর ঐ মাহাত সম্প্রদায়ের তথাকথিত বন্ধুদের আমরা সেখানে গিয়া সাহায্য দিতে দেখি নাই। পুলিস জুলুমের মুখে পড়িয়া মাহাত সম্প্রদায়ের লোক যখন নিগৃহীত হইয়াছে—তখন অরুণদাদাদের আমরা কর্মীদের দলবল সহ তাহাদের রক্ষার কাজে দেখিয়াছি—কিন্তু ঐ বহিষ্কৃত সংঘ সদস্যেরা যাহারা আজ মাহাত সম্প্রদায়ের বন্ধু সাজিয়া দেখা দিয়াছে—তাহাদিগকে আমরা মাহাত সম্প্রদায়ের নিগৃহীত লোকদের রক্ষার কাজে তখন আগাইয়া যাইতে দেখি নাই। শুধু মাহাত সম্প্রদায় কেন—সকলের সেবা ও রক্ষার কাজে সাধ্যমত চেষ্টার দায়িত্ব ঐ বহিষ্কৃত সদস্যদের ছিল—কিন্তু কোনো

দায়িত্বই তাহারা পালন করেন নাই—সেই অপরাধে সংঘ হইতে তাহাদের বহিষ্কৃত হইতে হইল। আত্মদোষ ঢাকিবার জন্য অপরের উপর দোষারোপ করিয়া উহারা বাঁচিতে চাহেন—কিন্তু সত্য উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে—সুতরাং তাঁহাদিগের বহিষ্কার ছাড়া উপায় নাই।

ইহা আমরা জানি যে, সাগরবাবু একজন প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন—আমাদের বহুবিধ অগ্রগতির পথে—আমাদেরই সামাজিক অগ্রগতির পথে—বাধাস্বরূপ ছিলেন। তিনি সংঘ হইতে চলিয়া গিয়া আমাদের এক বাধার পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি আমাদের সমাজের একজন প্রধান তথা মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন সেজন্য সমাজের অগ্রগতির পথে তাঁহার বাধা সৃষ্টির কাজেরও অনেক খানি প্রভাব পড়িত—এবং দীর্ঘকাল আমাদের সংঘের সহিত জড়িত ছিলেন বলিয়া সংঘে তাঁহার স্থান ছিল। কিন্তু সংঘের বিচারের খড়্গ উদ্যত ছিল। যে ক্ষতের আরোগ্য হইবার কোনো লক্ষণ দেখা দিল না—তাহাকে অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া উপায় রহিল না।

উঁহারা সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলিয়াছেন। কিন্তু আজ সমস্ত বিশ্বে যেখানে মানুষ সর্বশ্রেণী ও সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে মানবতার আহ্বানে বিশ্বমানবতার ধর্ম্মকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিতেছে—ইহা ছাড়া যেখানে মানুষ বাঁচিবার পথ দেখিতেছে না—সেখানে নিজের দেশে, নিজের দেশের মানুষের মধ্যে প্রাচীর তুলিয়া ইহারা মনে করিতেছে আমরা সকলকে ছাড়িয়া—নিজেরা বড় হইব! ইহা অন্ধকূপমণ্ডুকতা—মানসিক বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। যদি কোনো সম্প্রদায় নিজেদের কথাই চিন্তা করে—আর অন্য সব সম্প্রদায় যদি ঐ সম্প্রদায়ের সহিত সর্ব্বপ্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে—কামার, কুমার, তাঁতি, মোমিন, নাপিত, ধোবা, সহিস, মুচি যদি জিনিষ জোগানো ও সহায়তা প্রদান বন্ধ করে, তবে কি সেই সম্প্রদায় একলা নিজেদের শক্তিতে এই বিশ্বে বাঁচিতে পারে? নিশ্চয়ই এই সাম্প্রদায়িকতার হাত হইতে আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে। গান্ধীজীর আদর্শপথে সকল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে, যদি আমরা চলিতে পারি—তবেই আমরা সকলের এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণ করিতে পারিব—নতুবা নহে।

বান্দোয়ানের জনসভায় অভিনন্দন পত্র

[বান্দোয়ান থানার কাঁশবহাল গ্রামে লোক সেবক সঙ্ঘের বিগত জেলা কর্ম্মীসম্মেলন উপলক্ষ্যে গত ৩রা মে তারিখে বান্দোয়ান থানার জনসাধারণ ও সংঘের কর্ম্মীবৃন্দের পক্ষ হইতে পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রে থানার বিভিন্ন সময় বনী ও স্বৈরশাসনের নিন্দনীয় অত্যাচার উল্লিখিত হয়।]

আমরা বান্দোয়ান থানার কর্ম্মীবৃন্দ, আপনাকে আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও সশ্রদ্ধ ভালবাসা জানাই। আপনি যে আজ আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন তজ্জন্য আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতেছি, বান্দোয়ান থানার কর্ম্মীবৃন্দ আজ আপনাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে। আমাদের 'মা' কে জানাই সন্তানের ভক্তি বিনম্র প্রণাম। আজ এই সম্মেলনে আমরা যাঁহাদের সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছি, তাঁহাদিগকে আমাদের প্রীতি ভালবাসা ও সাদর সম্ভাষণ জানাই। বুদ্ধ পূর্ণিমার পুণ্যময় দিবসে সম্মেলনের শুভ-উদ্বোধন, সম্মেলনের পবিত্রতাকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। মানভূম আজ বিভক্ত। আমাদের বিচ্ছিন্ন পরিজনদিগের সহিত এখনও আমরা মিলিত হইতে পারি নাই। যতদিন পর্য্যন্ত না ঐ সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল, বাংলার বাহিরে যেগুলি থাকিয়া গেল, সেগুলি আবার বাংলার সহিত যুক্ত হয় ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে অহিংস-সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। স্বভাষা ব্যতীত স্বরাজ হয় না। আজ মাতৃভাষার মহান্ দায়িত্ব মস্তকে বহন করিয়া আমাদিগকে আমাদের কর্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

বান্দোয়ান থানা বিহার সরকারের শাসন সময়ে সর্ব্বাধিক বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। জন-জীবনে সরকারী স্বৈরাচারের প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল; তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে বান্দোয়ান পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আজ বান্দোয়ান বাংলার শাসনে আসিয়াছে কিন্তু এখনও আশানুরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

প্রথমতঃ, শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অঞ্চল বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলিতে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাও

আশানুরূপ আছে কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষক না থাকার জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদন দিতেছেন না। মাংলা, কেন্দাপাড়া গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, বিহার আমলে ঐ দুইটি স্কুল অনুমোদন পাইয়াছিল। চিলা গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়টি স্কুল পরিদর্শক বহুবার পরিদর্শন করিয়াছেন, ছাত্র-ছাত্রীও আশানুরূপ আছে কিন্তু এক্ষণে গ্রামের একদল প্রতিক্রিয়াশীল লোক, যাহারা নিজদিগকে কংগ্রেস বলিয়া প্রচার করে, বিদ্যালয়টি যাহাতে মঞ্জুরী না পায় তাহার ব্যবস্থা করিতেছে। তাহারা থানার দারোগার আনুকূল্যে আর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। যাহাতে ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত কম, তবুও তাহারা নানারকম বাধা সৃষ্টি করিয়া বিদ্যালয়টির অনুমোদন হইতে দিতেছে না। বান্দোয়ানে একটি হাইস্কুল বহুদিন হইতে চলিতেছে কিন্তু বিহার আমলে সরকারের আনুকূল্যে নহুষের শ্রেতাত্মার মত অঙ্গ আর একটি স্কুল কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল লোক খাড়া করিয়াছে। বান্দোয়ানে দুইটি হাইস্কুল চলিতে পারে না। সরকারী টাকায় স্কুল ঘরটি তৈয়ারী হইয়াছে, ইহাতে ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত কম, যাহাতে একটি হাইস্কুল চলা দুর্ঘট। অতএব, প্রতিটি বড় বড় গ্রামে যাহাতে নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা হয় এবং বান্দোয়ানে একটি হাইস্কুল সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্যে এদিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

খাদ্যাবস্থা এই অঞ্চলে ভয়াবহ আকারধারণ করিয়াছে। বহু চাউল ও ধান্য এই থানা হইতে বাহিরে চালান হইয়া গিয়াছে। মহাজন ও পুঁজিপতিরা এই সময়ে দারুণ মুনাফায় বাজারে চাউল ছাড়িতেছে। পরপর কয়েক বৎসর উৎপন্ন দ্রব্য খুবই কম হইতেছে। তদুপরি বান্দোয়ান থানায় যাহা উৎপন্ন হয় তাহার বেশীর ভাগ থানার বাহিরে চালান হইয়া যায়। এবৎসর এই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্যরূপে দেখা দিবে। খাদ্য বিষয়ে যে দারুণ সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহার আশু প্রতিকার বাঞ্ছনীয়।

জলসেচনের সুব্যবস্থা না হইলে প্রতিবৎসর অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি জনিত দুরবস্থার মধ্যে আমাদিগকে পড়িতে হইবে। আমাদের থানাতে যে সমস্ত ছোট ছোট নদী (নালা) আছে, সেগুলি বাঁধাইবার ব্যবস্থা করিলে তথায় কিছু জমিতে ভাল সেচন হইবে। নূতন পুষ্করিণী খনন ও পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার ও সংস্কার হইলে জল সেচনের সুব্যবস্থা হইবে। আমাদের থানাতে বহু পুষ্করিণী আছে, ঐগুলি সংস্কারের অভাবে মজিয়া গিয়াছে, সেগুলির সংস্কার হইলে জল সেচনের সুব্যবস্থা হইবে। কৃষির অযোগ্য বহু জমি পড়িয়া রহিয়াছে, জল সেচনের সুব্যবস্থা হইলে ঐ সমস্ত জমিকে কৃষিযোগ্য করিতে পারা যায় এবং জমিতে ফসলও আশানুরূপ উৎপন্ন হইতে পারে, জল সেচনের যাহাতে আশানুরূপ ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পানীয় জলের অভাব বিশেষ করিয়া গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয়, সরকারী কূপ কয়েকটি মঞ্জুর হইলেও তাহার খননে সমস্যা দেখা দিতেছে, সরকারের শাসন যন্ত্রে বিরাট শৈথিল্য আসিয়াছে, অহেতুক নিয়মের কড়াকড়ির মধ্যে চুরির অবাধ রাস্তা রহিয়া গিয়াছে, যাহার পরিণাম স্বরূপ দেশে দারুণ দুর্দ্দিন দেখা দিতেছে আর দরিদ্র জনসাধারণই ইহার ফলভোগ করিতেছে।

বান্দোয়ান থানাতে একটী মাত্র হাসপাতাল আছে। এখানে রোগীর থাকিবার ব্যবস্থা নাই, সেইজন্য এখানে একটি "স্বাস্থ্যকেন্দ্র" হওয়া প্রয়োজন। চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত হইলে জনসাধারণের একটা দারুণ সমস্যা দূর হইবে। যাদুকা, কুইলাপাল প্রভৃতি বন অঞ্চলে হাসপাতাল দরকার, কারণ ঐ স্থানগুলি বান্দোয়ান হইতে দূরে অবস্থিত। পাবলিক হেল্থ ডিপার্টমেণ্টের কার্য্যধারা বান্দোয়ানে উক্তরূপে পরিলক্ষিত হয় না, এই বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সরকারী শাসনের নগ্নরূপ বান্দোয়ান থানাতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। পুলিশের দারোগা সামাজিক অনুষ্ঠানে, সামাজিক আলাপ আলোচনা তথা বাদবিসংবাদে অংশ গ্রহণ করেন। সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি জনগণকে উপদেশ দেন, পন্থা নির্দেশ করেন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি উপদেষ্টার

ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কতকগুলি অবাঞ্ছিত লোকের সুহৃদরূপে ও তাহাদের আনুকূল্যে তিনি তাঁহার কার্য্যধারা পরিচালনা করেন। লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীদের উপর অযথা মামলা চাপাইয়া তাহাদিগকে হয়রান করেন, কিছু না পাইলে কর্ম্মীদের নামে ১০৭ করা হয়। বাংলা দেশের শিক্ষিত তরুণ দারোগা তাঁহার আভিজাত্যের খড়্গচাপে সুজ্জিত হইয়া, এখানের, অজ্ঞ, দরিদ্র জনসাধারণকে হীন চক্ষে দেখেন, তাহাদিগকে ঘৃণা করেন, তাহারা যে মানুষ তাহা তিনি স্বীকার করেন না। ইহাই শিক্ষিত, ভদ্র দারোগার পুলিশী মনোবৃত্তি। জনগণের কল্যাণের নামে অকল্যাণের বার্ত্তা তিনি বহন করিয়া আনেন। বান্দোয়ানের জমিদারের একনিষ্ঠ সুহৃদরূপে বহু অঘন্য কাজের তিনি হোতা। বান্দোয়ানে তাঁহার রাজ কায্যেম করিবার মানসে তিনি রক্ষীদল গঠনের যে অপচেষ্টা করেন তাহা বিফলে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতেও তিনি কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল লোকের সহযোগে দল সৃষ্টি করিতেছেন, গ্রামগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছেন। বাংলা দেশের পুলিশের মৌখিক ভদ্রতা ও আন্তরিক কুটিলতা দিবালোকের মত স্পষ্ট, এই থানার জনসাধারণ তাহা জানেন। দলগত রাজনৈতিক মনোভাব লইয়া পুলিশ কার্য্য করিতেছে—পুলিশ তাই জনসাধারণের কল্যাণকামী বন্ধু না হইয়া রাজনৈতিক শত্রুতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন।

জঙ্গল দিন দিন শেষ হইতে চলিয়াছে। বান্দোয়ান থানাতে যে জঙ্গল ছিল তাহার অতি অল্প অংশই এখন অবশিষ্ট আছে। জঙ্গলে কাষ্ঠের অভাব, বহু গাড়ী ফেরৎ আসিতেছে—রোলা নাই, লাঙ্গল তৈয়ারী করিবার কাঠ পাওয়া যাইতেছে না। সরকার বন রক্ষার নামে নষ্ট করিতেছে, ফরেষ্টার জঙ্গল রক্ষক হইয়া জঙ্গল নষ্ট করিতেছেন। জঙ্গল একদিকে নিজেরাই শেষ করিয়া ফেলিতেছেন, অন্যদিকে অহেতুক হয়রাণের মধ্যে ফেলিতেছেন জনসাধারণকে। জনসাধারণের উপর অযথা অত্যাচার করিয়া জঙ্গল রক্ষীরা অর্থ আদায় করে এবং ছাড়পত্র লইয়া আসিলেও তাহাদিগকে নানাভাবে হয়রাণ করে।

বান্দোয়ানের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল নয়। মানবাজার-বান্দোয়ান, বান্দোয়ান-পালুডির রাস্তাগুলি অসংস্কৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ঐ রাস্তাগুলির সংস্কার জরুরী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। রিলিফের কাজ কিছু কিছু শুরু হইয়াছে, ইহাতে অগণিত দুর্গত জনসাধারণের অন্নকষ্ট নিবারিত হইবে না, ব্যাপকভাবে কাজ শুরু দরকার। মহাবিষ্ণু ক্রয়ক সম্প্রদায়কে কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক নচেৎ সমাজের একটি বিশিষ্ট অংশ দুঃখ দারিদ্র্যের চাপে পঙ্গু হইয়া পড়িবে। অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু প্রভৃতিকে মাসোহারা দেওয়া হউক।

বান্দোয়ানের নূতন জমিদার প্রজাসাধারণের উপর অত্যাচার চালাইতেছে। তিনি দারোগার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মানীভাবে প্রজাদিগকে নির্য্যাতন করিতেছেন—চরম বাঙ্গালী বিদ্বেষী, হীনচেতা ঘটোয়াল আজ পুরাদস্তুর বাঙ্গালী মারিয়া মীরজাফরী মনোবৃত্তি লইয়া মসনদে বসিয়া অত্যাচার চালাইতেছেন। কিন্তু প্রজা সাধারণ তাহাকে খাজনা দিতে নারাজ। সরকারের নিযুক্ত কর্ম্মচারী খাজনা আদায় করিলে তাহারা খাজনা দিবে নচেৎ ঐ জমিদারকে খাজনা দিবে না।

এইরূপে বান্দোয়ানের সমস্যাগুলি জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এইগুলি জেলার বিভিন্ন সমস্যারই প্রতিরূপ। বাংলা সরকারের শাসনে আমরা আশা করিয়াছিলাম পূর্ব্বের তিক্ত মনোভাব বিদূরিত হইবে, আমাদের ন্যায্য অধিকার আমরা লাভ করিব কিন্তু তাহা আজিও সফল হইল না। উপরন্তু বাংলা সরকারও এই অঞ্চলটিকে হেয়, ঘৃণ্য মনে করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতেছেন এবং ইহার ভাগ্যে যৎসামান্য ক্ষুদ্র কুঁড়া মঞ্জুর করিতেছেন। জন-জীবনে সরকারের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রধূমিত হইতেছে। স্বৈরাচারী মনোভাব লইয়া শাসনের নামে শোষণ করিলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে, গণদেবতার নিষ্যাতন-জনিত দীর্ঘশ্বাসে সরকার ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আমাদিগকে আত্মশক্তিতে শক্তিমান হইয়া চলিতে হইবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রাম চালাইতে হইবে। দেশের জনগণ যদি জাগ্রত হয়, আত্মশক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠে তাহা হইলে মেরুদণ্ড ভাঙ্গিবে, সাগর শোষিত হইবে। দীর্ঘদিন অন্যায় শাসনে জর্জ্জরিত মানবাত্মা আজ জাগ্রত হউক, চৈতন্যলাভ করুক, এই সম্মেলনে আমরা তাহাই কামনা করি। জেলা পরিস্থিতির সহিত থানা পরিস্থিতিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে, আমরা এই সম্মেলনে তাহারই পথ নির্দ্দেশ দাবী করি, আর সেই পরমপুরুষের কণ্ঠকণ্ঠে উদাত্ত ধ্বনি যেন শুনিতে পাই। ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ। নিবেদন ইতি

বান্দোয়ান থানার জনসাধারণ তথা লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীবৃন্দ তাং—২১শে বৈশাখ ১৩৬৫ (ক্রমশঃ)

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

কর্ম্মধারা পরিচালিত হোক—নিজেদের আয় ব্যয়ের অর্থনৈতিক জীবনকে সাধারণ বাস্তব বুদ্ধিতে উন্নতির পথে পরিচালিত করবার আশাময় ভবিষ্য সূচনাও এর মধ্যে নেই। ক্রমান্বিত ধারায় ঘাটতি, করবৃদ্ধি, জাতীয় ঋণ, অসামর্থ্যতায় বরাদ্দ প্রত্যর্পণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি বাজেট চক্রে নিত্য আবর্ত্তিত হচ্ছে মাত্র। সমগ্র জাতীয় অনুভূতিতে আজ নিত্য নৈরাশ্য ও অবসাদের অন্ধকার ঘনীভূতই হয়ে উঠচে।

সেজন্য এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারিনি। এবং বাজেট রচনাকারীরা যে আমাদের ন্যায়ের দাবীর প্রতি মনোযোগ দেবেন এ আশা নিয়েও আলোচনা করতে পারিনি। আবেদনের জলে সামান্য দুই একটা বিষয়ের ব্যয় বরাদ্দের তারতম্য হতে পারে মাত্র কিন্তু আমূল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন যে হবে না, তা জেনেই আলোচনা করতে হয়েছে। তবে আলোচনা করেছি এই জন্য যে দেশের যে বিরাট জনগণের শক্তি বাজেট রচয়িতাগণের আসনের ভবিষ্য রচনা করে—জনগণের যথার্থ বাজেট রচনার দাবী তাদের অন্তরে গিয়ে পৌছুবে। এবং আমরা বিশ্বাস করি ন্যায়ের দাবীর আহ্বান সংসারে কখনো ব্যর্থ যায় না।

সহরে জলাভাব

গ্রামের জলাভাব তো অবর্ণনীয়—সহরের জলাভাব কল্পনাতীত। বেশীর ভাগ কুঁয়া তো শুকাইয়া গিয়াছে—বাঁধগুলি যাহা আছে তাহাতে ঘোলা জলে শরীর ডুবাইয়া সামরিক হইলেও লোকে কথঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইবার চেষ্টা করিতেছে। মেয়েদের যে কী দুরবস্থা তাহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি—ব্যবস্থা কি হইবে? প্রদেশ কংগ্রেসাধিপতি বলিয়াছিলেন—মিউনিসিপ্যালিটীর নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বাক্সে ভোট পড়িলেই পুরুলিয়া সহরে জলের কলের নল দিয়া কলের জলের প্লাবন বহিবে। কিন্তু এদিক দিয়া কোন সরকারী প্রচেষ্টার নাম চিহ্নও দেখা যাইতেছে না। যদিও বোতলের মাধ্যমে ভোটের অভাব হয় নাই। জলের কলের ব্যবস্থার তো কোন পাত্তাই নাই। এই নাই যোকা কি আবার আগামী নির্ব্বাচনের জন্য রাখা হইয়াছে?

প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন

গত ১৮ই মে তারিখে মানবাজারে মানভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দুইশতাধিক শিক্ষক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সঙ্ঘের সহ সভানেত্রী শ্রীমতী অনিলা দেবী এম, এল, সি এই সম্মেলনে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সম্পাদকের বিবরণীতে এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে পুরুলিয়া জেলার শিক্ষা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিহার সরকারের নিকট বকেয়া বেতন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রাথমিক শিক্ষকদের নির্দ্দিষ্ট হারে বেতনাদি দিবার দাবী জানানো হয়।

সভানেত্রী তাঁহার ভাষণে এই জেলার প্রাথমিক শিক্ষকগণের দাবী ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অভিহিত করেন এবং এই দাবী আদায়ের জন্য শিক্ষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আহ্বান জানান।

সভায় ১৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটি প্রস্তাবে পুরুলিয়া প্রাথমিক শিক্ষক সংঘকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ জানান হয়।

রাজনৈতিক বিকার

(বিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত)

শ্রীজীমূত বাহন সেন, এম, এ, (অডিন) সম্পাদিত পুরুলিয়া হইতে প্রকাশিত 'কল্যাণবার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিকের ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা দেখিলাম। ২২শে মে বৃহস্পতিবার সংখ্যাটী প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাটির ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৭ পৃষ্ঠা লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে গালাগালি, মিথ্যাপ্রচার ও ২ পৃষ্ঠা নাগরিক সংঘের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে পর্য্যবসিত।

জীমূত বাবু এবার বহু চেষ্টার পরে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে কংগ্রেসের নমিনেশন পাইয়া এম, এল, সি হইয়াছেন—এক্ষেত্রে তিনি যে তাঁহার প্রতি ন্যস্ত কর্ত্তব্য পালনে অত্যুৎসাহী হইবেন ইহা স্বাভাবিক। পুরুলিয়ার পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির অব্যবহিত পরেই বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি পুরুলিয়াতে আসিয়া এক বৈঠকে পুরুলিয়ায় করণীয় সম্বন্ধে প্রথম নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে পুরুলিয়াতে লোক সেবক সংঘকে 'ক্রাস' (ধ্বংস, বিধ্বংস, চূর্ণ, বিচূর্ণ) করিতে হইবে। পুরুলিয়া জেলার কল্যাণ, বাংলা ও বাঙ্গালীর কল্যাণ, সমগ্র দেশবাসীর কল্যাণ সাধনায়—'লোক সেবক সংঘকে' উৎখাত করিবার মহান কর্ত্তব্য জীমূত বাবু যে অতি নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন এ বিষয়ে তাঁহার অজস্র মৎ প্রচেষ্টার মধ্যে তৎ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও লিখিত "কল্যাণ বার্ত্তা" সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে নাই। বস্তুতঃ অধুনাবঙ্গভুক্ত পুরুলিয়া জেলায় অতি যোগ্যতম পাত্রেই দেশের কল্যাণের লক্ষ্যে, পবিত্রতম কার্য্যের গুরুভার ন্যস্ত হইয়াছে। এই পবিত্র মহান গুরুদায়িত্ব বহন, পালন ও সম্পাদনের জন্য ভগবান জীমূত বাবুকে আরও শক্তি প্রদান করুন!

১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস, কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট, বিহার কংগ্রেস, বিহার সরকার, মানভূম কংগ্রেস ও মানভূমের সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ এবং মানভূমে অবস্থিত তাহাদের অনুচরবৃন্দ, মানভূমের—জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা ও অধিকারকে পদ্দলিত করিতে লোক সেবক সংঘকে 'ক্রাস' অর্থাৎ চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের অমানুষিক পীড়ন ও দমনের সহিত বাংলা, বাঙ্গালী ও লোকসেবক সংঘ সম্বন্ধে মিথ্যা সৃষ্টি ও মিথ্যাপ্রচার একটা অপরিহার্য্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তথাভিজ্ঞ জীমূত বাবু তাহা ভালভাবেই জানেন। আটবৎসর ধরিয়া অবিরাম ও অবিশ্রান্ত ভাবে—বিহারের সংকীর্ণ প্রচার, কংগ্রেসী প্রচার, বিহারের সমস্ত ইংরাজী, হিন্দী সংবাদপত্র, বিহার বিধান সভার, কেন্দ্রীয় লোক সভার—লোক সেবক সংঘের সদস্য ছাড়া—অন্যান্য সমস্ত সদস্যগণ, মন্ত্রীগণ, ডেপুটি স্পীকার হইতে শুরু করিয়া জিলাস্থ ক্ষুদ্রবৃহৎ অনুচরবৃন্দ, মায় সেশাদার চোর ডাকাত, হ্যাবিচুয়েল ক্রিমিন্যালরা পর্য্যন্ত সভায় বৈঠকে, হ্যাণ্ডবিলে, পুস্তক ও পুস্তিকাতে সাপ্তাহিক পত্রিকাতে, মাথায় ডাণ্ডা মারিতে মারিতে বাংলা ও হিন্দী ভাষায় সমস্ত প্রচলিত, অপ্রচলিত, বৈধানিক, অবৈধানিক, তৎসম, তদ্ভব, কথ্য, অকথ্য, চলতি, সাধু, আদি, বীভৎস, সমস্ত প্রকার গালাগালির ভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল। আমাদের বিশ্বাস ছিল শ্রীমান সত্যনারায়ণের 'জনজাগরণ' পত্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া তৎকালীন আরও বহু বহু সাময়িক পত্রিকা ও শেষ পর্য্যন্ত শ্রীসন্তোষ উপাধ্যায়ের 'প্রজাতন্ত্র' অবশিষ্ট আর কিছু রাখে নাই। ভারতীয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনে যতপ্রকার অপরাধের উল্লেখ আছে সে সমস্ত অপরাধেই আমরা অপরাধী বলিয়া তখনকার প্রচারক ও প্রতারকেরা প্রমাণ করিয়া গিয়াছে। জনদ্রোহীতা ও দেশদ্রোহীতার কোন ধারাই যে আমরা অসম্পূর্ণ রাখি নাই তাহা তাহারা সুপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। দেশবাসী যদি আরও অধিকতর প্রামাণ্য কিছু চাহেন, তবে জীমূতবাবুর বর্ত্তমান

সহচর ও সহকর্মী শ্রীদেবেন মাহাতর বাঙ্গালী, লোক সেবক সংঘ ও আমাদের সম্বন্ধে বিহার বিধান সভায় বক্তৃতার উপর তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। লোক সেবক সংঘকে 'ক্রাস' করিবার লক্ষ্যে আমরা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম যে—অভিযোগ, গালাগালি ও মিথ্যাপ্রচার ও অপপ্রচারের দিক দিয়া তাহারা সবই সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু 'কল্যাণ বার্তায়' জীমূতবাবু লিখিত দুইটি সম্পাদকীয় ও বিবিধ আলোচনা পড়িয়া দেখা গেল যে প্রথমতঃ সংস্কৃতি অর্থাৎ কালচারের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত জীমূতবাবু তাঁহার যে সংস্কৃতি হীনতার পরিচয় দিয়াছেন তাহারাও সে—স্তরে অসম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষকে শুধু জিলার অধিবাসীরাই নয়—দেশবাসী, কংগ্রেস, অকংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, সোস্যালিষ্ট রাজনৈতিক মতামত যাহার যাহাই থাকুক না কেন—মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করেন ও সম্মান করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় লোক সেবক সংঘের সদস্য এবং লোক সেবক সংঘ দলের বিধান সভায় নেত্রী। জীমূতবাবু 'কল্যাণ বার্ত্তার' প্রথম সম্পাদকীয়তে তাঁহার সম্বন্ধে যেভাবে মন্তব্য করিয়াছেন—অত্যন্ত সংকোচ ও কুণ্ঠার সহিত হইলেও বাধ্য হইয়াই আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। জীমূতবাবু তাহার সম্পাদকীয় 'স্বরূপ' এ বাংলার উদ্বাস্তু সম্বন্ধে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ তথা লোক সেবক সংঘের হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়া ব্যথিত হৃদয়ে ও অশ্রুসিক্ত নেত্রে লিখিলেন—

"আবার ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের মহান হৃদয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে নিরুপায় হইয়া যখন উদ্বাস্তুগণকে বাংলার বাহিরে পাঠাইবার প্রস্তাব আনিলেন তখন বিধান সভার অন্যান্য বিরোধী দলের সহিত গলা জড়াইয়া এই লোক সেবক সংঘের এম, এল, এ নেত্রী, মুখ্যমন্ত্রী আনীত প্রস্তাবের বিরোধীতা করিলেন।"

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া এমন কি লণ্ডনের ঈষ্ট এণ্ড বা বিলিংস গেট মার্কেট পর্য্যন্তও কেহই শ্রদ্ধেয় জীমূতবাবুকে দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও কালচার অথবা সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ শিক্ষা দিতে পারে নাই। বিলাতীয় অথবা ভারতীয়—প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যে কোন সংস্কৃতিই হোক না কেন নিজেদের মা, বোন অথবা সাধারণভাবে মায়ের জাতি সম্বন্ধে, রাজনৈতিক, ধার্মিক বা সামাজিক যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন বাক্যে বা ব্যবহারে—আচরণের একটা প্রাথমিক পর্য্যায়ও থাকে যেটাকে সংস্কৃতির বা কালচারের প্রথম অবস্থা বলা যায়। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত জীমূতবাবু তাহা হইতেও বঞ্চিত হইয়া আছেন। লোক সেবক সংঘ সংঘ হিসাবে তৎকর্ত্তৃক চূর্ণিত ও বিপর্য্যস্ত হইলেও আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি জীমূতবাবুকে সংস্কৃতির বা কালচারের এই দারিদ্র্য, হীনতা ও হীনতা হইতে মুক্ত হইবার দৃষ্টি ও শক্তি দেন।

উদ্বাস্তু ব্যাপারে জীমূতবাবু যে ঘটনাকে শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ অথবা লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে অপপ্রয়োগ করিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন বারান্তরে আমরা তাহা আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে প্রয়োজন বোধে আরও দু একটি বিষয় আলোচনা করিতেছি।

বিষয়টি 'মুক্তি' এবং 'মুক্তি প্রেস' সংক্রান্ত। গত ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত আটবৎসর যাবত জীমূতবাবুর পূর্ব্বগামীরা মুক্তি প্রেসের ব্যাপারে—সাধারণের সম্পত্তি ব্যক্তিগত ভাবে আত্মসাৎ করিবার অপরাধে আমাকেই অপরাধী করিয়া আসিতেছিলেন। মুক্তি প্রেসকে উপলক্ষ্য করিয়া লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে একটা পরস্বাপহরণের অভিযোগ সৃষ্টি করিবার প্রচেষ্টায় বিহার কংগ্রেস, বিহার সরকার ও তাহাদের স্থানীয় অনুচরবৃন্দ পত্র, পত্রিকায়, কখনে ভাসণে, বিরাম দেন নাই। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় শ্রীবলদেও সহায় প্রভৃতির মতো পাটনায় বড় বড় আইনজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন জিলা কংগ্রেস বা বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস এই অপরাধে আমাদের নামে আদালতে সুদীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে কোন অভিযোগ আনিয়া এই হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন

নাই বা এই অপরাধে আমাদের হাতে হাতকড়া দিয়া জেলে পাঠান নাই। এই প্রেস সংক্রান্ত কংগ্রেস কমিটীর সমস্ত প্রস্তাব সমন্বিত প্রসিডিংস বুক এবং দলীলের নকল আমিই তৎকালীন জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকের পদ হইতে পদত্যাগ করিবার সময় নব নির্ব্বাচিত সেক্রেটারী ৺হরিপদ সিংকে বুঝাইয়া দিয়াছি। জিলা কংগ্রেস কমিটীর অফিসে তাহা নিশ্চয়ই আছে। তাহা ছাড়াও জীমূতবাবু এই ব্যাপারে আনুপূর্ব্বিক সমস্তই ভালভাবেই জানেন।

এই বিষয় লইয়া আমরা আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিতাম না। কিন্তু জীমূতবাবু "প্রেসের মালিক কে?" এই শীর্ষক তাহার দ্বিতীয় লেখাতে শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র ঘোষকে পরস্বাপহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়াই এবিষয়ে দু-চারিটি কথা বলিতে হইতেছে। সমস্ত ভারতবর্ষ এক জীমূত বাবু ছাড়া আর অন্য কেহ আছেন কিনা জানিনা যিনি শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র ঘোষকে পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করিবার কল্পনাও করিতে পারেন। জীমূতবাবু লিখিয়াছেন যে "মুক্তি পত্রিকার মালিকানা সম্বন্ধে ৪নং ফরমে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে—মুক্তি পত্রিকার মালিক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ। সাধারণের সম্পত্তিকে কৌশলে এইরূপ আত্মসাৎ করিবার জন্য জেলাবাসী সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছে।"

এক জীমূতবাবু স্তম্ভিত হন নাই। কারণ তিনি বরাবরই জানিতেন যে—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষই মুক্তির স্বত্বাধিকারী। বিচার আমলেও সরকারের নিকট স্বত্বাধিকারীর নাম প্রতি বছর দিতে হইত—কংগ্রেসে থাকার সময় হইতেই। বর্ত্তমানে নূতন আইন হইবার পরে তাহা পত্রিকায় ছাপিতে হয়। গত বছরও এই ৪নং ফরমে অতুলবাবুর নামই স্বত্বাধিকারী হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে জেলাবাসী স্তম্ভিত হইবে না—তাহারা স্তম্ভিত হইবেন এই মনে করিয়া যে শ্রীজীমূতবাবুর মতো এরূপ নৈষ্ঠিক সাধু ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবত শ্রীযুক্ত অতুলবাবুর এই "সাধারণের সম্পত্তি আত্মসাতের" ব্যাপারটা জানিয়া শুনিয়াও চুপ করিয়া ছিলেন কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়াছেন। ঐ লেখাতেই তিনি লিখিয়াছেন—"ক্রমে স্বাধীনতার পর ভাষা সমস্যা ও সীমানা বিরোধের জন্য আশ্রম গোষ্ঠী মানভূম জিলার আরও কিছু সংখ্যক কংগ্রেস কর্ম্মী সহ বিহার কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোক সেবক সংঘ গঠন করেন। কিন্তু তাহা করিলেও তাহারা নিজদিগকে দক্ষিণপন্থী ও গান্ধীবাদী বলিয়া অভিহিত করেন। এজন্য কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও বাংলা দেশ তথা বাঙ্গালীর স্বার্থে জেলাবাসীগণ এযাবত প্রেস ও মুক্তি পত্রিকা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলে নাই এবং সে বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই। কারণ—সকলের ধারণা ছিল যে বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর স্বার্থরক্ষার জন্য আশ্রম গোষ্ঠি তথা লোক সেবক সংঘের বিহার কংগ্রেসের সহিত বিরোধ হইয়াছে। জেলার বঙ্গভুক্তির পর তাহারা কংগ্রেসের সামিল হইয়া যাইবেন কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান আচরণে সকলের ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অতুল বাবু প্রভৃতি যদি বঙ্গভুক্তির পরে কংগ্রেসে যোগ দিতেন তাহা হইলে জীমূতবাবু ইহাকে আর আত্মসাৎ বলিতেন না। জীমূতবাবু ইহাই বলিতেছেন যে, যদি কেহ সাধারণের কোন সম্পত্তি আত্মসাৎ করেও তবে কংগ্রেসে ঢুকিলে তাহা আর আত্মসাতের দোষে দুষ্ট হইবে না। যেহেতু অতুলবাবু প্রভৃতি কংগ্রেসে যোগ দেন নাই—সেই হেতু তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। তুমি চুরি কর, ডাকাতি কর, কলেজের টাকা আত্মসাৎ কর, লাহার বীজের টাকার বখরা কর—কংগ্রেসের ছাপ থাকিলে তাহা সমস্তই জনস্বার্থে পবিত্র ও মহান কার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। কংগ্রেসের বাহিরে থাকিলে অথবা কংগ্রেসের বিরোধীতা করিলে—তিনি যেই হোন না কেন বা সম্পত্তি আত্মসাৎ নাই করুন বা কেন, তাহার দ্বারা জনসাধারণের সম্পত্তি কৌশলে আত্মসাৎ হইতেই হইবে।

শ্রদ্ধেয় জীমূতবাবু কেন এত কংগ্রেসের উপর অনুরক্ত এতদিনে তাহার একটা পরিষ্কার হদিস পাওয়া গেল। বঙ্গভুক্তির পরেও কেন লোক সেবক সংঘ কংগ্রেসে যোগ দেয় নাই—সেই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছি। সেইজন্য জীমূতবাবুর ঐ লেখায় যে সকল উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা বলিয়াছেন—তাহার আলোচনা অপ্রয়োজনীয় মনে করি যে কারণে জীমূতবাবু কংগ্রেসে থাকা বা যোগ দেওয়া অপরিহার্য্য মনে করেন ঠিক সেই কারণেই দেশের সৎব্যক্তিরা কংগ্রেসে যোগদান না করাই অপরিহার্য্য মনে করেন।

এই প্রসঙ্গে জীমূতবাবু মুক্তি পত্রিকার জন্ম ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন—। ঐতিহাসিক জীমূতবাবুর পরিবেশিত তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখিয়াও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে তিনি আত্মসাতের যে রহস্য প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে স্তম্ভিত করিয়াছেন সে রহস্যের সহিত 'সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য তাঁহাকে কতগুলি মিথ্যা তথ্য সৃষ্টি করিতে হইয়াছে—এবং যে গুলি একান্তই মিথ্যায় পরিণত করা যায় না—সে গুলিকে বাদ দিতে হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—"মুক্তি পত্রিকার জন্ম ইতিহাস সকলের জানা আছে। মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে মানভূম জেলার পুরুলিয়া সহরে যে সময় পলিটীক্যাল কনফারেন্স হয়, সে সময় জনসাধারণের নিকট হইতে উক্ত কনফারেন্সের জন্য বহু টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, উক্ত অর্থের উদ্বৃত্ত ৪০০০৲ সাড়ে চারিহাজার টাকা পুঁজিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মুক্তি প্রেস এবং মুক্তি পত্রিকা আরম্ভ করা হয়। দেশের মুক্তিই তখন দেশবাসীর কাম্য ছিল এজন্য পত্রিকা এবং প্রেসের মুক্তি নামকরণ করা হয়। স্বর্গীয় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের উপর পত্রিকা পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের দেহ রক্ষার পরও তৎকালীন জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের **অতুল ঘোষ** প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পরিচালনাধীনে থাকায় কেহ কোন দিন প্রেস ও পত্রিকা সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করে নাই।"

ইহাতে শ্রদ্ধেয় জীমূতবাবুর সংস্কৃতি ও শালীনতার আরও একবার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহা হউক এই লেখাটী পাঠককে বিভ্রান্ত করিবার জন্য নিতান্ত অনিপুণভাবে লেখা হইয়াছে। লেখাটী পড়িলে মনে হইবে যে সেই যে মুক্তি ও মুক্তি প্রেস আরম্ভ হইয়াছিল তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকে। ঋষি নিবারণ চন্দ্র মারা যাইবার পরে অতুল বাবুর পরিচালনাধীনে ইহা থাকে। তার পরে অবশ্যই জীমূতবাবুর তথ্য মত তিনি ইহা আত্মসাৎ করেন!

মুক্তি পত্রিকা ও প্রেসের ইতিহাস খুবই দীর্ঘ ইতিহাস। মানভূম জিলার রাজনৈতিক জীবনের গঠন ও পরিচালনার সহিত ইহা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সুতরাং আমি যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব এ সম্বন্ধে ঘটনা প্রকাশ করিতেছি।

ঋষি নিবারণ চন্দ্র ১৯২১ সালে চাকুরী ছাড়েন—এই বৎসরই শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষ ওকালতী পরিত্যাগ করেন। ইহাদের কাহারোই নিজস্ব কোন ঘর বাড়ী ছিল না। অতুল বাবু সপরিবারে নড়িহায় একটি ছোট বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। নিবারণ বাবু কংগ্রেস কর্ম্মীদের লইয়া পুরুলিয়া সহরে নানা স্থানে আস্তানা করিয়া থাকিতে লাগিলেন। তাঁহার কল্পনা ছিল কংগ্রেস কর্ম্মীদের একটি আশ্রম করিয়া সেখানে শিল্পকার্য্য করিয়া আশ্রম চালান হইবে। সে সময় অন্য কোন শিল্পর ব্যবস্থা না থাকায় তাঁহার চাকুরী ছাড়িবার সময় যে কিছু টাকা পাইয়াছিলেন তাহা দিয়া একটি দিয়াশলাইয়ের কারখানা করা হয়। পরে ৺গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরও কিছু টাকা দিয়া কারখানাটীকে বাড়ান। উৎপন্ন দিয়াশলাইয়ের নামও দেওয়া হয় 'শিল্পশ্রম' এবং কংগ্রেস কর্ম্মীদের আশ্রমের নামও এই ভাবেই শিল্পশ্রম করা হয়। ইহাই শিল্পাশ্রম নামের প্রারম্ভ।

১৯২২ সালে জেল জরিমানা প্রেপারের হিড়িক এই মাচ ফ্যাক্টরী আর চলিল না। মেশিনগুলিকে তিলুড়ীর শ্রীসতীশ বাবুকে দিয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু ঋষি নিবারণ চন্দ্রের বরাবরই পরিকল্পনা ছিল—এমন কি করা যায় যাহা দেশের কাজেও লাগে অথচ কর্ম্মীদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহেও সাহায্য হয়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী তখন আসিয়াছেন। তাহার সহিত

পরামর্শ করিয়া তিনি একটি প্রেস ও সাপ্তাহিক পত্রিকার স্থাপনের পরিকল্পনা করিলেন। কিন্তু ইহার জন্য যে অর্থ দরকার তাহা পাওয়া যাইতেছিল না। তিনি, শ্রীসুরেন নিয়োগী ও ঝরিয়ার শ্রীমণীন্দ্র কাননগুর সাহায্যে এবিষয়ে চাঁদা আদায় আরম্ভ করিলেন।

১৯২৫ সালে ১৬ই জুন দেশবন্ধুর মৃত্যু হয়। ১৯২৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পুরুলিয়াতে ষোড়শ বিহার প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। মহাত্মা গান্ধী সম্মেলনে যোগদান করেন। জীমূতবাবু সেই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। সুতরাং ইহার হিসাব ও উদ্বৃত্ত অর্থাদি তাঁহার নিকট অবিদিত নয়। সম্মেলনের আয় ব্যয়ের হিসাব এই ছিল :

আয়

১।	অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের ফি —	৩০৫৲
২।	ডেলিগেটগণের নিকট প্রাপ্ত ফি —	১৪৬৲
৩।	দর্শকগণের নিকট প্রাপ্ত ফি —	৮২৮৬৲
৪।	দোকান ভাড়া প্রভৃতি আদায় —	১২৲
৫।	ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে	
	এককালীন দান —	১৮৬০৬৫
		১০৬০৯৬৫
	জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া আদায় হয় —	৩৮৮৬১০
		১০৯৯৮১৫
	মোট খরচ হয় —	৭৯৯৪৲৫
	মোট উদ্বৃত্ত থাকে —	৩০০৪৷১০

নিবারণ বাবু ঝরিয়া ধানবাদ অঞ্চলে ও অন্যান্য স্থানে যে চাঁদা আদায় করেন সেই টাকাতেই—কনফারেন্স আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মেসিন কিনিয়া প্রেসের কাজ আরম্ভ হয়। দেশবন্ধু দাসের স্মৃতিতে এই প্রেসের নাম "দেশবন্ধু প্রেস" রাখা হয়। জীমূতবাবুর তথ্যানুসারে 'মুক্তি' প্রেস নয়। ঋষি নিবারণচন্দ্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ীএই 'দেশবন্ধু প্রেসের' স্বত্বাধিকারিণী হিসাবে ডিক্লেরাবেশন দেন—শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ।

এই কনফারেন্সের অধিকাংশ হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতি এই দেশবন্ধু প্রেসেই ছাপা হইয়াছিল। মুক্তি তখনও বাহির হয় নাই। কনফারেন্সের পরে ঋষি নিবারণচন্দ্রের সম্পাদনায় মুক্তির ১ম সংখ্যা দেশবন্ধু প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়—২১শে ডিসেম্বর, ১৯২৫। ১লা এপ্রিল, ১৯২৬ সালে সম্মেলনের হিসাবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। উদ্বৃত্ত ৩০০৪৷১০ জিলা কংগ্রেস কমিটীকে দফায় দফায় অভ্যর্থনা সমিতির নির্দ্দেশে দেওয়া হয়। এই উদ্বৃত্ত টাকার মধ্যে প্রায় ৫০০৲ টাকা খাদী ভাণ্ডারের জন্য ও জিলা কংগ্রেসের অন্যান্য কাজে খরচ হইয়া প্রায় ২৫০০৲ টাকা দেশবন্ধু প্রেসের জন্য দেওয়া হয়। জীমূতবাবুর সৃষ্ট তথ্যানুযায়ী ৪৫০০ সাড়ে চারি হাজার টাকা নয়। অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া আত্মঘাতের গুরুত্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই ঠিক 'লজিকেল' হয় না।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই কনফারেন্সের টাকা কড়ির হিসাব লইয়া সে সময় শ্রীকৃতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ইংরাজী পত্রিকা "ছোটনাগপুর টাইমস্"এ 'আকিমেডিসে'র নাম দিয়া জীমূতবাবুর নামে বহু নিন্দাবাদ করা হয়। জীমূতবাবু শ্রীকৃতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে মানহানির নালিশ করিবেন বলিয়া নোটীশ দেন। কৃতনাথবাবু দুঃখ জ্ঞাপন করায় তাহা মিটিয়া যায়। আজ জীমূতবাবু অতুলবাবুর নামে নিশ্চিন্ত হইয়া 'সাধারণের সম্পত্তি আত্মসাতের' অভিযোগ আনিতেছেন—এই সাহসেই যে—তিনি নিশ্চিত-ভাবে জানেন অতুলবাবু তাঁহার নামে কোন মানহানির মামলা আনিবেন না।

১৯২৯ সালের মার্চ্চ মাসে 'মুক্তির' একটি সম্পাদকীয়র জন্য ঋষি নিবারণ চন্দ্রের ১ বৎসর ও মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর ৩ মাস কারা দণ্ড হয়। 'দেশবন্ধু প্রেস' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শ্রীসুরেন নিয়োগীর অবদান অপরিসীম। প্রেসের কাজ তিনিই চালাইতেন।

'মুক্তি' পত্রিকার ইতিহাসের বর্ণনা করিতে যাইয়া জীমূতবাবু কোথাও বলেন নাই যে ঋষি নিবারণচন্দ্রই 'মুক্তি'র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই বলিয়া ইহা এড়াইতে চাহিয়াছেন যে "স্বর্গীয় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের উপর 'মুক্তির' ভার ন্যস্ত হয়।" ঋষি নিবারণ চন্দ্রই 'মুক্তি'র কল্পনা করেন—তিনিই সেই কল্পনাকে রূপায়িত করেন। 'মুক্তিকে' তিনিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন—প্রাণ সঞ্চার করিয়া প্রসারিত করিয়াছিলেন। 'ভার ন্যস্ত করার' কথাটা এখানে উদ্দেশ্য প্রসূত। 'মুক্তির' ইতিহাস লিখিতে যাঁইয়া যাহারা ইহা অস্বীকার করে—তাহারা 'মুক্তির' ইতি-হাস লেখে না নিজেদের অভিসন্ধির ইতিহাস লেখে—তাহা অজ্ঞতা প্রসূতই হউক বা ইচ্ছাকৃতই হোক।

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের কারাবরণের পরে, শ্রীরাঘব আচারিয়া মুক্তির সম্পাদক হন। কিছুদিন পরে তিনিও গ্রেপ্তার হইয়া কারাবরণ করেন—তখন সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। কিন্তু ১৯৩০ সালে মে মাসে গবর্ণর জেনারেল ১৯১০ সালের প্রেস আইনের পুনঃ প্রবর্তন করেন। মুক্তি বন্ধ হইয়া যায়। দেশবন্ধু প্রেসের স্বত্বাধিকারিণী হিসাবে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ৫ই মের মুক্তিতে শেষ সংখ্যায় ঘোষণা করেন—'যে পর্য্যন্ত স্বরাজ না হয়, এবং সত্য ও অহিংসার দ্বারা পঞ্চবল ধ্বংস না হয় সেই পর্য্যন্ত আমি আমার দেশবন্ধু প্রেস বন্ধ রাখিলাম।'

প্রেস এক্ট প্রয়োগ করিয়া গবর্মেণ্ট 'দেশবন্ধু প্রেসের' নিকট জামানত দাবী করেন। জামানত না দিলে প্রেস বাজেয়াপ্ত হইবে। তখন এই বিরাট প্রেসটি সামান্য টাকায় মানভূম জিলা বোর্ড কিনিয়া লয়। এই দেশবন্ধু প্রেস লইয়াই জিলা বোর্ডের বর্তমান প্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এইটাই দেশবন্ধু প্রেস ও মুক্তি পত্রিকার প্রাথমিক ইতিহাস। এখানে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে প্রণি-ধান যোগ্য। আইন অনুযায়ী প্রেস সম্বন্ধে একটা স্বত্বাধিকারীর ডিক্লেয়ারেশন দিতে হয়। কোন পত্রিকার বেলাতেও স্বত্বাধিকারী হিসাবে কাহারও নাম গবর্মেণ্টে জানাইতে হয়। এ বিষয়ে গত দুই বৎসর যাবত নিয়ম হইয়াছে যে—একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হয়। শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ যে, ঋষি নিবারণচন্দ্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী দেশবন্ধু প্রেসের স্বত্বাধিকারিণী বলিয়া ১৯২৫ সালে ডিক্লেয়া-রেশন দিয়াছিলেন এবং সরকারী ভাবে স্বত্বাধিকারিণী ছিলেন তাহাতে (জীমূতবাবুর ব্যাখ্যা অনুযায়ী) দেশবন্ধু প্রেসকে আত্মসাৎ করার অপকৌশল হয় নাই। শ্রীযুক্ত অতুলবাবুর নাম 'মুক্তি' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হিসাবে যে আইন অনুযায়ী ছাপা হইয়াছে তাহা যে সাধারণের সম্পত্তিকে কৌশলে আত্মসাৎ করিবার প্রচেষ্টা নয় তাহা জীমূতবাবু এবং দেশের সকলেই বিশেষ ভাবেই জানেন। তবে লোক সেবক সংঘকে 'ক্রাস' করিবার জন্য তাঁহার উপর যে 'গুরুভার' ন্যস্ত হইয়াছে তাহাতে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এই অপকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

ইহার পরে ১৯৩৫ সালে ঋষি নিবারণ চন্দ্র দেহত্যাগ করেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে শ্রীযুক্ত অতুলবাবুর আন্তরিক চেষ্টায় নূতন করিয়া প্রেস প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই প্রেসেরই নামকরণ করা হয় 'মুক্তি প্রেস'। ১৩৩৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী মুক্তির ২য় পর্য্যায়ের ১ম সংখ্যা শ্রীযুক্ত অতুলবাবুর সম্পাদনায় পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করিয়া অতুলবাবু গ্রেপ্তার হন। তাঁহার ১ বৎসর কারাদণ্ড হয়। ইহার পরে সম্পাদক হন শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ। ১৯৪১ সালের ৭ই জুন পর্য্যন্ত মুক্তি প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের আন্দোলনে তাহা বন্ধ হয়। ১৯৪২ সালে মুক্তি প্রেস গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন। এই পর্য্যায়ে মুক্তির স্বত্বাধিকারী হিসাবে শ্রীযুক্ত অতুলবাবুই ছিলেন।

এই হইল মুক্তির দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ইতিহাস। ১৯৩১ হইতে ১৯৪৬-৪৭ পর্য্যন্ত জীমূতবাবু কংগ্রেসের বিপদ্‌জনক রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন না এবং না থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তবে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের মনোনয়ন পাইয়া তিনি বিহার এসেম্বলীতে নির্ব্বাচিত হন এবং পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী হন। কাহার আপ্রাণ চেষ্টায় জীমূতবাবু কংগ্রেসের নমিনেশন পাইয়া পার্লিয়মেণ্টারী সেক্রেটারী হইয়াছিলেন—তাহা জীমূতবাবু বোধ হয় ভুলিয়া যান নাই।

যাহা হউক এ সকল ইতিহাস জীমূতবাবুর জানা থাকিলেও তিনি যখন 'মুক্তির' ইতিহাস সৃষ্টি করিতে-ছেন তখন অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিলেন—"ঋষি নিবারণচন্দ্রের দেহরক্ষার পরও তৎকালীন জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে অতুল ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পরিচালনাধীনে থাকায় কেহ কোন দিন প্রেস ও পত্রিকা সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করে নাই।"

১৯৪৬ সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হইলে বিনই মুক্তি প্রেস আবার নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৃতীয় পর্য্যায়ে মুক্তি ১৯৪৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। স্বত্বাধিকারী থাকেন শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ। ইহাই মুক্তি পত্রিকার ইতিহাস।

ইহার পরে মুক্তি প্রেসের ইতিহাস জীমূতবাবু তাঁহাদের কংগ্রেস অফিসেই প্রসিডিংস বুক এ পাইবেন। তিনি তাহা আনুপূর্বিক প্রকাশ করুন না কেন?

কল্যাণ বার্ত্তায় 'বিবিধ আলোচনায়' জীমূতবাবু লোক সেবক সংঘ কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত বিধান সভার সদস্যদের সম্বন্ধে ওকালতী করিয়া লোক সেবক সংঘ কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বলিতেছেন—

"তবে বাস্তবক্ষেত্রে যাহা সকলের দৃষ্টি পথে উদয় হইতেছে তাহাতে জনসাধারণ নির্ণয় করিতে সক্ষম হইতেছে যে সাধারণের প্রদত্ত চাঁদার টাকা এবং বিশিষ্ট সদস্যগণের প্রদত্ত অর্থে এ যাবত মাত্র দুইটী পরিবারে বেশ রাজার হালে প্রতিপালন হইয়া আসিতেছে। জেলাবাসীগণ বা জনসাধারণের উহাতে কোন কাজে লাগে নাই।"

দীর্ঘ ৮ বৎসরের সংগ্রামের ফলে মানভূমের অংশ বাংলায় অন্তর্ভুক্তির পরে আজ যাঁহারা কংগ্রেসের দৌলতে সৌভাগ্যবান হইয়া অন্তর্ভুক্তির আনন্দলাভ করিতেছেন—তাঁহারা হয়তো জানেন না বা জানিয়াও জানিতে চাহেন না যে, ঐ অর্থসমূহ—দুইটি পরিবারের রাজার হাল জোগাইয়াছে, না, অন্য কিছু জাতীয় স্বার্থ বহন করিয়াছে। কিন্তু যাহারা এই বঙ্গভুক্তির ক্ষেত্র রচনার জন্য দীর্ঘ ৮ বৎসর ধরিয়া কঠোর সংগ্রামের ঝঞ্ঝা বহন করিয়াছে তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে জানে ঐ অর্থের প্রত্যেকটি পাই পয়সা এই সমগ্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য ব্যয়িত হইয়াছে, না অন্য কাহারো রাজার হাল বহনে ব্যয়িত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি পরিবারের জন্য খরচ যে না হইয়াছে—তাহা নয়—তাহার উল্লেখ না করিলে ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষা হইবে না—তবে রাজার হাল নয়—রাজার আসামীর হাল বহন করিবার জন্য এবং শুধু দুইটী পরিবারের জন্যই নয়—আরও এমন বহু ভাগ্যবান পরিবারের জন্য—রাজা যাহাদের হালে জুড়িয়া রাজার হালের আনন্দ দিয়াছিলেন। এ বিষয়ের দীর্ঘ ঐতিহাসিক তথ্যাদি আশা করি জেলার জনসাধারণ ভুলিয়া যান নাই—অবশ্য ভুলিয়া গেলেও জীমূতবাবুর কাছ হইতেই তাহাদের তথ্যাদি জানিতে হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে জীমূতবাবু যাহা লিখিয়াছেন সেগুলি আমরা আলোচনার যোগ্যই মনে করি না। এগুলিও আমরা আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিতাম না—কারণ এগুলি হিন্দীর আমলেরই পুরাতন পদক্ষেপ মাত্র। কিন্তু পুরুলিয়ার বহু ব্যক্তি আমাদের বিশেষ ভাবে অনুরোধ করাতে আমরা কতকগুলি মূল ঘটনা প্রকাশ করিলাম।

মানভূম জিলায় এখন কংগ্রেসের 'ফিল্ড ক্যাপচারের' প্রচেষ্টা চলিতেছে—কিন্তু তাহা জনসেবার পথে নয়। সাধারণভাবে কংগ্রেসের যে বর্তমান পথ এবং যাহা বিশেষভাবে মানভূমে বিহার কংগ্রেস ও বিহার গবর্মেণ্টের আট বৎসরের ঐতিহ্য বহিয়া যাত্রা সুরু করিয়াছে—সেই পথে। এই জনস্বার্থ বিরোধী পথে লোক সেবক সংঘ প্রধান অন্তরায়। সুতরাং জীমূত বাবুরা যে প্রথমেই—শ্রীসতানারায়ণ ও শ্রীসন্তোষ উপাধ্যায়ের প্রদর্শিত পথে প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন—তাহা খুবই স্বাভাবিক। এবং কাজের ধারাও যে অপূর্ব্ব বাউরী ও দশরথ পাণীর ধারায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতো দেখাই যাইতেছে। আমরা জানি অতঃপর পরবর্ত্তী 'কল্যাণ বার্ত্তা'গুলিতে জীমূতবাবুর সংস্কৃতি, কালচার ও তথ্য পরিবেশনের আরও অভিনব পরিচয় পাওয়া যাইবে। তবে একথাও বলিয়া রাখা ভাল যে—যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন—যদি আরও অপ্রীতিকর ঘটনাবলীর প্রকাশ করিতে হয় তবে তাহা বাধ্য হইয়াই জনস্বার্থে করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে শেষ করিবার পূর্ব্বে জীমূতবাবুর দৃষ্টি একটী ঘটনার প্রতি আকর্ষণ করিবার প্রয়োজন মনে করি। জীমূতবাবু আজ যেভাবে শ্রদ্ধেয় অতুলবাবুর সম্বন্ধে পরস্বাপহরণের প্রচার করিতেছেন, তেমনি একদা ১৯২৯সালে গান্ধীজীর সম্বন্ধে সনাতনীরা পরস্বাপহরণ নয়, তাঁহার চরিত্র লইয়া, অতি গ্লানীকর প্রচার করেন। গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় (৯ঠা নভেম্বর ১৯৩৯)'মাই লাইফ' (আমার জীবন) শীর্ষক একটী প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরিশেষে লেখেন—

—"They may decry my non-violence as much as they like but they ill serve themselves or Hinduism by indulging in palpable lies"

"তাহাদের যত ইচ্ছা আমার অহিংসা ধর্ম্মের প্রতি তাহারা নিন্দাবাদ করিতে পারে; কিন্তু এই নগ্ন মিথ্যার আশ্রয় করিয়া—তাহারা হিন্দুধর্ম্ম তথা তাহাদের নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করিবে।"

বর্তমান ক্ষেত্র অনুযায়ী ইহার অন্তর্নিহিত সত্যকে পরিবর্তন না করিয়া দু একটি শব্দের পরিবর্তন করিয়া বলিতে পারি—

—Jimut Babu ill serves himself or the Congress by indulging in palpable lies.

"এই নগ্ন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া—জীমূতবাবু তাঁহার নিজের এবং কংগ্রেসেরই ক্ষতি সাধন করিবেন।"

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১লা আষাঢ় ১৩৬৫—১৬ই জুন ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার বর্ত্তমান অধিবেশনে

ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর বেদনা উদ্‌ঘাটিত

পুরুলিয়া জেলার মর্ম্মান্তিক দুঃখ

লোকসেবক সংঘের আইন সভা সদস্যের মর্ম্মস্পর্শী ভাষণ

সরকারী ঔদাসীন্য আজ চিরস্থায়ী প্রবাদ বাক্যের মতই হইয়া উঠিতেছে

মানুষের অপরিসীম দুঃখ যাতনার বিষয় আজ কর্তৃপক্ষের অন্তরে কোনো সাড়া জাগইতেছে না

ক্ষুধিত মানুষ দলে দলে আহার সন্ধানে ঘরে আগল দিয়া চলিয়া গিয়াছে

ক্ষুধার তাড়নায় নিজেরাই বাঁচিবার পথ করিয়াছে : চাষের সময় তাহারা ফিরিতেছে

আজ তাহাদের জন্য সাহায্য চাই : অন্নকষ্টের পূর্ণ প্রতিকার চাই

বিগত ৭ই জুন তারিখে পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় বাজেট আলোচনা কালে দুর্ভিক্ষখাতে অর্থ মঞ্জুরী দাবীর সময়ে লোক সেবক সংঘের এম, এল, এ শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ যে উল্লেখযোগ্য ভাষণ দেন তাহা এই :—

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(১ম পৃষ্ঠার পর হইতে)

বাজেটের সাধারণ আলোচনায় আমরা পরিকল্পনার দিক থেকে বাজেটের অসামর্থ্য বিচার করেছি। কার্য্যকরী শাসনের দিক থেকেও সরকারের গভীর ঔদাসীন্য চিরস্থায়ী প্রবাদবাক্যের মতই হয়ে উঠেছে। ব্যাপক ক্ষেত্রের নিদারুণ যে অর্থকষ্টের বিষয়—দেশের জরুরী সমস্যাসমূহের সর্ব্বোচ্চ বলে গণ্য হওয়া উচিত ছিল—আজ সেই বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের প্রায় নিষ্ক্রিয়তা আমাদের শুধু দুঃখিত করেনি আশ্চর্য্যান্বিতও করেছে। অন্নকষ্টের যে ব্যাপকতা ও গভীরতা—তাতে সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিকার সরকারের পক্ষে হয়তো এখুনি সম্ভব নয়। কিন্তু মর্ম্মান্তিক বিষয় এই যে, মানুষের এতেন অপরিসীম দুঃখ এবং যাতনাটির বিষয়টিতে কর্ত্তৃপক্ষের অন্তরে কোনো সাড়া গিয়ে পৌঁছচ্ছে না। সেজন্য আমাদের এই সব আবেদনকে তাঁরা রাজনৈতিক চক্রান্তকারীদের বিরক্তিকর উপদ্রব বলে অবহেলায় অগ্রাহ্য করছেন।

আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি—পুরুলিয়ার ভয়াবহ খাদ্যসংকটকে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন। আসন্ন ব্যাপক দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনার কথা জানানোতেও উপযুক্ত কোনোই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি।

সরকারের ভরসায় থাকলে আজ পুরুলিয়ায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিত সন্দেহ নাই। কিন্তু বুভুক্ষু মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় নিজেরা পথ করে নিয়েছে—দলে দলে মানুষ নদীর স্রোতের ধারায়—পূর্ব্বে পশ্চিমে—উত্তরে দক্ষিণে কাজের সন্ধানে চলে গেছে। জেলার অগণিত গ্রাম তাই আজ শূন্য—কাঁটা দেওয়া, অর্গল দেওয়া শূন্য ঘর থেকে—ক্ষুধিত, পলায়িত মানুষের অভিশাপ ধ্বনিত হচ্ছে। এইভাবে এতদিন কেটেছে—চাষের সময়ে বিভ্রান্ত মানুষ ঘরে ফিরছে—চাষের শেষ চেষ্টা করবে। কিন্তু বীজধান নেই, পুঁজী নেই বহু জনের চাষের বলদ নেই—চাষের দিনে ঘরের ভেঙে খাবার সম্বল নেই। অবিলম্বে ব্যাপকভাবে চাষীকে চাষের খরচের জন্য মুক্ত হস্তে ঋণ দিতে হবে। এ কথা আমি খাদ্য পরামর্শ কমিটিতে বলেছিলুম। শুনে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হবেন যে, খাদ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, বেশী চাষীকে ঋণ দিয়ে বিব্রত করতে চাই না কিছু লোককে দোব। ঋণ দেওয়া যদি বিব্রত করা হয়, কিছু লোককেই বা বিব্রত করে কি হবে? কিন্তু যেখানে আজ চাষের জন্য ঋণের দাবী ন্যায়সঙ্গত, প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য এবং নিতান্ত জরুরী সেখানে সেই ঋণের দাবী যদি কম লোকের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয় তবে সকল চাষীরই দাবী সমভাবে সঙ্গত। দেবার সামর্থ্য সরকারের থাকলে কুযুক্তি দিয়ে কিছুকে বঞ্চিত করার কোন অর্থ নেই।

আমাদের জেলায় অনাহারে মৃত্যুর সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির বিষয়ে আমাদের দাবী অন্তর্নিহিতভাবে এখনো জাগ্রতই আছে। মিথ্যা তথ্য দিয়ে চাপা দেবার সরকারী ষড়যন্ত্রকে মার্জ্জনা করা আমরা পাপ বলে মনে করি। অনাহারে মৃত্যুর বিষয়ে আমাদের প্রদত্ত ঘটনাগুলির সত্যতা যাঁরা অস্বীকার করতে চান—তাঁদের আমরা যুক্ত তদন্তে আহ্বান করেছি। তদনুসারে মাননীয় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে পুরুলিয়ায় তদন্তে আহ্বান জানিয়েছিলেন। খাদ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন কিন্তু আজও পর্য্যন্ত তাঁর যাবার সময় হয়নি। কিন্তু আমরা আজও এই প্রস্তাবিত তদন্তের অপেক্ষায় আছি।

খাদ্য পরামর্শ কমিটীতে আমি বহু প্রস্তাব করেছি—কোনো ফল হয়নি বা কোনও সদুত্তর পাইনি

কমিটীর সভাপতি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র দিয়েছিলাম। লিখেছিলুম এই যদি অবস্থা তবে আর কমিটীর সার্থকতা কি? দীর্ঘদিন হোলো আজও তার কোনও উত্তর নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ছেলেখেলা হবে—একটা শাসন ব্যবস্থার পক্ষে এটা নিতান্তই পরিতাপের কথা বলে মনে করি। জেলার চাহিদা অনুসারে জনার চাওয়া হয়েছিল কিন্তু কোনও ব্যবস্থা হয়নি। নিরন্নদের কাজ দেওয়ারও ব্যবস্থা আকিঞ্চিৎকরই হয়েছে।

অসহায়দের খয়রাতী সাহায্য দেওয়াই হয়নি—বলতে গেলে। ঋণও নামমাত্র দেওয়া হয়েছে। বাজেট প্রসঙ্গে খাদ্যপরিস্থিতি বিষয়ে সরকারের অসামর্থ্যের বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়ে—আর্ত্ত ক্ষুধার্ত মানবতার নামে এ বিষয়ে সরকারের জরুরী কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

—•—

মুক্তি

১লা আষাঢ়, সোমবার

দেশবন্ধু স্মরণে

ত্যাগ ও সেবার মূর্ত্ত প্রতীক, দেশ ও দশের অকৃত্রিম বন্ধু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তেত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে দেশের বিশেষ করিয়া বাংলার যে অপূরণীয় এবং অসীম ক্ষতি হইয়াছে তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা আজও হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু অতি সাধারণ দৃষ্টি ও বিচারশক্তি দ্বারাও ইহা উপলব্ধি করিতে কোনও কষ্ট হয় না যে দেশবন্ধুর বলিষ্ঠ ও মহান নেতৃত্ব হইতে দেশ যদি অসময়ে এবং দারুণ দুঃসময়ে বঞ্চিত না হইত তবে কেবল বাংলা কেন হয়ত ভারতের ইতিহাসও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধাতে প্রবাহিত হইতে পারিত।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের সংগঠন ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম দুর্ব্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্বের জন্য আজ যে কলুষ ও পঙ্কিল স্তরে নামিয়া আসিয়াছে—সেই নিদারুণ গ্লানি হইতে দেশ মুক্ত হইতে পারিত। দেশ বিভাগের জটিলতম সঙ্কট ও সমস্যা হইতে বাংলা দেশ অন্ততঃ দেশবন্ধুর অবিসংবাদী নেতৃত্বের কল্যাণে হয়ত মুক্ত হইতে পারিত।

আজ দেশবন্ধুর স্মৃতি বার্ষিকীর দিনে দেশ যখন কুটীল নেতৃত্বের অকল্যাণকর প্রভাবে নানা সমস্যায় জর্জ্জরিত—তখন দেশবন্ধুর অভাব আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি—হে দেশবন্ধু, ভারতের এই দুর্দ্দিনে তোমার আজ বাঁচিয়া থাকা একান্তই প্রয়োজন ছিল!

—•—

হবুচন্দ্রের রাজ্য শাসন

মহামন্ত্রী গবুচন্দ্রের উপর ইহকালের সকল পার্থিব ভার ন্যস্ত করিয়া বৃদ্ধিভাস্কর মহারাজ হবুচন্দ্র প্রজাবৃন্দের পরকালের পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন। প্রজা সাধারণের পরকালের পাথেয় হবুচন্দ্র নিজ কল্যাণহস্তে বিতরণ করেন—আর প্রজা অ-সাধারণের ইহকালের সুখ, ঐশ্বর্য্য ও বিলাস এর বিধানের পূর্ণ দায়িত্ব গবুচন্দ্রের উপর। অর্থাৎ প্রজা সাধারণের বর্ত্তমান বলিয়া কিছু নাই—আছে কেবল নিষ্ফলা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—আর প্রজা অ-সাধারণের রঙীন বর্ত্তমান দীপাবলীর আলোকমালার ন্যায় উজ্জ্বল এবং বৈচিত্র্যময়।

হবুচন্দ্রের নির্দ্দেশে এবং গবুচন্দ্রের আদেশে রাজ্যে কড়া শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে—ইহার কোনও প্রকার হেরফের করিবার উপায় নাই। এই শাসনের বিধান অনুসারে প্রজা সাধারণের প্রাত্যহিক দুই বেলা উপবাস বাধ্যতামূলক;—শ্রম করিবার মৌলিক অধিকার সকলকে দান করা হইয়াছে, কিন্তু শ্রমের মূল্য স্বরূপ কোনও পারিশ্রমিক দাবী করা বে-আইনী এবং দণ্ডনীয়। রাষ্ট্রের গুরু দায়িত্ব লইয়া নির্ব্বেজাল ফাঁকিতে যাঁহারা সিদ্ধহস্ত—তাঁহারাই রাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইবার যোগ্যতম ব্যক্তি। আর যাহারা ফাঁক না দিবে, অথবা অপরের ফাঁকি দেওয়া সম্পর্কে অভিযোগ করিবে শাসনের বিধানে তাহারা কঠোর শাস্তিলাভ করিবে।

হবুচন্দ্রের রাজত্বে খাঁটি দ্রব্য কেনা বেচার অপরাধে ক্রয়-বিক্রয়কারীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতেও পারে—কিন্তু ভেজাল দ্রব্যের অবাধ প্রচলনের দ্বারা যাহারা প্রজা-সাধারণের সত্বর পরলোকপ্রাপ্তির সহায়তা করে—রাষ্ট্রের বিশেষ হিতৈষী বন্ধুরূপে তাহারা সম্মান ও পুরস্কারের পাত্র।

আজ দেশময় সর্ব্বত্র হবুচন্দ্রের রাজত্ব ও গবুচন্দ্রের শাসন চলিয়াছে। এ রাজ্যে না আছে বিচার ও বিবেচনা—না আছে বিবেকের বালাই। জনসেবার তিলক ফোঁটা কাটিয়া যে যাহা পার লুটিয়া খাও—ইহাই দাঁড়াইয়াছে কল্যাণব্রতের মূল নীতি। আর সরকারের ট্যাক্সরূপী বকযন্ত্রে সাধারণকে পিষিয়া শেষ কড়িটি পর্য্যন্ত নিষ্কাশিত করিয়া হবুচন্দ্র ও গবুচন্দ্রের আয়াসের উপকরণ ও বিলাসের দুর্গ রচনা করাই আজিকার রাষ্ট্রনীতি। ফলে এই সকল নীতিবাগিশদের নীতি জ্ঞানের খেসারৎ জোগাইতে দেশময় আজ এত হাহাকার উঠিয়াছে।

—•—

কাঁশবহালে লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীসম্মেলন উপলক্ষ্যে

বান্দোয়ান থানার বিরাট জনসভা

কাঁশবহাল সংবাদের আরেক অধ্যায়

নিরবচ্ছিন্ন কংগ্রেসী কুশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র জন-বিক্ষোভ

আবেদনের দ্বারা উদাসীন এই সরকারের নিদ্রিত অন্তর জাগিবে না

সরকারের সহিত জনগণের ভিক্ষার সম্বন্ধ নয়ঃ জনগণের অধিকার ও দাবীর সম্বন্ধ

আত্মবলে ও সংঘশক্তিতে স্বৈরশাসন ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিতে হইবে

স্বাবলম্বনের পথে-আত্ম চেতনায়—শ্রম ও শক্তি নিয়োগের ভিত্তিতেই দেশের মুক্তির পথ রহিয়াছে

গঠনকর্ম্ম সংঘের সংগঠন, সংগ্রাম ও সেবাকার্য্যের প্রাণকেন্দ্র

বিগত ৪ঠা মে কাঁশবহালে যে মহতী জনসভা হয়—তাহার বিবরণ এবারে দিতেছি। স্বরাজ জীবনের প্রথম পর্য্যায়ে শাসনের নামে সর্ব্বাঙ্গীন লুঠ ও প্রতারণায় বিভ্রান্ত জনগণ আজ ক্রমশঃ আত্মচেতনার পথে অগ্রসর হইতেছে। এই শক্তিই ভবিষ্যতে স্বরাজের বুনিয়াদ রূপে দেখা দিবে। এই চেতনার স্ফুরণ দেশের জনগণের যে অংশগুলিতে দেখা দিয়াছে বান্দোয়ান তাহার অন্যতম। সেজন্য বান্দোয়ানের বিবরণ জেলার জন জীবনের আগামী কর্ম্মগতির আভাস দান করিবে।

এই জনসভার পর কর্ম্মীসম্মেলনের সান্ধ্য বৈঠকে সংঘের গঠন কর্ম্মধারার যে রূপ রেখা নির্দ্ধারিত হয়-এবং বহিষ্কৃত সদস্যদের বিষয়ে বহু আলোচনার পর যে শেষ সিদ্ধান্ত ও শেষ আলোচনা হয়-তাহার বিবরণ এবং নূতন গঠন কেন্দ্রের ইতিহাস সহ তাহার কর্ম্মতালিকার বিবরণ আগামী সংখ্যায় দিয়া কাঁশবহাল সংবাদের সমাপ্তি করিব।

কাঁশবহাল জনসভায় বান্দোয়ানের জাগ্রত জনমতের অভিব্যক্তি

বিগত ৪ঠা মে রবিবারে কাঁশবহালে কর্ম্মী সম্মেলন উপলক্ষ্যে যে জনসভা হয়—তাহা বহু গ্রামের অধিবাসীগণের যোগদানে যেমন বান্দোয়ান থানার প্রতিনিধিমূলক জনসভায় পরিণত হয়, তেমনি বহু জনসমাবেশে সভাটি বিরাট আকার ধারণ করে।

বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন, নিবারণচন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আলেখ্য সজ্জিত তরুবীথি চাঁদোয়া আচ্ছাদিত এক মণ্ডপে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রায় চারি সহস্র লোক সমাগম হয়।

সংঘের প্রতি জনগণের অভিনন্দন পত্র

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বান্দোয়ান থানার জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি এক অভিনন্দন পত্র প্রদান প্রসঙ্গে থানার অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের কথা ও সেই দুঃখ কষ্টের মধ্যেই কংগ্রেসী সরকারের যে নির্ম্মম উদাসীনতা ও অত্যাচার চলিতেছে তাহার কথা জানান হয়। সেই মানপত্রের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে, পুলিশ বিভাগে, মাটোয়ালী বিভাগে, বন বিভাগে ও অন্যান্য সরকারী বিভাগগুলিতে যে অবাধ অবিচার ও দমন চলিতেছে—তীব্র ভাষায় তাহার নিন্দাবাদ করা

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঐতিহাসিক বান্দোয়ান স্কুলের ভাগ্য

সরকারী করুণার বহর

ডি, আই মহোদয়ের মর্জির উপর তাহা নির্ভর করিতেছে !

ভাষার গৌরব রক্ষায় সংগ্রামকারী ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠকে কাটিয়া কবন্ধ করিতে হইবে

নতুবা মঞ্জুরী লাভ হইবে না : জুলুমের কোনো সীমা পরিসীমা নাই

অপর পক্ষে এই বিদ্যাপীঠের সর্ব্বনাশের উদ্দেশ্যে স্থাপিত জাল বেআইনী স্কুলের প্রতি বেআইনী স্নেহ

বিদ্যাপীঠের সভাপতির পক্ষ হইতে মর্য্যাদাপূর্ণ দৃঢ় প্রত্যুত্তর

বিদ্যাপীঠ অধিকার রক্ষায় একদিন লড়িয়াছে আজও লড়িবে

বঙ্গভঙ্গের পর হইতে দীর্ঘ এই দুই বৎসর কাল ধরিয়া ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠের মঞ্জুরী ফিরাইয়া পাইবার জন্য চেষ্টা করা হইতেছিল। বিহার সরকার যে মঞ্জুরী অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লইয়াছিলেন—তাহার প্রত্যর্পণের প্রশ্ন মাত্র ছিল। সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য বিহার সরকার একদিন এই স্কুলের বিরুদ্ধে কত নগ্ন জঘন্য অত্যাচার অবিচার করিয়াছিলেন আজ আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার আসিয়া এই স্কুল লইয়া নানা চক্রান্ত সুরু করিলেন—এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। এই স্কুলের উচ্ছেদের জন্য এক জাল বেআইনী স্কুলও বিহার সরকার স্থাপিত করেন। বাংলা সরকার আসিয়া বিগত সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া একদিকে স্কুলকে মঞ্জুরী না দিতে—স্কুলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিতে যেমন চেষ্টা করিতেছেন—অন্যদিকে তেমনি এই স্কুলের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য বিহার সরকারের সেই জাল স্কুলটিকে নানাভাবে বেআইনী স্নেহে পালিত ও অনুগৃহীত করিয়া তুলিতেছিলেন। এই অবস্থার মধ্যে সহসা একদিন সম্প্রতি ডি, আই মহোদয়ের এক পত্র বান্দোয়ান বিদ্যাপীঠের ম্যানেজিং কমিটির হাতে আসিয়া দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমুচিত উত্তরও ফিরিয়া গেল। এই দুইখানি পত্র পাঠকগণকে এখানে উপহার দিতেছি :—

জেলার ডি, আই মহোদয়ের পত্র

To
The President
Rishi Nibaran Chandra Vidyapith,
P. O. Bandwan,
District Purulia.

Ref : Your letter dated 16-5-58 regarding recognition of the school.

This office is prepared to grant recognition to the school as a two Class Junior High School (having only West Bengal classes V and VI) provided all the upper and lower classes are immediately disbanded and provided also two or three qualified teachers are kept in the staff of the school. These conditions may please be fulfilled immediately and a report of compliance sent to this office, whereupon necessary action will be taken forthwith.

Sd-S. K. Banerjee
District Inspector of Schools,
19-5-58. Purulia,

সভাপতি,
ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ, বান্দোয়ান।

ছুইটি শ্রেণী বিশিষ্ট (পশ্চিম বঙ্গের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর) জুনিয়ার হাই স্কুল রূপে আপনার স্কুলকে মঞ্জুরী দান করিতে প্রস্তুত আছি যদি স্কুলের উচ্চতর এবং নিম্নতর বাকী শ্রেণীগুলিকে অবিলম্বে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং স্কুলে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ছুই বা তিনজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সর্ত্তগুলি অবিলম্বে পূরণ করিয়া সর্ত্তপূরণের বিবরণ আমার আফিসে দাখিল করিলে সত্বর প্রয়োজনীয় কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা হইবে।

পুরুলিয়া
১৯-৫-৫৮

স্বাঃ এস, কে, ব্যানার্জ্জী
ডিষ্ট্রিক্টইন্সপেক্টর অফ স্কুলস্, পুরুলিয়া

বিদ্যাপীঠের সভাপতি মহোদয়ের পত্র

শ্রীযুক্ত ডিষ্ট্রীক্ট্ইন্স্পেকটার অফ স্কুলস মহোদয় সমীপে
পুরুলিয়া

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১৯-৫-৫৮ তারিখের ১৬১১ নং পত্র পাইয়া ধন্যবাদ জানাই।

আপনি জানাইয়াছেন—জুনিয়ার হাই স্কুলের জন্য নির্দ্ধারিত ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী রাখিয়া তাহার উর্দ্ধ ও নিম্নের সমস্ত শ্রেণী বন্ধ করিয়া দিলে—আপনারা ঐ ছুই শ্রেণীর জন্য মঞ্জুরী দিতে রাজী আছেন—যদি ছুই অথবা তিনজন নির্দ্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক রাখা হয়।

সরকারী বিভাগের দাবী অনুসারে নির্দ্ধারিত যোগ্যতার কথাই যদি তুলিয়াছেন—তবে এতাবৎ যে কয়টি শ্রেণী লইয়া স্কুল চলিতেছিল—সেই সকল শ্রেণী সহযোগে স্কুল যদি সরকারী দৃষ্টিতে উপযুক্ততা প্রমাণ করিতে পারে—তবে ঐ সকল শ্রেণীর জন্যই স্কুল মঞ্জুরী পাইবে—এই কথা না লিখিয়া কেবলমাত্র ছুই ক্লাসের জন্য মঞ্জুরী দিবেন—ইহার অর্থ বা কারণ কি তাহা আমাদের জানান নাই। না জানাইলেও—আমরা উপলব্ধি করিতে পারি শিক্ষার দৃষ্টিতে নিতান্ত অযৌক্তিক মনোভাব ছাড়া যুক্তি সঙ্গত কারণ ইহার কিছু নাই। কারণ যদি কিছু আছে—তাহা রাষ্ট্রনৈতিক—একথা না ভাবিয়া পারিতেছি না। নতুবা এই বিদ্যাপীঠ যে পর্য্যায়ে গড়িয়া উঠিয়াছে—বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা সমূহ রাখা সম্ভব না হইলেও - তাহাকে সেই পর্য্যায়ে পুনর্গঠিত হইতে দিবার সুযোগ ও সুবিধা না দিয়া—তাহার লক্ষ্যে সহানুভূতি না দেখাইয়া—এই বিদ্যালয়কে বিনা সুযোগ-দানে ক্ষমতার সুযোগে—পঙ্গু করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে যে নির্দ্দেশ আপনার কাছ হইতে আসিয়াছে—তাহার কারণ শুধু আমরা নয়—সমগ্র মানভূমবাসী উপলব্ধি করিবে—শুধু মানভূমবাসীই কেন—সমগ্র বাংলা দেশ উপলব্ধি করিবে।

আপনার অবিদিত নাই যে তৃতীয় শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী—এই ৮টি শ্রেণী আমাদের বিদ্যাপীঠের দ্বারা এতাবৎ পরিচালিত হইতেছে। এবং এই স্কুলের পরিচালনাধীনে বহুবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং জেলার অন্যান্য বহু স্কুল হইতেই যোগ্যতর সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে

তথাপি আজ এই স্কুলের ভবিষ্যতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিবার জন্য—এই স্কুলের মাধ্যমে অনুন্নত বান্দোয়ান অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের আপ্রাণ প্রচেষ্টাকে গুরুতর রূপে পঙ্গু করিবার জন্য আপনার যে ব্যগ্র প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে—তাহা আমাদের জেলার শিক্ষার ইতিহাসে দুঃখজনক এক স্মরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়া রাখিবে।

ইহা সত্য যে সরকারী দৃষ্টিতে শিক্ষক নিয়োগে তথাকথিত যে যোগ্যতা নির্দ্ধারিত থাকে—এই বিদ্যাপীঠ বর্ত্তমানে সেই বিষয়ে সত্যই আপনার সন্তোষ বিধান করিতে পারিবে না—এবং ইহাও বিনয়ের সঙ্গে জানাইতেছি যে—সরকারী দৃষ্টিতে স্কুলের জন্য যে সকল সাড়ম্বর আয়োজন নির্দ্ধারিত থাকে—তাহার মাপকাঠিতেও আমাদের বিদ্যাপীঠ আজ বহুখানিই দীন হীন।

মাত্র দিন কতক পূর্ব্বে এই জেলায় আসিয়া আজ আপনি জেলার শিক্ষা জীবনের উন্নতির ভাবনায় আমাদের উপর নিয়মের অঙ্কুশ চালাইতে ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে পারেন—কিন্তু তাহার কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই জেলার মাতৃভাষা ও শিক্ষার অধিকার ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য

আপনাদের দৃষ্টিতে এই জেলার অজ্ঞ মূর্খ সাধারণ জনগণ তথা আপনার দৃষ্টিতে অযোগ্য এই বিদ্যাপীঠ ও অন্যান্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে স্মরণীয় সংগ্রাম করিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করিয়াছে—তাহার ইতিহাস দেশের অনেকেই জানিলেও হয় তো আপনার তাহা জানা নাই—অথবা কিছু কিছু জানিয়াও তাহার যথার্থ মূল্য বোধ হয়তো আপনি করিতে পারেন নাই। সেজন্য বিনয়ের সহিত এ বিষয়ে কয়েকটি কথা আপনাকে জানাইতেছি।

সরকারী মঞ্জুরী ও সহায়তা পাইয়া পরিপূর্ণ স্কুল চালাইবার—স্কুলের ব্যবস্থা করিবার যোগ্যতা সকলেই দেখাইতে পারে—কিন্তু একটি সমগ্র সরকারী শক্তির বিরুদ্ধতা, ক্রোধ ও শত্রুতার বিরুদ্ধে—এবং তজ্জনিত অগণিত প্রতিকূলতার স্রোতের সম্মুখীন হইয়া যে স্কুল—দীর্ঘ ৭ বৎসর ধরিয়া পরিপূর্ণ ৮টি শ্রেণী সহ নিজেকে রক্ষা করিয়া, টিকাইয়া, বাঁচাইয়া অগ্রসর করিয়া চলিতে পারে—সে স্কুলের যোগ্যতা ও আত্মশক্তি কতখানি—আজ তাহা উপলব্ধি করিতে সরকারী বিধি বিধান-সঞ্জাত নির্জ্জীব ফরমুলা হইতেও আরো বেশী কিছু জিনিষের দরকার হয়—বলিয়াই আমরা মনে করি।

যেখানে শিক্ষক উৎপীড়িত হইতেছেন—যেখানে অভিভাবক ভীতি প্রদর্শিত ও প্রলুব্ধ হইতেছেন—যেখানে কিশোর সরল বালকেরা মামলায় উৎপীড়নে অত্যাচারিত হইতেছে—সেখানে জাতীয় মর্য্যাদা ও অধিকার রক্ষায় সকল প্রকার দমন ও উৎপীড়নকে উপেক্ষা করিয়া—দুঃখ বরণের শক্তিতে সে সকল সহ্য করিয়া যে বিদ্যাপীঠ আপন মহিমায় আপন দায়িত্ব বহন করিয়া গিয়াছে—আজ শক্তি ও দক্ষতার দৃষ্টিতে—মাতৃভাষা ও শিক্ষার প্রতি দায়িত্ব বোধ ও আন্তরিকতার দৃষ্টিতে অগ্রগতি ও আত্মসম্মান রক্ষার প্রতি সাগ্রহ ঐকান্তিকতার দৃষ্টিতে সে বিদ্যাপীঠের সমতুল্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপনার তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান আছে বলিয়া আমরা জানি না।

আজ শিক্ষকের যোগ্যতার কথা তুলিয়াছেন। যে ঐতিহাসিক প্রতিকূলতা দীর্ঘ ৮ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল—সেই প্রতিকূলতার দিনে যখন জেলার অনেক স্থানেই তথাকথিত যোগ্যতাসম্পন্নের দল—মাথা বাঁচাইয়া—স্বার্থ বাঁচাইয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন—তখন বান্দোয়ান বিদ্যাপীঠের বর্ত্তমান শিক্ষক গোষ্ঠির দল—অর্দ্ধভুক্ত থাকিয়া নামমাত্র খরচপত্র লইয়া—দিনের পর দিন বছরের পর বছর এই সংগ্রামরূপ সাধনার ক্ষেত্র আঁকড়াইয়া পড়িয়াছিলেন—জাতীয় কোন্ দায়িত্ব বোধে—আত্মসম্মান রক্ষার কোন্ প্রেরণার আহ্বানে—শিক্ষা ও মাতৃভাষা রক্ষার কোন্ ঐকান্তিক চিন্তায়—আপনি আজ যদি তাহা উপলব্ধি করিতে নাও পারেন—তাহা হইলেও তাহা উপলব্ধি করিবার লোকের অভাব দেশে আজ হইবে না বিশ্বাস করি।

শিক্ষার জন্য এই ত্যাগ, এই সংযম, এই কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং দুঃখবরণের বহুবিধ দহন সত্ত্বেও নিষ্ঠার সহিত এই অধ্যাপনা ও শিক্ষার প্রতি অনুরক্তি এবং অগ্রগতির প্রচেষ্টার একনিষ্ঠ মহনীয় ইতিহাস সত্ত্বেও—ইহা যদি আজ শিক্ষকদের যোগ্যতা বলিয়া আপনার মাপ কাঠিতে গণ্য নাও হয়—তবে দেশের অগ্রগতি ও শিক্ষা সাধনার ইতিহাসে ইহার কথঞ্চিত মূল্য থাকিবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আপনি নির্দ্ধারিত বিধানের কথা নিশ্চয়ই তুলিতে পারেন—উহাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাই কি আপনার কাছে আশা করা নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল নাযে, এহেন তপস্যার ইতিহাসকেও যথার্থ যোগ্যতার সাধনাকে—এক নিমেষে মূল্যহীন করিয়া না দিয়া—আপনি তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া—তাহাকে আইনের তথাকথিত যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার অবকাশ প্রদান করিবেন?

সেজন্য আমরা মনে করি—জেলার ভাষা সংগ্রামে অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্য বোধ রাখিয়া—তাহাতে নিযুক্তি শিক্ষক ও ছাত্রদিগের প্রতি সহানুভূতি রাখিয়া—কোনো অজুহাত না তুলিয়া অবিলম্বে মঞ্জুরী প্রদান করা উচিত ছিল—এবং নির্দ্ধারিত সময়ের সর্ত্ত সাপেক্ষে স্কুল ও শিক্ষকদের নির্দ্ধারিত যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার সুযোগ দেওয়া একান্ত দরকার ছিল। কিন্তু আপনি যাহা করিয়াছেন বলিতে বাধ্য হইতেছি—আপনি পুরুলিয়ার শিক্ষা জীবনের তথা মহনীয় ভাষা সংগ্রামের প্রতি দায়িত্ব পালনের দৃষ্টিতে

বন্ধুর কাজ করেন নাই—তাহার বিপরীত কাজই করিয়াছেন।

ইহা কেন করেন নাই—তাহার কারণ স্পষ্ট—ইহা রাজনৈতিক প্রয়োজনের ব্যাপার মাত্র। কারণ বিধি বিধানই যদি আপনার কাছে বড় হইত তবে আমাদের বিপক্ষীয় ব্যাপারের প্রতি আগ্রহের মধ্যে আমরা বিধি বিধানই দেখিতে পাইতাম। কিন্তু সেখানে বিধিবিধান পদদলিত করা হইয়াছে—কারণ সেখানেও সেই এক রাজনৈতিক ব্যাপার মাত্র।

বিহার সরকার আমাদের বিদ্যাপীঠটিকে ধ্বংস করার জন্য বান্দোয়ানে যে একটি বেআইনী জাল স্কুল খাড়া করিয়া অবৈধ স্নেহ সিঞ্চন করিয়া সিয়াছিলেন—সেই স্কুলটিও আজ জাল স্কুলরূপে আপনাদেরও অবৈধ স্নেহেই লালিত পালিত হইয়া উঠিতেছে—সেই একই উদ্দেশ্য। আজ কোনো কৌশল দ্বারাই কেহ চাপা দিতে পারিবে না যে—ঐ জাল স্কুলটি সর্বপ্রকার আইন বিগর্হিতরূপে আপনাদের করুণা ও দাক্ষিণ্য লাভ করিতেছে। তাহার স্কুল ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের যোগ্যতা যে কোনও স্কুলের আইন বিগর্হিত অব্যবস্থাকেও লজ্জিত করিবে তথাপি আজ ইহা আপনাদের সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান।

আপনি যে কোনো উদ্দেশ্যেই যে কোনো স্কুলকে অবৈধ সুযোগ প্রদান করুন না কেন—তাহার নজীরে আমরা আমাদের বিদ্যাপীঠের জন্য বেআইনী সুযোগ লাভে আগ্রহান্বিত নই। আমাদের দাবী নিতান্তই ন্যায় সঙ্গত ও বিধানসম্মত এবং নীতির দৃষ্টিতেও সমীচীন।

আমরা চাই—আমাদের স্কুলকে বিনা বাদপ্রতিবাদে অবিলম্বে মঞ্জুরী প্রত্যর্পণ করা হউক। ইহা নূতন মঞ্জুরী দেওয়ার প্রশ্ন নহে—যে মঞ্জুরী ইহার অপরিহার্য অধিকার রূপে ছিল এবং যাহা বেআইনীরূপে বাতিল করা হইয়াছে তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সরকারী বেআইনী আচরণের প্রতিকার করা হউক। এবং যে সর্ত সমূহ ন্যায় সঙ্গত এবং যে ব্যবস্থা সমূহ সমগ্র জেলার চলিতেছে এবং প্রদেশান্তরের ফলে নূতন পরিস্থিতি সম্পন্ন এই জেলার জন্য যে ব্যবস্থা সমীচীন—সেই সর্ত সমূহ ও ব্যবস্থা সমূহ প্রবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত সঙ্গত সময় কালের জন্য এই বিদ্যাপীঠকে সুযোগ প্রদান করা হউক। ভাষা-সংগ্রামের বিশেষ অবস্থার কারণে আমাদের বিদ্যাপীঠের এই দাবী নিতান্তই ন্যায় সঙ্গত। দুইটি মাত্র শ্রেণী রাখিয়া অন্যান্য শ্রেণী তুলিয়া না দিলে মঞ্জুরী দেওয়া হইবে না এই অসমীচীন মনোভাব ও ভীতি প্রদর্শন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হউক। এই অতি সঙ্গত, নিতান্ত সমীচীন, একান্ত বিধান সম্মত দাবীও যদি না শোনা হয়—যদি তাহা অবহেলায় উপেক্ষা করা হয়—তবে বিনয়ের সঙ্গেই জানাইতেছি যে, বিহার সরকারের আমলে বিগত ৮ বৎসর ধরিয়া অধিকার ও আত্মসম্মান রক্ষায় সংগ্রাম করিয়া যে ভাবে বিদ্যাপীঠ আত্মশক্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে—বাংলা সরকারের আমলেও আত্মসম্মান ও অধিকার রক্ষায় সেই আত্মশক্তির বলেই বিদ্যাপীঠ আপন পথ করিয়া চলিবে—সরকারী কারুণ্যে তথাকথিত গৌরব লাভের বিনিময়ে বিদ্যাপীঠ আত্ম-বিনাশে কখনই রাজী হইতে পারিবে না। ইহার সঙ্গে একথাও জানাইয়া রাখি যে, মানুষের মহনীয় অধিকার লইয়া আঘাত দেওয়ার ফলস্বরূপ কোনো একটি ক্ষুদ্র কেন্দ্র হইতেও কিরূপ শক্তির অভ্যুদয় হইতে পারে—বিগত বৈরশাসনের জীবন হইতে তাহার উপলব্ধি না হইয়া থাকিলে নূতন এই শাসন ব্যবস্থার অধীনেও নূতন করিয়া তাহার উপলব্ধির অবকাশও ঘটিতে পারে।

অবশেষে আমাদের সমবেত অনুরোধ জানাইয়া উপসংহার করি যে, আমাদের একান্ত সঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনাদের দায়িত্ব পালন ও সরকারের সম্মান রক্ষা করুন এবং তাহা দ্বারা জনগণের সন্তোষ বিধান করুন। নমস্কার। ভবদীয়—

শ্রীভজহরি মাহাত
সভাপতি
ম্যানেজিং কমিটী
ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ

বান্দোয়ান
১০।৬।৫৮

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে সাজাহান ও আবুলহাসান

মানভূমের প্রধানতম নাট্য প্রতিষ্ঠান পুরুলিয়া মিউজিক্যাল ইনষ্টিটিউট গত ২৪শে মে সান্ধ্য রজনী উপলক্ষ্যে ডি এল, রায়ের বিখ্যাত নাটক "সাজাহান" নিজস্ব মঞ্চে অভিনয় করেন। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতা অভিনেত্রী দল প্রথম অংশ গ্রহণ করেন। নাম ভূমিকায় পরিচালক শ্রীসন্তোষ রায় ও শ্রীমতী মীনা বসু সাজাহান ও জাহানারার ভূমিকায় বিশেষ অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়া দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। দারা, ঔরংজীব, সুজা, দিলদার, মুরাদ ও শিয়ারার ভূমিকায় যথাক্রমে ডাঃ নিরঞ্জন মুখার্জী, সর্বশ্রী সরোজ প্রকাশ মুখার্জী, বিজয় মুখার্জী, রামদুলাল অধিকারী, কুমারী চন্দা মুখার্জী ও শ্রীমতী দেবশ্রী চ্যাটার্জী স্ব স্ব ভূমিকায় চরিত্রানুযায়ী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রসংশা লাভে সমর্থ হন। সিপারের ভূমিকায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বালক অভিনেতা শ্রীমান বিশ্বনাথ। অন্যান্য ভূমিকায় সর্বশ্রী ধনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরকালী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতী শিল্পীগণ সুঅভিনয় করিয়া তাঁদের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হন।

২৫শে মে—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় শচীন সেনগুপ্তর ঐতিহাসিক নাটক "আবুল হাসান" মঞ্চস্থ করা হয়।

বিভিন্ন চরিত্রে প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীগণ জেলার বিভিন্ন সহর ও গ্রাম হইতে আগত সহস্রাধিক নাট্যশিপাসু দর্শকমণ্ডলী, সরকারী কর্মচারী, ও সহরের সম্ভ্রান্ত নাট্যরসিকগণকে অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া তৃপ্তি ও আনন্দ দান করেন।

নাটকের গতিশীলতা, দৃশ্য পটের সৌন্দর্য এবং সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য ছিল। কলিকাতা ও বাঁকুড়ার বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রূপসজ্জা এবং আলোক সম্পাত এর ব্যবস্থা শ্রীনির্মল কুমার মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে হয়।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

পুরুলিয়া থানার বালিগাড়া গ্রামের সর্বশ্রী সুরেন্দ্র মাহাত ও আছ আনসারী জানাইতেছেনঃ—

বিগত ফাল্গুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে পুরুলিয়া থানার বালিগাড়া গ্রামের একটি বাঁধের জন্য ৩০২৪৲ টাকা মঞ্জুর করা হয় এবং মঞ্জুরীর সঙ্গে সঙ্গে কাজও আরম্ভ হয় ও চৈত্র মাসের মধ্যে বাঁধের কাজ শেষ হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওভারসিয়ার পাঠাইয়া কাজ পরীক্ষা করাও হয় নাই আর ওভারসিয়ারের অভাবে টাকা বন্ধ আছে। এই দুর্দ্দিনে লোকে মহাজনের নিকট কর্জ্জ লইয়া কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু সময় মত ঋণ পরিশোধ না করিতে পারার জন্য অহেতুক সুদের বোঝা বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব অবিলম্বে ওভারসিয়ার পাঠাইয়া বাঁধ খননের মাপ লইয়া মঞ্জুরীকৃত টাকা প্রদানের সুব্যবস্থা করিতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ফ্রান্স

একনায়কত্বের পথে

প্রধানমন্ত্রী গেলার্ডের নিষ্ক্রমণের পর হইতে ফ্রান্স একমাস 'অরাজক' অবস্থায় থাকে। এই দীর্ঘ সময় ধরিয়া চেষ্টার ফলে বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট রেনে কোটী পীয়ের ফ্লিমলির নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীসভা গঠনে সমর্থ হন। নূতন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পরিষদের সমর্থন লাভ করিলেও জাতির সমর্থন লাভে অক্ষম হন। আলজেরিয়ায় ফরাসী-বাহিনী তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' গঠন করে। ফ্রান্স দ্রুতগতিতে একনায়কত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। জাতীয় পরিষদ যদিও ফ্লিমলির হাতে প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি সামরিক বাহিনীর বড় বড় অফিসারদের আনুগত্য প্রেসিডেন্ট রেনে কোটি ও ডা গলের উপর। অসামরিক নেতাদের মধ্যেও ডা গলপন্থী যথেষ্ট আছেন। ডা গলপন্থী জেমস্ সোস্তেল জাতীয় পরিষদের ভিতরে থাকিয়া মন্ত্রীসভা গঠনে বার বার বাধা দিয়াছেন। তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে আল-

জিরিয়ায় 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সরকার তাঁহার প্যারিসস্থ বাসভবনের চারিদিকে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনি একটি মোটরগাড়ীর সিটের নীচে লুকাইয়া পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া গৃহের বাহির হইয়া যান এবং সেখান হইতে তিনবার গাড়ী বদল করিয়া চলিয়া যান সুইজারলণ্ডে. সেখান হইতে আবার বিমানযোগে আসেন আলজিরিয়ায়।

এদিকে জেনারেল ডা-গল দেড়শ মাইল দূরবর্ত্তী তাঁহার গ্রামের বাড়ী হইতে রাজধানী প্যারিসে আসিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। শুধু যে ফরাসীরাই তাঁহার অনুগত তাহা নহে, আলজিরিয়ার মুসলমানরাও তাঁহার প্রতি আস্থা প্রকাশ করে। গত ১৭ই মে রাজধানী আলজিয়র্সের মুসলিম এলাকা কাসবা হইতে ২০ হাজার মুসলমান শোভাযাত্রা করিয়া দাবী তোলে 'আমরা ডা-গলকেই চাই', 'সালাঁকে চাই', 'আলজিরিয়া ফ্রান্সেই' 'ডা-গল দীর্ঘজীবী হোন'। শোভাযাত্রীদের মধ্যে বোরখাপরা বহু মুসলমান স্ত্রীলোকও ছিল। জেনারেল রাউল সালাঁ আলজিরিয়াস্থ ফরাসীবাহিনীর প্রধান সেনাপতি।

প্রধানমন্ত্রী ফ্লিমলি জেনারেল সালাঁকে ছাড়িতেও পারেন না, রাখিতেও পারেন না। ডা-গলের প্রতি তাঁহার ও সোস্তেলের প্রকাশ্য আনুগত্যের জন্য তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। অথচ তাঁহাদের অবাধ্যতার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সাধ্যও নাই। অবশ্য এইরূপ চাপের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে ডা-গলের অনুকূলে পদত্যাগ করিতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী ফ্লিমলীর পদত্যাগের পর প্রেসিডেন্ট রেনে কোটী জেনারেল ডগলকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। ডগল প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সর্ত স্বরূপ শাসন ক্ষমতার পূর্ণ কর্তৃত্ব; শাসনতন্ত্র সংশোধনের অধিকার এবং ছয়মাস কাল যাবৎ ফরাসী পার্লিয়ামেণ্ট বাতিল রাখার দাবী জানান। ফরাসী পার্লিয়ামেণ্ট ভোটাধিক্যে ডগলের দাবীগুলি স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং জেনারেল ডগল ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ফ্রান্সে এখন কার্যতঃ ডগলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

লেবানন

ব্যাপক গৃহযুদ্ধ

লেবানন এক বিরাট বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতেছে। শান্তিপূর্ণ এই দেশের অধিবাসীদের মধ্যে অর্দ্ধযুদ্ধ সুরু হয় গত মার্চ্চে পার্শ্ববর্ত্তী সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট নাসেরের ভ্রমণের পর হইতে। এই আরব রাষ্ট্রে খ্রীশ্চান অধিবাসীগণ (৫২ পারসেণ্ট) নিজেদের প্রেসিডেন্ট কামিল সামুনের অনুগত, কিন্তু মুসলমানেরা (৪০ পারসেণ্ট) সেই হইতে বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট গামাল নাসেরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে থাকে।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে যে নূতন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন হইবে তাহার জন্য তোড়জোড় বেশ জোরের সঙ্গেই চ'লতেছিল। কিন্তু নাসেরের সিরিয়া ভ্রমণের পর হইতে উহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া মিশর-সিরিয়া ইউনিয়নে যোগ দানের পথে প্রবাহিত হইতে থাকে। অবশ্য এই দাবী মুসলমানগণের পক্ষ হইতে উঠে। কিন্তু খ্রীশ্চানগণ ইহার ঘোর বিরোধী।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তীব্র মনোমালিন্য চলিতেছিল গত সপ্তাহ হইতে তাহা দেশব্যাপী দাঙ্গায় পরিণত হয়।

ত্রিপলি, সিডন, টায়ার প্রভৃতি লেবাননী সহরে সরকার-বিরোধীগণ প্রথমে ধর্মঘট আহ্বান করে এবং তাহার পরিসমাপ্তি ঘটায় সশস্ত্র দাঙ্গায়। দাঙ্গাকারীগণ মনে করে তাহাদের দেশে একটি আন্তর্জাতিক সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে। উহার একপক্ষে আছে জামাল নাসেরের নেতৃত্বে আরব সংহতি এবং অন্য পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পক্ষপুটাশ্রিত প্রেসিডেন্ট কামিল সামুন।

তাহাদের এই ধারণার পিছনে নানা কারণ আছে। নাসের যখন সিরিয়ায় যান তখন বেইরুটের মিসরীয় দূতাবাস হইতে রাহা খরচ দিয়া বহু লেবাননীকে সেখানে লইয়া যাওয়া হয়। বর্ত্তমানে গৃহযুদ্ধেও মিশর ও সিরিয়া হইতে তাহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করা হইতেছে। তাহারা ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর পাইপ লাইন কাটিয়া দিয়াছে এবং বেইরুটস্থ মার্কিন গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করিয়াছে।

(১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর হইতে)

হয়। সমগ্র জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে ইহার প্রতি সমর্থনের প্রতিধ্বনি আসিয়া ওঠে।

সংঘ পরিচালকের উত্তর

সংঘের পরিচালক মানপত্রের উত্তরে বলেন যে, বিপুল জনসমর্থনের শক্তিতে ও বহুজনের তপস্যাবলে সংঘ যে আদর্শ পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে—আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শনের উপলক্ষ্যে আপনারা তাহার প্রতি অভিনন্দন জানাইয়াছেন—আপনারা আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনারা যে সকল সমস্যার কথা তুলিয়াছেন—আত্মশক্তিতে সেই সকল সমস্যার সমাধানের পথ করিতে সংঘের পরিচালনাধীনে বাস্তোয়ান অধিবাসীরাই আজ অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের মিলিত শক্তিতে এই পথে যেন আরো যোগ্যতা লাভ করি—ইহাই প্রার্থনা। আজিকার আলোচনা—সেই পথেরই নির্দ্দেশ দান করুক—এই কামনা করি।

কিছুক্ষণের জন্য প্রবল ঝড়

সভা আরম্ভের কিছুক্ষণ পরেই সহসা প্রচণ্ড ঝড় ও অল্প বৃষ্টি দেখা দেয়। নিকটস্থ কুটিরগুলিতে জনসাধারণ আশ্রয় গ্রহণ করে—খানিকক্ষণ ধরিয়া ঝড় বৃষ্টি হওয়ার পর উহা থামিতেই স্রোতের মত জনশ্রেণী সভামণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত। সন্ধ্যা হইয়া গেলেও তাঁহারা জনসভা না শুনিয়া ফিরিতে রাজী নহেন। কর্ম্মী সম্মেলনের শেষ বৈঠকের ক্ষতি করিয়াও জনসভা পুনরায় আরম্ভ হয়।

সভার আলোচনায় যোগদান করেন—শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীভজহরি মাহাত ও শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ। এবং মানপত্রের উত্তরে সভাপতি শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন।

স্বরাজের নামে স্বৈরশাসনের ইতিহাসের অবসান জনশক্তিরবলেই হইবে

সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত দেশের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন সমূহের আলোচনা করেন। দেশের জনগণের পরম দুঃখের মূল্যে পাওয়া এই স্বাধীন জীবনে আমরা যথার্থ স্বরাজ কেন পাইলাম না তাহার বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন—গান্ধীজীর সহকর্মীরূপে যাঁহারা দেশের কর্ণধার হইয়াছিলেন—তাঁহারা গান্ধীজী ও তাঁহার আদর্শ তথা দেশকে প্রবঞ্চিত করিয়া নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষায় জনকল্যাণের কথা বিস্মৃত হইলেন ও তাঁহারাই জনশত্রু হইলেন। বিহার আমলে ভাষার প্রশ্নে মানভূমে যে বিকৃত স্বরূপের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইল—তাহার বর্ণনা দিয়া তিনি বলেন যে—বর্ত্তমান বাংলা সরকারের কাছ হইতেও কোনো আশা ভরসা আদৌ নাই—কারণ ইহা সেই একই কংগ্রেস বৃক্ষের ফল। বিহার সরকার কৃত সমাজ-বিরোধী জনশত্রু মণ্ডলীই হইয়াছে আজ বাংলা কংগ্রেস সরকারের সহায়ক—কংগ্রেস রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। সেজন্য—ভোটলাভের জন্য কংগ্রেস সরকার দেশের জনগণের স্বার্থ না দেখিয়া দেশের জনশত্রুদের স্বার্থই দেখিবেন—কংগ্রেসের অবাঞ্ছিত স্বার্থে তাহাদেরই সরকার সুবিধা দিবেন—ইহাই স্বাভাবিক।

সুতরাং সরকারের মুখ তাকাইয়া থাকিলে কোনো আশা নাই। ভিক্ষায় কিছু পাওয়া যায় না—লড়াই করিয়া আদায় করিতে হইবে। এবং শাসনের নামে স্বার্থ এবং চক্রান্তের যে শয়তানী কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে—তাহাকে ভাঙিয়া চুরমার না করিলে—আত্মশক্তির দ্বারা দুর্নীতিকে দূর না করিলে জনগণের মুক্তি নাই।

সাম্প্রদায়িকতার পথে আমরা অমানুষ হইব না—মনুষ্যত্বের পথেই চলিব

তাহার পর শ্রীভজহরি মাহাত বলেন—গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত পথেই আমরা চলিয়াছি ও তাঁহার কার্য্যকে রূপায়িত করাই আমাদের সংকল্প।

ভারত তথা প্রাদেশিক সরকারগুলি গায়ের জোরে যাহাই করুক না কেন—আমাদের নীতি ও সত্যের লড়াইএর কাছে—তাহাদের মুখ তুলিবার শক্তি আজও হয় নাই। তাঁহার লড়াইএ আমরা যে যুক্তি ও তথ্য পেশ করিয়াছি—তাহার নৈতিক সত্যতার বিরুদ্ধে কোনো সরকারের বলিবার কিছু ছিল না। যে চারিজন সদস্যকে আমরা বহিষ্কার করিয়া দিয়াছি—তাহারা সরকার হইতে সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য—যাহাই অপপ্রচার করুক না কেন—আমাদের সত্য নির্ণয়, আমাদের ন্যায়ের দাবী ও আমাদের যুক্তির সামনে আগাইয়া আসিবার উহাদের কোনো ক্ষমতা নাই। আমাদিগকে সকল সাম্প্রদায়িকতার

উর্দ্ধে থাকিতে হইতে হইবে। আমরা অমানুষ হইব না—মনুষ্যত্বের পথেই চলিব। শ্রীভজহরি মাহাতো উপসংহারে বলেন যে, সরকারী শক্তির ভরসায় কেবল বসিয়া না থাকিয়া—আমাদের কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে নিজেদের আত্মশক্তি ও সম্মিলিত কর্ম্মবলেই জনস্বার্থ গঠন করিতে হইবে। আমরা জাগ্রত ও শক্তিশালী হইলে—কংগ্রেস সরকারের কোনো ক্ষমতা নাই যে—আমাদিগকে দুর্নীতির পথে পরিচালিত করে। সম্মিলিতভাবে আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগ্রত হইলেই, পাপের রাজত্ব ধূলিসাৎ হইবে।

এই গণদেবতাই একদিন জাগিয়া অমানুষের দুষ্ট চক্রকে ধূলিসাৎ করিবে

অবশেষে আমি বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের জন-জাগরণের ও গণ উত্থানের ইতিহাস আলোচনা করি। দেশের মানুষকে আজ অনেকে নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, নীতিহীন বলিয়া মনে করিতেছেন কিন্তু এই দেশের মানুষই একদিন মহাপ্রতাপান্বিত ইংরাজের শক্তিকে বিনা অস্ত্রে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছে—অচিরে একদিন এমন সময় ঘনাইয়া আসিতেছে—যখন এই গণদেবতা সমুদ্রের তুফান তুলিয়া কংগ্রেসী এই স্বৈরশাসনকে ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিবে—ইহা আমি বিশ্বাস করি—বলিয়া জানাই। এই সরকার যতই বিমুখ হউন—উদ্যত বিপুল জনমতের সামনে নতি স্বীকার না করিয়া ইহার পরিত্রাণ নাই।

ইহাও আমি বিশ্বাস করি। তবে এই গণদেবতাকে জাগাইতে হইবে—ইহার মহান দায়িত্ব রহিয়াছে—ইহা আমি কর্ম্মীদের বলি। ঘরের পাশে মানুষ না থাইয়া মরিতেছে আমাদের অন্তরে যদি তাহার বেদনা না জাগে তবে আর আমরা মানুষের সমাজের মানুষ কি করিয়া হইব? আমাদেরই চোখের সামনে জনগণের অর্থ লুঠ হইয়া যাইতেছে—আমরা ভীম-গর্জ্জনে যদি জাগিয়া না উঠি—হুঙ্কার দিয়া না দাঁড়াই—তবে আর আমরা শক্তির অধিকারী বলিয়া অভিহিত সমাজের মানুষ বলিয়া কি করিয়া বিবেচিত হইব?

নিদ্রিত জনশক্তিকে জাগাইবার মন্ত্র লইয়া ঘরের বাহিরের অভিযানে আগাইয়া আসিতে দেশের কর্ম্মীবৃন্দকে—যুবশক্তিকে আহ্বান জানাই। স্বাবলম্বনের শক্তিতে জন-স্বরাজ স্থাপনার যে অপরিহার্য্য লক্ষ্য রহিয়াছে—তাহার সমাক উপলব্ধির ব্রত গ্রহণের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বলি। এবং এই সকল কাজের প্রাণ স্বরূপ যে গঠন কর্ম্ম তাহার প্রতি কর্ম্মীদের ঐকান্তিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলি যে,—আমাদের সংঘের সংগঠন, সংগ্রাম ও সেবাকর্ম্মের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ হইবে—এই গঠন কর্ম্ম।

সংঘকে বিরোধী শক্তি অবাঞ্ছিত শক্তি হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমরা আমাদের সংঘের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে কয়জন সদস্যকে আমরা বহিষ্কার করিয়াছি—তাহার যৌক্তিকতা সভায় বুঝাইয়া বলি—এবং এ বিষয়ে কাহারও সমর্থন না থাকিলে তাহার যুক্তি লইয়া যদি কেহ প্রতিবাদ করিতে চাহেন—তাহারও আহ্বান আমি জানাই। আমাদের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি ঐ বিপুল জনগণের পূর্ণ সমর্থন জাগ্রত হয়।

স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণ যাহারা স্বৈরশাসনের সুযোগ লইয়া দুর্নীতি ও জনপীড়নের কার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন তাহাদিগকে সচেতন করিয়া দিই। জনস্বরাজের প্রথম পর্য্যায়ে বিভ্রান্ত জনগণ বহু কিছু সহ্য করিয়াছে—আজ তাহারা ক্রমশঃ জাগ্রত ও সচেতন হইতেছে—অবিচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সহিত জনগণ অনাচারী কর্ম্মচারীদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমভাবেই সংগ্রামের অভিযানে অগ্রসর হইবে—ইহা অবধারিত। সুতরাং সময়ের গতি বুঝিয়া দেশের কল্যাণের অনুকূল পথে যাহারা চলিবে—নিজের কল্যাণও তাহারা লাভ করিবে—অনাগত যুগের এই বাণী তাহাদের ও শাসনকারীদিগকে স্মরণ করাইয়া আমরা জনসভার সমাপন করি।

বিপুল জয়ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করিয়া সভার সমাপ্তি হয়। (ক্রমশঃ)

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

(১০ম পৃষ্ঠার পর হইতে)

লেবানন সরকারে পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী সামি সহাল লেবাননের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগে মিশরের নিকট প্রতিবাদ পত্র পাঠাইয়াছেন কিন্তু তাহার ফল হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। লেবানন সীমান্তের পরপারে মিশরের গাজা অঞ্চল হইতে দলে দলে মিশরী অনুপ্রবেশ করিয়া বিপ্লবীদের শক্তি বৃদ্ধি করে। এই গৃহযুদ্ধের সুরুর সময় নাসের অবশ্য রাশিয়ার ছিলেন। কিন্তু সীমান্তপারে মিশর-সিরিয়া ইউনিয়নের অন্যতম উদ্যোক্তা সালাহ বিতারের প্রবল কর্ম্মতৎপরতা তখন হইতেই পরিলক্ষিত হয়। অসহায় সামি সহাল পদত্যাগ করিয়া সমস্ত দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের উপর অর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ও
বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৮ই আষাঢ় ১৩৬৫—২৩শে জুন ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পুরুলিয়ার শিক্ষাধারার অবাঞ্ছিত রূপ

আইনসভায় উদ্ঘাটিত

লোকসেবকসংঘের আইনসভাসদস্যের বাজেটকালীন ভাষণ

বিগত ১১ই জুন পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবীতে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ যে বক্তৃতা করেন তাহা এই :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়!

(১) প্রদেশের শিক্ষা জীবনকে সুষ্ঠু পরিকল্পনায় সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করতে অথবা ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের কর্ম্মধারাকে উন্নত ও ত্বরান্বিত করতে সরকার অপারগই হয়েছেন,—জনসাধারণের এটুকু আশা ছিল—আয়োজিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সরকার অন্ততঃ খানিকটা নিয়ম শৃঙ্খলা ও বাঞ্ছিত ধারার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করবেন। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয়—এবিষয়েও সরকার সবিশেষ অসামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। চেষ্টা সত্ত্বেও যদি অসামর্থ্য ঘটে—তবে তা ক্ষমার্হ। কিন্তু যদি শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা এবং চেষ্টার পরিবর্ত্তে শিক্ষা ক্ষেত্রের আয়োজনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সর্ব্বদা কাজকে আচ্ছন্ন করতে থাকে—তবে তা ক্ষমার অযোগ্য। তাতে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যাহত হবে—বা অসামর্থ্যে কাজ বিঘ্নিত হবে—তাতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। পুরুলিয়ার বঞ্চকুড়ির পর থেকে—সেখানকার শিক্ষা ক্ষেত্রের অভিনব সমস্যাসমূহের কথা—সেখানকার কর্ম্মধারার মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কথা আমরা বহুবার সরকারকে জানিয়েছি এবং প্রতিকার চেয়েছি—কোনো ফল হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে ঐ সকলের কোনো প্রতিকার হতে না দেখে আমরা বিধান সভায় শিক্ষা বিষয়ে বহু আলোচনা করেছি—বহু প্রশ্ন তুলেছি। এই সেদিনও বহু প্রশ্ন আমরা করেছি—বহু অভিযোগের কথা জানিয়েছি। কিন্তু

দুঃখের কথা ঐ সকলের এ পর্য্যন্ত না কোনো প্রতিকার হয়েছে অথবা না কোনো প্রশ্নের জবাবই দেওয়া হয়েছে। আমাদের সাম্প্রতিক প্রশ্নগুলি বিগত আইন সভার অধিবেশনকালে করা হয়। ঐ অধিবেশনেই উত্তর দেবার সময় ছিল। কিন্তু উত্তর দেওয়ার সময় বা সামর্থ্য সরকারের হয়নি। ঐ প্রশ্নগুলি—তথ্য এবং যুক্তিতে শক্তিশালী ছিল। সরকার হয়তো সময় নিচ্ছেন—সরকারের সুবিধাজনক উত্তর দেবার মত খানিকটা অবস্থার সৃষ্টি করে নেবেন। এভাবে রাজনৈতিক কৌশল দিয়ে—নিরবিচ্ছিন্ন, ব্যাপক ও নগ্ন অবিচার, অনাচারকে এবং জনগণের অন্তর্বিক্ষোভ ও অসন্তোষকে বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বিচার আমলে বিচার সরকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে মানভূমের শিক্ষাজীবনের ওপর আঘাত হেনেছিলেন। আজও আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবস্থার সৃষ্টি করছেন তা শুধু অবাঞ্ছিতই নয়, ন্যানীজনকও বলা চলে। বিহার সরকার—শিক্ষা নামের অযোগ্য যে সকল প্রতিষ্ঠান খাড়া করেছিলেন—বাংলা সরকার সেগুলিকে পুষে রেখেছেন—এবং অন্যায়ভাবে সাহায্য দিচ্ছেন—সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে অফিসারেরাও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাপারে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছেন। এমন কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অফিসারদের প্রমোদ বাগানের তথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমবেত হবার আড্ডাস্থলে পর্যন্ত পরিণত হয়েছে। আমরা এবিষয়ে শীঘ্রই সাম্প্রতিক তথ্যাদি সহ আরো বিবৃতি সরকারের কাছে প্রেরণ করছি।

অপরদিকে —যে প্রতিষ্ঠানগুলি মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রামের ইতিহাসে গৌরবের অধ্যায় রচনা করেছিল—তারা আজও তাদের অপহৃত মঞ্জুরী ফেরৎ পায়নি। ঐতিহাসিক সংগ্রামের জন্য সর্ব ভারতে বহুখ্যাত ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ —বান্দোয়ানের বিদ্যাপীঠ—সরকারী ষড়যন্ত্রের ফলে আজও মঞ্জুরী থেকে বঞ্চিত। বিহার সরকারের মত আজও এঁরা অর্থহীন অজুহাত সৃষ্টি করছেন—মঞ্জুরী না দেবারই উদ্দেশ্যে সরকার যেন মনে রাখেন—সরকারের দয়ার দান এ নয়—করুণার ওপর মঞ্জুরী নির্ভর করবে না। অবস্থা যদি এই চলতে থাকে—এর প্রতিকারের পথও জনগণের অন্তর থেকেই আসবে।

বিগত বাজেট আলোচনায় শিক্ষা বিষয়ে যে সকল অভিযোগ আমরা উত্থাপন করেছিলুম—তার থেকে অবস্থার উন্নতি কিছুই হয়নি। বরং আরো বিভ্রান্তিজনকই হয়েছে বলতে পারা যায়। সরকারের সদিচ্ছার কোনো লক্ষণ আজও অনুভূত হয়নি। অভাব অভিযোগ ও অবিচারের জন্য জনমনের ক্ষোভ যদি সহানুভূতির সঙ্গে বোঝবার ধৈর্য্য এবং বিনয় না থাকে—নিজেদের বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যদি ক্ষমতার আসনে বসে গায়ের জোরে কাজ চালাবারই চেষ্টা হতে থাকে—শাসন ব্যবস্থায় অব্যবস্থার অনাচারকে যোগ্যতার নমুনা বলে চালাবার জন্য যদি ভোটের জোরই একমাত্র অবলম্বন হয়—বর্ত্তমানে যা হচ্ছে—তাহলে বাজেট পাশ হলেও—তাতে যুক্তির সমর্থন, বিচারের আশীর্বাদ, নৈতিক গৌরব অথবা জনমনের অভিনন্দন কিছুমাত্র থাকবে না।

মুক্তি প্রেস
পুরুলিয়া
সকল প্রকার ছাপাই
ও
বাঁধাই এর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

মোটর বিক্রয়
চালু অবস্থায় সেডান বডি, ১৯৪৪ মডেল, ১৯৬ হর্স পাওয়ারের শেভ্রলে মোটর। লাঃ নং B.R.P. ৮৬৪। নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।
শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সঙ্ঘ
পুরুলিয়া।

মুক্তি

৮ই আষাঢ়, সোমবার

জহরলালের দুঃস্বপ্ন

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ঘোষণা করিয়াছেন—কলিকাতা তথা বাংলা দেশ তাঁহার নিকট একটা দুঃস্বপ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা সহরকে তথা বাংলা দেশকে মৃত বলিয়াও মনে করেন বলিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালই শুধু নহেন—সমস্ত কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডই বাংলা দেশ সম্বন্ধে দুঃস্বপ্ন বহুদিন হইতেই দেখিয়া আসিতেছেন। এতদিন তাঁহারা তাহা—আজ যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—ঠিক সেভাবে প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই কারণ তাহাদের শঙ্কা ছিল যে কলিকাতা সহর তথা বাংলা দেশ বুঝি সত্যই জীবিত আছে! স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশকে সত্যই মারিবার পরিকল্পনা লইয়া তাহারা যে কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন—বাংলা দেশেরই কিছু আত্মসর্বস্ব লোকের সহায়তায় তাহারা তাহা প্রায় সফলীভূত করিয়া সত্যই ইহাকে একরূপ মৃত্যুর গহ্বরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তবে ইহা যদি সত্যই মরিয়া যাইত তবে কংগ্রেস নেতৃত্ব দুঃস্বপ্নের হাত হইতে রেহাই পাইতেন—একেবারে মারিয়া যায় নাই বলিয়াই এখনও দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। এই দুঃস্বপ্নের হাত হইতে রেহাই পাইতে হইলে সত্যই ইহাকে প্রকৃত মৃতাবস্থায় আনিয়া ফেলিতে হইবে। কংগ্রেস নেতৃত্ব এবার সে বিষয়ে চরমোত্তমে ইহার গলা টিপিয়া শেষ নিঃশ্বাসটুকুও শেষ করিবার আশায় যে উদ্যোগী হইতেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ আর নাই। কারণ তাহার ব্যবস্থাসমূহ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট।

বর্ত্তমান 'কংগ্রেসী স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তার' অর্থ হইতেছে এই যে—ভারতবর্ষে যে কয়েকটী প্রদেশের নেতৃবৃন্দ সমস্ত ভারতের ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন—সে কয়েকটী প্রদেশের স্বার্থে এই নেতৃত্বের নিকট ক্রীতদাসত্ব করা। রাশিয়ার 'জার'কে 'লিটলগড' বলা হইত —ভারতবর্ষে এই কংগ্রেসী 'জাররা' আজ 'লিটল গড'। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ও পুঁজিবাদী গোষ্টি ইহাদের সামনে লইয়া মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে—তাহাদের বিলাস-রথের চাকায় পিষ্ট হইলেও তোমার আর্তনাদ করিবার জো নাই—তাহা হইবে প্রাদেশিকতা, রাষ্ট্রবিরোধীতা, প্যারোকিয়েলিজম, লিজুইজম,—জাতির পবিত্র পঞ্চবার্ষিকী শ্রাদ্ধে অন্তর্ঘাত!

বাঙ্গালী জাতি—বাংলার কংগ্রেস নয়—অঙ্গহীন, হৃতসর্বস্ব, নেতৃহীন হইলেও, আজও ইহাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে নাই—বঙ্গার প্লাবন না থাকিলেও, ঘৃত ক্ষীণকায়াই হোক না কেন স্রোত বহিতেছে, সুন্দরবনের বাদার বাঘ ঘায়েল হইলেও মাঝে মাঝে গর্জন করিতেছে—সুতরাং শ্রীজহরলাল তথা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এখনও যে দুঃস্বপ্ন দেখিবেন তাহা নূতন কথাও কিছু নয় বা বিস্ময়েরও কিছু নয়।

বাঙ্গালীর ইতিহাস আলোচনা করিতেছি না; কিন্তু বাঙ্গালীর যে ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য তাহার সামান্য হইলেও উল্লেখ প্রয়োজন। বাঙ্গালীর পূর্বাপর ইতিহাসে ইহাই দেখি যে—এই জাতি তাহার অন্তর ও বুদ্ধির সম্পদে সমান ঐশ্বর্য্যবান। তাহার অন্তরের সম্পদ, তাহার প্রেরণার প্রাচুর্য্য—তাহা নিছক ভাবপ্রবণতা নয়; তাহার বুদ্ধির দীপ্তি যে সূক্ষ্ম বিচার ধারাকে আলোকিত করে তাহা ন্যায় বা গণিতের রসহীন সিদ্ধান্তই নয়—প্রেরণার অবগাহনে সিঞ্চিত হইয়া ইহা নবারুণের ছটায় হিমগিরিতে রঙের মায়া সৃষ্টি করে। এই দুইটীর কোন একটীকে বাদ দিয়া বা খর্ব করিয়া বাঙ্গালীকে বিচার করা চলেনা। এই অন্তর ও বুদ্ধি দিয়া সে যাহা গ্রহণ করে তাহা চূড়ান্তভাবেই গ্রহণ করে, নিজস্ব প্রতিভার অবদানে নূতন করিয়া সৃষ্টি করে, প্রবহমান করে। এই প্রবাহ গঙ্গার ধারার মতো দুই কূলকে সমৃদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। আবার অন্তর ও বুদ্ধি দিয়া সে যাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই—তাহা সে সহ্য করে নাই—বিরোধীতা করিয়াছে। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য সমস্ত ক্ষেত্রেই তাহার এই একই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বাংলার যে প্রতিভা, যে মনীষা,

যে যে ক্ষেত্রে যখনই নেতৃত্ব করিয়াছে, তাহারা—এই বৈশিষ্ট্য দিয়াই তাহাদের সৃষ্টি, গতি ও ধারা বিশিষ্ট করিয়াছে। অথবা বাংলায় যাহার মধ্যে ইহাকে রূপায়িত করিবার ক্ষমতা যে যে ক্ষেত্রে ছিল বাঙ্গালী তাহারই নেতৃত্ব সেই সেই ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়াছে। সুদূর অতীতের কথা অতি বিশদ হইয়া পড়ে। রাজা রামমোহন হইতে দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র পর্য্যন্ত আমরা কাল, ক্ষেত্র ও পরিস্থিতি ভেদে এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রকাশ দেখিয়াছি। ত্যাগে সমৃদ্ধ, প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, প্রেরণায় প্রবহমান, বুদ্ধিতে দীপ্ত নেতৃত্ব ছাড়া বাংলায় অন্য নেতৃত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তাহার নিজস্ব বিচার ধারা যেখানে অস্বীকৃত হইয়াছে, সেখানে সে বিরোধ করিয়াছে—আত্মসমর্পণ করে নাই। বাংলায় নেতৃত্ব করা সহজসাধ্য নয়। তৃতীয় শ্রেণীর উপাদান ফাঁকি দিয়া বাংলায় নেতৃত্ব করিতে পারে না। ক্ষমতালাভের কুটীল পথে ঘুস ও ঘুণী দিয়া যে জয়লাভ তাহাকে আমরা কোন নেতৃত্ব বলি না। বাংলা যে নেতৃত্বকে স্বীকার করিয়াছে, গ্রহণ করিয়াছে—বাংলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই—তাহা বিরোধের পথেই হোক আর মিলনের পথেই হোক। বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-নেতৃত্ব একথাটা ভাল করিয়াই জানে—সুতরাং তাহাদের দুঃস্বপ্ন কেবল শুধু ক্ষুদ্র বাংলার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। ইহাদের একচেটিয়া মসনদে কেরালা ফাটল ধরাইয়াছে—বাংলা দেশ ধাক্কা দিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে মসনদের গোড়া ধূলিসাৎ হইবে—দুঃস্বপ্ন হওয়া বিচিত্র নয়!

কংগ্রেস-নেতৃত্বের এই দুঃস্বপ্ন আজ নূতন নয়। দেশবন্ধু, সুভাষের সময় হইতেই তাহারা এই দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। এই কংগ্রেস নেতৃত্ব যতবার ধাক্কা খাইয়াছে, এই বাংলা দেশই তাহা দিয়াছে। গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধুর সহিত বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল; বাংলার দেশবন্ধু সমস্ত ভারতকে সংহত করিয়া দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কংগ্রেস নেতৃত্বকে তাহার কার্য্যক্রম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। কংগ্রেস-নেতৃত্ব সেই পরাজয় বিস্মৃত হয় নাই। তারপরে ত্রিপুরী কংগ্রেস আমরা দেখিয়াছি। বাংলার সুভাষ এই কংগ্রেস-নেতৃত্বকে নাজেহাল করিয়া—ইহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ছাড়িয়াছিল। ইহা তাহারা ভুলে নাই। কংগ্রেস নেতৃত্ব জানে যে বাংলার প্রকৃত নেতৃত্ব যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে তাহাদের দিল্লীর আসন ভূমিসাৎ হইবে। ইহা কল্পনার কথা নয় বা ইহা কোন আত্মতৃপ্তির সান্ত্বনাও নয়, ইহা বাস্তব ও সত্য সুতরাং বাংলাকে মারিতে হইবে।

বাংলা খণ্ডন করিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্থাৎ বর্ত্তমান কংগ্রেস-নেতৃত্বের ক্ষমতালাভ ঘটিয়াছে। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, ভারতের স্বাধীনতার জন্য যদি বিহার বা যুক্তপ্রদেশ খণ্ডিত হইবার প্রয়োজন হইত তবে ভারতের স্বাধীনতা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পিছাইয়া যাইত। কংগ্রেস-নেতৃত্ব কিছুতেই তাহা স্বীকার করিত না। খণ্ডিত বাংলা ইহাদের আনন্দের কারণ হইয়াছে; প্রথমতঃ বাংলার শক্তি নষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ বাংলার বিপ্লবী শক্তির যে প্রধান অংশ পূর্ব্ববঙ্গে ছিল তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। তারপরে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর সমস্যাকে জিয়াইয়া রাখিয়া বাংলাকে বিব্রত ও ভারাক্রান্ত করিবার ব্যবস্থা অভিসন্ধি প্রসূত। পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে বিলম্ব হয় নাই—কিন্তু বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যার কোনদিন সমাধান করা হইবে না। ইহার সমাধানের জন্য দণ্ডকারণ্যের প্রয়োজন হয় না ইহাকে মারিবার জন্য দণ্ডকারণ্যের কল্পনা।

রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে বাংলার দাবী রক্ষিত হইলে বাংলা কিছুও শক্তিশালী হইত—সুতরাং যতটা পার কাটিয়া রাখ। দেখ যদি বিহারের সহিত যুক্ত করিয়া ইহার অস্তিত্বই বিলুপ্ত করিতে পার। কেন্দ্রের অন্নদাস বাংলার কংগ্রেস-নেতৃত্ব বলিল—তাই হোক। ভাবিয়াছিল বাংলা মরিয়া গিয়াছে কিন্তু দেখা গেল মরে নাই—দুঃস্বপ্ন স্বাভাবিক।

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ ছাড়া বাংলা দেশকে কল্পনা করা যায় না। ইহারা মরিলে বাংলা মরিবে। বাংলার বৈশিষ্ট্য মরিবে—বাংলার আত্মা মরিবে। ইহাদের ধ্বংসের আয়োজন সুপরিকল্পিতভাবে চলিতেছে। কেন্দ্রের উপর বাংলাকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়া বাংলার অর্থনীতিকে মধ্যবিত্ত সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিবার প্রহরণরূপে তৈরী করা হইয়াছে। ফারাক্কা বাঁধ না হইলে

কলিকাতা বাঁচিবেনা—বাংলা বাঁচিবে না; গঙ্গার বুক শুকাইয়া বালির মরুভূমিতে বাংলা শুকাইয়া মরিবে; ফারাক্কা বাঁধ করা হইবে না কারণ বাংলাকে মারিতে হইবে। কংগ্রেস নেতৃত্বের দুঃস্বপ্ন বাংলা দেশ! বাংলা দেশকে মারিয়া ইহারা সুখস্বপ্নে বিভোর হইতে চায়।

বাংলার কে কংগ্রেসী দেশ প্রেমিক! কেন্দ্রীয় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে এই অভিযোগে ক্ষুব্ধ হইও না, ক্রুদ্ধ হইও না, বা ইহাকে উপেক্ষাও করিও না। যতদিন না বাংলার বিপ্লবী মধ্যবিত্তের মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ ভগ্ন করিয়া তাহাদের দিল্লীর দরবারের করস্কবাহকরূপে পরিণত করিতে পারিতেছ ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের আদর। তারপরে তোমাদেরও ইহারা গঙ্গার মরু-বুকে কবর দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। বাংলাকে বঞ্চিত ও আর্থিক দাসত্বে ক্রীতদাস করিবার সামান্য নমুনা ফাইন্যান্স কমিশনের রিপোর্ট। একটু সামান্য মৃদু প্রতিবাদ উঠাইয়াছিলে, কিন্তু ইহাদের পথ তোমরাই তৈরী করিয়াছ, তৈরী করিতেছ। তোমরা যে ক্ষমতালাভ করিয়াছ তাহা বাংলা দেশের স্বার্থের জন্য নয় তাহাদের বাঁচিবার পথ প্রস্তুতের জন্য নয়, দিল্লীর প্রভুদের জন্য তাহাদের স্বার্থে তোমরা ক্ষমতা বহন করিতেছ মাত্র; তোমাদের মূল্য ততক্ষণই এবং ততটুকুই যতক্ষণ এবং যতটুকু তাহাদের জন্য এই ক্ষমতার ভারবাহীরূপে তোমরা কাজ করিতে পারিবে।

ইতিহাসের ইহা একদিক। আর একদিকে বাংলা দেশের দিকে চাহিয়া যখন দেখি তখন সত্যই সন্দেহ হয় বাংলা দেশ বুঝি সত্যই মরিয়া গিয়াছে! বাংলার বিপ্লব পুরোধাদের যখন দেখি দিল্লীর মসনদের পার্শ্বে প্রসাদেচ্ছুরূপে আনত শিরে দণ্ডায়মান, তখন মনে হয় বাংলা বুঝি সত্যই মরিয়াছে; বাংলার বিপ্লব-সংগ্রামের অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী রথীদের যখন দেখি—কলিকাতার পথে, বাংলার পথপ্রান্তে অবসন্ন, অবনত হইয়া চলিয়াছে—তখন মনে হয় বাংলা বুঝি সত্যই মরিয়াছে। একদিন যাহারা স্বেচ্ছায় ঘর ছাড়িয়া পথকেই গৃহ করিয়াছিল, আজ যখন ইতিহাস তাহাদের জীবনে একমাত্র সেই পথকেই সত্য করিয়া দিল, তখন তাহাদের মনের আগুন কি সত্যই নির্ব্বাপিত হইয়া গেল? চোখের দৃষ্টি দীপ্তিহারা হইয়া সত্যই কি তাহারা পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না? বাংলার প্রাণ-প্রদীপের আধার কি আজ সত্যই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে?

কোথায় বাংলার সেই অসহিষ্ণু, দুর্দ্ম যৌবন—যাহারা কোনদিন অন্যায়কে ক্ষমা করে নাই, সেবায় পশ্চাৎপদ হয় নাই—প্রেরণা ও প্রতিভার ভাণ্ডারে যাহাদের অবদান বাংলার সত্ত্বাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে; মৃত্যুকে জয় করিয়া জীবন সৃষ্টি করিয়াছে। আজ কি সিনেমার দ্বারে কিউ করিয়া—ফায়ার ব্রিগেডের দ্বারে লাঠি খাইয়া তাহারা সে সত্ত্বা, সে সৃষ্টিকে নিঃশেষ করিবে? বাংলার যে মনীষা, যে ঐতিহ্য ও ভাবধারা কর্ম্মের পথে শতাব্দী ধরিয়া তাহাদের জন্য সম্পদের ভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছে—তাহাতে কি তাহাদেরও নিজস্ব কোন অবদান থাকিবে না? তাহা যদি না হয়, তবে বাংলা সত্যই মরিয়া গিয়াছে—কলিকাতা সত্যই মৃত হইয়াছে! কারণ বাঙ্গালীর সত্যকার জীবন ইট তৈরীর উপর নির্ভর করে না। অতীতে ইটের মজুরীতে বাঙ্গালীর জীবন গঠিত হয় নাই, বর্ত্তমানেও তাহা হইতেছে না, ভবিষ্যতেও তাহা হইবে না। বাঙ্গালীর সামগ্রীক জীবনে ইট তৈরীর প্রয়োজন হয় তো কোথাও থাকিতে পারে, এবং তাহাতে হয়তো আর কাহারও প্রাণ নির্ভর করিতে পারে—কিন্তু বাঙ্গালীর নয়। বাঙ্গালীর জীবনের পরিচয় মানুষ তৈরীর মধ্য দিয়া যে—মানুষ প্রেরণার সন্ধারে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, নিজস্ব বিচার ধারায় কোন অন্যায়কে ক্ষমা করিবে না, আপোষ করিবে না; যে অবস্থা যতই দুঃসহ হোক না কেন, সেই অবস্থাকে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে গড়িয়া—তাহার শুধু নিজেরই চলার পথ নয়, সমস্ত দেশের পথ তৈরী করিয়া দিবে। বাংলার বিদ্রোহী সত্ত্বা আজ শুধু বাংলাকেই কংগ্রেস নেতৃত্বের দুঃস্বপ্ন করিয়া রাখিও না—সমস্ত ভারতবর্ষকেই তাহাদের দুঃস্বপ্নে পরিণত করিতে হইবে। আজ তাহারই আয়োজন কর।

বাঙ্গালী মরে নাই—কলিকাতা মরে নাই, মরিবেনা। কংগ্রেস-নেতৃত্ব মাঝে মাঝে ইহার দু একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখিয়া এখনও ইহার প্রাণের স্পন্দন সম্বন্ধে সচেতন। বাঙ্গলাকে মারিবার জন্য যে আঘাত আসিয়াছে, আসিতেছে—আমরা বিশ্বাস করি তাহা তাহার আত্মবিস্মৃতিকে বিনাশ করিয়া কংগ্রেস-নেতৃত্বের এই দুঃস্বপ্ন দেখিবার মত নিদ্রাকেও বিনাশ করিবে। বাঙ্গালী মরিবে কি কংগ্রেস নেতৃত্ব মরিবে—অদূর ভবিষ্যতের ইতিহাসই তাহার পরিচয় দিবে।

—•—

জিলার শিক্ষাক্ষেত্রে কংগ্রেসী রাজনীতি

(বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত)

মানভূমের যে অংশ বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেই অঞ্চলের জন্য আমরা স্বাভাবিকভাবেই আশা করিয়াছিলাম যে—অন্ততঃ শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জিলাবাসী খানিকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। শুধু ভাষা সম্বন্ধেই নয় ব্যবস্থা সম্বন্ধেও এ যাবত যে একটা বিভীষিকাময় অবস্থা চলিয়া আসিতেছিল তাহার অবসান হইবে এবং এই শিক্ষাক্ষেত্রে একান্ত অনগ্রসর বর্ত্তমান পুরুলিয়া জিলায় বাংলা গবর্মেণ্ট সহানুভূতি ও সমবেদনার সহিত এখানকার শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। পরিতাপের বিষয় যে—গত কুড়ি মাস যাবত শিক্ষা বিভাগের পরিচালনা যে ধারায় চলিয়াছে তাহাতে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসিতে বাধ্য হইতেছি যে—শিক্ষাক্ষেত্রে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের অবসান হইয়াছে—কিন্তু ইহাকে আরও দুঃসহ করিয়া তুলিতেছে বাংলা সরকারেয় অত্যন্ত বিবেচনাহীন কংগ্রেসী ফ্যাসিস্ত ধারা। ফ্যাসিস্ত ধারা বলিলাম এই জন্য যে—এই ব্যবস্থায় ডিক্টেটার ও তাহার অনুবর্ত্তিরা ক্ষমতা অপ্রতিহতভাবে চালাইবার জন্য, বজায় রাখিবার জন্য—যাহা কিছু তাহারা, শুধু বাধা নয়—তাহাদের অনুকূল নহে বলিয়া মনে করে তাহাকেই তাহারা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে। এখানে অন্য কোন বিবেচনাই স্থান পায় না। এই নিয়মেই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের স্থান জার্মানীতে ছিল না। তাহাকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। আজ পুরুলিয়া জিলায় যে ব্যবস্থা চলিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে স্বতঃই এই সিদ্ধান্তেই আসিতে হইবে যে ঐ একই, যে নিয়মে—বিহার হিন্দী ফ্যাসিস্তবাদের সময় মানভূমে বাংলার যাহা কিছু ভাষা, বাংলা স্কুলের অস্তিত্ব—অবাঞ্ছিত ছিল, সেই একই ধারায় বাংলায় অন্তর্ভুক্ত পুরুলিয়া জেলায়, যাহা কিছু কংগ্রেসী ফ্যাসিস্ত ধারার সমর্থক নয় তাহার অস্তিত্ব অবাঞ্ছিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে লোক সেবক সংঘ সমগ্রভাবে তো বটেই এমনকি যে স্কুলগুলির অস্তিত্বের জন্য লোক সেবক সংঘ তথা মানভূমের জনসাধারণ লড়াই করিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহাদের সহিত যোগাযোগ আছে—সেগুলির অস্তিত্বও অবাঞ্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা একদিক; আর একদিক দিয়া দেখিতে পাই যাহারাই এই জিলাতে হিন্দী ফ্যাসিস্ত ধারার সমর্থক ছিল, তাহাদের ধারক ও বাহক ছিল—তাহারাই এই বাংলা ফ্যাসিস্তদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে নিযুক্ত ও প্রযুক্ত হইতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ব্যাপার আমরা ঘটনার দ্বারা দেখাইতেছি। ইহাতে কতটা পরিমাণে স্থানীয় শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী এবং কতটা পরিমাণে প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী তাহার চুলচেরা বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কংগ্রেস ও তাহাদের শাসননীতি ও ব্যবস্থাই এক্ষেত্রে বিচার্য্য।

ঘটনা বহু আছে; সমস্ত ঘটনা দিবার প্রয়োজন নাই; কয়েকটী ঘটনার দ্বারাই ব্যাপারটী বোধগম্য হইবে। ইহার মধ্যে বান্দোয়ান স্কুলটীর ব্যাপারই প্রথম বলি।

বান্দোয়ান ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠটীর সম্বন্ধে পুরুলিয়ার ডি, আই এর অনুমোদনের সর্ত ও তাহার উত্তরে ঐ স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর সভাপতির চিঠি গত সংখ্যার মুক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয়টী প্রণিধান যোগ্য। এই স্কুলটীর ইতিহাস, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দী ফ্যাসিস্তবাদের একদিকে যে উদ্দাম অমানুষিক আচরণ, আর একদিকে বান্দোয়ানের নিরক্ষর জনসাধারণের যে ভাষা ও অধিকার রক্ষার ঐতিহাসিক সংগ্রাম তাহা এই জিলায় সর্ব্বজন বিদিত। তাহা হইলেও এই তথাকথিত নূতন পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষেপে তাহার একটু বিবরণ প্রয়োজন।

সমগ্র বান্দোয়ান থানার শিক্ষার ব্যবস্থা বরাবরই অতি শোচনীয়। সমগ্র থানায় গুটী কয়েক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটী মাত্র মাইনর স্কুল ছিল। এই মাইনর স্কুলটী **সম্পূর্ণভাবে লোকেল বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত অর্থাৎ বোর্ড স্কুল ছিল।** এই বৈশিষ্ট্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই স্কুলটীকে হিন্দীতে পরিণত করিতে পারিলে বান্দোয়ান থানায় বাংলা শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে রহিত করা যাইতে পারিত। স্কুলটী বেআইনী ভাবে হিন্দীতে পরিণত করিতে যাইয়া বিহার শিক্ষা বিভাগের

অধীনে জিলার শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষের সংঘর্ষ আরম্ভ হইল লোকেল বোর্ডের সহিত। কারণ লোকেল বোর্ড ইহাতে সম্মত হইতে অস্বীকার করে। ফলে ডি, আই এই স্কুলটীর অনুমোদন প্রত্যাহার করেন। ইহার ফলে স্কুলটী উঠিয়া যাইবারই কথা, কারণ লোকেল বোর্ড অনুমোদিত স্কুল চালাইতে পারে না। কিন্তু বান্দোয়ানের জনসাধারণ এই স্কুলটীকে উঠিতে দেয় নাই, তাহারা ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। অনুমোদন থাক বা না থাক বান্দোয়ানের জনসাধারণ অজেয় সংকল্প লইয়া তাহাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার একমাত্র ব্যবস্থাটীকে রক্ষা করিতে সংঘবদ্ধ হয়। এটিকে তাহারা ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ নাম দেয়—স্বাভাবিকভাবেই লোক সেবক সংঘ তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়ায়।

ইহার পরে সুরু হইল সমবেত কংগ্রেস ও শাসন শক্তির সহিত বান্দোয়ানের জনসাধারণের সংগ্রাম। ইহার অস্তিত্ব বিলোপের জন্য আঘাতের পর আঘাত বন্যার মতো আসিতে লাগিল—ছাত্র ও মাষ্টারদের উপর ১০৭, ১৪৪ এবং আনুসঙ্গিক ধারাগুলি শ্রাবণের ধারার মতোই অবিরাম, অবিশ্রান্ত ছিল; পেশাদার চোর ডাকাত যাহাদিগকে কংগ্রেসীতে পরিণত করা হইয়াছিল—পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটদের দক্ষিণ হস্তরূপে তাহারা কি না করিয়াছে! অশিক্ষিত নিরন্ন, কৌপীনসম্বল চাষী না খাইয়া তাহারা ধান দিয়াছে—স্কুলটীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য—সেই চাষীর শিশু ছেলে ছাত্র বলিয়া ১০৭ ধারার আসামী হইয়া জেলে গিয়াছে—তাহাদের মাতৃভাষার অধিকারকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য। বিহারের সমস্ত শাসন শক্তিকে অবশেষে এই দিক দিয়া পরাস্ত হইতে হইল। পরিশেষে তাহারা ইহাকে ভাঙ্গিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে এক অট্টালিকা দাঁড় করাইয়া বাছা বাছা চোর ডাকাত লইয়া এক ম্যানেজিং কমিটী করিয়া তাহাকে হিন্দী হাই স্কুল বলিয়া অনুমোদন দিল। এই প্রলোভনও ব্যর্থ হইল। হিন্দী স্কুল ছাত্রশূন্য হইয়া রহিল।

হায়রে ক্ষমতা বলদৃপ্ত বিমূঢ় বাংলার কংগ্রেস শাসক! —বঙ্গজননীর পাদপীঠে এই বিরাট অবদানের মূল্য তোমাদের উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়, তাইতো আজ বাংলা দেশকে, বাঙ্গালী জাতিকে তোমরা জাহান্নামের রাস্তা দেখাইতেছ! নহিলে এই বিদ্যাপীঠকে তোমরা বাংলার পীঠস্থান করিয়া তুলিতে!

বাংলার অন্তর্ভুক্তির পরে নবোদ্যম লইয়া ম্যানেজিং কমিটী এই স্কুলটীর অনুমোদন প্রত্যার্পণের জন্য আবেদনের উপর আবেদন করিতে থাকে। এখানে নূতন অনুমোদনের কোন কথা আসেনা। বোর্ড স্কুলের অনুমোদন প্রত্যাহার ব্যবস্থা—বাংলা বা বিহার কোন এডুকেশন কোডেই নাই। কমিটী চাহিয়াছিল অনুমোদন ফিরাইয়া দেওয়া হোক।

বান্দোয়ানের জনসাধারণ শুধু স্কুলটীকে—রক্ষাই করে নাই—একদিকে তাহারা সংগ্রাম করিয়াছে আর একদিকে তাহারা মাইনর স্কুলটীকে হাইস্কুলে পরিণত করিয়াছে। দীর্ঘ বিশমাস পরে বাংলার ডি, আই জানাইলেন যে, কেবল দুটী ক্লাশের অনুমোদন দেওয়া যাইতে পারে আর সব ক্লাস ভাঙ্গিয়া দাও—শিক্ষকদের তাড়াও অর্থাৎ স্কুলটীর অস্তিত্ব বিলোপ কর কেন?

পাশেই ঐ হিন্দী স্কুলটীতে সরকারী অনুমোদন আছে—বিহার গবর্মেণ্ট দিয়া গিয়াছে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করিতে—সেই স্কুলটীকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। সেখানে শিক্ষকদের কোন যোগ্যতা নাই বা রহিল, ছাত্র নাইবা রহিল। ডেপুটী ডি, আই সরকারীভাবেই রিপোর্ট দিয়াছিলেন বাংলা গবর্মেণ্টের কাছে যে, এটী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাংলা স্কুলটীকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ লোক সেবক সংঘের যোগ আছে আর হিন্দী অট্টালিকায় কংগ্রেসের মর্য্যাদা নিহিত আছে। বান্দোয়ানে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কংগ্রেসী অট্টালিকা উঠাইয়া দেওয়া চলে না। ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠকে উৎসন্ন না করিলে কংগ্রেসী ভবন শূন্য থাকিয়াই যাইবে। ছাত্র শূন্য একটী জাল হাই স্কুলকে মাসের পর মাস টাকা দেওয়ার জন্য 'ষ্টাটাস কোর' অজুহাত বেশী দিন দেওয়া যায় না।

২। এই বান্দোয়ান থানার চিলা গ্রামে একটি প্রাথমিক স্কুল আছে। গ্রামের লোক স্কুল ঘর তৈরী করিয়া বহু ছাত্র লইয়া স্কুলটি চালাইতেছে। বাংলা স্কুল বলিয়া বিহার গবর্মেণ্ট অনুমোদন দেয় নাই। বাংলায় আসিবার পরে

অনুমোদনের জন্য প্রার্থনার পর প্রার্থনা হইয়াছে, অনুমোদন হয় নাই। অথচ কয়েক দিন হইল গুটীকয়েক ছেলে সংগ্রহ করিয়া চিলার এক নামেমাত্র চালাঘরে দু একজন কংগ্রেসী উপহাসের মতো একটা স্কুলের বাহানা করিয়াছে। সেই স্কুলের মঞ্জুরী ও সাহায্য হইতে দেরী হয় নাই।

বান্দোয়ান থানার আরও কয়েকটী স্কুলের নমুনা দিতেছি—

৩। কেন্দাপাড়া নিম্ন প্রাথমিক স্কুল—বিহার আমলে মঞ্জুরী ছিল। হিন্দী ভাষা অস্বীকার করাতে মঞ্জুরী বন্ধ হয়। এখনও মঞ্জুরী পায় নাই।

৪। মাঙ্গলা নিম্ন প্রাঃ স্কুল—বিহারের আমলে মঞ্জুরী ছিল—বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হইবার পরে মঞ্জুরী নাকচ হইয়াছে। এই দুইটী গ্রামই আদিবাসীর গ্রাম।

৫। গুপুকুড়ি গ্রামের স্কুলটি বিহারে মঞ্জুরী ছিল। শিক্ষক মহাশয় মারা যাওয়ার পর মঞ্জুরী বিহার আমলেই বন্ধ হইয়া যায়। পরে ৫।৬ বৎসর স্কুল ভালভাবে চলিয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত বহু আবেদন করিয়াও মঞ্জুরী পাওয়া যায় নাই। গ্রামটিতে আদিবাসীর সংখ্যাই বেশী।

৬। জিতান—আজ ১০।১২ বৎসর ভালভাবে স্কুল চলিয়া আসিতেছে। বিহার আমলে লোক সেবক সংঘের পার্লামেন্টের মেম্বার শ্রীজহরি মাহাতর এই গ্রামে বসবাস বলিয়াই মঞ্জুরী দেওয়া হয় নাই। বাংলার আমলেও বোধ হয় সেই কারণেই একই ধারা বলবৎ রহিয়াছে।

৭। মধুপুর-সাইড্যা নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় মাত্র দুটি ছাত্র লইয়াই বসিয়া আছে। কংগ্রেসী স্কুল বিল পাইবে এই আশায়। গ্রামবাসীরা পাকা রাস্তার ধারে একটি স্কুল করিয়াছে তাহা ভালভাবেই চালাইতেছে। বহু আবেদন করিয়াও ঐ স্কুলটি মঞ্জুরী পায় নাই। বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান ইত্যাদিও অনুমোদন দিবার কথা লিখিয়াছেন কিন্তু বাংলা স্কুল বলিয়াই অনুমোদন পায় নাই। এখনও সেই একই অবস্থা। আর একদিকে দেখুন—

৮। গঙ্গামায়া ইউ পি স্কুলে মাত্র একজন হিন্দী আমলের হিন্দী পন্ডী শিক্ষক আছেন। তিনি বিল পাইতেছেন। ৬০।৭০ জন ছাত্র আছে। গ্রামটিতে প্রায় এক হাজার ঘরের বসতি; আশ পাশের আরও অনেক গ্রাম আছে সেখানেও আর অন্য কোন শিক্ষকের বিল মঞ্জুরী করা হয় নাই। ব্যাপার দেখিয়া গ্রামের লোকেরা তাহাদের ছেলেদের লেখা পড়া সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

৯। চিরুগোড়া স্কুলের শিক্ষক হিন্দীর পাণ্ডা ছিলেন। কোনদিন ছাত্র ছিল না এখনও নাই। ছাত্র না থাকিয়াও যথারীতি বিল পাইতেছেন বাংলার আমলেও।

১০। হেত্যাকোল স্কুলে মজুরের দ্বারায় স্কুলের কাজ হইতেছে—তাহারাও বিল ভালভাবেই পাইতেছে; কারণ ইহা বিহারের আমলে একটি হিন্দীর ঘাঁটি অর্থাৎ কংগ্রেসের ঘাঁটি ছিল—এখনও আছে।

স্কুল ঘর পাকা করিব বলিয়া ৮০০০৲ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে—স্কুলঘর হয় নাই অর্দ্ধসমাপ্ত দেওয়াল গুলি কংগ্রেসী ফ্যাসিস্ত ধারার সাক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এই ব্যাপারে সাধারণভাবেই একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—যে সমস্ত গ্রামগুলি চেষ্টা করিয়াও বর্তমানে স্কুলের মঞ্জুরী পায় নাই, অনুমোদন পায় নাই সেগুলি সবই—বিহার আমলে কংগ্রেসের হিন্দীবাদের নিকট, আত্মসমর্পন করিতে অস্বীকার করিয়াছে। এই আমলেও তাহাদের কংগ্রেসের পক্ষপুটে ভিড়াইবার কোন আশা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং তাহাদের শিক্ষার অধিকার অস্বীকার করা হইতেছে। আর যে যে স্থানে দু একটি লোক যাহারা হিন্দীর ধ্বজা বহিয়া বিহার কংগ্রেসে শিরোপা পাইয়াছিল—তাহাদের নির্বিচারে মাসের পর মাস অর্থ দ্বারা পুষ্ট করিয়া যাওয়া হইতেছে—কারণ ক্ষেত্র দখলে ইহারা ছাড়া কংগ্রেসের মুরুব্বি কেহ নাই। কেহ কেহ বলিবেন আমি অকারণ অভিসন্ধি আরোপ করিতেছি! তাহাদের বলিতেছি ঘটনাগুলি নিরপেক্ষ ভাবে দেখুন, তারপরে সিদ্ধান্তে আসুন—কোন সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী?

ইহার পর আর একটী ঘটনা দেখাইতেছি। এই সবগুলি আমি গ্রামে যাইয়া তদন্ত করিয়া আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লিখিতেছি। ঘটনার সত্যতা অনস্বীকার্য্য।

মানভূম জিলায় মানবাজার থানায় ঘুরিয়া আর একটি দিকের পরিচয় পাওয়া গেল। বুধপুরের কাছে মেনিডি

গ্রামটি হিন্দীর আমলে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই অঞ্চলের শ্রীঅপূর্ব্ব বাউরীর নেতৃত্বে এখানে একটি দুর্দ্ধর্ষ 'বাঙ্গালী খেদা' দল তৈরী হইয়াছিল। ডিপুটী কমিশনার রামরুদ্র প্রসাদ এখানে মদ্য ও মাংসের মহোৎসব লাগাইয়া যত দাগী ডাকাত ও দুর্বৃত্তদের সংগ্রহ করিতেন, সত্যাগ্রহীদের ঠেঙাইবার জন্য। মাঝিহিড়া, গোপালনগর ও আরও বহু বহু স্থানে সত্যাগ্রহীদের উপর নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচার চালাইবার ইতিহাস ইহারাই তৈরী করিয়াছিলেন। যে কেহ সে অঞ্চলে যাইয়া লোকদের জিজ্ঞাসা করুন কি ভাবে তথাকার লোকের জীবন ইহারা শঙ্কাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের একটী যোগ্য সহচর ছিলেন শ্রীঅম্বুজ সর্দ্দার। তিনি এখন ভি, এল, ডব্লিউ হইয়া প্যান্ট কোট পরিয়া গ্রাম উদ্ধার করিতেছেন। এই মেনিডি তৎকালীন কংগ্রেসের একটি ঘাঁটি ছিল—এখনও আছে।

এই জায়গাতে একটী বেসিক স্কুল স্থাপিত হয়। বাংলা সম্বন্ধে গুণ্ডামী করিবার জন্য এবং বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য যতগুলি ঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছিল প্রায় সবগুলিতেই বেসিক স্কুল নামধেয় এক প্রকার প্রতিষ্ঠান খাড়া করা রেওয়াজ হইয়াছিল। এগুলিতে ছাত্রের প্রয়োজন হইত না, ঘরেরও প্রয়োজন হইত না—শিক্ষকের নামে বহিরাগত গুণ্ডা ও স্থানীয় গুণ্ডাদের সরকারী অর্থে পালন ও পোষণ করা হইত। মেনিডি বেসিক স্কুল ইহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল। বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হইবার পরে ইহা শ্রীহীন হইয়া পড়ে। বহিরাগতরা প্রস্থান করে—স্কুলগৃহ নামে একটী আস্তানায় ছাত্রের নামে কয়েকটী বাগাল ছেলে সমবেত হয়। তবে স্থানীয় যে কয়েক জন শিক্ষক ছিলেন তাহারা থাকিয়া যান কারণ তাহারা দেখিলেন—বেশ মজা, বাংলাতে আসিয়াও, ছাত্রবিহীন স্কুলে দব্যি মাসে মাসে বিলের টাকা আসে!

মেনিডির—কাছাকাছি, বুধপুর, রামনগর, বনকাটী তিনটী অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয় বহু ঝড় ঝঞ্ঝা কাটাইয়া টিকিয়া গিয়াছিল। বুধপুর স্কুলটী উচ্চ প্রাথমিক, প্রায় ১০০ বছরের পুরাতন। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১১৫। অন্য দুইটী স্কুলও পূর্ব্বেকার—ভালভাবেই চলে। বনকাটী স্কুলটী ১৯৩৭।৩৮ সালে স্থাপিত।

বাংলায় আসিবার পরে ডি, আইর হুকুম হইল এই তিনটী স্কুলের শিক্ষকসহ সমস্ত ছাত্রদের মেনিডি বেসিক স্কুলে যোগ দিতে হইবে। ছাত্রদের অভিভাবকেরা ঘোরতর আপত্তি করিলে শিক্ষকরা বলিল—ছাত্রেরা যাইবে না। গ্রামের লোক নিজেদের স্কুল উঠাইয়া দিয়া গুণ্ডার আড্ডায় ছেলেদের পাঠাইতে রাজী হইল না। বুধপুরের হেডপণ্ডিত উপায়ান্তর না দেখিয়া মেনিডিতে যোগ দেন। রামনগরের—একমাত্র পাণ্ডতও বাধ্য হইয়া যোগ দেন। রামনগরের স্কুলটী বন্ধ হইয়া যায়। বনকাটী গ্রামের পণ্ডিত যাইতে রাজী হয় না। ফলে আজ প্রায় এগার মাস যাবত বুধপুরের দুই জন পণ্ডিতের বিল বন্ধ, বনকাটী স্কুলের বিল বন্ধ, রামনগরের ছেলেরা দেখিলাম দু হাত তুলিয়া বাংলা গভর্মেন্টের জয় ধ্বনি করিতেছে—তাহাদের পড়া শুনার বালাই নাই। রামনগরের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩০ ছিল।

এদিকে মেনিডি 'বিশ্ব বিদ্যালয়ে' নূতন দুইজন ও পুরাতন তিনজন শিক্ষকের বেতনের বিল নিয়মিতভাবেই আসিতেছে—ছাত্র বড় জোর ১০।১৫ জন। শুনিলাম যে ১১ মাস যাবত মেনিডির শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টায় অসফল হইয়া আবার পূর্ব্বের ব্যবস্থা বহাল করা হইতেছে। তবে অবাধ্য শিক্ষকদের শাস্তি দিয়া অবাধ্য গ্রামবাসীদের একটা নৈতিক শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা হয় কিনা তাহার জন্য গ্রামবাসীরা অপেক্ষা করিতেছে।

এবার আসুন কয়েক মাইল দূরে পলমী গ্রামে। গ্রামের বাহিরে আসিলেই দেখিতে পাইবেন একটী অর্দ্ধ সমাপ্ত ছাদ বিহীন ইটের দেয়াল খাড়া হইয়া হিন্দী যুগের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতেছে। হিন্দী স্কুল করিবার জন্য টাকা দিয়া দালান করিবার প্রচেষ্টা—অর্থের পরিমাণ রহস্যজনক ভাবে অন্তর্হিত হওয়ায়—সফল হয় নাই। কিন্তু একটী পণ্ডিত আছে হিন্দী আমলের, কোন স্কুল ঘরের চিহ্নও নাই—ছাত্র বলিয়া কোন বালকই নাই। পণ্ডিত মহাশয় কদাচিৎ অর্থাৎ বিলের টাকা লইবার সময় গ্রামে আসেন। বিল ও টাকা ঠিক নিয়মিতভাবে আসিতেছে।

আর অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই স্যাম্পেল সার্ভেই পরিস্থিতি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে।

এবার উপসংহারে আমরা সমস্ত ব্যাপারের নিষ্কর্ষ নিষ্কাশন করিবার চেষ্টা করিব। এই ঘটনাবলীর মধ্যে যে পারস্পরিক অসঙ্গতিগুলি আমাদের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে—তাহা দেখাইতেছি।

বান্দোয়ান

ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ

অনুমোদন নাই—বিহার সরকার বোর্ড স্কুলের অনুমোদন প্রত্যাহার করে।

ছাত্র—১২৫ জন

শিক্ষক—৮ জন

১ জন গ্র্যাজুয়েট—এবার এম, এ দিয়াছে।

২ জন—আই, এ দিয়াছে

১ জন—সংস্কৃত পণ্ডিত ম্যাট্রিক ও মধ্যকাব্য।

৪ জন—ম্যাট্রিকুলেট।

ক্লাস থ্রি হইতে ক্লাস ইলেভেন পর্য্যন্ত ক্লাস চলিতেছে। ছেলেরা কয়েক বৎসর হইতে প্রাইভেট ম্যাট্রিকুলেশন দিয়া পাশ করিতেছে।

বহু চেষ্টার পরে ডি, আই এর অনুমোদনের সর্ত্ত—ক্লাস V ও VI থাকিবে। আর সব ক্লাস উঠাইয়া দিতে হইবে—আই, এর নীচে শিক্ষকদের বরখাস্ত করিয়া কেবল আই এ পাশ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে।

হিন্দী স্কুল

বান্দোয়ান ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠকে ধ্বংস করিবার লক্ষ্যে স্থাপিত ১৯৫৪-৫৫; বিহার সরকার যাইবার সময় ১৯৫৬ সালে ইহাদের ক্লাস VII ও VIII এর রেকগনিশন দেয় কতকগুলি সর্তসাপক্ষে তাহা এখনও পূরণ হয় নাই। স্কুল করা হইতেছে ক্লাস V হইতে ক্লাস X পর্য্যন্ত। অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। ছাত্র—যে কেহ হঠাৎ পরিদর্শন করিলেই দেখিতে পাইবেন শিক্ষক—৪ জন ১ জন গ্রাজুয়েট—৩জন ম্যাট্রিক।

দুইটী স্কুলের তুলনামূলক একটা বিবরণ দিলাম। একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা ছাড়া এরূপ অবস্থা কায়েম রাখার পিছনে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। হিন্দী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটী বিহার সরকার তাহার অনুচরদের দিয়া গঠন করিয়া গিয়াছে—যাহারা এখন বর্ত্তমান কংগ্রেসের সে অঞ্চলে এক একটি স্তম্ভ। সুতরাং তাহার যোগ্যতা না থাকিলেও বাতিল করা চলে না।

যুক্তি দেখান হয় যে স্থিতাবস্থা অর্থাৎ ষ্টাটাস কো, বজায় রাখিতে হইবে তাহা যাহাই হোক না কেন? ভাল কথা! তবে মাঙ্গলা স্কুলটীর বিহারের সময় যে মঞ্জুরী ছিল সে মঞ্জুরী কেমন করিয়া বাতিল হইল? বুধপুর, রামনগর, বনকাটীকে কেন মেনিডিস সহিত যোগ দিতে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা হইল? যুক্তি কোথায়? আবার স্কুল নাই, ছাত্র নাই—বিহার গবর্মেণ্ট বাঙ্গালীদের ঠেঙ্গাইবার জন্য শিক্ষকতার নামে যে গুণ্ডাগুলি পালন করিয়া গিয়াছে স্থিতাবস্থার নামে তাহাদেরও পালন করিয়া যাইতে হইবে এ এক অপূর্ব্ব স্থিতাবস্থার রক্ষণ! ঘটনাগুলির পারম্পর্য্য বিচার করিলে ইহাই দাঁড়ায় যে—এই জিলার শিক্ষা ক্ষেত্রেও হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের তস্কর ধর্মী গুণ্ডাদের জীয়াইয়া রাখাই স্থিতাবস্থার অর্থ ও স্বরূপ। কারণ বর্তমান বাংলা কংগ্রেসেরও ইহাদের সাহায্যেই কংগ্রেসের আধিপত্য বা প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে হইবে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ তাহারই সক্রিয় যন্ত্র স্বরূপে কাজ করিতেছে মাত্র।

ঘটনাবলীর আর অধিক বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই—এগুলি স্বয়ম্প্রভা। তারপর সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে সুব্যবস্থার পূর্ব্বে কংগ্রেসী শিক্ষক সংঘ গঠনের জন্য নিদ্রালীন প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। মানভূমের অবস্থা, ইহার ঐতিহাসিক সংগ্রামের ধারা, পটভূমিকা, ইহার পরিস্থিতি বুঝিবার কোন দিক দিয়াই কোনি প্রচেষ্টাই নাই। কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা জগাখিচুড় চলিতেছে। শিক্ষকদের হইয়াছে মহা মুস্কিল। তাহারা যে কোথায় আছে, কি পর্য্যায়ে রহিয়াছে—এই দেড় বৎসরেও তাহার একটা কুল কিনারা হইল না। কর্তৃপক্ষের যেখানে সুবিধা সেখানে বিহারের বিধান। সমগ্র শিক্ষক মণ্ডলী সন্ত্রস্ত হইয়া আছে—কি হয়, কি হয় কে থাকে, কে যায়। আর তাহাদের প্রতি আচরণ? বড়ই মর্ম্মান্তিক যে—অনাদৃত পোষ্যের যে মর্য্যাদা থাকে তাহাও তাহাদের বেলায় স্বীকার করা হয় না। ইহাদের

মনে এতটুকু উপলব্ধি নাই যে, মানভূমের শিক্ষক মণ্ডলী বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর কিরূপ ভাবে অভাব, অনাচার অত্যাচারকে উপেক্ষা করিয়া বাংলা স্কুলগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে! ইহাদের কথা কেহ জানে না, ইহাদের কেহ কোন দিন ছাপার অক্ষরে অভিনন্দন দেয় নাই—ইহাদের লইয়া কেহ কোন দিন শোভাযাত্রা করে নাই—কিন্তু জাতির মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার সংগ্রামে ইহাদের অবদান অপরিসীম। আজ এই শক্তিকে কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল সংহত, উৎসাহিত ও বিকশিত করিয়া জাতির শিক্ষাক্ষেত্রের একাংশকে সমৃদ্ধ করা। কিন্তু কোথায় সে দৃষ্টি? আজ জাতির স্বার্থ, জাতির অগ্রগতি সবই ধোঁয়া হইয়া উবিয়া গিয়াছে—একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসের ক্ষমতা রক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য একটা বিকৃত রাজনৈতিক অভিযান।

নূতন স্কুল সম্বন্ধে বলা হইতেছে—ম্যাট্রিক পাশ ছাড়া চলিবে না। শিক্ষার মানকে অবনত কেহই করিতে চাহে না কিন্তু মানভূমে যদি এ ব্যবস্থা চালাইতে হয় তবে এখানে নিরক্ষরতার হার আজও যেমন আছে কালও তেমনি থাকিবে। পরিস্থিতিটা কে বুঝিবে? গত আট বৎসর যাবত এখানে শিক্ষার সংকোচই চলিয়াছে এবং তাহা করিয়াছে—বিহার গবর্মেণ্ট হইলেও কংগ্রেসী গবর্মেণ্টই। অন্যান্য সমস্ত স্থানে কিছুও শিক্ষার দিক দিয়া অগ্রগতি হইয়াছে—এখানে হইয়াছে পশ্চাৎগতি। একটা হাই স্কুল করিতে হইলে কংগ্রেসী হিন্দীর কাছে দাসখত লিখিয়া না দিলে তাহা সম্ভাপর হইত না। স্কুলগুলির ইতিহাস লও না কেন? বিহার আমলে ম্যাট্রিক পাশ করিবার জন্য যে সব হাইস্কুল করা হইয়াছিল তাহার নমুনা তো কংগ্রেস পক্ষপুটাশ্রিত বান্দোয়ান হিন্দী হাই স্কুল! অথচ তোমরা, এখন খুঁজিতেছ ম্যাট্রিক পাশ। আর গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে বাহির হইতে ম্যাট্রিক পাশ লোক আসিয়া স্কুল চালাইতে পারে না। স্থানীয় লোক যাহারা ঘরের খাইয়া কিছু বেতন লইয়া কাজ করিতে পারে তাহারাই গ্রামের স্কুল চালাইতে পারে। এখন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিখাইতে পারে এমন লোক নাও, কিছু সময় তাহাদের দাও 'ম্যাট্রিক পাশ' করিতে তাহারা নিজেদের যোগ্য করিয়া লইবেই। এই ভাবেই এখানে শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষার উন্নতমানের ব্যবস্থা না করিলে শিক্ষার বিস্তার হইতেই পারে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—ঘটনাকে অস্বীকার করিলেই ঘটনার রূপ পরিবর্ত্তিত হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রেই শুধু নয় সমস্ত ক্ষেত্রেই শাসনক্ষমতার রাজনৈতিক অভিযান যে অবাঞ্ছনীয় বক্রপথে চালাইবার প্রচেষ্টা হইতেছে তাহা শাসক ও শাসিতের উভয়েরই দুর্দ্দিন ডাকিয়া আনিতেছে, আনিবে। এই রাজনৈতিক চালবাজিকে অস্বীকার করার উপায় নাই। রেডক্রশের মতো সেবা প্রতিষ্ঠানকেও বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতি পঙ্কিল ও অকেজো করিয়া তুলিতেছে। পুরুলিয়ার 'রেডক্রশ সোসাইটীর' শাখা স্থাপনেও কংগ্রেসী রাজনীতি কিরূপ ষ্ট্রানিকর পর্য্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহার সামান্য পরিচয় দিয়াই শেষ করিব। এখানে একটি রেডক্রশ সোসাইটী গঠিত হয়। বাংলা কর্তৃপক্ষের নিকট অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে পুরুলিয়ার প্রখ্যাত ডাক্তার শ্রীপ্রভাত কুমার মল্লিক ও শ্রীনির্ম্মল রায় চৌধুরীর (মান্টি) নামও প্রস্তাবিত হয়। বাংলার মনন্দ হইতে এই দুইজনের নামই অগ্রাহ্য করা হয় এই কারণে যে, ইহাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় কংগ্রেসের রিপোর্ট বড়ই খারাপ। অগত্যা কাহাদের লইয়া রেডক্রশ সোসাইটী হইল? জেঃ কমিশনার, সিভিল সার্জেন, প্রভৃতি ছাড়া বেসরকারী সদস্য হইলেন—সর্ব্বশ্রী বাঞ্ছম বসু, ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারাপদ রায়, সুধীর কুমার ব্যানার্জী, প্রফুল্ল কুমার মিত্র। ইহার সেক্রেটারী শ্রীসুধীর মজুমদার আর কোষাধ্যক্ষ ডাঃ তারাপদ রায়। অর্থাৎ যাহারা থাকিলে সত্যই রেডক্রশে কিছু কাজ হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহাদের সযত্নে বাদ দেওয়া হইল—কারণ তাহাদের বিরুদ্ধে 'স্থানীয় কংগ্রেসের' রিপোর্ট খারাপ। আমরা বর্ত্তমানে এই কমিটীর সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে বিরত রহিলাম। কারণ 'রেডক্রশের' সত্যকার কাজের জন্য পুরুলিয়ায় এই 'রেডক্রশ সোসাইটী' করিবার উদ্দেশ্য নয়। কংগ্রেসী অনুচরদের মারফত কিছু গুঁড়া দুধ বিতরণ করিয়া ক্ষেত্র দখল করিবার উদ্দেশ্যে এই সোসাইটীর গঠন হইয়াছে। সুতরাং বাছিয়া বাছিয়া লোককে বাদ দিতেই হইবে।

এই জলন্ত দৃষ্টান্তটী আশা করি সমস্তই পরিস্ফুট করিয়া দিবে। এই জেলায় শিক্ষাক্ষেত্রে ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠটী কেন উঠাইয়া দিতে হইবে? কারণ স্থানীয় কংগ্রেস ইহাকে চাহে না। বান্দোয়ানে হিন্দী স্কুলটী কেন রাখিতে হইবে? কারণ স্থানীয় কংগ্রেস ইহা চাহে। মেনিডির গুণ্ডার আড্ডাকে—গ্রামের স্কুলগুলি ভাঙ্গিয়াও কেন পরিপুষ্ট করিতে হইবে? কারণ স্থানীয় কংগ্রেসের ইচ্ছা তাহাই। শিক্ষাক্ষেত্রেও কংগ্রেসী রাজনীতির এই যে ফ্যাসিস্ত ধারা এই জেলায় আরম্ভ হইয়াছে—তাহার সম্বন্ধে ঘটনাবলী তো বটেই—এই রেডক্রশ সোসাইটীর ব্যাপারটীও একটি দিগ্‌দর্শন মাত্র।

আমরা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি যে, তাহারা সত্যই মানভূমে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এখানকার পরিস্থিতি অনুযায়ী নিরপেক্ষভাবে সুচিন্তিত পথ ও ধারা গ্রহণ করুন। আমাদের কথা হয় তো তাহারা উপেক্ষা করিবেন—যেমন সাধারণতঃ উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই জেলায় ইহার প্রতিকারের জন্য যে প্রতিক্রিয়ায় জেলাবাসী অভ্যস্ত তাহা হয় তো একদিন উপেক্ষা করা সম্ভব নাও হইতে পারে।

বহিষ্কৃত সংঘ সদস্যদের সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের পরিচালকের বিবৃতি

লোক সেবক সংঘের জেলা ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠক শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইতেছে। বহিষ্কৃত সংঘ সদস্যদের সম্পর্কে পরিচালকের বিবৃতির খসড়া ঐ বৈঠকে পেশ করা হইবে। বৈঠকের পর উহা প্রকাশ করা হইবে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এবারের মুক্তিতে স্থানাভাব হওয়ায় কাঁশবহাল সম্মেলনের শেষ বিবরণীটি প্রকাশ করা সম্ভব হইল না, আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।— মুক্তি সম্পাদক

শিক্ষাবিভাগ ও আমাদের বিবৃতি

বান্দোয়ান ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠ ও শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ডি, আই মহোদয়ের আচরণ ও মনোভাব বিষয়ে আমাদের এক বিবৃতি আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। পুরুলিয়ার শিক্ষাবিভাগ সম্পর্কে কাহারও কোনো অভিযোগ থাকিলে শীঘ্র মধ্যে আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব
লোক সেবক সংঘ

স্থানীয় সংবাদ

ঝড়ে নেতাজী ব্যায়ামাগারের ক্ষতি

গত ১১ই জুন তারিখের প্রবল ঘূর্ণীবাত্যায় রঘুনাথপুর নেতাজী ব্যায়াম সমিতির নব-নির্মিত গৃহের ছাদটি সম্পূর্ণরূপে উড়িয়া গিয়াছে এবং দেওয়ালগুলিরও বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ পাঁচ শত টাকার অধিক।

স্মরণ থাকিতে পারে যে সমিতির সদস্যবৃন্দের আপ্রাণ চেষ্টায় এই গৃহটি সম্পূর্ণ হইবার পর গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর শুভ জন্মতিথিতে শ্রীকুমারেন্দ্র ঘোষ এই গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

আড়শায় বাঘের উপদ্রব

আড়শা থানার শিরকাবাদ, ভূদা, পারটাঁড় প্রভৃতি গ্রামের বহু গরু মহিষ ব্যাঘ্রের উপদ্রবে নিহত হইয়াছে। ব্যাঘ্রটির উপদ্রবে জনসাধারণের মনে গভীর আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে এবং চাষীদের চাষের কার্যেও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতেছে। সত্বর এই ব্যাঘ্রটিকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

চুন

বাড়ী ঘর তৈয়ারীর জন্য এবং চুনকামের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর '১নং ঘুসিক" চুন সুলভে পাইতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীখাঁদু বাউরী
চাটানীপাড়া, পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৫ই আষাঢ় ১৩৬৫—৩০শে জুন ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

PURULIA POLYTECHNIC

PURULIA

ADMISSION.

Application for admission into the 3 years' Diploma Course in Civil Engineering, will be received by the undersigned in the prescribed form upto the 21st July, 1958.

Minimum qualification :—Pass in the School Final Examination of the Board of Secondary Education, West Bengal, or its equivalynt. Age—Not below 15 years nor above 20 years on Ist January, 1958. Application forms with the Prospectus will be available from the office of the Polytechnic at Purulia on payment of 0.25 Naya Paisas between 10.30 A. M. and 1 P. M. from the 7th of July, 1958.

Principal
Purulia Polytechnic.

পুরুলিয়া জেলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিবৃতি

লোক সেবক সংঘের পরিচালক শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বিগত ২৬।৬।৫৮ তারিখে পুরুলিয়া জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি ও সরকারের আশু কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেনঃ

পুরুলিয়ার গুরুতর খাদ্য সংকটের প্রতিকার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে দায়িত্ব ছিল—উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের যে কর্ত্তব্য ছিল—পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপযুক্তরূপে সেই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে বহু পরিমাণে যে উদাসীন ছিলেন—তাহা না বলিয়া উপায় নাই। বহু যোগাযোগ—বহু অভিযোগ—বহু প্রচেষ্টা দ্বারা সরকারকে কথঞ্চিৎ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী করা হইয়াছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সরকারের প্রতি বহু অভিযোগ থাকিলেও—এই কথঞ্চিৎ উদ্যোগের জন্য জনগণ সেই পরিমাণে অবশ্যই সন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু সংকটের উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনে ত্রুটি করার জন্য যে ক্ষতি হইয়াছে—তাহার গভীর দায়িত্ব সরকারের এবং তাহা সত্যই অমার্জ্জনীয় হইয়াছে।

অবস্থা এ পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে চলিলেও—মানবতার আহ্বানে—দুর্গত মানুষের অবর্ণনীয় কষ্টের প্রতি দায়িত্বের আহ্বানে—সরকার এখনও উপযুক্তভাবে সাড়া দিতে পারেন—এই আশা লইয়া—অবস্থার গুরুত্বের প্রতি আজ আবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দায়িত্ব অনুভব করিতেছি।

গত বৎসর ব্যাপকভাবে ফসল নষ্ট হইয়া যাওয়ায়—জেলার চাষী সম্প্রদায় তথা সকল আর্থিক শ্রেণী সম্প্রদায়ের নিরতিশয় কষ্ট হইয়াছে। সহায় সম্বলহীন অগণিত মানুষ কাজের সন্ধানে জেলা ছাড়িয়া প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। অগণিত চাষীর আজ চাষের খরচ নাই—পুঁজি নাই—বহু জনের চাষের গরু ও চাষের সরঞ্জাম নাই। গৃহত্যাগ করিয়া যাহারা গিয়াছিল—তাহারাও আজ সহায় সম্বলহীনা ভাবে ঘরে ফিরিতেছে—চাষের সময়ে চাষের শেষ চেষ্টা করিবে।

এই বিরাট চাষীকুলকে সহায়তাদানের ইহাই এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়। এখন ঠিক মত সাহায্য দিলে—সামনের আর এক বিরাট বিপদ এড়ান সম্ভব হইতে পারে। এখন উপযুক্তভাবে সাহায্য না দিলে যে বিপদ দেখা দিবে—তাহার প্রতিকার করিতে আরো বহু গুণ সহায়তার সমস্যা দেখা দিবে।

সুতরাং আমাদের অনুরোধ এই যে (১) সরকার সহানুভূতির সঙ্গে ধীরভাবে অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করুন। (২) নিতান্ত জরুরী অবস্থার উপযোগী অপরিহার্য্য যে সহায়তার প্রয়োজন—আন্তরিক চেষ্টায় তাহার ব্যবস্থা করুন। (৩) বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উপযুক্ত কার্য্যকরী পরিকল্পনা সহকারে—অগ্রসর হউন। (৪) রাজনৈতিক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া জেলার জনগণের সহায়তায় এই গুরু দায়িত্ব উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করুন। (৫) উপযুক্ত কার্য্যকরী তথা জনগণের সুবিধাজনক ক্ষিপ্র ব্যবস্থা গ্রহণে যোগ্যতা প্রদর্শন করুন। (৬) এবং সরকারী কর্ম্ম পরিকল্পনা কখন কি হইতেছে তদ্বিষয়ে নিয়ত জন-সংযোগ রাখুন।

এই কাজে এইভাবে বাঞ্ছিত ধারায় কার্য্য পরিচালনা করিলে আমাদের সকলের আন্তরিক সহায়তা সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকিবে। কারণ আমরা মনে করি—এই সঙ্কট নিরাকরণে সকলেরই দৃঢ় সংকল্প সহকারে নিজ নিজ সেবা প্রদানে অগ্রসর হওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

অতুল চন্দ্র ঘোষ

ভ্রম সংশোধন

মুক্তির ৮ই আষাঢ়, ২৩শে জুন ২৪ সংখ্যায়—আমার লিখিত 'জিলার শিক্ষাক্ষেত্রে কংগ্রেসী রাজনীতি' নামক প্রবন্ধে ৯ম ও ১০ম পৃষ্ঠায় যেখানে যেখানে 'বনকাটী' গ্রামের নাম লেখা হইয়াছে সেখানে সেখানে তাহার পরিবর্তে "বনগাঁ" হইবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমি দুঃখিত।

বিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত

শিক্ষক চাই

তুলিন জুনিয়ার হাই স্কুলের জন্য একজন B.A.B.T. পাস শিক্ষকের প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতানুসারে। বাসস্থান ফ্রি। ১২ই জুলাই ১৯৫৮ সালের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় দরখাস্ত কিম্বা সাক্ষাত করুন।

সেবক পাগল বাবা
পোঃ তুলিন (পুরুলিয়া)
অথবা
সম্পাদক—
তুলিন জুনিয়র হাই স্কুল।

মোটর বিক্রয়

চালু অবস্থায় সেডান বডি, ১৯৪৪ মডেল, ১৯৬ হর্স পাওয়ারের শেভ্রলে মোটর। লাঃ নং B.R.P. ৮৬৪। নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সঙ্ঘ
পুরুলিয়া।

মুক্তি

১৫ই আষাঢ়, সোমবার

মানুষের সন্ধানে জহরলাল!

ভারতবর্ষের কংগ্রেস শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল এক প্রেস কনফারেন্সে বলিয়াছেন—মানুষ তৈরী সকলের আগে, উপযুক্ত মানুষ না মিলিলে কোন কাজই হইতে পারে না, সুতরাং মানুষ তৈরীর দিকে সবচেয়ে বেশী জোর দিতে হইবে।

পণ্ডিতজীর বক্তব্যের মধ্যে কয়েকটী প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছে। কে মানুষ তৈরী করিবে? জহরলাল? কংগ্রেস? কংগ্রেস গবর্মেণ্ট?

কি মানুষ তৈরী হইবে? নির্ভীক, সৎ, স্বার্থহীন, কর্ত্তব্যপরায়ণ?—না স্বার্থক, অসৎ, কায়েমী স্বার্থবাদী সুযোগবাদী?

কোন কাজের উপযুক্ত মানুষের প্রয়োজন? দেশের নৈতিক মেরুদণ্ড শক্ত করিতে না ভাঙ্গিতে?

আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে পণ্ডিত জহরলাল অকস্মাৎ মানুষ তৈরীর জন্য, উপযুক্ত মানুষের জন্য—এই দশ বৎসর পরে এরূপ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন কেন? গত দশ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসী সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতৃত্ব যে কাজের জন্য যে মানুষ তৈরী করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার তো অভাব কোন দিক দিয়াই দেখিতেছি না! বরং তাহা নিয়ত বর্ধমান!

বিশদ বিবরণের মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নাই, সাধারণ ভাবে সাধারণ কথাই বলিতেছি। পরাধীন ভারতবর্ষে মানুষ তৈরীর জন্য একটা সাধনা ছিল। কংগ্রেস-পূর্ব্ব যুগে এই বাংলা দেশেই সে কাজ আরম্ভ হয়। জাতির ভগ্নপ্রায় মেরুদণ্ডকে দৃঢ়, উন্নত করিবার সাধনায় বাংলার বিপ্লব আদর্শের সাধক পূজারীরা, যে মানুষ তৈরী করিয়াছিলেন তাহারা ভারতের স্বাধীনতার অপরাজেয় সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। ইহা আবদ্ধ ছিল সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষের ব্যাপক ক্ষেত্রে মানুষ তৈরীর পরিবেশ সৃষ্টি হয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের একটা নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া। সহিংস বিপ্লবপন্থীই হোক আর অহিংস বৈধবপন্থীই হোক একটা বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না—তাহা হইতেছে মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড দৃঢ় না হইলে জাতীয় মেরুদণ্ড গুণ ধরা বাঁশের মতো দেখিতে সোজা হইলেও সামান্য আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। সমষ্টীগত ভাবে জাতির ব্যাপক ক্ষেত্রে ইহার একটা ন্যূনতম পর্য্যায় থাকে যাহা জাতিকে তাহার অগ্রগতির ভিত্তিরূপে ধারণ করিয়া রাখে। হিংসাবাদ, অহিংসাবাদ, সাম্যবাদ, জাতীয়বাদ, জড়বাদ, অধ্যাত্মবাদ ইত্যাদি রাজনৈতিক, ধার্মিক, সামাজিক সর্ব্বক্ষেত্রেই এই সাধারণ সত্যটাকে বাদ দিয়া জাতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, টিকিয়া থাকিতে পারে না—অগ্রসর হইতে পারে না।

পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় ক্ষেত্রে, ইংরাজ গবর্মেণ্টের প্রথম ও প্রধান প্রচেষ্টা ছিল ভারতের নৈতিক মেরুদণ্ডকে দৃঢ় হইতে না দেওয়া—ইহাকে শুধু ভঙ্গুর ও অবনত করিয়া রাখাই নয়, ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া। তাহারা জানিত কোন একটা জাতিকে পদানত করিয়া রাখিতে হইলে শুধু সামরিক শক্তিতেই তাহা সম্ভব নয় ব্যাপকভাবে তাহার নৈতিক অধঃপতন স্থায়ী করিয়া রাখিবার প্রয়োজন সামরিক প্রভুত্ব হইতেও অধিক। এদিক দিয়া আয়োজন ও ব্যবস্থার কোনও ত্রুটী তাহারা রাখেন নাই, এবং অন্যান্য কারণ ছাড়াও এবিষয়ে—বিশেষভাবে সফলতার জন্যই তাহারা ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল পরাধীন করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ভাব ও কর্মের পথে ভারতের জাতীয় মুক্তি সাধনার যাহারা পুরোধা ছিলেন তাহারা প্রথম হইতেই জাতিকে তাহার এই নৈতিক সর্ব্বনাশের সম্বন্ধে অবহিত করিয়া এ বিষয়ে তাহাদের দৃঢ় ও উন্নত করিবার সম্বন্ধে সচেষ্ট ছিলেন। রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, গোখলে, তিলক, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলেই ভাব ও কর্ম জগতে ভারতের জাতীয় উত্থানে ও গঠনে ইহা অপরিহার্য্য বলিয়া জাতিকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করিবার সাধনা করিয়া গিয়াছেন। একটা ন্যূনতম নৈতিক ভিত্তি ছাড়া প্রকৃত দেশাত্মবোধ কখনও উদ্গত, জাগ্রত ও কার্য্যকরী হইতে পারে না। জাতির পরাধীন বা স্বাধীন যে জীবনেই হোক না কেন ইহা অবিচ্ছেদ্য ও অবাঞ্ছী-

ভাবে ব্যবস্থিত। তাই জাতির নৈতিক চরিত্র গঠনের মধ্য দিয়াই এই পুরোধাগণ জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্যের ভিত্তি রচনা করিয়া দেন। তবে ইহার প্রভাব জাতিকে উদ্বোধিত করিলেও তাহা জাতীয় জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রসারিত ও সুসংহত ছিল না। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতের ব্যাপক ক্ষেত্রে যে মুক্তি সংগ্রাম প্রসারিত হয়, তাহারই পরিচালনায়, রথ হিসাবে গান্ধীজী কংগ্রেসকে সংগঠিত করেন। যে নৈতিক প্রভাব জাতীয় জীবনে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত ছিল গান্ধীজী কংগ্রেসের মধ্যে সেই নৈতিক শক্তিকে সংহত করিয়া জাতীয় জীবনের ব্যাপকক্ষেত্রে তাহা সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত ধারায় প্রবাহিত করেন। জাতীয় জীবনে ব্যাপকভাবে এক নৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। জাতি তাহা হইতে শক্তিলাভ করিয়া নূতন শক্তির সৃষ্টি করিতে থাকে। ভোগের মর্য্যাদা বিনষ্ট হইয়া ত্যাগের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়; নির্ভীকতা আসিয়া ভয়কে বিদূরিত করে, দুর্বল সবল হইয়া ওঠে, সততার কাছে প্রলোভন পরাস্ত হয়, সত্যের দীপ্ত শিখা মিথ্যাকে দহন করে, প্রসারতা আসিয়া সঙ্কীর্ণতাকে বিনষ্ট করে, শ্রেয় পরিত্যক্ত হইয়া শ্রেয় গৃহীত হয়; হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত দেশাত্মবোধের প্লাবনে মানুষ তৈরীর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। তাই পথপ্রান্তে ভিখারীর আস্তানা, দরিদ্রের পর্ণকুটীর, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, সর্ব্বহারা সমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত কোথাও সেদিন মানুষ তৈরীর অভাব হয় নাই!

স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইতিহাস-বেত্তা জহরলাল আজ মানুষ খুঁজিতেছেন! ১৮৫৭ সালের মঙ্গল পাঁড়ে হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪২ এ মাতঙ্গিনী হাজরা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মুক্তি সাধনার বন্ধুর গতিপথে কোথায় কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ প্রয়োজনে ভারতবর্ষে মানুষ তৈয়ারী হয় নাই বলিতে পার? পশ্চিম প্রান্ত সীমায় ডাণ্ডীর অহিংস সত্যাগ্রহ অভিযান হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব প্রান্ত-সীমায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পর্য্যন্ত কোন্ প্রয়োজনে কোথায় মানুষের অভাব হইয়াছে বলিতে পার? ভারতের অভ্যন্তরে গান্ধীজী, পরিত্যক্ত কঙ্কাল হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়া তাহার অহিংস সংগ্রামের যোদ্ধা তৈরী করিয়াছেন—ভারতের বাহিরে নেতাজী বিধ্বস্ত মনুষ্যত্বকে মানুষ করিয়া কোহিমার সামরিক অভিযানের সৈনিক করিয়াছেন—আর স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল স্বাধীনতার দশবৎসর পরে স্বাধীন ভারতের উপযুক্ত মানুষ খুঁজিয়া পাইতেছেন না!

ইহা স্বাভাবিক! কারণ গত দশবৎসর যাবত তাহারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে অমানুষের যোগ্য আড়ৎ রূপে পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষ গুরুবাদের দেশ বলিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন। ইহা ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করিতেছি না। তবে ইহা সত্য যে জনসাধারণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে যাহাদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক তাহাদেরই অনুসরণ করে—তাহা-দের প্রভাব জনসাধারণের নীতি ও আচরণকে প্রভাবিত করে। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে কংগ্রেস একটা নৈতিক শক্তির আধার রূপে ভারতের জনসমাজে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল—এ অধিকার সে অর্জ্জন করিয়াছিল নিজেদের নৈতিক শক্তিতেই। একদিন ব্রাহ্মণ যেমন তাহার নৈতিক শক্তিতে সমাজে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুস্থত হইয়াছিল কংগ্রেসও তেমনি স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে গান্ধী-জীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিল। জনসাধারণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া উন্নত ও শক্তিমান হইয়াছিল।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের সহিত কংগ্রেস নেতৃত্ব ইহাকে একমাত্র ক্ষমতা লাভের ও ক্ষমতা রক্ষার পাপচক্রে পরিণত করিলেন। যে উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে একদিন কংগ্রেস নেতৃত্ব করিয়াছিল—তাহা সেই সব ভারতীয় উৎপীড়ক শোষক ও সমাজ-বিরোধী স্বার্থ সংগ্রহের যন্ত্র স্বরূপে পরিণত হইল—যাহারা পরাধীন ভারতে বিদেশী স্বার্থের নিকট ভারতের জন-স্বার্থকে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লুটিত। সুযোগ নিজ হইতেই সমাগত দেখিয়া অজ্ঞাত ধনিক, বণিক ও কালোবাজারী-স্বার্থবাদীরা—এই শাঁখাবাজায় সমবেতভাবে উঠিয়া পড়িয়া যোগ দিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে গোষ্ঠির স্বার্থে সমষ্টির শোষণ পরিচালনায়, কংগ্রেস রথ হিসাবে পুনর্গঠিত হইল—মণিখচিত বকলসে সজ্জিত কংগ্রেস নেতৃত্ব রথ টানিতে প্রযুক্ত হইলেন, বল্গা ধরিয়া সারথ্য করিতে লাগিলেন উৎপীড়ক পুঁজীবাদী স্বার্থ। রথ চলিতেছে সেই পথে, যে পথে ভারতের নৈতিক মেরুদণ্ডকে গুঁড়াইয়া দিয়া শাসন ক্ষমতাকে শয়তানী লক্ষ্যে স্থায়ী ও নিরঙ্কুশ করিয়া নিশ্চিত হওয়া যায়। জহরলাল আজ মানুষ খুঁজিতেছেন কি ইহাই দেখিবার জন্য যে এখনও কোন্ মানুষ মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইয়াছে—এখনও পিষ্ট হয় নাই?

কংগ্রেসের মধ্যে যে নৈতিক শক্তি সংহত হইয়া জাতীয় জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া জাতিকে শক্তিমান করিয়া স্বাধীনতাকে সম্ভব করিয়াছিল, স্বাধী-নতার পরে কংগ্রেসের গতিপথে তাহাই প্রবল বাধা-স্বরূপ হইয়া পড়িল। কংগ্রেস উপবীত পরিত্যাগ করিল না কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিল। দুর্নীতি তাহার সমস্ত অকল্যাণের শক্তি লইয়া কংগ্রেসের অন্তর প্রদেশের উৎস রূপে জাতীয় জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে ছুটিবার প্লাবনের ধারায় বহিয়া চলিল। জাতীয় জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে পরিবেশ যাহা সৃষ্টি হইল তাহা দুর্নীতিরই পরিবেশ। এই দুর্নীতির শক্তি নূতনভাবে দুর্নীতিকে বর্দ্ধমান করিয়া চলিল। ত্যাগকে উপহাস করিয়া ভোগ ও ঐশ্বর্য্যকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদার শীর্ষ স্থান দেওয়া হইল, স্বার্থনাশের শঙ্কা ও অন্যায় স্বার্থলাভের প্রবৃত্তি নির্লজ্জ স্তুতিবাদকে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিল; সবল দুর্বলকে দলন করিয়া রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল; সততা অবাস্তব ও অকার্য্যকরী হইয়া অসৎকেই শ্রেয় করিয়া তুলিল; মিথ্যার আবরণে সত্য আবৃত হইল; সঙ্কীর্ণতা ও প্রাদেশিকতা ক্ষমতার শক্তি লইয়া, জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার নূতন সংজ্ঞায় অভিহিত হইল; দেশ-ব্যাপী দুর্নীতির দুর্নীতির ক্লেদ প্লাবনে মানুষ তৈরীর উর্বর ক্ষেত্র ও কল্যাণময় পরিবেশ বিনষ্ট হইয়া অমানুষ সৃষ্টিরই যোগ্য ক্ষেত্র, পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া তুলি-য়াছে। কংগ্রেস যে মানুষ চায় তাহা তৈরীর অনুকূল ক্ষেত্রই রচিত হইয়াছে। কংগ্রেস সংগঠন ও শাসনধারা একই লাঙ্গলে যুক্ত হইয়া জাতীয় জীবনে এই দুর্নীতির ক্ষেত্র চাষ করিয়া চলিয়াছে। জহরলাল কোন মানুষ চাহিতেছেন? তাহারা যে মানুষ তৈরী করিতে চাহি-তেছেন তাহার অভাব কোথায়? যে উদ্দেশ্যে, যে কাজের জন্য যে মানুষ তাহার প্রয়োজন আজ সমস্ত ক্ষেত্রে তাহারা প্রয়োজনেরও অধিক সংখ্যায় ভীড় করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। কংগ্রেস সংগঠনের প্রতি পদক্ষেপে ইহারা প্রস্তুতরত; শাসন ক্ষেত্রের উচ্চ, মধ্য, অধঃ সমস্ত পর্য্যায়ে ইহারা দুর্নীতি পালনের কঠোর কর্ত্তব্য লইয়া বিব্রত; জহরলাল যে মানুষ তৈরী করিতে চাহিতেছেন তাহার অভাব কোথায়? জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটী হাড় গুঁড়াইয়া চূর্ণ করিবার জন্য ইহাদের হাতে তোমরা এক একটী হাতুড়ি দিয়া শিরোপার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ।

ভারতবর্ষে সত্যকারের মানুষের অভাব নাই—কিন্তু শকুনির পাশায় তাহাদের অজ্ঞাতবাস ছাড়া এখন পথ নাই। একটা মানুষ ছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞা-নিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা—কিন্তু জহরলাল আজ ভাবিয়া দেখিতে পারেন তাহাদেরই হাতে তাহার কি লাঞ্ছনাই না হইয়াছে! একটা পুরুষ ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ; যতক্ষণ না তাহাকে জেলে ঢুকাইয়া তাহার মৃত্যু হইল ততক্ষণ কাহারও শান্তি ছিল না। যে মানুষ ভারতবর্ষের স্বার্থ বিদেশীর কাছে বিক্রয়ের এজেন্ট ছিল—এবং এখনও আছে সে পাইতেছে সরকারী উপাধি পদ্মবিভূষণ আর বিদেশের যড়যন্ত্র হইতে দেশকে যে বাঁচাইতে যায় তার হয় কারাগারে মৃত্যু; জাতিকে যারা এক করিতে চায় তাহারা হয় এজিটেটার, আর জাতির মধ্যে যাহারা ভেদ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে তাহারা হয় প্রশস্তির যোগ্য; মানুষকে তোমরা শিখাইতেছ, বাধ্য করিতেছ মাতৃভাষা বিক্রয় কর—সে শিক্ষা পাইতেছে মাতৃভূমি বিক্রয় করি-বার; তোমরা নিজের জাল করিয়া জাতিকে জালিয়াত করিতেছ; ক্ষমতালাভের লোভে তোমরা পরিকল্পনা করিয়া তাহার অধিকারকে লইয়া ব্যবসায় করিতেছ। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে মানুষ তৈরীর সাধনা ছিল—দেশকে স্বাধীন করিবার—স্বাধীন করিয়া রাখিবার; স্বাধীনতার পরে—হে কংগ্রেসী নেতৃত্ব! তোমরা স্বাধীন দেশের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বাধীন দেশকে পরাধীন করিবার মত উপযুক্ত মানুষ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছ—করিতেছ। গোটা কয়েক পুরোনো জাহাজ কিনিয়া আর সেকেণ্ডহ্যাণ্ড এরোপ্লেন দিয়া স্বাধীনতা রক্ষা হয় না—স্বাধীনতা রক্ষা হয় দেশের নৈতিক শক্তি দিয়া; বিদেশীর কাছে দেশকে বন্ধক রাখিয়া, তাহাদের অনুগ্রহের দান ও ঋণ দিয়া পঞ্চবার্ষিকী প্লান করিলেই দেশের অগ্রগতি হইতে পারে না—দেশের অগ্রগতি হইতে পারে একমাত্র দেশের নৈতিক মেরুদণ্ড দৃঢ়তর করিয়া। কিন্তু এ অবস্থা আজ কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষে সত্যই বিপদজনক—কারণ ইহা কংগ্রেসের বর্ত্তমান অস্তিত্বকে, নেতৃত্বকে বিনাশ করিয়া দিবে। আর্তনাদ করিবার মতো শক্তিও কংগ্রেসের থাকিবে না। তাই জহরলালের আজ লোক তৈরী করি-বার বক্তৃতা দেশবাসী, কংগ্রেস নেতৃত্বের 'সত্যমেব জয়তের' আদর্শের মতোই—ভণ্ডামী বলিলাম না—ফাঁকা বলিয়াই মনে করে। এবং ইহাও তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে যে এই ফাঁকা বুলিতে আর তাহারা প্রতারিত হইবে না।

লোক বাস্তবিকই তৈরী হইতেছে ইহা আমরা বিশ্বাস করি—কারণ আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের যে প্রাণ-শক্তি তাহার নৈতিক শক্তিকে সুদীর্ঘকাল বিদেশীর দুস্তর বাধার মধ্য দিয়াও রক্ষা করিয়াছে—আজ তাহাই স্বদেশী কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য জাতির মধ্যে মানুষ তৈরী করিতেছে, করিবে। এই উপযুক্ত মানুষেরা তাহাদের কোন্ যোগ্যতার কি পরিচয় দিবে—অদূর ভবিষ্যতের ইতিহাসই তাহা লিপিবদ্ধ করিবে।

পুরুলিয়ায়

স্বাস্থ্য, শাসন ও পুলিশের ধারা

লোক সেবক সংঘের সদস্যগণের

আইন সভায় বাজেট কালীন ভাষণ

বিগত ১২ই জুন শ্রীলেডুমাঝি (ছড়া-কাশীপুর) স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবীতে যে বক্তৃতা দেন তাহা এই :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের ধারণা ছিল, পুরুলিয়া বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হলে ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার রায়ের শাসনাধীনে আর যে ব্যবস্থাই না হোক—অন্ততঃ চিকিৎসা ও জন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা ভেবেছিলাম চিকিৎসা জ্ঞানের দক্ষতার কারণে, মৌলিক পরিকল্পনা ও যোগ্য ব্যবস্থার মধ্যে দিয়া আমরা ডাক্তার রায়ের অভিনবত্ব অনুভব করতে পারব। কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, দু বৎসর হতে চলল আমাদের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি করতে পারেন নি বরং সাধারণ ব্যবস্থার দিক দিয়েই কাজ মোটেই সন্তোষজনক নয়—এবং অগ্রগতিও কিছু হয়েছে বলা চলেনা। আমাদের আশা ছিল—বাংলার শাসনাধীনে স্বাস্থ্য বিষয়ে জনচেতনার লক্ষ্য ব্যাপক ক্ষেত্র তৈরী করা করবে। কিন্তু বঙ্গভুক্তির কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের সে আশা বিলীন হয়ে যায়। মানভূমের কুষ্ঠরোগের ভয়াবহতার কথা—বিশ্ববিদিত। পুরুলিয়া জেলার এই নিদারুণ, ব্যাপক, মর্মান্তিক রোগের প্রতিকার বিষয়ে—আজও পর্যন্ত সরকারের দিক থেকে—বিন্দুমাত্র আন্তরিক সহানুভূতি, উপযুক্ত ব্যাপক পরিকল্পনা, ক্ষিপ্র ব্যবস্থার কোনো পরিচয় নেই। ইদানীং যক্ষ্মা রোগও এই জেলায় দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এবিষয়ে সরকারী ব্যবস্থা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অথচ আর্থিক জীবন অনুন্নত, দরিদ্র জনসাধারণের অধিকাংশেরই ক্ষমতা নেই এ রোগের সাধারণ চিকিৎসাও করাতে পারে। উন্নয়ন পরিকল্পনার নামে গতানুগতিক ভাবে চিকিৎসার কয়েকটি মোবাইল ইউনিট করা হয়েছে। (মোবাইল ইউনিট হচ্ছে—ভ্রাম্যমান দল) কিন্তু ঐগুলি ব্যবস্থার দিক দিয়েও যেমন অকেজো রয়েছে—জনসংযোগের দিক থেকেও কোনো সাড়া নেই। মড়ক দেখা দিলে জনসাধারণের মধ্যে সত্বর ওষুধ পৌছুবার যেটুকুও অপটু ব্যবস্থা বিহার সরকারের ছিল—বাংলা আমলে—তারও পরিচয় কিছু নেই। সুতরাং জনসাধারণের জীবন নিয়ে জেলে খেলাই হচ্ছে বলে আমরা মনে করি। পানীয় জল—স্নানের জল জন স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য্য। সমগ্র জেলায় আজ হাহাকার দেখা দিয়েছে—জলের আজ অপরিসীম অনটন। বিধাতার আকাশেও যেমন আজ বর্ষণ নেই—তেমনি জনস্বাস্থ্য বিভাগের কাছ থেকেও করুণার কোনো বর্ষণ নেই। শুষ্ক হয়ে গেছে। এদিকে বাজেটের বরাদ্দ টাকা জলের মত খরচ হয়ে যাবে তাও জানি; কিন্তু স্বাস্থ্যের গোড়ায় ক্ষতটুকু জল গিয়ে পৌছুবে তা জানি না।

১৩ই জুন, সেচ বিষয়ে শ্রীলেডু মাঝির বক্তৃতা :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমরা মনে করি—ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সঙ্কট আজ দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এবং এই সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ—সেচ সমস্যার সমাধান ব'লে আমরা মনে করি। কিন্তু আমরা দেখছি—শাসন কর্তৃপক্ষের দ্বারা তার উপলব্ধি হয়নি। এবং সেজন্য এই বাজেটেও সেচ সমস্যা যথার্থ স্থান পায় নি। সেচ সমস্যার সমাধান করতে হলে শুধু দু একটি গতানুগতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করলে চলবে না। অথবা বড় বড় দুচারটি প্রোজেক্ট করে বসে থাকলে চলবে না। সেচের বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। স্থান অনুসারে উপায় বিভিন্ন হবে। আমাদের জেলায় অসংখ্য ছোট ছোট নদী বা জোড় আছে—উঁচু নিচু ঢালু জমি আছে—বহাল শ্রেণীর জমি আছে।

এই সমস্ত প্রাকৃতিক গঠনকে আশ্রয় করে সেচের নব নব পদ্ধতি সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য ভূমির গঠনের পরীক্ষা চাই—ব্যাপক গবেষণা চাই—জনগণের অভিমত চাই—ব্যাপক জনসংযোগ চাই—এসবের জন্যে সমবায় পদ্ধতিতে কর্ম্ম-আয়োজন চাই।

দুঃখের বিষয়—সরকারের সে কল্পনাশক্তি নেই—উদ্যোগ নেই সে গবেষণা নেই—সে কাজের দায়িত্ব বোধও নেই। আমাদের জেলার জমির গঠন-প্রকৃতি যে রকম তাতে পাম্পের বহুল প্রচলন প্রয়োজন। এবিষয়ে সরকার বহুভাবে সহায়তা করতে পারেন। কিন্তু তা আদৌ করেন নি। ডি, ভি, সির বিদ্যুতের তার অনেক জায়গায় আসছে—সরকার ব্যবস্থা করে এগুলিকে সেচের কাজে লাগাতে পারতেন, এবিষয়ে পথ-প্রদর্শক হতে পারতেন। কিন্তু তা সরকার করেন নি; এবং এই তারগুলি জনসাধারণের কাজে—চাষীর কাজে শিল্পীর কাজে—ক্ষিপ্রগতিতে আজও লাগছে না—সেটা সত্যই ক্ষোভের বিষয়। সুতরাং সেচ ব্যবস্থার দায়িত্ব আজ নানাভাবে উপেক্ষিত সেচ বিষয়ে যেটুকুও কাজ চলছে—তার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব চলছে—যোগ্য লোককে বঞ্চিত করে অযোগ্য লোককে তোষণের কাজ চলছে—রাজনীতি চলছে—ভাল কাজের প্রতি বিদ্বেষ চলেছে—অপচয় চলেছে। সেজন্য এই অবস্থায় সরকার কি আমাদের সমর্থন পেতে পারেন?

বিগত ১৬ই জুন পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবীতে যে বক্তৃতা দেন তাহা এই :—

শাসন যন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল—পুলিশ। জাতীয় জীবনের যে লক্ষ্য শান্তি ও উন্নতি—তা পেতে হলে চাই—দেশের সাধারণ শাসন শৃঙ্খলার এক দৃঢ় ভিত্তি।

দেশের সুবিচার ও শৃঙ্খলা রক্ষায়—দেশের সাধারণ শাসন জীবনকে পরিচালনার কাজে—পুলিশের স্থান সত্যই মহনীয়। কিন্তু যদি কারো লক্ষ্য শান্তি ও উন্নতি না হয়, যদি কারো লক্ষ্য দেশের শাসন ও শৃঙ্খলার ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে গঠিত করা না হয়—তবে সেই শাসন ক্ষমতার হাতে পুলিসের মূর্ত্তি ভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। যদি কারো লক্ষ্য হয় দেশের জনগণের নৈতিক অধঃপতন ও দুর্গতির সুযোগকে—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ে পরিণত করা—তবে সেই শাসন শক্তির হাতে শান্তি ও শৃঙ্খলার এই অগ্রদূত—এই পুলিশের কাজ রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায়—রাজনৈতিক অবাঞ্ছিত প্রয়োজনের অনুকূলে বিশৃঙ্খলার ক্ষেত্রকে গঠন করে তোলা। তখন অনাচার ক্ষেত্রকে বাধা দেবার যে প্রহরী সে অপসারিত হয় ন্যায়ের পথ থেকে। পুলিসের হস্ত তখন প্রসারিত হতে থাকে ন্যায়ের দাবীর কণ্ঠ রোধ করতে—আর শাসন কর্ত্তাদের অন্যায়ের কর্ম্মফলকে আইনের প্রতিকৃতরূপে খাড়া করে তুলতে। কংগ্রেসী শাসনে আজ এই কথাই সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সত্যতার প্রমাণে অগণিত প্রমাণ আজ আমাদের কাছে আছে। দেশের বাস্তব অবস্থা ও লক্ষ লক্ষ লোকের বিক্ষোভ এর প্রমাণ—সকল কালের ইতিহাসেই এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে—বিবদমান দুটি দল বা দুটি ব্যক্তি—শত্রুতা বশতঃ লড়াই করছে কিন্তু সেই শত্রুতা, সেই সংগ্রামের মধ্যেও তারা কতকগুলি নৈতিক বিধান পালন করা ধর্ম্ম মনে করেছে। ইংরাজ আমলেও আমরা দেখেছি রাজনৈতিক শোষণ ও শাসন তাদের লক্ষ্য হলেও দৈনন্দিন শাসনের যন্ত্রকে তারা রাজনীতির ঊর্দ্ধে রাখবার নিত্য চেষ্টা করেছে কিন্তু আমরা কংগ্রেসী শাসনের আমলে দেখছি—সে নীতি ধর্ম্ম বোধ বা সে উপযোগিতা বোধেরও কোথাও কিছু নেই—ইতিহাস এখানে এসে এক স্তব্ধীয়তা অর্জ্জন করেছে—সেজন্য আমরা দুঃখের সঙ্গে দেখছি যে, কংগ্রেসী শাসনে ও শাসন লক্ষ্যে জনস্বরাজ বা জনগণের উন্নতি বিধানের নিষ্ঠাপূত সদিচ্ছা কিছু নেই। কংগ্রেসের শাসন জীবনে ও প্রতিষ্ঠান জীবনে আজ একমাত্র লক্ষ্য হয়েছে দলগত ক্ষমতা, স্বার্থ এবং রাজনীতি। যারা শাসনের ভার গ্রহণ করে শাসন পরিচালনার ভাবনার সঙ্গে, তারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বজায় রাখারও চিন্তা করবে—এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্ত শাসন-ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়ে নয়। কংগ্রেসী শাসনে সে ধর্ম্ম আজ বিবর্জ্জিত। কংগ্রেসী শাসন ধর্ম্মে অবস্থা এই পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে—তাঁদের সামনে আজ দেশ বা জনসাধারণ নেই—জনস্বার্থ বা জন কল্যাণ নেই। তাঁদের সামনে একমাত্র জীবন-ধর্ম্ম জাগ্রত হয়ে রয়েছে—রাজনীতি।

এর জন্য তাঁরা কারো কোনো বাঞ্ছিত পরামর্শের প্রতি কর্ণপাত করতে রাজী নন। এর জন্য তাঁরা যে কোনো অবাঞ্ছিত কাজ করতে পিছপাও নন ফলে শাসন যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে—দুর্নীতির নামান্তর। দল হয়ে দাঁড়িয়েছে—অন্ধকারের বাহিনী। কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে—উপদ্রব, উৎপীড়ন, অবিচার ও বিরোধ সৃষ্টি এবং এমন কি—বহুবিধ অভিনব রাজনৈতিক চক্রান্তের উদ্ভাবন। আর এই রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে—অন্যতম মূল সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে—শাসন যন্ত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ পুলিশ।

বারান্তরেও এখানে পুলিশ বিষয়ে আমাদের জেলার নিরতিশয় অবাঞ্ছিত অবস্থার কথা বার বার বলেছি। এর প্রতি কোনো কর্ণপাত করা হয়নি। বরং অবাঞ্ছিত অবনতিই ঘটেছে। অভিযোগ সত্ত্বেও প্রতিকার না হওয়ার জন্য অন্যায়কারীর উৎসাহ সম্ভবতঃ আরো বেড়ে গেছে অথবা হয়তো উদ্দেশ্যপূর্ণ কাজের সাফল্য হচ্ছে ভেবে—কর্তৃপক্ষই আরো অধিকতর উৎসাহে কাজ করে চলেছেন। আমরা আগেও বলেছি আজও বলছি—আমাদের জেলায় কংগ্রেস, পুলিস ও সমাজ বিরোধীরা এক ও অভিন্নরূপে আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্র সৃষ্টির কাজে অগ্রসর হয়েছেন—তাঁহাদের পথের কণ্টকদহনের উদ্দেশ্যে—তাঁরা একযোগে অকংগ্রেসী কর্মীদের ওপর আইন ও উপদ্রবের পেষণযন্ত্রও সমভাবে পরিচালিত করে চলেছেন—জনগণের তথা আমাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ সমূহের বিষয়ে যতটুকু তদন্তের বা প্রতিকারের স্থানীয় চেষ্টা দেখা দেয়—তা অধিকাংশই অভিনয়ে গিয়ে দাঁড়ায়; ফলে দুর্নীতির ক্ষেত্র অবাধ রূপ পেয়ে—পুলিশের প্রতি ঘৃণার অভিযোগ ব্যাপক—পুলিস ও সমাজ বিরোধী দলের সংযোগে রাজনৈতিক ভোজও নিত্য অনুষ্ঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। এবং এই সকল কারণে সংকটজনক থাকপরিস্থিতি সমাধানে যে সকল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে—তাকে ভঙ্গ করার জন্য প্রথম অপরাধীই আজ পুলিশ। এসবের যদি ব্যাপক তদন্তের জন্য কারুর আগ্রহ জাগে—আমরা তাঁদের আহ্বান করব আমাদের সহযোগে তদন্ত পরিচালনার জন্য। বিভাগীয় তদন্ত সমূহের প্রতি আমাদের আস্থা নেই। কিন্তু যথার্থ তদন্তের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর আগ্রহ আছে বলে আমাদের ধারণা নেই। সে ধারণা যদি তাঁরা আমাদের দিতে পারতেন—তবে আমাদের এই বাজেট আলোচনায় পুলিশের জন্য ব্যয় দাবীর বিরুদ্ধে অভিমত দিতে হোত না।

বিগত ১৭ই জুন পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় সাধারণ শাসন ব্যবস্থা খাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবীতে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ নিম্নলিখিত ভাষণ দেন—

সাধারণ শাসন ব্যবস্থা সমগ্র শাসন ধারার প্রতিচ্ছবি মাত্র। যেখানে শাসন ধারার পরিকল্পনা পুরাতন ব্যবস্থা ধারার অনুগামী—আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী, সার্বজনীন কল্যাণের বিরোধী এবং সুপরিকল্পনার যোগ্যশক্তি ও নিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত—সেখানে সেই ধারার অন্তর্গত শাসন ব্যবস্থা নানা ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তপূর্ণ হবে—তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কায়েমী স্বার্থ রক্ষার দৃষ্টিতে গঠিত এই শাসন ব্যবস্থায়—ব্যাপক ক্ষেত্রে সার্বজনীন রূপে জনসংযোগ আদৌ সম্ভব হয়নি। ফলে অফিসার সর্বস্ব এই শাসনে যেখানে বিশেষ অনুগামী দলই বিশেষ উদ্দেশ্যে জনসাধারণ বলে স্বীকৃত—সেখানে এরূপ ব্যবস্থার স্বাভাবিক গঠনের কারণেই— দুর্নীতি, অবিচার অনাচার প্রভৃতি ঘটতে থাকবে তা স্বাভাবিক।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া আত্মশাসন হয় না—যে মানুষ নিজে চলতে পারে—তাকে চলার ক্ষমতা না দিয়ে—তাকে চালাবার ক্ষমতার লোভই বিকৃত শাসন। এই বাজেট তারই কাঠামো ধারায় গড়ে উঠেছে। যাঁরা ইচ্ছে করেই এই ধারা চালিয়েছেন—তাঁদের প্রকৃতিগত বিশেষ উদ্দেশ্য আছে—এবং যাঁদের এই ইচ্ছার ফলেই অনাচার অবিচার শাসনযন্ত্রের স্বাভাবিক জিনিষ হয়েছে—তাঁদের কাছে, সেই অনাচার সমূহের প্রতিকার চাইলে—প্রতিকার যে মিলবে না—তাও স্বাভাবিক। সেজন্য একথা আমরা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি, আমাদের জেলার শাসনযন্ত্রের বহু অনাচার, অবিচার, অসুবিধা বিষয়ে সরকারের কাছে প্রতিকার চেয়েও—আজও পর্যন্ত কোনো প্রতিকার লাভ হয় নি। সরকার যদি জানতে চান—এর দৃষ্টান্তগুলি আমি পুনরায় জানাবো।

সুষ্ঠ শাসন চালানোর ব্যবস্থা তো দূরে থাক, বঙ্গভুক্তির পর থেকে দীর্ঘ এই প্রায় দুবৎসরের মধ্যে আমাদের জেলায় সাধারণ শাসন ব্যবস্থা চালাবার যান্ত্রিক কাঠামোটাই এখনো কাজের যোগ্য করে তোলা গেল না। সেখানে এই যন্ত্রটি নিরতিশয় পঙ্গু, অসম্পূর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের অত্যন্ত অসুবিধার জিনিষ হয়ে রয়েছে। উপযুক্ত সংখ্যক সার্কেল অফিসারের অধিকাংশই এখনও নিযুক্ত হন নি। জেলার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় শাসন বিভাগেও এখনও পর্যন্ত উপযুক্ত সংখ্যক অফিসারের অধিকাংশই এই জেলায় নেই। ফলে শাসন ও বিচার ব্যবস্থার প্রভূত অসুবিধা ঘটছে। শুনেছি স্থানীয় অফিসারেরাও এ বিষয়ে সহায়তা চেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

কংগ্রেসের গুণগানকারী অনুগামী দলও আজ এই কারণে প্রকাশ্যেই বিক্ষোভ প্রকাশ করছে। সুতরাং সংজ্ঞেই অনুমেয় অবস্থা কোথায় পৌঁচেছে অথচ কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন। সুতরাং সেই কর্তৃপক্ষই যে বাজেট প্রণয়ন করে বাজেট সম্পর্কে বাঞ্ছিত প্রস্তাব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবেন না—এই ধারণা পরিবর্তনের কোনো কারণ দেখি না।

১৮ই জুনে সমবায় বিষয়ে শ্রীলেডু মাঝির বক্তৃতা

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

হংরাজ আমলে যেমন জনগণের চাপে স্বায়ত্ব শাসনের অভিনয় করা হোত—পল্লীশিল্প প্রভৃতির উন্নতির অভিনয় করা হোত তেমনি আজও কংগ্রেসী শাসনের আমলেও ভূয়া পঞ্চায়েৎ গ্রামহীন সমবায় প্রভৃতির অভিনয়ই করা হচ্ছে।

আমাদের আচার অনুষ্ঠানে ধর্মকে ফাঁকি দিতে মূল্য ধরে দেওয়ার মতই আজ কংগ্রেসী শাসনে দেশের উন্নয়নমূলক কার্যধারাগুলি চলেছে। সমবায় কার্যধারাও সেই দৃষ্টান্তেরই অন্যতম। পুরুলিয়া জেলাতেও এই অবস্থা ব্যতিক্রম নয়।

একটা দেশ নূতনভাবে গড়তে গেলে নূতন ভাবধারা—নূতন কর্মধারা ও অভ্যাস গড়তে গেলে ব্যাপকভাবে বিরাট শক্তিতে ভাব গঠনের কাজ করা চাই। জনমত গঠনের বিরাট উদ্যোগ আয়োজন চাই। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সমবায় বিষয়ে সেই মহান ভাব গঠন কাজে আয়োজন কিছুই নাই।

সমবায়ের কাজ নির্জীবভাবে গতানুগতিক ধারায় চলেছে। এভাবে ভাব গঠনের কাজ তো হচ্ছেই না—উপরন্তু সমবায় বিষয়ে সরকার কি করতে চান—জনগণ কি কি সুবিধা পাবে এসব বিষয়ে তথ্যমূলক কোনো বিজ্ঞপ্তিও সরকার থেকে প্রচারিত হয় না।

প্রত্যেক জেলায় সরকারী বড় বড় প্রচার বিভাগ রয়েছে বহু রাজকর্মচারী নিযুক্ত রয়েছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন প্রচার ব্যবস্থা নেই। সরকারী সুযোগ সুবিধা কি হচ্ছে—দেশের জনসাধারণ জানতে পায় না—অথচ যারা সমাজে পরগাছার মত—যারা জনগণকে ঠকিয়ে স্বার্থ সাধন করছে—যারা দালাল শ্রেণীর লোক তারাই আজ কংগ্রেসের বন্ধু।

সমবায় প্রভৃতির সব খবর বিশেষ তারাই পায়—তারাই সুযোগ সুবিধা আত্মসাৎ করে। অথচ যে সমবেত কল্যাণের জন্য সমবায়—এতে সেই কল্যাণের লক্ষ্যই ব্যর্থ হচ্ছে। যথার্থ সমবায় কর্মধারা তো গড়ছেই না অন্যদিকে সরকারী পরিকল্পনায় যেটুকু সমবায় হচ্ছে সে তো নানা অব্যবস্থায় পূর্ণ। এ বিষয়ে আমাদের জেলার কতকগুলি উদাহরণ দিই। যে দরিদ্র চাষী তথা গ্রামবাসীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সমবায়—সেই চাষীদের চাষ করবার সময়েই ঋণ আসছে না।

যে সব আইন কানুন করা হচ্ছে বাস্তব অবস্থা বা লোকের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করেও তা করা হচ্ছে না। চাষীদের ব্যাপক অন্নকষ্টের জন্য যদি কোনো সমবায় পুরো টাকা দিতে পারছে না তাদের টাকা দেওয়া বন্ধ হচ্ছে ফলে বহুজনের কষ্ট হচ্ছে। কি রকম অদ্ভুত ব্যাপারও দাঁড়াচ্ছে তা শুনুন; মানবাজারের এক সমবায় সামান্য দু হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিল—তাদের একজন সদস্য মারা গেছে—সে ৮০৲ নিয়েছিল—তার কয়েকটী নাবালক পুত্র আছে তাদের ঘর বাড়ী বিক্রি করে তাদের সর্বস্বান্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সমবায় এক হাজার নয়শত ত্রিশ টাকা ফেরৎ দিয়েছে ঐ ৮০৲ টাকা দিতে পারে নি সেজন্য তাদের পুনরায় টাকা কর্জ দেওয়া বন্ধ আছে—পরে হয় তো পাবে যখন বর্ষা পড়ে যাবে। ঐ জন্য এখন সকলে বিপন্ন চাষীকে প্রতিষ্ঠিত করাই সমবায়ের উদ্দেশ্য। ফসল যদি না হয় তবে ঋণ আদায় স্থগিত রেখে চাষীকে নূতন ঋণ দেওয়া দরকার; কিন্তু চাষীর এ দুঃখ বোঝবার অবসর সরকারেরই নেই।

বিহার আমলেও মধ্য মেয়াদি ঋণ ছিল পাঁচ বছরের কিস্তিতে শোধ করা চলত। বাংলায় এসে চাষীরা সে সুযোগ পাচ্ছে না অথচ পুরুলিয়ায় চাষীর ভরসা—একটী মাত্র ফসল। কিন্তু তার জন্যও আজ বিবেচনা নেই। অথচ বাংলার আইনে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের যে ব্যবস্থা আছে তাও পুরুলিয়ায় চাষীরা পাচ্ছে না। কারণ সরকার বলছেন এ দেশে এখনো ছোটনাগপুর টেনেন্সি আইন। সুতরাং পুরুলিয়ার চাষী বিহারের আইনেরও সুযোগ পাচ্ছে না—বাংলার আইনেরও সুযোগ পাচ্ছে না অথচ এই দীর্ঘদিনের মধ্যে এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন বদলাবারও অবকাশ সরকারের হোল না। পুরুলিয়ার জন্য সমবায় পরিকল্পনার তো এই অবস্থা তার ওপর কার্য্য ব্যবস্থাও ভালভাবে চলছে না।

ঘন ঘন অফিসার বদলী হচ্ছেন কাজের খুবই অসুবিধা ঘটছে; একজন অফিসার বদলী হয়ে গেলে—সহজে তার স্থান পুরণ হচ্ছে না। পুরুলিয়ার এ্যাসিস্টেন্ট রেজিষ্ট্রার গত অক্টোবরে বদলী হয়েছেন আজও পর্য্যন্ত তাঁর আসন খালি অথচ যিনি অফিসের ভারপ্রাপ্ত আছেন তাঁকে কাজ চালাবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়নি। কলকাতার মারফৎ সব কাজ চালাতে গিয়ে কাজের ধারা জটিল হয়ে পড়ছে কাজ পিছিয়ে গিয়ে লোক কষ্ট পাচ্ছে।

জনগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত উদ্যোগে সমবায়ের কাজ গড়ে তোলারও কোনো উপায় নেই বাংলার আইনে বাধা আছে গড়ার—কাজ অথবা পিছিয়ে যায়। এই অবস্থায় সমবায়ের কাজ গড়ে ওঠে কি করে? সুতরাং আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি সমবায় বিষয়ে রাজের দৃষ্টি ও ব্যবস্থা খুবই অপটু এবং অবাঞ্ছিত

গত ২১শে জুন পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় কুটীর শিল্প খাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবীতে শ্রীচৈতন মাঝি নিম্নলিখিত ভাষণ দেন:—

কুটীর শিল্পের বিষয়ে সরকারের চরম অবহেলা দেখে আমরা বুঝেছি যে কংগ্রেস সরকার গান্ধীবাদকে হত্যা করেছেন—সরকার গান্ধীবাদ বোঝেন নি। অর্থনৈতিক সংকট আজ ভারতের প্রধানতম সমস্যা; কোটি কোটি লোকের আর্থিক কষ্ট দূর করতে হবে কিন্তু জনসাধারণ নিরন্ন এবং পুঁজিহীন; সরকারও আজ নিরন্ন এবং পুঁজিহীন। পরের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করে—ঋণ করে দেশকে বাঁচাতে হচ্ছে।

এই অবস্থায় কোটি মানুষের কর্ম্মশক্তিকে নিয়োগ করতে হবে—তাদের স্বাবলম্বন শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। তাদের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। নতুবা এই দুঃখের কোনো সমাধান নেই। কিন্তু সরকার এই সত্য একেবারে উপলব্ধি করেন নি, এই পথ আদৌ ধরেন নি। পল্লী শিল্পের প্রাণ—খাদী, সেই খাদীকে আপনার উপযুক্ত পরিকল্পনায় কিছুই ধরতে পারেন নি সেজন্য কাপাস চাষের জন্য সরকারের কোনো চেষ্টা নেই। ইংরাজ আমলে লোক ভোলাবার জন্যে—কুটির শিল্প সমবায় করত; সে কেবল অভিনয় হোত আজও আপনারা অভিনয় করছেন। কারণ জনগণ জাগলে—কায়েমী স্বার্থ বাঁচে না; কুটির শিল্প হলে মিল মালিকেরা বাঁচে না—তাই গণদাবীকে ভোলাতে কায়েমী স্বার্থকে বাঁচাতে সমঝোতার চেষ্টার ফল—এই বাজেট; কুটির শিল্পের অভিনয়ের জন্য আমাদের সহানুভূতি নেই।

১২ই জুন চিকিৎসা বিষয়ে শ্রীচৈতন মাঝির বক্তৃতা:

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের জেলায় চিকিৎসা বিভাগের কাজ মোটেই ভালভাবে চলছে না। একথা আমরা এখানে আগেও বলেছি। কিন্তু এ সবের কোনো কিছুরই প্রতিকার হয় নি। পুরুলিয়ার চিকিৎসা বিভাগগুলি বিষয়ে বহু অভিযোগ আমরা পেয়েছি। এবং তা সরকারকে তথা স্বাস্থ্য বিভাগকে জানান হয়েছে কিন্তু তাঁরা সম্পূর্ণ নীরব আছেন। আমরা যেন অরণ্যে রোদন করে যাচ্ছি। আমাদের জেলার বিরাট সংখ্যক দারিদ্র জনগণের প্রয়োজন মত চিকিৎসা ব্যবস্থা এখানে নেই। পল্লী অঞ্চলের হাসপাতালে ঔষধ পত্র প্রায়ই পাওয়া যায় না। সদর হাসপাতালে চাঁইদার দৃষ্টান্তে উপযুক্ত সংখ্যক বিছানা আদৌ নাই। তার ওপর বহু অনাচার চলেছে। চিকিৎসার এই অসুবিধার মধ্যে বিহার আমলে সরকারী অর্থে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রসারে সাহায্য দেওয়া হত। এই সাহায্যও বাংলা সরকার বন্ধ করেছেন। এটা হোমিওপ্যাথিকের ওপর আঘাত—না, জনসেবার উপর আঘাতের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে জানি না। আমরা শুনেছি—সমাজতান্ত্রিক ধাঁচার উদ্দেশ্য—ব্যাপক জনগণের সেবা। কিন্তু আমরা দেখছি—বাজেটের এই গঠনে তার দৃষ্টি কোথাও নেই।

মিথ্যার অভিযান

(শ্রীভজহরি মাহাত)

শ্রীযুত বাহন সেন সম্পাদিত 'কল্যাণ বার্ত্তা' সাপ্তাহিক পত্রিকার (১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) ৭ম পৃষ্ঠায় ২২শে মে ১৯৫৮ শ্রীনকুলচন্দ্র মাহাত বান্দোয়ানে প্রকাশ্য দিবালোকে লোক সেবক সংঘের গুণ্ডামির যে নির্জ্জলা মিথ্যা কাহিনী উদ্ঘাটিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে প্রত্যক্ষদর্শীগণ যুগপৎ বিস্মিত ও লজ্জিত হইবেন সন্দেহ নাই। বান্দোয়ানের জনসাধারণ নকুল চন্দ্র মাহাতের সকল রকম পরিচয়ই জ্ঞাত আছেন। ব্রিটিশ সরকারের আমল হইতে অদ্যাবধি বাংলা সরকারের আমল পর্য্যন্ত নকুল চন্দ্র মাহাতের পেশা দালালী ও গুণ্ডামি। নিজের মাতৃভাষাকে যে বিক্রয় করিতে পারে, স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া যে জনসাধারণের মঙ্গলকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে তাহার স্পর্দ্ধাজনক অপপ্রচারে অতীব বিস্মিত ও শঙ্কিত হইতেছি। এই নকুল মাহাত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এমন কোন কুকার্য্য নাই যাহা করেন নাই। তাই এস, ডি, ও সাহেবের সাক্ষাতে বান্দোয়ানে যে ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছে তাহাকে মিথ্যা ও জঘন্যরূপে সজ্জিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যে জঘন্য মনোবৃত্তির স্পর্দ্ধাজনক বিস্ফোরণ 'কল্যাণ বার্ত্তার' প্রথম বর্ষের জীবনে কলঙ্ক স্বরূপ, তাহার স্বরূপ প্রকাশে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আগাইয়া আসিতে পারেন।

আমি ও অরুণবাবু সত্যিংসু পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলাম বলিয়া যে অভিযোগ হইয়াছে তাহার মূলে বিন্দুমাত্রও সত্য নাই, তাহা সকলেই জানেন। গান্ধীজীর নীতি সম্বন্ধে যাঁহার সামান্যতমও সম্পর্ক বা জ্ঞান নাই, তাঁহার মুখে অহিংসার বুলি খুবই বেমানান। বান্দোয়ানে যদি আমরা অরুণ ঘোষের সংযোগীতায় নকুল মাহাতর দলের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিলাম তাহা হইলে উপস্থিত এস, ডি, ও, ডি, এস, পি আমাদিগকে গ্রেপ্তার না করিয়া ছাড়িয়া দিলেন কেন? আর নকুল মাহাতর দলের সদ্য রিনিউ করা বন্দুক লইয়া "গুলি করিয়া দিব" বলিয়া যে আস্ফালন করিতেছিলেন, তাহাতে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের শান্ত সমাহিত ভাব তাঁহাদের কর্ম্মদক্ষতা ও কর্ত্তৃক্ষমতার পরিচয় সন্দেহ নাই এবং নকুল চন্দ্র মাহাতর "আমাদের মাননীয় এস, ডি, ও সাহেব" বলার মধ্যে তাঁহারই ছায়া প্রত্যক্ষ করি। দীর্ঘদিন বিহার সরকারের অন্যায় যজ্ঞে যাঁহারা ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, যজ্ঞাবশিষ্টভোজী, আজ তাঁহারা বাংলার শাসন জীবনে মঙ্গল কার্য্যের পুরোহিতে নিযুক্ত আর—এই বক-ধার্মিকদের গ্রাস হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার দায়িত্ব যাঁহাদের, তাঁহারা আজ ঐ সব অবাঞ্ছিত গুণ্ডা শ্রেণীর লোকের দোসর। বান্দোয়ানের জনগণ কি চায়, এবং তাঁহাদের নিকট নকুল মাহাত ও তাঁহার দলবল কতদূর সম্মানীয় তাহা ঐদিনই উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অরুণ ঘোষ ও আমাদের নিকট কোন অস্ত্রই ছিল না—অপর পক্ষে ছিল বিহার সরকার প্রদত্ত বন্দুক। বন্দুকধারীর দল মুহুর্মুহুঃ 'গুলি করিয়া দিব' বলিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, এই কথা শুনিয়া আমি, অরুণবাবু ও অন্যান্য কর্ম্মীবৃন্দ গুলি খাইবার জন্য তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হই, কিন্তু এই সৎ সাহসের নিকট মুখোমুখী হইবার ক্ষমতা যাহাদের নাই তাহারা ফেরুপালের মত পলাইয়া যাইবে, ইহাতে ফলাও করিয়া লিখিবার কি প্রয়োজন? সত্যকে প্রকাশ করিবার মনোবল যাহাদের নাই—যেন তেন প্রকারেন আত্মপক্ষ সমর্থন করা ছাড়া তাহাদের পথ কোথায়, তাই একটা মিথ্যাকে ঢাকিতে গিয়া শত শত মিথ্যার অবতারণা করিতে হইয়াছে। আমরা জনসাধারণ তথা উপস্থিত কর্তৃপক্ষকে ঐ বিষয়ে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে আহ্বান জানাইতেছি। মিথ্যার আবরণে সত্যের প্রকাশকে আবৃত করা যায় না।

অরুণ চন্দ্র ঘোষকে অন্যায় ভাবে নকুল চন্দ্র মাহাত যে আক্রমণ করিয়াছেন তাহার মূলে আছে বিদ্বেষ, স্বার্থ বুদ্ধি তথা সরকারকে তোষণ করিবার মনোবৃত্তি। নকুল চন্দ্র মাহাতর যদি সাহস থাকে মুখোমুখি ঐ সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন। বান্দোয়ানের জনসাধারণের নিকট নকুল মাহাত একটি অবাঞ্ছিত তৃতীয় শ্রেণীর গুণ্ডা বলিয়া পরিচিত, সংলগ্নেই তাহার সংসর্গ হইতে দূরে থাকে। নকুল মাহাতর আদর কেবল থানাতে, অফিসার মহলে, বিশেষ শ্রেণীর ব্যবসায়ী পট্টিতে, ও ঘাটোয়ালদের আস্তানায়। নকুল মাহাতকে শিখণ্ডি দাঁড় করাইয়া নানারকম কারচুপি চলে থানা অফিসারের, এই রকম বহু শিখণ্ডী আছে, যাহারা একদিন বিহার সরকারের প্রসাদ লাভার্থে বাংলাভাষার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, "আমাদের মাতৃভাষা

হিন্দী" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল, আজ তাহারাই 'প্রকৃত বাঙ্গালী' সাজিয়া বাংলা সরকারের অনুগৃহীত হইয়া সর্ব্ব পদক্ষেপে তাহাদের চিরাচরিত ন্যক্কারজনক কর্ম্ম পথে অগ্রসর হইয়াচলিয়াছে—জনসাধারণ ইতাদিগকে ভাল করিয়াই জানে।

নকুল মহাত কর্ত্তৃক লিখিত প্রতিটি বিষয়ের অবতারণা করিয়া অহেতুক তর্কে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না। সেইজন্য সরকারী বেসরকারী যে কোনভাবে 'কল্যাণ রাষ্ট্রে' নকুল চন্দ্র মাহাত কর্ত্তৃক লিখিত সমস্ত বিষয়ের বিচিত তদন্ত করিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হউক।

উদার ও নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়া প্রকৃত কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্বে, ঐ সমস্ত বিষয়ের তদন্ত ও মীমাংসা করুন—আজ জনসাধারণ সরকারের নিকট ইহাই দাবী করিতেছে।

এই বান্দোয়ান থানাতেই এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যেগুলি শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। লাঠির আঘাতে মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া মস্তিষ্ক বাহির হইয়া মারা গেলেও, মদ খাইয়া মারা গিয়াছে বলিয়া রিপোর্ট দাখিল হয়—আর আসামী অবাধে গ্রামে বিচরণ করিতে থাকে, তাহার কেশাগ্রও অস্পৃষ্ট থাকে—আবার কোন প্রমাণ না পাইলেও নিছক গুণ্ডাদের খাতিরে নির্দোষীদের নামে ১০৭ করা হয়। উর্দ্ধতন পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ যেখানে বুটের আঘাতে অবলা নারীকে ধরাশায়ী করিতে পারে, সেখানে কি আশা করিতে পারা যায়? আমরা এই সরকারের নিকট সুবিচার, ন্যায় বিচার আশা করিতে পারি কি? স্বাধীন দেশের ইতিহাসে এইগুলি কলঙ্ক জনক অধ্যায় হিসাবে লিখিত থাকিবে, ক্ষমতার মোহে যাঁহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না তাঁহাদের ঐ কুর্সীতার গদি তাঁহাদের অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখাইবার প্রয়োজন নাই।

যাহাই হউক আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে ছাড়িব না। যেদিন এই সমস্ত অন্যায়, অসঙ্গত অবিচারের ন্যায় সঙ্গত বিচার হইবে, জনগণের কল্যাণ, জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হইবে, সেই দিনই ভারতবর্ষে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইবে, তাহার পূর্ব্বে নহে।

*

District Purulia.

In the Court of the District Judge of Purulia.

Land Acquisition Reference Case No. 1 of 1958.

Rajani Kumhar & Ors.....Awardees.

NOTICE.

To

The General Public of village Bhiringi, P. S. Neturia, District Purulia.

Take notice that Rajani Kumhar, Jugal Kumhar and Puran Kumhar sons of late Suku Kumhar of village Bhiringi P. S Neturia, District Purulia are claiming the award money exclusively against the order of the Special Land Acquisition Officer, Panchet Hill (South) Division, Purulia in L. A. Case No. 49 of 55-56 and that the Court has fixed the 19th day of July, 1958 for hearing of the same.

You are hereby directed to show cause by the date fixed as to why the prayer of the applicants should not be granted and the money in deposit should not be paid to them exclusively, failing which the case will be heard and determined exparte.

Sd/J-C-Chakravartty.
For District Judge, Purulia

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে আষাঢ় ১৩৬৫—৭ই জুলাই ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

অবিস্মরণীয় ১লা শ্রাবণের চিরন্তনী আহ্বান



লাঞ্ছিত জীবন অপেক্ষা
মৃত্যুই শ্রেয়।

স্বত্ত্যুতে অমৃত যিনি
সেই ঋষি নিবারণচন্দ্রের
পুণ্য স্মৃতি বার্ষিকীর স্মরণীয় দিবসে
আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদনের
অনুষ্ঠান যেন যোগ্যতার সঙ্গে
আমরা পালন করি।

কার্য্যসূচী

(১) ঐ দিন সর্ব্বত্র তাঁর জীবন আদর্শ আলোচনা সভা—গঠনকর্ম্মে দিনযাপন।

(২) পুরুলিয়ায় শিল্প শ্রম নিকটস্থ শ্মশানে প্রভাতে স্মরণ-বেদীতে পুষ্পদান—বৈকালে শিল্পাশ্রমে জনসভা।

—অতুলচন্দ্র ঘোষ

সত্যের অমিত মূল্যে যাঁর পরিচয়—জয় তাঁরি জয়॥

(১২ পৃষ্ঠার পর হইতে)

বঙ্গভঙ্গির পর নাগরিক সংঘের বোর্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পুরুলিয়ায় জলের কলের গুরুত্ব এবং সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করাইয়া এই সহরের সর্বপ্রথম প্রয়োজনরূপে ৪১।০ লক্ষ টাকার এক বিকল্প পরিকল্পনা রচনা করায়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া নাগরিক সংঘের বোর্ড অতি জোর সঙ্গত দাবী করে যে ঐ সাড়ে একচল্লিশ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা রূপায়নের সর্ত হইবে সরকারী সাহায্য ৩০।০ লক্ষ টাকা এবং সরকারী ঋণ ১১ লক্ষ টাকা। এই প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন ছিল—এবং নিঃসন্দেহে সামান্য পরিবর্তন সহকারে গৃহীতও হইত। কিন্তু ইতিমধ্যে পুরুলিয়া পৌরসভায় কংগ্রেস বোর্ড গঠিত হয়। কার্য্য এতদূর অগ্রসর হইবার পরেও কংগ্রেসী চেয়ারম্যান যদি বলেন "বর্তমানে পরিস্থিতি বড়ই জটিল হইয়া পড়িয়াছে" এবং এই ইংগিত করেন যে পুরুলিয়ার জলের কলের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত—তবে তাহা কোনমতেই কংগ্রেসী বোর্ডের কর্মদক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। মাত্র দুই মাস কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই কংগ্রেসী চেয়ারম্যান যদি হাল ছাড়িয়া বসেন তবে বাকী চারি বৎসর দশ মাসে তিনি পুরুলিয়া পৌরসভার অবস্থা কোন্ পর্য্যায়ে লইয়া যাইবেন?

গত নির্বাচনের সময় বর্তমান চেয়ারম্যান সহ বর্তমান কংগ্রেসের কর্মকর্তারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে কংগ্রেসী বোর্ড গঠন করিতে পারিলেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার জলের স্রোতের মত টাকা ঢালিয়া পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটিকে ভাসাইয়া দিবেন। কিন্তু মজুমদার মহাশয় ভোটে জয়লাভের পর এখন নির্বিবাদে বলিতেছেন—"সম্প্রতি সরকারী সাহায্য পাইবার কোন আশা নাই।" এই অবস্থায় ইঁহাদের কথা ও প্রতিশ্রুতির উপর কতদূর আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে জনসাধারণই তাহা বিচার করিবেন।

অশোক চৌধুরী
সম্পাদক, নাগরিক সংঘ।

—*—

UNIQUE OPPORTUNITY.
Phonetic Commercial Institute.
Purulia and Raghunathpur
(July Session)

Admission going on in Shorthand, Typewriting (English & Hindi), Telegraphy (Railway & Postal standard), A. S. M's Course, Book keeping etc. Lodging available with moderate charge. 95% of the passed students from this branch getting appointments both in Govt. & Railway Offices every year.

Apply with Eight NP. to the Principal. Phonetic Commercial Institute, **Po Purulia**. Seats limited.

ঋষি নিবারণ হোমিও ক্লিনিক

পুরুলিয়া পোষ্ট অফিসের মোড়ে (সর্ব্বজন বরেণ্য ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে) উপরোক্ত নামে নূতন হোমিও প্যাথিক ডিস্পেন্সারী খোলা হইয়াছে।

এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা রোগী চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এবং বিশুদ্ধ হোমিও প্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, বাক্স, ব্যাগ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে। সকলের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

চুন

বাড়ী ঘর তৈয়ারীর জন্য এবং চুনকামের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর "১নং ঘুসিক" চুন সুলভে পাইতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীখাঁদু বাউরী
চাটানীপাড়া, পুরুলিয়া

মুক্তি

২২শে আষাঢ়, সোমবার

ধাপ্পাবাজির প্রতিযোগিতা

গত ২৯শে জুন হইতে কলিকাতা নগরীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসী রাজনৈতিক সম্মেলনের দুইদিন ব্যাপী অধিবেশন হইয়া গেল। এই সম্মেলনের সভাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী বোম্বাইয়ের শ্রী এস, কে, পাতিল এবং তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ—তিনি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনে আর একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রী খান্নাও উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন বক্তৃতায় শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ বলেন—"বাংলায় আগমনকে আমি তীর্থযাত্রা বলিয়া মনে করি। বাংলাই ভারতের নব জাগৃতির জন্মভূমি। বাংলা শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নহে; সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেও বাংলার কীর্তি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এখনও করিতেছে। বাংলার ঋষি, দেশ প্রেমিক এবং শহীদগণ সর্ব প্রথম স্বরাজের জন্য সংগ্রামের প্রেরণা দিয়াছিলেন। তাহাদের প্রচেষ্টার ফলেই দেশ নিদ্রা হইতে জাগরিত হয় এবং স্বরাজের জন্য সংগ্রাম করিতে সুরু করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উহা অর্জন করিতে সক্ষম হয়।"

পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থের তীর্থভূমি—ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত এই বাংলা দেশ! বিশদ আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্বে একটী ছোট ব্যাপারের কথা বলি। স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লী। দিল্লী লোক সভার অধিবেশন যে ভবনে হয় তাহারই সঙ্গে যুক্ত একটী বড় হল আছে তাহাকে সেন্ট্রাল হল বলা হয়। যখন লোক সভা ও রাজ্য সভার যুক্ত অধিবেশন হয় তখন এই হলেই হয়। ভারতের পার্লিয়ামেন্টের এই হলটীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দের বড় বড় অয়েল পেন্টিং ছবি সজ্জিত। এই সেদিনও সর্দার প্যাটেলের ছবি টাঙানো হইল এবং ইহার unveiling ceremony অর্থাৎ আবরণ উন্মোচন উৎসবে আবরণ উন্মোচন করিলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ। কিন্তু এই হলে—পন্থজীর তীর্থভূমি, তাহার উচ্ছসিত ঘোষণাপ্লুত নব জাগৃতির জন্মভূমি—একমাত্র বাংলা দেশেরই কোন নেতৃবৃন্দের কোন আলেখ্য নাই। সেখানে মতিলাল নেহেরু আছেন, লালা লাজপত রায় আছেন, দাদাভাই নৌরজী আছেন—ইহাদের থাকাই উচিত ইহারা সকলেই ভারতের গৌরব—কিন্তু স্বাধীনতার পরে এই দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে পন্থজীর তীর্থভূমি বাংলার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্থানও অন্ততঃ কেন সেখানে হয় নাই—তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? বড় বড় ঘটনা অপেক্ষা দৃষ্টতঃ ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিই সত্যকে যথার্থভাবে প্রকাশ করে।

অতঃপর বাংলা দেশেরই বুকের উপর বসিয়া পন্থজী বাঙ্গালীকে শুনাইলেন যে—জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী যে সত্য ও অহিংসার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, কংগ্রেস সেই মহান্ আদর্শ হইতে কখনই বিচ্যুত হইবে না। শান্তি এবং দুর্বলতমের উত্থানই কংগ্রেসের লক্ষ্য।

একটী ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি। লোক সভায় সীমা কমিশনের রিপোর্ট অথবা রাজ্যপুনর্গঠনের ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হইতে যাইতেছে।- পন্থজী তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেন্সাস বা আদমসুমারীর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এবং সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধীনে। বাংলার ন্যায্য দাবীকে অন্যায়ভাবে ব্যাহত করিয়া সীমা কমিশনের সীমাবদ্ধ সুপারিশকেও বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্বের উদারতায় খণ্ডিত করিয়া যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাকেও লোক সভায় আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিনের প্রাক্কালেই এই স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক সরকারী ভাবে সদ্য প্রকাশিত 'ল্যাঙ্গোয়েজ হ্যাণ্ডবুক' নামে একখানা সরকারী বই লোক সভার প্রত্যেক সভ্যের নিকট সরকারীভাবেই বিতরিত হইল। তাহাতে কেবল মানভূমের ভাষা সম্বন্ধে আদম সুমারীর তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী গ্রামের ভাষা কি তাহা তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে 'মানভূমের বাংলাভাষীর সংখ্যা শতকরা ৩০ জনের বেশী নয়। এখানে গ্রামের পর গ্রামে কোথাও বাংলাভাষার অস্তিত্ব নাই।'

উদাহরণ স্বরূপ তদানীন্তন লোক সভার সদস্য শ্রীভক্তহরি মাহাতর গ্রাম জিতানের পরিসংখ্যান দিয়া দেখান হইয়াছে—এ গ্রামে একটিও বাংলা ভাষী নাই। স্বরাষ্ট্র দপ্তর হইতে প্রকাশিত এই প্রামাণ্য বইখানা আমাদের কাছে এখনও আছে। পুরুলীয়া তীর্থভূমি বাংলা দেশের সত্যকার দাবীকে অসত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুরুলীয়া এই যে সত্যের প্রয়োগ—তাহা একদিকে যেমন অহিংসার পূত স্পর্শে পুরুলীয়া প্রেমের ধারাকে শুদ্ধ ও স্বচ্ছ করিয়া বাংলার হৃদয় মরুকে তরঙ্গায়িত করিয়াছে, আর একদিকে তেমনি কংগ্রেসী সত্যের সাধনাকে রূপায়িত করিয়া ধ্রুব তারার মতো কংগ্রেসী শাসন ও সংগঠনকে পথ নির্দেশ করিতেছে! একটী বিস্মৃতপ্রায় অতিক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র! প্রেমের স্নিগ্ধ ছায়ায় সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত অহিংসার পথে পুরুলীয়া যে নৈবেদ্যর সম্ভার লইয়া তাহাদের তীর্থভূমিতে আসিয়াছেন ইহা তাহারই মধ্যে একটী ক্ষুদ্র তণ্ডুল কণিকা মাত্র। পূর্ণ সম্ভারের ভারে তীর্থ দেবতারা বিপর্যস্ত প্রায়। তাই পুরুলীয়া বরীয় সতীর্থ পরিবৃত হইয়া বাংলার বুকে বসিয়া তীর্থভূমির এই বিরাট ধাপ্পা দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না।

গত দশ বৎসর যাবত কংগ্রেসের সত্য ও অহিংসার সাধনার পরিচয় দেশবাসী পাইয়াছে এবং পাইতেছে। স্বাধীনতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের লক্ষ্য পরিবর্তিত হইয়া 'সোস্যালিষ্টিক প্যাটার্ণ' হইয়াছে—এই ধাপ্পার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সত্য ও অহিংসারও রূপের পরিবর্তন ইহারা যে কি ভাবে করিয়াছেন তাহার পরিচয় তাহাদের 'তীর্থভূমি' বাংলা দেশ সম্বন্ধে তাহাদের আচরণ! বাংলা মর্মে মর্মে ইহা উপলব্ধি করিতেছে।

সভাপতি যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রী পাতিল তাঁহার ভাষণে ঘোষণা করিয়াছেন যে,"আগামী ২৫ বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস ছাড়া ভারতের কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।" এবং 'পশ্চিম বঙ্গও যে কংগ্রেসের সহিতই থাকিবে' ইহা তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আশা হয়ত পোষণ করা যায় কিন্তু ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। কংগ্রেসের প্রতি দেশবাসীর যে আস্থা বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে তাহা কথার ভাঁওতায় ফিরাইয়া আনিবার প্রচেষ্টায় ইহারা আবোল তাবোল বলিতে সুরু করিয়াছেন। অন্ততঃ বাংলা দেশে কংগ্রেসের নেতৃত্ব যে সংকটের সম্মুখীন সে আশঙ্কা ইহাদের সকলের ভাষণেই সুপরিস্ফুট।

কংগ্রেস যে ক্ষমতার আসনে এখনও অধিষ্ঠিত তাহা কংগ্রেসের কার্য্য দক্ষতার জন্য নয়—দেশে কোন বিকল্প নেতৃত্ব নাই বলিয়াই। দেশের অন্তরে কংগ্রেসের স্থান নাই—তাহার স্থান একমাত্র দেশের কায়েমী স্বার্থবাদী ও সমাজ বিরোধী সমাজে। যে মুহূর্ত্তে দেশবাসীর সামনে কোন বিকল্প নেতৃত্ব দেখা দিবে সে মুহূর্ত্তেই কংগ্রেস ধূলিসাৎ হইবে। এই বিকল্প নেতৃত্ব ধীরে ধীরে প্রসারিত হইতেছে এবং তাহার পথ কংগ্রেসই তৈরী করিয়া দিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলনে—পণ্ডিত পন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মেলনের সভাপতি, প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য যাহারাই বক্তৃতা দিয়াছেন তাহারাই কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে দেশবাসীকে সাবধান করিয়াছেন—পরিসংখ্যান ও তথ্য দ্বারা। তাহারা ইমরে নাজের হত্যাকাণ্ড—গণতন্ত্রের বিপদ প্রভৃতি উদাহরণ দ্বারা কম্যুনিষ্টদের হেয়তম প্রতিপন্ন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। ক্ষমতায় যাহারা অন্ধ থাকে তাহারা বাস্তব সত্যটা উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই একটা মিথ্যা আত্মপ্রসাদ তাহাদের ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীডেবর কিছুদিন পূর্বে এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে—"ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল ও ভারতীয় জনসংঘ দল ক্রমশঃই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে; জনগণের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি তাহাদের দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।" ইহার কারণ কি? ১৯৫৭ হইতে ১৯৫৮ পর্য্যন্ত বাস্তব ক্ষেত্রটা একবার অনুধাবন করিয়া দেখ! কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া দেশের দুর্দশা, অত্যাচার, অবিচার, পীড়ন শোষণ, দুর্নীতি যতই বাড়াইয়া চলিয়াছে—কম্যুনিষ্টরা ততই তাহার সুযোগ লইয়া প্রভাব বাড়াইতেছে এবং বাড়াইবে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের দাবী বেশী নয়। সামান্য খাওয়া পরা, একটু সুবিচার, তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট—শান্তিতে থাকিতে চায়—না হইলে, কংগ্রেস যে অবস্থায় দেশকে আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাতে—দেশের

জনসাধারণ যদি ইউরোপের কোন দেশের মতো 'মিলিটেন্ট' অর্থাৎ লড়ুয়ে স্বভাবের হইত তবে আজ কংগ্রেসকে উৎখাত করিয়া ছাড়িত। কিন্তু ভারতের জনসাধারণের এই নিম্নতম প্রয়োজনগুলিরও ব্যবস্থা তো এই দশ বৎসরে কংগ্রেস করিতেই পারে নাই তাহা ছাড়া ক্রমাগতই তাহাদের জীবনটাকে তাহারা অতিষ্ঠ করিয়া ছাড়িতেছে। শুধু বক্তৃতা করিলেই তো হইবে না—কোন ক্ষেত্রেই কি দেশের লোকের কোন সুরাহা আছে? কংগ্রেসের এমন অবস্থা হইয়াছে যে—ইহাদের হিতৈষী-রূপেও যদি কেহ সদ্‌যুক্তি দেয়—চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয় তাহা হইলেও ইহারা তাহার সে কথা শুনিবে না। কংগ্রেস দেশের মধ্যে তাহাদের কার্য্য দ্বারা নিজেদের সম্বন্ধে কেবল 'নিগেটিভ' ক্ষেত্রই প্রস্তুত করিয়া যাইতেছে—কম্যুনিষ্টরা তাহাকে তাহাদের 'পজিটিভ' কাজে লাগাইয়া প্রভাব বাড়াইতেছে। ইমরে নাজেকে রাশিয়া কোতল করিল কি শিরোপা দিল—বেরিয়া ম্যালেনকভের কি হইল না হইল—রাশিয়ায় কোন্ অপরাধে কাহার মাথা কাটা যায় কি যায় না তাহা লইয়া দেশের লোক মাথা ঘামায় না— বোঝেও না এবং কমিউনিষ্টদের বিচারও করে না। 'জনসংঘের' ক্ষেত্রেও তাহাই বলা যায়। ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী। কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্মেণ্টের শক্তি ও ক্ষমতা সেখানে কেন্দ্রীভূত। সমস্ত ক্ষমতা লইয়া সেখানে কংগ্রেস করপোরেশনের নির্বাচনে লড়িল—জনসংঘ সেখানে কংগ্রেসকে পর্য্যুদস্ত করিল। কেন? দেশের লোক যদি বিভ্রান্তই হয় তবে—উহাদের অপপ্রচারের ফলে বিভ্রান্ত হয় না কংগ্রেসের অপকার্য্যের ফলেই তাহারা বিভ্রান্ত হইতেছে, হইবে। ধাপ্পাবাজির কেরামতিতে তাহা রোধ করা যাইবে না।

বাংলা দেশেই আসা যাক্। পুরুলীয়া তীর্থভূমি বাংলা! পুরুলীয়া কি বাঙ্গালীকে উপহাস করিয়াছেন? রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে ও অন্যান্য ব্যাপারের কথা অনেক বলা হইয়াছে। এই প্রাদেশিক সম্মেলনে 'ফারাক্কা' বাঁধ সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাবই ধরা যাক না কেন? বর্ত্তমানে বাংলার জীবনের সঙ্গে ফারাক্কা বাঁধ অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ইহাকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই—কেন? পাকিস্তানের বিরোধ পাঞ্জাবের ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ সম্বন্ধেও ছিল—কিন্তু তাহা হইতেছে; তবে ফারাক্কা বাঁধ সম্বন্ধে পাকিস্তানের অজুহাত কেন উঠে? বাংলার মন্ত্রীরাই এই সম্মেলনে বলিলেন পাকিস্তানের অজুহাত খাটে না সে পথ পরিষ্কার আছে; শ্রীপাতিল বলিলেন বুঝিতেছি ইহা খুবই দরকারী—তবে পাকিস্তানেরই বাধা। এখন কাহার কথা সত্য বলিবে? আসল কথা কেন্দ্রীয় সরকার চাহে না—অথচ বাংলাকে ধাপ্পা দিতে হইলে ইহার প্রয়োজনকে কথায় খাটো করা চলিবে না। প্রস্তাব হইল —সকলে হাততালি দিলেন; কংগ্রেসী এম, পি শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় বলিলেন—"শ্রীপাতিল ফারাক্কা বাঁধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কবে পর্য্যন্ত এই বাঁধ নির্ম্মাণের কাজ সুরু হইবে, তিনি সে সম্পর্কে কিছু বলেন নাই।" রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিমল সিংহ বলিলেন—'কেন অবিলম্বে এই বাঁধ নির্ম্মাণের কাজ সুরু হইতেছে না? এ ভাবে বিলম্ব হইলে—শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর দুর্দশা ও ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া যাইবে না কি?" প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কিন্তু বলিলেন—"শ্রীপাতিলের আশ্বাস বাণীতে তিনি আনন্দিত হইয়াছেন।" ফারাক্কা বাঁধ এই খানেই শেষ হইল! কেন্দ্রীয় সরকার পাকা বুরোক্রেট; রাজনীতিক প্রয়োজনে আশ্বাস দেয়, কিন্তু কাজ করে না। বাংলার দাবী সম্বন্ধে বঙ্গীয় কংগ্রেসের ও বাংলা গবর্মেণ্টের সীমা কমিশনের কাছে মেমোরাণ্ডাম, বঙ্গীয় বিধান সভার প্রস্তাবগুলি তাহার প্রমাণ। এই সব প্রস্তাব ইহারা ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দেয়। সক্রিয় লড়াই করিলে—কিছু করিতে বাধ্য হয়। ফারাক্কা বাঁধ লইয়া আমরা বলিয়া রাখিলাম—সক্রিয় আন্দোলন ছাড়া কিছু হইবে না এবং কংগ্রেস সরকার তাহা দাবাইবারই চেষ্টা করিবে। বাংলা দেশে প্রভাব বাড়িবে কার?

সম্মেলনে বেকার সমস্যা লইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইল। বিধান সভায় বিরোধী সদস্য শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তি বাংলার শিল্পক্ষেত্র হইতে বাঙ্গালী বিতাড়নের অভিযান বর্ণনা করিয়াছিলেন কাহারও বলিবার কিছু থাকে না— কিন্তু কোন টনকও নড়ে না। এই সম্মেলনে কংগ্রেসী এম, এল, এ শ্রীআনন্দ গোপাল মুখার্জি, শ্রীবিনয় সরকার প্রভৃতি সংখ্যা পরিসংখ্যান দিয়া দেখাইলেন সরকারী

কারখানার দুর্গাপুরে বাঙ্গালীর স্থান নাই—যে সব বাঙ্গালীরা দুর্গাপুরে জমি দিয়াছে—তাহারাও বিতাড়িত। বাঙ্গলায় অবাঙ্গালী কারখানা হইতে বাঙ্গালী বিতাড়িতই হইতেছে নেওয়ার কথা দূরে থাকুক। বার্ণপুরে বাঙ্গালীর স্থান নাই—ভয়াবহ বেকারত্ব বাংলাকে গ্রাস করিয়াছে। উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি বলেন—বাঙ্গালীরা শ্রমবিমুখ ইহা একটা মিথ্যা কলঙ্ক—তাহারা শ্রমবিমুখ নয়। কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলিলেন—"যদিও বাঙ্গালীরা শ্রমসাধ্য কাজ করিতেছে কিন্তু তাহাতে ইহা বুঝা যায় না যে, তাহারা শ্রমবিমুখ নহে। অধিকন্তু তাহারা কি শিল্পপতিদের এই গ্যারাণ্টি দিতে পারেন যে—এমন সন্তোষজনকভাবে কাজ করিবেন যাহাতে শিল্পপতিদের মুনাফা অব্যাহত থাকিবে?" এ বিষয়ে তিনি আরও বলেন যে—"বাংলার যুবকেরা কি এই আশ্বাস দিতে পার যে—তোমরা শিল্প সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে হয়রাণ করিবে না এবং তাহারা যাহাতে সন্তুষ্ট হয় এমনভাবে কাজ করিয়া যাইবে? যদি ইহা বলিতে পার তবেই তোমাদের দাবী শিল্পপতিরা স্বীকার করিতে পারে।" এইখানেই বাংলার বেকার সমস্যার সমাধি হইয়া গেল! যে কটি বাঙ্গালী এখনও কলকারখানায় কাজ করিয়া খাইতেছে—অবাঙ্গালী মুনাফাখোরেরা তাহাদেরও তাড়াইয়া দিয়া, শ্রীঅতুল্য ঘোষের ঘোষণাটি পড়িয়া শুনাইয়া দিবে।

বিহারে সমস্ত কলকারখানায় বিহার সরকারের সারকুলার আছে—একটা নির্দিষ্ট হারে বিহারিদের কারখানায় লইতেই হইবে—বিহারের স্থায়ী অধিবাসী কোন বাঙ্গালীও এই সারকুলারের আওতায় পড়ে না। কিন্তু এজন্য বিহারের অধিবাসীদের কোন গ্যারাণ্টি দিতে হয় না—সেকথা বলিবার সাধ্যও কাহারও নাই। বাংলার বেলাতেই বাংলার কংগ্রেস সভাপতি গ্যারাণ্টি দাবী করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান করেন! বিহারে টাটায় ধর্মঘট হয়, কানপুরে ধর্মঘট হয়, বোম্বাই, মাদ্রাজে সর্বত্রই ধর্মঘট হইয়াছে ও হইতেছে—কোন জায়গাতেই কংগ্রেস সভাপতি সেই প্রদেশের যুবকদের বিরুদ্ধে শিল্পপতিদের হয়রাণ করিয়াছ অভিযোগ আনিয়া তাহাদের নিকট গ্যারাণ্টি চাহেন না যে—শিল্পপতিদের 'গ্যালি গ্লেভ' অর্থাৎ ক্রীতদাস না হইলে তাহারা কাজ পাইবেন না। একমাত্র বাংলার কংগ্রেস সভাপতিই বাংলার যুবকদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আরোপ করিয়া তাহাদের কলঙ্কিত ও বঞ্চিত করিবার সাহস করেন! তাহাদের কাছে গ্যারাণ্টি চাহেন! ক্রীতদাস না হইলে তোমরা উপায় করিয়া মর! দোষ তোমাদের। বাংলার বেকার সমস্যার কি অপূর্ব সমাধান! পন্থজী এই বাংলাকে তীর্থভূমি করিবেন না তো—আর কোথায় করিবেন?

এখন এই সব বেকাররা যায় কোথায়? ফ্যাক্টরিতে ইহাদের লওয়া হইবে না, যাহারা আছে তাহাদেরও তাড়ান হইতেছে—এবং আরও তাড়াইবার পথ বাংলার কংগ্রেস সভাপতিই খুলিয়া দিতেছেন। হাজার হাজার ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া পড়িতে চাহিলেও কলেজে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না—শিক্ষার ব্যয় ক্রমশঃ বাড়িতেছে সাধ্যের বাহিরে যাইয়া পড়িতেছে। রিফিউজিদের ইহাদের সহিত যোগ করিতেছি না—কিন্তু তাহারা ছাড়াই যে হাজার হাজার যুবককে—ব্যবস্থা সম্ভব সত্ত্বেও বেকার করিয়া রাখা হইতেছে—কেবল 'অবাঙ্গালী শিল্পপতিদের অন্যায় স্বার্থে,—তাহারা যাইবে কোথায়—করিবে কি? তাহারা বরমাল্য লইয়া কংগ্রেস সভাপতিকে অভ্যর্থনা করিবে—না শেষ চেষ্টা স্বরূপ পোষ্টার লইয়া রাস্তায় স্লোগান দিবে? প্রভাব বাড়িবে কার?

ক্ষমতায় অন্ধপ্রায় হইয়া প্রাসাদের উচ্চ কক্ষ হইতে নীল চশমা পরিয়া মাটির দিকে তাকাইলে আলো ও ছায়ার পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। বাংলার অন্তরে যে দহন তোমরাই সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছ পন্থজী বা শ্রীপাতিলকে পুরোধা করিয়া বাংলার কাহারও ধাপ্পায় তাহা সিক্ত হইবে না। আজ যাহা ক্ষুদ্র, উপেক্ষনীয়, অতিক্রম্য ও বিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হইতেছে—কাল তাহা যে সর্বগ্রাসী হইয়া ঐ প্রাসাদের ভিত্তিমূলকে উৎখাত করিবে না—একথা অস্বীকার করিবার মতো স্পর্ধা ইতিহাসে তাহারাই করিয়াছে—যাহারা নিজেদের উৎসাদনের পথ নিজেরাই সৃষ্টি ও অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে। কে বলিতে পারে—আজিকার এই ক্ষুদ্র পশ্চিম বাঙ্গলাই কংগ্রেস নেতৃত্বের উচ্ছেদের পুরোধা হইয়া সত্যই ভারতের জনগণের প্রকৃত মুক্তির দ্বার খুলিয়া দিবে কিনা? সেদিন বাংলা সত্যই নূতন করিয়া ভারতের জনগণের তীর্থে পরিণত হইবে। ইহা পঁচিশ বছরে হইবে কি পাঁচ বছরে হইবে তাহা ভবিষ্যতই নির্দ্ধারণ করিবে।

কৃষি বিষয়ে সরকারী দৈন্যের নগ্নরূপ

এ জেলার প্রতি সরকারী কৃপার নমুনা

দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবচেয়ে লক্ষ্য কম

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিগত ১৮ই জুন লোক সেবক সংঘের সদস্য শ্রীলেটু মাঝি নিম্নলিখিত বক্তৃতা দান করেন:—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়!

আজ আমাদের দেশের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা—অর্থনৈতিক সংকট। এবং তার সমাধান সম্ভব - দ্রুত কৃষির উন্নতি বিধানের মধ্যে। বড় বড় বহু অফিসার নিয়োগ করে বা কতকগুলি বিভাগ খুলেই কৃষির উন্নতি হবে না। কৃষির উন্নতির জন্য চাই যথার্থ পরিকল্পনা, সত্যকার কাজের আয়োজন, ব্যাপক গণ সংযোগ, উপযুক্ত সেবক, কার্যকরী ব্যবস্থা। কিন্তু দুঃখের বিষয়—সরকারী কৃষি প্রচেষ্টায় তার কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

এবিষয়ে আমাদের জেলার কথাই বলি। হয়ত বলবেন—পুরুলিয়া জেলা নতুন জেলা, এখনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আধিক সমস্যা বা কৃষি সমস্যা জরুরী ব্যাপার। প্রায় দুবছরে কিছুই করা হোল না। তাহলে কত ত্রুটি ঘটছে! যুদ্ধের সময়ের গতিতে এই কাজ হওয়া উচিত। জাতির মরা বাঁচার প্রশ্ন।

যথার্থ কৃষিব্যবস্থার জন্য—নতুন দৃষ্টিভঙ্গী চাই। কায়েমী স্বার্থ পরিহার করা চাই। এই সরকারের কাছে তা আশা করা যায় না।

যথার্থ কৃষি ব্যবস্থার জন্য চাই কি? চাই (১) সমবেত কৃষির প্রসার। (২) নূতন ভূমি ব্যবস্থা। (৩) সমবায় প্রথায় লেন দেনের বহুল প্রসার (৪) এর জন্য জনগণের মধ্যে উদ্যোগ সঞ্চার (৫) জনগণের ভেতর থেকে লক্ষ লক্ষ কৃষি সেবক। (৬) যথার্থ পঞ্চায়েতী কৃষি শাসন। (৭) জনশক্তিতে জঙ্গল রক্ষা। (৮) অগণিত ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা। (৯) কৃষি বিষয়ে বিরাট গণশক্তির আয়োজন।

কিন্তু সরকারের সে গণ সংযোগও নেই—সে দৃষ্টিভঙ্গীও নেই। সরকারের কাছ থেকে নিতান্ত সাধারণ ব্যবস্থা—তাও আমরা কিছুই দেখছি না। (১) উন্নত ভাল বীজ আমরা কিছুই পাচ্ছি না (২) কৃষি প্রচারের কোনো ব্যবস্থাই নেই। (৩) সার প্রভৃতি কৃষি উপকরণ কিছুই যাচ্ছে না। (৪) উপযুক্ত ব্যাপক কৃষিঋণ নেই। (৫) উপযুক্ত ব্যাপক সেচের ব্যবস্থা নেই। (৬) পাম্প সংগ্রহতা বলতে কিছু নেই। কৃষি বিভাগ নামে মৃতপ্রায় একটা কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। কৃষি বিষয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাও সরকারের অসামর্থ্যেরই পরিচয়। সুতরাং এই কৃষি কাজের জন্য আমরা কি সমর্থন জানাতে পারি?

চাউল ও ধান বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স লইতে হইবে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে—যে ব্যক্তি এক চটক বা পরিবারস্থ লোক, মজুর, আধিয়ার, বর্গাদার বা ভাগীদারের সাহায্যে চাষ করে সে যদি একবারেই ১০০ মণ বা অধিক ধান বা চাল বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখে তবে তাহাকে তাহার জন্য লাইসেন্স লইতে হইবে। লাইসেন্সের জন্য ৬৲ টাকা ফি দিয়া খাদ্য এবং সরবরাহের সাবডিভিজনাল কণ্ট্রোলারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

সীমান্ত জিলাগুলিতে (যেমন পুরুলিয়া) যদি কোন চাষী দশমণ বা অধিক ধান চাউল একবারে বিক্রয় করিতে চায় বা বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখে তবে তাহাকেও লাইসেন্স লইতে হইবে। এই ব্যাপারে এস, ডি ওর, অফিস, কণ্ট্রোলারের অফিস বা স্থানীয় খাদ্য ইন্সপেক্টারের নিকট লাইসেন্স ব্যাপারে সমস্ত জানা যাইবে।

অর্থনৈতিক জীবনে নিতান্ত অনুন্নত পুরুলিয়া জেলার জন্য

শিল্প প্রসারেরও সরকারী চেষ্টা নাই !!

জেলার ভাগ্য আজ এই সরকারের হাতে!

যথার্থ পরিকল্পনা ও চেষ্টার অভাবে উন্নয়নের অর্থের অবাধ অপব্যয়

লোক সেবক সংঘের পক্ষে আইনসভা সদস্য শ্রীলেতু মাঝি বিগত ২১শে জুন শিল্প বিষয়ে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন: -

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়!

দরিদ্র এই কৃষিপ্রধান দেশে দ্রুত কৃষির উন্নতির সঙ্গে,—শিল্পের উন্নতি—বিশেষ ক'রে কৃষিজাত দ্রব্যের শিল্পের উন্নতি করার প্রয়োজন ছিল। অন্যান্য অনেক অনুন্নত স্বাধীন দেশ আজ প্রাণপণ চেষ্টায় উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু আমাদের এখানে উন্নতির কাজ লালফিতের গতিতে চলেছে।

আমাদের দেশে ব্যাপক ও বিরাট শিল্প প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ যেখানে শিল্পের অনুকূল ক্ষেত্র সেখানে এই চেষ্টার আরো দরকার ছিল। পুরুলিয়া এই রকমই এক জায়গা। এখানে কয়লা আছে, লৌহ কাছেই আছে, এদেশ খনির দেশ। তাছাড়া পুরুলিয়ার কৃষি সমৃদ্ধ নয়, কৃষির ভূমি অনুর্বর। পুরুলিয়া আর্থিক বিষয়েও খুবই অনুন্নত। বিহার সরকারও একে নিদারুণভাবে শোষণ করে গেছেন। তাছাড়া, মানভূম খণ্ডিত হয়ে পুরুলিয়ার আজ অশেষ দুর্গতি হয়েছে। সুতরাং এর জন্যে দ্রুত শিল্পের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। শিল্পনগরী পত্তনেরও এখানে বহু জায়গা রয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় গত প্রায় দুবছরে কিছুই করা হোল না কারণ জরুরী অবস্থার উপলব্ধি নেই। দ্রুততার সঙ্গে কাজ করবার প্রাণশক্তি নেই। সে পরিকল্পনা নেই। এবিষয়ে জনসাধারণের সঙ্গে যোগও নেই।

এই প্রসঙ্গে উন্নয়ন কাজের বিষয়ে দু এক কথা বলি। উন্নয়নের নামে এ পর্যন্ত আমাদের জেলায় যা সামান্য সামান্য হচ্ছে—দেশের স্থায়ী ভবিষ্য উন্নতির দৃষ্টিতে তা নিতান্তই অকেজো। উন্নয়নের এই সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে শিল্প উন্নয়নের আর কি ব্যবস্থা হতে পারবে জানি না। তবে শিল্প বিভাগ আমাদের জেলার জন্য কোনো আশা দিতে পারেন নি। সেজন্য এই বিভাগের দাবীর প্রতি আমাদের কোনো সহানুভূতি নেই।

পঞ্চায়েতের মীমাংসা

পুঞ্চা থানার রঘুড়ি ও জয়পুর এই দুইটি গ্রামের বহু লোকের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত মনোমালিন্য ও বিবাদ চলিতেছিল। এই উপলক্ষে মামলা মোকদ্দমা ও শেষ পর্য্যন্ত গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দেয়।

এ বিষয়ে মেট্যালার লোক সেবক কর্ম্মী শ্রীগিরীশ চন্দ্র মাহাতর উদ্যোগে ও পুঞ্চা থানার জমাদারবাবুর চেষ্টায় দুই পক্ষই পঞ্চায়েতের বিচারে মীমাংসা করিয়া লইতে সম্মত হন। গত ২৯শে জুন রঘুড়ির স্কুল প্রাঙ্গণে দুই পক্ষেরই মনোনীত ২১ জন ব্যক্তি লইয়া গঠিত এক পঞ্চায়েত বিচারের জন্য সমবেত হন। সমস্ত বিষয় আলাপ আলোচনা ও তদন্তের পর এই দীর্ঘকালের বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায়। স্থানীয় চতুষ্পার্শ্ববর্তী বহু বিশিষ্ট ও গন্যমান্য ব্যক্তিগণকে লইয়া এই পঞ্চায়েত গঠিত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই ইহার মীমাংসার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেন। স্থানাভাবে সকলের নাম দেওয়া সম্ভবপর হইল না।

একটি আশার আলো

এই পঞ্চায়েতের বিচার উপলক্ষে একটি ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীকুড়ীরাম মাহাত ঐ গ্রামেরই একটী টোলার অধিবাসী। গরীব লোক কিছু কাঠের কাজ জানে—পরিশ্রম করিয়া দিন চালায়। একটী গাছের ব্যাপার লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। পুলিশ তদন্তের জন্য আসে। গ্রামস্থ বহুলোক ঐ ব্যাপারে একমত হইয়া ঘটনার সম্বন্ধে যাহা বলে—কুড়ীরাম নির্ভীকভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা সত্য তাহা বলে। ইহার জন্য তাহাকে বহু নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। তাহাকে ষোলআনা বয়কট করিয়া রাখে। কিন্তু সে দমে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে—কোন সাহসে সে এমন কাজ করিল। সে বলিল—তাহার বৃদ্ধ বাবা মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বলিয়াছিলেন যে—"কুড়ীরাম, কোন লোকের ক্ষতি করিও না আর কখনও মিথ্যা কথা বলিও না।" সে তাহা আজীবন পালন করিয়া আসিতেছে।

দেশে আলো ইহারাই জ্বালাইয়া রাখিয়াছে।

পুরুলিয়া পৌরসভার কংগ্রেসী চেয়ারম্যানের বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের স্বরূপ

পুরুলিয়া পৌরসভার নব নির্ব্বাচিত কংগ্রেসী চেয়ারম্যান শ্রীসুধীর কুমার মজুমদার "পুরুলিয়ার বর্ত্তমান পৌরসভা সম্বন্ধে করদাতা তথা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা—" শীর্ষক এক ইস্তাহার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচার করিয়াছেন। পৌরসভার প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে তিনি যে আসন অধিকার করিয়া আছেন তাহা বিশেষ সম্মান ও দায়িত্বের আসন; সুতরাং পৌরসভার সমালোচনা বা ভবিষ্যৎ কর্মধারা সংপর্কে তিনি যে সকল উক্তি করিবেন তাহা যুক্তিপূর্ণ ও দায়িত্বসম্পন্ন হইবে নাগরিকগণ ইহাই আশা করেন। কিন্তু দায়িত্বশীল পদের প্রথম অবদান রূপে সহরবাসীর আস্থা ও আশা তিনি কি পরিমাণে ও কি ভাবে রক্ষা করিবেন তাহার যে সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন—তাহাতে পৌর সভার ভবিষ্যৎ কার্য্যধারা সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত ও আশংকিত হইতে হয়। কারণ, প্রথমতঃ, ইস্তাহারটি অসত্য, অর্দ্ধসত্য এবং নির্জ্জলা মিথ্যার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ এবং আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি যে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের যূপকাষ্ঠে তিনি সত্যকে এবং পৌর সভার স্বার্থকে বলি দিয়া তাঁহার কার্য্যারম্ভ করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, পৌর সভার দায়িত্ব গ্রহণের সংগে সংগে তিনি নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভংগ করিবার ইংগিত এবং বর্ত্তমান বোর্ডের অকৃতকার্য্যতার তথা অক্ষমতার সুর গাহিয়া রাখিলেন।

সত্যের খাতিরে, উপরোক্ত ইস্তাহারের মাধ্যমে কংগ্রেসী চেয়ারম্যান জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি।

নূতন চেয়ারম্যান অভিযোগ করিয়াছেন যে গত ৫ই মে তারিখে বোর্ডের কার্য্যভার গ্রহণের সময় পৌর সভার তহবিলে মাত্র ৬০৫২৲ টাকা মজুত থাকিলেও ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ৬৯৩১ টাকা ৯৯ নয়া পয়সার চেক কাটিয়া যান। কিন্তু, কংগ্রেসী চেয়ারম্যান মহোদয় সামান্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া ট্রেজারীতে অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে সেদিন অর্থাৎ গত ৫ই মে তারিখে ট্রেজারীতে পৌর সভার মজুত তহবিলের পরিমাণ (Treasury Balance) ছিল ১৪৭১০ টাকা ৪৬ নয়া পয়সা এবং ইহা ছাড়াও সেদিনের ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ ছিল ১১৪৩ টাকা ৩৯ নয়া পয়সা।

পৌর সভার নানাবিধ দেনা পরিশোধের জন্য বিগত বোর্ডের চেয়ারম্যান ৬৯৩১৲ টাকার উপর চেকই শুধু কাটিয়া যান নাই—সেই সঙ্গে মেথরদের বেতন বাবদ সেদিন আরও ৩২০০৲ টাকার চেক ট্রেজারীতে জমা দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান। সুতরাং সমস্ত প্রকার চেক কাটা বাদ দিলেও পৌর সভার তহবিলে সেই তারিখে মোট ৫৭২১৲ টাকা ৮৬ নয়া পয়সা মজুত ছিল। ট্রেজারীর পাশবুক পরীক্ষা করিলেই যে তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে তাহা লইয়া মিথ্যার জাল বুনিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার অপকৌশলের আশ্রয় লইয়া কংগ্রেসী চেয়ারম্যান মহোদয় বিশেষ বুদ্ধিমত্তা এবং দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

এ সকল ছাড়াও মেথরদের পূর্ব্ব-গৃহীত মাগ্‌গীভাতা বাবদ আরও ৪০০০ টাকা ৫ই মের পূর্ব্বে ট্রান্সফার দ্বারা (by transfer) ট্রেজারীতে জমা করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল—সে সম্পর্কেও চেয়ারম্যান একেবারে নিরব। আমরা জানি, এই টাকারও তিনি পরে সদ্ব্যবহার (!) করিয়াছেন।

বিগত নাগরিক সংঘের বোর্ডকে হেয় করিবার অপপ্রয়াসে তিনি নিরপেক্ষতার ভান করিয়া এবং প্রচ্ছন্ন ইংগিতের দ্বারা এইরূপভাবে তথ্য পরিবেশনের প্রয়াস করিয়াছেন যাহাতে সরল-বিশ্বাসী জনসাধারণ বিগত নাগরিক সংঘের বোর্ডকেই দোষী সাব্যস্ত করে। নবাগত কংগ্রেস বোর্ডকে কতিপয় জরুরী খাতের ব্যয় মিটাইবার

দায়িত্বভার গ্রহণের বেদনার কথা জনসাধারণকে জানাইবার সূত্রে মজুমদার মহাশয় এইরূপ ইংগিত করিয়াছেন যেন বিগত নাগরিক সংঘের বোর্ডই উপরোক্ত অবস্থার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী। মজুমদার মহাশয় বিগত বোর্ডের সদস্যরূপে সমস্ত কিছু জানিয়াও যে সকল তথ্য গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন জনসাধারণের অবগতির জন্য তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

নাগরিক সংঘের বোর্ড ১৯৫৩ সালের ১৮ই আগষ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং বর্ত্তমান কংগ্রেস বোর্ড কার্য্যভার গ্রহণ করেন ১৯৫৮ সালের ৫ই মে তারিখে। সুতরাং এই দুই বোর্ডের কার্য্যভার গ্রহণ কালীন পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর তুলনামূলক অবস্থা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ::

বিবিধ দেনা দায়িত্ব ১৮।৮।৫৩ (নাঃসঃবোর্ড)৫।৫।৫৮ কং বোর্ড

১। কর্মচারীদের বেতন বাকী···	৬৭০০৲···	৬০০০৲
২। ক) ঠিকাদারদের পাওনা···	২১,৫০০৲···	২০,০০০৲
খ) ইলেকট্রিক কোং এর বিল···	৯,৩৮৩৲···	৮,০০০৲
গ) পেট্রল, কেরোসীন ইঃ বিল···৩,৩৪৪৲···		৩,০০০৲
৩। গ্র্যাণ্ট-ইন-এড খাতে···	১০,০০০৲···	৪,০০০৲
৪। বিভিন্ন খাতে দেয়···	৬,০০০৲···	৪,০০০৲
মোট···৫৬,৯২৭৲···		৪৬,০০০৲

অর্থাৎ পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর চল্‌তি দেনার প্রায় ১২০০০৲ টাকা নাগরিক সংঘের বোর্ড পরিশোধ করিয়া যায়। (এই সম্পর্কে মিউনিসিপ্যালিটীর ২৪-১১-৫৩ তারিখের ২৩৮০ এম, জি পত্র দ্রষ্টব্য)

কংগ্রেসী চেয়ারম্যান শ্রীসুধীর কুমার মজুমদার বিগত নাগরিক সংঘের বোর্ডের বিরুদ্ধে 'তহবিল তছরূপের' গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন। তছরূপ সম্পর্কে মজুমদার মহাশয়ের কি ধারণা বা কতদূর অভিজ্ঞতা আছে আমরা জানি না। প্রচলিত এবং অভিধানগত অর্থে তছরূপ মানে আত্মসাৎ করা। সুতরাং বিগত বোর্ড পৌর সভার টাকা তছরূপ করিয়াছেন এই অভিযোগের অর্থ বিগত বোর্ডের সদস্যগণ পৌর সভার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছেন। মজুমদার মহাশয়ও বিগত বোর্ডের সদস্য ছিলেন—সুতরাং ঐ তছরূপী টাকার ভাগ তিনিও পাইয়াছেন কি না, বা, কি পরিমাণে পাইয়াছেন—তাহা তিনিই বলিতে পারিবেন।

মজুমদার মহাশয় নিজে আইনজ্ঞ ব্যক্তি। নাগরিক সংঘের বোর্ড যদি তহবিল তছরূপ করিয়া থাকে—তবে সাফাই গাহিবার পরিবর্তে বিগত বোর্ডের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের নালিশের ব্যবস্থা করিলেই ত তাঁহার দায়িত্বের অবসান হইত। ইহা না করিয়া লক্ষাধিকের উপর তছরূপী টাকার দায়িত্বভার গ্রহণ করার মত উদারহৃদয় সম্পন্ন তিনি কবে হইতে হইলেন?

কংগ্রেসী চেয়ারম্যান প্রদত্ত তছরূপী টাকার হিসাব নিম্নলিখিতরূপ :—

ক) নির্দিষ্ট খাতে সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত সাহায্যের তছরূপের পরিমাণ ৭২,০০০৲

খ) কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের তছরূপ পূরণ বাবদ ৫১,৮৬৫৲

এই প্রায় সওয়া লক্ষ টাকার দায়িত্ব কংগ্রেসী বোর্ডকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। প্রথমোক্ত ৭২০০০৲ টাকা কি হিসাবে ধার্য্য করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য কোনও রেজিষ্টার বা হিসাব বহী আমাদের নিকট নাই—এবং তাহা চাহিয়াও আমরা পাই নাই। তবে মনে হয়, সরকারী সাহায্যের যে অর্থ ব্যয় করা হয় নাই (unspent balance of Govt. grant) সেই ৬৮০০০৲ টাকা এবং রাস্তা মেরামতের জন্য সরকারের নিকট হইতে অধুনা প্রাপ্ত ৪০০০৲ হিসাব করিয়া এই ৭২০০০৲ টাকার অঙ্কটি নিরূপণ করা হইয়াছে।

নাগরিক সংঘের বোর্ড বিদায় লইবার সময় পৌর সভার তহবিলে ৫৭২১৲ টাকা এবং ৪০০০৲ টাকা রাখিয়া যায় তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং রাস্তা মেরামতের এই ৪০০০৲ টাকা "তছরূপী খাতে" দেখানো প্রকাশ্যতই অভিসন্ধিমূলক। সরকারী হিসাব পরীক্ষক শ্রীজাহ্নবী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পুরুলিয়া পৌর সভার হিসাব পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দেন। তাঁহার রিপোর্টে পৌরসভার পাওনা ও দায় (Assets and Liabilities) শীর্ষক বিবরণীতে নাগরিক সংঘ বোর্ডের পূর্ব্বতন বোর্ডের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত (১৯৫৩) নিম্নলিখিত দায় দেনা (liabilities) দেখিতে পান—

ক) সরকারী সাহায্যের অব্যয়িত অর্থ (unspent balance of Govt. grant) ····· ৫৩০৬৭৲০ আনা

খ) ঋণ খাতের জের (balance of loan money) —২৮,০০০৲

সুতরাং কংগ্রেসী চেয়ারম্যানের ভাষায় নাগরিক সঙ্ঘের পূর্বতন বোর্ডের—"নির্দ্দিষ্ট খাতে সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত সাহায্যের তছরূপের পরিমাণ" ছিল—৭৩০৬৭৲০। অতএব নাগরিক সংঘের বোর্ডের আমলে উক্ত খাতে যদি ৬৮০০০৲ টাকা বাকী থাকে—তবে বুঝিতে হইবে পূর্ব্বেকার তছরূপই বজায় আছে এবং নাগরিক সংঘের বোর্ড ৫০০০৲ টাকার অধিক পরিমাণ তছরূপ পরিশোধ করিয়াছে।

উপরোক্ত অডিট রিপোর্টে আরও দেখা যায় যে—১৯৫৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কর্ম্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের তহবিলে মিউনিসিপ্যালিটীর দেয় ৫৪০০০৲ টাকা জমা করা হয় নাই। নাগরিক সঙ্ঘের বোর্ডের আমলে এই বিরাট পরিমাণ কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৫১৮৬৫৲ টাকায়।

বর্ত্তমান চেয়ারম্যান আরও লিখিয়াছেন যে, সরকারী ঋণের দরুণ সরকার নির্দ্ধারিত কিস্তি ও সুদ বাবদ আরও ২৬০৭০৲ টাকা বাকী রহিয়াছে। মজুমদার মহাশয় পৌর সভার ২৪।১১।৫৩ তারিখের ২০৮০ নং পত্রে দেখিতে পাইবেন যে নাগরিক সংঘের বোর্ডের পূর্ব্বতন বোর্ড মেথরদের কোয়ার্টার্স বাবদ ২০,০০০৲ টাকা এবং অগ্নি-নির্ব্বাপক (Fire fighting) ট্রাক বাবদ ২০,০০০৲ টাকা—এই ৪০,০০০৲ টাকার সরকারী ঋণ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করিয়া যান। কিন্তু এইরূপ সরকারী সাহায্যের টাকা ভিন্ন খাতে ব্যয় হইয়া যাইলে কেবল যে সুদ ও কিস্তি দিয়া অব্যাহতি পাওয়া যায় না উপযুক্ত অর্থ ব্যয়ে যে উদ্দেশ্য সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাহা সফল করিতে হয়—ইহা কংগ্রেসী চেয়ারম্যান মহাশয় অবগত আছেন কি না জানি না। তবে নাগরিক সংঘের বোর্ড অনুরূপ অর্থব্যয়ে পরিকল্পিত মেথরদের কোয়ার্টার্স ৩টি ব্লকের মধ্যে ২৪টি নির্ম্মাণ করে এবং অগ্নি-নির্ব্বাপক করিতে পারে এমন এক ট্রাক কিনিয়া পুরাতন বোর্ডের কার্য্যের খেসারৎ দিয়াছেন। মজুমদার মহাশয় এই সকল বিষয় জানিয়াও সত্য এবং তথ্য গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অবশেষ জলের কলের ১,১১,১৪৪৲ টাকা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে গত দুইবৎসর যাবৎ সহরের আর্থিক অবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন অবনতির জন্য পৌরসভার কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ দেয় মাসিক ১২০০০৲ টাকা নিয়মিত আদায় হয় না এবং বর্ত্তমান বৎসরে পৌরসভার সাধারণ নির্ব্বাহনের জন্যও ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ বিশেষরূপে কমিয়া যায়। অন্যদিকে, সরকারের নিকট হইতে বিভিন্ন খাতে প্রাপ্য টাকা বহু তদ্বির তাগাদা সত্ত্বেও বাকী পড়িয়া থাকে। ফলে, বিগত বোর্ডকে অনন্যোপায় হইয়া—পৌর সভার স্বল্পবেতনভোগী কর্ম্মচারীদের যাহাতে মাসিক বেতন হইতে বঞ্চিত হইতে না হয়—সেইজন্য জলের কলের তহবিল হইতে বেতন দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। জলের কলের তহবিল হইতে সাময়িকভাবে ১,১১,১৪৪৲ টাকা ব্যয় হইলেও তাহা পূরণ করিবার মত নিম্নলিখিতরূপ পাওনা (assets) রহিয়া যায় :—

১) বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বকেয়া সরকারী সাহায্য— ৫৯০০০৲

২) অনাদায়ী মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স প্রায় ১,৩৫,০০০৲ ;

৩) মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে কর্ম্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের দরুণ প্রদত্ত অগ্রীম— ২৬,০০০৲

৪) পূজা উপলক্ষ্যে কর্ম্মচারীদের অগ্রিম দেওয়া—৭৫০০৲

—অর্থাৎ মোট ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৫ শত টাকা। পৌর সভার কার্য্যকে অনাবশ্যকভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্বারা দূষিত করিবার অপচেষ্টা না করিয়া বর্ত্তমান চেয়ারম্যান যদি অনাদায়ী টাকা আদায়ে যত্নবান হন—তবে এই ১,১১,১৪৪৲ টাকা পূরণ করা তাঁহার পক্ষে কোনও কষ্টকর সমস্যা হইবে না।

বর্ত্তমান কংগ্রেসী বোর্ডের চেয়ারম্যান জলের কল সম্পর্কে এমন একটি প্রসংগ উত্থাপন করিয়াছেন যাহা সকল নাগরিকের পক্ষে চরম স্বার্থ হানিকর ও আশঙ্কাজনক। সহরে জলের কল স্থাপনের জন্য নাগরিক সংঘের বোর্ড ৫।০ লক্ষ টাকা সরকারী সাহায্য ছাড়াও যে ৫।০ লক্ষ টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ লয়—তাহার কিস্তি ও সুদ বাবদ ৪০,৩০৩৲ সরকারের প্রাপ্য হইয়াছে বলিয়া মজুমদার মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়টি গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বিহার সরকারের সহিত বিগত নাগরিক সংঘের বোর্ডের এইরূপ চুক্তি হয় যে সরকার পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীকে ১৯ লক্ষ টাকা সাহায্য এবং ১৯ লক্ষ টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দিবেন। উক্ত ৩৮ লক্ষ টাকা সরকারের পাবলিক হেল্‌থ্ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ কর্তৃক ব্যয়িত হইয়া চার বৎসরের মধ্যে পুরুলিয়া সহরে জলের কল স্থাপিত হইবে। জলের কল স্থাপিত হইবার পর পুরুলিয়া পৌরসভা উক্ত ১৯ লক্ষ টাকা ঋণ, জল কর (water tax), পেশা ও বৃত্তি কর (Trade and Profession Tax) প্রভৃতির মাধ্যমে সুদ সহ পরিশোধ করিবে। কিন্তু বিহার সরকার কেবলমাত্র সাহায্য ও ঋণ বাবদ ১১ লক্ষ টাকা দিয়া এবং কোনওরূপ জলের কল স্থাপন না করিয়াই বিদায় গ্রহণ করে। এদিকে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী জলের কলের জন্য সরকারী ঋণের ৫ লক্ষ টাকা দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন ও পাবলিক হেল্‌থ্ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগকে পৌরসভা প্রদান করে। কিন্তু এই দুইটি প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ যদি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য উক্ত টাকা নিজেদের হাতে রাখিয়া দিয়া কোনও কাজ না করে—তবে তাহাদের অক্ষমতার জন্য প্রতি বৎসর ঐ ঋণের কিস্তি ও সুদ পুরুলিয়া পৌরসভাকে দিতে হইবে—ইহা কোন্ ন্যায়শাস্ত্রে বলিয়াছে জানি না। সরকার তাহাদের চুক্তি অনুযায়ী কার্য্য করে নাই—এরূপ অবস্থায় পুরুলিয়া পৌরসভাকে চুক্তি অনুযায়ী আজই ঋণ শোধ করিতে হইবে কোন্ আইনে? বিশেষ করিয়া যখন জলের কলের কোথাও কোনও চিহ্ন নাই—পৌর সভার প্রাঙ্গনে কতকগুলি পাইপ ছাড়া—তখন জনসাধারণ জল কর ও বৃত্তি কর দিতে সম্মতই বা হইবেন কেন? বিদায়ী নাগরিক সংঘের বোর্ড এই মনে করে যে জলের কল স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব-চুক্তি অনুযায়ী দেনার টাকায় কিস্তি বা সুদ দাবী করিবার আইন সঙ্গত বা ন্যায় সঙ্গত কোনও অধিকারই সরকারের নাই। কিন্তু কংগ্রেসী চেয়ারম্যান মহাশয় উক্ত কিস্তি ও সুদ সরকারের প্রাপ্য হইয়াছে এইরূপ স্বীকারোক্তির দ্বারা করদাতা তথা নাগরিকদের শত্রুতাসাধন করিয়াছেন। যাহাই হউক, আমরা ইহা দেখিবার আশায় উদ্গ্রিব রহিলাম যে মজুমদার মহাশয় নিজ স্বীকারোক্তি অনুসারে আগামী বৎসর এই কিস্তি ও সুদের টাকা পরিশোধ করিতে পারেন কিনা—এবং পারিলেও তাহা কিভাবে পারেন? সমস্ত বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন না করিয়া কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জনসাধারণের স্কন্ধে একটি অন্যায় গুরুভার চাপাইবার মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়া চেয়ারম্যান নিজ দায়িত্বশীল পদের অসম্মান করিয়াছেন। আমরা জনসাধারণকে এই বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন হইতে অনুরোধ করি।

সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় ইহাই যে জলের কলের সম্বন্ধে নূতন চেয়ারম্যানের সকল উক্তিই কেমন যেন বেসুরো ঠেকিতেছে। মজুমদার মহাশয় কংগ্রেসী চেয়ারম্যান—কংগ্রেস সরকারের সহিতও নাকি তাঁহাদের বিশেষ দহরম মহরম রহিয়াছে। পৌর সভার গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসী প্রচারের প্রধান স্তম্ভ ছিল এই জলের কল স্থাপন। পুরুলিয়া পৌর সভায় কংগ্রেস বোর্ড প্রতিষ্ঠিত না হইলে পুরুলিয়ায় জলের কল হইবে না—এই প্রচারের মাধ্যমে চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য কংগ্রেস প্রার্থীরা ভোট সংগ্রহ করিয়াছেন—এখন "পুরুলিয়ার জলের কলের পরিকল্পনাটি "উচ্চাভিলাষী" বলিয়া দায়িত্ব এড়াইবার এবং বিশ্বাস ভঙ্গের চেষ্ট করিলে চলিবে কেন?—আরও "এ সম্বন্ধে অন্য কোনও ছোট পরিকল্পনা হইতে পারে কি না" এই অপকৌশলের মাধ্যমে জল সরবরাহের বিকল্প পরিকল্পনা হিসাবে সহরে কয়েকটি কূপের সংখ্যা বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়া কংগ্রেস বোর্ড দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলে সহরবাসী তাহাতে ভুলিবে কেন?

জলের কল সম্পর্কে নাগরিক সংঘের বোর্ড কোনও অস্পষ্টতার অবকাশ রাখিয়া যায় নাই। নাগরিক সংঘের বোর্ডকে কোনও প্রতিষ্ঠান বা সরকারের "তাঁবেদার" হিসাবে কার্য্য করিতে হয় নাই। জনসাধারণের আস্থা ও সমর্থনের ভিত্তিতে নাগরিক সংঘের বোর্ড বিহার সরকারকেও পুরুলিয়ায় জলের কল মঞ্জুর করিতে বাধ্য করিয়াছিল—এবং কার্য্যও সুরু হইয়া গিয়াছিল কিন্তু হস্তান্তরের প্রশ্নে কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে আষাঢ় ১৩৬৫—১৪ই জুলাই ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

অবিস্মরণীয় ১লা শ্রাবণের চিরন্তনী আহ্বান



লাঞ্ছিত জীবন অপেক্ষা
মৃত্যুই শ্রেয়।

স্বত্ত্বতে অমৃত যিনি
সেই ঋষি নিবারণচন্দ্রের
পুণ্য স্মৃতি বার্ষিকীর স্মরণীয় দিবসে

আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদনের
অনুষ্ঠান যেন যোগ্যতার সঙ্গে
আমরা পালন করি।

কার্য্যসূচী

(১) ঐ দিন সর্ব্বত্র তাঁর জীবন আদর্শ আলোচনা সভা—গঠনকর্মে দিনযাপন।

(২) পুরুলিয়ায় শিল্পাশ্রম নিকটস্থ শ্মশানে প্রভাতে স্মরণবেদীতে পুষ্পদান—বৈকালে শিল্পাশ্রমে জনসভা।

—অতুলচন্দ্র ঘোষ

সত্যের অমিত মূল্যে যাঁর পরিচয়—জয় তাঁরি জয়॥

মুক্তি

২৯শে আষাঢ়, সোমবার

ঋষি নিবারণ চন্দ্র স্মরণে

(অতুল চন্দ্র ঘোষ)

শান্ত, সমাহিত ধ্যান-গম্ভীর মানুষ—শান্তি প্রিয়, সদাহাস্যময় কোমলস্বভাব মানুষ—এই ঋষি; কিন্তু লোকে আশ্চর্য্য হয়ে যেতো—এই মানুষটির মধ্যেই বিপ্লবের বহ্নি লুকিয়ে আছে। এঁর মধ্যেই—পুরাতন সকল সংস্কারের মূল্যহীন ধারাকে ভেঙ্গে চুরমার ক'রে—তোলপাড় ক'রে—আমূল পরিবর্ত্তনের নবীন জীবন গড়ে তোলবার এমন দুনিবার প্রগতির মনও লুকিয়ে আছে! সনাতন বৈদিক জীবনের চিরন্তনী সত্য ও সাধনার পথে অনন্ত শরণ পথিক—এই রক্ষণশীল তপস্বীর অন্তরে যখন সকল অসুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পাগলা ঝড় বইতে থাকতো—যখন তাঁর সমস্ত সংকল্পের মানসক্ষেত্রে বিপ্লবের তরঙ্গ ধারা দুকূল প্লাবিত করে বইতে থাকতো—উদ্দাম গতিতে,—তখন সেই বিচ্ছুরিত ভাববহ্নি থেকে বেরিয়ে আসতো —ডমরুর ভৈরব ছন্দে—সংগ্রামের আহ্বান ধ্বনির প্রাণবন্ত স্ফুলিঙ্গ—অন্তরের উদ্গারিত পাগলা ঝোরা।

শান্ত সমাহিত ঋষি দেখা দিতেন নূতন ভাববেশে। কুসুম কোমল স্নিগ্ধ সেই আয়ত নয়ন থেকে—উদ্ভাসিত হোত কল্যাণময়ী রুদ্রদাহনের কিরণ জ্যোতি—আপোষহীন বিপ্লবের দীপ্ত বহ্নি শিখা। শান্তির দূত ঋষি নিবারণ চন্দ্র এখানে অগ্নির ঋত্বিক! এখানে তিনি—সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দূত; এখানে তিনি সকল নীচতা, প্রবঞ্চনা কলুষের বিরুদ্ধে দুকূল-প্লাবী বন্যাবেগের উদ্দাম, অসন্তোষ-ক্ষুব্ধ বিপথচারী সমাজ জীবনে কাল বৈশাখীর ঝড়—অশান্তি-মথিত-সভ্যতা অরণ্যে দাবদাহনের বহ্নি।

হে অগ্নির ঋত্বিক, হে সংগ্রামের যাজ্ঞিক! হে বিপ্লবের হোতা! আজও এই সমাজ-জীবনে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে সভ্যতা অরণ্যে প্রবঞ্চনা কলুষ নীচতা, ক্রুরতা, ক্ষমতার মত্ততা অবারিত প্রবাহে লোকালয় তট মথিত করে চলেছে—আপন স্বার্থ-সন্ধানের উল্লাসে। আজও এই সমাজ-জীবনে মানুষের অশ্রুজল, ব্যথিতের আর্তনাদ, ক্ষুধিতের মর্মবেদনা সমস্ত আকাশকে অভিশাপে শিহরিত করে তুলেছে—দিবারাত্রি। হে শ্মশানচারী ভৈরব, তোমার মরণ-জয়ী অগ্নিমন্ত্র এই সমাজের ঘরে ঘরে অপাপবিদ্ধ হৃদয়ে হৃদয়ে তারুণ্যের কোমলতার অন্তরে বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে তুলুক —নবীন বজ্র সংকল্পে—সকল কলুষনাশী ভৈরবের বজ্র নির্ঘোষে দিকে দিগন্তরে। আবার আসুক ঝড়—আবার আসুক বিপ্লবের তরঙ্গ। সমাজে কলুষের ধ্বংস হোক—নূতন রচনার কর্ম্মযাত্রায়। এই পাপ, এই অপমান, এই আঘাত আর সহ্য হয় না—এই গ্লানিময় জীবনে। তাই আশীর্ব্বাদ করো হে ঋত্বিক! তোমার এই পুণ্য স্মরণদিনে।

জয় হোক তোমার অগ্নি মন্ত্রের।

ভবিষ্যৎ

অতীতের জের বর্ত্তমান—বর্ত্তমানের জের ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান দেখিয়াই ভবিষ্যতের চিন্তা শঙ্কাজনক বলিয়াই মনে হইতেছে।

গত তিন বৎসর ভাল ফসল হয় নাই। গত বৎসর চারি আনা হইতে ছয় আনা মাত্র ফসল হইয়াছিল। এ বৎসর আষাঢ় মাস শেষ হইতে চলিল বৃষ্টি নাই। বৃষ্টির সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন এবারের মতো বর্ষা বুঝি শেষ হইয়া গেল।

চাষীরা বহু ক্ষেত্রেই সময় মতো বীজ ধান ফেলিয়াছিল—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জলাভাবে আফর হয় নাই। যদিও কোথাও হইয়াছিল—তাহা শুকাইয়া গিয়াছে; উপহাসের মতো মাঝে মাঝে যেখানে দু এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল সেখানে আফর কিছু বাঁচিয়াছে—তাহাও সামান্য। সময় ও সুবিধামতো বৃষ্টি না হইলে তাহাও নষ্ট হইবে। যদি বৃষ্টি হয়ও তবুও শতকরা ৯০ জন চাষীর দ্বিতীয়বার বীজ ধান ফেলিবার মতো ধান নাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি—যে চাষীর ১৫০০ মণ ধানের চাষ সে এখন ঘর হইতে ২ মণ চাউল বাহির করিতে অক্ষম।

জোনার শেষ হইয়া গেল; কেদো গুঁদলু, মাড়ুয়া প্রভৃতি হইবে না। বিরি, অড়হড় প্রভৃতি বৃষ্টি হইলে কিছু হইতে পারে—তাহাও কম হইবে; লাহা হয় নাই —সব শুকাইয়া গিয়াছে; এমন কি মহুল গাছে কচড়াগুলিও শুকাইয়া গিয়াছে—আছে কেবল দিগন্ত বিস্তৃত মেঘহীন আকাশ আর শস্যহীন মাটি, আর লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু নরনারীর আশাহীন দৃষ্টির সম্মুখে শঙ্কিত ভবিষ্যৎ। গত দশ বৎসর যাবত কংগ্রেস সরকার দুইটী পঞ্চবার্ষিকী প্লান করিয়াছেন—একটী শেষ হইয়া গিয়াছে আর একটীর অর্দ্ধেকেরও বেশী শেষ হইতে চলিল। তাঁহারা বড় বড় লোহার কারখানা করিয়াছেন—কিন্তু করেন নাই কেবল এই কৃষি প্রধান দেশে চাষের জন্য গ্রামে ঘরে জল সেচের ব্যবস্থা। আমাদের দেশে কৃষির ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হইয়াছে। জহরলাল ব্লাষ্ট ফারনেস—অর্থাৎ লোহা গলাইবার বিরাট চুল্লীর স্বপ্ন দেখিতেছেন—তাহার সাঙ্গোপাঙ্গরা তাহাতেই তাল দিয়াছেন দেশকে প্রকৃত পক্ষে বাঁচাইবার প্রস্তাব দিলে তাহা নাকচ করা হইয়াছে—এখন ঐ ব্লাষ্টফারনেসের মধ্যে দেশের চাষী ও জনসাধারণকে দহন করিয়া লোহা তৈরী হোক—দেশের লোক মরিয়া বাঁচুক।

প্রকৃতি নির্ম্মম ও নির্দয় ঠিকই। কিন্তু বহু দেশে মানুষের সাধনা সর্বত্রই তাহাকে পরাভূত করিয়া নিজেদের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। মরুভূমিতে তাহারা শস্য উৎপাদন করিয়াছেন। প্রকৃতির খেয়ালের উপর যাহাতে নির্ভর করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে; আমাদের দেশেও তাহা হইতে পারিত—হইতে পারে। আকাশে জল নাই কিন্তু মাটীর নীচে জল আছে—কিন্তু ব্যবস্থা করিবে কে? এ দৃষ্টি কাহার আছে? জনগণের ব্যাপক কল্যাণের দৃষ্টি, আন্তরিকতা থাকিলেই ব্যবস্থা হইতে পারে; তাহা যেখানে কেবল ভোট সংগ্রহের প্রচারে পর্য্যবসিত সেখানে লোকের এ দুরবস্থা হইবে না তো কোথায় হইবে? শুধু প্রকৃতির দোহাই দিয়া এ যুগে নিজেদের অপরাধ এড়ান চলে না—এড়াইতে গেলে প্রকৃতির আর এক সৃষ্টি মানুষ তাহা বরদাস্ত করিবে না —আশাহীন ভবিষ্যৎ যখন বর্ত্তমান হইয়া দেখা দিবে —তখন ইহারাও নির্দয় ও নির্মম হইয়া যে প্রতিশোধ লয় তাহা প্রকৃতির নির্ম্মমতা হইতেও অধিকতর নির্ম্মম, অধিকতর নিষ্ঠুর।

এই পরিস্থিতিতে সরকার হইতে রিলিফের কাজ আরম্ভ হইয়াছে—বর্ত্তমানে টেষ্ট রিলিফ চলিতেছে। রাস্তা প্রভৃতির মাটীর কাজ দিয়া খাটুয়েদের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ গম দেওয়া হইতেছে লোকে বর্ত্তমানে কিছু বাঁচিতেছে। তবে ব্যাপার ক্রমশঃ অসামাল হইয়া উঠিতেছে—যেখানে এক হাজার লোকের কাজ করিবার কথা সেখানে তিন হাজার লোক আসিয়া কোদাল লইয়া বলিতেছে কাজ দাও, খাবার দাও। ১০ মাইল ১২ মাইল হইতে লোক আসিয়া এক এক জায়গায় খাটিতেছে—গাছ তলায় সপরিবারে গম সিদ্ধ করিয়া দিনের পর দিন শুধু বাঁচিয়া আছে।

কিন্তু মানুষের এই চরম দুর্দশার মধ্যেও যে মর্মান্তিক ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা সত্যই বেদনা দায়ক। মানুষকে বাঁচাইবার যে সামাজ প্রচেষ্টা চলিয়াছে সেই প্রচেষ্টাকে ব্যবসায় করিয়া এক শ্রেণীর লোকের লুঠের মওসুম পড়িয়া গিয়াছে। বহু ডিলার, সে মাষ্টার হইতে আরম্ভ করিয়া কিছু কিছু অধস্তন সরকারী কর্মচারীরাও এই ক্ষুধার্ত্ত নারায়ণের অংশ হইতে কে কতটা সরাইতে পারে তাহার যেন সংঘবদ্ধ প্রতিযোগীতা চলিতেছে। চুরী করিবার নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করা হইতেছে। গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় হাজরের দল নানা ফন্দী করিয়া গমের ডিলার প্রভৃতি হইয়া মৃতের কঙ্কাল দিয়া অট্টালিকা নির্মাণের আয়োজন করিতেছে। আর

ইহার সহিত আছে কংগ্রেসের 'ফিল্ড ক্যাপচারের' আয়োজন। অখ্যাত, প্রখ্যাত কংগ্রেসী হাজর যাহারা আছে তাহাদের লুঠের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে—নচেৎ কংগ্রেস থাকে না। ফলে যাহা হইতেছে তাহার একটা সামাজ হিসাব দিয়া দেখাইতেছি।

যে রাস্তায় রিলিফের কাজে ৬ হাজার টাকা বরাদ্দ—সেখানে অন্ততঃ ছয় হাজার লোক কাজ পাইয়া বাঁচিতে পারে। কিন্তু এই টাকার মধ্য হইতে যদি কম পক্ষে দুই হাজার টাকার চুরী হয় (বহু ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষাও বেশী হইতেছে) তবে এই দুই হাজার লোককে উপবাসে রাখিয়াই ইহা চুরি হইতেছে। দেশে এই শ্রেণীর লোকের মনুষ্যত্ব যে এতটা নামিয়া গিয়াছে তাহা কল্পনারও অতীত। যাহারা এই ক্ষুধার্ত মানুষের ভাগ হইতে লুঠ করে, চুরি করে তাহারা যেই হোক না কেন—যে কোন পশুও তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ। পরাধীন অথবা স্বাধীন দেশের দুর্দশাকে লইয়া যাহারা ব্যবসা করে রবীন্দ্রনাথ তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—"দেশের দুর্দশা লয়ে যার ব্যবসায়, অন্ন যার অকল্যাণ মাতৃরক্ত প্রায়।"

এই ব্যবসা চলিতেছে! আমরা তবুও আজ সর্ব শ্রেণীর, সর্বমতের, সরকারী বেসরকারী, গ্রামবাসী সহর-বাসী যাহারা ইহা করিতেছে সকলের নিকটই মনুষ্যত্বের নামে আবেদন করিতেছি এই বুভুক্ষু মানুষের অন্নের ভাগ লুঠ করিওনা। মনুষ্যত্বের একটু সামান্য অবদানও নিজেদের কাছে স্বীকার কর। এবছর—ধান না হইলে আবার শস্যের জন্য দুই বছর অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি প্রকৃতি সদয় হন। ভবিষ্যৎটা ভাবিয়া দেখ—সঞ্চয় যাহা করিবে তাহা থাকিবে কোথায়? মনে করিয়াছ যে সমস্ত দেশের লোক না খাইয়া মরুক—আমরাই শুধু বাঁচিয়া থাকিব। এ আশা করিওনা—দেশের ক্ষুধার দহন সকলকেই পোড়াইয়া মারিবে—ভবিষ্যৎ তাহারই ইঙ্গিত দিতেছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে যথাযথ অবহিত হইতে হইবে। সমবেত গ্রামবাসী ষোল আনা যেখানে দায়িত্ব লইবেন সেখানে রিলিফের কাজ খোলা হইবে; গ্রামের ডিলার নির্বাচন গ্রামের ষোল আনার মতে যে সৎ ব্যক্তি হইবে তাহাকে করা হইবে,—এই ব্যবস্থা করুন। রিলিফে চুরি ধরিয়া গ্রামবাসী দিলে—অথচ চুরি ধরিতে পারিলে তাহার সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। বহু পে মাষ্টার, সারকেল ইনস্পেক্টার, সারকেল অফিসার জে, এল, আর, ও ইহাদের নামেও বহু অভিযোগ আসিতেছে—এ বিষয়ে তাহাদের বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া হোক—রিলিফের কাজে টাকা পয়সার ব্যাপার যেন তাহারা না করেন—আন্তরিক কল্যাণের শুভেচ্ছা লইয়া তাঁহারা মানুষকে বাঁচাইতে সাহায্য করুন।

গ্রামবাসীগণকে এবিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে। ইহা তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে এবং বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে যে ইহা তাহাদেরই কাজ। যেখানে রিলিফের কাজ চলিতেছে সেখানে গ্রামবাসীরা ষোল আনা মিলিয়া সেই কাজের তদারক করুন—হিসাব পত্র দেখা,—মাপ জোক দেখা সমস্ত ব্যাপার তদারক করিবার—সমস্ত কিছু দেখিবার তাহাদের পূর্ণ অধিকার আছে—কেহই তাহাদিগকে মানা করিতে পারে না—পেমাষ্টারও নয়, ডিলারও নয়। চুরী বন্ধ করিবার অধিকার,—ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার তাহাদের সম্পূর্ণ আছে—ইহা তাহারা জানিয়া রাখুন। যেখানে দরকার সেখানে গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে রিলিফের কাজের দায়িত্ব লউন।

বহু স্থানে গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে কাজের দায়িত্ব লইয়াছে সেখানে কাজ ভাল হইতেছে—কোথাও কোথাও জনকল্যাণের লক্ষ্যে গ্রামবাসীরা সমস্ত কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করিতেছে আমরা একে একে তাহাদের উল্লেখ পরে করিতেছি। সমস্ত পুরুলিয়া জেলায় রিলিফের কাজটা জনসেবার কাজেই পরিণত হোক।

লোনের কথা বর্তমানে আলোচনা করিলাম না, পরে করিব। ইহাও প্রায় একই ভাবে চলিতেছে। সামান্য একটু ইঙ্গিত দিয়া রাখিলাম—বান্দোয়ানে ২০৲ টাকা লোন পাইতে হইলে ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা লেখাপড়ি, দেওয়ানী প্রভৃতিতে দিতে হইয়াছে। ওয়েলফেয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের মুখিধারা—পুরুলিয়ার পঞ্চায়েতে পরিষদ দু পয়সা করিয়া লইয়াছে।

এই বর্তমানই আমাদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—আমরা এখনও বলিতেছি, দেশের যে উপাদান বর্তমানে নিশ্চিন্ত আছেন ভবিষ্যতের রুদ্ররোষ তাহাদের জন্য অতি নির্মমভাবে অপেক্ষা করিতেছে। এখনও তাহারা কল্যাণব্রতী হউন—বর্তমানের সাবধান বাণী তাহাদের উপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না।

—০—

বহিষ্কৃত সদস্য ও সংঘের বিশ্লেষণ

সংঘ পরিচালকের বিবৃতি

সংঘের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত ও বহু-অপেক্ষিত বিবৃতির প্রকাশ

সংঘের বহিষ্কৃত সদস্যদের বিষয়ে জনগণের কাছে সংঘের নির্ব্বাচনী দায়িত্ব

সেই দায়িত্বের দৃষ্টিতে জনগণের কাছে লোক সেবক সংঘের কৈফিয়ৎ : অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ

বহুজনের অন্তরে আন্দোলিত প্রশ্ন সমূহের বিষয়ে চিন্তাধারা প্রকাশ

জনজীবন লইয়া কঠিন পরীক্ষার মধ্যে সংঘের কর্ম্মধারা

জনগণের প্রশ্নসমূহের প্রতি সংঘ দায়িত্ব

লোক সেবক সংঘ সম্প্রতি তাহার চারিজন আইন সভা সদস্যকে (শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাত, শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত, শ্রীভীম চন্দ্র মাহাত ও শ্রীনকুল চন্দ্র সর্দারকে) দুর্নীতি তথা সংঘের নীতি ও আদর্শ ভঙ্গ করার অপরাধে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহারা সংঘের নীতি ও আদর্শ কি ভাবে ভঙ্গ করিয়াছেন—কি প্রকারের দুর্নীতির মধ্যে জড়িত হইয়াছেন—তাহার প্রমাণ যোগ্য তথ্যাদি প্রকাশ করার দায়িত্ব সংঘের রহিয়াছে। এবং তাহার ভিত্তিতে গৃহীত সংঘ—সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের কর্ত্তব্যও সংঘের আছে। জনগণের দায়িত্ব বহন করিয়া—সংঘ যাহাদের জন্য ভোট সংগ্রহ করিয়াছে—তাহাদিগকে যখন আজ সংঘের নির্ব্বাচনী কর্ম্মধারার দায়িত্ব হইতে মুক্তি দান করা হইল—তখন সংঘের এই ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন হইয়াছে কি না সে বিষয়ে জনগণের সন্তোষ বিধান করার দায়িত্বও সংঘের আছে।

তাহা ছাড়া, সংঘের পুরাতন বিশিষ্ট কর্ম্মীরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করায়—জনগণের অন্তরে এই প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক যে, সংঘ এরূপ অবিশ্বাসী কর্ম্মীদের উপর এরূপ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কেনই বা ন্যস্ত করিয়াছিল; ইহার সঙ্গে জনমনে এই নৈরাশ্যও জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক যে, পুরাতন বিশিষ্ট কর্ম্মীরাই যদি এইভাবে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে—তবে দেশ কাহার উপর ভরসা করিবে? জনগণের মধ্যে বহুজনের অন্তরে আন্দোলিত এই সকল প্রশ্নের বিষয়েও আমাদের চিন্তাধারা প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়াছে। এই সকল কারণেই আমাদের পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত ও বহু-অপেক্ষিত এই বিবৃতি আজ আমরা প্রকাশ করিতেছি।

সংশ্লিষ্ট ঘটনার পর কিছু দিনই পার হইল—এ পর্য্যন্ত এই বিবৃতি দেওয়া হয় নাই। বিবৃতির পরিশেষে ইহার কারণ উপলব্ধি হইবে।

যে কোন দলের জীবনে বাস্তব অবস্থা

পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষেরই যেমন ভুল ত্রুটি ঘটে—তেমনি পৃথিবীতে সকল দলের ভিতরেই ভালমন্দ মানুষ দেখা দেয়। সকল দলের মানুষের ভিতরই কিছু কিছু মানুষের কখনো কখনো এমন অন্যায় আচরণ ও পতনও ঘটিতে পারে বা ঘটিয়া থাকে—যাহা সংশোধনের বাহিরে হয়। দলে কোনো খারাপ লোক দেখা দিবে না—দলের কেহ কোনো দিন বিশ্বাস ঘাতকতা করিবে না—সংসারে কোনো দলেই এই অবস্থা হইতে পারে না।

তবে এই অবস্থা থাকা সত্ত্বেও সংসারে কোন্ দল নির্ভরযোগ্য এবং সমর্থনযোগ্য আর কোন্ দল নয়—তাহার নির্ণয় নিশ্চয়ই আছে। সেই দলই নিয়ত নির্ভর-যোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য, যে দল সর্বদা জাগ্রত থাকে—দলে খারাপ লোক যেন ঢুকিতে না পায়;—দলের সমস্ত বিধি বিধান যেন এই লক্ষ্যের অনুকূল হয়;—এমন বাছাই

করা, পরীক্ষা করা বিশ্বাসী সং লোকদের সে দায়িত্ব দেয় যে, তাহাদের দ্বারা বিশ্বাস ভঙ্গের সম্ভাবনা খুবই কম থাকে—অথবা কদাচিৎ নিতান্ত আকস্মিকরূপেই তাহা দেখা দেয়; অধিকন্তু, সে দল নিয়ত তৎপর ও জাগ্রত থাকে যে, তাহার দলের সকল লোক যেন নিত্য উন্নতর চারিত্র্য বলে ও নিষ্ঠাশক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠে; তাহারা নিত্য অধিকতর নির্ভরযোগ্য অনুগামী হইয়া গঠিত হয়; অধিকন্তু, সেই দল সর্ব্বদা দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত থাকে যে, যে দুরারোগ্যরূপে অন্যায়কারী হইয়া গিয়াছে—সে যেন সংঘে থাকিতে না পারে—দলের মধ্যে থাকিয়াও যে অন্যায়কারী একদিকে স্বার্থ সাধন করিতেছে—অন্যদিকে দলের ক্ষতি করিতে চাহিতেছে—সে যেন যথাশীঘ্র দল হইতে বহিষ্কৃত হয়।

যে দল নির্মমহস্তে দলের ক্লেদ দূর করে—সেই দলই শক্তিশালী

এই রকম তৎপর দলেরও জীবনেও কাহারও দ্বারা কখনো আকস্মিকরূপে বিশ্বাস ঘাতকতার কাজ হইতে পারে। তবে দেখিতে হইবে—কোন্ দল অন্যায়ের প্রশ্রয়কারী; কোন্ দল জানিয়া শুনিয়াও নিজ অবাঞ্ছিত স্বার্থের কারণে অন্যায়কারীদের সে পুষিয়া রাখিতেছে। যে দল ইহা কখনই করে না—সে দলই শক্তিমান—তুল্‌ভ্রান্তি ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও সে দল জনগণের বিশ্বাসভাজন দল।

এই রকম স্বাভাবিক অবস্থা ধারা সত্ত্বেও দলের জীবনে মাঝে মাঝে কখনো কখনো এক বিশেষ পরিস্থিতি ঘটে। বিশেষ করিয়া—দলের সংগ্রাম জীবনে। যাহার ফলে—দলের স্বাভাবিক সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও—দলের ইতিহাসে আকস্মিক বিঘ্ন আসিয়া দেখা দেয়।

সংঘজীবনে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব

সংঘের জীবনেও আজ যে বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার ঘটিয়াছে—তাহাও এইরূপ এক বিশেষ পরিস্থিতির কারণেই ঘটিয়াছে। ইহা জনগণের এক জানিবার বিষয়। এইরূপ পরিস্থিতিটি কি এবং স্বাভাবিক অবস্থা ধারার মধ্যে এই পরিস্থিতি কি ভাবে আসিয়াছে নিম্নলিখিত আলোচনা হইতেই তাহার ধারণা হইবে।

ভাষার প্রশ্নে ঘোরতর সংগ্রামের মধ্যে অভিযোগের উদ্ভব

লোক সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠার পর হইতে ভাষার প্রশ্নে বিহার সরকারের সহিত সংঘের ব্যাপক ও ঘোরতর সমগ্র সংগ্রাম সুরু হইয়া গেল। বৎসরের পর বৎসর তাহা তীব্রতর হইতে লাগিল। সংগ্রাম যখন এইরূপে এক ভীষণ অবস্থায় চলিতেছে—তখন সংঘের দুই চারিজন কর্মীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপিত হইতে লাগিল। যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইতেছিল—তাহাদের মধ্যে বহিষ্কৃত সদস্যদের কয়েকজন ছিলেন।

অভিযোগ এই ছিল যে—তাঁহারা নিজেদের পদ ও স্বার্থের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছেন—এবং তাহার জন্য কিছু কিছু অন্যায় আচরণ করিতেছেন—এবং স্বার্থ বড় হইয়া উঠায় সংগ্রাম ও দুঃখ বরণকে তাঁহারা এড়াইতে চান। তাঁহারা বুদ্ধিমান ও বিবিধ বিষয়ে অগ্রণী বলিয়া তাহাদিগকে দায়িত্ব পদে দেওয়া হইয়াছে। বিপদের সময় নেতৃত্বের পদে যোগ্য দায়িত্ব পালনে তাহারা আসমর্থ্য। তাহাদের বিষয়ে আরো অভিযোগ হইতে লাগিল যে,—তাঁহারা পদ ও ক্ষমতার সুযোগে—তাহার অপব্যবহার করিয়াও স্বার্থ সাধন করিতেছেন। জন-সংশ্লিষ্ট রক্ষিত অর্থ সুযোগরূপে পাইয়া তদ্বিষয়ে অবাঞ্ছিত মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা কায়েমী স্বার্থবাদের বা রক্ষণশীলতার মনোভাবে পরিচালিত হইয়া—সামাজিক অন্যায় আচরণ করিতেছেন। এমন কি তাঁহারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল বিষয়ে তদন্ত ও বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার মত বহু তথ্যাদিও পাওয়া যাইতে লাগিল।

কেন আমরা বিষয়টী স্থগিত রাখিলাম

তখনকার সেই সমগ্র সংগ্রামের মধ্যে এই সকলের বিচার ও ব্যবস্থা করার মতন সময় আমাদের আদৌ ছিল না। এ সকল বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে বহু আলোচনা হইয়াছিল, সংগ্রামের মধ্যেও তদন্ত ও বিচারের জন্য আমরা চেষ্টাও করিতেছিলাম—কিন্তু ইহার জন্য উপযুক্ত সময়- সর্ব্বাঙ্গীন পরীক্ষার মত অবসর লাভ

করা সম্ভব হইয়া উঠিতেছিল না। আমাদের বিশিষ্ট জনকতক কর্মীই ঐ সকল ব্যাপার বিষয়ে অবহিত হন। কিন্তু সকল কর্মী এ বিষয়ে জানিতেন না। বিচারের পূর্বে ব্যাপকভাবে সকলকে এ সব বিষয়ে জানানও আমরা সমীচীন বোধ করি নাই।

একদিকে সংগ্রামের দায়িত্ব—অন্যদিকে সংঘের শৃঙ্খলা তথাপি অবস্থা বিপাকে পড়িয়া বিচার স্থগিতই রাখিতে হইল। তবে আমরা বারম্বার প্রকাশ্য বিবৃতি দিলাম যে—সংগ্রাম পার হইলেই—আমরা সংঘের কর্মীদের বিষয়ে ত্রুটি বিচ্যুতি অভিযোগ সমূহের সম্যক আলোচনা ও তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিব। এইরূপ বিবৃতি সমূহ মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

মানভূমকে বাংলায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আমাদের সংঘের বিরাট কর্মী সমাজের আন্তরিক সমর্থন ও বাগ্রতা ছিল। বিহার সরকার বিশেষ করিয়া মাহাত সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিতেছিলেন। মাহাত সম্প্রদায় বাঙালী নহে—তাহারা বিহারী ইত্যা প্রতিপন্ন করিতে বহু প্রলোভন জাল সৃষ্টি করিয়া জেলার কয়েকটি বিশেষ বাঙালী সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের বিরোধ ও বিদ্বেষ ঘটাইবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাও সরকার হইতে চলিতেছিল। কিন্তু আমাদের সংঘে অবস্থিত বিরাট মাহাত কর্মী বাহিনী আন্তরিকতার সহিত বাংলায় যুক্ত হইতে দৃঢ়তা প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে জানা গেল—আমাদেরই মাহাত কর্মীদের মধ্যে চার পাঁচ জন কর্মী বঙ্গভুক্তির বিরুদ্ধে মনোভাব পোষণ করিতেছেন—ও কর্মীদের ভিতরে গোপনে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে বহিষ্কৃত মাহাত সদস্যেরাও ছিলেন। কিন্তু অগণিত কর্মীর মুক্তি, বিচার দৃঢ়তা ও অন্তরের আগ্রহের কাছে তাহাদের দুর্বল অভিলাষ কোথায় ভাসিয়া গেল। অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা চুপ হইয়া গেলেন।

কর্মীদের নিকট তখনই জানা গেল—ঐ কয়েকজন কর্মী—(যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব্ব হইতেই বহুবিধ অভিযোগ দেখা দিতেছিল) তাহাদিগকে কর্মীরা শুধু যে ঐ সকল বিষয়েই অভিযুক্ত করিতেছিলেন তাহা নহে—তাহারা যে অবাঞ্ছিত সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারাও বিষদুষ্ট হইয়াছেন একথাও কর্মীরা উপলব্ধি করেন। যে সকল বিশিষ্ট কর্মীর কাছে তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন—তাহারা আমাদের কাছে তাহা প্রকাশ করিয়া দেন। অভিযোগ যাহারা তুলিতেছিলেন তাঁহারা বিশ্বাসী কর্মী হইলেও—এ সকলের সত্যতা যাচাই করার জন্য সম্যকরূপে পরীক্ষা ও বিচারের দরকার ছিল—কিন্তু তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সময়, বা বা অনুকূল পরিবেশ ছিল না।

স্থগিত রাখার আর একটি কারণঃ বিহার সরকারের অপপ্রচার ও আমাদের সাবধানতা

এ ছাড়া এরূপ সংগ্রামের অবস্থায় ঐ বিষয়ে বিচার ও ব্যবস্থা গ্রহণ করার আর এক অসুবিধা ছিল। বিহার সরকার বহুবিধ মারাত্মক সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর সঙ্গে ইহাও প্রচার করিতেছিলেন যে, ঘোষ, দাস, চাটুজ্জে, বাড়ুজ্জে—এরাই আসল বাঙালী। মাহাত প্রভৃতি সম্প্রদায় বাঙালী নহে—বিহারী। আসল বাঙালীরা নিজের স্বার্থে মাহাত প্রভৃতির সহায়তা লইয়া মানভূমকে বাংলায় যুক্ত করাইয়া অবশেষে মাহাত প্রভৃতিকে সকল সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবে—মাহাত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যাহারা চালাক ও বুদ্ধিমান তাহাদিগকে দল হইতে সরাইয়া দিবে ইত্যাদি। সংঘের মধ্যে ভাঙন ধরাইবার জন্যই এই অপচেষ্টা হইতেছিল।

সুতরাং এই অপপ্রচারের মুখে, ঐ প্রকার সংগ্রাম সময়ে—মাহাত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁহারা সংঘেও বিশিষ্ট আসনে স্বীকৃত হইয়া আছেন—তাঁহাদিগের বিষয়ে সহসা তদন্ত ও বিচার আরম্ভ করিলে—তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিতে থাকিলে—ঐ সম্প্রদায়ের কর্মীদের মনে বা জনসাধারণের মনে ঐ পরিস্থিতির মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা হইত। কারণ এই সকল অভিযোগ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে ব্যাপক ক্ষেত্রের কর্মীদের কোনো ধারণা ছিল না—সংগ্রামের সময়ে সহসা বিশিষ্ট কর্মীদের নামে অভিযোগ দেখা দিলে—কর্মীদের মনে সন্দেহের সৃষ্টিও হইতে পারিত। তাহা ছাড়া, সংগ্রাম কালে এ সকল করার পরিবেশও ছিল না। সংগ্রাম সময়ে বহু

প্রয়োজনীয় কাজও ফেলিয়া রাখিতে হয়—আমাদেরও তাহাই করিতে হইল।

অবাঞ্ছিত সদস্যদের মানসিক প্রতিক্রিয়া ও সংঘে তাহাদের স্থান

তথাপি আমরা উপলব্ধি করিলাম—কি ধরণের কর্মী আমাদের দলে রহিয়াছে। শান্তির পরিবেশের সৃষ্টি হইলে—এ বিষয়ে কি কর্মপদ্ধতি আমাদের লইতে হইবে তাহাও আমাদের চিন্তার বিষয় হইল। উহাদের বিষয়ে সংঘের আভ্যন্তরীণ কথাবার্ত্তা ও আলোচনা সমূহের দ্বারা ঐ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সংঘের দৃষ্টিতে তাঁহাদের স্থান কোথায় আসিয়া দাঁড়াইতেছে। সংঘের অনেকগুলি বিশিষ্ট কর্মী—অনেকগুলি বিশিষ্ট মাহাত কর্মী আমাদের সহিত আলোচনা করেন যে, ভবিষ্যতে ঐ সকল কর্মীকে আর কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার যেন দেওয়া না হয়—তাহার লক্ষ্য যেন আমরা রাখি। ইহার যৌক্তিকতা আমরা উপলব্ধি করি। এবং আমরা সমগ্র ব্যাপার তদন্ত ও বিচার করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিব—ইহাও চিন্তা করিতে থাকি।

এক অভিনব পরিবেশে নির্ব্বাচনের আবির্ভাব

কিন্তু আকস্মিক এক ঐতিহাসিক ঘটনায় নূতন এক পরিস্থিতি আসিয়া হাজির হইল। ভাষার প্রশ্নে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে চলিতে বঙ্গভুক্তির তারিখ আসিয়া পৌঁছাইল—১৯৪৬ সালের ১লা নভেম্বরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে পরমুহূর্ত্তেই নির্ব্বাচন আসিয়া দেখা দিল। সে সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা বিহার সরকারের ব্যাপক ও তিক্ত আঘাতের মধ্যে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে, নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের চিন্তা করা বা প্রস্তুতি করার সময় ছিল না। সহসা নির্ব্বাচন আসিয়া পড়ায় মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের প্রাথমিক সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করিতে হইল। এই আকস্মিক পরিস্থিতির ফলে সংঘের ঐ অবাঞ্ছিত কর্মীদের কাছে এক সুযোগ দেখা দিল। তাহারা উপলব্ধি করিলেন—সংঘে তাহাদের আসন যখন অনিশ্চিত হইয়া আসিতেছে—তখন আকস্মিক এই অবস্থা তাহাদের শেষ স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লইবার সুযোগ দিতে পারে। এই মনোভাবের প্ররোচনায় তাহারা নিজ কর্ম্মে অগ্রসর হইলেন।

প্রার্থী মনোনয়ন পদ্ধতি বিষয়ে কার্য্যকর্ত্তাদের নূতন সিদ্ধান্ত

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে আমাদের সংঘের ধারা এই ছিল যে, সংঘের সার্ব্বজনীন কর্মী সম্মেলনে সকল কর্মীর অভিমতে প্রার্থী মনোনয়ন করা হইলেও—সংঘের কার্য্যনির্বাহক ব্যক্তিরা আমরা প্রস্তাবাদি উত্থাপনে বা আলোচনায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হইয়া কর্মীদের বিচারে সহায়তা করিতাম—পথ প্রদর্শন করিতাম। কিন্তু বঙ্গভুক্তির পর সাধারণ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন ব্যাপারে আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিলাম যে—সম্পূর্ণরূপে কর্মীদের উপরই আমরা মনোনয়নের কাজ ছাড়িয়া দিব। আমরা এই বিষয়ে যুক্ত হইব না। কর্মীরাই বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত বিচার করিয়া লইবেন। কারণ বিহার সরকারের অপপ্রচারের দূষিত জেলার আবহাওয়ার মধ্যে আমাদের কর্মীরা উপলব্ধি করিবেন যে, বঙ্গভুক্তির পরও সংঘের কার্য্যনির্বাহকেরা কর্মীদের পূর্ণ অধিকার দিতেছেন। তাহাছাড়া আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আর একটি গুরুতর কারণ এই ছিল যে, বঙ্গভুক্তির পরই মাহাত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জনকয়েক বিশিষ্ট কর্মীকে বাদ দিয়া আমরা প্রার্থী বাছাই করিলে—এমন কি, সাধারণ কর্মী শ্রেণী হইতে ভাল উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করিলেও—কর্ম্মীদের বা লোকের মনে ধোঁকা জন্মিতে পারে; এবং সর্ব্বোপরি বঞ্চিত এই অবাঞ্ছিত কর্মীরা তথা বিরোধীরা অপপ্রচারের সুযোগ পাইয়া বলিতে পারে—যে, বিহার সরকার ঠিকই বলিয়াছিল—বঙ্গভুক্তি হইলে বৃদ্ধিমান কর্মীদের বাদ দিয়া সংঘের চালাক কর্তৃপক্ষেরা নিজেদের কাজ হাসিল করার মত অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে। ইহাতে লোকের ভুল বুঝিবারও কারণ থাকিতে পারিত। কারণ ঐ অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের আচরণ বিষয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রের কর্মীদের কিছুই জানা ছিল না এবং ঐ অল্প সময়ের মধ্যে ঐ বিষয়ে তদন্ত বা বিচারও সম্ভব ছিল না।

সুতরাং অন্যায় আচরণের জন্য অভিযোগ তুলিয়া—তাহাদিগকে বাদ দিতে গেলেও ঐ অবস্থায় লোকের মনে ভুল ধারণা জন্মিতে পারিত। অধিকন্তু আমরা দেখিলাম, সংঘের জীবনে ইহাতে স্থায়ী এক ক্ষতি হইবে—ব্যাপক ক্ষেত্রের কর্মীদের মধ্যে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত

প্রতিক্রিয়াও ঘটিতে পারে। সুতরাং বিশেষ অবস্থার কারণে—পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক গতিতে ছাড়িয়া দিলাম। ভাবিলাম—কর্মীরা বিচার করিয়া যাহা পারেন স্থির করুন—কর্মীদের নিজেদের ব্যবস্থার ফলে—অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা যদি বাদ পড়েন তবে ভালই—আর তাহা যদি নিতান্তই না হয়—তবে কর্মীরাই একদিন তাঁহাদের ভুল উপলব্ধি করিবেন—এবং তখন সংঘ হইতে গলদ মুক্ত করার পথ সহজ হইবে।

সংঘের প্রার্থী মনোনয়ন ধারা

আমাদের সংঘের নিয়ম আছে যে, কোনো কর্মী নিজেদের মনোনয়নের জন্য কোনো চেষ্টা করিবে না—ঐ মর্ম্মে সংঘে কোনো আবেদন করিবে না বা কর্মীদের মধ্যে তদ্বিষয়ে প্রচার করিবে না। কিন্তু অবাঞ্ছিত ঐ তিন চারি জন কর্মী ভিতরে ভিতরে সাধারণ কর্মীদের মহলে নানাবিধ প্রচার কার্য্য চালাইয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সংঘের বিধি বিধান আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়াও তাঁহারা সংঘ হইতে নিজেদের শেষ স্বার্থ সিদ্ধির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তখন আর তাঁহাদের লক্ষ্য সংঘ ছিল না—লক্ষ্য ছিল স্বার্থ। এবং সংঘের শক্তিতে প্রতিনিধিত্ব লাভ করিয়া নিজেদের এক অবাঞ্ছিত কর্ম্মধারা চালাইবারও তাহাদের সংকল্প ছিল। তাঁহাদের পরবর্ত্তী কর্ম্মধারা এই কথার সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছে।

অবশেষে অবাঞ্ছিতরাই বাঞ্ছিত পদের অধিকারী

অবশেষে, ঘটনা পরম্পরায় যাহা বিধান তাহাই ঘটিল। ঐ অবাঞ্ছিত কর্মীরাও অর্থাৎ আজ যাঁহারা সংঘ হইতে বহিষ্কৃত তাঁহারাও—সংঘের পক্ষে আইনসভার সদস্য হইয়া গেলেন। এক বিশেষ পরিস্থিতির কারণে—এবং ব্যাপক ক্ষেত্রের কর্মীদের সব ব্যাপার না জানার কারণে—বা অবস্থা বিপাকে সমস্ত বিষয় কর্মীদের না জানাইতে পারার কারণে সংঘের অবাঞ্ছিত এই কর্মীদের হাতে সংঘের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হইয়া গেল। এবং ফলে সংঘকে দুঃখজনক এক অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইল—যাহার জন্য সংঘের ইতিহাসে এক স্থায়ী দাগ রহিয়া গেল। তবে এই গুরুতর মন্দেরও মধ্য হইতে এক সবিশেষ ভালও দেখা দিল। সংঘের জীবনে সাম্প্রদায়িকতার তথা আঞ্চলিকতাহীনতার যে এক কার্য্যকরী দৃষ্টিভঙ্গ বিষবাষ্প প্রসারের চেষ্টা করিতেছিল—তাহা বিদূরিত হইল। কিন্তু অন্যভাবে তাড়াতাড়ি বিদূরিত করিতে গেলে—এই বিষ মুক্ত করার জন্য হয়ত সংঘের জীবনে বেশী ধাক্কাই দেখা দিত। তথাপি, এইভাবে বিষমুক্তির প্রাক্কালে সংঘের জীবনে যে উপদ্রবের সৃষ্টি হইল—তাহাও উল্লেখযোগ্য এবং তাহার আলোচনাও এখানে দরকার।

অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপ সুরু হইল

এইভাবে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা অবশেষে নির্ব্বাচিত হইয়া বুঝিলেন—সংঘে তাহাদের মত লোকের নেতৃত্বের স্থান আর নাই। এবং সংঘ হইতেও বারম্বার ঘোষণা করা হইতেছিল—সংঘের সাংগঠনিক ব্যবস্থা কিছু সামলাইয়া লইবার পর যে কর্ম্মীদের বিষয়ে দোষ ত্রুটীর অভিযোগ আসিয়াছে—সে সমূহের বিচার হইবে—ও অন্যায়ের প্রতিবিধান ও নিরাকরণ হইবে। এই ঘোষণা-সমূহও ঐ অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অস্বোয়াস্তির কারণ হইয়া উঠিল।

নিজেদের স্বাভাবিক স্বভাবের ফলে এবং সংঘে তাহাদের নেতৃত্বের অবসানের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে—এই উপলব্ধির ফলে—ঐ অবাঞ্ছিত কর্মীরা সংঘের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপসমূহ আরম্ভ করিলেন। এবং অবশেষে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টির দ্বারা যদি মাহাত কর্মী সম্প্রদায়কে সংঘ হইতে ভাঙ্গিয়া আনিতে পারা যায় তাহা হইলে—তাহারা দল ছাড়া হইয়া বাছাই হইয়াও যাইবে না—আর একটা দলের নেতৃত্বে কায়েম হইয়াই থাকিবে।

এক সাম্প্রদায়িক রাজ্য গঠনের স্বপ্ন

সুতরাং তাঁহাদের নিজস্ব কাজ এইভাবে সুরু হইল:—(১) সংঘের যাহারা কার্য্যকর্ত্তা স্থানীয়—তাহাদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে ও নেতৃত্বরক্ষার দৃষ্টিতে বিবিধ অপপ্রচার সুরু হইল। (২) সংঘের নীতি ও আদর্শ পালনের প্রশ্ন যখন আর রহিল না তখন দুর্নীতির সহিত জড়িত হইতে তাঁহারা নিজদিগকে প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। (৩) সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য কর্মীদের মধ্যে তাহারা গোপন বৈঠক আরম্ভ করিলেন।

(৪) নিখিল বঙ্গ মাহাত সম্প্রদায়ের দল গঠনের জন্য বাহিরের সাম্প্রদায়িক মাহাত নেতাদের সঙ্গে তাঁহারা গোপন যোগাযোগ আরম্ভ করিলেন। এবং সংঘ ভাঙিয়া সাম্প্রদায়িক সংঘ গড়িবার তথা সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে তাহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য কর্মীদিগকে প্ররোচিত করিতে আরম্ভ করিলেন। (৫) নিজ সম্প্রদায়ের কর্মীরা তাহাদিগকে নেতা হিসাবে অন্ধভাবে অনুসরণ করিবে—এই ভ্রান্ত ধারণা লইয়া তাঁহারা সংঘের নির্দেশ ও নিয়মেরও বিরোধীতা শুরু করিলেন। নির্ব্বাচনের ধার পরিশোধ ও গঠন কর্ম্মের জন্য নির্ব্বাচনী ইস্তাহার অনুসারে—আইন সভার প্রাপ্য টাকা হইতে সংঘকে নির্দ্ধারিত যে অংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আছে—সেই নির্দ্ধারিত টাকার অংশ দেওয়াও অরশেষে ইহারা বন্ধ করিলেন। নিজ নিজ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে যাতায়াত করিয়া তাহার সহিত যোগাযোগ রাখার ও তাহাদের অভাব অভিযোগ জানার জন্য সংঘের নির্দ্দেশও তাহারা অমান্য করিতে লাগিলেন। বিধান সভা সংক্রান্ত কাজ বিষয়ে নির্দ্দেশের প্রতিও গভীর অবহেলা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের সহিত বিবিধ অজুহাত সৃষ্টি করিয়া নিজেদের অভিসন্ধির পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

বিচারের জন্য সংঘের আহ্বান : যোগদানে অবাঞ্ছিতদের ভীরুতা

গোপনে কর্মীদের মধ্যে ইহারা যে সমস্ত ব্যাপার করিতেছিলেন—কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে তাহাও সব জানাইতে লাগিলেন। টাকা বন্ধ করা প্রভৃতি কাজের বিষয়ে ইহারা প্রথম প্রথম বিবিধ অজুহাত সৃষ্টি করিতেছিলেন—অবশেষে সংঘ নির্দ্দেশ অমান্য করার মনোভাবও প্রকটিত হইতে লাগিল। নিজেদের মনোভাব পরিষ্কার করিবার জন্য সংঘ হইতে বারম্বার জানান হইল। উহারা তাহা না করিয়া, সংঘের সচিবের বিরুদ্ধে বহুবিধ অন্যায়ের পাল্টা অভিযোগ জানাইতে লাগিলেন। উহাদের ধারণা ছিল যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের কর্মীরা উহাদিগকেই অন্ধভাবে সমর্থন করিতে থাকিবে। কিন্তু একদিন সংসা তাঁহাদের উপলব্ধি হইল—উহাদের পক্ষে কেহই নাই। উহাদের সমস্ত সাম্প্রদায়িক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে—কর্মীরা ঐ প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, ক্ষুদ্রতা ও ষড়যন্ত্রের ঊর্দ্ধে।

সংঘ উভয় দিকেরই উপর আরোপিত অভিযোগের বিচারের জন্য দিন স্থির করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলকেই আহ্বান করিলেন। ঐ অবাঞ্ছিত সংঘ সদস্যরাও আহূত হইলেন। কিন্তু বৈঠকে আসিলেন না। ঐ সম্পর্কে বারম্বার বৈঠক ডাকাও হইল—কিন্তু ফল হইল না। উহারা আসিলেন না বা আসিতে সাহস করিলেন না।

শেষ আপোষ চেষ্টা : দায়ে পড়িয়া অপরাধ স্বীকার

এই অবুঝ লোকগুলির ভবিষ্য বিনষ্ট হইতে যাইতেছে দেখিয়া, কিছু কর্মীর বহু চেষ্টায় তাহারা একদিন সংঘের কার্য্য কর্ত্তাদের সহিত আলোচনায় আসিতে বাধ্য হইলেন। সংঘের বিশিষ্ট কর্মীদের সামনে এই আলোচনা হইল। কিন্তু নিজেরা যে সব অভিযোগ করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সত্যকার কোনো কিছুই বলিবার বা সাব্যস্ত করিবার মত তাঁহাদের কিছুই ছিল না—দেখা গেল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সমূহের বিষয়েও তাঁহাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কিছুই ছিল না। তাঁহারা দোষী বলিয়াই স্পষ্ট প্রমাণিত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা বলিলেন—তাঁহারা ঐ ভাবে অবাঞ্ছিত আচরণ না করিয়া সংঘের প্রতি আনুগত্য সহকারেই চলিবেন। তবে অবস্থা বিপাকে ইহা জানাইয়া গেলেও—তাঁহারা বুঝিয়া গেলেন যে, চালাকি দ্বারা কোন কিছু ঢাকিয়া রাখা সম্ভব হইবে না। কারণ ঐ সময়ে সংঘের বজবাড়ী শিবির আসন্ন ছিল। তাঁহাদিগকে জানান হইল যে ঐ শিবিরে জেলার প্রতিনিধিদের সামনে—সকল পক্ষেরই সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়া সংঘের পক্ষে যাহা বাঞ্ছনীয়, যাহা করনীয় তাহাই করা হইবে—শিবিরে তাহারা যেন যোগ দেন। এই শিবিরে তাঁহাদের যোগদানের সাহস হইল না।

অপরাধীদের শেষ আশ্রয় স্থল—কংগ্রেসের সহিত যোগাযোগ

অভিযুক্তদের মধ্যে দুইজন শিবিরে যোগদান করিয়াও—আলোচনা আসন্ন দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন যিনি প্রধান অপরাধীদের একজন তিনি চলিয়া আসিলেন।

নিজেদের কর্ম্মের ফলে অবস্থা জটিল হইয়া উঠিল দেখিয়া—উহারা অবশেষে কংগ্রেসের সহিত যোগাযোগ সুরু করিলেন। একটা দল না ধরিলে আর উপায় নাই। কংগ্রেসও এই অবস্থার অবাঞ্ছিত সুযোগ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের কর্ম্মপ্রচেষ্টার সংযোগে ঐ অবাঞ্ছিত সদস্যেরা জেলায় ও প্রাদেশিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসী ব্যক্তিদের ও সরকারী কর্ম্মচারীদের তথা মন্ত্রীদের সহিত নূতন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সুরু করিলেন। সরকারী নানা সুযোগ সুবিধা বণ্টনের ভার পাইয়া ঐ অবাঞ্ছিত সদস্যেরা কংগ্রেসীদের মহল ঘুরিয়া উহাদের প্রতি অবাঞ্ছিত সহায়তাদানে নিযুক্ত হইলেন। সংঘের কর্মীদের সহিত তথা কর্মীদের আহূত বৈঠকাদির সহিত অসহযোগিতা ও বিরূপতা আরম্ভ হইল। সংঘের কাজ ভাঙিবার ব্যাপক চেষ্টাও চলিতে লাগিল। অবশেষে, অবস্থা চরমে গিয়া পৌঁছাইল।

আইন সভায় অনাস্থা প্রস্তাব : বিশ্বাস ঘাতকতার ইতিহাস

বাংলার বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর পদত্যাগকে কেন্দ্র করিয়া আইন সভার সমস্ত কংগ্রেস বিরোধী দল যখন সরকারের বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিলেন—যখন এই অনাস্থা প্রস্তাবের প্রতি ঐ সকল দল নিজেদের অটুট কর্ত্তব্য পালনের জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন—যখন সমস্ত বাংলার জনমত এই অনাস্থা প্রস্তাবের প্রতি অন্তরের দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিতেছে—এবং সর্ব্বোপরি লোক সেবক সংঘ যখন এই অনাস্থা প্রস্তাব পরিচালনায় সবিশেষ অংশ গ্রহণে নিযুক্ত রহিয়াছেন—তখন সংঘের এই অবাঞ্ছিত সদস্যগণ—সংঘের সম্মানের কথা না ভাবিয়া—সংঘের আইন সভার নেত্রীর আদেশ অমান্য করিয়া—সংঘের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া—এবং এমন কি, দেশের জনমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া—তাঁহারা অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন না করিবার জন্য আইনসভা হইতে পলাইয়া রহিলেন। সকল প্রকারের যুক্তি, সকল বোঝানো, নীতি ও আদর্শের সকল আলোচনা ব্যর্থ হইল।

শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধ ও বিচার

তাঁহাদের আচরণ নির্ভরযোগ্য নহে দেখিয়া সংঘ সচিব তাহাদিগকে বিচার সাপেক্ষে আইন সভায় যোগদান না করিতে নির্দ্দেশদান করিলেন। সে নির্দ্দেশও কার্য্যকরী হইল না। তাঁহাদের এই গুরুতর শৃঙ্খলা ভঙ্গের আলোচনার জন্য বিগত ৬ই এপ্রিল তারিখে সংঘের জেলা পরিষদের এক বৈঠকে তাঁহাদিগকে আহ্বান জানান হইল যে, তাঁহারা নিজেদের যাহা বলিবার—তাহা উপস্থিত করুন। তাঁহারা উপস্থিত হইলেন না। তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত গুরুতর অভিযোগসমূহ সম্যক বিশ্লেষণ ও বিচার অন্তে ঐ চারিজন সদস্যকে বহিষ্কৃত করা হইল।

বিগত ৩রা ও ৪ঠা মে কাঁশবহাল জেলা অধিবেশনে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা ও তথ্যাদির বিশ্লেষণ হয়। এবং পরিশেষে জেলা পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অভিনন্দিত হয়।

রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক যে সমস্ত অপরাধ এই বহিষ্কৃত সদস্যেরা করিয়াছেন—এই আলোচনা হইতে তাহার সম্যক ধারণা হইবে। এই সর্বজন বিদিত ঘটনাগুলিই স্বয়ং সিদ্ধ প্রমাণ। বিশদ তথ্যাদি ও আরো বহুবিধ সাক্ষ্য প্রমাণের যদি কেহ দরকার মনে করেন—তাহা হইলে সে বিষয়েও তাঁহারা আমাদের কাছ হইতে অবহিত হইতে পারিবেন। কিন্তু ইহা ব্যতীত দুর্নীতিমূলক আচরণ বিষয়েও তাহাদের প্রতি যে অভিযোগ সমূহ করা হইয়াছে—তদ্বিষয়েও এখানে আলোচনা করা বিশেষ দরকার মনে করিতেছি। দায়িত্বশীল প্রতিনিধির পক্ষে গুরুতর অপরাধজনক তথা দুঃখজনক আচরণের কথা উল্লেখ না করিয়াও পারিতেছি না।

বিগত ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসের ১৫ই তারিখে আইন সভার অধিবেশন শেষ হয়। অধিবেশন শেষ হইবার তারিখের পর যত দিন না বৈঠক স্থগিত হওয়ার ঘোষণা হয়—ততদিন ধরিয়া কলিকাতায় প্রত্যহ দিন রাত্রিবাস করিলে সেই সকল দিনেরও ভাতা আইনতঃ বিল করিয়া লইতে পারা যায়। এই অতিরিক্ত দিনগুলির ভাতার বিল করিলে, বিল সেক্রেটারীর অফিসে পৌঁছিবার পর সেক্রেটারীর অফিস হইতে সদস্যকে একটি পত্র দেওয়া হয় যে, বৈঠক শেষ হওয়ার পর বৈঠক স্থগিতের ঘোষণার

তারিখ পর্য্যন্ত সদস্য কলিকাতায় রাত্রিবাস করিয়া থাকিলে সদস্য যেন অঙ্গীকার করিয়া জানান যে—তিনি সেই কয়েক দিন কলিকাতাতেই ছিলেন। ইহাই নিয়ম। এই নিয়ম থাকায় জন্যই সংঘের সদস্যদের মধ্যে কয়েকজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত এক দুর্নীতিমূলক আচরণ ধরা পড়িয়া যায়। ব্যাপারটি ঘটে এই।

উল্লিখিত ঐ ১৫ই জুলাই তারিখে আইনসভার অধিবেশন শেষ হইলে—১৬ই জুলাই আমাদের আইন সভার সদস্যেরা কলিকাতা হইতে রাত্রির ট্রেনে পুরুলিয়া চলিয়া আসেন। দৈনিক ভাতার বিল করিবার বিষয়ে এক গোলযোগ ঘটে। আমাদের ৭ জন আইনসভা সদস্যের যাবতীয় বিল যাহা কলিকাতা হইতে করা হইত—তাহা সমস্তই শ্রীসাগর চন্দ্র মাহাত প্রস্তুত করিতেন—সকলে নিজ নিজ সহী দিয়া দিতেন। আর সাগরবাবুকে সাহায্য করিতেন—সত্যকিঙ্করবাবু ও ভীমবাবু। সাগরবাবু বিল প্রস্তুত করিতেছেন—সেজন্য সকলে ঠিকমতই হইতেছে এই বিশ্বাসে সহী দিতেন। সাগরবাবু উক্ত সময়ের বিল করার সময় সত্যকিঙ্করবাবু ও ভীমবাবুদের সহিত পরামর্শ করিয়া—এক নিন্দনীয় কাজ করিলেন। অন্যায়ভাবে ১৬ই জুলাই তারিখেরও টাকা দাবী করিয়া সকলের বিল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। কি লেখা হইয়াছে—তাহা না জানিয়া বিশ্বাসের সহিত অপর সকল সদস্য তাহাতে সহী দিয়া দেন। তাহাতে শুধু যে ১৫ টাকার বাড়তি বিলই করা হইল তাহা নয়—১৬ই জুলাই রাত্রিবাস করা হইয়াছে—মিথ্যা করিয়া ইহা সাব্যস্ত করার জন্য—তাঁহারা রাহা খরচ বিলে লিখিলেন—১৭ই জুলাই সকালের ট্রেনে তাঁহারা রওয়ানা হইয়াছেন!

যথা নিয়মে একদিন আইনসভা হইতে শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের নামে পত্র আসিল, আপনি যে ১৬ই তারিখে কলিকাতায় দিনযাপন ও রাত্রি বাস করিয়াছিলেন—সেই মর্মে অঙ্গীকার পত্র পাঠাইয়া দিবেন। এই নিয়মানুসারে সকল সদস্যের কাছেই যেমন চিঠি গেল—তাঁহারও কাছে তেমনি এই চিঠি আসিল। চিঠি দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন—১৬ই জুলাই তারিখে রাত্রে যখন থাকা হয় নাই—তখন এইভাবে বিল কেন করা হইয়াছে? সঙ্গে সঙ্গে তিনি আইনসভার সেক্রেটারীকে জানাইলেন—যে, তাঁহারা ১৬ই জুলাই রাত্রে কলিকাতায় ছিলেন না—রাত্রের ট্রেনেই রওয়ানা হইয়াছেন; ভুলভাবে এই বিল করা হইয়াছে। আমাদের সংঘ প্রতিনিধিরা আইনসভায় গিয়া দেখা করিয়া সব অবস্থা জানাইলেন। ঐ বিলগুলি তখন পাশ হইয়া গিয়াছিল—অফিসের কাজের অসুবিধা হইবে বলিয়া আবশ্যকীয় লেখালেখির ব্যবস্থা করিয়া তখনকার মত ঐ বিল বাতিল করিয়া—চিঠি দেওয়া হইল—পরবর্ত্তী বিল হইতে ১৫৲ টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়ার জন্য। এবং পরবর্ত্তী বিল হইতে ১৫৲ টাকা করিয়া বাদ দিয়া আমরা বিল করিয়া দিলাম। তবে অফিসে জানান হইল যে, বিলে কারচুপি করা বিষয়ে কে কে জড়িত আছেন—তাহার তদন্ত সংঘ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে—ইহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনো সদস্যকে যেন বিলের টাকা না দেওয়া হয়। এইভাবে দীর্ঘকাল বিলগুলি আটক রহিল। আইনসভার কার্য্যপরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট অনেকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, এবিষয়ে যাহা হইবার হইয়াছে—এখন চুপচাপ হইয়া যাওয়াই উচিত হইবে—নতুবা সকল সদস্যের উপরই একটা দোষারোপ ঘটিবে। আমাদের এইরূপ পরামর্শদাতাদের কথা রক্ষা করিতে বা তাঁহাদের কথার উপর আমরা গুরুত্ব দিতে পারি নাই। কারণ যাহা ঘটিবার ঘটিতে পারে—কিন্তু যাহা কর্ত্তব্য করিতে হইবে।

এদিকে এই ব্যাপার লইয়া সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ ও আইন সভার সদস্য মহলে এক আলোড়ন ঘটিয়া গেল। দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সদস্যের পক্ষে এই আচরণ সংঘের নিকট খুবই নিন্দনীয়। এই ঘটনার জন্য বিশেষ বিচার বৈঠক আহূত হইল। শ্রীসাগরচন্দ্র মাহাতই বিলগুলি লেখেন এবং বিলের কারচুপির মূল দায়িত্ব তাঁহারই ছিল। শ্রীসত্যকিঙ্কর মাহাত ও শ্রীভীম মাহাত স্বীকার করেন যে তাঁহারা জানিয়াই ঐ ভাবে বিল তৈয়ারী করিয়াছেন এবং ঐ চারিজন বহিষ্কৃত সদস্যই ইহার জন্য অনুতপ্ত না হইয়া বরং উমার সহিতই বলিতে থাকেন—যে এই রকম চুরি সবাই করে—তাঁহারাও করিয়াছেন—এবং জোরের সহিতই দাবী করেন যে, বিহার আইন সভায় সংঘের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ওঝাই তাঁহাদিগকে এইভাবে চুরি করিতে

শিক্ষা দিয়াছেন এবং লোক সেবক সংঘের সচিব তখন জানিয়াও শ্রীশবাবু ও সমরবাবুকে বাঙ্গালী বলিয়া কিছু বলেন নাই—আজ তাঁহারা মাহাত বলিয়া সংঘ সচিব তাহাদের চুরিটা বড় করিয়া দেখিতেছেন। ঐ সদস্যদের সম্পূর্ণ এই মিথ্যা উক্তি—কোনো প্রকার বুদ্ধি বা কৌশল সহকারেও অথবা যুক্তির ধরণেও বলিবার যোগ্যতা হইল না। কথার কোনো অর্থ ছিল না—কারণ উভয় সময়েই অবস্থা সমান ছিল। সচিব উত্তরে বলেন—এই অভিযোগ সম্পূর্ণই অসত্য। শ্রীশবাবু, সমরবাবু চুরি করিতেছিলেন ও চুরির শিক্ষা দিতেছিলেন বলিয়া আমরা কখনো ভাবি নাই বা জানি নাই। কখনো সন্দেহও করি নাই। আর, যে কেহই চুরি করিয়া থাকুন—তিনি যত বড়ই হউন—তাঁহার চুরিও চুরি বলিয়াই গণ্য হইবে—তিনিও অপরাধী হইবেন। তাঁহার অপরাধের দৃষ্টিতে এই চুরির গুরুত্ব কমিয়া যাইবে না। সদস্যের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা এই আচরণ নিতান্তই অপরাধজনক কাজ হইয়াছে।" সমবেত সকলে সদস্যদের ঐ আচরণের প্রতি এবং ততোধিক তাহাদের মনোভাবের প্রতি তীব্র নিন্দাবাদ করেন। এবং ইহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া দরকার তাহা সংঘের নিকট এক বিশেষ বিচার্য্য বিষয়রূপে দেখা দেয়।

উপরোক্ত এই বৈঠকে শ্রীশবাবু ও সমরবাবু ছিলেন না। পরবর্ত্তী এক বৈঠকে—তাহাদিগকে এবং ঐ অবহিত সদস্যদের আহ্বান করা হয়। শ্রীশবাবু ও সমরবাবু বলেন—যে বিলে চুরির শিক্ষাদানের যে দোষারোপ ঐ সদস্যেরা করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণই অসত্য। হয় তো বিহারের বিধি বিধানের ধারার জন্য ঐ সদস্যদের মনে কোনো ভ্রান্ত ধারণা ঘটিয়াছে। সমরবাবুরা বিহারের বিলের বিধি বিধান আলোচনা করিয়া ঐ সদস্যদের বলেন—চুরি কোথায় কি ভাবে ঘটিয়াছে—তাহা দেখাইয়া দিন। তাঁহারা কিছু দেখাইতে পারেন না। সমরবাবুরা বলেন যে, আইন সভায় আমরা কাজের যে ধারা অবলম্বন করিয়াছি তাহা বিচার করিলেই আমাদের দাবীর সত্যতা উপলব্ধ হইবে।

দায়িত্বপূর্ণ সদস্য জীবন ও তাহার নৈতিক জীবন ধারা লইয়া সংঘ জীবনে এক আলোড়ন ঘটিল এবং ঐ চারিজন সদস্যকে বহিষ্কারের অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে এই নৈতিকতার প্রশ্নটিও অন্যতম হইয়া দেখা দিল। সুতরাং নৈতিক বিধান ভঙ্গ সম্পর্কিত এই প্রশ্নটিও আজ আলোচনার মধ্যে প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করিয়াছি এবং আমরা এখানে তাহা আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। সংঘের সহিত তাহাদের দীর্ঘ দিনের যোগাযোগের এক ইতিহাস রহিয়াছে। সেজন্য এই কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যে বেদনা বোধ ঘটিয়া থাকিলেও আমাদের তাহা করিতেই হইল।

হরিজন সদস্যের পতনের ইতিহাস

বহিষ্কৃত সদস্যদের মধ্যে তিনজন সদস্য অন্যান্য মনোভাবের বা অপরাধের সঙ্গে—এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিতে পরিচালিত হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে শ্রীনকুল চন্দ্র সহিসের মানসিক ধারা কি ছিল—ইহা বিচার্য্য বিষয়। ইহা গৌরবের না হইলেও স্বীকার করিতেই হইবে যে হরিজনদের ভিতরে আমরা বেশী কাজ করি নাই—কাজের যোগ্য ভাল হরিজন কর্মী আমাদের বা দেশের কোনো দলেরই নাই। সুতরাং যেমনই হউক অনেক সময় অনেক নির্বাচন ক্ষেত্রে কাজ চালানো গোছের হইলেই—হরিজন আসনে প্রার্থী দাঁড় করাইতে হয়। অনেক সময় সেই কর্মী মনে কিছু দুর্বল বুঝিলেও মনকে বুঝাইয়া লইতে হয়। এই সব কর্মীদেরও মধ্যে অনেক সময় বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে তাহাদের উন্নতির প্রশ্নটাই উগ্র হইয়া ওঠে। এই নির্বাচনের পর হরিজনদের আর আসন থাকিবে না—সুতরাং যাহা করিবার তাহা করিয়া লইবার এই সময়—এই প্রলোভনের পথে অবিরত প্ররোচনা দানের ফলে দুর্বল মন অবশেষে নতি স্বীকার করিয়াছে। বয়োজ্যেষ্ঠ তথা অগ্রণী তিনজন সদস্যের ক্রমাগত এবং অবাধ তীব্র প্ররোচনার কাজ অবশেষে সাফল্য লাভই করিয়াছিল।

আমরা শুনিয়াছি যে, অপর তিনজন সদস্য ভাবিয়াছিলেন যে, কেবল তিনজন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বাসঘাতকতা করিলে—তাহাদের কারণে নিজ সম্প্রদায়ের উপরও আঘাত পড়িবে। এই ভাবিয়া, লোকের মধ্যে এই ধারণা এড়াইতে তাঁহারা নাকি, বিশেষ

চেষ্টায় দুর্ব্বল তথা প্রলুব্ধ অপর সদস্যের মনকে বিপথ-গামী হইতে সাহায্য করেন।

বিবৃতি প্রকাশে বিলম্ব কেন?

আমরা এই বিবৃতি দিতে বিলম্ব করিলাম এই জন্য যে, বহিষ্কৃত করিলেও, অপরাধের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত করার পূর্ব্বে—জানিয়া লওয়া উচিত অপরাধের তারতম্য কাহার কিরূপ এবং যদি উহাদের মধ্যে কেহ নিতান্ত পুরোচনায় পড়িয়া ভুল করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে—তবে তাহাকে সুযোগ দেওয়া উচিত হইবে। এই সুযোগ ও অবকাশ দেওয়ার পর—এ বিষয়ে অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই আজ এই বিবৃতি আমরা দিলাম।

কে অপরাধী?

বহিষ্কৃত সদস্যদের ঐ সকল অবাঞ্ছিত কাজ করার মধ্যে মূল ব্যাপার কি ছিল—অনেকেই চিন্তা করিয়াছেন। কেহ মনে করিয়াছেন—সাম্প্রদায়িক ব্যাপার—কেহ আবার মনে করিয়াছেন—মূলতঃ আর্থিক প্রলোভনের ব্যাপার কাজ করিয়াছে। অপরাধগুলির তারতম্য বিচার না করিয়াও—আমরা ইহাই বলিতে পারি—অর্থ সংক্রান্ত প্রলোভনের ব্যাপারও এই অবস্থার অন্যতম কারণরূপে যোগান দিয়াছে—ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। এবং সদস্যদের চারিজনের অপরাধের মধ্যে তারতম্য বিচার না করিয়া আমরা ইহা বলিতে পারি যে, সদস্য চারিজনই গুরুতর অপরাধে অপরাধী এবং চারিজনই সক্রিয় ভাবে অন্যায়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।

নির্বাচক মণ্ডলীর প্রতি দায়িত্ব ও আমাদের কর্ম্মধারা

সংঘের নির্বাচনী ইস্তাহারের অঙ্গীকার কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে যাহাদিগকে সদস্যরূপে সম্মুখে রাখিয়া ভোট চাওয়া হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাস ভঙ্গ করায় জনস্বার্থের প্রয়োজনে তাহাদিগকে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিতে সংঘ বাধ্য হইয়াছেন। এবং উহাদিগকে বহিষ্কার করার এই সংঘ সিদ্ধান্ত যে অপ্রতি-রোধ্য প্রমাণ ও যুক্তিতেই করা হইয়াছে—জনগণের মধ্যে এই ধারণা আরো দৃঢ়তর করিতে এই বিবৃতি ভিত্তি স্বরূপ কাজ করিবে—বলিয়া বিশ্বাস লইয়াই আমরা এই বিবৃতি প্রকাশ করিলাম।

জনগণের কাছে আমাদের নিবেদন

অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে হইলেও সংঘের ঐ বহিষ্কৃত সদস্যদের অবাঞ্ছিত কাজের মধ্য দিয়া সংঘ জনগণের কাছে অপরাধীই হইয়াছেন। বিশেষ পরিস্থিতি সমূহ উপলব্ধি করিয়া জনগণ সংঘকে এই জন্য মার্জ্জনা করিবেন—ইহাই আমাদের আশা ও বিশ্বাস।

অতুল চন্দ্র ঘোষ
পরিচালক, লোক সেবক সংঘ

বিজ্ঞাপন

"গোলামারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন বি, এস, সি ও একজন হিন্দী সংস্কৃত শিক্ষক আবশ্যক। বেতন স্কেল অনুসারে দেওয়া হইবে। সেক্রেটারী, গোলামারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়; পোঃ ছড়রা; জিলা পুরুলিয়া, এই ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে।"

UNIQUE OPPORTUNITY.
Phonetic Commercial Institute.
Purulia and Raghunathpur
(July Session)

Admission going on in Shorthand, Typewriting (English & Hindi), Telegraphy (Railway & Postal standard), A. S. M's Course, Book keeping etc. Lodging available with moderate charge. 95% of the passed students from this branch getting appointments both in Govt. & Railway Offices every year.

Apply with Eight NP. to the Principal, Phonetic Commercial Institute, P. O. Purulia. Seats limited

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৫ই শ্রাবণ ১৩৬৫—২১শে জুলাই ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

মুক্তির নিয়মাবলী

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবার প্রকাশিত হয়।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য—৬৲ (সডাক)
ষাণ্মাসিক—৩।০ "
মূল্য অগ্রিম দেয়। ভিঃ পিঃ তে লইলে ।৵০ আনা বেশী লাগে।

৩। এক বৎসরে মুক্তির ৪৮টী সংখ্যা বাহির হয়। ৪৮ সংখ্যায় ১ বৎসর ও ২৪ সংখ্যায় ৬ মাস গণ্য করা হয়।

৪। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হয় না।

৫। নমুনা কপির জন্য ১৯ নয়া পয়সার ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তরসহ আমা-দিগকে জানাইবেন।

৭। গ্রাহকগণ পত্রাদি বা অর্থাদি পাঠাইবার সময় নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা ডাকটিকিট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং অর্থাদি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি" পোঃ পুরুলিয়া

গ্রাহকদিগের যে সংখ্যায় "মুক্তি" পত্রিকার গ্রাহকের মেয়াদের সময় 'উত্তীর্ণ হইবে তাহার দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে ও গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক থাকিলে তাহাদিগকে গ্রাহক চাঁদা মনি অর্ডারে পাঠ-ইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কোন উত্তর না পাইলে মুক্তি পাঠান বন্ধ থাকিবে। **বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে মুক্তি ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয় না।**

বহির্বিভাগীয় বীমা কর্ম্মীদের প্রতিবাদ দিবস

আগামী ২১শে জুলাই তারিখে লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের বহির্বিভাগীয় বীমা কর্ম্মচারী ফেডারেশন কর্ত্তৃক "প্রতিবাদ দিবস" পালিত হইবে। এই সম্পর্কে উপরোক্ত ফেডারেশনের জামশেদপুর বিভাগের সম্পাদক শ্রী পি, আর, বক্সী জানাইতেছেন যে—আগামী ২রা সেপ্টেম্বর হইতে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে আগামী ২১শে জুলাই তারিখে "নিখিল ভারত প্রতিবাদ দিবস" উপলক্ষ্যে জামশেদপুর বিভাগীয় শাখা কর্ত্তৃকও প্রতিবাদ দিবস পালিত হইবে। বীমা কর্ম্মচারীদের দীর্ঘস্থায়ী অভাব অভিযোগ দূরীকরণের জন্যই এই প্রতিবাদ দিবস পালিত হইতেছে। সমাধানের পন্থা হিসাবে দ্বিপক্ষীয় আলাপ আলোচনার দ্বারা অভিযোগগুলি দূরীকরণের প্রস্তাব ফেডারেশনের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে।

শোক সংবাদ

গত ২০শে মে তারিখে ঢাকা নিবাসী শ্রীকালী মোহন গঙ্গোপাধ্যায় রামপদ কলোনীতে নিজ ভবনে ৮৬ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে পরলোক গমন করেন। তিনি পেন্সনপ্রাপ্ত জেলার ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পর পুরুলিয়ায় বাস করিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ২ পুত্র, ৩ কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

বিগত ৫ই জুলাই ২০শে আষাঢ় বলরামপুর থানার খয়রাডি গ্রামের লোক সেবক সংঘের কর্মী ৺শিবপদ সেন বেলা ১২ টার সময় হঠাৎ হৃদ্ যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর ছিল। সংসারে বর্ত্তমানে একমাত্র তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও মাতা আছেন। শিবপদই একমাত্র উপার্জ্জনকারী ছিলেন ফলে তাঁহার মারা যাবার পর আর তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের আর কোনরূপ সংস্থান নাই। সুতরাং অবিলম্বে তাহাদের সাহায্যদানের সুব্যবস্থা না করিলে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতাকেও অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

আমরা তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

লোক সেবক সংঘের বিশ্বস্ত কর্ম্মী বরাবাজার থানার লাণ্ডুডি গ্রাম নিবাসী শ্রীবাউল চন্দ্র মাহাতর পিতা শ্রীলাল মোহন মাহাত গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নিজেও লোক সেবক সংঘের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং সহায়ক ছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় লাণ্ডুডিতে একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় এবং জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক মঞ্জুরিত অর্থে একটি কূপ গঠিত হয়। তিনি সর্ব্বদা নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যে জড়িত থাকিতেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুক। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

নিরুদ্দেশ

আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু সৈয়দ মজাহীর গত ১০।৭।৫৮ তারিখ হইতে নিরুদ্দেশ। যিনি অনুসন্ধান করিয়া মজাহীর ভাইকে পুরুলিয়ায় লইয়া আসিবেন তিনি আমার নিকট হইতে ১০১৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

পরিচয়—৫'৬" লম্বা, রোগা, গায়ের রং পরিস্কার পরিধানে সাদা পাজামা, সাদা ফুলসার্ট, ব্রাউন কালার স্লিপার।

সত্য মুখার্জ্জী
কে: শিশু শিক্ষা কেন্দ্র
পুরুলিয়া।

চুন

বাড়ী ঘর তৈয়ারীর জন্য এবং চুনকামের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর "১নং ঘুলিক" চুন সুলভে পাইতে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীখাঁদু বাউরী
চাটানীপাড়া, পুরুলিয়া

মুক্তি

৫ই শ্রাবণ, সোমবার

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

পুর্ণিয়া জেলার কিয়দংশ এবং নব-গঠিত পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তির প্রায় পৌনে দুই বৎসর পরে বাংলার আইন কানুন বিহারের হস্তান্তরিত অঞ্চলে প্রয়োগ করিবার কার্য্যকরী ব্যবস্থারূপে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় প্রয়োজনীয় বিল পাশ করা হইয়াছে। হস্তান্তরিত অঞ্চলের প্রয়োজন ও সমস্যা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সংকার কতদূর সজাগ ও কি পরিমাণ সক্রিয় তাহা এই প্রায় দুই বৎসর বাদে নিদ্রাভঙ্গের দ্বারাই সূচিত হইতেছে।

সংশ্লিষ্ট বিলটির মধ্যে বিহারের কতকগুলি আইন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিহার পঞ্চায়েৎ আইন, বিহার মিউনিসিপ্যাল আইন, বিহার স্বায়ত্ব শাসনমূলক আইন, বিহার ও ছোটনাগপুর ভূমি স্বত্ব আইন, প্রভৃতি এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। বিহারের যে আইনগুলি এখনও কায়েম রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভূমিস্বত্ব আইন বা টেনেন্সি এ্যাক্টগুলি ছাড়া, বাকীগুলি প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। স্থানীয় প্রয়োজন বা জনসাধারণের স্বার্থের সহিত ইহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই।

পুরুলিয়া জেলায় কংগ্রেসের বুনিয়াদ মজবুত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহার সরকারের পন্থা অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। এই দুই বৎসরের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা ঘটনাবলীর মাধ্যমে এবং আলোচ্য বিলটি রচনার ধারায় তাহা জাজ্বল্যরূপে প্রমাণ করিতেছে।

বিহার আমলে হিন্দী প্রচারের প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ ছিল এই পঞ্চায়েৎগুলি এবং এডুকেশন কাউন্সিল। নিজ পাপের ভারে এডুকেশন কাউন্সিল যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল তখন হিন্দীর ধ্বজা বহন করিবার ভার পড়িল জেলার স্কুল সমূহের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের উপর। হিন্দীর এই প্রচার কেন্দ্রগুলি কংগ্রেসের আড্ডারূপেও পরিচালিত হইত। বিহার আমলের অবসান তথা হিন্দীর প্রচার বন্ধ হইলেও এই কেন্দ্রগুলিকে কংগ্রেসের প্রচার ক্ষেত্ররূপে বহাল তবিয়তেরাখা হইয়াছে। সুতরাং বাংলার আমলেও এই জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার ধারা বিহারের পন্থায় পরিচালিত হওয়ায় কংগ্রেসের স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার কোনও আশঙ্কা দেখা দেয় নাই।

কিন্তু পঞ্চায়েৎগুলির প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কারণ পশ্চিম বঙ্গের পঞ্চায়েতী আইনে বিহার আইনের নির্লজ্জ পন্থা ও ব্যবস্থাধারাকে বহুলাংশেই বাতিল করিতে হয়। ফলে জেলার পঞ্চায়েৎগুলি বাংলার আইন অনুযায়ী পুনর্গঠিত করিতে যাইলে এই জেলায় কংগ্রেসের বুনিয়াদই একেবারে ধ্বসিয়া পড়িবে। বিহার আমলে বহু অনুসন্ধানের পর যে সকল বিশ্বস্ত সমাজ বিরোধীদের উপর পঞ্চায়েতের "দায়িত্বপূর্ণ" কার্য্য পরিচালনার "গুরুভার" প্রদত্ত হইয়াছিল—বাংলা সরকার কংগ্রেসের স্তম্ভ স্বরূপ সেই সকল অনুচরদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন কিরূপে? সুতরাং বাংলার সমাজ জীবনেও সমাজ বিরোধীতার প্রশস্ত ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখিবার জন্য বিহারের পঞ্চায়েতী আইন কায়েম রাখা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর গত্যন্তর কোথায়?

বিহার মিউনিসিপ্যাল আইনও বলবৎ রাখা হইতেছে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। বৃটিশের ধারা অনুযায়ী বিহারে এখনও মিউনিসিপ্যালিটী সমূহে সরকারী মনোনয়ন ব্যবস্থা কায়েম রহিয়াছে। পুরুলিয়া জেলার মিউনিসিপ্যালিটী সমূহেও সরকারী মনোনীত কমিশনারগণ বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং এমন সুচারু ব্যবস্থাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারই বা বাতিল করিবেন কিরূপে? বিশেষ করিয়া পুরুলিয়া প্রভৃতি মিউনিসিপ্যালিটীতে এখন কংগ্রেসী বোর্ড গঠিত হওয়ায়—বাংলার মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্ত্তনের দ্বারা পুনর্নির্ব্বাচনের প্রশ্ন আনিয়া অনিশ্চয়তাকে বরণ করিবেন কোন্ বুদ্ধিতে? সুতরাং বিহারের আইন বলবৎ রাখার অজুহাত হইল যে বিহার মিউনিসিপ্যাল আইনে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার রহিয়াছে—যাহা বাংলার আইনে নাই।

মানভূম তথা পুরুলিয়া জেলা বোর্ডের নির্ব্বাচন দশ বার বৎসর পূর্ব্বে বিহার স্বায়ত্ব শাসনমূলক আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। তাহার পর বিহার সরকার রাজনৈতিক

কারণে এই বোর্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও আর কোনও নূতন নির্ব্বাচন করেন নাই। কংগ্রেস ত্যাগের কালে, লোক সেবক সংঘের সদস্যগণ জেলা বোর্ডের সদস্য পদও ত্যাগ করেন। সেই শূন্য পদের দুই এক স্থলের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় হওয়ায় বিহার সরকার আর বাকী আসনের উপনির্ব্বাচনও করেন নাই এবং সাধারণ নির্ব্বাচনের তিসীমানার দিক দিয়াও যান নাই। ফলান্তরের পরে পুরুলিয়া জেলা বোর্ড গলিত নখ দন্ত বৃদ্ধের অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। পুরুলিয়া জেলা বোর্ড সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত বাংলা সরকার করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পুরুলিয়া জেলা বোর্ডের বর্ত্তমান অবস্থায় জেলা বোর্ডের নির্ব্বাচনও বাহুল্যের পর্য্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে। সুতরাং অব্যবস্থাচিত্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহার স্বায়ত্ত শাসনমূলক আইনও কায়েম রাখিলেন পুরুলিয়া জেলা বোর্ডের কোন্ সদ্গতি সাধনের উদ্দেশ্যে?

যাহা হউক, প্রায় দীর্ঘ দুই বৎসর পরেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া হস্তান্তরিত অঞ্চলে বাংলার আইনগুলি প্রবর্ত্তনে যে উদ্যোগী হইয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। এতদিন এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ত্রিশঙ্কুর অবস্থা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, স্বর্গেই হউক আর মর্ত্তেই হউক, এক স্থানে দাঁড়াইবার যে সুযোগ ও অধিকার পাইবে ইহাই বড় কথা। সুখলাভ হউক আর না হউক অন্ততঃ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

হস্তান্তরিত অঞ্চলের স্কুল ফাইন্যাল ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা যেমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইতেছে—ঠিক সেইভাবেই উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের বিষয়টিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা হইতেছে অর্থাৎ কোনরূপ দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে না। বিহার সিলেবাস অনুযায়ী পাশ করিয়াছে এই অপরাধে উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইলেও তাহাদের জন্য কোনওরূপ স্কলারশিপের ব্যবস্থা নাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ বিমাতাসুলভ মনোভাব কেবল দৃষ্টিকটুই নয়—নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ এই বৈষম্য ও অবিচার দূরীকরণে সচেষ্ট হইবেন বলিয়া আশা করি।

বাংলা কংগ্রেসের তথা বাংলা সরকারের "এ্যাড হক কমিটী"র উপর অহেতুক প্রীতি ও আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। জেলা কংগ্রেস কমিটীর কোনও কুল কিনারা না হওয়ায় এ্যাড হক কমিটি কাজ চালাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বৎসরাধিক কাল ধরিয়া 'এ্যাড হক কমিটী' চালাইয়া যাইতেছেন। কাজ তাহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এইরূপ এ্যাড হক কমিটীর অন্যতম হইল নিস্তারিণী কলেজের ম্যানেজিং কমিটী। স্পন্সর্ড কলেজের নিয়মানুযায়ী কমিটী গঠন না করিয়া শিক্ষা দপ্তরের খেয়াল অনুযায়ী এ্যাড হক কমিটী গঠন করা হইয়াছে, ফলে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতেছে। প্রকাশ, কমিটীর সহিত মনোমালিন্যের ফলে এক বৎসর না যাইতেই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন—কমিটীর অব্যবস্থার ফলে কলেজের অধ্যাপিকা ও কর্ম্মচারীদের বেতন পাইতে অহেতুক বিলম্ব ঘটে এবং আরও নানা অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। গৌণী সেনের অর্থে যখন কলেজটি স্থাপন করা হইয়াছে—তখন ইহার পরিচালনা ব্যবস্থা সুচারুরূপে গঠন করিবার আপত্তি কোথায়?

ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি-বার্ষিকী

শান্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত পুরুলিয়ার অনুষ্ঠান সম্পন্ন

বিগত ১লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার ঋষি নিবারণচন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক কার্যক্রমরূপে সকাল ৮।০ ঘটিকার সময় শিল্পাশ্রমের নিকটস্থ শ্মশানে ঋষির স্মৃতিবেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনাড়ম্বর স্মৃতিবেদীটি পুষ্প-পল্লবে সুসজ্জিত করিয়া ঋষির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করিবার পর শ্রীসতীশচন্দ্র সেন ঋষির প্রিয় সঙ্গীতটি গাহেন। তাহার পর সমবেত সকলে ঋষির স্মৃতিবেদীতে পুষ্পার্ঘ প্রদান করেন।

এই প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর সকাল ১০ ঘটিকার সময় শিল্পাশ্রমে পতাকা অভিবাদন করা হয়। শ্রীমতী বাণী দেবী বন্দেমাতরম্ ও পতাকা বন্দনা গান করেন। শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী পতাকা অভিবাদন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ইহার পর বেলা ১১ ঘটিকার সময় ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সন্ধ্যা ৬।০ ঘটিকার সময় শিল্পাশ্রমে ঋষির স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ। এই স্মরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সভা মণ্ডপটি পুষ্প পল্লবে সুশোভিত করিয়া মণ্ডপের মধ্যস্থলে ঋষির আলেখ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীচিত্তভূষণ দাশগুপ্তের পরিচালনায় প্রার্থনানুষ্ঠানে শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী, শ্রীবলরাম মাহাত, শ্রীগোপেশ্বর মাহাত ও শ্রীরাম মাহাত যোগ দেন। ইহার পর শ্রীসতীশচন্দ্র সেন ঋষির প্রিয় সঙ্গীত "হরি নিজেরি যা' কিছু অপরে বিলায়ে, আপনা হারায়ে ফেলেছ" গাহেন। শ্রীমণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। ইহার পর শ্রীমান সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় ঋষির উদ্দেশ্যে রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করে। এই স্মরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শ্রীমানের মাতা ঐ কবিতাটি রচনা করেন। শ্রীদোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীমান ভক্ত দাস মুসীর স্বরচিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করার পর শ্রীসন্তোষ কুমার রায় ঋষির উদ্দেশ্যে রচিত একটি কবিতা এবং অভয় আশ্রমের শ্রীনন্দদুলাল মিত্র স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

গণসাহিত্যমূলক রচনার নিদর্শন হিসাবে মুক্তি হইতে ঋষির দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। "জানো কি আমি কে" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন শ্রীচিত্তভূষণ দাশ গুপ্ত এবং শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ "ত্যাগের আদর্শ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

স্মৃতি বাসরে বৈতালীর পক্ষ হইতে শ্রীঅনিল চৌধুরী দুইটি রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং শ্রীমতী অমিয়া মল্লিক একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত করেন। শ্রীপটলচন্দ্র দাস বেহালা এবং শ্রীঅমুজাক্ষ চট্টোপাধ্যায় তবলা সঙ্গত করেন। শ্রীবগলা কান্ত রায় অতুল প্রসাদের একটি গান গাহেন।

নিবারণচন্দ্রের জীবনী ও আদর্শ আলোচনা করিয়া শ্রীঅশোক চৌধুরী, শ্রীহরকালী মুখোপাধ্যায়, শ্রীবলরাম মাহাত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানের উপসংহারে সভাপতির বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বলেন—ঋষি নিবারণচন্দ্র আমাদের পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং তাঁহার মহান্ জীবন আদর্শ হইতে আমরা নূতন প্রেরণা ও আশা লাভ করি। তিনি যে "সব সমানের দেশ" এর আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন—তাহাই প্রকৃত গণ-স্বরাজের আদর্শ।

মধ্যপ্রাচ্যে গুরুতর সামরিক পরিস্থিতি

ইরাকে সামরিক বিদ্রোহের দ্বারা প্রজাতন্ত্র কায়েমের জের

জর্ডন ও লেবাননে বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্য মোতায়েনের প্রতিক্রিয়া

তুরস্কের ইস্তাম্বুল সহরে বাগ্‌দাদী জোটের মুসলমান রাজ্যগুলির এক জরুরী বৈঠকে যোগদানের জন্য যাত্রা করার প্রাক্কালে ইরাকের তরুণ সামরিক অফিসারদের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহের ফলে, ইরাকের রাজা ফয়জল এবং প্রধান মন্ত্রী নূরী বন্দী ও নিহত হন। বিদ্রোহীরা ইরাকে রাজতন্ত্রের অবসান করিয়া প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও কায়েম করে।

ইরাকের এই আকস্মিক ঘটনায় মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রনেতারা বিশেষভাবে চমকিত ও আতঙ্কিত হন। কারণ এই সকল রাষ্ট্রের স্বার্থসাধন করে যে বাগ্‌দাদী জোটের সৃষ্টি হয় তাহার প্রধান উদ্যোক্তা ও ধ্বজাবাহী ছিল ইরাক তথা ইরাকের প্রধান মন্ত্রী নূরী। তাহা ছাড়া, মধ্য প্রাচ্যের তৈল সম্পদের উপর পশ্চিমী রাষ্ট্রের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য ইরাক প্রভৃতি রাজ্যগুলির উপর ইহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কায়েম রাখা একান্তই প্রয়োজন। এই কারণেই ইরাকের ঘটনায় বৃটিশ, মার্কিন প্রভৃতি পশ্চিমী শক্তি-গোষ্ঠী দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাদের আতঙ্কের অন্য আরেক বিশেষ কারণ হইল মিশরের সভাপতি নাসেরের নেতৃত্বে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। আরবভূমিতে এতদিন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র

বিরাজ করিয়া আসিতেছিল। বর্ত্তমান ভাবধারা ও ঘটনা প্রবাহের ঘাত প্রতিঘাতে সিরিয়া, মিশর, লেবানন, টিউনিশিয়া প্রভৃতি রাজ্যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইরাক, সৌদী আরব, জর্ডান, লিবিয়া, মরাক্কো, ইয়েমেন প্রভৃতি রাজ্যে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র এখনও কায়েম আছে। এই রাজতন্ত্রগুলি বৃটিশ, মার্কিন প্রভৃতি পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর সহায়ক ও সমর্থক। সুতরাং রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং তাহার স্থলে সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী এত আতঙ্কিত হইতেছেন।

ইরাকের ঘটনার ওজুহাত লইয়া মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্য বাহিনী পূর্ণরূপে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যথাক্রমে লেবানন ও জর্ডনে ঘাঁটি গাড়িতেছে। সমগ্র আরব ভূমির সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্ররাষ্ট্র লেবানন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইলেও ইহার সভাপতি মিঃ চামুন পশ্চিমী শক্তিগুলির সহায়ক এবং নাসেরের সম্মীলিত আরব সাধারণতন্ত্র গঠন করিবার প্রচেষ্টার বিরোধী। জর্ডন রাষ্ট্র রাজা হুসেনের নেতৃত্বাধীন পুরুষানুক্রমিক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। নাসেরের নেতৃত্বে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে ইহা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং ইরাকের সহিত একত্রে আরব যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল। সুতরাং মার্কিন ও বৃটিশ শক্তি এই দুই রাজ্যে ঘাঁটি গাড়িয়া আরবের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রতিহত করিতে মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে।

মার্কিন ও বৃটিশের এই নীতিকে পর রাজ্য আক্রমণের নীতির নামান্তর রূপে অভিহিত করিয়া সোভিয়েট রাশিয়া প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং অবিলম্বে বৃটিশ ও মার্কিনসৈন্য যথাক্রমে জর্ডন ও লেবানন হইতে অপসারণের দাবী জানাইয়াছে। ভূমধ্যসাগরে একদিকে মার্কিন ও বৃটিশ নৌবাহিনীর মহড়া সুরু হইয়াছে—অন্যদিকে কৃষ্ণ সাগরে সোভিয়েট রাশিয়ার নৌবাহিনী মহড়া আরম্ভ করিয়াছে। ফলে, মধ্য প্রাচ্যে যে বারুদের স্তূপ পুঞ্জীভূত হইয়াছে—তাহাতে একটি স্ফুলিঙ্গেই যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইবে তাহাতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিবে।

সমগ্র আরব জগতে জাতীয়তাবাদের এক জাগরণ দেখা দিয়াছে। ফলে বৈদেশিক প্রভাব ও স্বার্থ এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রও ক্রমশঃ বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। যে ১১টি আরব রাষ্ট্র লইয়া এই আরব জগত গঠিত তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

১। **মরক্কো**—আয়তন ১লক্ষ ৭২ হাজার বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা প্রায় ৮৬ লক্ষ। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত কিন্তু ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আলজীরিয় বিদ্রোহীদের সমর্থক।

২। **টিউনিশিয়া**—আয়তন-৪৮ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং আলজেরীয় বিদ্রোহীগণের সমর্থক।

৩। **আলজিরিয়া**—আয়তন ৮৮ লক্ষ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৯৫ লক্ষ। ফ্রান্সের শাসনাধীন প্রদেশ এবং ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীগণের দমন করিবার নিমিত্ত ৪১০ লক্ষ ফরাসী সৈন্য নিযুক্ত।

৪। **লিবিয়া**—আয়তন ৬লক্ষ ৮০ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ১৩৷৷০ লক্ষ। পশ্চিমী শক্তিদের দ্বারা সাহায্যপুষ্ট নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র।

৫। **মিশর**—আয়তন ৩লক্ষ ৮৬ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা—২ কোটী ৩৪ লক্ষ। প্রেসিডেন্ট নাসেরের নেতৃত্বাধীন সাধারণতন্ত্র। পশ্চিমী বিরোধী জাতীয়তাবাদের প্রবর্ত্তক এবং সিরিয়ার সহিত সম্মিলীতভাবে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র গঠন করিয়াছে।

৬। **সৌদী আরব**—আয়তন ৮ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৬৫ লক্ষ। পুরুষানুক্রমিক নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র; পশ্চিমী শক্তির প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তৈল সমৃদ্ধ দেশ।

৭। **ইয়েমেন**—আয়তন ৭৫ হাজার বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ। নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং নাসেরের অনুরাগী।

৮। **ইরাক**—আয়তন ১ লক্ষ ৭১ হাজার মাইল এবং লোক সংখ্যা ৪৮৷০ লক্ষ। পুরুষানুক্রমিক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। রাজা ফয়জল শেষ নৃপতি। বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী একমাত্র আরব রাজ্য। সাম্প্রতিক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে ইরাকে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং জর্ডানকে লইয়া গঠিত আরব ফেডারেশন ত্যাগ করিয়াছে। বাগদাদ চুক্তি সম্পর্কে কোনও সুনির্দ্দিষ্ট মনোভাব জানা যায় নাই।

৯। **জর্ডান**—আয়তন ৩৭৷০ হাজার বর্গ মাইল এবং লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ। রাজা হুসেনের নেতৃত্বাধীনে পুরুষানুক্রমিক রাজতন্ত্র। বৃটিশের প্রভাবাধীন।

১০। **লেবানন**—আয়তন ৪ হাজার বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ১৪৷০ লক্ষ। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হইলেও সম্পূর্ণভাবে মার্কিনী প্রভাবাধীন।

১১। **সিরিয়া**—আয়তন ১ লক্ষ ৭২ হাজার বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ৩৮৷৷০ লক্ষ। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবাধীন। নাসেরের নীতির সমর্থক।

জেলার বিচার বিভাগের অবাঞ্ছিত ধারা

বিচার আজ মূর্ত্তিমান অবিচার

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় লোক সেবক সংঘের পক্ষে বক্তৃতা

সংঘের আইন সভার সদস্যা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় গত ২৪শে জুন নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের জেলার অবস্থা থেকে আমরা উপলব্ধি করেছি—বিচার বিভাগের ব্যবস্থাই একটি মূর্ত্তিমান অবিচার। এর অধীনে নির্দ্দোষীকে বছরের পর বছর হাজতবাস করতে হচ্ছে—এর অধীনে দোষী-নির্দ্দোষী হবার আগেই—বছরের পর বছর আসামীকে মামলায় ঝুলে থাকার দণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে। বিচার প্রার্থীকেও এই একই দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। বছরের পর বছর কোর্ট দৌড়তে হচ্ছে।

আজ দু বছর হতে চলল—কিন্তু আজও পর্য্যন্ত জেলার এই শাসন ব্যবস্থাকে কাজের যোগ্য করা হোল না। উপযুক্ত সংখ্যক বিচারক নেই। শত শত মামলা ঝুলে রয়েছে। লোকের অশেষ হায়রাণী হচ্ছে।

একথা আগের অধিবেশনগুলিতেও বলেছি।—হয়তো আগামী ভোট পর্য্যন্ত এই একই অভিযোগ করে যেতে হবে। কোনো প্রতিকার হবে না।

বিচার বিভাগ সম্বন্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। বিহার আমলের একজন জনশত্রু যিনি পুরুলিয়ার বিহার সরকারের সকল অন্যায় কাজে অনুচর ছিলেন তার পুরস্কার স্বরূপ—তাঁকে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট করা হয়। বিচার বিভাগের এ হেন অপমানে লোক ক্ষুব্ধ হন। বাংলা সরকারের রুচি ও বিচার ধারণার কাছেও এই ব্যক্তিই বিশেষ বাঞ্ছিত মনে হয়েছে। কারণ বঙ্গভুক্তির পর থেকেই এই গ্লানিজনক ব্যাপারের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু আগের বিচার মন্ত্রীও এঁকে সরাবার ব্যবস্থা করেন নি। বর্ত্তমান বিচার মন্ত্রী এঁর আসনের মেয়াদ আরো বাড়িয়েছেন—এবং এঁর আসন আরো পাকা করেছেন—সংবাদ পেলুম।

কিন্তু দেশের লোক এই ব্যক্তির বিচারধারা ও ব্যক্তি জীবন—তদন্তের যোগ্য মনে করে। বিচার ব্যবস্থা যার ওপর প্রযুক্ত হওয়া উচিৎ—সেইরকম ব্যক্তিকে আজ বিচারকের আসনে বসানো হচ্ছে।

দেশের মানুষের জন্য বিচারের এই সরকারী ব্যবস্থা থেকেই—এই রাজ্যের বিচার ধারা কোন দিকে বইছে বোঝা যাচ্ছে। যে অভিযোগসমূহ আমি বিচার বিভাগ সম্বন্ধে করলুম—তার প্রমাণে বহু সংখ্যক ঘটনা আমি দিতে পারি। বিচারের নামে অবিচার যাঁরা করছেন—জানি তাঁরা এসবের বিচার চান না। বিচারের নামে অবিচারকেও আমরা সমর্থন করতে পারি না।

জঙ্গলের ব্যবস্থা নয়—জঙ্গলের রাজত্ব

জঙ্গল নিয়ন্ত্রণের সরকারী ধারা

তোঘলকের বিধানও আজ সরকারী ব্যবস্থার কাছে লাঞ্ছিত

বিগত ২৩শে জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় লোক সেবক সংঘের সদস্য শ্রীলেডু মাঝি জেলার জঙ্গল ব্যবস্থা বিষয়ে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়!

আমরা মনে করি—সরকারের হাতে জঙ্গল ব্যবস্থা—শাসনের অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আজ কয়েক বছর ধ'রে কংগ্রেসী সরকারের হাতে জঙ্গল রক্ষার অবস্থা দেখছি। বিহার সরকারের আমলে মানভূমের এতবড় জঙ্গল সম্পদ ছারখার হয়ে গেল। কত লোকের

শত শত বছরের কত কষ্টে তৈরী এই জঙ্গল। জেনে বুঝে ইচ্ছে করে বিহার সরকার এর ধ্বংস করে গেলেন।

আজ আবার বাংলা সরকার প্রাণপণে চেষ্টা করছেন—বিহার সরকার আট বছরে যে তাণ্ডব করে গেলেন—তাঁরা প্রতিযোগিতায় দু এক বছরে তা পূর্ণ করবেন। এই দুই সরকারই দেশের মহান বন সম্পদ ধ্বংস করার অপরাধে অপরাধীহয়েছেন।

এর ওপরে এঁরা এই জঙ্গল উপলক্ষ্য করে—দীর্ঘদিন ধরে যে অমানুষিক অত্যাচার করেছেন তাও দেশের ইতিহাসে—এক কলঙ্কের অধ্যায়। গরীব যারা পাতা দাঁতনে দিন চালায়—এমন হাজার হাজার নরনারীর ওপর নৃশংস অত্যাচার হয়েছে—মারপিঠ হয়েছে। অসংখ্য মিথ্যে মামলা হয়েছে। অসংখ্য মেয়েদের ওপর বেপরোয়া অত্যাচার আনাচার হয়েছে; বেআইনী জবরদস্তি ঘুষ আদায় হয়েছে।

হাজার হাজার দরিদ্র আদিবাসী প্রায় জঙ্গলেরই মানুষ। জঙ্গলের শুকনো কাঠ, পাতা দাঁতন বিক্রি করে—বনের ফল মূল খেয়ে এরা বাঁচে। আজ তাদের জঙ্গলে ঢোকবার অধিকার নেই। অথচ তাদের জন্য কোনো কাজেরও ব্যবস্থা হয়নি। আজ অন্নকষ্টের দিনের তাদের যে অবর্ণনীয় দুঃখ; তা বোঝবার মত হৃদয় সরকারের নেই।

অপরের জঙ্গল হাতে নিয়ে দলগত রাজনৈতিক বহু উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা হয়েছে ও হচ্ছে। যাদের জন্য পাওনা—বহুভাবে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

আমরা বলেছিলুম—জনশক্তির সহযোগে এই জঙ্গল রক্ষা করতে। কিন্তু তাহলে রাজনীতি হয় না। সেজন্য সে কথা গ্রাহ্য হয়নি।

সম্প্রতি আর এক আজগুবি নির্দ্দেশ হয়েছে। কেউ নিজের কোন গাছ বিনা হুকুমে কাটতে পারবে না। সরকারী ছাড় পত্র চাই। লোক বুঝেছে—সরকারী কর্মচারীদের জন্য নতুন এক ঘুষ ও উপস্রবের রাস্তা হয়েছে। ঘরের হাঁড়ি বন্ধ রয়েছে, নিজের গাছ থেকে দুটি শুকনো ডালপালা কাটতে হবে। তার জন্য ১৫ মাইল দূরে অফিস গিয়ে আমাকে হুকুম নিতে হবে। তোঘলকের আমলেও বোধ হয় এমন হুকুমের উদ্ভব হয়নি। সুতরাং জঙ্গল ব্যবস্থার নামে—এই অনাচার—এই লুঠ, এই অত্যাচার এবং জঙ্গলের এই ধ্বংসকে আমরা কখনই সমর্থন করতে পারি না।

চাষের মহান সহায় চাষীর মহান সম্পদ গরু মহিষ প্রভৃতি

পশুচিকিৎসার প্রয়োজনীয়তাবোধ নাই

জেলায় সরকারী চিকিৎসার ধারা

ভারত বিখ্যাত চিকিৎসকের হাতে চিকিৎসাহীনতার দৈন্য

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিগত ২৪শে জুন শ্রীলেটু মাঝি এম, এল, এ জেলায় পশু চিকিৎসা বিষয়ে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়!

ডাক্তার রায় ভারত বিখ্যাত ডাক্তার। আমরা মনে করেছিলুম—পুরুলিয়া বাংলায় এলে জেলার গরু ছাগল পশুরা কিছু ওষুধ পাবে—চিকিৎসা হবে।—কিন্তু তাঁরই রাজত্বে এই দু বছরে আমাদের জেলায়—অনেক গরু মোষ উজাড় হয়ে গেছে।

আমাদের জেলায় বলতে গেলে—পশু চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নেই—ডাক্তার এখানে ওখানে দুচারজন আছেন সময়ে পাওয়াই যায় না। হাসপাতালে ওষুধও অনেক কিছু থাকে না। অনেক ওষুধের দামও অনেক দিতে হয়। গরীব চাষীরা দিতেপারে না। চারিদিকে মড়ক লাগলে পশু বিভাগ কাজেই লাগে না। এই আমাদের অবস্থা!

ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মানুষ ঠেঙাতেন—কিন্তু তার পশু চিকিৎসাটা ডাক্তার রায়ের চেয়ে বোধহয় কিছু ভাল ছিল।

আপনারা বলেছেন চাষীর উন্নতি করবেন। এক জোড়া গরু—এক জোড়া মোষ চাষীর জীবনের সম্পত্তি। এক একটা হাওয়ায় জলের দরে যদি তা মরে যায় তাতে চাষীও মরে যায় জানবেন। দেশের উন্নতির এও একটা মস্ত বড় বাধা।

আপনারা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ছেলে খেলা করছেন। এই রকম ব্যবস্থায় আমরা সমর্থন দিতে পারি না।

পশ্চিমবঙ্গের মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য

কলিকাতায় অবস্থিত ৩টী মেডিকেল কলেজে জিলা-ওয়ারী হিসাবে নিম্নলিখিত সংখ্যায় ছাত্র ভর্ত্তি করা হবে—

	কলিকাতা মেডিকেল কলেজ	নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ	আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ
বর্ধমান—	১১	৮	৯
বীরভূম—	৫	৪	৪
বাঁকুড়া—	৭	৫	৫
মেদিনীপুর—	১৬	১২	১৩
হুগলী—	৮	৬	৬
হাওড়া—	৮	৬	৭
২৪ পরগণা—	২২	১৬	১৭
কলিকাতা—	১৫	১১	১৩
নদীয়া—	৬	৪	৫
মুরশিদাবাদ—	৮	৬	৭
মালদহ—	৪	৩	৪
পঃদিনাজপুর—	৫	৪	৪
জলপাইগুড়ি-	৪	৩	৪
দার্জিলিং—	২	২	২
কুচবিহার—	৩	২	৩
পুরুলিয়া—	৫	৪	৫

এতদতিরিক্ত অনগ্রসর শ্রেণী বা তফসীল সম্প্রদায় বা তফসীল আদিবাসী ১ জন করে প্রত্যেক কলেজে নেওয়া হবে।

প্রার্থীর যোগ্যতা ও ভর্ত্তির নিয়মাদি

পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিদ্যা সহ প্রথম বিভাগে আই এস সি বা পরে উল্লিখিত শিথিলতা সাপেক্ষে সমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াকে ভর্ত্তির ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে গণ্য করা হবে। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একটি নির্বাচন কমিটি উল্লিখিত জেলাওয়ারি ভিত্তিতে বণ্টিত আসনসমূহের জন্য প্রবেশলাভেচ্ছু প্রার্থীদের সাধারণভাবে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকারে ডাকবেন এবং নিম্নে উল্লিখিত নিয়মানুযায়ী নির্বাচন করবেন।

ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যথা, নির্দিষ্ট বিষয়সহ প্রথম বিভাগের আই এস-সি বা অনুরূপ যোগ্যতা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য কোন জেলা থেকে প্রথম বিভাগোত্তীর্ণ আই এস-সি ছাত্র পাওয়া না গেলে সেই জেলার অপূর্ণ আসনগুলি পূরণের জন্য আর জি, কর মেডিকেল কলেজে অথবা উপযুক্ত দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অনুকূলে নির্বাচন কমিটি কর্তৃক শিথিল করা যাবে।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ও নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য কোন জেলা থেকে প্রথম বিভাগের আই, এস, সি ছাত্র না পাওয়া গেলে সেই জেলার অবশিষ্ট আসনগুলি অন্য যে সমস্ত জেলায় প্রথম বিভাগের ছাত্র পাওয়া যাবে সেই সব জেলায় বণ্টন করে দেওয়া হইবে।

সংরক্ষিত আসনের জন্য মনোনীত প্রার্থী দ্বিতীয় বিভাগোত্তীর্ণ হ'লে তাঁর বেলায় ন্যূনতম যোগ্যতা হ্রাস করা যাবে।

বি এস-সি এবং এম এস-সি প্রার্থীগণও নির্বাচনের যোগ্য হবেন কিন্তু কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য তাঁদের কোনরূপ বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না।

যে সকল ছাত্র বা ছাত্রী ভারতীয় নাগরিক এবং যাঁরা বা যাঁদের পিতামাতা পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা বা ডোমিসাইলড কেবল তাঁরাই এই সব কলেজে ভর্তি হ'তে

পারবেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু ছাত্র যাঁরা স্থায়ীভাবে পশ্চিমবঙ্গে চ'লে এসেছেন তাঁরাও ভর্তির যোগ্য হবেন, তবে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে স্থায়িভাবে বসবাসের অভিপ্রায় আছে এই মর্মে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট কৃত ঘোষণা বা উদ্বাস্তু রেজিষ্ট্রেশন সার্টি ফিকেট দাখিল করতে হবে। নির্বাচন কমিটি কর্তৃক অন্যদিকে উপযুক্ত বিবেচিত হ'লে এই রাজ্যে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিয়াদের (সৈন্যবিভাগ, রেলওয়ে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারী সমেত) সন্তানগণের ভর্তির যোগ্যতা থাকবে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কোন উদ্বাস্তু প্রার্থী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার ঠিকানা দিলে তাঁকে উক্ত জেলার প্রার্থী মনে করা হবে। যে সকল ছাত্র বর্তমানে এই রাজ্যের বাইরে বাস করেন অথচ যাঁরা মূলতঃ এই রাজ্যের অধিবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে যাঁদের পূর্বপুরুষদের বাস ছিল তাঁদেরও ভর্তির যোগ্যতা থাকবে।

এম বি বি এস কোর্সে ভর্তি হবার জন্য যে সকল প্রার্থী আবেদন করবেন, তাঁদের নিম্নোক্তভাবে যে বাসস্থান থেকে আবেদন করেছেন সে সম্পর্কে সার্টি ফিকেট দিতে হবে—

১) যে সকল প্রার্থী গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী তাঁদের, তাঁরা যেখানে বাস করেন সেখানকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট অথবা জেলাবোর্ডের কোন সদস্য কিংবা যে নির্বাচনক্ষেত্রে তাঁরা বাস করেন সেখানকার এম এল এ অথবা এম এল সি অথবা এম পি-র সার্টি ফিকেট দিতে হবে।

২) যে সকল প্রার্থী শহর এলাকায় বাস করেন সেখানকার পৌরসংঘের বা কর্পোরেশনের কমিশনার অথবা ঐ নির্বাচনক্ষেত্রের এম এল এ ; এম এল সি অথবা এম পি-র সার্টিফিকেট দিতে হবে।

যদি কোন কারণে প্রার্থী বাসস্থানের সার্টিফিকেট ভর্তির আবেদনের সঙ্গে দিতে না পারেন, তা হ'লে সাক্ষাৎকারের সময়েও তা দেওয়া চলবে। যে সকল ছাত্রের এই রাজ্যে আদি বাসস্থান, এই রাজ্যেই যাঁদের পূর্বপুরুষের বাস এইরকম কোন ছাত্র এখন যদি রাজ্যের বাইরে বাস করতে থাকেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বাসস্থানের সার্টিফিকেট প্রদানে কড়াকড়ি করা হবে না। নির্বাচন কমিটি যদি যোগ্য বিবেচনা করেন তা হ'লে এইরকম ছাত্রদের ভর্তি করা যাবে।

অন্যান্য দিক দিয়ে যোগ্য কোন প্রার্থী (স্ত্রী অথবা পুরুষ) কেবলমাত্র অন্য কোন কলেজে ভর্তি হয়েছেন ব'লে অনুপযুক্ত বিবেচিত হবেন না, তবে ঐ প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হ'বে এবং কলিকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক এই সম্পর্কে নির্দিষ্ট দিনে অথবা তার পূর্বে প্রয়োজনীয় টাকা জমা দিতে হবে।

পুরুলিয়ার অনগ্রসর ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া জগন্নাথ কিশোর কলেজে অধ্যয়নরত অনগ্রসর মুসলমান ছাত্রসহ শিক্ষায় অনগ্রসর ছাত্রদের চলতি আর্থিক বৎসরে ষ্টাইপেণ্ড প্রদানের জন্য ৬,৬৬৬৲ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

পুরুলিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য অনুদান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলতি আর্থিক বৎসরে শিক্ষকদের বেতন এবং অন্যান্য আবশ্যক সম্ভাব্য ব্যয়নির্বাহার্থ বিদ্যালয় পিছু মাসিক ৩০৲ টাকা হারে পুরুলিয়া জিলার গড়জয়পুর, গেঙ্গাড়া, পঞ্চকোট স্থিত ৩টী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ৩৬০৲ টাকা সহায়ক অনুদান মঞ্জুর করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়া অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়নরত তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৭,৫০০ টাকা অনুদান করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার চলতি আর্থিক বৎসরে বিভিন্ন জেলায় হ্রাস মূল্যে আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে শস্য বিতরণের জন্য টাকা মঞ্জুর করেছেন।

পুরুলিয়া জেলা—ধান—৭৫০৲, ইক্ষু—৩৭৫৲, পশুখাদ্য ২৫৫৲ এবং, চীনাবাদাম—১২০৲ টাকা মোট—১৫০০৲ চলতি আর্থিক বৎসরে জেলাগুলিতে আদিবাসী কৃষকদের কৃষিক্ষেত্রে আধাজমি প্রদর্শন ক্ষেত্রের ব্যবস্থার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার নিম্নলিখিত অর্থ বরাদ্দ করেছেন।

পুরুলিয়া—ইক্ষু—১৭, আলু—১৪, গম, যব বা মিলেট —১৬, সরিষা—১৬, ডাল—১৬, ধান—৫৪, পাট—১০, তুষ্টা—১২, এবং চিনাবাদাম—১১। মোট—২৪০০৲।

কলেরার প্রকোপ

রেল লাইনের ধারে মৃতদেহ

বলরামপুর থানায় উঃমা অঞ্চলে কলেরা বিশেষ ভয়াবহ রূপে দেখা দিয়াছে। রেলের ডাক্তাররা পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে যাইয়া কলেরার টিকা দিতেছেন। বহু মৃত্যু হইতেছে। সম্প্রতি কাঁটাডি ও উঃমা ষ্টেশনের মাঝামাঝি রেল লাইনের ধারে বহু মৃতদেহ ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। খাদ্যাভাব, অশুদ্ধ জলের ব্যবহার প্রভৃতি কলেরার কারণ বলিয়া জানা গিয়াছে।

স্থানীয় সংবাদ

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্য্যালয়

পুরুলিয়া জেলা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কার্য্যালয় নভিচায় ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে স্থাপিত হইয়াছে এবং গত ১৫ই জুলাই হইতে কার্য্য শুরু হইয়াছে।

পুরুলিয়া জেলা এবং বাঁকুড়া সদর মহকুমার অধিবাসী কর্মপ্রার্থীরা নিজ নিজ নাম এই কার্য্যালয়ে রেজিষ্ট্রী করাইতে পারেন। যাঁহারা শিক্ষা বা অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কর্ম্ম প্রার্থনা করিবেন তাঁহাদের নাম রেজিষ্ট্রী করাইবার সময় সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট বা প্রশংসা পত্র (testimonials) দেখাইতে হইবে। সকাল ১০-৩০ মিঃ হইতে বৈকাল ৪-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাম রেজিষ্ট্রী করা হয়।

সরকারী কর্ম্মচারী সমিতি কর্তৃক "তপতী" নাট্যাভিনয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরুলিয়া জিলা সমাজ শিক্ষা বিভাগের সহায়তায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্ম্মচারী সমিতির (W. B. M. O. A.) পুরুলিয়া জিলা শাখার সদস্যগণ কর্তৃক গত ১২ই আষাঢ় ১৩৬৫ (ইং ২৭শে জুন ৫৮) তারিখে স্থানীয় জগদীশ চন্দ্র মুখার্জ্জী হলে (হরিপদ সাহিত্য মন্দির) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "তপতী" নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের এই প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

নাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনায় এবং রাজা বিক্রম-দেবের ভূমিকায় শ্রীনির্ম্মল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (সমিতির সম্পাদক) দক্ষতার পরিচয় দেন। দেবদত্তের ভূমিকায় শ্রীঅনিল বক্সী, রত্নেশ্বরের ভূমিকায় শ্রীআশীষ মুখোপাধ্যায়, রাণী সুমাত্রার ভূমিকায় শ্রীমতী সতী গুপ্তার অভিনয় দর্শনীয় হইয়াছিল। বিপাশার ভূমিকায় শ্রীমতী রাণী সিংহের রবীন্দ্র সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য।

শ্রীবোধ চন্দ্র বসু, ডেপুটী কমিশনার মহাশয় এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ছাত্রীর কৃতিত্ব

এই বারের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় হস্তান্তরিত অঞ্চলের পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে রঘুনাথপুর হাইস্কুলের ছাত্রী কুমারী চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় ৬৫৫ নম্বর পাইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কুমারী চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ৺ রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ কন্যা।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

মানবাজার থানার মোহনডি অঞ্চলের লোক সেবক সংঘের ব্যবস্থাপক শ্রীনবীনচন্দ্র মাহাত জানাইতেছেনঃ—মানবাজার থানার অন্তর্গত মোহনডি অঞ্চলের প্রায় চারি বৎসর খাদ্য শস্য উৎপন্ন সন্তবপর করা হয় নাই, এর ফলে গ্রামাঞ্চলে যথা মোহনডি, টুক্যা, কেন্দা, দামদা, কামতা, বালিগুমা, বিজয়ডি, তুড্যাং, জাঙ্গিদিরি, ডুডকু, প্রভৃতি গ্রামে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে। মধ্যবিত্ত চাষী, শ্রমিক মজুরেরা অনাবৃষ্টির ফলে বেকার অবস্থায় কাল কাটাইতেছে, এতদঞ্চলে কোন স্থানে কোনরূপে সরকারী কাজ খোলা হয় নাই।

জেলার কর্তৃপক্ষ সত্বর দৃষ্টিপাত না করিলে অতি শীঘ্র মধ্যে মনুষ্য সমাজ ধ্বংস হইবে।

সমাজশিক্ষা দানকারীর অসামাজিক মনোভাব

মানবাজার থানার আঁকুরো গ্রামের শ্রীবিষ্ণুপদ মাহাত লিখিতেছেন :—বিগত ১১ই আষাঢ় মানবাজার থানার ২নং ব্লকের সোস্যাল এডুকেশন অর্গানাইজার ও ভি, এল, ডবলিউ, শ্রীসন্তোষ মাহাত আঁকরো টোলা কুলডিতে খয়রাতী দান দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। খয়রাতী দান দেওয়ার পর আঁকরো নাইট স্কুল পরিদর্শনের জন্য রাত্রিতে আসেন এবং স্কুল পরিদর্শন করেন। আঁকরোতে বিহার সরকারের আমল হইতে নাইট স্কুল চলিয়া আসিতেছে। গ্রামের লোক এই স্কুলটি যাহাতে সরকার হইতে সাহায্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন, এবং বলেন যে, আমাদের গ্রাম মানবাজার থানার মধ্যে বড় গ্রাম প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার লোকের বাস—এখানে একটি সোস্যাল সেন্টার হওয়া আবশ্যক। তাহাতে তিনি বলেন যে তোমরা লোক সেবক সংঘের লোক এবং গ্রামের দেওয়াল লিপি সমস্ত দেখাইয়া বলেন যে, এই সমস্ত লেখার জন্যই তোমরা কোন সাহায্যই পাইতেছ না। সোসাইটি হইতেও এই কারণে তোমরা ঋণ পাইতেছ না। যতদিন না তোমরা এই দেওয়াল লিপি মুছিয়া ফেল ততদিন কোন ব্যবস্থাও হইবে না—এই কথা বলিয়া নাইট স্কুলের কাছের দু চারিটি দেওয়ালের লেখা মুছিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেন? আমরা সকলে এই সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ও দেওয়াল লিপি ঘৃণা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কারণ যাহার হাতে থানার নিরক্ষরতা দূরীকরণের ও সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব রহিয়াছে তিনি কি করিয়া দেয়ালে লেখা রবীন্দ্র নাথ, গান্ধীজী, নেতাজি ও ঋষি নিবারণ চন্দ্রের বাণীতে এত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, তাহা আমাদের বোধগম্যের বাহিরে।

বিজ্ঞাপন

"গোলামারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য একজন বি, এস, সি ও একজন হিন্দী সংস্কৃত শিক্ষক আবশ্যক। বেতন স্কেল অনুসারে দেওয়া হইবে। সেক্রেটারী, গোলামারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়; পোঃ ছড়রা; জিলা পুরুলিয়া, এই ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে"

UNIQUE OPPORTUNITY.

Phonetic Commercial Institute.

Purulia and Raghunathpur

(July Session)

Admission going on in Shorthand, Typewriting (English & Hindi), Telegraphy (Railway & Postal standard), A. S. M's Course, Book-keeping etc. Lodging available with moderate charge. 95% of the passed students from this branch getting appointments both in Govt. & Railway Offices every year.

Apply with Eight NP. to the Principal, Phonetic Commercial Institute. **P. O. Purulia**. Seats limited.

ঋষি নিবারণ হোমিও ক্লিনিক

পুরুলিয়া পোষ্ট অফিসের মোড়ে (সর্ব্বজন বরেণ্য ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে) উপরোক্ত নামে নূতন হোমিও প্যাথিক ডিস্পেন্সারী খোলা হইয়াছে।

এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা রোগী চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এবং বিশুদ্ধ হোমিও প্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, বাক্স, ব্যাগ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে। সকলের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ওঁ বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১২ই শ্রাবণ ১৩৬৫—২৮শে জুলাই ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

হস্তান্তরিত অঞ্চলে বাংলার আইন প্রবর্ত্তন বিষয়ক বিলে

আইন লইয়া অবাঞ্ছিত সরকারী নীতি

জেলার ভাগ্য লইয়া খেলা

দীর্ঘ দুই বৎসরেও আইনের একীকরণ সম্ভব হইল না !!

একদিকে ইহা সরকারের সবিশেষ অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে

অন্যদিকে বিশেষ এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও এই অবস্থা জারী রাখা হইয়াছে

জনপীড়নের উদ্দেশ্যে রচিত বিহার-আইন বাংলা সরকারের হাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধিরঅস্ত্রজোগাইয়াছে

সেজন্য কুখ্যাত পঞ্চায়েৎ আইনের মত আইন আজও বজায় রহিল

প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থাসহ শীঘ্র আইনের একীকরণ চাই

বিগত ১৭ই জুলাই তারিখে হস্তান্তরিত অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গের আইনকানুন প্রয়োগ বিষয়ক বিলের আলোচনা সম্পর্কে লোক সেবক সংঘের নেত্রী শ্রীমুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন :

বঙ্গভুক্তির বহু দীর্ঘকাল পরে পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরিত অঞ্চল সমূহের বিষয়ে আইনের একীকরণ সম্পর্কিত বিল দেখে—তার নাম শুনে লোকে প্রথমতঃ আশ্বস্ত হবেন। কিন্তু এর অভ্যন্তরে গেলেই এর বিষয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ দূর হবার কিছু কারণ ঘটবে না।

রাজ্যশাসনের ক্ষমতা যাদের হাতে—যোগ্যতা যাদের কর্ম্মশক্তির মধ্যে—বড় বড় রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সংশ্লিষ্ট আইন কানুন ও ব্যবস্থা বলিষ্ঠতার সঙ্গে—ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পরিবর্ত্তন করে নেন ও নিয়েছেন। ইতিহাস তার প্রমাণ। আমাদের বঙ্গভুক্ত অঞ্চলগুলির বিষয়েই তার দুঃখজনক ব্যতিক্রম ঘটেছে দেখছি।

দীর্ঘ প্রায় এই দু বছরে আইনকানুনের সামঞ্জস্যীকরণ হল না। বাংলার আইনকানুনকে অবৈধভাবে—খুসী মতো চালান হয়েছে—শাসন পরিচালকদের রাজনৈতিক সুবিধার দিক দিয়ে বহুবিধ ক্ষতিজনকভাবে। এবং বিহারের আইনগুলি—বিশেষ করে জনসণের দমন ও পীড়নের দিক লক্ষ্য করে যেগুলি রচিত হয়েছিল—সেগুলি কায়েম রেখে—জীইয়ে রেখে—প্রয়োগ করা হচ্ছিল—বিহার সরকারের মত একই উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে।

এই বিষয়ে অব্যবস্থার জন্যে—বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে উভয় রাজ্যের অসাংবিধানিক আইন বেছে বেছে প্রয়োগ করার কারণে জনসণের মধ্যে বিক্ষোভ প্রসারিত হচ্ছিল দেখে আজ এতদিন পরে হয়তো একাত্মীকরণের এক মহড়া দেখা দিয়েছে মাত্র। কিন্তু অবস্থার যে বিশেষ কিছু তারতম্য হয়েছে তা নয়; অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ আইন বিহারের আইনধারাতেই বজায় রইল। হয় তো বাংলার অসুবিধাজনক আইনগুলি আইনের অধিকারের শাস্তিতে প্রযুক্ত হবার সুযোগ লাভ করল।

বিলে বলা হয়েছে—বিহারের কতকগুলি আইন রাখা হয়েছে—বুঝে সুঝে পরিবর্তন করতে হবে সেজন্য সময় নেওয়া হ'ল। সময় তো বহুদিন নেওয়া হয়েছিল—আরো কত সময় চাই? সময় যে নেওয়া হল—তারও কোনো সীমা নির্দ্ধারণ নেই। সুতরাং লোকের বিক্ষোভের পরিসমাপ্তি ঘটার কারণ কিছু ঘটলো না।

কারণ লোকে স্বাভাবিকভাবেই ভাববে—যাঁরা এই দীর্ঘকালেও এর সমাধান করতে পারেন নি সময় তাঁদের কাছে বড় কথা নয় মনের শক্তির প্রয়োগটাই এখানে সমস্যা। এর সঙ্গে লোকে এই ভাববে যে—বিহারের যে সব আইন এতদিন বাংলা সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করেছে আজও এখন দীর্ঘকাল ধরে সেই উদ্দেশ্যই সাধন করতে থাকবে।

এখানে বিস্তারিত দৃষ্টান্তের কথা না তুলে—এ বিষয়ে দু একটি বলছি। বিহারের পঞ্চায়েৎ আইনের কথাই বলি। এই আইনটি পঞ্চায়েৎ গঠনের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মী ব্যবস্থায় রচিত। এর নির্ব্বাচন পদ্ধতি পঞ্চায়েতের নামের যোগ্যই নয়। পঞ্চায়েতের গঠনপদ্ধতিও গণতান্ত্রিকতার বিরোধী। পঞ্চায়েতের অধিকার আমলাতন্ত্রের তাঁবেদারী মাত্র। অথচ ব্যাপক জনজীবনের গণতান্ত্রিক শাসনভিত্তির দৃষ্টিতে পঞ্চায়েৎ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই গ্লানিকর পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থায় বিহার সরকার জেলার রাজনৈতিক জীবনে বহু উপদ্রবের সৃষ্টি করেন। বাংলা সরকারও ঐ ধারা বজায় রেখে নিজের ক্ষেত্র গঠন করেন। এবং এখনো ঐ ধারাতেই রাজনৈতিক ক্ষেত্র গঠনের ব্যবস্থা অবিচ্ছিন্ন রইলো।

এই গ্লানিকর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার অবিলম্বে অবসানের জন্য জেলার জনসাধারণ বহুকাল পর থেকে বহু দাবী জানিয়ে গেছে। তারই ফলস্বরূপ আজকের এই অভিনব সামঞ্জস্যীকরণ ব্যবস্থা। আমরা মনে করি—অসুবিধার অজুহাত তুলে বাংলা সরকার—এই পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থা কায়েম রেখে—নূতন নির্বাচনের মাধ্যমে এই অভিনব পঞ্চায়েৎ ধারা গঠন করিয়ে নিয়ে—জেলার ওপর আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালাবেন।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে—গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখানে বিস্মিত করার আয়োজন তৈরী রাখা হল এবং অন্যান্য বিহার আইনের সুযোগে এই ধারাই চলতে থাকবে—আমরা মনে করি।

৩ ধারার (২) উপধারায় যে বিশেষ ব্যবস্থাগুলি রাখা হয়েছে—সেগুলি প্রয়োগে অসুবিধা ঘটতে পারে এই আশঙ্কায়, আইনের ৪র্থ ধারায় শাসনকর্ত্তৃপক্ষকে ও অফিসারদের বিশেষ বিচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি—এর মাধ্যমে বিচারের নামে—বিবিধ বৈষম্য ও অনাচার ঘটবার ব্যবস্থার বীজ উপ্ত করে রাখা হল।

এটা সত্য যে, ভাল করে বিচার না ক'রে অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বহুদিনের আচরিত জীবন ধারার দৃষ্টিতে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার দিক না ভেবে আইনের সামঞ্জস্য করা ঠিক হয় না আমরাও মনে করি। আমরাও চাই—সমগ্র বাংলার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করার সময় জেলার বিশেষ দাবী ও সুবিধার দিকগুলি যেন লক্ষ্য রাখা হয়—তার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থাও যেন করা হয়। কিন্তু তাই বলে—আমরা দীর্ঘসূত্রিতা, বৈষম্য, বিভ্রান্তি ও অব্যবস্থা চাই না।

আমরা আশা করেছিলুম কিছুদিনের মধ্যে ব্যবস্থা হবে এবং জেলার জনমতকেও এ বিষয়ে সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু এবিষয়ে সরকার নিজেও এগোতে পারেন নি জেলার জনমতকেও আদৌ স্থান দেন নি। এই বিলের মাধ্যমে অবস্থাকে এইভাবে রেখে আরো দীর্ঘকাল ধরে বিভ্রান্তির ক্ষেত্র না করে সরকারের উচিৎ জেলার জনমতের সঙ্গে যোগাযোগে শীঘ্র সমস্ত বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং তারই ভিত্তিতে উপযুক্ত বিল রচনা করা। সুতরাং সহজেই অনুমেয়—এই বিলের এই ধারাকে আমরা গ্রহণ করতে পারছি না।

—*—

মুক্তি

১২ই শ্রাবণ, সোমবার

রিলিফের ডিলার

এই দশ বৎসর যাবত কংগ্রেস শাসনে দেশে একটী ধারা বেশ ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত, প্রসারিত ও প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা এই যে,—সরকারী ব্যাপারে কে কতটা চুরি, জুয়াচুরী, ফাঁকি ও ধাপ্পা দিয়া অর্থ ও ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। সরকারী শাসনযন্ত্র ও ইহার সহিত যে-সরকারী যাহাদের যোগাযোগ বা যাহাদের মাধ্যমে বা যাহাদের সাহায্যে সাধারণের কোন কাজ চলে বা করিতে হয়, সর্বক্ষেত্রেই এই 'মারিবার' ধারা অব্যাহত। কংগ্রেস ও কংগ্রেস গবর্মেণ্ট তাহাদের দীর্ঘকাল নিরঙ্কুশ শাসন ব্যবস্থার দ্বারা এই ধারাকে কায়েমী করিতে সমর্থ হইয়াছেন; ইহা যে তাহাদের একটা সার্থক কার্য্য, তাহা বলিতেই হইবে!

এই ব্যাপারে এক কাজ ও আর এক কাজের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। দামোদর ভ্যালির লক্ষ টাকার কণ্ট্রাক্ট হইতে আরম্ভ করিয়া দুঃস্থদের আট আনা বা এক টাকা সরকারী খয়রাতী সাহায্য দান পর্য্যন্ত—'মারিবার' ব্যবস্থা সমানভাবেই অব্যাহত। বস্তুতঃ সরকারী ব্যবস্থায় যাহা কিছু চলিয়াছে তাহা এক শ্রেণীর সরকারী ও বেসরকারী ছোট বড় হাজরদের ঔদরিকতার রসদ জোগাইতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহাদের অতিভোজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুর্গতদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বরাদ্দ যদিও কিছু থাকে তাহা তাহাদের নিকট পৌছান সম্ভবপর নয়। ফলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দ হইতে সুরু করিয়া জিলার ডেভেলাপমেণ্টের বরাদ্দ পর্য্যন্ত কোন কিছুই আর মাটি পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিতে পারিতেছে না। বাজ পাখীরা উপর হইতেই তাহাদের শীকার ধরিয়া উদরস্থ করিতেছে।

বিশদ বিবরণ অপ্রয়োজনীয়, কারণ ইহা দেশের প্রত্যেকটি লোকই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত তিক্তভাবে ভুক্তভোগী। লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী টাকার ব্যাপারেরও উল্লেখের প্রয়োজন নাই কারণ তাহা উচ্চ এবং অত্যুচ্চ পর্য্যায়ের ব্যাপার। দেশের অতি সাধারণ ক্ষেত্রে ছোট খাট ব্যাপার আমাদের জাতীয় জীবনকে কি ভাবে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহাই বলি।

ছোট ব্যাপার! ডেভেলাপমেণ্টে কুঁয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। গ্রামের টাঁড় স্থানীয় লোকের মরশুম পড়িয়া গেল। হিন্দী আমলে বাঙ্গালী ঠেঙ্গাইয়াছে—বাংলার আমলে কংগ্রেসের ভোট জোগাড় করিয়াছে সুতরাং ডেভেলাপমেণ্ট কমিটীতেই হোক বা তাহার বাহিরেই হোক আগামী নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার একটী কুয়ার বরাদ্দ কংগ্রেসী পাণ্ডাদের করিতেই হইবে। সরকার ১০০০৲ টাকা দিবে—সবটাই লাভ। হিন্দী আমলে কুয়া, বাঁধ না খুঁড়িলেও ফাইনেল বিল হইত—এখন একেবারেই না খুঁড়িয়া উপায় নাই। হাত দুই জল বাহির করিয়া কোন মতে বাঁধাইয়া ২০ বস্তা সিমেণ্টের মধ্যে ১৫ বস্তা দালানের জন্য মজুত রাখিয়া ওভারসিয়ারকে কিস্তি হিসাবে কিছু দিয়া এবং ফাইনেল বিলের সময় ফাইনেল ৫০৲ টাকা দিয়া টাকাটা 'মারিয়া' লইতে অসুবিধা হয় না। কর্ত্তৃপক্ষ চাহিলেও নিজেরা সব তদারক করিতে পারেন না—ওভারসিয়ারের উপর নির্ভর করিতেই হয়।

যদি কোন ক্ষেত্রে গ্রামের লোকেরা সত্যই জলাভাব মিটাইবার জন্য নিজেরা খাটিয়া ভাল কুঁয়া করিল এবং তাহারা যদি ওভারসিয়ারকে টাকা দিতে অস্বীকার করিল তবে আইনের কত খুঁটিনাটি বাহির হইয়া যে তাহাদের হয়রান হইতে হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই! ৫০৲ টাকা দাও দু হাত জল মাপে ৭ হাত হইবে—দিও না—৭ হাত জল মাপে এক হাত হইল। নাও—এবার ফাইনেল বিল!

জলের ব্যবস্থার কথা প্রথমে বলিলাম এই জন্য যে মানুষ যত পামরই হোক না কেন—তৃষ্ণার্তকে একটু জল দিতে সে কুণ্ঠিত হয় না। মানুষ মরিয়া ভূত হইলেও তাহার উদ্দেশ্যেও জ্যান্ত মানুষরা জল দিয়া থাকে। হাজার হাজার জ্যান্ত মানুষ জলাভাবে শুষ্ককণ্ঠ; তাহাদের একটু জলের ব্যবস্থা করিবার সুযোগ লইয়া সরকারী ও বেসরকারী ঔদরিকেরা যাহা করিতেছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রাভাবে অনশনক্লিষ্ট লোকদের জন্য রিলিফের কথা বলিতেছি।

রিলিফের কাজের ধারা এই যে—এই ব্যাপারে থাকে ডিলার, পে মাষ্টার, মোহরার, মাপের জন্য আমীনও থাকে—আর থাকে যাহারা মাটী কাটে। সংক্ষেপে—মোহরার লোককে কাজে লাগায়, কাজ দেখে, মাপ লয়, দলের নাম লেখে, প্রাপ্য লেখে; পে মাষ্টার দেখিয়া শুনিয়া গম দিবার হুকুম দেয়—টাকা দিতে হইলে নিজে দেয়। ডিলার পে মাষ্টারের হুকুম মতো গম দেয়। সাধারণ ভাবে এক্ষেত্রে যে ভাবে চুরি হয় তাহা এই তিন চারি জনের যোগাযোগে। এবং প্রায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঠিক সমধর্মীরাই এক ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়া লয়। ২০ চৌকা মাটী কাটা হইয়াছে—তাহাকে ৩০ চৌকাতে পরিণত করা সকলে সম গোত্রীয় হইলে অতি সাধারণ ব্যাপার। কাগজ কলম টিপ সহি সব ঠিক রাখিয়া যেখানে ছয় হাজার টাকার কাজ হইতেছে সেখানে তিন হাজার টাকা মোহরার, ডিলার, পে মাষ্টার, সি,আই; সি,ও এবং জে, এল, আর, ও, র মধ্যে নির্বিঘ্নে ভাগ হইয়া যাইতে পারে। ব্লকের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটু তফাৎ হয়—ক্ষেত্র বিশেষে এক্ষেত্রে বি, ডি ও স্থান অধিকার করে। ফলে রাস্তা খারাপ তৈরী হয়—লোকসান গ্রামবাসীদের; ক্ষুধার্তরা বঞ্চিত হয়; আর তাহাদের জন্য বরাদ্দ টাকা মারিয়া ডিলার দালান করিবার স্বপ্ন দেখে।

কোন জায়গায় একটা রিলিফের কাজ আরম্ভ হইবার পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় এক শ্রেণীর লোকেরা দরখাস্ত লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ব্যাপার কি না—ডিলার। ইহারা কি ক্ষুধার্তদের দুঃখে তাহাদের মুখে দুটি অন্ন দিবার জন্য ছুটিতেছে? না—তাহাদের অন্ন কাড়িবার উদ্দেশ্যে এখানে ওখানে দরবার করিতেছে! এক্ষেত্রে আরও একটা ব্যাপার দেখা যায় যে কোন কোন সার্কেল অফিসার বা জে, এল, আর, ও কোন বিশেষ স্কীমের জন্য আগ্রহান্বিত, আবার কোন দরকারী স্কীমের জন্য কর্তৃপক্ষের আদেশ সত্ত্বেও নানা অজুহাতে—অর্থাৎ পে মাষ্টার নাই, লোক নাই প্রভৃতি কারণ দেখাইয়া তাহা যাহাতে না হয় তাহার জন্য বদ্ধপরিকর। ব্যাপক ধারার ইহা একটী আংশিক ধারা মাত্র—ক্ষুধিতের ক্ষুধার অন্ন লইয়া পৈশাচিক ব্যবসা।

তবে এই পরিবেশেও ইহার কিছু প্রতিকার অর্থাৎ রিলিফের বরাদ্দের সুপ্রয়োগ বহু পরিমাণে হইতে পারে যদি এই কার্য্য ধারার কিছু পরিবর্তন করা যায়। এবিষয়ে আমাদের প্রস্তাব এই যে—গ্রামবাসীরা ষোল আনা রিলিফের কাজের ভার লইলে সেখানে রিলিফের কাজ হইবে। সমস্ত জায়গাতেই গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছায় ও আগ্রহের সহিত তাহা করিবে কারণ ইহাতে গ্রামের বাঁধ বা রাস্তা হইবে এবং গ্রামের দুর্গতদের খাদ্যের সংস্থান হইবে। যেখানে যেখানে এভাবে করা হইয়াছে সেখানে সুন্দর কাজ হইয়াছে দেখা গিয়াছে। ডিলার, মোহরার—গ্রামের ষোল আনার মতে স্থানীয় লোক হইবে—দু এক জনের মতে নয় বা দু এক জনের মনোনীত লোক নয়। যাহারা ডিলার হইবে তাহারা গ্রামের প্রতিনিধি স্বরূপে এই কাজের ভার লইবে মাত্র। যাহা আয় হইবে তাহা কেহ ব্যক্তিগত ভাবে পাইবে না। এক্ষেত্রে একটা ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যাহা দ্বারা দুর্গত মধ্যবিত্তদেরও এই রিলিফের মাধ্যমে কিছু সাহায্য হয়।

এই মধ্যবিত্তদের অবস্থা নিদারুণ। ইহারা মাটি কাটিতে পারে না, ভিক্ষা করিতে পারে না—ধার দিবার কেহ নাই,—মুখ বুঁজিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া উপবাস করে। ইহাদের রিলিফের কোন সরকারী ব্যবস্থা নাই। কিন্তু এই রিলিফের মাধ্যমেই ইহাদেরও কিছু ব্যবস্থা হইতে পারে। এক এক গ্রামে সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্থ ৮।১০ জন মধ্যবিত্ত লইয়া এক একটী গ্রুপ বা দল হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে একজন নামে ডিলার হইল। কাজ কর্ম দেখা শোনার কাজ সকলে করিল যাহা আয় হইল তাহা তাহারা ভাগ করিয়া লইল। এই ভাবে এই রিলিফের মধ্য দিয়াও মধ্যবিত্তদের কিছু রিলিফ হইবে এবং কাজও ভাল হইবে।

পুরুলিয়ার উদাহরণ দিতেছি। সাহেব বাঁধে রিলিফের কাজ হইতেছে। ৭০।৮০,হাজার টাকা কম পক্ষে খরচ হইতেছে। কম পক্ষে ৪০০০ মণ গম ডিলাররা ৩।৪ জন পাইয়াছে। এক্ষেত্রে আয়টা কিরূপ তাহা দেখাইতেছি—

১০০ মণ গমে ডিলারের আয়—

প্রতি মণে ১০ হিসাবে কমিশন— ৫০৲
" ৩% " গাড়ি ভাড়া— ৩৭।০
প্রতি বস্তার ৸০ দাম হিসাবে ৫০টী বস্তা— ৩৭।০
১২৪৲

(বস্তাটি বিনামূল্যে ডিলার পায়)

এখানে ১০০ মণ গম রিলি করিতে খুব উদার ভাবে খরচ হইলেও ২৫৲ টাকার বেশী হইবে না। সুতরাং ১০০ মণ গমে বিনা মূলধনে নীট লাভ থাকে ১০০৲ টাকা কম পক্ষে। ১০০০ মণে ১০০০৲ টাকা লাভ ইহারা করিতেছে। অন্য লাভের হিসাব করিতেছি না। ৪০০০ মণে ৪০০০৲ টাকা আয় হইতেছে তাহা মাত্র ৪ জনে পাইতেছে—কোন অধিকারে?

পুরুলিয়া সহরে বহু বেকার যুবক, দুর্গত মধ্যবিত্ত আছে। ১০।১২ জনের এক একটা দল করিয়া তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে ১ জনকে ডিলার করিলে ১০টা দলে অন্ততঃ ১০০ জন বেকার মধ্যবিত্ত—অর্থাৎ ১০০টী পরিবারের মধ্যে এই চারি হাজার টাকা বণ্টিত হইয়া তাহাদের দুর্গতির কিছু সংস্থান হইত। ইহা অনায়াসে হইতে পারিত। ইহাতে কাজ ভাল হইত—চুরি হইত না। কিন্তু ইহাতে একটা অনর্থ হইত। কংগ্রেসীরা ক্ষুব্ধ হইত, কারণ হাজরের রসদ না জোগাইলে ভবিষ্যতের নির্বাচন ক্ষেত্রে সহায় হইবে কে?

আরও একভাবে হইতে পারে। এই কমিশনের টাকা গ্রামে ষোল আনার কাজে ব্যয় হইতে পরে। স্কুলের জন্য, দুর্গা মেলার জন্য যেখানে যা সাধারণের দরকার তাহার জন্য। গ্রামের জনসাধারণই তাহা ঠিক করিবে। মোট কথা এই কমিশণের লাভ কাহারও ব্যক্তি গত আয়ে যাইবে না—যাওয়া উচিত নয়। একমাত্র জনসাধারণের কাজে ইহার প্রয়োগ হওয়া উচিত।

আমরা মনে করি এখন এবং অদূর ভবিষ্যতে রিলিফের কাজ যাহা হইবে বা হইতে যাইতেছে তাহা এই ধারায় হইলেই ভাল হইবে। রিলিফের প্রতিটী পয়সা যাহাতে দুর্গতদের জন্য ব্যয় হয় গ্রামের সত্যকার কল্যাণে লাগে তাহার জন্য ইহাই প্রকৃত পথ। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দৃঢ় ও অবহিত হইলে রিলিফের কাজের ধারার পরিবর্তন হইয়া সত্যকার দুর্গতি মোচনে প্রযুক্ত হইতে পারে।

দু একটী জায়গার উদাহরণ দিতেছি। কেশর গড়ের গ্রামবাসীরা ষোল আনা মিলিয়া কেশরগড় অর্জুন জোড়ার কাজ করিয়াছে—ডিলারের যাহা আয় হইয়াছে গ্রামের স্কুলের জন্য দেওয়া হইয়াছে মাঝিহিড়া—জবলা রাস্তা গ্রামবাসীরা উৎসাহ সহকারে তৈরী করিয়াছে—সমস্ত আয় দুস্থদের সাহায্যের জন্য ব্যয়িত হইতেছে; চিতোড়ার গ্রামবাসীরা উৎসাহ সহকারে রাস্তার ভার লইয়াছে তাহাদের নির্বাচিত ডিলারের মারফত যাহা আয় হইবে তাহা গ্রামের স্কুলের জন্য সমস্ত দেওয়া হইবে, কটলুই গ্রামেও গ্রামবাসী সমবেত ভাবে রাস্তার দায়িত্ব লইয়াছে তাহাদের সমস্ত আয় গ্রামের ষোল আনার কাজে কল্যাণের জন্য ব্যয় হইবে। ইহা—জিলার সর্বত্র হইতে পারে—ইহা করিতে হইবে।

গ্রামের ও সহরের জনসাধারণের এবিষয়ে উদ্যোগী ও সচেষ্ট হইতে হইবে। ব্যাপার কি? গ্রামে রাস্তার নাম করিয়া তোমাদের বরাদ্দ হইতে চালাক কায়েমী স্বার্থবাদীরা তোমাদের চোখের সামনে লুটিয়া লইবে আর তোমরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া কেবল কি অদৃষ্টকে ধিক্কার দিবে? একটু নড়িয়া চড়িয়া, উঠিয়া পড়িয়া হাত পা মেলিয়া, চোখ খুলিয়া একবার নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটু দাঁড়াও! নিজেরা কর্তব্য করিয়া নিজেদের দাবী, নিজেদের অধিকারের জন্য উদ্যোগী ও সচেষ্ট না হইয়া চিরকালই কি হাজরদের ভক্ষ্য হইয়াই থাকিবে?

গ্রামাঞ্চলে শীঘ্রই সস্তা খাদ্যদ্রব্যের দোকান সরকার হইতে খোলা হইবে। আমরা মনেকরি যেখানে যেখানে দোকান খোলা হইবে সেখানে সেখানে এই ভাবে গ্রামের চালাক টাঁড়, সুপারিশকৃত হাজরদের এই সব দোকান না দিয়া গ্রামের অভিমত অনুসারে ১০।১২ জনের এক একটী দল করিয়া এক জনের নামে অথবা ১০ জনের নামেই এক একটী দোকান দেওয়া দরকার। যাহাতে ইহাতেও গ্রামের আর এক দুর্গত শ্রেণীর কিছু সাহায্য হইবে। এ ক্ষেত্রে এই সব দোকানে কালোবাজারী, চুরি, জুয়াচুরী একেবারে সম্পূর্ণ বন্ধ হইতে পারে বলিয়াই—আমরা বিশ্বাস করি। সহরেও এই ভাবে সস্তা খাদ্য দ্রব্যের দোকান অর্থাৎ ফেয়ার প্রাইস সপ খুলিলে বহু বেকার মধ্যবিত্ত যুবক ও পরিবারের সংস্থান হইবে।

—•—

লোক সেবক সংঘের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ

বৃক্ষ রোপণ-বীজবপন কর্ম্মতালিকা

কৃষি প্রচার ব্রতী দলের কার্য্যক্রম

বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্ম্মতালিকা লইয়া কৃষি প্রচারের নিয়ত কর্ম্মধারার মধ্যে বিশেষ কাজ

৩০শে ও ৩১শে শ্রাবণ ঃ ১৫ই ও ১৬ই আগষ্ট ঃ শুক্র শনিবার

কাঁশবহাল কর্ম্মী সম্মেলনে স্থির হয় যে, বৃক্ষ রোপণ, বীজ বপন, বীজ বিতরণ প্রভৃতির কর্ম্ম তালিকা লইয়া সংঘের কর্ম্মীরা যেমন ব্যক্তিগতভাবে কৃষি প্রসারের নিয়ত চেষ্টা করিবেন, তেমনি সম্মিলিতভাবে, ব্যাপকভাবে কৃষি প্রচারের বিভিন্ন কর্ম্মধারা লইয়া এই কাজে প্রতি জনগণের গভীর আগ্রহ ও উদ্যোগ সৃষ্টি করিতে হইবে।

এই ব্যাপক ও সম্মিলিত কর্ম্মধারা অনুসারে কর্ম্মীরা একদিকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দলবদ্ধভাবে সুবিধা অনুসারে কর্ম্ম তালিকা করিবেন—ইহা ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকিবে—অন্যদিকে সমগ্র ক্ষেত্রে সকল কর্ম্মীরা একসঙ্গে এক বৃহৎ তথা সম্মিলিত কর্ম্মপরিকল্পনা লইয়া জেলার জনচিত্তকে কৃষি কর্ম্মের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহশীল ও সচেতন করিবেন—ইহাই স্থির হয়।

এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই কাঁশবহালে ব্যাপক বীজ সংগ্রহ কর্ম্মতালিকা ও বৃক্ষরোপণ—বীজ বপন কর্ম্মতালিকা রাখা হয়। ইতিমধ্যে প্রথমটীর কাজ শেষ হইয়াছে। ব্যাপক বীজ সংগ্রহ কর্মতালিকা অনুসারে কর্ম্মীগণ চারিদিকে থানায় থানায় ঘুরিয়া বহু বীজ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এই বীজ কর্ম্মীদের মধ্যে তথা আগ্রহশীলদের ভিতরে বিতরণও হইতেছে—চারা প্রস্তুত করা হইতেছে। এবারে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও বীজবপন কর্মতালিকায় অগ্রসর হইতে হইবে।

বীজ ও চারা সংগ্রহ কর্মতালিকার মধ্য দিয়া কর্ম্মীদের তথা বহু জনগণের অন্তরে কৃষি কাজের প্রতি প্রেরণা ও দায়িত্ববোধ উন্মেষিত হইতেছে। ইহার ফলে জেলার কৃষি সম্পদ তথা বৃক্ষ সম্পদের উন্নতির কার্য্যকরী পরিবেশ গঠিত হইতেছে। সুতরাং এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা কল্পে বর্ত্তমান কর্মতালিকার মধ্য দিয়া কর্ম্মীদের আরো দায়িত্ব পালন করিবার রহিয়াছে। (১) সেজন্য কর্ম্মীরা অবিলম্বে নিজ নিজ থানায় শত শত ব্রতীগণের তালিকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন। ঐ বাহিনী ৩০শে ও ৩১শে শ্রাবণ কর্ম্মতালিকা অনুসরণ করিবেন। সমস্ত থানাগুলির তালিকা মিলিত করিলে সংস্র সহস্র ব্রতীর তালিকা প্রস্তুত হইবে। (২) কর্ম্মীরা ঐ দুইদিন ধরিয়া দিকে দিকে নিজের সুবিধানুসারে দলগঠন করিয়া দলে দলে কর্মে নিযুক্ত হইবেন। (৩) থানায় থানায় বীজ যাহা সংগৃহীত হইয়াছে ও সংঘের কাছ হইতে ও নানাস্থান হইতে যে সকল চারা সংগ্রহ করিবার আছে—তাহাই কাজের উপকরণ হইবে। (৪) কর্ম্মীরা ঐগুলি লইয়া তৎসহ সঙ্গে কোদাল, গাঁইতি, শাবল, খুরপী, খুন্তি প্রভৃতি লইয়া কাজে নামিবেন। (৫) কাজের প্রণালী হইবে এই যে—

(ক) যত্নশীল চাষীদের চারা ও বীজ বিতরণ করা। (খ) অপারগ চাষীর ক্ষেত্রে বীজ ও চারা রোপণ করিয়া দেওয়া। (গ) নিজ নিজ বাগান বা জমিতেও লাগান। (ঘ) পতিতজমি, মাঠ ঘাট প্রভৃতিতে চারা ও বীজ লাগান (এমন চারা ও বীজ লাগাইতে হইবে যেগুলি অযত্নেও বাঁচিবে—গবাদি পশুতে খাইবে না।)

কর্ম্মীগণ ক্ষিপ্রগতিতে এই কর্মতালিকার জন্য বিরাট আয়োজন করুন এবং প্রাণবন্ত উৎসাহে বিরাট কর্মভার উদ্যাপিত করুন—এই প্রার্থনা। ২৪।৭।৫৮

নিবেদক—অতুল চন্দ্র ঘোষ
পরিচালক, লোক সেবক সংঘ

পুরুলিয়ায় জলের বিকল্প ব্যবস্থা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমস্ত সহরাঞ্চলে পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থার জন্য জলের কল করিবার পরিকল্পনা আছে। সেই অনুযায়ী বিহার গবর্মেণ্টের আমলে মিউনিসিপ্যালিটীর উদ্যোগে জলের কলের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে বিহার গবর্মেণ্টের পোড়ামাটী নীতি অনুযায়ী এই জলের কলের ব্যবস্থা অকেজো করিবার জন্য তাহারা পাইপগুলি পর্য্যন্ত লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

এগুলি সর্বজন বিদিত পুরাতন কথা। বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর, পুরুলিয়ার জনসাধারণ ইহাই আশা করিয়াছিল যে এবার বুঝি পুরুলিয়ায় জলের কল হইল! কিন্তু কোথায়? কোন সাড়া নাই। বোধ হয় মিউনিসিপ্যালিটীর নির্বাচনের জন্য স্থগিত ছিল। অবশেষে মিউনিসিপ্যালিটীর নির্বাচন আসিল। অবশ্য বে-সামাল দেখিয়া প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঘোষণা করিলেন যে—কংগ্রেসে ভোট পড়িলেই পুরুলিয়ায় কল হইতে জল পড়িবে। নব দীক্ষিত কংগ্রেসী ধুরন্ধররা পাড়ায় পাড়ায় মিটিং করিয়া বলিলেন যদি জলের কল চাও তো কংগ্রেসে ভোট দাও। কংগ্রেসী বোর্ড হইলেই—জলের কল—আর ভাবনা নাই।

জলের কলের জন্য ভোট পড়িবার আগেই নির্বাচনের মুখে পুরুলিয়ার এক শ্রেণীর মধ্যে ভাটীর কল প্রতিষ্ঠিত হইল; এবং এই ভাটীর কল বহিয়া মিউনিসিপ্যালিটীতে কংগ্রেসও প্রতিষ্ঠিত হইল। পুরুলিয়ার নাগরিকেরা ভাবিলেন এবার আর তাহাদের কুঁয়া হইতে জল টানিয়া তুলিতে হইবে না—দোতালায় বাথরুমে কল খুলিয়া দিলেই কাঁসাই নদীর জলের প্লাবন বহিবে। জলের গাড়ী চালাইয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে—তাহারা ভুখা মিছিলের জন্য নেতা খুঁজিতে লাগিল।

কিন্তু কোথাও কোন সাড়া নাই। অকস্মাৎ স্থানীয় কংগ্রেসী কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হইল যে—জলের কল একটা বড় উচ্চাভিলাষী (ambitious) পরিকল্পনা—একটা বিরাট ব্যবস্থার তোড়জোড় চলিতেছে। ব্যাপারটা পুরুলিয়ার লোক ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তবে একটা কথা তাহারা বুঝিয়াছে যে জলের কল হইবে না।

কেন হইবে না? না হইবার কারণ কি? বাধা কোথায়? ইহার উত্তর নাই। 'স ঐক্ষৎ' তিনি ইচ্ছা করিলেন, সৃষ্টি হইল—ইচ্ছা করিলেন না; সৃষ্টি হইল না। সুতরাং একবার তাঁহারা ইচ্ছা করুন!

এ যুগে স্বাধীন ভারতবর্ষে কংগ্রেসী ধারায় যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদের কপালে দুঃখ আছেই। কংগ্রেসের প্রাতঃস্মৃতি সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া পুরুলিয়ার লোকেরা আর একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

যাহা হউক ইহা লইয়া আন্দোলন প্রয়োজন। কংগ্রেসী বোর্ড করিবে জলের কল! তাহারা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের একটু স্মিতহাসির জন্য তাকাইয়া আছে—তাহাতেই তাহাদের চতুর্বর্গ লাভ! পুরুলিয়ার জনসাধারণকে এবিষয়ে সচেষ্ট হইয়া আন্দোলন করিতে হইবে—তাহার ব্যবস্থা জনসাধারণ করুন। কংগ্রেসের ধাপ্পা ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিলে যেটুকু জল আছে তাহাও উবিয়া যাইবে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া, প্রতারিত করিয়া ক্ষমতা লাভই কংগ্রেসের ঐতিহ্য। পুরুলিয়ার কংগ্রেসীরা সেটা আর একবার প্রমাণ করিলেন।

মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ কাজেও একটা অদ্ভুত পঙ্গুত্বের দেখা যাইতেছে। ব্যাপক ক্ষেত্রে ইহাদের উচ্চ কর্তৃপক্ষের নীতি অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেও কংগ্রেস যেখানে ভোট পায় নাই বা পাইতে অসুবিধা হইয়াছে—সহরের সেই এলাকাগুলি ইহাদের কৃপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত। প্রমাণ তেলকল পাড়া। একবার কেহ ঘুরিয়া দেখিলে বুঝিবেন ইহা পুরুলিয়ার মতোই বুঝি মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার বাহিরে। রাস্তায় বৃষ্টিতে বন্যা বহিতেছে, ড্রেন বন্ধ, ময়লা স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে—কে খোঁজ লইতেছে—কেনই বা লইবে? সীতারাম মাড়োয়াড়ী লেনএ ড্রেন কাটা হইল কিন্তু দেখা গেল ড্রেনের কাদামাটী রাস্তার উপর ফেলিয়া দিয়া যেটুকু বা রাস্তা চলিবার মতো ছিল তাহাও বন্ধ হইল। বৃষ্টি হইলে এক হাঁটু কাদার ব্যবস্থা কায়েমী হইয়া রহিল। আমরা একটা নমুনা দিলাম—এ অবস্থা বহু ক্ষেত্রে।

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, অর্থ ও মদের বোতল যেখানে নির্বাচনে ভোটের সদল সেখানে অবশ্যই এরকম ব্যাপার হইবেই। আমরা বোধ হয় ইহাই আগামী কয়েক বৎসরে দেখিতে পাইব যে—পুরুলিয়ায় জলের কল হউক বা না হউক—অন্ততঃ আরও কয়েকটা মদের ভাটী বাড়িয়াছে। পানীয় জলের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ইহাই বোধ হয় কংগ্রেস 'প্রচার পত্র' জনসাধারণকে জানাইয়াছেন। কংগ্রেসের ঐতিহ্য সার্থক হউক!

ঋষি নিবারণ চন্দ্র স্মৃতি বার্ষিকী

মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়

গত ১লা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি দিবস মাঝিহিড়া জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, কর্ম্মী ও গ্রামবাসীগণের উদ্যোগে শান্ত ও গম্ভীর পরিবেশে অতি পবিত্রতার সহিত প্রতিপালিত হয়।

উক্ত দিবসে উত্তর বুনিয়াদী গৃহটি বস্ত্র, চিত্র, পুষ্প, ধূপ ও দীপ দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। ঋষি নিবারণ চন্দ্রের আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়া ভোর ৫৩০মিঃ হইতে সন্ধ্যা ৬ঘটিকা পর্য্যন্ত অবিরাম সুহৃদযজ্ঞ চলে। বৈকাল ৩ ঘটিকা হইতে ৬ঘটিকা পর্য্যন্ত শিক্ষকগণের পরিচালনায় মাঝিহিড়া গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। গ্রামবাসীগণ যাহাতে পূর্ব্বেই বৃক্ষচারা যোগাড় করিয়া রাখেন তাহার জন্য প্রচার করা হইয়াছিল। গ্রামবাসীগণ উক্ত প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বৃক্ষ রোপণে সহযোগিতা করেন।

শিক্ষকগণ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি বাড়ীতে গিয়া এই দিবসে মানভূমবাসীর অত্যন্ত প্রিয়জন "জ্যোঠা বাবু"র জীবন আদর্শ এবং মানভূমের জাতীয় জাগরণে তাঁহার অবদান বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করেন।

সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হওয়ার পর একটি আলোচনা সভা বসে। উক্ত সভায় শ্রীচুনারাম মাহাত মহাশয় পৌরহিত্য করেন। সভার প্রারম্ভে উক্ত দিবসের উৎপন্ন দশ লাড়ি (অর্থাৎ ৬৪০০ তার) সুতা দ্বারা ঋষির আলেখ্যের নিকট শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়। অতঃপর ঋষির রচিত গান করা হয় এবং তাঁহার মহান কর্ম্মজীবনী কয়েকজন বক্তা আলোচনা করেন। তার পর বন্দেমাতরম, ঋষি নিবারণ চন্দ্র কি জয় প্রভৃতি ধ্বনি করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। সভার শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঝালিদা

স্থানীয় লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীদের উদ্যোগে গত ১লা শ্রাবণ ঝালদায় সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় এক শান্ত ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে স্বর্গীয় ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি দিবস উদ্যাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীমিহির কুমার মুখার্জ্জী "তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে" সঙ্গীতটী গাহেন।

সর্ব্বশ্রী কালিপদ চ্যাটার্জ্জী, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী ও শিশির গুপ্ত ঋষির সংক্ষিপ্ত জীবনী তথা ভাবোদ্দেশের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

সর্ব্বশ্রী কালীপদ হালদার, নরোত্তম গোস্বামী, বিষ্ণু বৈষ্ণব, মদন বৈষ্ণব, ফাল্গুনী সেন গুপ্ত প্রভৃতি অনেকে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

"রামধুন" গান সহকারে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

পাট ঝালিদা

গত ১লা শ্রাবণ পাট ঝালিদায় সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর পরিবেশে ঋষি নিবারণ চন্দ্র স্মৃতি দিবস পালিত হইয়াছে। গ্রামের তরুণ কর্ম্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীসন্তোষ কুমার ভট্টাচার্য্যের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠানটী উদ্যাপিত হয়।

স্থানীয় সংবাদ

খেলার খবর

মানভূম স্পোর্টস এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে আগামী ২৯শে জুলাই হইতে পুরুলিয়ায় ফুটবল খেলার মরশুম আরম্ভ হইবে। এই বৎসরে মানভূম স্পোর্টস এসোসিয়েশনের নির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। সভাপতি—ডেপুটি কমিশনার, পুরুলিয়া (পদাধিকারবলে)
২। সহ-সভাপতি—পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট পুরুলিয়া (,,)
৩। ঐ —শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন।
৪। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—শ্রীঅমর চৌধুরী।
৫। যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীভবতোষ সিংহ।

এইবারে পুরুলিয়া ফুটবল লীগে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য দশটি দল নাম প্রেরণ করিয়াছে। প্রত্যেক সপ্তাহের খেলার খবর মুক্তিতে দেওয়া হইবে। দুঃখের বিষয় গত কয়েক বৎসর যাবৎ পুরুলিয়ার ফুটবল খেলা নিয়মিত ভাবে আরম্ভ হইলেও লীগ ব্যতীত কোন খেলাই সম্পূর্ণ হইতেছে না। কমলা শীল্ড, মায়ারাণী কাপ ও রাধিকা রঞ্জন শীল্ড প্রভৃতির খেলা আরম্ভও হয় নাই। ইহার কারণ কি ঠিক জানা যায় নাই। এ বৎসরের কর্ম্মকর্ত্তাগণ প্রত্যেক শীল্ড ও কাপ খেলাইবেন ইহাই জনসাধারণ আশা করে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ফুটবল মাঠে এবার যাহাতে কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা না দেয় সে বিষয়ে পুরুলিয়ার ক্রীড়ানুরাগীগণ যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। প্রত্যেক প্রতিযোগী দলের সহযোগিতায় ফুটবল মাঠের আবহাওয়া যাহাতে প্রতিযোগিতার অনুকূল থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

পটমদা থানায় রিলীফ কাজের দুরবস্থা

পটমদা থানার বেসরকারী রিলীফ কমিটীর পক্ষ হইতে সর্ব্বশ্রী গোবর্দ্ধন মাহাত (গাগিবুরু), ভীম মাহাত (কুমীর), মহানন্দ মাহাত (কাঁকিড়ি), ও কালিচরণ সিংসর্দ্দার (গাড়িগ্রাম) জানাইতেছেন—পটমদা থানায় রিলীফ কার্য্য এমন ভাবে তুলা হইতে বড়াম, কাঁকিড়ি হইতে কুমীর প্রভৃতি রাস্তার কাজ গত একমাস কাল ধরিয়া চলিতেছে—কিন্তু শ্রমিকেরা মজুরী ঠিকমত ও ন্যায্যভাবে পাইতেছে না। এই বিষয় বি, ডি, ও সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি ঠিকাদার নিযুক্ত করিয়া সুব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা হয় নাই।

কার্য্য ব্যপদেশে দিঘী পৌছাইয়া জানিতে পারিলাম যে ঐ দিন দিঘীতে এক সভা হইবে এবং বি, ডি, ও সাহেব আসিবেন। দিঘী স্কুল প্রাঙ্গণের সভায় গিয়া দেখিলাম যে লুয়াডি, লেকড়, শেড়ুয়া প্রভৃতি গ্রামের কিছু লোক এবং গ্রামস্থ কিছু নাবালক সহ প্রায় ৫০।৬০ জনের সভায় বি, ডি, ও সাহেব কৃষি বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছেন। তাঁহার পর জনৈক মিত্র সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে গত বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ হওয়ায় আমরা এই বিষয়ে সরকারের নিকট বহু লেখালেখি করিয়াছি—কিন্তু পটমদার জনসাধারণ ঘুমাইয়া আছে তাহারা এসম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করে নাই।

জনসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন মাহাত ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে—গত কুমীর জনসভায় পটমদা থানার কয়েক সহস্র লোকের সমাবেশে প্রস্তাব করিয়া সরকারকে জানানো হয় যে—বৃষ্টির অভাবে ধান মরিয়া যাওয়ায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা রহিয়াছে সুতরাং সময় থাকিতে সরকারের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পরে মাঠপুরে খাদ্যাভাব সম্পর্কিত জনসভায় প্রায় আড়াই হাজার লোকের সমাবেশে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্য ব্যাপক রিলীফ কার্য্য ও কৃষি ঋণদানের ব্যবস্থার দাবী সরকারের নিকট জানানো হয়। জনসাধারণ ও রিলফী কমিটীর পক্ষ হইতে ঐ সব প্রস্তাবের নকল রেজিষ্ট্রিযোগে বি, ডি, ও, ডেপুটী কমিশনার এবং মন্ত্রীদিগকে জানানো হয়। উপরন্তু রিলীফের কাজে যাহারা মজুরী খাটিতেছে—গত একমাস যাবৎ তাহারা মজুরী পায় নাই—এই বিষয় বি, ডি, ও, সাহেবকে বরাবর জানানো স্বত্বেও কোনও ফল হয় নাই—অথচ আপনারা মুখে বড় বড় কথা বলছেন "ঘুষ ভাগাও" "ঘুষের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে অভিযোগ কর" ইত্যাদি।

ইহার পর বি, ডি, ও, সাহেব স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে জনসভার প্রস্তাবের নকল তিনি পাইয়াছেন।

বাঘমুণ্ডী থানায় কৃষিঋণ, খয়রাতি সাহায্য, রিলিফের কাজ

বাঘমুণ্ডী থানার সুইসা গ্রাম হইতে শ্রীশিশির গুপ্ত লিখিতেছেন—পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত বাঘমুণ্ডি থানায় বিগত দুই বৎসর হইতে অনাবৃষ্টির জন্য ধান্য ফসলাদি হয় নাই, থানার পক্ষে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক অবলম্বন লুক্ষা ফসলও গত বৎসর হয় নাই এবং এ বৎসর বীজ অভাবে লাগা চাষও হয় নাই। এই থানায় কোন কলকারখানা বা শিল্পবাণিজ্যের সুযোগ নাই।

এ বৎসর প্রথমবারের বীজধান ব্যাপকভাবে নষ্ট হইয়াছে, কাহারও দ্বিতীয়বারও নষ্ট হইয়াছে। সাধারণ কৃষকের আর বীজধান কেনার সামর্থ্য নাই। সমস্ত দিক হইতে থানার অবস্থা এক ভয়াবহরূপ ধারণ করিয়াছে, গ্রাম ঘর ছাড়িয়া লোক পলায়ন করিতেছে। বহু গ্রাম আজ জনমানব শূন্য।

(১) থানায় রিলিফের কাজ খুব সন্তোষজনক বা ব্যাপকভাবে চলে নাই। কারণ যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন এই এলাকায় রিলিফের গম লইয়া যাইবার কোন ব্যবস্থা নাই তজ্জন্য আমরা বহুবার সরকারে লেখাপড়া করিয়াছি যে গুদাম এই থানায় করা হউক। আমরা আবার জানাইতেছি রিলিফের গমের গুদাম বাগমুণ্ডি থানায় করিয়া ব্যাপক রিলিফের কাজ চাষ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করা হউক।

(২) বাঘমুণ্ডি থানায় কৃষিঋণের নামে প্রহসন করা হইয়াছে, মাত্র কিছু সংখ্যক লোককে ১০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বীজধান নষ্ট হওয়ায় আরও ব্যাপক কৃষিঋণ দেওয়া প্রয়োজন।

(৩) আমরা খয়রাতি সাহায্যের তালিকা লইয়া বহুবার বি, ডি, ও মহাশয়ের কাছে যাওয়া আসা করিয়াছি—বারবার পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অবিলম্বে সেই সব দুঃস্থদের খয়রাতি সাহায্যের কথা বলিয়াছি কিন্তু মাত্র কয়েকজন পাইয়াছে—তালিকার অধিকাংশ লোক পায় নাই, তালিকাভুক্ত আটনার **শ্রীগোবিন্দ ডোমের অনাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।** অবিলম্বে থানায় ব্যাপক খয়রাতি সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন।

ভ্রম সংশোধন

মুক্তির বিগত ২৭শ সংখ্যায় "বহিষ্কৃত সদস্য ও সংঘের বিশ্লেষণ শীর্ষক" আমার দীর্ঘ এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবৃতিতে শেষের দিকে "হরিজন সদস্যের পতনের ইতিহাস" অধ্যায়টিতে একস্থানে লেখা হইয়াছে—"কাজের যোগ্য ভাল হরিজন কর্মী আমাদের বা দেশের কোনো দলেরই নাই।" এখানে "কোনো দলেরই" কথাটির পর "বিশেষ" এই শব্দটি ভ্রমবশতঃ বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ লাইনটি হইবে—"কাজের যোগ্য ভাল হরিজন কর্মী আমাদের বা কোনো দলেরই বিশেষ নাই।"

অতুলচন্দ্র ঘোষ

জমি বিক্রয়

৺ভবতারণ সরকার রোডে অবস্থিত ভক্ত-পল্লীতে বাড়ী বা গুদাম করার উপযোগী জমি বিভক্ত প্লটে বা সমগ্র জমিটি বিক্রয় করা হইবে।

শ্রীকান্তি বিলাস মুখোপাধ্যায়
পুরুলিয়া ডাগ হাউস।

UNIQUE OPPORTUNITY.
Phonetic Commercial Institute.
Purulia and Raghunathpur
(July Session)

Admission going on in Shorthand, Typewriting (English & Hindi), Telegraphy (Railway & Postal standard), A. S. M's Course, Book keeping etc. Lodging available with moderate charge. 95% of the passed students from this branch getting appointments both in Govt. & Railway Offices every year.

Apply with Eight NP. to the Principal, Phonetic Commercial Institute, **P. O. Purulia**. Seats limited.

ঋষি নিবারণ হোমিও ক্লিনিক

পুরুলিয়া পোষ্ট অফিসের মোড়ে (সর্ব্বজন বরেণ্য ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে) উপরোক্ত নামে নূতন হোমিও প্যাথিক ডিস্পেন্সারী খোলা হইয়াছে।

এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা রোগী চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এবং বিশুদ্ধ হোমিও প্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, বাক্স, ব্যাগ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে। সকলের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৮ই শ্রাবণ ১৩৬৫—৪ঠা আগষ্ট ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

খাদ্য সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়
খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

র‍্যা লি র

গাছ  মার্কা

মিশ্র ধানের সার

ব্যবহার করিয়া কম খরচে বেশী ফসল উৎপাদন করুন

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅজিত কুমার হালদার—পুঞ্চা
শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত—মানবাজার
শ্রীমদনমোহন কুণ্ডু—ছড়া
শ্রীহরিপদ কুণ্ডু—বলরামপুর
শ্রীশশাঙ্ক ব্যানার্জ্জী—লধুড়কা
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার—ঝালদা

পুরুলিয়া জেলার একমাত্র পরিবেশক ঃ

আর, কে, কুণ্ডু এণ্ড সন্স, পুরুলিয়া।

স্থানীয় প্রসঙ্গ

আগামী ৪ঠা আগষ্ট হইতে পুরুলিয়া সহরে আংশিক রেশনের দোকানগুলি হইতে চাউল সরবরাহ করা হইবে বলিয়া সরকার হইতে প্রচার করা হইয়াছে। প্রত্যেক সপ্তাহে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাথাপিছু একসের চাউল ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য মাথাপিছু আধসের চাউল দেওয়া হইবে। শুধু সহরে রেশন প্রথা চালু করিলেই চলিবে না। গ্রামের লোকও যাহাতে কম দরে চাউল পাইতে পারে তজ্জন্য গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে রেশনের দোকান অবিলম্বে খোলার ব্যবস্থা সরকারকে করিতে হইবে। রেশনের দোকানগুলিতে যাহাতে খাবার যোগ্য চাউল সরবরাহ করা হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্য জিলার পরিত্যক্ত পচা গন্ধওয়ালা চাউল পাঠাইয়া বাংলা গভর্মেণ্ট এখানকার জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করিবেন না বলিয়াই আশা করি।

পুরুলিয়া জিলাতে চাউলের মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। পুরুলিয়া সহরে চাউল প্রায় ৩৪৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। গ্রামেও প্রায় অবস্থা একই ধরণের। জনসাধারণের এত উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই। ব্যাপার দেখিয়া জনসাধারণ ইহাই মনে করিতে বাধ্য হইতেছে যে সরকারের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করিবার সদিচ্ছা নাই। কারণ যে কালোবাজারী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমান কংগ্রেসের অবলম্বনস্বরূপ—মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের দুর্দ্দশার সুযোগ লইয়া তাহাদের মুনাফার সুযোগ কংগ্রেস বন্ধ করিতে চাহেন না। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করিতে গেলে তাহাদের ক্ষতি। বড় বড় ব্যবসায়ীদের গুদামে মজুত চাউল ট্রাকে করিয়া অবাধে পাচার হইতেছে—ধরা পড়িতেছে না। বাস্তবিকই কি সরকারের ধরিবার ক্ষমতা নাই? না—কেবল তাহার ক্ষমতা আছে বিধান সভায় অসত্য পরিসংখ্যানের বহরে জনসাধারণের অনাহারকে বিদ্রূপ করার!

—•—

কটলুইতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

গত ২৫শে জুলাই শুক্রবার রাত্রিতে পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী কটলুই গ্রামে শ্রীমতী দামিনী মাহাতানকে তাহার ঘরে নৃশংসভাবে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে রাত্রে যখন তাহার পুত্রবধূ সহ সে ঘরে ঘুমাইতেছিল তখন কয়েকজন লোক সেই ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করে। তাহার পাশের ঘরে তাহার নাবালক পুত্র ও আর একটি স্ত্রীলোক শুইয়াছিল। হত্যাকারীদের মধ্যে দুএকজন লোক অস্ত্র লইয়া তাহাদের পাহারা দিতে থাকে। প্রাণের ভয়ে তাহারা চীৎকার করিতে পারে নাই। শ্রীমতী দামিনী মাহাতান বিধবা ছিল। এই হত্যাকাণ্ডে গ্রামের লোক আতঙ্কিত হইয়া আছে। প্রকাশ যে হত্যাকারীদিগকে মৃতার নাবালক পুত্র চিনিতে পারিয়াছে।

এই হত্যাকাণ্ডে কটলুই গ্রামের জনসাধারণ সন্ত্রস্ত হইয়া আছে। মৃতার নাবালক পুত্র ও তাহার স্ত্রীরও প্রাণের আশঙ্কা আছে বলিয়া প্রকাশ। এই নিরাশ্রয়দের গ্রামের লোক আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে মৃতা দামিনী মাহাতান তাহার দেবর ও ভাসুর প্রভৃতির সহিত একই বাড়িতে পৃথকভাবে থাকিত। তাহার ঘরের আগমন ও নির্গমনের জন্য দরজার ব্যাপার লইয়া তাহাদের সহিত বিবাদ হয়। মৃতা ২৪শে জুলাই তারিখে পুরুলিয়া থানায় ডাইরী দিতে আসে। থানা হইতে তাহাকে আদালতে নালিশ করিতে বলা হয়। কিন্তু বিলম্ব হওয়াতে সে সেদিন আদালতে নালিশ করিতে পারে নাই।

হত্যার সংবাদ পাইয়া পুলিশ যাইয়া লাশ চালান দেয়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

—•—

বিজ্ঞপ্তি

মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির তৈয়ারী বিভিন্ন কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য যথা, পশমের বস্ত্র, সেলাই করা সূতী-স্ত্র, খেলনা, চামড়ার ব্যাগ, প্রভৃতি চাইবাসা রোডস্থ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সমবায় ইউনিয়নের সেলস্ ডিপো অথবা সেলস্ এম্পোরীয়ামে বিক্রয়ের জন্য পাওয়া যাইবে। মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির এই প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করি। ইতি

শ্রীমতী রেখা মল্লিক
সম্পাদিকা,
মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

পুরুলিয়া
২৮।৪৮

মুক্তি

১৯শে শ্রাবণ, সোমবার

১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ ও বর্ত্তমান পরিস্থিতি

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। দশ বৎসরের কংগ্রেস শাসনে—স্বাধীনতার দশ বৎসর পরে আজ জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন যাপনেরই সমস্যাটা একমাত্র প্রথম ও প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের কোন পথ জনসাধারণ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বাংলা দেশে চাউল ত্রিশ, বত্রিশ টাকা মণ হইতে হইতে ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে; খাদ্যমন্ত্রী বক্তৃতা দিচ্ছেন ষোল টাকা মণ ডাল—কিন্তু বাজারে বিকাইতেছে ছাব্বিশ টাকা মণ। তেল, মসলা, চিনির দর বাড়িয়া বাড়িয়া লোকের নাগালের বাহিরে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। দেশী, বিলাতী খাদ্য চোক, ঔষধ চোক, যাহা কিছু চোক না কেন—সমস্তেরই মূল্য কেবল উর্দ্ধগামী। চারিদিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছি, খুঁজিতেছি—মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই কোন কিছুর মূল্য নিম্নগামী হইতেছে এমন কিছু আছে কিনা? সরকারী পরিসংখ্যানের জালিয়াতীর সংখ্যা ছাড়া কোন কিছুই সুলভ বলিয়া কিছু নাই।

প্রচলিত অর্থনীতির একটা গোড়ার কথা চলিল যে—চাহিদার তুলনায় যদি সরবরাহ কম হয় তবে জিনিষের দাম বাড়ে। সরবরাহ কম হইবার একটা কারণ এই হইতে পারে যে—দ্রব্যের উৎপাদন যদি কম হয়। আর একটা কারণ ইহাও হয় যে—কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা। বর্ত্তমান সময়ে পুঁজিপতি অধ্যুষিত দেশে, পুঁজিবাদীরা যদি অমানুষ হয় এবং দেশের সরকার যদি তাহাদের স্বার্থেই পরিচালিত হয় তবে তাহারা দেশে দ্রব্য যথেষ্ট থাকিলেও তাহার সরবরাহ নিজেদের ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করিয়া কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিতে পারে। লোকের পক্ষে যাহা অপরিহার্য্য তাহার কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া তাহাকে দুষ্প্রাপ্য করিয়া লোককে অধিক ও অত্যধিক দামে কিনিতে বাধ্য করিতে পারে। আবার চাহিদার তুলনায় যদি দ্রব্যের উৎপাদন বা আমদানী সত্যই কম থাকে তবে তাহা সংগ্রহ ও মজুত করিয়া তাহাকে একান্ত দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিয়া তাহার জন্য একটা অমানুষিক দাম আদায় করিতে পারে। লোকে মরিতেছে কি বাঁচিতেছে তাহা দেখিলে লক্ষপতি, ক্রোড়পতি হইতে পারে না। বাংলা দেশে ১৯৪৩ সালে ইংরেজ সরকারের সহায়তায় যাহারা কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে আজিকার ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল বলিয়াছিলেন—"for every man that died in famine the profiteers made Rs. 1000" অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে মৃত প্রত্যেকটী লোকের পিছু মুনাফাখোরেরা ১০০০৲ টাকা লাভ করিয়াছে।" (জহরলালের আলমোড়ায় ১৯শে জুন ১৯৪৫ সালের বক্তৃতা)। ইহারাই আজ কংগ্রেস শাসিত ভারতবর্ষে প্রধান মন্ত্রী জহরলাল ও তাহার পরিচালিত গবর্মেণ্ট—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের গবর্মেণ্টের—ভরসাধারক। ব্যাপার যেরূপ চলিয়াছে তাহাতে খুব বেশী বিলম্ব হইলেও বছর কয়েকের মধ্যেই বাংলাদেশে অন্ততঃ অনাহারে মৃত প্রত্যেকটী লোক পিছু মুনাফাখোরেরা দশ হাজার টাকা লাভ করিবার আশা রাখে। এখনই প্রতিটী উপবাসী ও অর্দ্ধ উপবাসী লোকের বাবত ইহারা কত টাকা লাভ করিতেছে তাহাও একটা জ্ঞাতব্য বিষয়। দেশবাসী ইহাকে অত্যুক্তি মনে করিও না। যে স্রোত বহিতেছে ইহার গতি রোধ না করিতে পারিলে—ইহার স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিতে বলি।

ইহা রোধ করিতে পারে প্রথমতঃ দেশের গবর্মেণ্ট—যদি তাহারা বাস্তবিকই চায়। ভারতবর্ষের তথা বাংলা দেশের কংগ্রেস গবর্মেণ্ট কৃষ্ণনগরে অনশনক্লিষ্ট জনসাধারণকে লাঠি মারিয়া মাথা ফাটাইতে পারে—আর যাহারা তাহাদের অনশন সৃষ্টি করিতেছে তাহাদের সায়েস্তা করিতে পারে না? পারে, প্রয়োজন বুঝিলে, সেই লক্ষ্য থাকিলে, সেই দৃষ্টিভঙ্গী, মনুষ্যত্ব থাকিলে নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু কেন করিতেছে না? শুধু উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবেই নয়। গান্ধিজী ১৯৪২ সালে ২২শে জুন তারিখে

বোম্বাইয়ের পাঁচমারীতে এক প্রশ্নোত্তরে এই পুঁজিপতি বা Big interests এর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে—To-day they are relatively serving the foreign ruler whilst they themselves merely get the crumbs from his table." অর্থাৎ "আজ (তখন ইংরেজ রাজত্ব) তাহারা (বড় বড় ধনিকেরা) বিদেশী শাসকের সেবাই বেশী করিতেছে—এবং তাহা করিয়া তাহারা নিজেরা কেবল তাহার (বিদেশী শাসকের) ভুক্তাবশিষ্ট কিছু পাইতেছে"।

স্বাধীনোত্তর ভারতে এই big interests অর্থাৎ বড় বড় ধনিক স্বার্থের সহিত কংগ্রেস তথা কংগ্রেস গবর্মেণ্টের কি সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে দেখা যাক। সমাজ-তন্ত্রবাদ—সমাজ তান্ত্রিক কাঠামো প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলেও গান্ধীজী কংগ্রেসের সম্বন্ধে চাহিয়াছিলেন—"to convert them —(big interests) to the national use instead of being itself converted by them in the process" অর্থাৎ—"বড় বড় ধনিক স্বার্থকে কংগ্রেস জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে রূপান্তরিত করিবে—কিন্তু তাহা করিতে যাইয়া সে ধনিক স্বার্থ কর্তৃক রূপান্তরিত হইবে না।" কিন্তু যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল কার্য্য ক্ষেত্রে তাহাই বাস্তবে পরিণত হইল। কংগ্রেস ধনিক স্বার্থে রূপান্তরিত হইয়া গেল এবং এখন কংগ্রেস এবং তাহার পরিচালিত গবর্মেণ্টের সম্বন্ধে এই কথাই বলা যায় যে—"To-day Congress is relatively serving the big interests whilst it itself merely gets the crumbs from their table", অর্থাৎ "আজ কংগ্রেস আপেক্ষিকভাবে বড় বড় ধনিক স্বার্থেরই সেবা করিতেছে এবং সে নিজে কেবল তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট কিছু পাইতেছে।" এই গবর্মেণ্ট দ্রব্যমূল্য কমাইতে পারে না—যাহাদের স্বার্থে ইহা ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া দুর্দৈব সৃষ্টি করিতেছে তাহারাই গবর্মেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—সুতরাং দ্রব্যমূল্য, খাদ্যাভাব বৃদ্ধি হইতেছে—হইবে।

আজ দেশে বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে সরকারী-ভাবে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা হয় নাই সত্য কিন্তু যে অবস্থা চলিয়াছে তাহাকে দুর্ভিক্ষ না হউক প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা বলা চলে। সরকারী পরিসংখ্যান জাতীয় আয় বৃদ্ধির সংখ্যা বড় বড় করিয়া ছাপায় কিন্তু দেশে কতলোক অনাহারে থাকে, অর্দ্ধাহারে থাকে তাহার পরিসংখ্যান লইবার কোন ব্যবস্থা নাই। কতলোক না খাইয়া মরিতেছে তাহার পরিসংখ্যান গবর্মেণ্ট কখনও লইবে না—দু একটী যাহা কোনমতে প্রকাশিত হয় তাহাকেও অস্বীকার করা হয়। পরিসংখ্যান না লইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে এই কথাই বলা যায় যে দেশে অর্দ্ধেকেরও বেশী লোক অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়। ইহা কেন? ইহার জন্য দায়ী কে? কেবল মাত্র বৃষ্টির অভাবেই নয়—গবর্মেণ্ট তো পরিসংখ্যানে দেখাইতেছেন যে—খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হইতেছে অথচ এমন অবস্থা হইয়াছে যে গবর্মেণ্টকেও টেষ্ট রিলিফের প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইতেছে—কার্য্য ক্ষেত্রে তাহা হউক বা না হউক। এ অবস্থা কেন হইয়াছে? ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ১৯৪৫ সালে ২২শে জুন বলিয়াছিলেন—"He said that the famine was the natural outcome of inefficiency and corruption. It would never have taken place if the Govt. was run by sound people. On the one hand people were dying and on the other through profiteering people were amassing wealth. The whole system is corrupt. In Govt. apparatus there is moral rot". অর্থাৎ "তিনি বলেন যে অযোগ্যতা ও দুর্নীতির স্বাভাবিক পরিণতিই হইল এই দুর্ভিক্ষ। যদি সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সরকার পরিচালিত হইত তবে দুর্ভিক্ষ কখনই হইত না। একদিকে অনাহারে লোক মরিতেছে আর অন্যদিকে মুনাফাখোরীর মাধ্যমে লোকে অর্থ স্তূপীকৃত করিতেছে। সমগ্র কাঠামোটাই দুর্নীতিপূর্ণ। সরকারী শাসনযন্ত্রের নৈতিক মান আজ পচনশুরু।"

আজ কংগ্রেস শাসনে যে অবস্থা চলিয়াছে তাহাতে ইহাই আজ অত্যন্ত তিক্ত ও অধিকতর সত্য হইয়া কি প্রকাশিত হইতেছে না? এবং আজ পণ্ডিত নেহরুরাই কি ইহার জন্য দায়ী নহেন? আজ কি কংগ্রেস গবর্মেণ্ট সম্বন্ধে ইহাই বলা যায় না যে—The whole system is corrupt. In Govt. apparatus there is moral rot? (বাংলা)—"সমগ্র কাঠামোটাই দুর্নীতিপূর্ণ। সরকারী শাসনযন্ত্রের নৈতিক মানে আজ পচন সুরু হইয়াছে।"

Cause and effect অর্থাৎ কার্য্য কারণের সম্বন্ধ একটা শাশ্বত সত্য। ইংরাজ রাজত্বে পরাধীন ভারত বর্ষে যে কারণের ফলস্বরূপ যে কার্য্য হইয়াছিল—স্বাধীন ভারতবর্ষে পণ্ডিত নেহরু দ্বারা কংগ্রেস গবর্মেণ্ট পরিচালিত হইলেও কারণ যদি একই থাকে—তবে কার্য্যও অনুরূপ হইবে, হইতে বাধ্য। বাংলা দেশের ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে আজিকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, তখনকার পণ্ডিত নেহরু হিসাবে ১৯৪৫ সালে জুন মাসে যে কার্য্য কারণের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন আজও সেইটাই প্রযোজ্য কিনা—তাহা দেখা যাক্। বাংলার দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরু বলেন—"During the last three years bribery, corruption and dishonesty and chicanery swept the country. It could be easily guessed because of the immense powers which an ordinary official whether a Deputy Collector, Patwari or a constable enjoyed. Never had irresponsibility been exhibited to an unlimited extent as had been done during that period". অর্থাৎ—"গত তিন বৎসর ধরিয়া দেশে ঘুষখোরী, দুর্নীতি, অসাধুতা এবং ফন্দীবাজীর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। একজন ডেপুটী কালেক্টার হইতে আরম্ভ করিয়া পাটোয়ারী অথবা সাধারণ কনষ্টেবলের হাতে যে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে—তাহা হইতেই ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই সময়ে চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতার যেরূপ সীমাহীন নগ্ন প্রকাশ দেখা দেয় এইরূপ আর কখনও হয় নাই।"

ইহার পরে পণ্ডিত নেহরু বলিতেছেন—"Roads of Calcutta were littered with dead and dying but the few thousands who were lucky enough were unmindful of what was happening around them. Gaiety was galore, hotels were full, Cinemas overflowed while dinner parties were numerous. The enjoyment which was the happy lot of the few continued unabated. × × × × Prices of foodstuffs sky-rocketted but there was none to cry halt.

অর্থাৎ—"কলিকাতার রাস্তাগুলি মৃত ও মুমূর্ষুদের বিক্ষিপ্ত দেহগুলির দ্বারা আকীর্ণ ছিল—কিন্তু দু এক সহস্র সৌভাগ্যবান্ পুরুষ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প ছিলেন। স্ফূর্তির ফোয়ারা বহিতেছিল; হোটেলগুলি সব পরিপূর্ণ ছিল; সিনেমাগুলিতেও তিল ধারণের স্থান ছিল না—আর অসংখ্য ভোজ সভার অনুষ্ঠান লাগিয়াই ছিল। উৎসব আনন্দ ভোগ করিবার মত সৌভাগ্যের অধিকারী মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের ভোগবিলাসের আনন্দোৎসব অব্যাহত রহিল। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ গগনচুম্বী হইতে থাকিলেও প্রতিবাদ করার কেহই ছিল না।"

পণ্ডিত নেহরু ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতা তথা বাংলা দেশের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা কি আরও বীভৎসরূপে এখন দেখা যাইতেছে না? কলিকাতার রাস্তা এখনও মৃত ও মুমূর্ষুতে সমাকীর্ণ না হইলেও কলিকাতা ও বাংলা দেশ অনশনক্লিষ্ট, উপবাসী, অর্দ্ধনগ্ন লক্ষ লক্ষ মৃতপ্রায় লোকে সমাকীর্ণ হইয়া আছে। সেই ১৯৪৩ এর মতন আর সবই চলিতেছে বরং আরও বেশী চলিতেছে—বাংলা দেশেই নয় সমস্ত ভারতবর্ষে। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু বা তাহার গবর্মেণ্ট কি ইহার প্রতিকারে সচেষ্ট? মোটেই নয়—দেশ যখন দুর্দ্দশা ও দুরবস্থার চরম সীমায় আসিয়া ধুঁকিতেছে তখন এই কংগ্রেস গবর্মেণ্টের একা রাষ্ট্রপতির জন্যই বৎসরে ১৭ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে। একবার রাষ্ট্রপতি ভবন, প্রধানমন্ত্রী ভবন ও নয়াদিল্লীর রাস্তা ঘুরিয়া দেখিলেই টের পাইবে—আমরা কোথায় আছি। উপবাসী, অর্দ্ধনগ্ন লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে—বেসরকারী ছাড়িয়া দাও—সরকারী উদ্যোগে উপবাসীর প্রদত্ত অর্থে অসংখ্য ডিনার, বেঙ্কোয়েট কি নির্লজ্জ ভাবে চলিতেছে তাহা একবার দেখ! অশোকা হোটেল—ভারতের দারিদ্র্যের একটা উপহাসস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। ভারতের সর্ব্বত্র—কংগ্রেসী সরকারের

নির্লজ্জ বিলাসীতা, বীভৎস আড়ম্বর ও নির্মমতা ও উদাসীনতা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। কত আর বলিব? চারিদিকে চাহিয়া দেশবাসী দেখিতেছে—সেই একই কাহিনী আরও গ্লানিজনক ভাবে পুনরাবৃত্তি হইতেছে। তখন ইংরেজ আমলে ইংরাজ করিয়াছে—জহরলাল নিন্দা করিয়াছেন—এখন কংগ্রেস গবর্মেণ্ট সেই একই কাজ করিতেছে—জহরলাল প্রশংসা করিতেছেন! খাদ্যমূল্য আকাশ চুম্বী হইয়া উঠিয়াছে—তাহা থামাইবার জন্য তখনকার গবর্মেণ্টও কিছু করে নাই—এখনকার গবর্মেণ্টও কিছু করিতেছে না। কার্য্য কারণের কারণ একই ভাবে বরং আরও গ্লানিকরভাবে চলিতেছে!

এই বিরাট বিপর্য্যয় সম্বন্ধে তখনকার সরকারকেই দায়ী করিয়া পণ্ডিত নেহেরু বলিলেন—

—Bengal is one of the glaring examples what devastation moral corruption can cause with a weakknead Government at the top.

অর্থাৎ—শীর্ষদেশে অতি দুর্বল চরিত্রের সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকিলে নৈতিক অধঃপতনের ফলে দেশের যে কি সর্বনাশ হইতে পারে, বাংলা দেশ তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বর্তমান গবর্মেণ্টে যাহা চলিতেছে তাহার সম্বন্ধেও কি ইহাই সম্পূর্ণ ভাবেই প্রযোজ্য নয়? পণ্ডিত জহরলালের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টও কি ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত নয়? এবং ইহাই কি নিশ্চিত নয় যে বর্তমানের এই গবর্মেণ্টই তাহার কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দেশে ১৯৪৩ এর মতনই বিরাট বিপর্য্যয় আনিতে চলিয়াছে?

ইহা যে কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরুই বলিতেছেন—"The cause of famine has been the incompetency of the Bengal Government and the deliberate inefficiency and dishonesty of its officials" অর্থাৎ—

"বাংলা সরকারের অযোগ্যতা এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের বেপরোয়া অসাধুতা ও অকর্ম্মণ্যতাই এই দুর্ভিক্ষের কারণ।"

গবর্মেণ্টের ও সরকারী কর্ম্মচারীদের এই ইচ্ছাকৃত অযোগ্যতা ও অসাধুতা আজ কেন্দ্র হইতে প্রদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের শাসনের অঙ্গের ভূষণরূপে জলিতেছে। বরং আরও একটু উর্দ্ধে—কংগ্রেস ও কংগ্রেস পরিচালিত মন্ত্রীমণ্ডলীর ইচা ক্ষমতালাভ ও স্বার্থের প্রদীপ্ত শিখা রূপে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। পণ্ডিত নেহেরু ইহাকে দুর্ভিক্ষের কারণ স্বরূপে বড় জোর করিয়াই তখন বলিয়াছিলেন—এখন সেই কারণ তাহারাই সৃষ্টি, পালন ও বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছেন। শুধু আমেরিকা হইতে গম ধার করিয়াই ইহার পরিণতি যে রোধ করা যাইবে না তাহা তিনি সেই ১৯৪৫ সালে এই ভাবে ঘোষণা করিলেন—"Economic maladjustments and problems are at the root of this persistent bungling and unless such problems are tackled we cannot escape the fate that will ultimately befall us, as has been the unfortunate lot of Bengal lately. অর্থাৎ—

"ক্রমান্বয়ে এই প্রকার কার্য্য ভণ্ডুল হওয়ার মূলে রহিয়াছে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য ও বিবিধ সমস্যাবলী। সুতরাং এই সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের যদি কোনও ব্যবস্থা না করা হয়—তবে সম্প্রতি বাংলার ক্ষেত্রে যে দারুণ দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে আমরাও সেইরূপ ভাগ্যের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব না।"

ইহা এই ১৯৫৮ সালে যে-রকম আরও শোচনীয়তার রূপ লইয়া চলিয়াছে তাহাতে সত্যই ১৯৪৩ সালে বাংলার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা অদূর ভবিষ্যতে এবার শুধু বাংলা দেশেই নয়—ভারতের ব্যাপক ক্ষেত্রেই যে ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় এই কংগ্রেস গোষ্ঠী করিতে পারিবে না কারণ তাহারাই ইহার হোতা ও কর্তা—এক কথিতে পারে দেশের লোক।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে—আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষ করিয়া এখন বাংলা দেশের সহ্য শক্তি অসীম। মুখ বুঁজিয়া বর্ত্তমান দুর্গতি ও আসন্ন সর্বনাশ সহ্য করিবার এই যে শোচনীয় জড়তা ইহাকে পরিহার করিয়া যদি মরণ পণ করিয়া প্রতিকারের প্রচেষ্টা না করা যায় তবে সত্যই অনেক ১৯৪৩ এর বিপর্য্যয়ই আসিয়া আমাদের নিশ্চিতভাবে গ্রাস করিবে।

———•———

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় লোকসেবক সংঘের পক্ষে বক্তৃতা

ভারতে পঞ্চবার্ষিকীর বাস্তবরূপ

অবাধ অপচয়ের শ্রাবণ ধারা

যোগ্যচিন্তা, ব্যবস্থাশক্তি ও ব্যাপক জনসমর্থন থেকে বঞ্চিত

এই পঞ্চবার্ষিকী জনগণের প্রতি মিথ্যা স্তোক ও অগ্রগতির পথে অন্তরায়

পঞ্চবার্ষিকী বিষয়ে পুরুলিয়া জেলার প্রতি দুই প্রাদেশিক কংগ্রেসী সরকারের অন্যায় অবিচার

কল্যাণের নামে লুণ্ঠিত মথিত প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর পর দ্বিতীয়টির উদয়

জাতির উপযুক্ত পরিকল্পনার জন্য পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিভঙ্গী চাই

পশ্চিমবঙ্গের আইন সভায় লোক সেবক সংঘের পক্ষে আইন সভার সদস্যা শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

এক বর্ষাঋতুর অজস্র ধারার পর ঋতুচক্র পার হ'য়ে—আর এক বর্ষাঋতুর উদ্বোধন গান যখন আমরা করি—তখন আমাদের স্মরণ করতে হয় যে,—প্রকৃতির অজস্র শ্রাবণ ধারার—সবই কিছু ধুয়ে মুছে গেছে; নিদাঘের শুষ্ক রিক্ত প্রকৃতির বুকে আমরা বর্ষার উদ্বোধন গান করছি।

প্রকৃতির যে শ্রাবণ ধারা নেমে আসে তার বহু কিছু ধরে রাখবার মতো উপযুক্ত আধার আমাদের নেই। যা কিছু গাল, বিল, নদী, নালা প্রভৃতি ধরবার আধার আমাদের আছে—তাতে প্রকৃতির দান কিছু সঞ্চিত হলেও, অপচয়ের স্রোতে এবং বিরূপ নিদাঘের দাহনে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এক পঞ্চবার্ষিকীর অভিযানের পরে—আর এক পঞ্চবার্ষিকীর জয়গানের অবসরে—আমাদের এই রকমই মানসিক অনুভূতি ঘটছে।

দরিদ্র জনগণের মুখের গ্রাস থেকে সঞ্চিত রাজভাণ্ডারের—অকৃপণ শ্রাবণ ধারা নেমেছিল—প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর কল্যাণে; কিন্তু অবাধ দুরন্ত অপচয়ের স্রোতে এবং সমাজ-কল্যাণের প্রতি বিরূপ নির্দয় মানুষের স্বার্থের দাহনে তার বহু কিছুই নিঃশেষ হয়ে গেছে। কল্যাণের নামে—লুণ্ঠিত, মথিত, বিশৃঙ্খল প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর বহু আবর্জ্জনা-ক্ষেত্রে আজ আবার যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর শ্রাবণ ধারা নেমেছে—আমরা তারই জয়গান করতে মিলেছি।

একটা দলিত দুর্গত দেশকে গড়তে হলে পরিকল্পনা অবশ্যই চাই। দেশের চাহিদা, আসন্ন সংকট, উপযোগী ব্যবস্থা-ধারা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে, যেমন সুষ্ঠু উপযুক্ত পরিকল্পনা করতে হবে—তেমনি তাকে কার্য্যকরী করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, যোগ্যতা, সদিচ্ছা ও সৎ মানুষের শক্তি প্রভৃতির আয়োজন দিয়ে তাকে সফল করে তুলতে হবে; এবং এই ব্যবস্থা শক্তির সঙ্গে—ব্যাপক জনশক্তির সহায়তা পেতে হবে।

নতুবা পরিকল্পনা-কল্পনার বস্তুই থেকে যাবে এবং নিজেদের দেশের যোগ্যতার ওপর—এবং নিজেদের শক্তি ও চরিত্রের ওপর দেশের লোকের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে; নষ্ট হয়ে যাবে বলি কেন—বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠীর কাজের ফলে—দেশের আত্মবিশ্বাস-ক্রত নিঃশেষ হতে চলেছে।

দুঃখের কথা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—চিন্তার দিক দিয়ে যোগ্য পরিকল্পনাও যেমন হয় নি—ব্যবস্থা শক্তি ও ব্যাপক জনশক্তির সহায়তার দিক দিয়েও—পঞ্চবার্ষিকী ব্যর্থই হয়েছে। বহু অপচয়ের মধ্যে খানিকটা কাজ আগা-

লেই তাকে কাজ বলা যায় না। ভুলপথে কাজের গতি পরিচালিত করে—ভুলভাবে অপটু ধারায় কাজ নিয়ন্ত্রিত করে—বহু জাতীয় শক্তির অপচয় করা হচ্ছে। জাতীয় অগ্রগতির বহু অমূল্য সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। ভয়াবহ অবস্থায় নিষ্পেষিত মানুষের—দুঃখ মুক্তির দিন আরো পিছিয়ে যাচ্ছে—স্বাধীন হয়েও—কোটী কোটী মানুষকে—তিলে তিলে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করে যেতে হচ্ছে। এই শুধু যোগ্য পরিচালনার অভাবেই। এর কথাই দু'একটা বলি।

জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য আমাদের শক্তি এখনো সংহত হয় নি—জাতীয় বাধা ও বিঘ্ন এখনো অনেক। এর মধ্যে পরিকল্পনার কাজকে—বহুধা করে খুবই ভুল করা হচ্ছে। তাতে কাজ পণ্ড হচ্ছে—কারণ বহুমুখী কাজ চালাবার ক্ষমতা, যোগ্যতা বা আয়োজন আমাদের নেই।

তাছাড়া, জাতির আশু অপরিহার্য্য চাহিদা, আসন্ন সংকটগুলির বিষয় ও তার দৃষ্টিতে জাতীয় সামর্থ্য প্রভৃতির কথা আগে ভাবা উচিত ছিল। আমাদের উচিত ছিল অর্থনৈতিক বিষয়টিকে সামনে রেখে—জাতির সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা। যুদ্ধকালীন জরুরী কাজের শক্তি, মনোযোগ ও গতিতে—দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হওয়া। তা না ক'রে—আমরা মানব জীবনের যাবতীয় বিষয়ে—এক সঙ্গে পরিকল্পনার দৌড় আরম্ভ করেছি। ফলে শক্তি ও ব্যবস্থার অভাবে সব কিছুতে আমরা ঝট পাকিয়ে ফেলছি—কোনোটাই অগ্রসর হচ্ছে না।

আমরা যদি প্রথম থেকে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে—জাতির আর্থিক সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হতাম; তাহলে এই দশ এগারো বৎসরে—আমরা আজ বিপুল অর্থনৈতিক শক্তি ও সম্পদ লাভ করতে পারতাম। এবং তার প্রাচুর্য্যে জন-কল্যাণের অন্যান্য বিষয় দ্রুত অগ্রসর হতে পারতো।

কিন্তু আজও আমাদের ভারতবর্ষে—যে কৃষি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণ—সেই কৃষি ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে চাষী আকাশের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করে—আকাশের একটা জল না হলে পিঁপড়ের মত মরে। অর্থনৈতিক জীবনের এতবড় যে আমাদের সমস্যা—তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে সমাধান করার কথা কিছুই আমরা ভাবি নি। শুধু গতানুগতিক পরিকল্পনার ধারায়—নিয়ম রক্ষা করে ছেলে খেলা করছি।

এবারে আমাদের জেলা—পুরুলিয়ার দু চার কথা বলি। বিহারের আমলে মানভূম যে অবহেলা পেয়েছে—তা আজ একটা ইতিহাসের বস্তু। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর দক্ষযজ্ঞের পরে বিহার সরকার যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর জন্য টাকা দিয়ে যান—তার ওপরেই ভরসা রেখে কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্ট থাকা উচিত ছিল না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর জন্য নির্দ্ধারিত টাকার—জন প্রতি গড় হিসাব ধরলে—পুরুলিয়ার সাড়ে এগারো লক্ষ লোকের জন্য অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায়—৬ কোটী। কিন্তু আমরা গড় হিসাবে কাজ করি না। জাতীয় প্রয়োজন হিসাবে—যে বিষয়ে যেমন দরকার, যেখানে যেমন দরকার—তেমনি ভাবে আমরা নির্দ্ধারণ করি। এই সামগ্রস্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখলেও পুরুলিয়ার চাহিদা বা দাবী ৬ কোটীরও বেশী। অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে নিতান্ত অনগ্রসরতা, বিহার সরকারের দ্বারা অপরিমেয় ক্ষতি এবং পুরুলিয়ার ভূমির প্রকৃতিগত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখলে এ কথার সত্যতা সহজেই উপলব্ধ হবে।

যে চার কোটী টাকার ওপর ভরসা করে পুরুলিয়ার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর কাজ আরম্ভ হয়েছে—সেই টাকারও বিষয়-বিভাগ আদৌ সন্তোষজনক হয়নি। যে বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া উচিত ছিল—তা দেওয়া হয় নি। অর্থের দৃষ্টিতে ও বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার দৃষ্টিতে—আপাততঃ যে বিষয়গুলি অনাবশ্যক ছিল—তাতে অজস্র অর্থব্যয় করা হচ্ছে।

এগুলি বিশদ বিবেচনা সাপেক্ষ—সরকার জানতে আগ্রহান্বিত থাকলে আমরা তা জানাতে আনন্দিত হবো। অনুপযুক্ত পরিকল্পনায় যে টাকা সেখানে ব্যয়িত হচ্ছে—তা জানতে চাইলে তার বিশদ বিবরণও আমরা সরকারকে জানাতে তৎপর থাকবো।

কিন্তু সরকারকে কথা দিতে হবে—অন্যায়ের প্রতিবিধান হবে। তবে আমরা জানি—যে মনোভাব থেকে পরিকল্পনার উদ্ভব হয়েছে সেই মনোভাবে—অন্যায়ের প্রতিবিধানের কোনো সদিচ্ছা নেই।

বাংলা আইন সভায় খাদ্যপরিস্থিতি বিষয়ে সংঘের পক্ষে বক্তৃতা

খাদ্যপরিস্থিতি ও সরকারী অযোগ্যতা

বর্দ্ধিত রিলিফ কলঙ্কেরই পরিচয়

নিজেরা অন্নকষ্ট সৃষ্টি করিয়া সহায়তাদানের গৌরব দাবী

কংগ্রেসী শাসনে সৃষ্ট এই অন্নকষ্টে রিলিফ ব্যবস্থাও আদৌ উপযোগী নয়

সরকারী বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করার ফলস্বরূপ লোকের দুঃখ বাড়িয়াই চলিতেছে—কমে নাই

খাদ্য অনটনঃ খাদ্যে অগ্নিমূল্যঃ অভাবে চাষ বিপন্নঃ লোকের কাজ নাই

অন্যান্য জেলার তুলনায় পুরুলিয়ায় সরকারী সহায়তা সবচেয়ে কমঃ বৈষম্যমূলক নীতির ফল

পুরুলিয়া জেলার প্রতি সববিষয়ে নগ্নমূর্ত বিসদৃশ অবিচার

পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় লোক সেবক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে আইন সভার সদস্যা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ খাদ্য বিষয়ক আলোচনায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা দান করেন:—

আজ আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতির উদ্বেগের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার ভয়াবহ খাদ্য সংকটের কথা ভাবছি। আমরা সকলে সত্যই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা সরকারের খাদ্য দপ্তরও জনগণের এই উদ্বেগের কারণ স্বীকার করেছেন এবং উদ্বেগের কারণ নিরাকরণে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন—তারও দীর্ঘ বিবরণ সরকার দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আমরা সত্যই উদ্বিগ্ন।

অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক বিপদ আপদের কারণে—সাময়িক যে সংকট দেখা দিচ্ছে—তার জন্যও যেমন আমরা চিন্তিত; ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনকে সুষ্ঠুভাবে, স্থায়ীরূপে—গড়ে তোলার কাজ—শাসন-পরিচালনার অসামর্থ্যের ফলে—যে ভাবে ব্যাহত হচ্ছে—তার জন্যও আমরা আজ সমভাবে চিন্তিত রয়েছি।

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ ক'রে—তখন স্বাধীনতার সঙ্গে—আমরা গভীর দারিদ্র্য, ভয়াবহ আর্থিক বৈষম্য, মজ্জাগত দুর্ভিক্ষ এবং নিত্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ—অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ক্ষরা, অনাহারে মৃত্যু প্রভৃতি পেয়েছিলুম। পরাধীনতার অভিশাপের দান স্বরূপ—সেগুলি নিয়েই আমরা স্বরাজ-জীবনে যাত্রা করেছিলুম। সেদিন কথা ছিল—জাতির বলিষ্ঠ কর্মশক্তিতে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহযোগিতায়, শাসন পরিচালনার মহনীয় যোগ্যতায় উপযুক্ত অনিন্দ্য পরিকল্পনায় আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের অভিশাপগুলিকে পার হয়ে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক জীবনে যথাশীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হবো।

কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার জীবনে দীর্ঘ ১১ বৎসর পার হতে চলল-আজও আমরা দেখছি—নিত্য ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ, অনাহার, অজন্মার নিরাকরণে সরকার থেকে ক্রমবর্দ্ধমানরূপে কিরূপ প্রশংসনীয় রিলিফ ব্যবস্থা প্রসারিত হয়ে চলেছে। সাময়িক সমস্যা সমাধানে এই ব্যাপকতর রিলিফ ব্যবস্থা সরকারের প্রশংসার বিষয় হতে পারে সত্য—কিন্তু সমগ্র জাতির জীবনে—শাসন পরিচালনার যোগ্যতার দৃষ্টিতে এই ক্রমবর্দ্ধমান রিলিফ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা—জাতির ক্রমবর্দ্ধমান কলঙ্কের চিহ্ন।

মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর বিবৃতি থেকে দেখেছি—সরকার বহুবিধ ব্যবস্থা করেছেন—কর্ডন, লেভি, রেশন ও খাদ্য সরবরাহ। সরকারী হিসাবে দেখছি—সরকার ক্রমবর্দ্ধমানরূপে দিচ্ছেন ঋণ-কাজ-খয়রাতী সাহায্য। যাতে

লোকে কাজ পায়—ক্রয়শক্তি পেতে পারে—চাষ ওঠাতে পারে—মানুষ যাতে বাঁচবার সুযোগ পায়—অতিরিক্ত যাতে মূল্য বৃদ্ধি রোধ হয়।

উদ্দেশ্য সামনে রেখে সরকার ব্যবস্থা তো করছেন—কিন্তু সরকার কি দেখছেন—অবস্থাটা কি হচ্ছে? সরকার ব্যবস্থা করলেও—রূঢ় বাস্তব সত্য এই যে—(ক) প্রয়োজনের চাহিদার তুলনায় ব্যবস্থা নিতান্তই সামান্য হচ্ছে; (খ) মূল্য বৃদ্ধি রোধ করার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু দ্রব্য মূল্য ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে; (গ) চাষীকে সরকার সাহায্য দিতে চান—কিন্তু বৃষ্টি এসে গেছে তবু সাহায্যের অভাবে লক্ষ লক্ষ চাষীর চাষ আজও পড়ে রয়েছে; (ঘ) অবস্থা নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যবস্থা করতে চান কিন্তু অব্যবস্থার বিশৃঙ্খলায় দেশ পূর্ণ হয়ে উঠছে।

আমাদের জেলাতেও সরকারী ব্যবস্থার আয়োজন সমানেই চলেছে কিন্তু আমরা দেখছি—সরকারী কাজ পাবার জন্য এসে অনাহার ক্লিষ্ট সহস্র সহস্র লোক নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে—ঋণ বিতরণ কেন্দ্রে এসে ঋণের জন্য ব্যাকুল সহস্র সহস্র চাষী ফিরে যাচ্ছে; অন্ধ, পঙ্গু, অসহায় কোনোক্রমে সরকারী কেন্দ্রে পৌঁছে—নিরাশ হয়ে, অশ্রুজল নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। তাদের জন্য খয়রাতী সাহায্য নেই। আমাদের জেলাতেও দেখছি—খাদ্য দ্রব্যের মূল্য ক্রমাগতই লোকের ক্রয়শক্তির বাইরে বেড়ে চলেছে। দেশের বাস্তব অবস্থা আজ এই।

একদিকে যেমন এই সংকট উত্তীর্ণ হবার জন্য—সাময়িক ব্যবস্থা সমূহকে ব্যাপকতররূপে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রসারিত করতে হবে—এবং তার জন্য যোগ্যতার সঙ্গে—শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা ও মুনাফা সংগ্রহকারীদের দমন করতে হবে—অন্যদিকে তেমনি এই বৈষম্যমূলক অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার অবসানের জন্য কায়েমী স্বার্থমূলক শাসন ব্যবস্থারও অবসান করতে হবে—নতুবা দেশের মুক্তি নেই।

কিন্তু বর্তমানের এই শাসন জীবনে আমরা অধোগতি রোধের কোনো লক্ষণই দেখছি না। দেখছি—ক্রমবর্দ্ধমান অব্যবস্থা; চাহিদার তুলনায় বহু অনটন; লোকের দুঃখের প্রতি সহানুভূতির অভাব; এবং শাসন যন্ত্রের দৃষ্টি ভঙ্গীর মধ্যে মজ্জাগত বৈষম্য।

সমগ্র দেশের সকলের সঙ্গে এই সার্বজনীন দুর্গতি লাভের সঙ্গে আমাদের জেলায় আমরা আর কি বিশেষ সরকারী অনুগ্রহ লাভ করছি তারই দুই একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। কাজের বিবরণ ও কাজের ছবি দিয়ে সরকারী যে বিবরণটী দেওয়া হয়েছে তা অনুধাবন করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে—আর্থিক জীবনে সকলের চেয়ে দুর্গত এবং বিচার সরকারের ও বাংলা সরকারের কাছ থেকে অনাদৃত আমাদের জেলার প্রতি বর্তমানে যে সকল রিলিফ-ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে—তা অন্যান্য সমস্ত জেলার থেকে সব বিষয়ে কম। অথচ সেখানকার দুর্গতি ও সংকট কোনো জেলার চেয়ে কম নয়—অনেকের চেয়েই হয় তো অনেক বেশী।

(ক) সমগ্র প্রদেশের হিসাবে যেখানে আমাদের জেলায় অন্ততঃ আড়াই শো রেশনের দোকান হওয়া উচিত ছিল সেখানে মাত্র হয়েছে ৩৬টি।

(খ) অন্য সব জেলাকে চাল দেওয়া হয়েছে—আমাদের জেলায় জনগণকে এক ছটাকও চাল দেওয়া হয় নি।

(গ) আমাদের জেলার গ্রামবাসী গম খেতে আদৌ অভ্যস্ত নয়—বহুবার চাল চাওয়া হয়েছিল—কিন্তু সরকারী ভাণ্ডার চাল মজুত থাকা সত্ত্বেও চাল দেওয়া হয়নি।

(ঘ) কোনো জেলাকে ছোলা দেওয়া হয় নি—একমাত্র আমাদের জেলাতেই ছোলা পাঠানো হয়েছে। অথচ জনসাধারণ ভুট্টা খেতে অভ্যস্ত—কিন্তু বহু বলা সত্ত্বেও ভুট্টা দেওয়া হয় নি।

(ঙ) খয়রাতী সাহায্যে অন্যান্য জেলা গম পেয়েছে—আমাদের জেলাই কেবল পায় নি। কেবল কিছু অর্থে বরাদ্দ হয়েছিল—তাও অন্যান্য জেলার চেয়ে কম।

(চ) অন্যান্য জেলার তুলনায় আমাদের জেলায় প্রদত্ত ঋণ ও রিলিফ কাজ খুবই কম হয়েছে। ঋণ অধিকাংশই ২৫।৩০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ঋণ এত স্বল্প হওয়ার জন্য ঋণের উপযুক্ত সদ্গতি হয় নি—চাষে লাগে নি।

(ছ) অন্যান্য সব জেলায় নূতন রাস্তা তৈরীর কাজ হয়েছে—আমাদের জেলায় একটিও নূতন রাস্তা হয় নি।

(জ) রাস্তা মেরামতের কাজ হয়েছে—তাও অন্যান্য জেলার চেয়ে বহু কম রাস্তা।

(ঝ) পুষ্করিণী সংস্কারের কাজ হয়েছে মাত্র ৪৭টিতে।

(ঞ) অন্যান্য জেলার তুলনায় সেখানে কর্তৃপক্ষের হাতে মজুত খাদ্য সব চেয়ে কম। অথচ আমাদের জেলা সব চেয়ে দূরে।

(ট) আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা—আমাদের জেলায় অনাহারের মৃত্যুর যে ঘটনা সমূহ অকাট্য বলে আমাদের দাবীকে সরকার চাপা দিতে সাহস করেন নি—খাদ্যমন্ত্রী তদন্তে যাবো বলেও যেতে পারেন নি।

সেই ঘটনাগুলিকেই ঐ বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। সরকারের খাদ্য ব্যবস্থার ধারা আজ এই।

পশ্চিমবঙ্গ হস্তান্তরিত অঞ্চল (আইন সমূহের সামঞ্জস্যীকরণ) বিল, ১৯৫৮

১। হস্তান্তরিত অঞ্চল সমূহের আইন কানুনগুলি পশ্চিমবঙ্গের আইন কানুনের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে এই বিলটি আনীত হইল এবং ইহাকে "পশ্চিমবঙ্গ হস্তান্তরিত অঞ্চল (আইন সমূহের সামঞ্জস্যীকরণ) বিল, ১৯৫৮" বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

২। রাজ্য সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে তারিখে ইহা প্রকাশিত হইবে সেই "নির্দ্ধারিত দিবস" হইতে হস্তান্তরিত অঞ্চলে এই আইন চালু হইবে।

৩। (ক) ৩নং তপশীলে প্রদত্ত আইনগুলি বাদে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য "প্রাদেশিক আইন" গুলি নির্দ্ধারিত দিবস হইতে হস্তান্তরিত অঞ্চলেও বলবৎ হইবে।

(খ) ২নং তপশীলে বর্ণিত আইনগুলি বাদে বিহারের সকল "প্রাদেশিক আইন"গুলি নির্দ্ধারিত দিবস হইতে হস্তান্তরিত অঞ্চলে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু যে সকল মামলা বিচারাধীন, বা যাহাদের ক্ষেত্রে জেল, জরিমানা প্রভৃতি দণ্ডাদেশ হইয়া গিয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযুক্ত হইবে না।

(গ) ২নং তপশীলে বর্ণিত বিহার আইনগুলি নির্দ্ধারিত দিবসের পরেও হস্তান্তরিত অঞ্চলে বলবৎ থাকিবে।

তবে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিহারের আইনগুলি যেমন যেমন বাতিল করা হইবে—অনুরূপ সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট আইন হস্তান্তরিত অঞ্চলে প্রযুক্ত হইবে।

৪। এই আইনের প্রয়োগ বিষয়ে কোনও অসুবিধা দেখা দিলে, বিশেষ করিয়া ৩(গ) ধারার প্রয়োগ সম্পর্কে কোনও জটিলতা দেখা দিলে, রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন:

(১) হস্তান্তরিত অঞ্চলের কোন্ অংশে কোন্ কর্তৃপক্ষ, সরকারী কর্মচারী অথবা ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা কার্য্য ব্যবস্থা পরিচালনা করিবেন তাহা পরিষ্কাররূপে নির্ণয় করিয়া দেওয়া।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী নহে এরূপ যে কোনও আদেশ প্রয়োজন বোধে জারি করা।

পশ্চিমবঙ্গ হস্তান্তরিত অঞ্চল (আইনের সামঞ্জস্যীকরণ) বিল, ১৯৫৮

[The West Bengal Transferred Territorries (Assimilation of Laws) Bill. 1958.]

তপশীল—১

পশ্চিমবঙ্গ সিনেমা (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৪

এই আইনের ১৪ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটি যুক্ত হইবে—

১৫। অন্যান্য আইনে বা তৎসম্বন্ধে বিধি নিয়মে অথবা লাইসেন্সে যাহাই থাকুক না কেন, বিহার সিনেমা (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫৩ অনুসারে যে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে বা "রিনিউ" করা হইয়াছে তাহা এই আইন অনুসারে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের বিধি নিয়মাদি ঐ প্রকার লাইসেন্সের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

তপশীল—২

বিহারের নিম্নলিখিত আইনগুলি হস্তান্তরিত অঞ্চলে এখনও কায়েম থাকিবে :

১। বিহার পঞ্চায়েত রাজ আইন, ১৯৪৭
২। বিহার ভূমিস্বত্ব আইন, ১৮৮৫
৩। ছোটনাগপুর ভূমিস্বত্ব আইন, ১৯০৮
৪। বিহার ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫০
৫। বিহার ব্যক্তিগত জঙ্গল আইন, ১৯৪৭ (Bihar Private Forests Act. 1947)
৬। বিহার ও উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯২২
৭। বিহার ও উড়িষ্যা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৮৮৫
৮। বিহার ও উড়িষ্যা গ্রামশাসন আইন, ১৯২২
৯। ভূমি রেজিষ্ট্রেশন আইন, ১৮৭৬
১০—১৬। ছোটনাগপুর এন্‌কাম্বার্ড এষ্টেট আইন, ১৮৭৬; ছোটনাগপুর টেনিওর্স আইন, ১৮৬৯; ছোটনাগপুর টেনিওর হোল্ডার্স রেণ্ট একাউণ্ট আইন, ১৯২৯; বিহার হিন্দু ধর্ম্মীয় ট্রাষ্ট আইন, ১৯৫০ প্রভৃতি।

তপশীল—৩

পশ্চিমবঙ্গের নিম্নলিখিত আইনগুলি বর্ত্তমানে হস্তান্তরিত অঞ্চলে প্রযুক্ত হইবে না :

১। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েৎ আইন, ১৯৫৬
২। বঙ্গীয় ভূমিস্বত্ব আইন, ১৮৮৫
৩। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫
৪। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯৩২
৫। বঙ্গীয় স্বায়ত্বশাসন আইন, ১৮৮৫
৬। বঙ্গীয় গ্রাম স্বায়ত্বশাসন আইন, ১৯১৯
৭। বঙ্গীয় (গ্রাম্য) প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৩০
৮। পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী দখল আইন, ১৯৫৩ (West Bengal Estates Acquisition Act. 1953)
৯। পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তিগত বন আইন, ১৯৪৮ (West Bengal Private Forests Act. 1948)
১০। বঙ্গীয় গণ্ডার সংরক্ষণ আইন, ১৯৩২।

স্থানীয় সংবাদ

খেলার খবর

পশ্চিমবঙ্গের আন্তঃজিলা ফুটবল প্রতিযোগীতা আগামী ৯ই আগষ্ট হইতে বাঁকুড়াতে অনুষ্ঠিত হইবে। পুরুলিয়া জিলাও এইবার এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। আগামী ১৪ই আগষ্ট পুরুলিয়া জিলা টীম কুলটীর সহিত প্রতিযোগিতা করিবে। পশ্চিমবঙ্গের নূতনতম জিলা পুরুলিয়া এই আন্তঃজিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণ করিতেছে। নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণ জিলার সম্মান বর্দ্ধিত করিবেন বলিয়াই আশা করি। আন্তঃজিলা প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়া জিলার তরফে যে সমস্ত খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হইবেন তাহাদের নাম পরে প্রকাশ করা হইবে।

লীগের খেলা

৩০।৭।৫৮—টাউন ক্লাব— ৪ কেতিকা—০
৩১।৭।৫৮ বি, এফ, সি— ৪ মণিংষ্টার—০
১৮।৮।৫৮ সি,ওয়াই,এম,এ ১ সেণ্টবর্ণাবাস—১
২।৮।৫৮ পুলিশ— ২ বি, এফ, সি (বি) ২
৩।৮।৫৮ কেতিকা— ৩ জে, কে, কলেজ ০

সি, ওয়াই, এম, এ ও সেণ্টবর্ণাবাসের খেলায় সারাক্ষণ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব বজায় থাকে। সি, ওয়াই, এম, এর গোলরক্ষকের খেলা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বি, এফ, সি ও টাউন ক্লাবের নিকট জনসাধারণ আরও উন্নত ধরণের খেলা আশা করে। মর্ণিংষ্টার ও কেতিকা ক্লাবের খেলায় অনুশীলনের অভাব বিদ্যমান। সমস্ত দলেই নূতন খেলোয়াড়ের মুখ দেখা যাইতেছে। ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।

অজ্ঞাত নামা যুবকের মৃতদেহ

গত ২৬।৭।৫৮ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় মালগাড়ীতে করিয়া মধুকুণ্ডা হইতে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের বিকৃত মৃতদেহ পুরুলিয়া আনা হইয়াছিল। খবরে প্রকাশ, যুবকটির মৃতদেহ মধুকুণ্ডা রেলের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে পাওয়া যায়। যুবকটির দেহে ও মুখমণ্ডলে অস্ত্রের ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যুবকটির মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য বার্ণপুর হইতে জনৈক ভদ্রলোক তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত পুরুলিয়া আসেন। প্রকাশ, তাঁহার অপর এক পুত্র গত ২৩।৭।৫৮ তারিখ হইতে নিখোঁজ। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা থানার পরিস্থিতি

মানভূম জিলার অংশ যাহা বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে তাহার মধ্যে চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা থানার পরিস্থিতি সম্বন্ধে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত গত ২৯শে জুলাই তারিখে রাঁচীতে বিহারের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনা করেন। বিনোদাবাবু এই সমস্ত বিষয়ে বিহার মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত যথাসময়ে জানাইয়া দিবেন বলিয়া জানান।

পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি লিখিত ভাবে দেওয়া হয় এবং আলোচনা হয়—

শিক্ষা

১। বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হিন্দী শিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দিতে বাধ্য করা হইতেছে। বাংলা প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের হিন্দী শিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দিবার কোন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও যদি কোন শিক্ষক হিন্দী কেন্দ্রে যোগ দিতে অস্বীকার করে বা অসমর্থ হয় তবে তাহার বিল কয়েক মাসের জন্য বন্ধ করিয়া রাখা হয়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে কার্য্য চ্যুতির ভয়ও দেখানো হয়। বাংলা প্রাথমিক বা এম, ই স্কুলগুলিতে সমস্ত কাজ হিন্দীতে চালাইবার জন্য চাপ দেওয়া হইতেছে।

২। যে সমস্ত স্কুল হিন্দীর মাধ্যমে চালান হয় তাহার টাকা পয়সা নিয়মিতভাবেই দেওয়া হইয়া থাকে—বাংলা স্কুলগুলির সম্বন্ধেই নানাভাবে বিলম্ব করা হয়।

৩। বেতনের তারতম্য—

ক) বাংলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন হিন্দীস্কুলের শিক্ষকদের অপেক্ষা কম হারে দেওয়া হয়।

খ) চাণ্ডিল ও ইচাগড় থানা সেরাইকেলা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই মহকুমার অন্যান্য অংশে শিক্ষকদের বেতন যে হারে দেওয়া হয় এই থানাগুলির শিক্ষকদের বেতন সেই হারে দেওয়া হইতেছে না।

গ) পটমদা থানা ধলভূম মহকুমার অধীনে করা হইয়াছে। এখানে আবার শিক্ষকদের বেতনের সহিত চাণ্ডিল ও ইচাগড়ের বেতনের হারের তারতম্য রাখা হইয়াছে।

ঘ) অন্যান্য স্কুলগুলি—শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত অতিরিক্ত সাহায্য পায়—বাংলা স্কুলগুলিকে তাহা দেওয়া হয় না।

৪। কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য বাংলা স্কুলগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে চাণ্ডিলের এম, ই স্কুলটীর বাড়ী ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। এই স্কুলটী বোর্ডের স্কুল।

সেটেলমেণ্ট ও জমিদারী সংক্রান্ত ব্যবস্থা

১। সমস্ত পড়চা, খতিয়ান ও জমি সংক্রান্ত সমস্ত রেকর্ড হিন্দীতে করা হইতেছে। এই অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসী বাংলা ভাষী; আজ পর্য্যন্ত তাহাদের সমস্ত রেকর্ড প্রভৃতি কেবল মাত্র বাংলা ভাষাতেই আছে ও হইয়াছে। এই হিন্দীকরণ তাহাদের মধ্যে একটা বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে ইহা নিদারুণ বিভ্রান্তি অসুবিধা ও দুর্ভোগের সৃষ্টি করিবে। খাজনার রসিদ সমূহ ইতিমধ্যেই হিন্দীতে দেওয়া হইতেছে। ফলে জনসাধারণের অসুবিধার অন্ত নাই।

২। এই চাষের সময়ও সেটেলমেণ্টের মাপ চলিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চাণ্ডিল থানায় কেতুঙ্গাতে ক্যাম্প এখনও সক্রিয়। গ্রামবাসীদের অসুবিধা ও আপত্তি সত্ত্বেও যে জমিতে চাষ হইতেছে তাহারও মাপের কাজ চলিয়াছে। এই চাষের সময়ে ইহা জনসাধারণের মধ্যে আর একটা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে।

লোন

১। এই অঞ্চলগুলিতে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলিয়াছে। একান্ত জরুরী রিলিফের কাজ ছাড়াও—চাষের জন্য এবং বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই শতকরা নব্বই জন অধিবাসীর পক্ষে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী লোন একান্ত ভাবে দরকার।

২। ঋণ যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। কিন্তু ইহার জন্যও লোককে নিদারুণ ভাবে হয়রাণ করা হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—জুলাই মাসে লোককে ঢোল দিয়া জানান হয় যে চাণ্ডিল থানার কেতুঙ্গাতে সার্কেল অফিসার লোন বিতরণ করিবেন। প্রায় ৪।৫ হাজার উপবাসী লোক লোনের জন্য সমবেত হয়। সার্কেল অফিসার উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোন কিছুই করা হয় না। অধিকন্তু পরে আবার

এই সম্পর্কে ১৪ জনের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় নোটীশ জারী করা হয়। চাণ্ডিল থানায় তুলমীতে ও ইচাগড় থানায় একই রকম কাণ্ড হয় কেবল, এখানে কাহাকেও আদালতে টানিয়া হাজির করা হয় নাই।

৩। প্রতি পরিবার পিছু মাত্র একমণ ধান কর্জ দেওয়া হইতেছে। যাহারা গত বৎসর ৫।৬ মন ধান কর্জ শোধ করিয়াছে তাহারা আশা করিয়াছিল যে এবৎসরও সেই পরিমাণ ধান কর্জ পাইবে—এবং চাষের জন্য এই কর্জের উপরই নির্ভর করিয়াছিল কিন্তু শেষ সময়ে তাহারা বঞ্চিত হওয়াতে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। চাষের দিক দিয়াও ইহা নিদারুণ ক্ষতি করিতেছে।

৪। যাহাদের ২০৲ টাকা পর্য্যন্তও লোন দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের ধান কর্জ দেওয়া হইতেছে না।

রিলিফের কাজ

১। এই অঞ্চলে টেষ্ট রিলিফের কাজ খুবই কম করা হইয়াছে। চাণ্ডিল ও ইচাগড় থনায় প্রকৃতপক্ষে কোন রিলিফের কাজ করাই হয় নাই। চাণ্ডিলে দুইটী রাস্তার কাজ লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও অসমাপ্ত অবস্থায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২। ভাদ্র মাস হইতে ব্যাপক ভাবে রিলিফের কাজ চালান অত্যন্ত জরুরী। যদি ফসল ভাল হয় তবে হয় ইহা ধান কাটার সময় পর্য্যন্ত চালাইতে হইবে না হইলে তাহার পরেও চালাইতে হইবে। লাহা হয় নাই, লাহার বীজ নাই; জোনার হয় নাই; বিরি, অরহর, কোদো প্রভৃতির চাষ আংশিক হইয়াছে। এই পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

উন্নয়নের কাজ

১। এই অঞ্চলে উন্নয়নের কোন কাজই হয় নাই। কিছু কুয়া মঞ্জুর হইয়াছিল এবং তৈরী হইতেছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এজেন্টদের জানান হয় যে টাকা নাই এবং সেগুলি অসমাপ্ত ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে। ফলে বর্ষার সময়ে এগুলি নষ্ট হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং বর্ষার পরে এগুলিকে হয় তো নূতন করিয়া আবার খুঁড়িতে হইতে পারে।

এই সব ঘটনায়, এবং যে অবস্থা সেখানে চলিয়াছে তাহাতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে এই অঞ্চলটীকে সম্পূর্ণ অবহেলিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা হইয়াছে।

জমি বিক্রয়

৺ভবতারণ সরকার রোডে অবস্থিত ভদ্র-পল্লীতে বাড়ী বা গুদাম করার উপযোগী জমি বিভক্ত প্লটে বা সমগ্র জমিটি বিক্রয় করা হইবে।

শ্রীকান্তি বিলাস মুখোপাধ্যায়
পুরুলিয়া ড্রাগ হাউস।

হারাইয়াছে

গত ২৯শে জুলাই '৫৮ হাবড়া-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন হইতে পুরুলিয়া স্টেশনে নামিবার সময় আমি আমার চামড়ার ব্যাগটি কম্পার্টমেণ্টে খোঁজাখুজি করিয়াও পাই নাই। যদি কোন ভদ্রমহোদয় উক্ত ব্যাগটি ভুলক্রমে লইয়া থাকেন তাহা হইলে নিম্নঠিকানায় সংবাদ দিলে বা ফেরৎ দিলে ত্রিশ টাকা পুরস্কার দিব। উক্ত চামড়ার ব্যাগে আমার প্রয়োজনীয় জরুরী কাগজ পত্র এবং দুইটি খাতা রহিয়াছে।

শ্রীগঙ্গাধর রাঠি
২৯-৭-৫৮ মেনরোড, পোঃ পুরুলিয়া
(পুরুলিয়া)

ঋষি নিবারণ হোমিও ক্লিনিক

পুরুলিয়া পোষ্ট অফিসের মোড়ে (সর্ব্বজন বরেণ্য ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে) উপরোক্ত নামে নূতন হোমিও প্যাথিক ডিস্পেন্সারী খোলা হইয়াছে।

এখানে অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা রোগী চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে এবং বিশুদ্ধ হোমিও প্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, বাক্স, ব্যাগ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থে মজুত থাকে। সকলের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে শ্রাবণ ১৩৬৫—১১ই আগষ্ট ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

খাদ্য সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়
খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

র‍্যা লি র

গাছ  মার্কা

মিশ্র ধানের সার

ব্যবহার করিয়া কম খরচে বেশী ফসল উৎপাদন করুন

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅজিত কুমার হালদার—পুঞ্চা
শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত—মানবাজার
শ্রীমদনমোহন কুণ্ডু— হুড়া
শ্রীহরিপদ কুণ্ডু—বলরামপুর
শ্রীশশাঙ্ক ব্যানার্জ্জী — লধুডকা
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার—ঝালদা

পুরুলিয়া জেলার একমাত্র পরিবেশক ঃ
আর, কে, কুণ্ডু এণ্ড সন্স
পুরুলিয়া।

দীক্ষাহীনের স্তুতি

দোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তি

হে ঋষি, তোমার মোহন মূরতি
আমি ত দেখি নি চোখে
চরণ ধূলির একটু কণিকা
মাখি নি ত কভু বুকে।
সৌম্য-মুখের সুধামাখা বাণী
আমি ত শুনি নি কানে
তিরোধান দিনে তাইত হৃদয়ে
ব্যথা বাজে ক্ষণে ক্ষণে।
ধন্য হয়েছে, পেয়েছে যাহারা
তোমার চরণ-স্পর্শ,
(তাই) ধন্য হইতে তাহাদের সাথে
মিলি গো বর্ষ বর্ষ।
অসহ পীড়ন সহ্য করিতে
শিখায়েছ অনুচরে
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াও
ভোগ-সুখ পরিহারে।
হিংসারে দলি' প্রেমের ধারায়
আপন করেছ সবে
(তাই) সকল চিত্তে রাজার আসনে
বিরাজিছ গৌরবে।
অভাজন আমি পাই নি দীক্ষা
পাই নি চরণ-স্পর্শ
(তাই) তিরোধান দিনে স্মরিতে তোমায়
মিলি গো বর্ষ বর্ষ।

সান্ত্বনা

শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝর ঝর ঝর ঝরিতেছে হেরি
বঙ্গে শ্রাবণ ধারা
তারি সাথে আজি বঙ্গবাসীর
ঝরিছে অশ্রুধারা!
আজিকার দিন স্মরণীয় দিন
নাহি কাঁদ ভাই বোন
আমাদেরি মাঝে জনম নিয়েছে
ঋষিবর নিবারণ।
মনে ছিল যাঁর অসীম দৃঢ়তা
অন্তর নির্ভয়
কর্ম্মের মাঝে নিজেরে সঁপিয়া
জানে করেছেন জয়।
তাঁরি মন্ত্রের দীক্ষা প্রাপ্ত
লোক সেবকের দল—
যাহারা আজিকে কর্ম্ম করিছে
বিপদে হ'য়ে অটল।
জাতির হেরিয়া দুর্গতি শত
জাগিলেন সভা মাঝ
বিতরিতে তিনি দেশের শান্তি
নিবারিয়া ভয় লাজ।
(হায় তিনি কোথা আজ)!
করপুটে তাঁর প্রার্থনা ছিল—
"মুক্তি মুক্তি মুক্তি"
কে জানিত সেই মানবের মাঝে
বিরাজিত শত যুক্তি?
সেবার জগতে মগ্ন ছিলেন—
তিনি যোগী নিষ্কামী।
কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্ম যাঁহার
তিনি যে অগ্রগামী।

❁ ❁ ❁

হে বিরাট তোমা কি দিব প্রণামী
আজিকার এই ক্ষণে।
দীনতম কবি অর্ঘ্য দিতেছে
যুগল তব চরণে।

(গত ১লা শ্রাবণ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি বার্ষিকী অনুষ্ঠানে কবিতা দুইটি পঠিত)

মুক্তি

২৬শে শ্রাবণ, সোমবার

একই রাষ্ট্রের দুই নাগরিক—রাজ্যপাল ও গ্রামবাসী

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সম্প্রতি পুরুলিয়া পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। রাজ্যপালের সফর—সে এক বিরাট ঘটনা! সুতরাং সমগ্র শাসনযন্ত্র, বিশেষ করিয়া পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সর্ব্বক্ষণ তটস্থ হইয়া রহিল। রাজ্যপালের নিরাপত্তা ও তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা-সমস্তই ঘড়ির কাঁটার মত নিয়ম মাফিক আয়োজিত হইল। অতি সামান্য কোনও ব্যবস্থারও সামান্যতম ত্রুটি ঘটিলে সর্ব্বনাশ!

পুরুলিয়া সহরের দুই মাইল দূরে কটলুই গ্রামে এক বিধবা কৃষক রমণী শ্রীমতী দামিনী মাহাতান নিহত হইলেন। রাত্রি বেলা দুর্ব্বৃত্তরা রমণীটিকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিল এবং তাঁহার নাবালক পুত্র প্রাণভয়ে দিশাহারা হইয়া পড়িল। ঘটনার সংবাদ পাইয়া পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য লইয়া আসিল—কিন্তু যতদূর প্রকাশ, এখনও পর্য্যন্ত আর কোনদিক অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। কারণ, রাজ্যপাল আসিতেছেন, তাঁহার জন্য পুলিশের বড়কর্ত্তা হইতে নিম্নতম কনষ্টেবল পর্য্যন্ত সমস্ত বিভাগকেই সর্ব্বদা হাই হাল থাকিতে হইবে। এই অবস্থায় কটলুই গ্রামের হত্যাকাণ্ডের পুলিশী তদন্ত করিবার অবসর কোথায়?

শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু এবং শ্রীমতী দামিনী মাহাতান দুইজনেই সার্ব্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক ভারতীয় রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক। রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুসারে ইঁহারা দুইজনেই স্বাধীন নাগরিক হিসাবে সম-অধিকার এবং সম-মর্য্যাদা সম্পন্ন। তাঁহাদের এই অধিকার ও মর্য্যাদা সম্পর্কে কোনও বৈষম্যমূলক আচরণ শাসনযন্ত্রের পক্ষে অন্যায় এবং শাসনতন্ত্র বিরোধী কার্য্য। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন রাজ্যপাল—অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার উচ্চতম পদাধিকারী তথা রাষ্ট্রের প্রতীক স্বরূপ রাষ্ট্রপতির ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি। সুতরাং সমগ্র শাসনযন্ত্র ইঁহার মুষ্টির ভিতর থাকায় নিজের অধিকার ও মর্য্যাদা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লওয়া রাজ্যপালের পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু, শ্রীমতী দামিনী মাহাতান একজন নিরক্ষরা ও অসহায়া কৃষক রমণী। শাসনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষণা বর্দ্ধনকারী মৌলিক অধিকার তথা নাগরিকের অধিকারসম্পন্ন সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি কেবল ইঁহাদের প্রতি নীরব ব্যঙ্গ করিতেছে। নিজ অধিকার সাব্যস্ত করিতে হইলে নিজ ঘরবাড়ী, বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত লড়িতে হইবে। ইহা কয়জন দামিনী মাহাতানের পক্ষে সম্ভব?

রাজ্যপালের আগমন উপলক্ষ্যে সারা সহরে পুলিশের মহড়া সুরু হইয়া গেল। তিনি যে যে প্রতিষ্ঠানে যাইবেন তাহার খুঁটি নাটিকুটী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার অবস্থান এবং চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চলিতে লাগিল—রাজ্যপালের নিরাপত্তা বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কা আছে কিনা। তাহার পর, রাজ্যপাল যখন সহরের এক মহল্লা হইতে অন্য মহল্লায় কোনও কিছু পরিদর্শনে যাইবেন—তখন অগ্রে ও পশ্চাতে সাড়ম্বর পুলিশী ব্যবস্থাও নিরাপত্তার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় না—সমগ্র রাস্তার দুই পার্শ্বে পুলিশ মোতায়েন করিয়া রাখিতে হয়।

এদিকে ৺দামিনী মাহাতানের অসহায় নাবালক পুত্র প্রাণের আশঙ্কায় খুনী আসামীর মত গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া বেড়াইতেছে—আর যে বা যে সকল দুর্ব্বৃত্ত তাহার মাতাকে হত্যা করিল তাহারা হয়ত নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদ জীবন যাপন করিতেছে। নাবালক পুত্রের অবর্ত্তমানে ঘরগৃহস্থালীর তদারক করিবার জন্য গ্রামস্থ চৌকিদারের সাহায্য বা সহায়তা চাহিয়াও মিলিল না। একটি জীবন চলিয়া গেল—আর একটি জীবন হয়ত যাইতে বসিয়াছে—কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবসর এত উদার কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের এই বৃহদায়তন শাসনযন্ত্রের কোথায়? এতদিন তাঁহারা রাজ্যপালের নিরাপত্তা রক্ষায় গলদঘর্ম্ম হইতেছিলেন—সুতরাং অবসর হইতেই পারে না। এখন রাজ্যপাল চলিয়া গিয়াছেন—সুতরাং ভোজবাড়ীর হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর এখন দিন-

কতক হাড় জুড়াইতে যাইবে না? কোথায় কোটলুই গ্রামের কোন্ এক নিহতা বিধবার অসহায় নাবালক পুত্র প্রাণভয়ে পলাইয়া বেড়াইতেছে তাহার জন্য আবার মাথা ঘামাইবার কি আছে?

রাজ্যপাল দুইদিন পুরুলিয়া সহরে অবস্থান করিলেন। সুতরাং এই মহামান্য রাষ্ট্রীয় অতিথির সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সার্কিট হাউসের কেবলমাত্র সাজ সরঞ্জামের জন্যই হাজার হাজার টাকা ব্যয় হইয়া হইয়া গেল। ইহা ছাড়াও তাঁহার সফর উপলক্ষ্যে আরও বহু বহু সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। যে দেশের লোক আজিকেও অনাহারে মারা যায়—সরকারী পঞ্চবার্ষিকী বা দ্বিবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতায় আজিকেও দেশব্যাপী টেষ্ট রিলিফ বা খয়রাতী সাহায্যের প্রয়োজন হয়—সেই দেশের রাজ্যপালের জন্য এরূপ রাজকীয় ঘটা কেবল বিসদৃশই নয়—একান্ত অন্যায় ও হৃদয়হীন।

রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল হইতে জেলার পুলিশের বড় কর্ত্তা বা গ্রামের নিম্নতম চৌকিদারের পর্য্যন্ত বেতনের কড়ি জোগাইতেছে দেশের এই প্রকার লক্ষ লক্ষ দামিনী মাহাতান বা তাহার নাবালক পুত্রেরা। ইহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এবং শরীরের রক্ত জল করিয়া সামান্য যাহা কিছু উৎপাদন বা উপার্জ্জন করে তাহার উপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের ন্যায় ক্রমবর্দ্ধমান হারে ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া সরকারী তহবিল স্ফীত করা হয় এবং সরকারী ঠাটবাট বজায় রাখিতে অন্ধ এবং বেহিসাবীভাবে তাহা ব্যয় করা হয়। কিন্তু সরকারী ঠাটের কড়ি যাহারা জোগাইতেছে—তাহারা একান্ত ভাবেই সরকারী কর্মচারীদের নিতান্ত কৃপার পাত্র ও অনুগ্রহের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই কটলুই গ্রামের দামিনী মাহাতানের হত্যাকাণ্ডের কোনও অনুসন্ধানের অবকাশ সরকারী কর্তৃপক্ষের হয় না—তাহার অসহায় নাবালক পুত্র আততায়ীর কবল হইতে বাঁচিবার জন্য প্রাণভয়ে পলাতক আসামীর মত পলাইয়া বেড়ায়—কিন্তু দেশময় এত সৈন্য সামন্ত, সিপাহী শান্ত্রী, পুলিশ হাকিম প্রভৃতি রহিয়াছেন কেহই তাহাকে আশ্রয় বা নিরাপত্তার আশ্বাস দেন না বা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। অন্যদিকে, রাজ্যপালের কাল্পনিক বিপদের অমূলক আশঙ্কায় বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পঞ্চপালের মত পুলিশ ও গোয়েন্দায় দেশ ছাইয়া ফেলেন এবং গৌরী সেনের টাকার শ্রাদ্ধ করেন।

লেবাননের দুঃখে কাতর, হাঙ্গারীর শোকে পাগল এবং সমাজতন্ত্রের স্বপ্নে বিভোর শ্রীনেহেরু যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে গড়া সার্ব্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মন্ত্রগুরু—সেই রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্রের এই হইল প্রকৃত চিত্র।

—*—

রাজ্যপালের পুরুলিয়া পরিদর্শন

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার সফর শেষ করিয়া গত ৫ই আগষ্ট রাত্রি বেলা পুরুলিয়া পৌঁছান। পথে তিনি বঙ্গবাড়ীতে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করেন।

মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের অবিচারের প্রতিবাদে গত ৫ই আগষ্ট বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন পাঠাইবার উদ্দেশ্যে সার্কিট হাউস পর্য্যন্ত গমন করেন।

৬ই আগষ্ট তারিখে সকালে তিনি সুভাষ উদ্যান (মিউনিসিপ্যাল পার্ক) ও নিবারণ সাহুরের (সাহেব বাঁধের) সংস্কার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত কুষ্ঠনিবাস পরিদর্শন করেন সরকারীউচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে রাজ্যপাল কর্তৃক বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

ঐ দিন দ্বিপ্রহরে জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটী, নবকুষ্ঠ নিবাস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত সার্কিট হাউসে সাক্ষাৎ দান করেন। বৈকালে রাজ্যপাল শান্তময়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং বিদ্যালয়টী মাল্টি পারপাস স্কুলে পরিণত হওয়ায় ইহার নব-নির্ম্মিত "বিজ্ঞান-ভবনের" দ্বিতল গৃহটি উদ্বোধন করেন। "বিজ্ঞান ভবনের" উদ্বোধন প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন যে পুরুলিয়ার সহিত তিনি এক বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত কারণ পুরুলিয়া যে তারিখে বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হয় তিনিও সেই তারিখে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল হন।

৭ই আগষ্ট তারিখে তিনি ঝালিদায় গালার কারখানা এবং পুরুলিয়ায় নব-কুষ্ঠ নিবাস ও নিস্তারিনী কলেজ পরিদর্শন করেন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি বাহিরের লোক ডাকিয়া ভীড় জমানোতে রাজ্যপাল বিশেষ বিরক্তি প্রকাশ করেন। সন্ধ্যার ট্রেনে রাজ্যপাল কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

———

অনাহারে মৃত্যু অব্যাহত চলিয়াছে

ভয়াবহ খাদ্যপরিস্থিতির ফল

এহেন বিষয়ের প্রতি সরকারের উদাসীন থাকার পরিণাম

এই মর্ম্মান্তিক বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে বিপদ কাটিয়া যাইত কিন্তু তাহা না করিয়া নির্ম্মমতায় ইহাকে চাপা দিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করায় বিপদ আজ ভয়াবহ জনতার চাপে রুদ্ধ এই অনুপযুক্ত রিলিফ ব্যবস্থায় বিরাট সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় জনশক্তি বঞ্চিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমস্যার সমাধান অসম্ভব

দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করো ঃ আর্ত্তমানুষকে বাঁচাও

জেলার চতুর্দ্দিকে ভয়াবহ খাদ্যকষ্টের কারণে নীরবে কতদিকে কত লোকের জীবনে যে মর্ম্মান্তিক দুঃসহ যন্ত্রণা চলিতেছে—তাহার হিসাব নাই। চরমতম দুঃখ সহ্য করিয়া মরিতে অভ্যস্ত মানুষ নিজ দুঃখ ও বিপদের কথা জানাইতেও চায় না। এই হৃদয়হীন কংগ্রেস সরকারকে দেখিয়া তাহারা বুঝিয়াছে—জানানও বৃথা। সম্প্রতি গ্রামাঞ্চল হইতে অনাহারে মৃত্যুর কতকগুলি সংবাদ গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে আমাদের কাছে আসিয়াছে। এগুলির সংবাদ এখানে দিতেছি। সরকার হইতে অবিলম্বে এগুলির তদন্ত করিয়া (তদন্তের নামে মিথ্যা কারণ দেখাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় চাপা দিবার চেষ্টা না করিয়া) অবস্থার যথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া যথা সত্বর বিপন্ন পরিবারগুলিকে সহায়তা দিবার ব্যবস্থা করা হউক—এই অনুরোধ।

পুরুলিয়া থানার বালিগাড়া গ্রামের শ্রীবুধু মাহালীর দুই স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যু

পুরুলিয়া থানার বালিগাড়া গ্রামের শ্রীবুধু মাহালীর প্রথমা স্ত্রী অনাহারে মারা যায়—গত বৈশাখে। তাহার পর গত আষাঢ় মাসে একটি কম বয়স্কা কন্যা অনাহারেই মারা যায়। তাহার পর গত ১লা শ্রাবণে তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী মারা যায়—সেও অনাহারেই।

এ বৎসরের কঠিন দুঃসময়ে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য বহু সংগ্রাম করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। নিজে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। একটি ৬ বছরের পুত্র কেবল বাঁচিয়া আছে। বুধুর বয়স ৬০। এখন কিছু কিছু কাজ পাইলেও খাটিয়া খাইবার ক্ষমতা প্রায় গিয়াছে। কোনক্রমে দানে বা আধা মজুরীতে দিন চলিতেছে।

বাগমুণ্ডি থানার আটনা গ্রামের শ্রীগোবিন্দ ঘাসীর মৃত্যু

জেলার ভয়াবহ অন্নকষ্টের ভিতরে যে সকল গ্রাম কঠিনতর অন্নকষ্টের মধ্যে পড়িয়াছিল—বাগমুণ্ডি থানার আটনা গ্রাম তাহার অন্যতম। ইহার বিষয় পূর্ব্বেও জানান হইয়াছিল। এই আটনায় বিগত ১৭ই জুন তারিখে শ্রীগোবিন্দ ঘাসী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বয়স ৬০ বৎসর ছিল।

বাগমুণ্ডি থানার কালীমাটি গ্রামের স্বর্গীয় রেঘু মুড়ার স্ত্রীর মৃত্যু

কালীমাটি গ্রামের টোলা পুতিডিতে বিগত ১১ই জুলাই স্বর্গীয় রেঘু মুড়ার স্ত্রী অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। বয়স ছিল ৫০ আন্দাজ। জাতিতে ভূমিজ।

মানবাজার থানার বালিগুমা গ্রামে অনাহারে একজনের মৃত্যু

খবর পাওয়া গিয়াছে মানবাজার থানার বালিগুমা গ্রামে একজনের অনাহারে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বান্দোয়ান গ্রামের শ্রীমতী রজনী ময়রানীর মৃত্যু

বান্দোয়ান গ্রামের শ্রীমতী রজনী ময়রানী কিছুদিন যাবত ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বাড়ীতে কেহ ছিল না। বয়স ৬০।৬৫ হইয়াছিল। ভিক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া শোচনীয় অবস্থায় ঘরে পড়িয়া থাকে। গ্রামের লোক চাঁদা করিয়া আহার দিয়াছিলেন—কিন্তু বাঁচাইতে পারা যায় নাই।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

বীমা কর্ম্মীদের প্রতিবাদ দিবস

পুরুলিয়ায় বীমা কর্ম্মচারীদের অনশন সত্যাগ্রহ

বহির্বীমা কর্ম্মীদের জাতীয় ফেডারেশনের আবেদন অনুযায়ী ইহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সমিতির প্রতি ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী জি, এস, ব্যাসকে জীবন বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক পদচ্যুতির নোটীশ দানের প্রতিবাদ স্বরূপ আগামী ১লা আগষ্ট প্রতিবাদ দিবসরূপে পালনের জন্য এবং অনশন সত্যাগ্রহের সমর্থনে ভোর ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা প্রর্য্যন্ত প্রয়োপবেশন করিতে বলা হইয়াছিল।

পুরুলিয়া শাখার সমস্ত বহির্বীমা কর্ম্মীগণ ১লা আগষ্ট ব্রাঞ্চ অফিসের সম্মুখে উপবাস করেন। ঐদিন ব্রাঞ্চ অফিসের সামনে একটি সভা হয়। সভায় লোক সভার সদস্য শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় কর্ম্মীদের দাবী সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন।

পুরুলিয়ার যে সকল বীমা কর্ম্মচারী এই অনশন সত্যাগ্রহে যোগ দেন তাঁহাদের নাম—

১। শ্রীগৌরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২। শ্রীশঙ্কর কৃষণ সুর
৩। শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন বকসী
৪। শ্রীকৃষ্ণ মোহন মজুমদার
৫। শ্রীরবীন্দ্রনাথ কর
} পুরুলিয়ায়
৬। শ্রীশঙ্কর রাম শিলাই। } (আদ্রাতে অনশন করেন)

টেষ্ট রিলিফের হিসাব

অর্জ্জুনজোড়া হইতে কড়চা পর্য্যন্ত রিলিফের কাজের হিসাব

এই রাস্তাটিতে টেষ্ট রিলিফের সরকারী কাজে গমের ডিলার শ্রীপ্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তি (কড়চা গ্রামের) নিম্নলিখিত হিসাবটি প্রকাশ করিতে দিয়াছেন। হিসাবটি প্রকাশিত হইল। রাস্তাটির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৪॥০ মাইল হইবে। রাস্তাটি সম্পূর্ণ হইতে প্রায় ১ মাইল বাকী আছে। বর্ষার জন্য কাজ স্থগিত আছে।

১০।৭।৫৮ হইতে ৩১।৭।৫৮ তারিখের মধ্যে ৭৯৫১৭, ৭৯৫৯০ প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রের দ্বারা ৬ দফায় মোট ৯২০ মণ গম পাওয়া গিয়াছে। কবে কি পরিমাণ কাজ হইয়াছে এবং কত পরিমাণ গম মজুরদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

তারিখ	চৌকা	লোক সংখ্যা	কুলিদের গম দেওয়া
১০।৭।৫৮	৩৪৭	৩৪৭	২১।৭।০
১১।৭।৫৮	১৬৩।০	১৬৪	১০/৩৫০
১২।৭।৫৮	"	"	বন্ধ
১৩।৭।৫৮	"	"	বন্ধ
১৪।৭।৫৮	১৪৩৬	১৪৩৬	৮৯/৫০
১৫।৭।৫৮	১৯২৬।০	১৯২৭	১২০/৬।০
১৬।৭।৫৮	ড্রেসিং কুলি	৫০	৩/৫
১৭।৭।৫৮	২১০৬	২১০৬	১৩১/১৫
১৯।৭।৫৮	৪১২।০	৪১৩	২৫/৬১।০
২০।৭।৫৮	"	"	বন্ধ
২১।৭।৫৮	২৮৮০	২৮৮০	১৮০/
২৬।৭।৫৮	২৫২	২৫২	১৫/৬০
২৭।৭।৫৮	২৮১	২৮১	১৭/॥২।০
২৮।৭।৫৮	২০৮১	২০৮১	১৩০/২।০
৩১।৭।৫৮	২৬০৩।০	২৬০৪	১৬২/১৮৬০
	১৪৪০৯	১৪৫৪১	৯০৮/॥৭।০ মণ
	৪৫০০	৪৫০০	
	১৮৯৮৯	১৯০৪১	

১৮।৭।৫৮ কুলিদের চৌকার দাম প্রত্যেককে ১৲ টাকা হিসাবে ৪৫০০ কুলির মজুরী ৪৫০০৲ টাকা

১০।৭।৫৮ তারিখ হইতে কুলিদের সের প্রতি ৵০ আনা হিসাবে দেওয়া ৫০০৲ টাকা। মোট—৫০০০৲ টাকা।

মজুরদের প্রাপ্য নগদ পয়সা দিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এখনও কিছু বাকী আছে।

মোট—চৌকা ১৮৯৮৯, মোট—লোক সংখ্যা ১৯০৪১, মোট—গম ৯০৮।৭॥০, মোট টাকা—৫০০০৲।

১০।৭।৫৮ হইতে ৩১।৭।৫৮ পর্য্যন্ত ৩৯৮ বস্তা মাল পাইয়াছি।

পুরুলিয়া জেলার রিলিফের বিবরণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত "শুধু মুখের কথাই নয়" (No mere words) এক পুস্তিকায় পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কি পরিমাণ এবং কি ধরণের রিলিফ কার্য্য চলিয়াছে তাহার তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুরুলিয়া জেলায় অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলি ইহাতে উল্লেখ করা হয় নাই। ঐ পুস্তিকা হইতে পুরুলিয়া জেলার বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল :—

ক) গত ১লা এপ্রিল '৫৮ হইতে ৯ই জুন' ৫৮ পর্য্যন্ত পুরুলিয়া জেলায় রিলিফের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ অর্থের হিসাব নিম্নরূপ :—

কৃষি ঋণ—৬ লক্ষ টাকা
খয়রাতী সাহায্য—২৫ হাজার টাকা

টেষ্ট রিলিফ কার্য্য

নগদ—৩ লক্ষ টাকা
গম—৪৯,৬২১ মণ ; অর্থাৎ মূল্য (১৬'০ মণ দরে)—৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকা।

খ) মডিফায়েড রেশনিং, টেষ্ট রিলিফ প্রভৃতি বাবদ ৩১শে মে ১৯৫৮ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ চাউল গম, আটা প্রভৃতি কত লোকসংখ্যাকে সরবরাহ করা হইয়াছে তাহার হিসাব :—

রেশনের দোকান—৩৬
লোক সংখ্যা—২৫,৫৫৫
চাউল—×
গম—১১৫০ মণ

পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলায় রেশনের দোকানের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

বাঁকুড়া—৪২৩	বর্দ্ধমান—৩৭৬
মেদিনীপুর ২৪৯	হুগলী—৪১১

গ) গত ১৬ই নভেম্বর'৫৭ হইতে ১৫ই নভেম্বর' ৫৮ পর্য্যন্ত পুরুলিয়া জেলায় কি পরিমাণ টেষ্ট রিলিফের কার্য্য হইয়াছে তাহার হিসাব :—

রাস্তা সংস্কার—৫৮টি বা ৩৭৮ মাইল
পুষ্করিণী সংস্কার—৪৭টি বা ৪৮২২ একর
গড়ে দৈনিক মজুরের সংখ্যা—৯১৭১
মজুরী—নগদ—১৭০,৩৭৩৲
গম—৩০,০০০ মণ
ছোলা—৫,০০০ মণ।

ওদেশ ও এদেশ

চীন :—উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রের ব্যবহার চীনে অনেক বেড়েছে। ধান চাষের জমিতে ফসল বাড়াবার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই সব জমিতে বৎসরে দুটি ফসল যাতে তোলা যায় তার জন্য ব্যাপক আন্দোলন হচ্ছে। চীনের জনসাধারণ আশা করছেন যে পরের আবাদে প্রায় পঞ্চাশ ভাগ জমিতে দুটি ফসল তোলা যাবে। প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন একর জমিতে গত দু মাসে সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন ২৮০ মিলিয়ন আবাদী জমির মধ্যে ১২৫ মিলিয়ন একর জমির সেচ ব্যবস্থা হল। উন্নত ধরনের বীজ গত মৌসুমে ২৬০,০০০ টন চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের প্রথম চার মাসে ২৮ মিলিয়ন একর জমিতে নূতন গাছ রোপণ করা হল। এবৎসরে ৫০ মিলিয়ন একর জমিতে বন তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা হবে।

(আর্থিক প্রসঙ্গ)

ভারত : - আর আমাদের কৃষি প্রধান দেশে নেহেরু ও বিধান সরকার কতকগুলি কৃষি প্রচার অফিস খুলিয়া বড় বড় কৃষি যন্ত্রের ছবি টাঙাইয়া নিজেদের দায়িত্ব শেষ করিতেছেন। বছরে দুবার ফসলের চেষ্টার ভাগ্যে যাহাই হো'ক একবারের ফসল ফলাইবার উন্নত ব্যবস্থা শিখাইবার দিকেও কোন লক্ষ্য নাই। খাল হইতে জমিতে জল পাওয়া যাক্ বা না যাক্ চাষীকে তাহার জন্য কর যোগাইতে হইবে। যে দেশে সেচ ব্যবস্থার জন্য ছোট ছোট খালের প্রয়োজনীয়তা বেশী সেখানে কেবল ব্যয়বহুল বড় বড় পরিকল্পনায় অনর্থক গরীব দেশের অর্থ নষ্ট করা

হইতেছে ও অস্বাভাবিকভাবে কর বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পিষিয়া ফেলিতেছে। আমাদের দেশের কৃষিপ্রচার অফিসগুলিতে বীজ পাওয়া যায় না। সামান্য যাহা পাওয়া যায় তাহাও ব্যবহারের সময় গত হইবার অনেক পরে; তাহাও আবার চাষীদের হাতে পড়ে না স্বার্থান্বেষীরাই ইহা হইতে মুনাফা লুটিয়া লয়। আমাদের দেশে "বৃক্ষ রোপণ উৎসব" নামক একটি উৎসব হয়। একটি গাছ রোপণ করেন জাঁকজমক সহকারে গভর্ণর, প্রধান মন্ত্রী কিম্বা কোন পদস্থ অফিসার। সেই উৎসবে যা খরচ হয় তাহাতে বোধ হয় হাজার হাজার গাছ লাগান যাইতে পারে ও কাজে লাগে উপযুক্ত লোকের হাতে পড়িলে। কারণ সেই উৎসবে প্রচারের জন্য যে গাছ লাগান হয় তাহার ফটো লওয়া হইলে পরে আর তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য থাকে না, তাহা কেবল সিনেমা নিউজ রীল ও সরকার প্রচারিত পত্র পত্রিকায় দেখা যায়। নূতন বন তৈয়ারী করিবার দিকে কোন লক্ষ্য ত নাই, উপরন্তু জনসাধারণের রক্ষিত ও পালিত জঙ্গলকে সরকার বাহাদুর নিজের করায়ত্তের আনিয়া এই দশ বৎসরে ধ্বংস করিয়াছেন ও করিতেছেন। আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা থাকিলে কত শীঘ্র দেশের উন্নতি করিতে পারা যায় তাহা আমাদের চেয়েও শিশুরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত প্রতিবেশী নয়াচীন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্থানীয় সংবাদ

পুরুলিয়া বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন

গত ২৭শে জুলাই পুরুলিয়া জগদীশচন্দ্র মুখার্জ্জী হলে (হরিপদ সাহিত্য মন্দির) পুরুলিয়া বিড়ি কারিগর ইউনিয়নের বাৎসরিক সম্মেলন শ্রীপ্রবীর কুমার মল্লিক মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিয়নের সম্পাদকের বাৎসরিক রিপোর্ট বিশেষ ভাবে আলোচনার পর গৃহীত হয়। শ্রী বনোদ মুখার্জ্জী ও শ্রীচক্রধর চেটীয়ার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়। টাটা ও ডক শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের শহীদদের স্মরণে লেবানন ও জর্ডানে আমেরিকা ও ব্রিটিশ সৈন্যের হামলার বিরুদ্ধে সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্রমিকদের মূলদাবীর উপর ও খাদ্যের উপর কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আগামী বৎসরের জন্য নূতন কমিটী গঠন করা হয়।

সর্বশ্রী প্রহ্লাদ বাউরী—সভাপতি, জিতু বাউরী ও সেখ করিমউদ্দিন খাঁ—সহ-সভাপতি, সম্পাদক—মাণিক দাশগুপ্ত। সুরেশ সাউ ও ফকীর বাউরী, সহ-সম্পাদক। অন্যান্য সদস্যগণ—বনমালী পাত্তর, ভিখু বাউরী, গোউর বাউরী, ধনঞ্জয় বাউরী, গোউর বাউরী, বিশ্বেশ্বর বাউরী, হরিপদ বাউরী, সূর্য্য দাস, মতিলাল দুসাদ, গোবিন্দ বাউরী, গোপাল বাউরী ও সন্তোষ বাউরী।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

পুঞ্চা থানার নোওয়াগড়-দেওরাং হইতে শ্রীমদনমোহন রায় লিখিতেছেন—আজ উপর্যুপরি কয়েক বৎসর অনাবাদ হওয়ায় মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কটজনক হইয়াছে। আমাদিগকে হয়ত অনাহারে অতি শীঘ্র মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে। আমাদের এরূপ কোন অবস্থা নাই যে বৃষ্টি হইলেও আমরা চাষ করিতে সক্ষম হইব। বর্তমানে আমরা সমস্ত ভদ্রপরিবারের সন্তানগণও টেষ্ট রিলিফের মাটী কাটিয়া দিনাতিপাত করিতেছি। এমন কি বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছেলে পড়িতেছিল তাহাদিগকেও লেখাপড়া বন্ধ করিয়া মাটী কাটিতে হইতেছে। আমাদের জন্য না আছে কোন খয়রাতি রিলিফের ব্যবস্থা না আছে কোন ঋণ বা জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য কোন সংস্থান—যাহাতে খাটিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারি।

সেইজন্য কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি।

চাণ্ডিল থানার নিমডি লোক সেবায়তন হইতে শ্রীসুবোধ কুমার রায় লিখিতেছেন:—সিংভূম জেলার চাণ্ডিল থানায় কিছুদিন হইতে জরীপের কার্য্য সুরু হইয়াছে। কিন্তু এই জরীপ কার্য্যের জন্য যে সকল আমীন নিয়োগ করা হইয়াছে—তাঁহারা গ্রামের চৌহদ্দী নির্ণয় করিতেই গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া পড়িতেছেন—সুতরাং ইহাদের মত "অভিজ্ঞ" আমীন দ্বারা কতদূর নির্ভরযোগ্য জরীপ সম্ভব হইবে তাহাই বিবেচ্য। দ্বিতীয়তঃ, উত্তর বিহার হইতে সদ্য আগত আমীনগণ স্থানীয় লোকের ভাষা এক বর্ণও বোঝেন না—আর স্থানীয় লোকেরাও ইহাদের ভাষা একবর্ণও বুঝিতে পারে না।

ইহার উপর আবার যখন চাষীরা চাষের কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত রহিয়াছে জরীপের কার্য্য আরম্ভ করিবার সময়ও তাঁহারা সেই সময় নির্ণয় করিয়াছেন—ফলে চাষের কার্য্যে সমূহ ক্ষতি সাধিত হইতেছে। গত কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি, ফসলহানি প্রভৃতি কারণে এই অঞ্চলের লোক বিশেষ দুর্দ্দশার মধ্যে রহিয়াছে—তাহার উপর এই বৎসরও বৃষ্টির অভাবে চাষের কাজ বিশেষ কিছু হইতেই পারে নাই। এই অবস্থায় জরীপের নামে এই উৎপাতে চাষের কাজের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে।

আবার গ্রামে আমিনগণ আসিয়া পৌঁছলে তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই গ্রামবাসীদের করিতে হয়। কোনও কোনও স্থানে আমীনদের "অভ্যর্থনার" জন্য অর্থ সংগ্রহের সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রয়োজন হইলে পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

বান্দোয়ান থানা হইতে শ্রীভজহরি মাহাত লিখিতেছেন:—গত ২৩।৭।৫৮ তারিখে বুধবারে বান্দোয়ানে সরকারী ঋণ দেওয়া হইয়াছে--কিন্তু ঋণ দিবার নির্দ্ধারিত দিন ছিল মঙ্গলবার। উক্ত দিনের নাম করিয়া ধাইদ্‌কা ও কুইলাপাল হাটে যথারীতি ঢোল দেওয়া হইয়াছিল—লোক মারফৎ আশেপাশে জানানও হইয়াছিল। কিন্তু লোন আফসার অধিক বিলম্বে আসার জন্য ও বৃষ্টির জন্য সেইদিন লোন দেওয়া সম্ভব হয় নাই। দূর দূরান্ত হইতে যে সকল গ্রামবাসী ঋণ লইতে আসিয়াছিল, তাহারা রাত্রি হওয়ায় ও বৃষ্টি হওয়ার জন্য আর গৃহে ফিরিতে পারে নাই। তাহাদিগকে অভুক্ত ও অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় বান্দোয়ানেই ইতস্ততঃ রাত্রি যাপন করিতে হইল—পরের দিন "লোন" পাইবার আশায়। পর দিবস অবশ্য "লোন" দেওয়া হইল; কিন্তু বলদ ঋণও দেওয়া হইল। সমাগত প্রায় তিন হাজার গ্রামবাসীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোক "গ্রাম বিশেষে" লোন পাইল। এবং অন্যান্য সকলেই অভুক্ত অবস্থায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া, গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, 'লোন' না পাইয়া ভাগ্যকে দোষারোপ করিতে করিতে পর দিবস প্রত্যুষে গৃহ প্রত্যাবর্তন করিল।

যাহারা 'লোন' পাইল, তাহাদের অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ নহে। জন-স্বার্থবিরোধী, তৎকালীন সরকারী উমেদার অধুনা কংগ্রেসী জমিদার খাজনা আদায় করিতে পারিতেছিলেন না,—কারণ জনসাধারণ তাঁহাকে জমিদার বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। লোনের হিড়িকে তাহাদের সুযোগ হইল। লোন অফিস (বান্দোয়ান) হইতে বলা হইল হালের খাজনার চেক দাখিলা না হইলে লোন পাওয়া যাইবে না। বিশ ত্রিশ টাকার লোন নেওয়া দুঃস্থ চাষীরাই লইতে আসিয়াছিল অথচ হাল বকেয়া খাজনার দাখিলা কাটাইতে তাহাদিগকে রকম অর্দ্ধেক টাকা ঐ খানেই অগ্রীম দিতে হইল।

তারপর যাঁহারা দরখাস্ত লিখিয়া দেন তাঁহারা লিখিবার পারিশ্রমিক বলিয়া কিছু লইয়া থাকেন। গ্রামের যাহারা টাঁড় তাহাদিগকেও কিছু পারিশ্রমিক দিতে হয়।

অতঃপর সরকারী পিয়ন হইতে হাকিম পর্য্যন্ত এই দুর্গম পথ পার হইতে গ্রামবাসীদের প্রাণ কণ্ঠাগত, পিয়ন বলিবে "তোমার দরখাস্ত লওয়া হইবে না—তুমি লোক সেবক দলের লোক।" মধ্যস্থ জনৈক A.R.O. সর্ব্বদাই তাঁর 'হাকিমের পাওয়ার আছে' একথা—বারংবার শুনাইয়া তাঁহার তথাকথিত "হাকিমি প্রেষ্টিজ" রাখিবার জন্য কখনও কখনও দরখাস্ত হাতে লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। তারপর এই সমস্ত শিক্ষিত ও শ্বেতাবধারী ব্যক্তিগণ প্রজাতন্ত্রের প্রজাদের 'বেটা' ছাড়া কিছুই বলিবেন না। "বেটা টাকা পেলেই মদ খাবে" "বেটারা জানিয়ে শুনে দেখছি" ইত্যাদি নানা প্রকার "শিক্ষিত ভাষার

প্রয়োগে গ্রামবাসীদের কৃতার্থ করিবেন। জনৈক অফিসার আবার 'লোন দেওয়ানির' সেলামী আদায় করিবেন। অনেক সময় আবার ধাক্কা দিয়া তাহাদিগকে অফিসের বাহির করিয়া আফিস ঘর বন্ধ করিয়া দিবেন।

সরকারী মহৎ প্রচেষ্টার দ্বারা উপকৃত (দুই একজন ভাগ্যবান লোক ইহার ব্যতিক্রম) দুঃস্থ গ্রামবাসীগণ তাহাদের জমি লিখাইয়া—আকেল সেলামী দিয়া—গালাগালি হজম করিয়া, অর্দ্ধভুক্ত থাকিয়া ত্রিশ টাকার 'লোন' লিখাইয়া ১০।১২৲ টী মাত্র টাকা লইয়া গৃহে ফিরিবে। এবং সরকারী কাগজে প্রকাশিত হইবে—"মহান্ সরকার বাহাদুর এবার দুঃস্থ প্রজাগণকে..... লক্ষ অথবা কোটী টাকা ঋণ দান করিয়াছেন।"

অম্বরচরখার দ্বারা অভাবের প্রতিকার সম্ভব

তুলিন গ্রাম হইতে শ্রীভোলানাথ হালদার জানাইতেছেনঃ—আমি দুয়ারশিনি এবং বেগুন কোদরে অম্বর চরখার সেন্টার দেখি, এবং কর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া এবং কার্য্য দেখিয়া স্থিরকরা হয় যাঁ হারা নতুন শিক্ষা করিতেছেন তাঁহাদের দ্বারা প্রতিদিন ১৲ টাকা এবং পুরাতন কর্মী দ্বারা ১৸০ আনা প্রতিদিন রোজগার হইতে পারে। এবং অম্বর চরখায় ছোট ছেলে মেয়েরাও সুতা কাটিতে পারিবে। পাঁজকরাও তাহাদের দ্বারা সম্ভব। মধ্যবিত্ত পরিবারদের মধ্যে ইহা প্রচলন শীঘ্র প্রয়োজন। পুরুলিয়া জেলায় বিশেষতঃ ঝালিদা, জয়পুর, বাঘমুণ্ডি, বলরামপুর থানা প্রধানতঃ লাহা গালার উপর নির্ভরশীল ছিল। কয়েক বৎসর গালার বাজার খারাপ হওয়ায় এবং লাহার অজন্মা হওয়ায় এই অঞ্চলে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। হাজার হাজার মধ্যবিত্ত পরিবার আজ বেকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু রিলিফের কাজ করায় সাময়িকভাবে শ্রমিকদের বহু কল্যাণ হইয়াছে। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবার অন্নাভাবে দিন যাপন করিতেছেন। এই জন্য আমরা অম্বর চরখা-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকারের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি শীঘ্র মধ্যেই অম্বর চরখার কেন্দ্র খুলিয়া মধ্যবিত্ত পরিবারদের অন্নাভাব দূর করিবেন।

খেলার খবর

আন্তঃজিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড় নির্ব্বাচনের জন্য ১০ই আগষ্ট ভিক্টোরিয়া স্কুল ময়দানে পুরুলিয়া একাদশ ও আদ্রা একাদশের মধ্যে এক "ট্রায়াল ম্যাচ" অনুষ্ঠিত হয়। আদ্রা একাদশ পুরুলিয়া একাদশ হইতে বহুলাংশে ভাল খেলিয়া ২—১ গোলে জয়লাভ করে। এই সপ্তাহে লীগ খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা, পুলিশ টীমের নিকট পুরুলিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দল টাউন ক্লাবের পরাজয়। পুলিশ দলের খেলা খুবই ভাল হইয়াছিল। তন্মধ্যে পুলিশ দলের লেফটব্যাক ও সেণ্টার ফরওয়ার্ডের খেলা বিশেষ প্রশংসনীয় হয়। টাউন ক্লাবের খেলা খুবই নৈরাশ্যব্যঞ্জক হয়। কেতিকা ও বি. এফ, সি দলও এই সপ্তাহে উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

লীগ খেলার ফলাফল

৪।৮।৫৮—টাউন ক্লাব—১ বি, এফ, সি, (বি)—০
৬।৮।৫৮—বি, এফ, সি (বি)—১ মর্ণিং ষ্টার—০
৭।৮।৫৮—সি, ওয়াই, এম, এ—১ কেতিকা—১
৮।৮।৫৮—বি, এফ, সি—৫ জে, কে, কলেজ—০
৯।৮।৫৮—পুলিশ—৩ টাউন ক্লাব—১

শিক্ষক চাই

আড়ষা প্রস্তাবিত উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য একজন বি, এ, পাশ শিক্ষক চাই। সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাতে বেতন ধার্য্য করা হইবে। নিম্নঠিকানায় ২০শে আগষ্ট ১৯৫৮ এর মধ্যে দরখাস্ত অথবা সাক্ষাৎ করুন। ইতি—

সেক্রেটারী
আড়ষা প্রস্তাবিত উচ্চ বিদ্যালয়
C/o আড়ষা বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৬।৮-৫৮ পোঃ আড়ষা (পুরুলিয়া)

জমি বিক্রয়

৺ভরতারণ সরকার রোডে অবস্থিত ভদ্রপল্লীতে বাড়ী বা গুদাম করার উপযোগী জমি বিভক্ত প্লটে বা সমগ্র জমিটি বিক্রয় করা হইবে।

শ্রীকান্তি বিলাস মুখোপাধ্যায়
পুরুলিয়া ডাগ হাউস।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
পুরুলিয়া, সোমবার
১লা ভাদ্র ১৩৬৫—১৮ই আগষ্ট ১৯৫৮
বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

খাদ্য সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়
খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি
র‍্যা লি র
গাছ  মার্কা
মিশ্র ধানের সার
ব্যবহার করিয়া কম খরচে বেশী ফসল উৎপাদন করুন
—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—
শ্রীঅজিত কুমার হালদার—পুঞ্চা
শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত—মানবাজার
শ্রীমদনমোহন কুণ্ডু— ছড়া
শ্রীহরিপদ কুণ্ডু—বলরামপুর
শ্রীশশাঙ্ক ব্যানার্জ্জী— লধুড়কা
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার—ঝালদা
পুরুলিয়া জেলার একমাত্র পরিবেশক ঃ
আর, কে, কুণ্ডু এণ্ড সন্স
পুরুলিয়া।

(১০ পৃষ্ঠার পর ইহতে)

উপলব্ধি করিতে পারিবেন, নচেৎ কেহই এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

এই বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অবিলম্বে আকৃষ্ট করিতেছি।

পাকা রসিদ না পাওয়ায় বিভ্রাট

পুরুলিয়ার নীলকুঠি ডাঙ্গার শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করিতেছেন:—লাইফ ইন্‌সিওর কোম্পানির টাকা পূর্ব্বে ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কে জমা দিয়া পাকা রসিদ ও নোটীশ ঠিক সময়েই পাওয়া যাইত। কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক 'বীমা কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার পর হইতেই নিয়মিত পাকা রসিদ ও নোটীশ পাওয়া যাইতেছে না। পুরুলিয়া লাইফ ইন্‌সিওর করপোরেশনের ব্রাঞ্চ অফিসে হিন্দুস্থান কোম্পানী প্রভৃতির টাকা জমা ঠিকই দেওয়া হইতেছে। কিন্তু পাকা রসিদ না পাওয়ার জন্য জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি ও অসুবিধা হইতেছে। যাহাতে ইহার সুব্যবস্থা হয় সেই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ঋষি নিবারণচন্দ্র স্মৃতিবার্ষিকী

বরাবাজার

বরাবাজার থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুর গ্রামে গত ১লা শ্রাবণ ঋষি নিবারণ চন্দ্রের স্মৃতি দিবস পালন করা হয়। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিতে মাল্যদান ও পুষ্প জলি দেওয়া হয়। সর্ব্বশ্রী রেবতী বাবু, বাউল মাহাত, পদক মাহাত, চরেন মাহাত বক্তৃতা করেন। শ্রীসীতারাম ও শ্রীচন্দ্র মোহনের নেতৃত্বে গ্রামের মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে জাতীয় গান গাহিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়।

ঐদিন বৃক্ষ রোপণ উৎসবে পলাশ, ঝাঁকুড়া, কুল, ইত্যাদি বৃক্ষরোপণ করা হয়।

বান্দোয়ান

গত ১লা শ্রাবণ সর্বজনপ্রিয় ত্যাগী ও সাধক ঋষি নিবারণচন্দ্রের স্মৃতিসভা বান্দোয়ান অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে থানার বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক সেবক কর্ম্মী যোগদান করেন। প্রাক্তন এম, পি শ্রীভক্তচরি মাহাত ও শ্রীবনমালী বন্দ্যোপাধ্যায় ঋষির জীবনী আলোচনা করেন। বর্তমান তাঁহারা কংগ্রেস সরকার গান্ধীবাদের আদর্শে দেশকে উন্নত করার পথে যে একেবারে অনগ্রসর আছেন সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন।

ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠের ছাত্র এবং শিক্ষকগণের সহযোগিতায় ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জয়তু ঋষি নিবারণ চন্দ্র

আব্দু আনসারি

হে ঋষি মহান্
চরণে করি প্রণাম—
তোমার স্মরণে পেহেলা শ্রাবণে—
বারি ঝরে অবিরাম॥
স্মৃতি দিনে গাহি তব জয়গান,
মধুময় করো মোদের পরাণ,
ফিরে এসো ওগো দেখাইতে পথ
জাগাতে মোদের প্রাণ,
তব মহিমার শ্রাবণ ধারায়
করাও পুণ্য স্নান।
মৃত্যুরে তুমি করিয়াছ জয়
তুমি চির বরাভয়,
আজি স্মৃতি দিনে তোমার স্মরণে
জয় হোক তব জয়।
ছিলে তুমি ওগো ত্যাগের পুজারী
জ্ঞানের তীর্থে তুমি পথচারী,
সাধনায় ছিলে অটল অচল
নাহি ভয় নাহি ভয়
তোমার পরশে ভয় ও পাপের
হোক চির পরাজয়॥
হে মহান্ গুরু, সাধক, প্রেমিক
দাও কোলে তব স্থান
অপি তব সেই গীতার শিক্ষা
যাহা করিয়াছ দান॥

মুক্তি

১লা ভাদ্র, সোমবার

১৫ই আগষ্ট

ঐতিহাসিক পনেরোই আগষ্ট! শত সহস্র বীরের রক্তস্রোত এবং মাতার অশ্রুধারায় প্লাবিত এই পুণ্য দিবস। সংস্রাধিক বৎসরের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া খণ্ডিত ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের এই স্মরণীয় দিবস।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বৃটিশের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতা লাভের পশ্চাতে রহিয়াছে লক্ষ লক্ষ বীরের চরম নির্য্যাতন ভোগ, শত শত শহীদের চরম আত্মদান—এবং মাতা ও ভগ্নীর শত লাঞ্ছনা উপেক্ষা করিয়া দেশ প্রেমের নীরব সাধনা। এই চির স্মরণীয় ঘটনার আজ একাদশ বৎসর।

এগারো বৎসর পূর্ব্বে, এই স্বাধীনতা আন্দোলন দেশের মধ্যে যে প্রবল আলোড়ন আনিয়াছিল এবং পনেরোই আগষ্টের স্বাধীনতালাভ যে উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াছিল—আজ তাহা একান্তভাবেই নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহীন সরকারী অনুষ্ঠানের বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যেই আজ পনেরোই আগষ্টের মর্য্যাদা সীমাবদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনে একদিন যে কংগ্রেস ছিল অগ্রদূত ও হোতা—স্বাধীনোত্তর ভারতের গণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক মুক্তি সংগ্রামের আজ সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু হইল সেই কংগ্রেসের বর্ত্তমান কঙ্কাল।

বিদেশী শাসনের অবসানকল্পে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্র যেমন ছিল "কুইট ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ "ভারত ছাড়"—সেরূপ কংগ্রেসী শাসনের অবসানকল্পে ভারতে গণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের মূলমন্ত্র হইবে—ভারতের মাটি হইতে দেশ ও জাতির সর্ব্বনাশা শত্রু কংগ্রেসের মূলোচ্ছেদ সাধন। আজিকার পনেরোই আগষ্ট অনুষ্ঠানের ইহাই হইবে একমাত্র সঙ্কল্প।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি

এই বৎসরের বিলম্বিত বর্ষার কৃপণ বর্ষণও শেষ হইয়া আসিল। চাষের কাজ যতটুকু সম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া লইবার এই সময় ও সুযোগ। কিন্তু বর্ষা শেষ হইতে চলিলেও চাষের কাজ অনেকেই শেষ করিতে পারে নাই। অধিক কি, এই জেলার মধ্যেই এমনও অঞ্চল আছে—যেখানে এই বৎসর বর্ষার মুখ পর্য্যন্ত দেখে নাই—ফলে মাঠ, ক্ষেত, বাঁধ প্রভৃতি খাঁ খাঁ করিতেছে—লাঙ্গল ধরিবার সুযোগ পর্য্যন্ত হয় নাই। অধিকতর ভাগ্যবান যাহারা আংশিক চাষের কাজ উঠাইয়াছে বা উঠাইতেছে—তাহারাও বর্ষার ভাবগতিক দেখিয়া শেষ রক্ষা হয় কিনা এই দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িতেছে।

সচরাচর এই সময়ে অতি দুঃস্থ গ্রামবাসীদেরও কাজের সুযোগ তথা অন্নের সংস্থান হইয়া থাকে। কিন্তু এই বৎসর ইহারও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। ইতিমধ্যে শত শত গ্রামবাসী গ্রাম ছাড়িয়া কাজ পাইবার আশায় কয়লা খনি ও অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান সুরু করিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ আসিয়া পৌঁছিতেছে। দেশ জোড়া আসন্ন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এবং আর্ত্ত ও দুঃস্থের হাহাকার আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে।

ঘনায়মান বিপদকে যতদূর সম্ভব রোধ করিবার জন্য এখন হইতেই পূর্ণভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। রিলীফের কাজ, গয়রাতি সাহায্য, কৃষি ঋণদান প্রভৃতি এবং খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য মডিফায়েড রেশনিং এর দোকান গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপকভাবে চালু করিতে হইবে। রিলীফের কাজ, যতদূর সম্ভব সেচ ব্যবস্থার সম্ভাবনা ও উন্নতির দৃষ্টিতে পরিচালনা করাই বাঞ্ছনীয়। এই সকল বিষয়ে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের যেমন কর্ত্তব্য রহিয়াছে—সেইরূপ জনসাধারণেরও অনেক কিছু করণীয় আছে। রিলীফ, ঋণ, রেশনের দোকান, প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল বেপরোয়া দুর্নীতি, সরকারী ও বেসরকারী, প্রকট হইয়া উঠিতেছে তাহাকে সংযত এবং রোধ করিবার জন্য জাগ্রত ও সঙ্ঘবদ্ধ জনমত প্রয়োজন। দেশের দুর্দ্দশা লইয়া এই কলঙ্কিত ব্যবসায় যাহাতে বন্ধ করা সম্ভব হয়—তাহার জন্য জনসাধারণকে এখন হইতেই বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে।

পুলিশের অদ্ভুত কর্ম্মতৎপরতা !

পুরুলিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী কটলুই গ্রামে গত ২৫শে জুলাই রাত্রিতে শ্রীমতী দামিনী মাহাতানকে তাহার ঘর নৃশংস ভাবে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হয়। প্রকাশ, মৃতার নাবালক পুত্র হত্যাকারীদিগকে চিনিতে পারিয়াছে। মৃতার নাবালক পুত্রটিও প্রাণভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পুরুলিয়াতে অবস্থান করিতেছে। বার বার থানাতে জানাইয়াও কোন ফল হয় নাই। গ্রামবাসীদের তরফ হইতে জিলার পুলিশের বড়কর্ত্তাকে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য দরখাস্তও করা হইয়াছিল। গত ২৮।৫৮ তারিখে তিনি শ্রীসহকারী মাহাতকে পত্র দিয়া জানাইয়াছেন যে তিনি শীঘ্রই পুলিশের এক উচ্চপদস্থ অফিসারকে পাঠাইয়া অনুসন্ধান করাইবেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার আর সে অবসর হইল না।

কটলুই গ্রাম পুরুলিয়া হইতে বেশী দূরে নহে। তবুও পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ গ্রামে পদার্পণ করিয়া অনুসন্ধান করিবার কষ্টটুকু স্বীকার করিতে পারিতেছেন না। এঁদেরই উপর আজ নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার ভার! এই ব্যাপারে পুলিশের অবহেলা ও গভীর নিষ্ক্রিয়তায় জনসাধারণের মনে স্বভাবতঃই নানা সন্দেহের উদ্রেক করিতেছে।

নিস্তারিনী কলেজ পরিচালনায় দারুণ অব্যবস্থা

গত বৎসর হইতে স্পন্সর্ড কলেজ হিসাবে মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য নিস্তারিনী কলেজ স্থাপিত হয় এবং পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক একটি এ্যাড-হক কমিটী নিয়োগ করিয়া কলেজ পরিচালনার এক জোড়-তালি ব্যবস্থা করা হয়। কলেজের জন্য বিরাট প্রাঙ্গণ বিশিষ্ট দেশবন্ধুর ভবনটি খরিদ করা হইলেও গৃহ সংস্কার এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিবার অজুহাতে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালের জন্য মাসিক একশত টাকা ভাড়ায় একটি দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিয়া কলেজ চালানো হয়। দেশবন্ধুর ভবনটি সংস্কার করিতে এবং জল সরবরাহের জন্য কূপে ইলেকট্রিক পাম্প বসাইতে প্রায় ৮ মাস সময় লাগে এবং যথাক্রমে ৫৬,০০০৲ টাকা এবং ১২০০৲ টাকা ব্যয় হয়।

প্রথম হইতেই কলেজের পরিচালনা ব্যবস্থা বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়ে। কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সহিত এ্যাড-হক কমিটীর সভাপতির প্রতি বিষয়ে মত বিরোধ ঘটিতে থাকে—এবং কলেজের আভ্যন্তরীন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিতে প্রিন্সিপ্যাল অসম্মত হন। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা চরমে উঠে এবং প্রিন্সিপ্যাল পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আরও প্রকাশ, যে নানা রূপ অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার ফলে এক বৎসরের মধ্যে সাতজন লেকচারার পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ইহাদের স্থলে এই পর্য্যন্ত দুইজন মাত্র নূতন লেকচারার নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রিন্সিপ্যালের পদ এখনও খালি আছে।

গত বৈশাখ মাস হইতে কলেজ নূতন ভবনে উঠিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে দুইটি প্রধান সমস্যা—যথা গৃহ সংস্কার এবং জল সরবরাহের সুব্যবস্থা—সমাধানের জন্য আট মাস অন্যত্র বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয় এই দীর্ঘদিনেও তাহার কোনও সুরাহা হয় নাই। গৃহ সংস্কারের পরেও বৃষ্টির সময় ছাদ দিয়া এমন ভাবে জল পড়ে যে বাস করা বা ক্লাশ করা বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়। বিশেষ করিয়া অফিস গৃহে যেখানে জল পড়ে তাহাতে কাজ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহার উপর, ৮ মাস ধরিয়া ও বারশত টাকা খরচ করিয়া পাম্প বসাইয়াও জল সরবরাহের কোনও সুরাহা হয় নাই। এখনও জল কিনিয়া প্রয়োজন মিটাইতে হইতেছে।

কলেজের জন্য যে সকল আসবাব পত্র নির্ম্মিত হইয়াছে সেই গুলি মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার বর্ণনা স্বচক্ষে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। প্রকাশ, এই আসবাব-পত্রগুলি নাকি বিশেষ তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে, এ্যাড-হক কমিটীর সভাপতিই একরূপ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে বিশেষ অসুস্থ এবং ব্যক্তিগত কার্য্যে অধিকাংশ সময় পুরুলিয়ার বাহিরে থাকেন—ফলে কলেজ পরিচালনায় নানা বিশৃঙ্খলা এবং অচল অবস্থা দেখা দিতে থাকে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সহরের তথা জেলার সকল প্রতিষ্ঠানের মাথায় এক একজন পাকা কংগ্রেসীকে বসাইবার যে অপচেষ্টা শুরু হইয়াছে তাহার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি শুরু হইতেই এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে পতিত হওয়ায় উন্নতির পথ বিঘ্নিত হইতেছে।

———*———

চোরাই চাল চালানের অভিযোগে কংগ্রেসী রেশন ডিলার গ্রেপ্তার

১৫ই আগষ্টের দ্বিপ্রহর। স্বরাজের নূতন সরিকদার হালী কংগ্রেসীরা "বিহার মে রহেঙ্গে"দের সহিত হাত মিলাইয়া তাঁহাদের নব-সাধনালব্ধস্বাধীনতা দিবসের উৎসব অনুষ্ঠানে যখন বিশেষ কর্ম্মব্যস্ত সেই সময় তাঁহাদেরই গোষ্ঠীভুক্ত একজন 'অনলস কর্ম্মী' নীরবে অন্ন বিতরণরূপ দেশসেবা করিয়া যাইতেছিলেন। কর্ম্মব্যস্ত স্বাধীনতা দিবসের অবকাশে, দুইজন ভারবাহী শ্রমিক যখন দুইটি বস্তা কাঁধে রাস্তা দিয়া যাইতেছিল—তখন কে বা কাহারা শ্রমিক দুইজনের গতিরোধ করিয়া নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার বস্তা সহ শ্রমিক দুইজনকে একটি অফিসে ধরিয়া লইয়া গেল। অফিসটি এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ অর্থাৎ দুর্নীতি দমন বিভাগের।

এই বিভাগীয় সাব-ইন্সপেক্টারের বিবৃতিতে প্রকাশ, যে কিছুকাল হইতে চালের চোরাই চালান তথা চোরা কারবারের নানা অভিযোগ পাইয়া তাঁহারা অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখিতেছিলেন। এই সূত্রে রেশনের দোকান হইতে বস্তা-সহ বাহির হইতে দেখিয়া শ্রমিক দুইটিকে আটক করিয়া দেখেন যে তাহারা বস্তায় করিয়া চাল লইয়া যাইতেছে। একজনের বস্তায় চাউলের ওজন হইল প্রায় একমণ বিশ সের আর অন্যটিতে একত্রিশ সের। শ্রমিক দুইজনের বিবৃতি হইতে জানা যায় যে রেশনের দোকানের মালিক তাহাদের অগ্রসর হইতে নির্দ্দেশ দিয়া পশ্চাতে সাইকেল যোগে আসিতেছেন বলেন। এই চাউলের মালিক হইলেন ৫নং ওয়ার্ডের রেশনের ডিলার এবং ৫নং ওয়ার্ডের কংগ্রেসী মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীকালি পদ দাস। ইনি সহরে শ্রীযুক্ত ময়রা নামে পরিচিত।

শ্রীকালি পদ দাস বিহার আমল হইতেই নানা প্রকার সরকারী অনুগ্রহ লাভ করিয়া আসিতেছেন। "বিহার মে রহেঙ্গে" উপদ্রবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া বিহারের সরকারী কর্ম্মচারীদের তথা কংগ্রেসী পাণ্ডাদের বিশেষ বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন। বাংলার আমলে প্রথম দিকে তিনি সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরোধীতা করিলেও সরকারী অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন নাই। বর্ত্তমানে তিনি হালী কংগ্রেসীদের সহিত একাত্মা হইয়া কংগ্রেসের 'একনিষ্ঠ' সেবা তথা সরকারী আনুকূল্য এবং অনুগ্রহ লাভ করিয়া আসিতেছেন।

প্রকাশ, এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের অভিযোগক্রমে শ্রীকালি পদ দাস এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীজয় দাসকে দণ্ড বিধির ৪০৯ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে জামীনে মুক্ত করা হয়। সরকার মনোনীত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীদুনিয়ালাল ব্যানার্জ্জী ইঁহাদের জামীন হইয়াছেন এবং মামলার তদারক করিতেছেন।

রাজ্যপালের সফর প্রসঙ্গ

বাঁকুড়া জেলার সফর শেষ করিয়া রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সাঁতুড়ী-রঘুনাথপুর সড়ক দিয়া মোটর যোগে পুরুলিয়ায় রাত্রি প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় পৌঁছান। পথে, মধুডাঙ্গী, গদীবেড়ো ও রঘুনাথপুরে রাজ্যপালকে মানপত্র ও মাল্যদানে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। পুরুলিয়া প্রবেশ করিলে গোপালার নিকট বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কংগ্রেসী বোর্ড মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনকে স্বীকৃতি দান করিতে তথা শিক্ষকগণের দাবী দাওয়া সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিতে অস্বীকার করায় শিক্ষকগণ ক্ষুব্ধ হন এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণের সভা চলাকালীন টাউন হলের বাহিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকেন। পরে শিক্ষকগণ বৃষ্টির মধ্যে সহর প্রদক্ষিণ করেন এবং রাজ্যপাল সহরে পৌঁছাইবার পর ডেপুটেশনের দাবী জানাইয়া সার্কিট হাউস পর্য্যন্ত গমন করেন।

———

৬ই আগষ্ট সকালে কুষ্ঠাশ্রম পরিদর্শন করিয়া রাজ্যপাল সুভাষ উদ্যানে (মিউনিসিপ্যাল পার্ক) আসেন। টেষ্ট রিলীফের দ্বারা নিবারণ সায়রের (সাহেব বাঁধের) সংস্কার কার্য্যও পরিদর্শন করেন। রাজ্যপালের আগমন উপলক্ষে শ্রীসুধীর কুমার মজুমদার ব্যক্তিগত ভাবে মিউনিসিপ্যাল অফিসের মাংফৎ কমিশনারগণকে সুভাষ উদ্যানে আমন্ত্রণ

করিলে—বহু কমিশনার শ্রীমজুমদারের এই ব্যক্তিগত আমন্ত্রণের বৈধতার প্রশ্নে—অনুপস্থিত থাকেন।

* * *

রাজ্যপালের সম্বর্দ্ধনার জন্য সহরে কয়েকটি তোরণ তৈয়ারী হয়। ভিক্টোরিয়া স্কুলের চৌমাথার মোড়ের তোরণটি নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কড়াডকুমে আবার তাহা ভাঙিয়া দিতে হয়। শেষ মুহূর্ত্তে রাজ্যপালের সফর তালিকা কিছু পরিবর্ত্তিত হওয়ায় দু একজন যাহারা তোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহাদের আশা ভঙ্গ হয়।

* * *

দুই তিন বৎসর পূর্ব্বেও যাহারা "বিহার মে রহেঙ্গে" স্লোগান লইয়া সহরে উন্মত্ত তাণ্ডব করিয়াছে এবং মানভূমের ইঞ্চি পরিমাণ জমিও বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইলে রক্তগঙ্গা বহাইবার হুঙ্কার দিয়াছে—তাহারা ঠাঁই বঙ্গ জননীর দরদে বিগলিত হৃদয় হইয়া মানভূম যে যুগ যুগান্ত ধরিয়া বাংলারই অচ্ছেদ্য অঙ্গ তাহা পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপালের নিকট ঘোষণা করিবার জন্য মরীয়া হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সূত্রে রাতারাতি গালভরা নামের এক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া রাজ্যপালকে মানপত্র প্রদানের প্রতিযোগিতাও কোথাও কোথাও সুরু হয়। তবে, এই সব অত্যুৎসাহী অনুরাগীদের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে রচিত মানপত্র পুলিশের বড় সাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে (!) প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

* * *

রাজ্যপাল মানভূমের কুটীর শিল্প জাত কোনও কোনও দ্রব্য কিনিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। ফলে ব্যতিব্যস্ত কর্ম্মচারীরা রাতারাতি যোগাযোগ স্থাপন করিয়া সকাল সাতটার পূর্ব্বেই কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য সম্ভার সার্কিট হাউসে হাজির করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিলেন। রাজ্যপাল নিজে পছন্দ করিয়া জিনিষ কিনিবেন! সকাল সাড়ে আটটার সময় সংবাদ দেওয়া হইল—রাজ্যপাল এখন সফরে যাইতেছেন—এখন সময় হইবে না—ফিরিয়া আসিয়া কিনিবেন। দ্বিপ্রহর প্রায় ১২ টার সময় রাজ্যপাল সফরান্তে সার্কিট হাউসে ফিরিলেন। তখন তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত—সুতরাং স্নানাহারের পর জিনিষ দেখিতে জানানো হইল। তাহার পর বেলা প্রায় এক ঘটিকায় সময় রাজ্যপাল নির্দ্দেশ পাঠাইলেন যে দ্রব্য সম্ভার লইয়া কেবল একজন মাত্র রাজ্যপালের নিকট যাইতে পারিবে। তাহার পর পছন্দ করিয়া রাজ্যপাল কিছু জিনিষ ক্রয় করিলেন—এবং দেড় ঘটিকার পর অপেক্ষমান কর্ম্মচারীবৃন্দের ছুটি মিলিল।

* * *

সার্কিট হাউসের কুয়া প্রায় জল শূন্য হওয়ায় দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে দিবারাত্রি ট্রাকে করিয়া সাহেব বাঁধে জল সার্কিট হাউসের কুয়ায় ঢালিয়া জলের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করা হয়।

মানভূম জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সম্মেলন

আগামী ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুরুলিয়ায় মানভূম জেলা শিক্ষক সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সংঘের (A. B. T. A.) সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রিয় রায়, এম, এল, সি মহাশয়কে এই সম্মেলনের জন্য একজন সুযোগ্য সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া দিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রীরায় স্বয়ং নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সঙ্ঘের কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য সহ এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। পুরুলিয়া জেলার মিডল স্কুলগুলির শিক্ষকদিগকেও এই সম্মেলনে যোগদানের আহ্বান জানানো হইয়াছে।

মানভূম জেলা শিক্ষক সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় গত মার্চ্চ হইতে জুন ১৯৫৮ পর্য্যন্ত এই চারি মাসের শিক্ষকগণের মহার্ঘ্য ভাতা পুরাতন বিহার-রেটে মাসিক ১২৲ টাকা হিসাবে মঞ্জুর হওয়ায় ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং গত ১৬ই জুলাই তারিখে পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি এই বিষয়ে যে সকল মৌখিক আশ্বাস দিয়াছিলেন তাঁহার বিভাগ কর্ত্তৃক ইহার কোনও মূল্য না দেওয়াতে বিশেষ বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। পাশ্চমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মহাশয়ের সহিতও যে সকল বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল সভায় তাহা বিবৃত করা হয়।

কয়েকটি অঞ্চলে ভয়াবহ অনাবৃষ্টি

আজও পর্য্যন্ত একেবারে জল নাই

নিদারুণ অবস্থায় সদ্য অনাহারে মৃত্যুর অনেকগুলি ঘটনা

মানবাজার থানারবালিগুমা অঞ্চল ঃ মেট্যালা অঞ্চল ঃ পায়রাচালি অঞ্চল ঃ সমগ্র জামতোড়িয়া থানা পুঞ্চা থানার নোয়াগড় অঞ্চল ঃ বরাবাজার থানার বান্ধান অঞ্চল ঃ বলরামপুর থানার বেলা অঞ্চল চারা মরিতেছে ঃ বাঁধে জল নাই ঃ জনার প্রায় হয় নাই ঃ কৃষিকর্ম্ম বন্ধ

বারম্বার জানান সত্ত্বেও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের দুঃখজনক ঔদাসীন্য

অবিলম্বে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা না দিলে ব্যাপক মৃত্যু ঘটিবে

মানবাজার থানার বালিগুমা অঞ্চল, মেট্যালা অঞ্চল, পায়রাচালী অঞ্চল ও সমগ্র জামতোড়িয়া থানা এবং পুঞ্চা থানার নোয়াগড় অঞ্চল, বরাবাজার থানার বান্ধান-বানজোড়া অঞ্চল, বলরামপুর থানার বেলা অঞ্চল গুলিতে আদৌ বর্ষা হয় নাই। এ বৎসরের কৃপণ বর্ষা তাহাদের উপর আদৌ কৃপা করে নাই। এই অঞ্চলগুলির প্রায় সমস্ত স্থানে জলের চিহ্নমাত্র নাই। বাঁধে জল নাই। কৃষিকাজের আদৌ জল নাই।" ধানের চারা মরিতেছে। এই অঞ্চলগুলির বিস্তারিত বিবরণ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা জানাইয়াছি। মুক্তির আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বিগত ১৬ই আগষ্ট এইরূপ অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম - মানবাজার থানার বালিগুমা তুড়্যাং প্রভৃতি অঞ্চলে এই নিদারুণ অনাবৃষ্টি ও অজন্মের কারণে - সদ্য সদ্য কয়েক ব্যক্তি মারা গিয়াছেন। তুড়্যাং গ্রামে সর্ব্বশ্রী গুরুপদ সর্দ্দার (৯) ছুটু মুন্ডু (৬৫) কত্তিক মাহাত (৩২) বালিগুমায় শ্রীমতি লুলি মাহাতান অনাহারে মারা গিয়াছেন। হুড়া থানার নড়িহা গ্রামে শ্রীলবু সর্দ্দার অনাহারে মারা গিয়াছেন সংবাদ পাওয়া গেল।

পুরুলিয়া থানার বালিগাড়া গ্রামের যে বুধু মাহালীর দুই স্ত্রী ও এক কন্যা মারা গিয়াছিল—সেই বুধু মাহালীও বিগত ১৫ই আগষ্ট অনাহার জনিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বুধু মাহালীর ঘরের অবস্থা শুনিয়া কয়েকদিন পূর্ব্বে টাকা পাঠাইয়াছিলাম এবং ১৩ই আগষ্ট উহাদের গ্রামে গিয়া উহাকে দেখিয়া আরো খরচ পত্র দিয়া আসিয়াছিলাম। তখনই অবস্থা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল—শেষের এই অবস্থায়—এই ব্যবস্থাতেও তাহাকে হয়ত টিকাইতে পারা যাইবে না। তাহাই সত্য হইল।

অন্নাভাবে বিপন্ন হইয়া বালিগুমা, তুড়্যাং, জাঙ্গীদিরী ও বিজয়ডির ২২৪ জন নরনারী বিগত ৫ই আগষ্ট পুরুলিয়া আসে। এস, ডি, ওর সহিত সাক্ষাৎ করে। আগমনকারীগণের কয়েকজন আমার নিকট বলেন যে এস, ডি, ও তাঁহাদের বলেন, গভর্ণরের আগমন উপলক্ষ্যে তাঁহাদের সময় নাই। গ্রামাঞ্চলের জন্য বি, ডি, ও আছেন। তাহার কাছে যাও। ডি, সি অসুস্থ ছিলেন। সেজন্য তাঁহারা ভারপ্রাপ্তের কাছে যান—তিনিও আবেদন পত্রের উপর বি, ডি, ওকে তদন্তের ও ব্যবস্থার জন্য লিখিয়া দেন। গত ৭ই আগষ্ট ঐ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিরা বি, ডি, ওকে ঐ নির্দ্দেশ পত্র দেন। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত বি, ডি, ও তদন্তে যান নাই। এদিকে লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে—অবস্থা ভয়াবহ হইতেছে। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার প্রতিও যদি সরকারী ব্যবস্থা এরূপ চলে—তবে স্বরাজ জীবনই মূল্য হীন।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রসঙ্গ

মানভূম ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক মণ্ডলী তাঁহাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের দরুণ যে কয়েক সহস্র টাকা স্কুলের তহবিলে গচ্ছিত আছে তাহা ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনিবেন বলিয়া ফেরৎ চাহিয়াছেন। এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর এক বৈঠক বসে—কিন্তু কমিটী কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কারণ অডিটারের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া স্কুলের তহবিল চোটনাগপুর ব্যাঙ্কে রাখা হইয়াছিল—এবং ব্যাঙ্কটি সম্প্রতি বন্ধ হওয়ায় এক দারুণ সমস্যা দেখা দিয়াছে।

এডুকেশন কোড অনুযায়ী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীতে শিক্ষক প্রতিনিধি রাখিতেই হইবে—সুতরাং শিক্ষক প্রতিনিধি প্রেরিত না হওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিং কমিটী আইনতঃ গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু ভিক্টোরিয়া স্কুলের বর্ত্তমান ম্যানেজিং কমিটীতে কোনও প্রতিনিধি পাঠাইতে শিক্ষক মণ্ডলী অস্বীকৃত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ম্যানেজিং কমিটীর কার্য্যকলাপ, বিশেষ করিয়া শিক্ষকগণের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা তথা শিক্ষকদের প্রতি অনুষ্ঠিত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদে স্কুলের শিক্ষক মণ্ডলী অসহযোগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, স্কুলের একজন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক তাঁহাকে অন্যায়ভাবে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করার প্রতিবাদে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন।

হিন্দী অভিযানের সাময়িক বিরতি

বিহার বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রদেশের সমস্ত কলেজগুলির উপর নির্দ্দেশ জারী করেন যে ১৯৫৯ সাল হইতে সমস্ত পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর হিন্দীতে দিতে হইবে। এই নির্দ্দেশের ফলে বিহারের অহিন্দী ভাষাভাষী জনসাধারণ ও ছাত্রগণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ সুরু হয় এবং পাটনা, মজঃফরপুর, ভাগলপুর, দেওঘর, রাঁচী প্রভৃতি স্থানে সভাসমিতি করিয়া এই সার্কুলারের প্রবল প্রতিবাদ করা হয় এবং অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবী করা হয়।

প্রবল জনমতের চাপে, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী ১৯৫৯ সালের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরীক্ষার্থীগণ নিজ নিজ মাতৃভাষায় অথবা ইংরাজীতে পরীক্ষা দিতে পারিবেন।

মর্য্যাদার লড়াই

কলিকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রে বিধান সভার উপনির্ব্বাচন

পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা তথা সরকারের দুর্নীতি পোষণ নীতির প্রতিবাদ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের আইন ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মন্ত্রীত্ব ও কংগ্রেস দল ত্যাগের সাথে বিধান সভার সদস্য পদ ত্যাগ করিলে যে আসন শূন্য হয় তাহার উপনির্ব্বাচনের তারিখ আগামী ২৪শে আগষ্ট তারিখে ধার্য্য হইয়াছে। ঐ তারিখে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন এবং পশ্চিম বঙ্গের সকল বাম পন্থী দলগুলি তাঁহাকে সমর্থন করিতেছে। তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীবিজয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বহু চেষ্টার পর কংগ্রেস এই উপনির্ব্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করাইতে সক্ষম হয়। সুরু হইতেই কংগ্রেস—নানা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। ভোটার তালিকায় কারচুপী করিয়া বিশিষ্ট অকংগ্রেসী তথা কংগ্রেস বিরোধী ব্যক্তিদের নাম ভোটার তালিকা হইতে বাদ দেওয়ার অপচেষ্টা লইয়া যে দারুণ উত্তেজনা ও আন্দোলন হয় তাহাতে অন্যায়ী নির্ব্বাচনী কমিশনারকে স্বয়ং তদন্ত করিয়া এই অন্যায় ও অপচেষ্টার প্রতিবিধান করিতে হয়।

শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় পদত্যাগের কালে স্বয়ং মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় অথবা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষকে ভবানীপুর কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আহ্বান জানান। ফলে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী সরকারের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া, দুর্নীতির আশ্রয় এবং অর্থের স্রোত বহাইয়া শ্রীসিদ্ধার্থ রায়কে পরাজিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এই কেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা হইল প্রায় ৫৫ হাজার এবং ইহাদের অধিকাংশই শিক্ষিত। ফলে কংগ্রেস বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে ভাড়া করিয়া "স্বেচ্ছাসেবক" আসিয়া কংগ্রেসী প্রচার কার্য্য চালাইতে হইতেছে। এই উপনির্ব্বাচনের প্রতি কেবল পশ্চিমবঙ্গই নহে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন

দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের বিকল্প পরিকল্পনা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে ৩৫ হাজার উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের এক সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন বিভাগ তথা মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই উদ্বাস্তুগণকে মেদিনীপুর বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা রচিত হইতেছে।

স্থানীয় সংবাদ

লীগ খেলার খবর

আসঃ জিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ১৪ই আগষ্ট পুরুলিয়া জিলা দল, প্রতিদ্বন্দ্বী কুলটী দল মাঠে উপস্থিত না হওয়ায় "ওয়াক-ওভার" লাভ করিয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হইয়াছে। ১৮ই আগষ্ট পুরুলিয়া জিলা, জলপাইগুড়ি ও বাঁকুড়ার বিজেতা দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। নিম্নে পুরুলিয়া জিলা দলে নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হইল।

সেখ নবি (ক্যাপ্টেন), অজিত পাল (ডেপ্টী), তেজনারায়ণ সিং (রবি), সুনীল চ্যাটার্জ্জী, তারক ঘোষ (তোতন) কমল তোকদার, রামকৃষ্ণ লীলা, মহাদেব গরাঁই, নন্দ গাঙ্গুলী, টুলু কর, পরেশনাথ, বি, এন, দাস, আলম, অজিত গরাঁই, কল্যাণ টিকি।

এ সপ্তাহে লীগ খেলায় মণিংষ্টার দল, সি, ওয়াই, এম, একে পরাজিত করিয়া দুই পয়েণ্ট লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পুলিশ ও বি, এফ, সি দলের বিজয়গতি অব্যাহত রহিয়াছে। মণিংষ্টার এর সেণ্টার হাফ এর খেলা খুবই উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। এই খেলোয়াড়টির ভবিষ্যত সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়।

১৬।৮।৫৮	বি, এফ, সি—২	সেণ্ট বর্ণবাস—০	
১২।৮।৫৮	পুলিশ— ৫	জে, কে, কলেজ—০	
১৩।৮।৫৮	মর্ণিংষ্টার— ২	সি, ওয়াই এম, এ—০	
১৬।৮।৫৮	পুলিশ— ৫	কোতকা—১	

ঝালদা স্পোর্টস এসোসিয়েশন, মানভূম স্পোর্টস এসোসিয়েশনের আফিলিয়েশন লইয়াছে।

আসঃ জিলা প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়া জিলা জলপাইগুড়ি জিলাকে ৩—১ গোলে পরাজিত করিয়া সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছে। বিশদ বিবরণ পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা
(বিহার)

বিজ্ঞাপন

শ্রীরামকৃষ্ণ তপানন্দ চতুষ্পাঠীর জন্য গভর্মেণ্ট প্রদত্ত তীর্থ উপাধি প্রাপ্ত সংস্কৃত পণ্ডিত আবশ্যক। ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনার যোগ্যতাসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন। বেতন সরকারী নিয়মানুযায়ী দেওয়া হইবে।

স্বামী মায়েশানন্দ
সম্পাদক,
শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ, পুরুলিয়া।

জমি বিক্রয়

৺ভবতারণ সরকার রোডে অবস্থিত ভদ্রপল্লীতে বাড়ী বা-গুদাম করার উপযোগী জমি বিভক্ত প্লটে বা সমগ্রভাবে জমিটি বিক্রয় করা হইবে।

শ্রীকান্তি বিলাস মুখোপাধ্যায়
পুরুলিয়া ডাগ হাউস।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে-পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

সরকারী দপ্তরের কার্য্যধারা

পুরুলিয়া সহরের জনৈক "ভুক্তভোগী" অভিযোগ করিতেছেন :—কয়েক মাস হইতেই পুরুলিয়াতে বিলিতি মুরগী পালন ও প্রচার করিবার জন্য গভর্মেণ্ট কর্তৃক একটি অফিস খোলা হইয়াছে এবং সেখান হইতে মুরগী বিক্রিও হইতেছে। মুরগী বিক্রি করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ শৈশব অবস্থায় উহারা যাহাতে কোন রোগে আক্রান্ত হইতে না পারে তাহার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, এবং পরে অর্থাৎ বিক্রি হওয়ার পর, যদি কোন রোগে আক্রান্ত হয় তাহা হইলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় এবং মুরগী পালন সম্বন্ধে উপদেশও দেওয়া হয়। এইরূপ "সুব্যবস্থা" দেখিয়া মাঝিড়িহা, তুলমী, ভাটবাঁধ প্রভৃতি স্থানের কয়েকজন ভদ্রলোক মুরগী পরিদ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ঐ অফিস হইতে কেনা অধিকাংশ মুরগীগুলি কোন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। এই বিষয়ে উপরোক্ত সরকারী অফিসে সংবাদ দিলে তাঁহাদের নিকট হইতে উপদেশ আসে—"কি করি বলুন ? ১০০টী রোগাক্রান্ত মুরগী না হইলে আমরা চিকিৎসা করিতে পারি না ; আর চিকিৎসা করিয়ে কি হবে বলুন ? আপনি ত প্রচুর জিম পাইয়াছেন," (অর্থাৎ এখন মরিলেও ক্ষতি নেই)। আমি জিজ্ঞাসা করি "এই এই অবস্থা উপদেশ দিবার জন্যই কি গভর্মেণ্ট এই অফিসটি চালাইতেছেন ?" অবশ্য এই প্রশ্নের কোনও উত্তর পাই নাই।

আমি এই পত্রদ্বারা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও সঙ্গত মত সুব্যবস্থার দাবী করিতেছি। যদি উন্নততর সুব্যবস্থা ও কার্য্যের আন্তরিকতা না থাকে তবে জনসাধারণও আর মুরগী পালন করিয়া অর্থের অপব্যয় করিবে না।

—*—

মানবাজারে দারুণ অন্নকষ্ট

মানবাজার থানার বিজয়ডি, জাঙ্গিদিরি, বালিগুমা, তুড্যাং প্রভৃতি গ্রামের যথাক্রমে সর্ব্বশ্রী সাধুচরণ কুইরী, আঘনু মাহাত, নবকিশোর মাহাত, সুচাঁদ মর্দ্দন্তা, ও মাধব কুইরী জানাইতেছেন :—গত তিন বৎসর যাবৎ অনাবৃষ্টির ফলে এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ অনশনে অর্দ্ধাশনে দিন অতিবাহিত করিতেছে। কেহ কেহ বা গাছের পাতা শাক ও অন্যান্য ফল মূল ভক্ষণ করিতেছে।

গত ৫।৮।৫৮ তারিখে নূনপক্ষে পাঁচ শতেরও অধিক গ্রামবাসী তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা জানাইবার জন্য পুরুলিয়াতে জেলাধীশ মহোদয়ের নিকট যাত্রা করে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন তিনি অসুস্থ থাকায় যিনি ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তিনি উক্ত আবেদনে মানবাজার ১নং ব্লকের B. D. O. সাহেবকে প্রতিকারের ও তদন্তের জন্য লিখিয়া দেন। পরে আমরা S. D. O. সাহেবকে জানাইলাম তিনিও B. D. O. সাহেবকে সাহায্য এবং রিলিফের ব্যবস্থা করিবার জন্য লিখিয়া দেন। আমরা উক্ত আবেদন B. D. O. সাহেবকে জানাইলে তিনি শীঘ্রই প্রতিকার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোনই উপায় অবলম্বন করেন নাই। আমরা এখন কি ভাবে দিন অতিবাহিত করিব, কোথায় যাইব, তাহার কোনই উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান বৎসরেও আমাদের এখানে মোটেই বৃষ্টি হয় নাই; তাহার ফলে এখনো পর্য্যন্ত আমাদের রোপ জমিও একপাদি পর্য্যন্ত লাগান হয় নাই।

অনাহারে এ অঞ্চলের ২।৩ জন গ্রামবাসী মৃত্যুর কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এবং অনেক গ্রামবাসী মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণিতেছে; কেহ কেহ এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেছে—এ ভয়াবহ দৃশ্য যাঁহারা অবলোকন করিয়াছেন তাঁহারাই এই দৃশ্য

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা | পুরুলিয়া, সোমবার ৮ই ভাদ্র ১৩৬৫—২৫শে আগষ্ট ১৯৫৮ | বার্ষিক মূল্য—৬৲ নগদ মূল্য—৵০ বা নয়া ১৩ পয়সা

অনাবৃষ্টির অঞ্চল-সমূহের ব্যাপকতা তজ্জনিত ভয়াবহ পরিস্থিতি

এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত বিপন্ন অঞ্চল ও গ্রামসমূহের নামপ্রকাশ

অবিলম্বে এই সকল অঞ্চলে কাজ দেওয়া, সহায়তা, ঋণ, সস্তার দোকান প্রভৃতির ব্যবস্থা দরকার

পুরুলিয়া জেলার যে কয়েকটি অঞ্চলে এখনো পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই এবং তাহার ফলে যে সকল স্থানে ধানের চারা মরিতেছে—পুষ্করিণীতে জল নাই—জনার নষ্ট হইয়াছে এবং অন্য সকল স্থানের চেয়েও অধিকতর অন্নকষ্ট ভয়াবহরূপে দেখা দিতেছে—এমন কি অনাহারে সম্প্রতি কয়েকজন মারা গিয়াছে—সেই স্থানগুলির মোটামুটি নামতালিকা দিতেছি। এরূপ অবস্থায় জেলার আর কোনো অঞ্চল বা গ্রাম বিপন্ন হইয়া থাকিলে জনসাধারণকে অবিলম্বে সংবাদ পাঠাইতে অনুরোধ জানাই।

মানবাজার থানার বালিগুমা অঞ্চল

১। বালিগুমা ২। বিজয়ডি ৩। তুড্যাং ৪। জাঙ্গীদিরী ৫। টুইকা ৬। তাঁতিডি ৭। দামদা ৮। ডুঁড়কু ৯। কামতা ১০। বামুনডিহা ১১। কাঁসা ১২। ধনড়া ১৩। কলাবনী ১৪। মাহালীডি ১৫। কুদা (সামান্য কিছু জল পেয়েছে) ১৬। কেশর পড়িয়া (সামান্য কিছু জল পেয়েছে) প্রভৃতি।

মানবাজার থানার মেট্যালা অঞ্চল

১। জবলা ২। খাটচিরি ৩। ধোবারডি ৪। সিন্দুরপুর ৫। জিতুজুড়ি (সামান্য কিছু জল পেয়েছে) ৬। নডিহা ৭। বাঁইকা ৮। পাঁড়কিডি ৯। জাগদা কচা ১০। মৌজাডি

১১। নামকাগড়্যা ১২। কাটাগড়্যা ১৩। মুদিখাল ১৪। বেঁইকা প্রভৃতি।

মানবাজার থানার পায়রাচালি অঞ্চল

১। সিমচেকা ২। খয়েরবনী ৩। বনকাঠী ৪। ডাবর ৫। মইসামুড়া ৬। ঢেকিয়া ৭। কোলডিংগা প্রভৃতি।

জামতোড়িয়া থানা

সমগ্র জামতোড়িয়া থানার প্রায় সমস্ত গ্রাম।

পুঞ্চা থানার নোয়াগড় অঞ্চল

১। নোয়াগড় ২। চান্দড়া ৩। দেওরাং ৪। কেন্দা ও কেন্দার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম ও আরো কতকগুলি গ্রাম।

বরাবাজার থানার বান্ধান-বানজোড়া অঞ্চল

১। বান্ধান ২। বানজোড়া ৩। উলদা ৪। কাঁদয়া ও অন্যান্য গ্রাম।

বলরামপুর থানার বেলা অঞ্চল

১। বেলা ২। জামনগর ৩। রসুলডি ৪। ডাভা প্রভৃতি।

বিগত ১৬।৮।৫৮ তারিখ পর্য্যন্ত আমি কতকগুলি অঞ্চল ঘুরিয়াছি এবং আমাদের বিশিষ্ট কর্ম্মীরা কতক অঞ্চল ঘুরিয়াছেন। ইহারই ফলস্বরূপ এই তথ্য। এই অঞ্চলগুলির কোথাও একেবারেই জল হয় নাই—কোথাও নামমাত্র জল হইয়াছে।

সম্প্রতি সংবাদ পাইলাম—পুঞ্চা থানার—নামোদেউলী অঞ্চলে—নামোদেউলী, বড়গড়া, বিরভাং, গোয়ালডি, রঘুনাথপুর, লাখরা, বালিগুমা, সর্দ্দারডি প্রভৃতিতে জল বিশেষ হয় নাই লোকে কষ্ট পাইতেছে।

বৃষ্টির অভাবে এই সকল অঞ্চলে চাষও হয় নাই—সুতরাং চাষের কাজও নাই; ফলে বেকার অবস্থায় জীবিকা সংস্থানের কোনও উপায় না পাইয়া বহু গ্রামবাসী স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘর ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া যাইতে সুরু করিয়াছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

—*—

মিউনিসিপ্যাল শিক্ষক সম্মেলনীর অষ্টাদশ অধিবেশন

গত ১৭ই আগষ্ট রবিবার দিন জগদীশ চন্দ্র মুখার্জী হলে (হরিপদ সাহিত্য মন্দির) পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনীর অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাননীয় ডাঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তি (এম, এল, সি) মহাশয় সভাপতিত্ব করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীময়ূখনাথ অধিকারী, নিখিল ভারত শিক্ষক সংস্থার প্রাথমিক শাখার সম্পাদক শ্রীসুজন সরকার ও ইলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীনির্মল বোস মহাশয়গণ বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন।

উক্ত দিনে বেলা ৩ ঘটিকায় প্রকাশ্য অধিবেশনে শিক্ষিকা শ্রীমতী অনিমা মল্লিকের উদ্বোধনী সংগীত এবং সম্পাদক শ্রীশঙ্করলাল দে মহাশয়ের সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠের পর প্রাথমিক শিক্ষকগণের দুরবস্থা এবং বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা সরকারী এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যের কঠোর সমালোচনা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষাকে সুষ্ঠু ও সুনির্দ্দিষ্টভাবে পরিচালনা করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানান এবং বক্তৃতার পর পুরুলিয়া জেলার, বিশেষ করিয়া, পুরুলিয়া সহরের মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্গত প্রাথমিক শিক্ষকগণ যে চরম শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন অবিলম্বে তাহার প্রতিকারকল্পে রাজ্য-সরকার ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই সভায় স্থানীয় নাগরিকগণের পক্ষ হইতে কয়েকজন ভাষণ দেন। সম্মেলনীর সহ-সম্পাদক শ্রীপরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষকগণের শোচনীয় দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করিয়া তাহার প্রতিকারার্থে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

৮ই ভাদ্র, সোমবার

সামান্য ভুল!

প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নিজেই 'সামান্য ভুল' করিয়াছেন! তিনি এতদিন বুঝিতে পারেন নাই দেশের কৃষি সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দিবার কিছু আছে। দু বছর আগে পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণাই ছিল না যে দেশের খাদ্য সমস্যা এত গুরুতর সমস্যা। কৃষি সমস্যার সহিত খাদ্য সমস্যা যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাহা শ্রীনেহেরুর বোধগম্য হইল গত চারি বৎসর ধরিয়া আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় কৃষি উৎপাদন বিঘ্নিত হওয়ায় দেশ দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় পৌছানোতে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে অর্থাৎ আট বৎসর ধরিয়া পরিকল্পনার রূপায়ণ চলিতে থাকার পর প্রধান মন্ত্রী উপলব্ধি করিতেছেন যে ভারতে কৃষির উন্নতির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আর নাই।

এই সামান্য ভুল প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ দিল্লীর মসনদে বসিয়া শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষ হইতে দেশ শাসন ও বিমান যোগে পৃথিবী পর্য্যটন এবং টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠীর আদর আপ্যায়নে তাঁহার মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দেশ বুঝি এইরূপ রঙ্গীন ও মনোরম এবং দেশবাসীও এইরূপ ঐশ্বর্য্যশালী। এই রঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া স্বদেশী ও বিদেশী কায়েমীস্বার্থদের প্রভাবিত পরিকল্পনার যে মন্ত্রগুপ্ত প্রধানমন্ত্রী লাভ করিলেন তাহার রূপ ও বিকাশ আমরা গত আট বৎসর ধরিয়া দেখিতেছি।

রাতারাতি ভারতকে আমেরিকা বা রাশিয়ায় পরিণত করিবার স্বপ্নে দেশে বড় বড় কলকারখানা, কোটী কোটী টাকার ঠিকা, প্রভৃতি বাবদ জলের ন্যায় অর্থব্যয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপব্যয়—করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে যে সোজা কথা অতি সহজেই বোঝা যায় —সেই সত্য পণ্ডিত নেহেরু এতদিন উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। গজদন্তের অট্টালিকার পদ্মকোরকভোজীদের ন্যায় বাস্তব জগতকে উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন।

দেশের প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক কৃষিজীবি। সুতরাং ভারতের অর্থনীতিও মূলতঃ কৃষি নির্ভরশীল। এই দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য কৃষির উন্নতি ও প্রসার রাষ্ট্রের যে প্রথম এবং প্রধানতম দায়িত্ব —তাহা উপলব্ধি করিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আট বৎসর সময় লাগিল। ভারতের যে কোনও বাস্তব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে প্রাথমিক অবস্থায় কৃষি কেন্দ্রিক হওয়া অপরিহার্য্য আমাদের পরিকল্পনা বিশারদ প্রধানমন্ত্রী এতদিনে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। আট বৎসর পরের এই তিক্ত শিক্ষালাভ—বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে আরও কত বৎসর অতীত হয় তাহাই দ্রষ্টব্য।

প্রথম হইতে কৃষি কেন্দ্রিক পরিকল্পনা রচিত হইলে —আজ ভারত সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ গ্রহণ করিত। এই নির্জ্জলা নিষ্ফলা দেশ সত্য সত্যই সুজলা সুফলা হইয়া উঠিত। কৃষির উন্নতি ও প্রসারের জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থা,—যথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা, উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ, পশু চিকিৎসার সুব্যবস্থা, কৃষিযোগ্য পতিত জমি উদ্ধার, গ্রাম্য রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্ম্মাণ, প্রভৃতি—অবলম্বিত হইত, তাহা হইলে কৃষি উৎপাদনও ক্রমবর্দ্ধমান হারে বৃদ্ধি পাইত এবং পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর হইতেই চাষীর উদ্বৃত্ত ফসল পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য পুনরায় বিনিয়োগ করা সম্ভব হইত। এই ভাবে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের এক বিপুল অংশ দেশের কৃষিজ উৎপাদন হইতে লাভ করা সম্ভব হইত। বর্ত্তমানের মত অনাহার জর্জ্জরিত দেশবাসীকে ট্যাক্সের ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হারে আরও জর্জ্জরিত হইতে হইত না।

আমাদের দেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি-নির্ভরশীল হওয়ায় কৃষির উন্নতির সহিত চাষীর ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কাপড়, তেল, নুন, ঔষধ প্রভৃতি বিবিধ ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইত। ইহাতে দেশের শিল্প বাণিজ্যের সমৃদ্ধি স্বাভাবিক গতিতে বাড়িয়া চলিত। কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতী, প্রভৃতি কুটীর শিল্পের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন বৃত্তি ভোগী সম্প্রদায়ও পূর্ণভাবে

কাজ পাইত। ফলে দেশের আর এক বিরাট শিল্পী সম্প্রদায়েরও জীবিকার সংস্থান হইত।

একদিকে কৃষি কার্য্যে যেমন অধিকতর পরিমাণে জনবল প্রয়োজন হওয়ায় বেকার চাষীর সংখ্যা কমিয়া আসিত—অন্যদিকে কৃষির উন্নতির অপরিহার্য্য অঙ্গ স্বরূপ গ্রাম্য রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কারে বিরাট সংখ্যক শ্রমজীবি নিযুক্ত হইয়া দেশে সুস্থ সবল বেকারের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে বিলোপ করাও সম্ভব হইত।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারও অপরিহার্য্য। দেশে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের এক সুষ্ঠু ও বাস্তব পরিকল্পনা এই সঙ্গে গ্রহণ করিলে—দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও উল্লেখ যোগ্যরূপে হ্রাস পাইত।

সুতরাং কৃষি কেন্দ্রিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের দ্বারা দেশের শতকরা ৯০ জন দুঃস্থ, বেকার ও দারিদ্র্য জর্জ্জরিত দেশবাসীর মোটা ভাত কাপড়ের অন্ততঃ সংস্থান হইতে পারিত; এবং এইরূপ পরিকল্পনার ষষ্ঠ বা সপ্তম বর্ষ হইতে দেশের জন্য অত্যন্তপ্রয়োজনীয় কল কারখানা ও বৃহৎ শিল্প স্থাপন ও প্রসার সম্ভব হইত এবং পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ সমস্যা বর্ত্তমানের মত জটিল ও কুটিল হইয়া দাঁড়াইত না। আর দেশব্যাপী টেষ্ট রিলীফ, খয়রাতি সাহায্য ও মডিফায়েড রেশন দোকানের প্রয়োজন হইত না; বা ইহাদের মাধ্যমে পুকুর চুরিও চলিত না।

নেহেরু শাসিত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির কল্যাণে চাষী আজও কেবল চাসেরই মালিক; আর বিদেশী আমলের ন্যায় এখনও স্বদেশী শাসক প্রভুরাই গ্রাসের মালিক। এই নেহেরু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশকে দিয়াছে এবং দিতেছে দুর্ভিক্ষ, অনাহার, বেকারী, দুর্নীতি ও ভিক্ষার পাত্র। দেশ দেউলিয়া হইতে বসিয়াছে—মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যমূল্য আগুনের মত বাড়িয়া চলিয়াছে—আর দেশের দুর্দ্দশা যত বাড়িতেছে—সরকারী বিলাস ব্যসনও সেই পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। নেহেরুর এই "সামগ্র ভূম্বের" খেসারৎ দেশবাসীকেই কড়ায় গণ্ডায় দিতে হইতেছে; আর আমাদের শাসকবর্গ বেশ বহাল তবিয়তেই আছেন—তাঁহাদের ভোগ বিলাসের ব্যবস্থার কোথাও কোনও ত্রুটি ঘটিবার উপায় নাই।

অবাস্তব পরিকল্পনার এই নির্লজ্জ স্বীকৃতির পরও "গণতন্ত্রের ঘাঁটি" আগলাইয়া এই অপদার্থ শাসন ব্যবস্থা আজও টিকিয়া আছে।

*

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র গুজরাট প্রদেশ গঠনের দাবীতে আন্দোলনে যে সকল শহীদ আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য মহাগুজরাট পরিষদ কর্ত্তৃক আমেদাবাদ সহরে এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া ১৫ই আগষ্ট তাহার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে, উপরোক্ত স্মৃতিস্তম্ভটি কংগ্রেস অফিসের সম্মুখে নির্ম্মিত হওয়ায় কংগ্রেস তথা কংগ্রেস সরকারের চক্ষুপীড়ার কারণ হয়। ফলে, পুলিশ ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বেই স্মৃতিস্তম্ভটি ঐ স্থান হইতে সরাইয়া দেয়। এই ঘটনায়, আমেদাবাদ তথা সমগ্র গুজরাটে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং যথারীতি পুলিশের লাঠি ও গুলি চলে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ও প্রতিবিধানকল্পে, মহাগুজরাট জনতা পরিষদ কর্ত্তৃক সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সুরু করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমেদাবাদ পৌর সভার এক অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস ভবনের সম্মুখস্থ ট্রাফিক সার্কেলে মহাগুজরাট জনতা পরিষদকে শহীদস্তম্ভ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাই সরকার সঙ্গে সঙ্গে এক আদেশ জারী করিয়া আমেদাবাদ পৌর সভার উপরোক্ত প্রস্তাবটিকে অবৈধ ঘোষণা করিয়াছেন। প্রাণীজগতে এক শ্রেণীর জীব লাল বর্ণ দেখিলেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে—সেইরূপ ভাষা-সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের উত্থাপন মাত্রই জোড়া-বলদ-লাঞ্ছিত কংগ্রেসী সরকারও উন্মত্ত হইয়া উঠেন দেখা যাইতেছে।

ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে পাকিস্তানী বাহিনীর হানা, গুলিবর্ষণ, লুঠতরাজ প্রভৃতি অব্যাহত আছে আর এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তান গবর্ণমেণ্টের নিকট ভারত সরকারের তীব্র প্রতিবাদেরও বিরাম নাই। এদিকে সীমান্ত অঞ্চলবর্ত্তী ভীত সন্ত্রস্ত নরনারী গ্রাম ছাড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় উদ্বাস্তু হইতেছে। ফলে, এক নূতন উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দিয়াছে।

বান্দোয়ান বিদ্যাপীঠের প্রতিনূতন কৌশল

সরকারী চক্রান্তের আর এক ছদ্মবেশ

বিদ্যাপীঠে সরকারী অনুচর ঢোকাইবার সরকারী অভিসন্ধি

ডি, আই এর অনুগৃহীত অবৈধ বিদ্যালয়ের মুখরক্ষার ব্যর্থ অপচেষ্টা

অসাধু কৌশলে বিদ্যাপীঠের মঞ্জুরী আটক রাখিবার দায়িত্ব ডি, আইকে বহন করিতে হইবে

সরকারী এই বিসদৃশ রাজনীতির উত্তরে বিদ্যাপীঠ সভাপতির পত্র

সরকার তথা ডি, আই ভুলিয়াগিয়াছেন বিহারের ইতিহাস ঃ এখনো সামলাইবার অবকাশ আছে

এই চক্রান্ত চলিতে থাকিলে ইহার উপযুক্ত উত্তর দেখিবে

শ্রীযুক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুল্‌স্ মহোদয় সমীপে :—
পুরুলিয়া।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১৯শে জুলাই (১৯৫৮) তারিখের পত্র পেলাম। পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

বিগত ১০।৬।৫৮ তারিখে স্কুলের সমস্যা ও সরকারী আচরণ সম্পর্কে আপনার নিকট আমি যে পত্র দিয়েছিলাম আমি আশা করেছিলাম তার উত্তর আমি অবশ্যই পাব। কিন্তু তার উত্তর না এসে আপনার এইরূপ পত্র আসায় আমি খুবই বিস্মিত হলাম।

গতবারের পত্রে আমি আপনাদের স্কুলের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের প্রশ্ন এবং তদ্বিষয়ে সরকারের অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্ম্মধারাসমূহের কথা লিখেছিলাম এবং তৎসহ বান্দোয়ানে শ্রীঅমরনাথ ঝা প্রস্তাবিত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামক তথাকথিত যে জাল অবৈধ স্কুলটি আছে—তার বিষয়েও শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় অবৈধ আচরণের সম্পর্কে বহু অভিযোগ উত্থাপন করেছিলাম। এই পত্র প্রকাশিতও হয়েছিল। আপনি এ পর্য্যন্ত এ সবের কোনো উত্তর আমার কাছে দিতে পারেন নি।

উত্তর না দিয়ে এই অবাঞ্ছিত স্কুলটিকে আমাদের স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত করা বিষয়ে এক প্রস্তাব দিয়েছেন এবং তজ্জন্য আমাদের ম্যানেজিং কমিটিকে বাংলার ম্যানেজিং কমিটির আইন অনুসারে পুনর্গঠিত করার সর্ত্ত দিয়াছেন।

বঙ্গভূক্তির পর থেকে এই দীর্ঘ দু বৎসর ধরে আপনারা এই স্কুলের ন্যায়সঙ্গত অধিকার এড়িয়ে যাবার জন্য বহু কাণ্ড করেছেন ও করছেন এবং তা যে রাজনৈতিক অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্যেই তা আজ জেলার কারো অবিদিত নেই। আমাদের স্কুলের ন্যায়সঙ্গত মঞ্জুরীর জন্য ক্রমাগত আমাদের আবেদন ও দাবীর চাপে পড়ে অবশেষে এর অধিকারকে এড়াবার কৌশলরূপে আপনি যে এক উদ্ভট প্রস্তাব দিয়েছিলেন—তার অসারতা ও অসমীচীনতা বিশ্লেষণ করে আমি আপনাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে প্রমাণযোগ্যরূপে আমার পূর্ব্বপত্রে প্রতিপন্ন করি। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি অনুবিধেয় পড়ে এর কোন উত্তর না দিয়ে—এই দীর্ঘদিন সম্পূর্ণ নীরব থেকে তারপর ইতিমধ্যে আমাদের স্কুলকে বিপন্ন করবার এবং এর সহজ অধিকারকে এড়িয়ে যাবার আর এক কৌশল উদ্ভাবন ক'রে আমার নিকট আজ আবার এক প্রস্তাব দিয়েছেন—সংযুক্তি করণ ও বাংলার ম্যানেজিং কমিটির আইন।

অর্থাৎ আমাদের স্কুলের শান্তিপূর্ণ কর্ম্মজীবনের মধ্যে ঐ জাল অবৈধ স্কুলের কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল সমাজবিরোধী স্কুল কর্ম্মচারীকে ঢুকিয়ে আমাদের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা এবং ঐ সকল সরকারী তাঁবেদার-

দের দিয়ে স্কুলের জীবনে সরকারী অভিসন্ধি প্রবেশ করাতে চেষ্টা করা; এবং উপরন্তু বাংলার যে ম্যানেজিং কমিটির আইনে আমলাতান্ত্রিক উপদ্রবের ক্ষেত্র প্রশস্ত ক'রে রাখা হয়েছে—সেই আইন জেলার কোথাও লাগু হবার পূর্ব্বে আমাদের স্কুলে লাগু ক'রে স্কুলের ওপর অধিকতর সরকারী কর্ত্তৃত্বের ক্ষেত্র সৃষ্টি করা।

এ ছাড়াও আপনাদের আর এক উদ্দেশ্য এই যে, আজ প্রকাশ্যভাবে যখন প্রমাণিত হয়েছে—আপনাদের স্নেহপুষ্টে ঐ জাল বেআইনী স্কুলকে আপনারা অবাঞ্ছিত ভাবে—বেআইনীভাবে সহায়তা দিয়ে যাঁচ্ছেন—এবং তার জন্য যখন অচিরেই আপনাদের এই তাঁবেদারের তথা স্কুলের নামে পরিচালিত তাদের ঐ আড্ডাখানাকে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করতে হবে—তখন এই অনুগৃহীত তাঁবেদারদের একটা ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া এবং তার সঙ্গে সরকারী তাঁবেদার নয় এহেন "ঋষি নিবারণ চন্দ্র বিদ্যাপীঠের"-প্রতি রাজনৈতিক ক্ষতি করে যাওয়া—এক ঢিলে দুই পাখী মরবে। যেমন ব্রিটিশ যাবার সময় পাকিস্থানের সৃষ্টি ক'রে গেছেন।

আজ আমাদের কাছে প্রশ্ন এই যে, আপনাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবার অনুকূলে এবং আপনাদের অনুগ্রহপুষ্ট অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের অনুকূলে ব্যবস্থা করার জন্য কি আমাদের স্কুলের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে বিপন্ন করতে হবে? আপনাদের এত সব বিভ্রান্তিজনক গোলমাল সহ্য করতে হবে? আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে সহজ অধিকার রয়েছে কখনো কি তার সোজাসুজি বিচার হবে না? তার ন্যায়সঙ্গত দাবী বিষয়ে সরকারের মনোভাব কি এবং সরকারের সার্ব্বজনীন কর্ম্মধারাই বা কি তা নির্ণীত হবে না?

কোনো ন্যায়সঙ্গত স্কুলের অগ্রগতি নষ্ট করার জন্য তার পাশে কোনো এক সরকার যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোনো এক অবাঞ্ছিত বেআইনী অপদার্থ জাল স্কুল তৈরী করে থাকেন এবং আর এক সরকার যদি তাকে কোনো এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে পালন পোষণ করতে থাকেন এবং তার প্রতি যদি জনগণের আদৌ আস্থা না থাকে বা তার কারণে যদি শাসনতান্ত্রিক জটিলতা দেখা দিতে থাকে—তবে সেই জাল স্কুলের ভবিষ্যত কি হবে বা তার সমস্যার সমাধান কি ক'রে হবে—তার দায়িত্ব এবং তার জন্য দায়ধাক্কা কি ঐ ন্যায়সঙ্গত স্কুলকে বহন করতে হবে?

আজ আমাদের তথা জেলার জনসাধারণের জলন্ত দাবী এই যে, বিহার সরকারের দ্বারা অবৈধভাবে গঠিত এবং বাংলা সরকারের দ্বারা সম্পূর্ণ অবৈধ অন্যায়ভাবে পরিচালিত বান্দোয়ানের এই জাল অবৈধ শ্রীঅমরনাথ বা তথাকথিত স্কুল ও এই জেলায় খাড়া করা এই জাতীয় অন্যান্য স্কুল বিষয়ে সরকারী কর্ম্মধারা কি হবে সে বিষয়ে অবিলম্বে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করা হোক।

এই সূত্রে একটা প্রশ্ন উঠছে। পাশাপাশি দুটো স্কুল গড়ে উঠলে যদি বা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়—তবে সেই অবাঞ্ছিত ধারা হ'তে দেওয়াই সরকারের উচিত হয় কি না? পাশাপাশি এক শ্রেণীর বহু স্কুল পুরুলিয়ার একসঙ্গে চলতে পারে, তবে বান্দোয়ানে তা চলতে পারে না কি? আর বান্দোয়ানে যদি তা চলতে না পারে বা তা যদি উচিত না হয়েছে—তবে বিহার সরকার একটা ন্যায়সঙ্গত স্কুলের পাশে একটা সমপর্য্যায়ের এরূপ অসঙ্গত স্কুল খোলার অনুমতি দিলেন কেন? এবং যদি তা অন্যায়ভাবে করেছেন তবে বাংলা সরকারই বা তাকে রাখলেন কেন এবং স্নেহেই বা তাকে বাংলা সরকার পুষ্ট করছেন কেন? এবং এর জন্য যদি সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে—তবে তার জন্য সরকারীই দায়ীরূপে তার সমাধানের ঝামেলা সহ্য করবেন কি না বা সরকারের অপরাধের জন্য অপরকে দণ্ড বহন করতে হবে কি না?

আমি মনে করি—বান্দোয়ানের ঐ অবৈধ জাল স্কুলকে আপনি অন্যায়ভাবে বেআইনীভাবে—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সহায়তা দিয়ে আসছেন—সমস্ত জেনে বুঝেও। এর জন্য আপনাকে নিশ্চয়ই উত্তর দিতে হবে—বেআইনী সমর্থন জানাবার জন্য এবং জনগণের অর্থ এইভাবে তছরূপে সহায়তা করার জন্য। আমরা দেখতে চাই—এই অবৈধ কাজের অপরাধ বাংলা সরকার আর কত বাড়িয়ে যাবেন।

জনগণ চায়—রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত এই জাল অপদার্থ স্কুলগুলির প্রতি সর্ব্বপ্রকার সরকারী সহানুভূতি ও সাহায্য বন্ধ ক'রে এগুলি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা ক'রে জেলার শিক্ষাক্ষেত্রকে জটিলতা থেকে মুক্ত করা হোক। সরকারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চালাতে দেবার জন্য এই সব জাল স্কুলগুলির বিষয়ে সরকার বা জেলার শিক্ষাক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ—জটিলতা সৃষ্টি করতে থাকুন—জনগণ আদৌ চায় না। এবং সরকারও আশা করতে পারেন না যে সরকারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও জটিলতা সৃষ্টির প্রয়োজনে পরিকল্পিত এই সব সংযুক্তি কখন প্রভৃতির প্রস্তাবে জনগণ সামিল হবে—অংশভাগী হবে। জনগণ দাবী করে—সরকারের তাঁবেদার এই সব স্কুলের অবাঞ্ছিত কমিটিগুলিকে গণ্য করা বন্ধ ক'রে—তার সাহায্য বন্ধ ক'রে সরকার দৃঢ় কর্ম্মনীতি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরা সর্ত্ত অনুসারে সরকারের অধিকার থাকলে স্কুলের সম্পত্তি অন্য জনপ্রিয় ম্যানেজিং কমিটির হাতে সমর্পণ ক'রে দিন। সরকারী পোষণ নীতি বন্ধ হলেই এগুলি জনগণের হাতে জনপ্রিয় ম্যানেজিং কমিটির ব্যবস্থায় গিয়ে পড়বেই—একথা আমরা বিশ্বাস করি।

আপনি সর্ত্ত দিয়েছেন—ম্যানেজিং কমিটি গঠনের বিষয়ে বাংলার আইন অনুসারে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি গঠিত করতে হবে। এই প্রশ্ন আমরা মনে করি বিচ্ছিন্নভাবে বান্দোয়ান স্কুলের প্রশ্ন নয়। সমগ্র জেলার প্রশ্ন। তাছাড়া আমরা মনে করি—বান্দোয়ানের সম্পর্কে এই কথাও আপনারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই তুলেছেন।

বক্তৃতার প্রথম দিন থেকে আমরা বারম্বার বাংলা সরকারকে জানিয়েছিলুম যে জেলার বহু স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে, বিহার সরকারের বেআইনীয় প্রচেষ্টায় ও ব্যবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে—সেজন্য জেলার সমস্ত ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠনের জন্য সরকার একটা সাধারণ ব্যবস্থা এবং সাধারণ উদ্যোগ গ্রহণ করুন। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কারণে যেমন বাংলা সরকার জেলার দুষ্ট ক্ষতস্বরূপ বেআইনী পঞ্চায়েৎগুলিকে আজও কায়েম রেখে চলেছেন—ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই এই ম্যানেজিং কমিটিগুলিও সরকার আজও পর্য্যন্ত কায়েম রেখে চলেছেন—জনগণের অনুরোধ শোনেন নি। আজ যদি জেলার সমস্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠনের প্রশ্ন না উঠে—তবে কোন্ অধিকারে—বান্দোয়ান স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি বদলাবার প্রশ্ন উঠে—আমরা বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করি।

ঐতিহাসিক বান্দোয়ান স্কুলের মজুরী পাবার ন্যায়সঙ্গত সহজ সরল অধিকারের প্রশ্নকে বারবার এড়িয়ে—যেমন আজ আবার অনাবশ্যকভাবে অন্যায় এই সংযুক্তির কথা তুলে তাকে জটিল করা হচ্ছে, তেমনি অন্যায়ভাবে বৈষম্যমূলকভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও এই ম্যানেজিং কমিটি পরিবর্ত্তনের প্রশ্ন তোলা হয়েছে—আর্থিক বিষয়টিকে জটিল করার জন্য এবং সোজা সরল অধিকারের বিষয়টিকে এড়াবার জন্যই।

যদি বাংলার অনুযায়ী ম্যানেজিং কমিটি গঠন জেলার সমস্ত স্কুলের জন্য অপরিহার্য্য হয়—তখন স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আজ একথা উঠতে পারে না। যদি কোনো ব্যবস্থা করতে হয় তবে যে ন্যায়সঙ্গত ম্যানেজিং কমিটি আছে তাকে সামনে রেখেই তা করতে হবে—এই আমাদের দাবী।

তাছাড়া এক্ষেত্রে একটি বক্তব্য আছে যে—বিগত ১৭।৭।৫৮ তারিখে হস্তান্তরিত অঞ্চলে বাংলার আইনের প্রয়োগ বিষয়ে যে আইন পাশ হয়েছে—তার দৃষ্টিতে পুরুলিয়ার শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যবস্থা আজ দ্বৈত ব্যবস্থায় পরিচালিত হবে। সরকারী আইন অনুসারে মধ্য স্কুলের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিহার আইনই বলবৎ রইল—সেখানে বাংলার আইন ঢোকাবার অধিকার কারুর নেই। সুতরাং এই পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থার দৃষ্টিতে কোনো স্কুলের পরিচালন ব্যবস্থা বিষয়ে কোন্ ধারা অবলম্বন ক'রলে স্কুলের স্বার্থের দিক দিয়ে বাঞ্ছনীয় হবে তাও এখন একটা বিচার্য্য বিষয় রইল।

বান্দোয়ানের দুটি স্কুল মিলিত হ'লে যদি ভাল কাজ চলে—যদি শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতি হয়—যদি এই সংযুক্তির পেছনে সরকারী কলকাঠি না থাকে, তবে এইভাবে মিলিত ব্যবস্থার প্রতি আমরাই সবচেয়ে আগ্রহান্বিত হবো। কিন্তু আমরা মনে করি—এই মিলনের মনোভাব জনগণের নিজেদের মধ্যে হওয়া দরকার—সরকারী মধ্যস্থতায় নয়—কারণ আমরা সরকারকে চিনি। যদি শ্রীঅমরনাথ ঝা স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সত্যিই এই মিলন চান—তবে তাঁরা আমাদের সঙ্গে দেখা করুন—তাঁরাও সকলের মতন অধিকার সম্পন্ন নাগরিক—এই যোগাযোগের জন্য তাঁদের সরকারকে উকিল ধরতে হবে

কেন? তাঁরা এসে আমাদের কাছে তাঁদের ইচ্ছা, সুবিধা অসুবিধা বলুন এবং উভয় স্কুল বাঞ্ছিতভাবে চালাবার জন্য কি ব্যবস্থা সমীচীন হবে তা আমরাই ঠিক ক'রে সরকারকে জানাবো।

যদি ঐ স্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে এসে কথা বলার মত উদার মনোভাবই রাখতে না পারেন, তবে উভয় স্কুল মিলিতভাবে চালাবার পথ হবে কোথায়? এক ম্যানেজিং কমিটির অধীনে থাকলেও দুই স্কুলের শিক্ষাব্রতরত দলবলকে একযোগে স্কুল গড়তে হবে। সেই মনোভাব না থাকলে, সরকারী ওকালতিতে কোন ব্যবস্থা করলেও বান্দোয়ানের শিক্ষার ভবিষ্যতের পক্ষে তা কখনই কল্যাণকর হ'তে পারবে না। তা যদি না হয় —তবে নিজ নিজ ধারা নিয়েই উভয় স্কুলকে চলতে হবে।

যদি এই দুটি স্কুল থাকার জন্য আপনারা কর্তৃপক্ষ কোনোভাবে বিব্রত হচ্ছেন—আপনাদের সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য আমরা স্কুলের তথা জনগণের স্বার্থ বিপন্ন ক'রতে পারি না।

তবে আপনাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে—আপনারা আমাদের ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠের নিজস্ব অধিকার ও দাবীর বিষয়ে চিন্তা করুন—অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে এর এই প্রশ্নকে এইরূপ অবাঞ্ছিতভাবে—অসমীচীনভাবে জটিল করবেন না। শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে আমরা রাজনীতি থেকে মুক্ত দেখতে চাই।

এই পত্রে আলোচিত বিষয়গুলি জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট, সেজন্য আমাদের অনুরোধ—পূর্বের ন্যায় এবারেও নীরব থাকবেন না। উত্তর দেবার না থাকলে—ভ্রান্ত পথ অবলম্বন ক'রে থাকলে—তাই স্বীকার করার মত আপনাদের শক্তি থাকা দরকার কারণ এগুলি আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়—জনসাধারণের অধিকার সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। আপনাদের কাছ থেকে উত্তর চাইবারও অধিকার জনগণের আছে। আশা করি আমার এই বিনীত নিবেদনটির মর্ম্ম উপলব্ধি ক'রে আপনাদের উত্তর যথাশীঘ্র সত্বর পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

জনস্বার্থের দৃষ্টিতে আমি এই পত্রটি প্রকাশ করব—আপনার উত্তরের জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর এই পত্র প্রকাশার্থে সংবাদপত্রে প্রেরণ করব। নমস্কার। ইতি—

পুনশ্চ:—

দুই স্কুলের সংযুক্তি করণ ও নূতন কমিটি গঠন বিষয়ে বিভূতিবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর কাছ থেকে জানলাম তিনি বলেছিলেন স্কুলের মঞ্জুরীর দাবী প্রথমে গৃহীত হবার পর সংযুক্তি করণের বা নূতন কমিটি গঠনের প্রশ্ন আসতে পারে। বিভূতিবাবুর প্রথম ও প্রয়োজনীয় কথাটিই আপনি উল্লেখ বা গ্রহণ করেন নি। বিভূতিবাবুর একথা বলার পরও—আপনাদের কাজের অবাঞ্ছিত গতিধারা উপলব্ধি ক'রে এই পত্রে যা লিখলাম তা না বলবার মত কোনো কারণ দেখি না।

২৮।৫৮

বিনীত
শ্রীভজহ'র মাগাত

—*—

জেলা উন্নয়ন সমিতির বৈঠক

গত ১৮ই আগষ্ট সোমবার ডেপুটী কমিশনারের চেম্বারে পুরুলিয়া জেলা উন্নয়ন সমিতির এক অধিবেশন হয়। এই সভায় কুয়া, রাস্তা, স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ক কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হয়। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকার হইতে মাত্র অর্দ্ধেক সাহায্য দেওয়া হইবে—বাকী অর্দ্ধেক স্থানীয় প্রচেষ্টায় উদ্যোক্তাদের সংগ্রহ করিতে হইবে।

উন্নয়ন সমিতির বৈঠকের পর জেলার কৃষির অবস্থা তথা সন্তোষজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনাকালে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশ গুপ্ত এম, পি, অবিলম্বে টেষ্ট রিলীফের কার্য্য ও ঋণ দানের ব্যবস্থা শুরু করার প্রয়োজনীয়তা এবং মডিফায়েড রেশনের দোকান গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপকভাবে খুলিবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন।

কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন যে আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে টেষ্ট রিলিফের কার্য্য শুরু করার এবং ঋণ দানের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। আগামী দশ বারো দিনের মধ্যে প্রত্যেক থানায় প্রাথমিক ধাপ হিসাবে পাঁচ ছয়টি রেশনের দোকান খোলারও আশ্বাস দেন।

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

অধিবেশনের সভাপতি মহাশয় সভাচলাকালীন সন্ধ্যার ট্রেনে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে স্থানীয় জগন্নাথ কিশোর কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুধীর করণ মহাশয় সভার অবশিষ্ট কার্য্য পরিচালনা করেন।

উক্ত সভায় মোট ৩৩ দফা দাবী সম্বলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

উক্ত'পকাশ্য অধিবেশনে সহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার কার্য্য শান্তিপূর্ণভাবে এবং সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়।

সর্বশেষে অধিবেশনের সভাপতিরূপে শ্রীসুধীর করণ মহাশয়ের বক্তৃতার পর 'সম্মিলনীর' সভাপতি সম্মিলনীর পক্ষ হইতে উপস্থিত অভ্যাগতবৃন্দের সৌজন্য ও সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সমাপ্তি সংগীতের পর সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলির বিশেষ কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। ইংরাজ সরকার কর্ত্তৃক রচিত ১৯১৯ সালের পৌর প্রাথমিক শিক্ষা আইন ও ১৯৩০ সালের গ্রামীন প্রাথমিক শিক্ষা আইন দুইটী সংবিধানে উল্লিখিত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করার পক্ষে সম্পূর্ণ অসুবিধাযুক্ত, ত্রুটীপূর্ণ ও অগণতান্ত্রিক। উক্ত আইন দুইটীতে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব বিভিন্ন হস্তে ন্যস্ত থাকার ফলে নানারূপ সমস্যা, বিশৃঙ্খলা ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং শিক্ষকদের নানাভাবে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। স্বাধীনতালাভের পরেও আজ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার উক্ত আইন দুইটীকে বলবৎ রাখিয়াছেন।

এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বৃটিশ সরকার রচিত আইন দুইটীকে পরিবর্ত্তন করিয়া উপযুক্ত প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক অবিলম্বে প্রণয়ন করা হোক।

২। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহিত পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীকে অনুমোদিত করার জন্য অবিলম্বে আবেদন করা হোক।

৩। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ও উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য্য। এই প্রচেষ্টায় প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রবর্ত্তন।

পুরুলিয়া সহ সারাজেলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বলবৎ আছে। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপকতম ভিত্তিতে প্রবর্ত্তন করা হোক এবং সরকার কর্ত্তৃক তাহার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করা হোক।

৪। গত বিশ বৎসর যাবতকাল পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর জন্মকাল হইতে ইহা মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্ত্তমান বোর্ডের চেয়ারম্যান মহাশয়ের আচরণে সম্মিলনীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করার প্রবণতা পরিস্ফুট।

এই সভা দুঃখের সহিত চেয়ারম্যান মহাশয়ের অনুরূপ মনোভাবের নিন্দা করিতেছে এবং তাঁহাকে তথা সমগ্র বোর্ড ও ক্ষমতাসীন দলকে শান্ত চিত্তে বিষয়টি ভাবিয়া দেখিতে ও অবিলম্বে স্বীকৃতির প্রশ্নটির সম্মানজনক মীমাংসার জন্য আবেদন জানাইতেছে।

৫। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার অংশ হইতে শিক্ষকগণকে প্রায়শই দূরে সরাইয়া রাখা হয়। অথচ প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং দৈনন্দিন জীবনে তাহার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান নিতান্ত মূল্যহীন নহে।

সুতরাং এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, প্রত্যেক পৌর সভাতে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধি সহ প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হোক।

৬। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুসঙ্গত ও উন্নততর করিয়া তুলিতে হইলে একদিকে যেমন আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে, অন্য দিকে তেমনি যাঁহাদের হাত দিয়া এই শিক্ষা প্রদত্ত হইবে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত

ভাবে শিক্ষিত এবং আর্থিক দিক দিয়া সন্তুষ্ট এবং জীবন-ধারণের উপযোগী আয় বিশিষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। ক্ষুধার্ত্ত এবং অসন্তুষ্ট শিক্ষকের দ্বারা জাতির মেরুদণ্ড-স্বরূপ শিশুদের লালন এবং শিক্ষা সম্ভব নয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মনে রাখিয়া বর্ত্তমান অগ্নিমূল্যের দিনে জীবন যাত্রার কঠোর সংগ্রামের কথা মনে রাখিয়া শিক্ষকদের সর্বনিম্ন বেতন ১০০৲ টাকা ধার্য্য করা উচিত বলিয়া এই সম্মেলন মনে করে।

৭। সুদীর্ঘকাল আবেদন নিবেদন ও আন্দোলনের ফলে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বিহার সরকার রাজ্যব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের স্কেল বর্দ্ধিত করেন এবং ঐ বছরের এপ্রিল মাস হইতে পূর্ব্বাপর তাহা কার্য্যকরী করা হয়। পুরুলিয়া জেলার প্রাথমিক শিক্ষকগণ, এই জেলা গত ১৯৪৬ সালের ১লা নভেম্বর বঙ্গভুক্ত হওয়ার দরুণ—উক্ত বর্দ্ধিত বেতনের হকদার হইলেও এখন পর্য্যন্ত পান নাই। অন্য দিকে এই জেলা বাংলাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত বেতন ও মহার্ঘভাতা হইতে প্রাথমিক শিক্ষকগণ অদ্যাবধি বঞ্চিত হইয়া আছেন।

সুতরাং এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকা কালীন উপরোক্ত মোট সাত মাসের বর্দ্ধিত বেতনের বকেয়া অংশ অবিলম্বে মিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হোক, এবং যাবৎকাল সরকার ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতন ন্যূনকল্পে ১০০৲ টাকা ধার্য্য না করেন, তাবৎকাল উক্ত অন্তর্বর্ত্তী কালের জন্য পুরুলিয়া জেলার পৌর এলাকার প্রাথমিক শিক্ষকগণকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতন ও মহার্ঘ ভাতা—যাহা প্রচলিত আছে, তাহা অবিলম্বে দিবার ব্যবস্থা করা হোক।

খেলার খবর

আন্তঃজিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ২৪শে আগষ্ট পুরুলিয়া জিলা দল ফাইন্যালে চব্বিশ পরগণা দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। চব্বিশ পরগণা দল ১—০ গোলে জয়লাভ করে। ২৩শে সেমফাইন্যাল খেলিয়া পুরুলিয়া জিলা দল ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তবুও শক্তিশালী বিপক্ষের সহিত সমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। রেফারীর পক্ষ-পাতিত্বমূলক মনোভাবের জন্য পুরুলিয়া জিলা দল দুইটি অধধারিত পেনাল্টীলাভে বঞ্চিত হয়। পুরুলিয়া জিলা আন্তঃজিলা প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণ করিয়া যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তাহা সত্যই পুরুলিয়া জিলা-বাসীর গৌরবের বিষয়। আশা করি ভবিষ্যতে আরও বেশী কৃতিত্ব ও যোগ্যতা দেখাইবে। আন্তঃ [illegible] প্রতিযোগিতার পরিচালনা ব্যবস্থা পক্ষপাতিত্বশূন্য [illegible] বাঞ্ছনীয়। পুরুলিয়া জিলা দলের সব খেলোয়াড়ই জি[illegible] সম্মান রক্ষার জন্য উৎসাহ সহকারে খেলেন। তবু টুলু কর, অজিত পাল ও মহাদেব সূত্রধর এর [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় হয়। এই সব খেলোয়াড় সুযোগ [illegible] আরও উন্নতি করিবে সন্দেহ নাই। মানভূম স্পো[illegible] এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষ এই জিলা দলকে এই প্র[illegible] যোগিতায় অংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হ[illegible] তাহাদের কৃচেষ্টা প্রশংসার্হ।

পুরুলিয়া জিলা কিভাবে ফাইন্যালে উঠিয়াছে :—

১৮।৮।৫৮—	পুরুলিয়া জিলা—	৩—	জলপাইগুড়ি জিলা—
২১।৮।৫৮—	ঐ	১—	মুর্শিদাবাদ ,, —
২৩।৮।৫৮—	ঐ	১—	ঐ ,, —
২৪।৮।৫৮—	ঐ	০—	চব্বিশ পরগণা—

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লি[illegible] পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়ো[illegible] প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা প[illegible] অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্র[illegible] কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের না[illegible] ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

ডিলারের সম্পর্কে অভিযোগ

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার শ্রীযু[illegible] পদ চক্রবর্ত্তি লিখিতেছেন—কিছুদিন পূর্ব্বে পুরু[illegible] সহরে যখন সাহেব বাঁধে টেষ্ট রিলীফের কার্য্য চলি[illegible] ছিল—তখন হাটের বাঁধ (পেড়কা বাঁধ) ভরাট করি[illegible] কাজও টেষ্ট রিলীফের দ্বারা করিবার সিদ্ধান্ত হয় [illegible] গাড়োয়ানদের মজুরী হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটী ক[illegible] কিছু পরিমাণ ব্যয় বহন করিবারসিদ্ধান্ত হয়। হাটের [illegible] সম্পর্কিত কাজেও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীকালি[illegible] দাস ওরফে খাঁদু ময়রা সমের ডিলার নিযুক্ত হন। [illegible] এই ব্যাপারেও তাঁহার সম্পর্কে যে সকল দুর্নীতির অ[illegible] যোগ আসিয়াছিল তাহার প্রকাশ্য তদন্তের দাবী জা[illegible] হয়। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুসারে পৌরস[illegible] চেয়ারম্যানের নিকট উত্থাপন করা হয়। কিন্তু অ[illegible] পর্য্যন্ত এই তদন্তের ফলাফল জানিতে পারা যায় না[illegible] সুতরাং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আক[illegible] করিতেছি।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

[illegible]প্রতিষ্ঠিত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

১৯শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৫ই ভাদ্র ১৩৬৫—১লা নভেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

উর্ম্মিলা শীল্ড প্রতিযোগিতা

শীল্ড কাপ ২৩টী রৌপ্যপদক

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জেলাব্যাপী প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছে। জেলার মধ্যে অল্পবয়স্ক বালকদের এই একমাত্র প্রতিযোগিতা। এই শীল্ডের পরিচালক সমিতি আশা করেন যে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও প্রত্যেক জনসাধারণের নিকট সহানুভূতি পাওয়া যাইবে; বিশেষ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক-মণ্ডলীকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। এই বৎসর প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু দলের আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। বিশেষ নিয়মাবলীর জন্য অবিলম্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত আবেদন বা সাক্ষাৎ করুন।

যুগ্ম সম্পাদক
উর্ম্মিলা শীল্ড কমিটি
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সরকার, হেড পণ্ডিত
নামোপাড়া উঃ প্রাঃ স্কুল, পুরুলিয়া।

৩০।৮।৫৮

ভবানীপুর কেন্দ্রের ঐতিহাসিক নির্ব্বাচন সংগ্রাম

বিপুল ভোটাধিক্যে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের জয়লাভ

মর্য্যাদার লড়াইএ কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত

গত ২৪শে আগষ্ট রবিবার দিন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ভবানীপুর কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচন এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়। এই কেন্দ্রের ৫২ হাজারের অধিক ভোটারের মধ্যে ৩৬ হাজারের অধিক অর্থাৎ শতকরা ৭০টি ভোট প্রদত্ত হয়। সম্মিলীত বামপন্থীদের সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১০৫৩৮ ভোটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ২৩,২২২ ভোট এবং শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১২,৬৮৪ ভোট পান। তৃতীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মাত্র ২৭৯টি ভোট পান।

ভবানীপুর কেন্দ্রের "মর্য্যাদার লড়াই" এ জয়লাভ করিবার জন্য কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী সরকার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে। কংগ্রেসের মন্ত্রীবর্গও এই উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেস ভবানীপুর কেন্দ্রের আসন অধিকার করিয়া আসিতেছিল—কিন্তু এই উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল।

নির্ব্বাচনী নিয়ম অনুসারে ভোট কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে গাড়ী করিয়া ভোটদাতাদের লইয়া যাইবার নিয়ম নাই। কিন্তু পার্ক সার্কাস অঞ্চলে কংগ্রেস W. B. C. ৮০৮ ও W.B.B. ২৭১৬ গাড়ী করিয়া ভোটকেন্দ্রের সম্মুখে ভোটারদের লইয়া আসেন। এই অঞ্চলে মেসোল কোম্পানীর W.G.X. ১৫৮৩ নং গাড়ী করিয়া কংগ্রেস জাল ভোট লইয়া আসে। ইহা ছাড়া রাজ্য-সরকারের ডেভেলাপমেণ্ট বিভাগের Z B.D ৫৭৫১ নং গাড়ী করিয়া ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ-কেন্দ্রে ভোটার লইয়া আসে। এই প্রকার বহু গাড়ী কংগ্রেসের ভোট ও জাল ভোট বহনে ব্যবহৃত হয়।

পার্ক সার্কাস অঞ্চলে শিশু বিদ্যাপীঠের সম্মুখে ইট, পাথর ছোঁড়া হইতে থাকে। প্রকাশ, যে গৃহ হইতে ইট ছোঁড়া হইতেছিল সেখানে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও মন্ত্রীবর্গ অবস্থান করিতেছিলেন। ফলে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন লাভ হয় নাই।

ভোটদাতাদের মনোভাব দেখিয়া কংগ্রেসের অনেক অফিস সকাল ১০ টার পর হইতে বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। দ্বিপ্রহর দুইটার সময় ঝাউতলা রোডের উপর কংগ্রেসের অফিসে চেয়ার বেঞ্চি ছাড়া আর কেহই ছিল না।

নির্ব্বাচনে কংগ্রেসকে জিতাইবার জন্য কংগ্রেস সমর্থক ধনিক গোষ্ঠি গাড়ী, বাড়ী ও অকাতরে টাকা দিয়াছেন। চা-বাগানের মালিক গোষ্ঠিও প্রচুর টাকা পাঠাইয়াছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। কংগ্রেস পক্ষ হইতে এই নির্ব্বাচনকে মর্য্যাদার লড়াই বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া পাঞ্জাব ও উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী সহ, পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী-মণ্ডলী ও কংগ্রেসের বড়কর্ত্তারা এই মর্য্যাদার লড়াইএর ময়দানে নামিয়াছিলেন। শুধু পশ্চিম বাংলা নয়—সমস্ত ভারতের দৃষ্টি এই নির্ব্বাচনের উপর নিবদ্ধ হইয়াছিল।

এই উপনির্ব্বাচনে নূতন পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হয়। শ্রীসিদ্ধার্থ রায় কর্ত্তৃক খাদ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অভিযোগ করিয়া পদত্যাগ করিয়াছিলেন—তাঁহার পুনর্নির্ব্বাচনের দ্বারা তাঁহার অভিযোগের পশ্চাতে বিপুল জনসমর্থন সূচিত হইতেছে। এই নির্ব্বাচনের প্রবল প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রী মণ্ডলীতেও দেখা দিবে।

মুক্তি

১৫ই ভাদ্র, সোমবার

রেশনের দোকান ও রিলিফের কাজ

সম্প্রতি পুরুলিয়ার 'প্রখ্যাত' কংগ্রেসী, ৫নং ওয়ার্ডের কংগ্রেসী মিউনিসিপাল কমিশনার, এবং ৫নং ওয়ার্ডের রেশনের ডিলার শ্রীকাশিপদ দাস, ওরফে শ্রীখাঁদু ময়রা রেশনের দোকান হইতে দুইবস্তা রেশনের চাউল চোরাই করিয়া সুবাইবার অভিযোগে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া সম্প্রতি জামীনে মুক্ত আছেন। পুরুলিয়ায় এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের পুলিশ এই চোরাই চালান ধরিয়াছে। তাহারা এইরূপ জাগ্রত থাকুন, জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাইবেন—এবং বহু রেশনের চাউল উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

মোকর্দ্দমা বিচারাধীন সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। শ্রীকালীপদবাবু সম্প্রতি সাহেব বাঁধে রিলিফের কাজেও অন্যতম গমের ডিলার ছিলেন। সাহেব বাঁধের রিলিফের কাজে মোট কত গম খরচ হইয়াছে—কে কে ডিলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেকের মাথাপিছু কত গম দেওয়া হইয়াছে তাহার একটা হিসাব যদি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ দেন, আমরা সানন্দে তাহা মুক্তিতে প্রকাশ করিব। জনসাধারণও তাহা জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত। শুধু তাহাই নয় সমস্ত জিলার রিলিফের কাজে কোথায় কত গম, কত নগদ টাকা খরচ হইয়াছে—কোন কাজে কে ডিলার ছিল—কত গম বা টাকা তাহাদের মারফত দেওয়া হইয়াছে—ইহার একটা হিসাব নিশ্চয়ই স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের আছে বা করিতেছেন—নাম ধাম, পরিমাণ সহ ডিলারের লিষ্ট ও হিসাবটা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থ প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া আমরা মনে করি।

সম্প্রতি থানায় থানায় ৫৬টি করিয়া আংশিক রেশনের দোকান খোলা হইতেছে। কোথায় কোথায় ইহা খোলা হইতেছে কাহারা এই দোকানগুলির ডিলার নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিলেন সেগুলি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থ প্রকাশ করা উচিত। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

খাদ্য মন্ত্রী প্রকাশিত হিসাব ও তথ্যে দেখা যাইতেছে রিলিফের কাজে পুরুলিয়াতে নগদ ও গমে মিলিয়া ১১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। মোট কত খরচ হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। যাহা হউক আশা করা যাইতেছে যে শীঘ্রই আবার রিলিফের কাজ আরম্ভ হইবে।

এই রিলিফের কাজ ও রেশনিং দোকান সম্বন্ধে আমরা মুক্তিতে প্রস্তাব করিয়াছিলাম এবং এ বিষয়ে মুক্তিতে আলোচনাও করিয়াছিলাম যে—ডিলারের ব্যাপারটা গ্রামের লোককে দলবদ্ধ ভাবে দেওয়া হোক। গ্রামের রিলিফের কাজে গ্রামের ষোল আনা ডিলার নির্ব্বাচন করিয়া তাহার মারফত কাজ করাইবে, খরচ খরচা বাদে যাহা থাকিবে তাহা গ্রামের ষোল আনার কাজে লাগান হইবে। ইহাতে চুরি প্রায় বন্ধ হইবে—রিলিফের গম ও টাকা যাহাদের জন্য বরাদ্দ তাহারা বঞ্চিত হইবে না—কাজও ভাল হইবে। দু এক জায়গায় এই ভাবে যাহা করা হইয়াছে তাহাতে সত্যই ভাল কাজ হইয়াছে চুরী হয় নাই। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দেখা যাইতেছে খুব বেশী উৎসাহিত নন। কারণ আমাদের অজ্ঞাত। পুরুলিয়া জেলায় এমন কোন গ্রাম নাই যেখানে এভাবে রিলিফের কাজের ভার ও দায়িত্ব নিতে গ্রামবাসীরা আনন্দের সহিত অগ্রসর হইবে না। কর্ত্তৃপক্ষ যদি এভাবে অগ্রসর না হন এই নীতিতে রিলিফের কাজ পরিচালনা না করেন তবে গতবারে শতকরা ৫০ ভাগ চুরী হইয়াছে এবারে শতকরা ৭৫ ভাগ চুরী হইবে। খাদ্য মন্ত্রীর ঘোষিত রিলিফের কাজ এগার লক্ষ টাকার মধ্যে কমপক্ষে পাঁচলক্ষ টাকা অপহৃত বলিয়া নিশ্চিন্ত বলা যাইতে পারে।

রেশন সপ সম্বন্ধেও আমরা প্রস্তাব এই মুক্তির মারফতই দিয়াছিলাম যে—গ্রামের বেকার মধ্যবিত্তদের ডাকিয়া তাহাদের বলা হোক রেশন সপগুলি তোমরা ব্যবস্থা করো—মাসে ইহার আয় তোমরা বাঁটিয়া লইও। মধ্যবিত্তরাও কিছু রিলিফ পাইবে—গম বা চাল চুরী হইবে না—লোকেও ঠিক মতো জিনিষ পাইবে। পুরুলিয়া সহরে, ঝালদা, ওযুনাথপুর বলরামপুর প্রভৃতি

সমস্ত জায়গাতেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে—সকলেই এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য আগাইয়া আসিবে—সরকারী দায়িত্ব জনসাধারণ নিজেদের মাথায় লইত—কাজটা যে উদ্দেশ্যে করা তাহা বহুলাংশে সার্থক হইত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইহাতেও রাজী নন—কেন নন তাহা তাহারাই জানেন। তবে ব্যাপার হইবে যে রেশনের চাউলে সের ছটাক কাঁকর, গমে সেরে ছটাক বালি—কমপক্ষে এবং রেশনের চাউলের বস্তা অর্দ্ধেক পাচার হইবে। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ চব্বিশ ঘণ্টা সব দোকানের চুরী ধরিতে পারিবে না—সম্ভবও নয়। গ্রামের লোকের অসুবিধা হইলে বড় জোর দরখাস্ত করিবে—তাহারও পরিণতি যাহা হইবে তাহা বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

এই ডিলার হইবার জন্য কত তদ্বির চলে তাহা সকলেই জানে। কেন চলে? যদি সত্য কথা প্রকাশ করা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে—অফিস হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাদের নিকট ওদন্ত বা সুপারিশের ভার দেওয়া হয় তাহাদের পর্য্যায়ে বহু ক্ষেত্রেই টাকার ব্যবস্থা করিয়া ডিলার হয়। ইহাদের চুরী করিয়া লাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। রিলিফের ব্যাপারে দেখা গিয়াছে গমের ডিলার গুদাম হইতে গম লইয়া পুরুলিয়া সহরেই বিক্রী করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঝালিদার এক ডিলার (প্রয়োজন হইলে নাম পরে প্রকাশ করিব) তাল ঠুকিয়া বলিতেছে—টাকা আছে, ডিলারী মারে কে? তোরা ষোল আনা যা পারিস কর।—এই পাপচক্রকে ভাঙ্গিয়া ঠিকভাবে রিলিফ ও রেশনের কাজ চালাইতে যে প্রস্তাব আমরা করিয়াছি তাহাই একমাত্র সম্পূর্ণ বাস্তব, কার্য্যকরী ও শ্রেষ্ঠ পথ। কোন রাজনৈতিক কারণে যে ইহা পরিবর্জ্জনীয় হইতে পারে তাহা জনসাধারণের অবোধ্য। যদি ভবিষ্যতের নির্ব্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্থানীয় কংগ্রেস বা উচ্চতর কংগ্রেস সেক্রেটারিয়েট মারফত এই নির্দেশ দিয়া থাকে যে চুরী হোক ক্ষতি নাই বাছোট কংগ্রেসী দেখিয়াই এই সব ডিলারী দিতে হইবে—তবে অবশ্যই কোন কথা নাই। এ ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চও অসহায় হইয়া পড়িবে। আমরা জানি যে এই জিলাতে বহু সহস্র টাকার একটা সভ্য চুরী এই এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ধরিয়াও তাহা ছাড়িয়া দিতে হইল। কারণ তাহার বা তাহাদের বড় খুঁটি ছিল। সরকারী ব্যাপার নয়—এটা বে-সরকারী ব্যাপার—সরকারী টাকা।

মুস্কিল এই যে—প্রধান মন্ত্রী জহরলাল হইতে সুরু করিয়া রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী মায় জিলার প্রচার বিভাগ পর্য্যন্ত জনসাধারণের সহযোগীতা, দুর্নীতির নিবারণ, আরও বহু বহু বেদ, বেদান্ত, বুদ্ধ, খৃষ্ট, গান্ধীর বাক্য অনবরত দেশবাসীর দুই কানে পরিবেশন করিতেছেন। কিন্তু হা হতোস্মি? যেখানে দুর্নীতি নিবারণই শুধু নয়—দুর্নীতি না হইবারই পথ রহিয়াছে—জনসাধারণ সহযোগীতার জন্য হাত বাড়াইয়া আছে—কাজের দায়িত্বভার লইতে আগ্রহান্বিত সেখানে তাহা করা হইবে না—এবং তাহার পরেই বলা হইবে—জনসাধারণ সহযোগ করিতেছে না—তাহারা দুর্নীতিপূর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি। সমগ্র ভারতবর্ষে এই ধারা চলিলে পুরুলিয়াতে অনায়াসে ইহার একটা বিপরীত স্রোত বহান যাইত—কিন্তু তাহা সরকারী নীতিতে অবাঞ্ছনীয় বলিয়াই দেখা যাইতেছে।

খাদ্য মন্ত্রী মহাশয়ের no mere words এ যে সংখ্যাতত্ত্ব বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে পুরুলিয়া জিলায় খয়রাতি সাহায্য—পঁচিশ হাজার টাকা। কোন থানায় কত টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা জনসাধারণ জানিতে পারিলে আনন্দিত হইবে। এবং তাহার তালিকা যদি বাহির হয় তবে বহু স্থানে দেখা যাইবে যাহারা খয়রাতি করিতে পারে তাহারাই খয়রাতী সাহায্য পাইয়াছে, আর যাহারা না পাইয়া মরিয়াছে তাহারা সাহায্য চাহিয়াও পায় নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে মানবাজার থানাতে যাহাদিগকে এ পর্য্যন্ত খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহাদের তালিকা তদন্ত করা হোক—সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

বর্ত্তমানে আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এদিক দিয়া চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। রিলিফ এবং রেশন—হাঙ্গরদের লাভের ব্যবসায় রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা নিবারণের উপায় থাকিতেও গ্রহণ না করিলে—দায়িত্ব তাঁহাদেরই—জনসাধারণের নয়।

—— * ——

দিল্লীর চিঠি

দিল্লী
২৪শে আগষ্ট ১৯৪৮
সোমবার

গত ১১ই আগষ্ট সোমবার থেকে এই দ্বিতীয় লোকসভার পঞ্চম অধিবেশন আরম্ভ হয়েছে। এই অধিবেশনটি সেপ্টেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত যাবে

দেশের লোক সব এই আইন সভাগুলির দিকে তাকিয়ে আছে—আর তাকিয়ে আছে গবর্মেণ্টের দিকে—এই আশায় যে বর্ত্তমান ঘোর দুর্দ্দিশার ঘন অন্ধকারের মধ্যে কোন দিক দিয়ে যদি কোন আলোর রশ্মি একটুকুও দেখা যায়। সেই দিক দিয়েও এবং বিশেষ করে গণতন্ত্রের আসল মালিক দেশের লোকের জানবার দিক দিয়েও—কি পরিস্থিতিতে কংগ্রেসী সংখ্যা গরিষ্ঠ এই লোকসভা বা বিধান সভাগুলিতে কাজ কারবার কি চলে—তা আলোচনা করা দরকার।

লোকসভার নিয়ম হচ্ছে প্রতিদিন ১১ টার সময় বৈঠক সুরু হয় আর ১২টা পর্য্যন্ত ১ ঘণ্টা প্রশ্নোত্তর হয়। প্রশ্ন দু রকমের আছে এক হচ্ছে প্রশ্নের মৌখিক উত্তর আর হচ্ছে প্রশ্নের লিখিত উত্তর। সদস্যরা আগে থেকেই প্রশ্ন দাখিল করেন—সে প্রশ্নে স্পীকার ইচ্ছে করলে পেশ করবার অনুমতি দিতেও পারেন—নাও দিতে পারেন। না দিলে কোন কারণ দেখাতেও পারেন—নাও পারেন। এর সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না বা জবাবদিহি চাওয়াও চলেনা। কারণ দেখাতে বললে তিনি ইচ্ছে করেন দেখাতে পারেন কিন্তু তা প্রকাশ করা চলবেনা। প্রশ্ন করারও নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী আছে। যে সব বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনার ব্যাপার বা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মিলিত ভাবে পরিচালনার ব্যাপার সে গুলি সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা চলে। খাস রাজ্য সরকারের গণ্ডীর মধ্যেই যে সব ব্যাপার তা নিয়ে প্রশ্ন করা চলে না। যেমন—রেল, পোষ্টাফিস এগুলি খাস কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার এনিয়ে প্রশ্ন করতে পারো। অথবা ফৌজদারী আইন, পুনর্বাসন, দেওয়ানী আইন, শ্রমিক, প্রভৃতি যে গুলি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সম্মিলিত ব্যাপার সে গুলি সম্বন্ধেও প্রশ্ন বা আলোচনার অবতারণা করা চলে। কিন্তু রাজ্যের পুলিশ, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন বা প্রস্তাব আলোচনা লোকসভায় চলবে না—কারণ এগুলি রাজ্যের খাস দপ্তর।

রাজ্যের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন বা আলোচনা চলতে পারে—ততটুকুই যতটুকু কেন্দ্রের গণ্ডীর মধ্যে আছে তার বেশী নয়। উদাহরণ স্বরূপ, যেমন ধরা যাক—বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, এটা সর্ব্বভারতীয় কেন্দ্রীয় জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়, এর সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন বা আলোচনা করতে পার—কিন্তু কলিকাতা বা বিহার বিশ্ব বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে কেবল যে টুকু নেহাত কেন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ সে টুকু বিষয় ছাড়া প্রশ্ন তুলতে পারো না। কারণ এগুলি রাজ্যের খাস গণ্ডীর বিষয়। অবশ্যই—অনেক বিষয় আছে যার সম্বন্ধে রাজ্য বা কেন্দ্রের সীমা কোথায় আরম্ভ বা কোথায় শেষ হয়েছে সে সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। তবে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যা রাজ্য সরকারের খাস গণ্ডীর মধ্যে তা নিয়ে কোন প্রশ্ন বা আলোচনা এই লোক সভায় চলবে না। এগুলি যে আনা চলেনা, বলা চলেনা তা নয় তবে সেটা কিছু কায়দা কানুন করে একটা বিষয়ের আনুসঙ্গিক বা প্রাসঙ্গিক ব্যাপার রূপে বলা যেতে পারে বা—বলা হয়েও থাকে।

বহু প্রশ্নের মধ্যে এবার ভারত সীমান্তে পাকিস্থানের গুলিচালনা, রাহাজানি ও প্রায় আক্রমণ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রধান মন্ত্রী জহরলাল সেগুলির উত্তরে খানিকটা লঘু রসিকতা করেই যাহাতুরী নিলেন। পাকিস্থানের গুলী খেয়ে ভারতের লোক মরছে, তারা জমি দখল করছে, ভারতের গ্রাম ছেড়ে—পাকিস্থানী সৈন্যদের দৌরাত্ম্যে, লোক পালাতে বাধ্য হচ্ছে, এগুলিকে কোন গুরুত্বই দেওয়া হোলো না। তিনি শুধু একটা খৃষ্টীয় বাইবেল মুন্সিয়ানা নিয়ে বললেন তাহলেও লোকের নৈতিক মনোবল ক্ষুন্ন কেন হবে? এর পরে তো আর কোন কথা নেই।

বাংলা ও আসামের সীমান্তে পাকিস্থান কাশ্মীরের অনুরূপ চাল চালছে। ভারতের জহরলাল 'পকসীন' করছেন; আন্তর্জাতীক ব্যাপারে যতই চরম হিংসা চলুক না কেন—আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তাঁহার নীতি বুদ্ধ ও খৃষ্টের নীতি। পাকিস্থান ভারতের সীমানার কিছু অংশ

ভারতের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে দখল করে বসবে—আর তার পরে জহর লাল দৌড়বেন ইউ, এন, ওতে। ব্যাস তা আর ফিরে আসবে না। যা হোক এবার দেখা যাচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর দিল্লীতে একটা সাক্ষাত ও আলোচনা হবে। এদিকে পাকিস্থান আলোচনাও করবে আর গুলীবর্ষণ ও জমি দখলও অব্যাহত রাখবে নেহেরু-লিয়াকতের প্যাক্টের মত একটা প্যাক্ট হবে। ভারত সীমান্তে আসাম ও বাংলার কিছু অংশ পাকিস্থানের প্রাপ্য বলে স্বীকৃত হবে। ব্যাস! পৃথিবী বিরাট, পণ্ডিত নেহেরুর দৃষ্টিভঙ্গী আরও বিরাট—সুতরাং ভারতের কয়েকটা গ্রাম মাত্র পাকিস্থানেই গেল বা ভারতেই রইলো—এটা তার কাছে অতি ক্ষুদ্র ব্যাপার!

দেশে জনসাধারণের কাছে যেগুলি অতি জরুরী ব্যাপার—অতি গুরুতর সমস্যা—এখানে মন্ত্রীদের প্রাসাদ থেকে সেগুলি অতি অকিঞ্চিতকর মনে হয়। দেশে আশু কোন জরুরী ব্যাপার ঘটলে তা আলোচনার জন্য মুলতবী প্রস্তাব আনা হয়। এর অর্থ এই যে—এই দিনকার অধিবেশনের অন্য কার্যক্রম স্থগিত রেখে মুলতবী প্রস্তাবের বিষয়টিই আলোচনা করা হোক। এই সব প্রস্তাব যদি স্পীকার গ্রাহ্য করেন তবেই তা মঞ্জুর হয়। না হলে কোন প্রস্তাবই আসতে পারে না।

১১ই আগষ্ট প্রথম দিনই কেরালার সম্বন্ধে দুইটী মুলতবী প্রস্তাব আনা হয়। একটি আনা হয় প্রজা সোস্যালিষ্টদের পক্ষ থেকে; তার কারণ বলা হয় যে—কেরালার কম্যুনিষ্ট শাসনে জন সাধারণের উপর নাকি ঘোর অত্যাচার চলেছে, সেখানে মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পূর্ণ বিপন্ন। কম্যুনিষ্টরা সেখানে নাকি কংগ্রেস জনদের হত্যা পর্য্যন্ত করছে।

আর একটি আনেন কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা শ্রীডাঙ্গে। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সংবিধান অনুযায়ীই কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু তার এক বিবৃতিতে কেরালার সম্বন্ধে অনেক কল্পিত ও অতিরঞ্জিত কথা বলেছেন—যা মোটেই সত্য নয়।

এই ব্যাপারে মন্ত্রীবর্গ, প্রজা সোস্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট ত্রিপক্ষীয় বাগ্‌বিতণ্ডা হয়—। স্পীকার কোন মুলতবী প্রস্তাব মঞ্জুর করেন না।

এই দিনই ত্রিদিব চৌধুরী, বিভূতি দাশগুপ্ত, অরবিন্দ ঘোষাল তিনজনে মিলিতভাবে আসাম ও ত্রিপুরাতে পাকিস্থানি সৈন্যরা যে গুলি চালাচ্ছে সে সম্বন্ধে মুলতবী প্রস্তাব আনেন। কিছুক্ষণ কথা কাটা কাটির পর ব্যাস, এটাও নামঞ্জুর—হয়। তার পরে গত ২২শে তারিখ পর্য্যন্ত টাটানগরের ধর্মঘট, আমেদাবাদে গুলী চালনা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যাপারে নানা মুলতবী প্রস্তাব আনা হয় সবই নামঞ্জুর হয়। উত্তর প্রদেশের শ্রীশিব লাল সাকসেনা উত্তর প্রদেশের একটি অঞ্চলে খাদ্যাভাব জনিত অশেষ দুরবস্থার জন্য একটি মুলতবী প্রস্তাব আনেন। তাও নামঞ্জুর হয়। সাকসেনাজী ঘোষণা করেন যে যতদিন না ঐ অবস্থার প্রতিকার হচ্ছে ততদিন তিনি আমরণ অনশন করবেন। তিনি অনশন আরম্ভ করেছেন।

বহু মুলতবী প্রস্তাবের মধ্যে একটি মাত্র প্রস্তাব মঞ্জুর ও আলোচিত হয়েছে। সেই প্রস্তাবটি হচ্ছে দিল্লীতে হঠাৎ জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে মন্ত্রীরা পর্য্যন্ত জল পান নি। নেহাত নিরামিষ মুলতবী। তবে তাতেও উত্তাপ কিছু কম ওঠে নি।

লোক সভায় কখনও সেরকারী মুলতবী প্রস্তাব, কংগ্রেস সদস্যই করুন বা বিরোধীরাই করুন—কোন বেসরকারী প্রস্তাব, সংশোধন প্রস্তাব বা বিল কখনও পাশ হয় না। এমন কি যদি কোন বিরোধী সদস্য প্রস্তাব আনেন যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু শতবর্ষকাল বেঁচ থেকে সুস্থ ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভারতের প্রধান মন্ত্রী করুন—সেটাও ভোটের জোরে নাকচ হয়ে যাবে। অর্থাৎ কারও অভিমত সে যতই ভাল হোক, যুক্তিযুক্ত হোক, প্রয়োজনীয় হোক, এমন কি গবর্মেণ্ট যা বলছেন তাও যদি বলা হয় তবুও তা গ্রাহ্য হবে না—যদি তা সরকারী তরফ থেকে না আসে। দু এক জায়গায় যে হয় না তা নয়। সরকারী কোন প্রস্তাবে যদি আইন ঘটিত কোন ভুল নিজেরাই করেন তবে তা দেখিয়ে দিলে নাচার হয়ে তা সংশোধন করেন।

আইন? দৈনিক আইন পাশ হইতেছে। এই আইনের অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দিশেহারা হইতে হয়—সুতরাং তাহার ফিরিস্তি দিতে গেলে মহাভারত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে নিত্য নৈমিত্তিক এত আইন—আইনের পর আইন হইতেছে, হইয়া চলিয়াছে যে মানুষের কোন দিকে ঘাড় ফিরিয়া তাকাইতে গেলেও তাহা আইনের গণ্ডীর মধ্যে আসিতেছে। তার পরে আজ একটা আইন পাশ হইল তার দুদিন পরেই তার আবার একটা সংশোধন আইন; আবার দুদিন পরে সেই সংশোধনের আর একটা সংশোধন। অর্থাৎ ব্যাপারটা এই যে—ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যাপার কি হইতে পারে, কোনটা প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় এসব তলাইয়া দেখিয়া মাথাটা স্থির রাখিয়া কাজ করিবে এমন কোন লক্ষণই কোথাও নাই। ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের ইহাই বিশেষত্ব।

একটি বিল লইয়া কংগ্রেসের গৃহ বিবাদ খুবই চরমে ওঠে। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যবস্থা নাকি অতি শোচনীয়। অগত্যা তদন্তের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। সেই কমিটি তদন্ত করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই একটা ভাবিবার বিষয়। রিপোর্ট পড়িলে ইহাই ধারণা হইবে যে—পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়ের প্রতিষ্ঠিত এই বিরাট জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যত অপকার্য্যের বিশ্ব বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। রিপোর্টে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে—পূর্ব্বইউ, পির একটি গোষ্ঠী ইহাকে করতলগত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যবস্থা নিজের হাতে লইবার ব্যবস্থা করেন। এই সমস্ত ব্যবস্থার জন্যই একটি নতুন আইন করিবার জন্য এই বিশ্ব বিদ্যালয় সম্বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীশ্রীমালী একটি বিল আনেন।

এই অর্ডিন্যান্স জারীর বিরোধীতা করিয়া ইউ, পির সোস্যালিষ্ট পার্টির জনৈক সদস্য একটি প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাব আলোচনা কালে দেখা গেল ব্যাপারটা যতটা 'জাতীয়' তাহা অপেক্ষাও অধিক উত্তর প্রদেশের ঘরোয়া রাজনীতি। পণ্ডিত গোবিন্দ মালবীয় (মদন মোহন মালবীয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র) একদা এই বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন, (এখন নাই)। তিনি পার্লামেণ্টেরও কংগ্রেসী সদস্য। তিনি উঠিয়া একেবারে ভীম বিক্রমে শিক্ষা মন্ত্রীর ও সরকারী বিরোধীতা করিয়া সরকারের সম্বন্ধে কড়া কড়া অভিযোগ ও বাক্যবর্ষণ করিতে লাগিলেন। শিক্ষা মন্ত্রী আবার দলীল দস্তাবেজ বাহির করিয়া গোবিন্দজীর ব্যাপার কি তাহাও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেলেঙ্কারী ব্যাপার! কংগ্রেস সদস্য ও কংগ্রেস মন্ত্রী উভয়ে প্রকাশ্যে লোক সভায় একে অন্যের খেউর গাহিতেছে! কি অপূর্ব্ব সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা! বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে গেল—কিন্তু ইহা খানিকটা উত্তর প্রদেশের ঘরোয়া কংগ্রেসী রাজনৈতিক ব্যাপার। কংগ্রেসীরাই এ পক্ষ, ও পক্ষ। ইহার মধ্যে বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য কি করা উচিত তাহা এখনও প্রধান বিবেচ্য নয়—বিবেচ্য এই যে কংগ্রেসের মধ্যে দুই বিবদমান স্বার্থের মধ্যে কি করিয়া সামঞ্জস্য করা যায়। বিশ্ব বিদ্যালয় চুলায় যাউক—ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

বৈদেশিক ব্যাপারে দুইদিন বিতর্ক হয়। অর্থাৎ জহরলাল নেহেরু একটি প্রস্তাব আনেন যে—বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও সে সম্বন্ধে ভারত গবর্মেণ্টের নীতি বিবেচনা করা হোক। আন্তর্জাতিক ব্যাপার, বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, এটম বোমা, বিশ্বশান্তি প্রভৃতিতে পণ্ডিত জহরলাল একটা বিশ্বের স্তম্ভ স্বরূপ বলিয়া অনেকে মনে করেন কিন্তু এই আলোচনা কালে আচার্য্য কৃপালনী জহরলালের বৈদেশিক নীতি ও পঞ্চশীলের যে চমৎকার বিচার বিশ্লেষণ করিয়া ইহার অবাস্তবতা ও অসারতা প্রতিপন্ন করিলেন—তাহা অনবদ্য। তাহার বক্তৃতা বাস্তবিকই এই দিন খুবই উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল—সুবার যুক্তি, বচন বিন্যাস এবং সর্ব্বোপরি সরস উপহাসের মধ্য দিয়া আক্রমণের তীব্রতা থাকিলেও ইহা মর্য্যাদাকে অতিক্রম করে নাই।

জহরলাল ইহার জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার সমাপ্তি বক্তৃতায়। আপনারা এই দুইটি বক্তৃতা পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে বুঝিতে পারিবেন—জহরলালের ব্যর্থ চেষ্টা কিরূপ হাস্যাস্পদ হইয়াছে। তবুও

পণ্ডিত জহরলাল এখন কিং ক্যানিউট—চতুর্দ্দিকে পরিষদরা সর্বদা স্তব করিতেছে—যাহাই বলুন, না বলুন, করুন আর নাই করুন। জহরলালের বক্তৃতা—কেবল ধমকানি ও ধোঁয়া। তবুও তাহার অগ্রাধিকার? সংবাদ পত্রগুলি আছে কি জন্য!

লোকসভায় ইহার পরবর্ত্তী ও সাম্প্রতিক আকর্ষণ ছিল খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা। ২০শে আগষ্ট তারিখে খাদ্যমন্ত্রী অজিত প্রসাদ জৈন প্রস্তাব আনেন যে দেশের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হোক। দুইদিন প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা হয়। সর্বসাকুল্যে ৩৭ জন বক্তৃতা করেন। প্রথমে কয়েকজন ১৫ মিনিট, তারপরে সময় দেওয়া হইল ১০ মিনিট করিয়া, তারপরে ৫ মিনিট করিয়া। কংগ্রেসী, অকংগ্রেসী বিরোধী প্রত্যেকেই তীব্র, তীব্রতরভাবে সরকারের খাদ্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা, অদূরদর্শিতা ও অব্যবস্থার সমালোচনা করেন। ১১ বৎসর স্বাধীনতার পরে—চাষীরা নিঃস্ব, অনাহারে লোক মরিতেছে—বিদেশ হইতে খাদ্য না আনিলে চলে না; কংগ্রেসী পরিকল্পনার কী অপূর্ব্ব সার্থকতা! দ্রব্যমূল্য বাড়িতে বাড়িতে নাগালের বাহিরে—চোরাবাজারীর মরশুম, রিলিফের কাজ লোককে বাঁচান নয়—চোরকে বড় লোক করা—ফেয়ার প্রাইস সপগুলি জুয়াচুরীর আড্ডা। সেচ ব্যবস্থার টাকায় চাষীর জল সেচ হয় না হয় অন্য লোকের অর্থ সেচ। বিরাট ভারতবর্ষে সর্বত্র একই ব্যাপার। বক্তার পর বক্তা উঠিয়া সব বিবরণ দিতে লাগিলেন। একটা গবর্মেণ্টের এমন একটা অকর্মণ্যতা, অক্ষমতা, অপটুতার এমন ঢলমত নির্বিশেষে একবাক্যে প্রকাশ দর্শনীয়। অন্য যে কোন গবর্মেণ্ট হইলে ভোটাভুটি না করিয়াই পদত্যাগ করিত। কিন্তু এযে কংগ্রেস গবর্মেণ্ট!

ব্যাপার দেখিয়া জহরলাল দৌড়িয়া আসিলেন। খাদ্যের সম্বন্ধে তাহার বক্তৃতা কাগজে প্রকাশ হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে খাদ্যের ব্যাপারটা যে এত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা একথা তো আগে বুঝি নাই—এখন দেখিতেছি। বাস্তবিকই ভারতে কৃষির উন্নতির চেয়ে বড় সমস্যা যে আর নাই—ব্যাপার দেখিয়া বুঝিতেছি। ইহা ছাড়া আর বাস্তবিকই বলিবারও কিছু নাই। তবে এই গবর্মেণ্ট যে খাদ্য সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। লোককে নিরুৎসাহ করিতেছি না কিন্তু উপায়ও নাই। গোটা শাসন যন্ত্রটা—রাজ্যই বল আর কেন্দ্রই বল—অংশই বল আর উর্দ্ধই বল; পরিচালকই বল আর পরিচালিতই বল—যোগ্য মানুষের শাসনযন্ত্র নয়। দেশের চাষীবাসী জনসাধারণ ইহাদের কাছে কেবল ভোট দিবার যন্ত্র—আর চাষীর কাছে ইহারা সব লুট করিবার যন্ত্র। হায় রে, যে দেশে একটু চেষ্টাতেই সোণা ফলিতে পারিত এখনও পারে—তাহা দীর্ঘ এগার বছরেও পতিত রাখিয়া যাহারা একমুঠা গমের জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আমেরিকার চরণে মাথা ঠেকাইয়া আছে তাহারা করিবে খাদ্য সমস্যার সমাধান! হয় দেশের লোক মরিয়া ফুরাইবে; নয়তো ফরাসী, রুশিয়ার মতো নিদেন ভারতীয় ধারায়ও একটা ব্যবস্থা করিবে—এই দুই উপায় ছাড়া ভারতের জনসাধারণের কোন সমস্যার সমাধান যে হইতে পারে ইহা যাহারা মনে করেন তাহারা স্বপ্ন দেখেন, না হয় ধোঁকা দেন।

ইহার পরে, এত বক্তৃতা, সকলসম্মত আক্রমণ; প্রতিবাদ, বিরোধের পরে যখন প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইল তখন বিরোধীরা ছাড়া নীরব কংগ্রেসীরা—বক্তা কংগ্রেসীরা, সবাই সংখ্যাধিক্যে খুট খুট করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন যে—**খাদ্যাবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট যে ব্যবস্থা লইয়াছে তাহা সাধারণভাবে সন্তোষজনক। তবে গবর্মেণ্ট শীঘ্রই দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য উপযুক্ত পন্থা গ্রহণ করুক।** এই প্রস্তাবের বিরোধে যত প্রস্তাব আসিয়াছিল সব নাকচ হইয়া গেল।

হায় দেশবাসী! রুশিয়া পৃথিবীর চারিদিকে স্পুটনিক ঘুরাইতেছে—আর কংগ্রেস জোড়াবলদের ভোটের বাক্সের চারিদিকে তোমাদের ঘুরাইতেছে। একবার থালিপেটে ও হাড় পা ছুঁড়িয়া উল্টা দিকে ঘুরিবার চেষ্টা কর—যদি বাঁচ তবে উহাতেই বাঁচিবে—নচেৎ এই দেহ ছাড়িয়া শূন্য মার্গেই নিরালম্ব হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। ঠেকাইবার আশা করিও না।

লোকসভার গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিচালনার ধারা ও গতির বর্ত্তমান খেলের এই প্রাথমিক পরিচয়। সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত—যদি বাঁচিয়া থাকি তবে আরও কিছু আলোক দান করিবার চেষ্টা করিব।

এবার একটু বাহিরের কথা বলি। এতক্ষণ তো লোকসভার ঘরের সীমানার কথা হইল—কিন্তু তাহার বাহিরেও একটু তোমাদের যাওয়া দরকার।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস—স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লী—সেই দিল্লীতে আবার লাল কেল্লায় প্রধান মন্ত্রী ঝাণ্ডা উঠাইবেন—বক্তৃতা দিবেন। একবার দেখিতেই হইবে। গাড়ী ঘোড়া বন্ধ—রাস্তায় প্রধান মন্ত্রীর গাড়ী পার না হওয়া পর্য্যন্ত লোক কেবল ফুটপাতের উপরে চলিবে, পথে নামিতে পারিবে না। জনতার সঙ্গে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া চলিয়াছি—ঘেঁসা ঘেঁসী ঠেলা ঠেলি—পা বাড়াইতে পারি না। প্রশস্ত খালি রাস্তায় নামিবার উপায় নাই—প্রধান মন্ত্রীর গাড়ী যাইবে। অকস্মাৎ সচকিত হইলাম, সামনে ৫।৬টী মোটর বাইকে সুসজ্জিত সৈনিক, অতঃপর প্রধান মন্ত্রীর মোটর যান তৎপরে সৈন্যভর্ত্তি ট্রাক—আমাদের দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সরবে ও সজোরে অন্তর্হিত হইয়া গেল। মনে হইল একটা চলন্ত বিদ্রূপ বিদ্রূপের মতোই বিদ্রূপ করিয়া গেল।

লাল কেল্লার সম্মুখে বিরাট ময়দানে বিরাট জন সমারোহ। সকাল ৭।৮টা বাজিল মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জিতে লাগিল—জাতীয় সঙ্গীতের ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল ময়দানের জনতারণ্য হইতে দেখিলাম দূরে লালকেল্লার উচ্চ চত্বরের উপরে প্রধান মন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন—বক্তৃতা সুরু হইল।

আমি ও আমার একটি বন্ধু একটা গাছের ছায়া খুঁজিতেছিলাম। একটা গাছ দেখিয়া কাছে যাইতেই দেখিতে পাইলাম একটী—অর্দ্ধ উলঙ্গ নরদেহ পড়িয়া রহিয়াছে—চোখে মুখে মাছিতে ভর্ত্তি হইয়া আছে মৃত কি অচেতন ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না—লোক ভীড় করিয়া আছে। কাছে যাইতে চেষ্টা করিলে বন্ধুটী হাতটা টানিয়া বলিলেন—চলুন বাড়ী চলুন, যা দেখার দেখা হয়ে গেল কাল খবরের কাগজে বক্তৃতা পড়া যাবে।

এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বৈকালে ৬।০ টার সময়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে সরকারী উৎসব। রাষ্ট্রপতি নাই—

বাঙ্গালোরে; উপরাষ্ট্রপতি আছেন। বিলাস, আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্যের পীঠস্থান রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে সিড়ির পর সিড়ি, চত্বরের পর চত্বর পার হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলাম। চারিদিকে সারি সারি টেবিলের উপর বিচিত্র ভোজ্য ও পানীয় সুসজ্জিত। (পানীয় অর্থে চা, কফি, সরবত ইত্যাদি—মদ নয়)। সুবেশা সুকেশা শ্রোঢ়া তরুণী ঠোঁটে আলতায় রাঙ্গাইয়া স্বল্প বসনাবৃতা হইয়া "হ্যালো, হ্যালো" করিতেছেন—আর নেকটাই সুসজ্জিত, হাওয়াই জামা পরিহিত বৃদ্ধ, যুবা ওজন করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে ঠোঁটের ডান অথবা বাঁ দিক একটু ফাঁক করিয়া 'হ্যালো, হ্যালো' করিতেছে। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজদূতেরা উপস্থিত, ভারতের ভাগ্য বিধাতারা, জহরলাল হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রীরা উপস্থিত, আর দিল্লী নগরীর সম্ভ্রান্ত, আরও সম্ভ্রান্ত—সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ নাগরিকেরা উপস্থিত—সকলেই আছেন। জাতীয় সঙ্গীতের ব্যাণ্ডও বাজিল—সকলে যে যেখানে ছিল চক্ষু বুঁজিয়া, চক্ষু মেলিয়া 'এটেনসন' হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াও রহিল। —জনগণ মন শেষ হইল। চারিদিকে একবার ঘুরিয়া তাকাইয়া বুঝিতে চাহিলাম কি আছে, কি নাই! উপলব্ধি করিলাম সবই আছে, এখানে নাই কেবল ভারতবর্ষ!

—*—

চতুর্থ বার্ষিক মাধ্যমিক শিক্ষক সম্মেলন

আগামী ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনে মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এই সভায় প্রবীন শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় পৌরোহিত্য করিবেন। তাছাড়া কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক মণীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তি এম, এল, সি ও অখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রিয় রায় এম, এল, সি; টিচার্স জার্নেলের সম্পাদিকা শ্রীমতী অনিলা দেবী উক্ত সভায় বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিবেন। ছেলেমেয়েদের হাতের কাজের প্রদর্শনীও এই সঙ্গে খোলা হইবে। প্রদর্শনীয় জিনিসপত্র ৩রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। ভাল কয়েক ছাত্রছাত্রী শিল্পীকে পুরস্কারও দেওয়া হইবে। প্রত্যেক স্কুলে পৃথক ভাবে আমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হইয়াছে এবং সংঘের সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রত্যেক হাই ও মিডল স্কুল এই সম্মেলনে যোগদান করিয়া সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে।

অন্নকষ্টে দুর্গত জেলার জরুরী আহ্বান

মানুষ ও প্রকৃতির বিরূপতা

অনাবৃষ্টির জন্য যে সব অঞ্চলে চাষ হয় নাই তাহাদের দুর্গতি

বিলম্বিত ও অপ্রচুর বৃষ্টির জন্য আশু ফসলগুলি না হওয়ায় সমগ্র জেলায় ভয়াবহ অবস্থা লোকের কাজ নাই, অন্ন নাই, চারিদিকে হাহাকার ও অনাহার চলিয়াছে জেলার গুরুত্ব সরকারের উপলব্ধিই হয় নাইঃ অনাবৃষ্টির অঞ্চলে আজও সাহায্য পৌঁছায় নাই অনাহারেআরোঅনেকগুলিপ্রাণগেলঃঅরোবহুলোকেরপ্রাণযাইতেপারে

অবিলম্বে কাজ চাই, ঋণ চাই, খয়রাতীচাই সস্তার চাল চাই

সমগ্র জেলার এই ভয়াবহ অবস্থার বিষয়ে লোক সেবক সংঘের পরিচালক জেলার কর্তৃপক্ষকে বিশদভাবে জানাইয়াছেন ও প্রতিকারের বিশদ কর্ম্মপরিকল্পনাও দিয়াছেন। লোক সেবক সংঘের এম, এল, এ গণ পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি ও পরিকল্পনাসমূহের প্রতি প্রদেশের খাদ্য মন্ত্রীর জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য খাদ্য মন্ত্রীকে তথ্যাদি ও পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছেন। পুরুলিয়া জেলার এই সাধারণ খাদ্য পরিস্থিতি ও অনাবৃষ্টি জনিত কতকগুলি অঞ্চলের বিশেষ সংকটের কথা জেলার কর্তৃপক্ষকে, জনসাধারণকে ও প্রাদেশিক সরকারকে জানাইয়াছেন। লোক সেবক সংঘের লোক সভা সদস্য ও সংঘের এম, এল, এ গণ অনাবৃষ্টি জনিত দুর্গত অঞ্চলগুলির বিশেষ দুর্গতিপূর্ণ অবস্থা জেলা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে জানাইয়াছেন এবং জেলা কর্তৃপক্ষদের সহিত মিলিত এক বৈঠকে তাঁহারা এসকল বিষয়ে সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। সংবাদ পাওয়া গেল এখনও পর্য্যন্ত ঐসকল দুর্গত অঞ্চলে সহায়তা পৌঁছায় নাই। কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সংঘের সচিব জানিয়াছেন যে শীঘ্রই ব্যবস্থা হইতেছে।

আমরা মনে করি—ঐ সকল দুর্গত অঞ্চলে সাহায্য পৌঁছাইতে আর এক মুহূর্ত্ত দেরী হওয়া উচিত নয় এবং সমগ্র জেলাতেও রিলিফের কাজ ও ব্যাপক ঋণ প্রদান ব্যবস্থাও অতি শীঘ্র সুরু হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ খাদ্যাভাবে জেলার সকল স্থান হইতে দলে দলে লোক কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে। লোকে বাঁচিবার চেষ্টায় ঘটী বাটি তৈজসপত্র গরু মহিষ নাম মাত্র মূল্যে বিক্রয় করিতেছে।

শ্রমিকের জন্য শ্রম ও মধ্যবিত্তের জন্য ঋণ

গ্রামে ঘরে বিভিন্ন দিকে ব্যাপকভাবে ঘুরিয়া দেখিতেছি—চারিদিকে লোকের দাবী অবিলম্বে রিলিফের কাজ খোলা হউক—লোকের কাজ নাই—অন্ন নাই—ভয়াবহ অবস্থা। মধ্যবিত্তদের অবস্থাও আজ গুরুতর এবং ভয়াবহ। সেজন্য অবিলম্বে দিকে দিকে ব্যাপক ভাবে মধ্যবিত্তদের তথা চাষীদের মধ্যে ঋণ বিতরণ উচিত।

ছড়া থানার অবস্থা

(১) ছড়া থানার রাইসা গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির ভয়াবহ অবস্থার বিষয় জানাইয়া আমাদের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীবড়কা মাঝি নিম্নলিখিত এই পত্র দিয়াছেন :—

মুক্তি সম্পাদক মহাশয় সমিপেষু—

ছড়া থানার অন্তর্গত কেশরগড় অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের বিবরণ জানাইতেছি—নিম্নলিখিত গ্রামগুলিতে ধান্য রোপণ হয় নাই : ১। রাইসা ২। নিশ্চিন্দুপুর ৩। চাকনাদা ৪। পিড়লেয়া ৫। কালিপুর ৬। কর্কটা ৭। দুধস্তাড়া ৮। আড়ালকচা ৯। রাহামলা ১০। কাইতুরডি ১১। চরগালি ১২ বাঁদর টাঙ্গা ১৩। কেশরগড় ১৫। কুল-টাঁড় ১৫। ধাদকি টাঁড় ১৬। শাল গাড়া ১৭। লায়াডি ১৮। হরিটাঁড় ১৯। হাতিকুন্দর।

এই গ্রামগুলিতে—গড়ে ৵০ আনা হইতে ৶০ আনা মাত্র ধান্য রোপণ হইয়াছে—

কর্তৃপক্ষগণ অন্নকষ্ট মোচনের জন্য শীঘ্র মধ্যে ব্যবস্থা করিবেন নতুবা হাজার হাজার লোক মৃত্যু পথের যাত্রী হইতেছে।

রাইসা মৌজাতে বাঁধ খননের জন্য শীঘ্র মধ্যে ব্যবস্থা করা হউক এবং পাবলিক রোড দেওয়া হউক রাইসা হইতে চাটুমাথার ও রাইসা হইতে কেশরগড় তক। আরও শিবি যে বাঁধের পরিমাণে বা কত জমিতে সেচন পাইবে তাহাও দিবার জন্য স্বীকৃত আছি।

কর্তৃপক্ষগণ এই গরীব প্রজাগণের অন্নকষ্ট দূরীকরণার্থে প্রত্যেক গ্রামে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। অন্নের অভাবে শত শত লোকও গৃহ ছাড়িয়া পলাইতেছে।

ইতি—

বড়কা মাঝি

(২) ছড়া থানার মাজুর জুড়িয়া, শ্যামপুর, কুসুম জুড়িয়া, গোপালপুর, ফুলুন্দি, দেউলী প্রভৃতি অঞ্চলের লোক তাঁহাদের সংকটজনক অবস্থার কথা জানাইয়া অবিলম্বে সহায়তার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

বরাবাজার থানার সংসারডি গ্রাম

বরাবাজার থানার সংসারডি গ্রামের অনেকগুলি বিপন্ন ব্যক্তি বিগত ২৮শে আগষ্ট তারিখে পদব্রজে অনাহার ক্লিষ্ট অবস্থায় পুরুলিয়ার জেলা কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও জরুরী আবেদন জানাইতে আসিয়াছিলেন।

বান্দোয়ান থানা অবনতির দিকে

বান্দোয়ান হইতে আমাদের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীজহরি মাহাত জানাইয়াছেন যে ঐ অঞ্চলের অবস্থাও ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতেছে।

জামতোড়িয়া থানার আর্ত্ত আবেদন

জামতোড়িয়া থানার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বিপন্ন জনসাধারণের আর্ত্ত আবেদন আসিতেছে।

রিলিফ কমিটির বৈঠকের ধারা

বিগত ৩০শে আগষ্ট তারিখে দ্বিপ্রহরে শিল্পাশ্রমে জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এক পত্র আসে—সংঘের এম, পি ও এম,এল এদের নামে যে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে রিলিফ কমিটির বৈঠক আছে। যে দিন বৈঠক তার দু একদিন পূর্ব্বে নোটিশ। নোটিশ ফিরাইয়া দেওয়া হইল যে, এম, পি দিল্লীতে আছেন—এম, এল, এরা কেহ রাঁচিতে, কেহ দূর গ্রামাঞ্চলে, একদিনে সংবাদ দেওয়া সম্ভব নহে। সংঘের সচিব এস, ডি, ওকে ইহা জানান। এস, ডি, ও বলেন তাঁহারা বিগত ২০শে তারিখে চিঠি দিবার ব্যবস্থা করেন—কিন্তু কেন এই বিলম্ব হইল তিনি দেখিবেন। সচিব এস, ডি, ওকে বলেন যে, তিনি মনে করেন, "স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের বিশেষ উদ্দেশ্য মূলক ব্যবস্থাতেই ইহা করা হইয়াছে।" কারণ তাঁহারা চাহেন না যে, লোক সেবক সংঘের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হইয়া কায়েমী স্বার্থবাদীদের ভাগাভাগিতে বাধা দেন।

—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

কৃষি প্রচার ভবনে

নানাবিধ ফল ও ফুলের চারা গাছ আসিয়াছে। কফি, মূলা, টম্যাটো, বেগুন, গাজর, সীম প্রভৃতির বর্ষাতি বীজও আসিয়াছে। অর্ডার দিলে অতি সত্বর যত্নের সহিত নানাবিধ গাছ ও বীজ আনিয়া থাকি। অনুসন্ধান করুন—

ব্যবস্থাপক

কৃষি প্রচার ভবন

পুরুলিয়া

স্থানীয় সংবাদ

লীগ খেলার ফলাফল :

১৭।৮।৫৮ বি,এফ,সি(রি)—ওয়াক ওভার—জে,কে,কলেজ
১৯।৮।৫৮ সেন্ট বর্ণাবাস—২ বি, এফ, সি, (রি)—০
২০।৮।৫৮ পুলিশ—৪ সি, ওয়াই, এম, এ—১
২৫।৮।৫৮ পুলিশ—৩ মণিংষ্টার—০
২৬।৮।৫৮ সি,ওয়াই,এম,এ—৩ জে, কে, কলেজ—০
২৭।৮।৫৮ পুলিশ—৫ সেন্টবর্ণাবাস—০
২৮।৮।৫৮ কেতিকা—১ বি, এফ, সি (রি)—১
২৯।৮।৫৮ সেন্টবর্ণাবাস—২ মণিংষ্টার—০
৩০।৮।৫৮ টাউন—২ সি, ওয়াই, এম, এ—০

লীগ কোঠায় কাহার কোথায় স্থান :
(৩১।৮।৫৮ পর্য্যন্ত)

নাম	খেলা	জঃ	ড্রঃ	পঃ	পয়েন্ট
পুলিশ—	৭	৬	১	০	১৩
বি, এফ, সি—	৩	৩	০	০	৬
টাউন—	৪	৩	০	১	৬
বি,এফ,সি(রি)—	৬	২	২	২	৬
সি,ওয়াই,এম, এ—	৬	১	২	৩	৪
সেন্টবর্ণাবাস—	৫	২	১	২	৫
কেতিকা—	৫	১	২	২	৪
মণিংষ্টার—	৫	১	০	৪	২
জে, কে, কলেজ—	৫	০	০	৫	০

গত ৩১।৮।৫৮ তারিখে মুরীতে আর্সেনাল শীল্ড প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়ার মণিংষ্টার দল, রাঁচী এ, জি, আফিসকে পরাজিত করিয়া কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হইয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আল্‌সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১।২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি. এন. সেন—এম, এ ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা
(বিহার)

নোটিশ

পুরুলিয়া জেলা এবং বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত আমাদের স্থাবর এবং অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বর্তমানে এজমালি অবস্থায় রহিয়াছে। যদি কেহ তাহার কোন অংশ কোন অংশিদারের নিকট হইতে খরিদ করেন তবে তাহা নিজ দায়িত্বেই খরিদ করিবেন। উহাতে আমাদের কোনরূপ দায়িত্ব থাকিবে না।

শ্রীরজতগিরি সেন
শ্রীনারানচন্দ্র সেন
শ্রীরামকৃষ্ণ সেন
২৭।৮।৫৮ পুরুলিয়া।

নিরুদ্দেশ

গত ২৩শে আগষ্ট, শনিবার পুরুলিয়া থানার অন্তর্গত গেঙ্গাড়া গ্রাম হইতে শ্রীঅখিল রায় নামক ১৩ বৎসর বয়স্ক একটি বালক নিরুদ্দেশ হইয়াছে। উচ্চতায় ৪ ফিট, পাতলা গড়ন, ঘন কৃষ্ণবর্ণ, শরীর অনুপাতে মাথা ও পেট মোটা, পরণে খয়রা সাট দেওয়া হাফ-পেণ্ট ও একটি গেঞ্জি। দয়া করিয়া নিম্ন ঠিকানায় সন্ধান দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

শ্রীঅমূল্য রায়
গ্রাম—গেঙ্গাড়া
পোঃ—ছড়রা (পুরুলিয়া)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে ভাদ্র ১৩৬৫—৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

উর্ম্মিলা শীল্ড প্রতিযোগিতা

শীল্ড কাপ ২৩টী রৌপ্যপদক

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জেলাব্যাপী প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছে। জেলার মধ্যে অল্পবয়স্ক বালকদের এই একমাত্র প্রতিযোগিতা। এই শীল্ডের পরিচালক সমিতি আশা করেন যে প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও প্রত্যেক জনসাধারণের নিকট সহানুভূতি পাওয়া যাইবে; বিশেষ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীকে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। এই বৎসর প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছু দলের আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। বিশেষ নিয়মাবলীর জন্য অবিলম্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত আবেদন বা সাক্ষাৎ করুন।

যুগ্ম সম্পাদক
উর্ম্মিলা শীল্ড কমিটি
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সরকার, হেড পণ্ডিত
নামোপাড়া উঃ প্রাঃ স্কুল, পুরুলিয়া।

৩০।৮।৫৮

(১১ পৃষ্ঠার পর হইতে)

নির্বিবাদে চলিতে পারে—তাহা আমাদের ধারণার অতীত। সংশ্লিষ্ট ছাত্রী ও অভিভাবকদের এই ক্ষতির জন্যই বা দায়ী কে হইবে?

৩। কলেজের তহবিলে অর্থের কোনও অভাব না থাকিলেও ব্যবস্থার অভাবে ছাত্রীদের জন্য কোনও কমন-রুমের ব্যবস্থা নাই। ফলে, বৃষ্টিতে ছাত্রীদের বিশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হয়।

৪। প্রকাশ, গত দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে আরও দুইজন অধ্যাপিকা পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

৫। এই সমস্ত অব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বহু ছাত্রী ট্রান্সফার লইয়া জগন্নাথ কিশোর কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার কথা বিবেচনা করিতেছে।

কলেজের কার্য্য পরিচালনায় অব্যবস্থার অভিযোগের সহিত দেশবন্ধুর জননী বা ভগ্নির নাম জড়িত করিবার চেষ্টা করিয়া জীমূতবাবু রুচিজ্ঞানের পরিচয় দেন নাই। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসন্তান দেশবন্ধুর জননী নিস্তারিণী দেবী বা ভগ্নী অমলা দেবীর প্রতি দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মানজ্ঞাপন কাহারও উপদেশের অপেক্ষা রাখে না। পুরুলিয়ায় স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও প্রসারে স্বর্গীয়া অমলা দেবীর মহৎ প্রচেষ্টা সহরবাসী সকলেই কৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করে। সেই জন্যই দেশবন্ধু-জননীর পুণ্য নামকে কোনও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিড়ম্বিত ও উপহাসাস্পদ হইতে দেখায় তাহার বিরুদ্ধেই জনসাধারণের এই প্রতিবাদ ও অভিযোগ।

সর্ব্বশেষে, কোনও প্রতিষ্ঠানের "সর্ব্বময় কর্ত্তা" বনাম "সাক্ষীগোপাল" সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা জীমূতবাবু করিয়াছেন —সেই সূত্রে তাঁহাকে বিনীতভাবে এইটুকুই উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি যে কলেজের আভ্যন্তরীণ ও দৈনন্দিন সমস্ত ব্যাপারে অসঙ্গত হস্তক্ষেপ করিয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা হওয়ার চেষ্টা এবং যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার সহিত কলেজটিকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাওয়ার সেবা ও সাধনায় সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব সম্পাদন—এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য কি ও কতটুকু! মুঃ সঃ।

স্থানীয় সংবাদ

লীগ খেলার ফলাফল:

১।৯।৫৮ বি, এফ, সি— ২ কেতিকা— ০
২।৯।৫৮ সি,ওয়াই,এম, এ—১ বি, এফ, সি (রি)—০
৩।৯।৫৮ মণিংষ্টার— ১ জে, কে, কলেজ— ১
৪।৯।৫৮ বি, এফ, সি— ২ পুলিশ—
৫।৯।৫৮ টাউন—ওয়াকওভার—মর্ণিংষ্টার—
৬।৯।৫৮ বি, এফ, সি— ২ বি, এফ, সি(রি)—

গত সপ্তাহে লীগ খেলায় পুরুলিয়ার খ্যাতনামা বি, এফ, সি দল শক্তিশালী পুলিশ দলকে পরাজিত করিয়া তাহার অপরাজিত আখ্যা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই দিন এই দুই শক্তিশালী দলের খেলা দেখিবার জন্য বিপুল জনসমাবেশ হয়। এই দিন প্রত্যেকেই অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের খেলা দেখিবার আশা করিয়াছিলেন কিন্তু দর্শকবৃন্দকে অবশেষে নিরাশ হইতে হইয়াছে। খেলা শেষ কয়েক মিনিট বাদ দিয়া খুবই সাধারণ স্তরের হইয়াছিল। পুলিশ দল তাহাদের লীগের শেষ খেলায় যথাযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও পরাজিত হইয়াছে। লীগের খেলায় পুলিশ দলের ইহাই প্রথম পরাজয়।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে মৃধা আর্সেনাল শীল্ড প্রতিযোগিতায় পুরুলিয়ার সি, ওয়াই, এম, এ দল রাঁচীর বি, এম, পি দলের নিকট ৫—১ গোলে পরাজিত হইয়া প্রতিযোগিতা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর মৃধাতে কোয়ার্টার ফাইনালে পুরুলিয়া মর্ণিংষ্টার দল রাঁচীর হীরানাগপুর স্পোর্টিংকে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়া সেমিফাইনাল খেলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গাঙ্গিক আলস্যর রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি. এন. সেন—এম, এ ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা
(বিহার)

মুক্তি

২২শে ভাদ্র, সোমবার

খাদ্য সমস্যায় দলীয় রাজনীতি

কৃসি সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধির পর প্রধান মন্ত্রী এতদিনে জ্ঞানগম্য করিতেছেন যে দেশের খাদ্য সমস্যা একান্তভাবেই জাতীয় সমস্যা—সুতরাং দলীয় রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হইবে না। ফলে, তিনি সকল দলের সহযোগিতার দ্বারা খাদ্য সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হইতেছেন। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সমগ্র দেশব্যাপী খাদ্য সমস্যাকে যে ভাবে দলীয় রাজনীতির পীঠস্থানে পরিণত করার জন্য এতদিন সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে—তাহাতে পণ্ডিত জহরলালের এই সদ্যলব্ধ শুভবুদ্ধি কতদূর কার্য্যকরী এবং কতদিন স্থায়ী হয় তাহাই বিবেচ্য। বিশেষ করিয়া খাদ্যের প্রশ্নে প্রচলিত দুর্নীতি তথা রাজনীতির সহিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের অস্তিত্ব হয়ত পরিমাণে নির্ভরশীল হওয়ায়—ইহাকে রাজনীতি মুক্ত করা কংগ্রেসের নিকট হয়ত আত্মহত্যার নামান্তরই হইবে।

যে সকল বড় বড় ব্যবসায়ী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ করিয়া নির্ব্বাচনী সংগ্রামে জয়লাভের জন্য আর্থিক সাহায্য দানের বিনিময়ে চোরাকারবার ও বনাফাখোরীর অবাধ স্বাধীনতা পাইয়া থাকে—তাহাদের সংযত করিবার 'ক্ষমতা ও অধিকার' কংগ্রেসী সরকার তথা কংগ্রেসের কোথায়? ইহারাই কংগ্রেসের মূলস্তম্ভ স্বরূপ—সুতরাং প্রধান মন্ত্রী জহরলাল উচ্ছ্বাসের বশে দুইচারিটী ভাল ভাল কথা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়াই যে পন্থ-দেশাই পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে তাহা কার্য্যকরী করিতে হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই! বটবৃক্ষের ঝুরির ন্যায় কংগ্রেস সরকারের তথা কংগ্রেসের শীর্ষদেশ হইতে মূল পর্য্যন্ত ইহারা যেভাবে ঘিরিয়া আছে—তাহাতে সমগ্র কংগ্রেসী ঠাটের অস্তিত্বের জন্য আর মূল কাণ্ডের প্রয়োজন নাই—এই সকল আগাছারূপী খুঁটির জোরেই কংগ্রেস আজ টিকিয়া আছে। সুতরাং কংগ্রেস ইহাদের বিরুদ্ধাচরণ বা স্বার্থহানি ঘটাইবে কোন্ দুঃসাহসে?

কেবল কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের উচ্চ পর্য্যায়ের খাদ্যনীতির ক্ষেত্রেই নহে—জেলার, মহকুমার বা থানার খাদ্য সমস্যা ও খাদ্য নীতি একই দলীয় রাজনীতির সূত্রে আবদ্ধ। সরকারের কেন্দ্রীয় গুদামের আড়তদার হইতে আরম্ভ করিয়া সহরে ও গ্রামের ডালার বা রেশন শপের মালিক পাকা কংগ্রেসী অথবা কংগ্রেসের মনোনীত ব্যক্তি হওয়া চাই। তাহার পর এই সকল ব্যবস্থার তদ্বির তদারক করিবার জন্য যদি কোনও 'নামকে-ওয়াস্তে' কমিটী করিতেই হয় তাহাতেও শতকরা নব্বুই জন কংগ্রেসীকে সদস্য রাখিতেই হইবে। আর শেষ পর্য্যন্ত সরকারী অফিস, আদালত, দপ্তর প্রভৃতিকে ক্রমশঃ কংগ্রেস কমিটীর অফিসে পরিণত করিতে হইবে—যাহাতে কোন ফাঁক দিয়া বেপোজল কংগ্রেসী ভুগে প্রবেশ করিতে না পায়।

সুতরাং এতদিন ধরিয়া সযত্নে যে পাকা কংগ্রেসী ব্যবস্থা কায়েম করা হইয়াছে—আজ তাহা পণ্ডিত জহরলালের কথায় খাদ্য সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে ও দলীয় রাজনীতি মুক্ত করার তাগিদে বাতিল করিয়া দিতে হইবে—তাহা কি সম্ভব? দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে—কংগ্রেসের নিকট এখন আর সংগ্রামের কোনও প্রশ্ন নাই। সুতরাং বিদেশী শাসনকালে যাহারা কংগ্রেসের সংগ্রামের তথা দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে বলিয়াই আজ তাহাদের পাকা কংগ্রেসী হইবার পথে বাধা কোথায়? বিশেষ করিয়া বিদেশী আমল হইতে সরকারী অনুগ্রহ লাভের অধিকার যাহাদের জন্মিয়া গিয়াছে—তাহাদের সেই জন্মগত অধিকার যখন তাহারা কংগ্রেসী সরকারের নিকট দাবী করিবে তখন ভক্তবৎসল কংগ্রেসী সরকার ইংরাজ সরকারের উত্তরাধিকারী হিসাবে এই সকল পাকা সরকারী ভক্ত জীবদিগকে নিরাশ করিবেই বা কেন? কাল তাহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকিতে পারে—কিন্তু আজ তাহারাই কংগ্রেসের বিশিষ্টতম বন্ধু ও সহায়ক। দেশের দুর্দ্দশা লইয়া ব্যবসালব্ধ মনাফার "ব্যাপার" ভাগ যতদিন তাহারা কংগ্রেসকে দিবে কংগ্রেসও ততদিন তাহাদের রক্ষা করিয়া চলিবে—পণ্ডিত জহরলালের সাময়িক উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

দেশের এই দারুণ খাদ্য সমস্যাকে জাতীয় সমস্যারূপে দেখিবার ও বিচার করিবার দৃষ্টিভঙ্গী ও বোধ সম্পর্কে কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী সরকারের উপর এইজন্যই কোনরূপ আস্থা স্থাপনের লক্ষণ এখনও দেখা দেয় নাই।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গভঙ্গ হওয়ার পর হইতে সম্প্রতি পুরুলিয়া সহরে দুধের বন্যা দেখাদিয়াছে। দু তিন বর্ষ পূর্ব হইতেই অবশ্য সহরের দু একটি প্রতিষ্ঠান কয়েকটি মহল্লায় দুগ্ধ বিতরণ করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি নব-গঠিত কংগ্রেসী রেডক্রশ কমিটির মারফৎ কোন কোন স্থলে একই অঞ্চলে দুগ্ধ বিতরণ সুরু করা হইয়াছে। দুগ্ধ বিতরণের মাধ্যম নির্বাচনেও তাঁহারা "বিশেষ বিবেচনার" পরিচয় দিতেছেন। গত মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে যে সকল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী নিরাশ হইয়াছিলেন এখন হইতেই হয়ত ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য তাঁহাদের কাহারও কাহারও মারফৎ সংশ্লিষ্ট মহল্লায় দুগ্ধ বিতরণ করা হইতেছে। অবশ্য সকল নিয়মের ব্যতিক্রমের মতন এই ব্যাপারেও হয়ত কিছু ব্যতিক্রম থাকিতে পারে। এখন এই দুগ্ধ বিতরণের ফলে ভোটদাতারা শেষ পর্যন্ত কতদূর হন তাহাই দ্রষ্টব্য।

আর একটি রেশনের দোকানে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের হানা

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় এনফোর্সমেণ্ট বিভাগের কর্মচারীরা ৬নং ওয়ার্ডের রেশনের দোকানে হানা দেয় এবং দোকানের চাউলের ষ্টক পরীক্ষা করে। প্রকাশ, তদন্তে প্রায় ৫৮ মণ চাউলের ঘাটতি হওয়ায় বিভাগীয় পুলিশ দোকানের সমস্ত চাউল আটক করে এবং রেশন দোকানের মালিক শ্রীরমেশ চন্দ্র চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। আটক করা চাউল সদর থানায় রাখা হয় এবং রেশন দোকানের মালিক শ্রীরমেশ চন্দ্র চৌধুরীকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়।

পশ্চিম বঙ্গের সরকারী কর্ম্মচারীদের দাবী সপ্তাহ পালন

৮ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কর্মচারীগণ দাবী সপ্তাহ পালন করিতেছেন। দুই বৎসর পূর্বে ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে পশ্চিম বঙ্গের সরকারী কর্মচারীগণ যে শক্তিশালী আন্দোলন সুরু করেন সেই স্মরণীয় দিবসের সূচনা হিসাবে এই বৎসরও ৮ই সেপ্টেম্বর হইতে নূতন আন্দোলনের আরম্ভ করা হইল। এই দিবসের কার্য্যসূচীক্রমে কর্মচারীদের মধ্যে ইস্তাহার প্রচার এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, বিভিন্ন কর্মচারী সংস্থা, এম, এল, এ, এম, এল, সি, এম, পি ও বিশিষ্ট নাগরিকদের সম্মেলনের অনুষ্ঠান ধার্য্য হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির পুরুলিয়া জিলা শাখা তথা পুরুলিয়া জিলা কো-অর্ডিনেশন কমিটীর পক্ষ হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে জগদীশ চন্দ্র মুখার্জ্জী হলে (হরিপদ সাহিত্য মন্দির) এইরূপ এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সরকারী কর্মচারীগণ ছাড়াও সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত থাকেন। কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়ক শ্রীনির্ম্মল প্রসাদ চ্যাটার্জ্জী এই দাবী সপ্তাহের তাৎপর্য্য তথা সরকারী কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবী ও অভিযোগ ব্যাখ্যা করেন এবং সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনের ইতিহাস বিবৃত করেন। বিশিষ্ট নাগরিকগণ তথা সাধারণের পক্ষ হইতে সরকারী কর্মচারীদের ন্যায্য দাবী সমূহ এবং আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া শ্রীশ্যামা কিঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বক্তৃতা করেন।

মানভূম জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘের বার্ষিক অধিবেশন

গত ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলের হলে মানভূম জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে নিখিল ভারত জন সঙ্ঘের সভাপতি এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ শ্রীদেব প্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনের বিশিষ্ট অতিথি রূপে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীসত্যপ্রিয় রায় এম, এল, সি; নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ মনীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী অনিলা দেবী এম, এল, সি প্রমুখ ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। এই জেলার বিভিন্ন হাইস্কুল ও মিডল স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধিগণ দুই দিবসব্যাপী সম্মেলনে যোগদান করেন।

এই সম্মেলনের সূত্রে এই বৎসরে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে স্থানীয় চারু শিল্প ও কারু শিল্পের নিদর্শন সমূহ সন্নিবেশিত হয়।

———*———

ভারতের খাদ্যাবস্থা

এগার বৎসর স্বাধীনতার পরেও দেশে আজ অন্ন নাই। কংগ্রেস সরকারের অক্ষম ও অযোগ্য শাসনে দেশে শস্যের উৎপাদন বাড়বার কোন ব্যবস্থা হয় নি। সুজলা সুফলা ভারতবর্ষকে আজ তার খাদ্যের জন্য বিদেশের কাছে ভিক্ষা করতে হচ্ছে। ব্যাপার কি দেখুন!

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের জুলাই পর্য্যন্ত কোন দেশ থেকে কত চাউল ও গম আমদানী করা হয়েছে:

চাউল আমদানী

(১ টন : ২৭ মণের কিছু বেশী)

১।	আমেরিকা—	৪২৭	হাজার টন	বা	১,১৫,২৯,০০০ মণ
২।	ব্রহ্মদেশ—	১৮০১	,, ,,	বা	৪,৮৬,২৭,০০০ ,,
৩।	থাইল্যাণ্ড—	২	,, ,,	বা	৫৪,০০০ ,,
৪।	ভিয়েটনাম —	৭	,, ,,	বা	১,৮৯,০০০ ,,
৫।	চীন দেশ—	৬০	,, ,,	বা	১৬,২০,০০০ ,,
৬।	পাকিস্থান—	৪০	,, ,,	বা	১০,৮০,০০০ ,,
৭।	অন্যান্য—	৩৩৭	,, ,,	বা	৯০,৯৯,০০০ ,,
		২৬৭৪	হাজার টন	বা	৭,২১,৯৮,০০০ মণ

গম আমদানী

১।	কানাডা—	৪২৭	হাজার টন	বা	১,১৫,২৯,০০০ মণ
২।	আমেরিকা—	৩৮০৪	,, ,,	বা	১০,২৭,০৮,০০০ ,,
৩।	অষ্ট্রেলিয়া—	১৬৫৫	,, ,,	বা	৪,৪৬,৮৫,০০০ ,,
৪।	আর্জেনটিনা—	২৪৫	,, ,,	বা	৬৬,১৫,০০০ ,,
৫।	রাশিয়া—	৪০	,, ,,	বা	১০,৮০,০০০ ,,
৬।	পাকিস্থান—	১৫	,, ,,	বা	৪,০৫,০০০ ,,
৭।	অন্যান্য—	১৫২৫	,, ,,	বা	৪,১১,৭৫,০০০ ,,
		৭৭১১	,, ,,	বা	২০,৮১,৯৭,০০০ মণ

ব্যাপার দেখুন

গত ৬ বৎসরে মোট খাদ্য শস্য আমদানী করতে হয়েছে— উনত্রিশ কোটী মণ

—: বিদেশ থেকে :—

এর জন্যে কত টাকা দিতে হয়েছে জানেন—৭০৪ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা—

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আয় কত জানেন?

১৯৫২-৫৩—	৪৫৩	কোটী টাকা	
১৯৫৩-৫৪—	৪৬৪	,,	,,
১৯৫৪-৫৫—	৪৭৯	,,	,,
১৯৫৫-৫৬—	৫২১	,,	,,
১৯৫৬-৫৭—	৫৬১	,,	,,
১৯৫৭-৫৮—	৮০০	,,	,,
১৯৫৮-৫৯—	৮৮৫	,,	,,

প্রতি বছরের খাবার জোগাড় করতে ভারত সরকারের সমগ্র আয়ের ৬ ভাগের ১ ভাগ বিদেশে পাঠাতে হয় তবুও লোকে অনাহারে মরে।

সরকারী হিসাবে আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ঘাটতি শস্যের পরিমাণ প্রায়:

৪ কোটী ৮৩ লক্ষ ৩৪ হাজার মণ

এই শস্য আমাদের দেশেই উৎপন্ন হতে পারে যদি সরকার চাষীর চাষের ক্ষমতা বাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে তো দূরের কথা—সরকারী প্রাণহীন অব্যবস্থায় চাষীরাই দিনের পর দিন সর্বনাশের পথে যাচ্ছে—দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে। সামান্য জলসেচের ব্যবস্থা তাও করা হচ্ছেনা। অন্যান্য ব্যবস্থা তো দূরের কথা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা খুব বড় বড় করে বলা হয়। কিন্তু চাষের জন্য জমিতে জলসেচের অবস্থাটাই এই এগার বছরে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখুন—

যে জমিতে চাষ হয় তার কত পরিমাণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, আর কত পরিমাণ জমিতে কোন প্রকার জলসেচের ব্যবস্থা নাই তাহার হিসাব—

প্রদেশ	জল সেচ পায়	কোন প্রকার জল সেচের ব্যবস্থা নাই = পায় না
১। পশ্চিমবঙ্গ—	১৮২৪ হাজার একর	২০৪৩১ হাজার একর ৯১৮%
২। মাদ্রাজ—	৭৭০৩ ,, ,,	১৮১ ,, ,, ২৩%
৩। বিহার—	৩৫৯৩ ,, ,,	৫৯৮৬ ,, ,, ৬২·৪%
৪। উত্তর প্রদেশ—	৫৫৭ ,, ,,	৭২·৮ ,, ,, ৯২·৮%
৫। মধ্যপ্রদেশ—	১১৫৫ ,, ,,	৪৭৪১ ,, ,, ৮০·৪%
৬। উড়িষ্যা—	১২৫৪ ,, ,,	৩৭৬৯ ,, ,, ৭৫·০%
৭। বোম্বাই—	২০৪ ,, ,,	১৬৬২ ,, ,, ৮৯·৬%
৮। পাঞ্জাব—	৭৮৭ ,, ,,	১৯০ ,, ,, ১৯৪%

সমস্ত ভারতবর্ষে চাষের ব্যাপারটা একবার দেখুন। বাংলা দেশে যত জমিতে চাষ হয় তার শতকরা প্রায় ৯২ অংশে জলসেচের কোন ব্যবস্থাই নেই। খাদ্য শস্যের উৎপাদন কেমন করে হবে? এই এগার বছরেও কংগ্রেস গবর্মেন্ট এবিষয়ে কিছুই করেনি—কেন করেনি? শত শত কোটী টাকা খরচ হচ্ছে—কিন্তু তা চাষীর জন্য নয়, চাষের ব্যবস্থার জন্য নয়!

দেখা যাচ্ছে এ সরকার দেশের লোকের ব্যবস্থা করে না—চাষীর ব্যবস্থা করে না—চাষের ব্যবস্থা করে না—চাষীকে সাহায্য করে না—দেশের উন্নতি হবে কেমন করে?

লোক তো না খেয়ে মরবেই

চাষী খাটে—খেটে মরে—কিন্তু জল কই? জলসেচের ব্যবস্থার জন্য সরকার একটু সাহায্য করলেই ব্যবস্থা চাষীরা নিজেই করে নিতে পারে।

কিন্তু সরকারের সে দৃষ্টিভঙ্গী নাই, সে পরিকল্পনা নাই—সে ব্যবস্থা নাই।

আজ দেশের লোক চাষীরা সংঘবদ্ধ হও—সরকারকে বাধ্য কর তার কর্তব্য করতে।

সরকারী খাদ্য তদন্ত কমিটীর আংশিক রিপোর্ট ফাঁস

খাদ্য দপ্তর কর্তৃক লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়

শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় মন্ত্রীত্ব ত্যাগের সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিশেষ করিয়া খাদ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ আরোপ করেন। তাঁহার মূল অভিযোগ ছিল: (ক) ধ্বংসাত্মক খাদ্যনীতি; (খ) দুর্নীতি দমনে ব্যর্থতা; (গ) বেকার সমস্যা; (ঘ) সরকারী কর্মচারীদের সমস্যা; (ঙ) জমিদারী বিলোপ ও সরকারী সমস্যা; (চ) উদ্বাস্তু সমস্যা।

সরকারী খাদ্য নীতি সম্পর্কে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় অভিযোগ করেন যে ইহা কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা পরিচালিত। "নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি আইন" এর বলে আদেশ জারী করিয়া ধান, চাল সম্পর্কে জেলাগুলিতে কর্ডন করা হয়—ফলে বিনা পারমিটে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ২ সেরের বেশী ধান চাল চালান দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। এই আদেশের পর এমন সকল লোককে পারমিট দেওয়া হয় যাহাদের নাম ধাম জনসাধারণ জানে না। খাদ্য মন্ত্রীর অফিস কিম্বা বাড়ীতে অথবা চৌরঙ্গীর কংগ্রেস ভবনে যাহাদের জমায়েৎ হইতে দেখা যায়—এইরূপ কতকগুলি লোককে নিজস্ব নামে বা বেনামীতে পারমিট দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীসিদ্ধার্থ রায় আরও অভিযোগ করেন যে—জেলা কর্ডন পদ্ধতি তুলিয়া দিয়া চাউল কলগুলির উপর লেভী ধার্য্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ উপেক্ষিত হয়। এই লেভী অর্ডার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে চালু রাখার কথা একমাত্র খাদ্য মন্ত্রী, পুলিশ মন্ত্রী ও মুখ্য মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোনও মন্ত্রী জানিতেন না। অন্যান্য মন্ত্রীদের এইরূপ ধারণা দেওয়া হয় যে—বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, পশ্চিম দিনাজপুর প্রভৃতি মাত্র ৭টি জেলায় এই অর্ডার চালু আছে। এই গোঁজামিল ব্যবস্থার ফলে পশ্চিম বঙ্গের বাকী ৯টি জেলার জনসাধারণ নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল পাওয়ার সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়; সরকারও চাউল কলের মালিকদের নিকট হইতে চাউল ক্রয় করিতে পারেন নাই। এই খাদ্য নীতির ফলেই গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়।

শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় কর্তৃক খাদ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি সরকার নিযুক্ত খাদ্য তদন্ত কমিটি কর্তৃক সপ্রমাণিত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এই রিপোর্ট প্রকাশ করিতে অস্বীকার করেন।

গত ২২শে আগষ্ট তারিখের দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকা তদন্ত কমিটির সেই রিপোর্টের কিছু কিছু অংশ ফাঁস করিয়া দেওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের সর্ব্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর তথ্য হইল এই: ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের নির্দেশে খাদ্য দপ্তর সরকারী সমস্ত নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করিয়া কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ীকে কর্ডন এলাকা হইতে প্রায় এক লক্ষ মণ চাউল কিনিবার জন্য স্পেশাল লাইসেন্স দেন। উক্ত ব্যবসায়ীদের এই চাউলের একটি দানাও সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে হয় নাই। আনুমানিক একটি হিসাবে দেখা যায় খাদ্যমন্ত্রীর অনুগ্রহপুষ্ট এই ব্যবসায়ীরা উক্ত লাইসেন্সের সুযোগে প্রায় দশ লক্ষ টাকা মুনাফা করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন চাউলের লাইসেন্স ও পারমিট প্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে তালিকা বিধান সভায় দাখিল করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই সমস্ত বড় বড় ব্যবসায়ীর একজনেরও নাম নাই।

দ্বিতীয় আর একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে। চাউল কল মালিকদের নিকট হইতে সরকার যে দরে চাউল সংগ্রহ করেন, তাহা পরে মণ প্রতি দুই হইতে আড়াই টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। খাদ্য দপ্তরের হিসাব নিকাশের খাতার প্রথমবারের দরটি সংশোধিত করিয়া পাশাপাশি বর্দ্ধিত দরটি দেখান হইয়াছে। কাহার নির্দেশে খাদ্য দপ্তরের খাতাপত্রে এইভাবে কাটাকাটি করা হয়, তাহার কোন সদুত্তর খাদ্য তদন্ত কমিটি খাদ্যমন্ত্রী বা খাদ্য দপ্তরের নিকট হইতে পান নাই। কিন্তু যিনি বা যাঁহারাই এই জন্য দায়ী হউন, চাউল কল মালিকদের সন্তুষ্ট করার জন্য এই বর্দ্ধিত দর দেওয়ার ফলে সরকারী কোষাগার হইতে দুই লক্ষাধিক টাকা অতিরিক্ত খরচ হইয়া যায়।

খাদ্য দপ্তর হইতে বিশেষ লাইসেন্স পাইয়া যাহারা দশ লক্ষাধিক টাকা মুনাফা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদের কয়েকজনের নাম হইল :—

১। শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী (আহাম বাগ) ১০,০০০ মণ [দশ হাজার মণ]।

২। শ্রীপি, এন রায় এণ্ড ব্রাদার্স—৫০০০ (পাঁচ হাজার)মণ।

৩। সরস্বতী রাইস মিল (বোলপুর)—৩০০০ (তিন হাজার) মণ।

৪। ফুল্লশ্রী রাইস মিল—৫৬৫০ (পাঁচ হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) মণ।

৫। শ্রীরাধাপদ চন্দ্র এবং শ্রীগুরুপদ চন্দ্র (বীরভূম)—৯০০০ (নয় হাজার) মণ।

৬। অনাদি মাতা রাইস মিল—৪০০০(চার হাজার)মণ।

৭। শ্রী এন, পি, চন্দ্র—২০০০ (দুই হাজার) মণ।

৮। নৌরী লিমিটেড—১০,০০০ (দশ হাজার) মণ।

৯। যুবরাজপুর রাইস মিল—১০,০০০ (দশ হাজার) মণ।

ইহা ছাড়াও কমিটি ২৪ পরগণার ১০টি এবং অন্যান্য জেলায় আরও কয়েকটি যে স্পেশাল লাইসেন্সের সন্ধান পাইয়াছেন তাহার মোট পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ মণ।

খাদ্য দপ্তর তদন্ত কমিটি চা বাগানগুলিতে পাঠানোর নামে কয়েকটি বিলাতী কোম্পানী যে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল কেনেন, তাহার কোন হিসাব খাদ্য দপ্তরের নিকট হইতে পান নাই।

এই স্পেশাল লাইসেন্স ও পারমিটগুলি মিলি করার সময়ে খাদ্য দপ্তরের নিয়ম ছিল কোন ব্যবসায়ীকেই দুই ওয়াগন বা ১১০০ (এগারশ) মণের বেশী লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। (১৯৫৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরের নির্দেশ)। এগারশ মণের বেশী চাউলের জন্য লাইসেন্স দিতে হইলে তাহা অনুমোদনের জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে। দ্বিতীয় নিয়ম ছিল এই যে, খাদ্য সংগ্রহের জন্য লাইসেন্স যাহারা পাইবেন, তাহাদের সকলেই তাঁহাদের দ্বারা সংগৃহীত শস্যের শতকরা ৭৫ ভাগ সরকারী দপ্তরে জমা দিতে হইবে। (১৯৫৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বরের নির্দেশ)।

উপরোক্ত কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ীকে স্পেশাল লাইসেন্স দেওয়ার সময় খাদ্য দপ্তর হইতে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের জানাইয়া দেওয়া হয় যে, পূর্বোক্ত দুইটি নির্দেশ এই সমস্ত ভদ্র মহোদয়দের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না। অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যক্তিদের এগার শ মণের বেশী খাদ্যশস্য কেনার লাইসেন্স দেওয়া হইবে এবং তাহারা তাহা যেখানে ও যেভাবে খুশী বিক্রী করিতে পারিবেন। এই আদেশের সুযোগ লইয়া এই ব্যবসায়ীরা মাত্র ১৪।১৫ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া যদি তাহা ২৪।২৫ টাকা দরেও বিক্রী করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের লাভের অঙ্ক কমপক্ষে দশ লক্ষ টাকার বেশী হইয়াছে।

কেন এই স্পেশাল লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত খাদ্য দপ্তরের নিকট হইতে তদন্ত কমিটি পান নাই।

এই তদন্ত কমিটির রিপোর্টে খাদ্য দপ্তরের হিসাবে কাটাকাটি সংক্রান্ত অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণে জানা যায় যে, সরকার ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম-ভাগে কয়েকজন বড় বড় চাউল কল মালিকের নিকট হইতে প্রায় এক লক্ষ মণ চাউল কেনেন। খাদ্য দপ্তরের হিসাবের খাতায় প্রথমে এই চাউলগুলিকে "মাঝারি" এই শ্রেণীভুক্ত করিয়া উহার দর ১৬ হইতে ১৬।০ আনা পর্য্যন্ত দেখান হয়। কয়েক দিন পরেই কোন এক অদৃশ্যহস্তের ইঙ্গিতে খাদ্য দপ্তরের হিসাবের খাতায় মাঝারী শ্রেণীর চাউলের বদলে ঐ চাউলগুলিকে স্পেশাল ২ এই শ্রেণীর চাউল হিসাবে দেখান হইল। শুধু তাহাই নয়, পূর্ব্বেকার দর বদলাইয়া তাহারই পাশে লাল কালিতে ১৮ হইতে ১৮।০ আনা মণ দরে নতুন দর লেখা হইল। চাউল কল মালিকদের এই বর্দ্ধিত হারে দর দিতে গিয়া সরকারকে দুই লক্ষ কিম্বা তাহারও অধিক টাকা লোক-সান দিতে হয়। তদন্ত কমিটির সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় জানান যে তাঁহার নির্দেশেই এই ভাবে বর্দ্ধিত দর দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ডাঃ রায়ের সেই নির্দেশের কোন কপি তদন্ত কমিটির সদস্যদের দেখান হয় না। কয়েকজন সদস্যের বারংবার দাবীর উত্তরে শেষ পর্য্যন্ত তিনি জানান যে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর সহিত আলোচনার পর তিনি মৌখিকভাবে খাদ্য দপ্তরকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়াছেন।

খাদ্য তদন্ত কমিটির সদস্যেরা আরও একটি জিনিষ জানিয়া আশ্চর্য্য হন। সরকার কর্ডনের আদেশ জারী করিলেও উহা কার্য্যকরী করার জন্য তাহার প্রয়োজনীয় কোনই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বীরভূম, মেদিনী-পুর, বর্দ্ধমান ইত্যাদি জেলার শাসকেরা বারংবার খাদ্য দপ্তরকে জানাইয়াছে, চেক আউট পোষ্টগুলিতে ক্রতগামীন মোটর বা জলযানের অভাবে চাউলের চোরা চালান-কারীদের সায়েস্তা করা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। সেই জন্য তাঁহারা পুলিশ ও জলপুলিশের সাহায্যের ব্যবস্থার জন্য বারংবার সরকারের নিকট অনুরোধ জানা-ইয়াছেন। খাদ্য দপ্তর জেলা শাসকদের এই সতর্কবাণী বা অনুরোধে ভ্রুক্ষেপও করেন নাই। এই নিষ্ক্রিয়তার (ইচ্ছাকৃত?) ফলে লক্ষ লক্ষ মণ চাউল ঐ সমস্ত জিলা হইতে পাচার হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী ঘাটতি জেলা কলিকাতা এমন কি পাকিস্তানে পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

তদন্ত কমিটির সদস্যেরা আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি ঘাটতি অঞ্চলে প্রকিওরমেণ্ট বিভা-গের বহু কর্ম্মচারীর অভাবে প্রয়োজনীয় চাউল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই।

ইহা ছাড়াও লেভী ধার্য্য, কর্ডন অঞ্চল নির্দ্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে বহু গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতির কথাও এই তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে।

পরলোকে শ্রীহৃষিকেশ মাহাত

বিশিষ্ট কর্ম্মীর জীবনাবসান

লোক সেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীহৃষিকেশ মাহাত ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে তরুণ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৩ বৎসর ছিল।

শ্রীহৃষিকেশ মাহাতের সমগ্র পরিবার লোক সেবক সঙ্ঘের বিশিষ্ট কর্ম্মী ও সহায়ক। তাঁহার পিতা ৺রাম মাহাত বান্দোয়ান অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন এবং গত বিয়াল্লিশ সালের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। শ্রীহৃষিকেশ মাহাত অতি অল্প বয়স হইতেই আন্দোলন ও সেবামূলক নানা কর্ম্মের সহিত জড়িত হন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি একজন বিশিষ্ট সংগ্রামী কর্ম্মী ছিলেন। গঠনমূলক বিশেষ করিয়া কৃষি সংক্রান্ত কার্য্যে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। বান্দোয়ান থানার কাঁশবহাল গ্রামে বিগত কর্ম্মী সম্মে-লনের আয়োজন ও অনুষ্ঠানে তিনি নিরলস উদ্যোগী ছিলেন এবং এই অঞ্চলে ২৫ বিঘা জমি লইয়া লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে গঠন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত শ্রীকানাই মাহাতও তিনি অক্লান্ত প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। বান্দোয়ান থানার সকল প্রকার গঠন বা আন্দোলনমূলক কর্ম্মে তিনি অপরিহার্য্য ছিলেন। মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে যেদিন তিনি দারুণ ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যা-শায়ী হন, সেই দিনও তিনি নিজহস্তে একশত নেবু গাছের চারা রোপণ করেন। তাঁহার রোগ ক্রমশঃ জটিল হইতে থাকায় চিকিৎসার জন্য এ্যাম্বুলেন্স যোগে তাঁহাকে বান্দো-য়ান হইতে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে আনা হয়। কিন্তু যথাসম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা স্বত্বেও এই দারুণ রোগের আক্রমণ হইতে তাঁহাকে বাঁচানো সম্ভব হয় নাই।

তিনি বৃদ্ধা মাতা, তিন ভ্রাতা, বিধবা স্ত্রী ও বহু আত্মীয় স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে আত্মীয় স্বজনের ন্যায় সমগ্র কর্ম্মী সমাজও বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

সরকারী অফিসে নিয়োগ পদ্ধতি

স্থানীয় সরকারী অফিসে নিয়োগ পদ্ধতি বা ধারা সম্পর্কে নানা অভিযোগ আসিতেছে। ১৯৫৭-৫৮ সালের যাবতীয় নিয়োগ সম্পর্কে প্রচলিত বিধি নিয়ম পালন করা হয় নাই। স্থানীয় পত্রিকা বা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন—বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন প্রকাশ; এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন—প্রভৃতি এবং কোনও প্রার্থীদের ইণ্টারভিউ বা কোনও লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় নাই। এই সকল

নিয়োগ প্রধানতঃ ডেপুটী কমিশনারের অফিসের অফিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক হইয়াছে। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

স্থানীয় প্রসঙ্গ

পশ্চিম বঙ্গের আন্তঃজিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় এই সর্ব্বপ্রথম যোগদান করায় ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে পুরুলিয়া জেলাও ফুটবল খেলায় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতাও লাভ হইল যে পুরুলিয়ার খেলোয়াড়দের খেলার মান আরও উন্নত করা দরকার এবং সেইজন্য নিয়মিত খেলা ধূলার চর্চ্চা ও আবশ্যকীয় ট্রেনিং দান প্রয়োজন। এই বিষয়ে মানভূম স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। কিন্তু এ্যাসোসিয়েশনের একটি বিশেষ অভাব এই যে—নিজস্ব কোনও খেলার মাঠ নাই। লীগ বা শীল্ড এর খেলার জন্য মাঠের প্রয়োজন হইলে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডের জন্য শরণাপন্ন হইতে হয়। নিজস্ব খেলার মাঠ না থাকিলে খেলাধূলার সুষ্ঠ অনুশীলনও সম্ভব নহে।

সুতরাং পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডের যে অংশে ফুটবল খেলা হইয়া থাকে সেই অংশটা পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশনকে বন্দোবস্ত করিয়া দিলে খুব ভাল হয়। বিশেষ করিয়া এই অংশটি যখন পুলিশ প্যারেডের জন্য প্রয়োজন হয় না—তখন আশা করি, এইরূপ বন্দোবস্তের বিশেষ কোনও বাধাও হইবে না। তাহার উপর প্রকাশ, যে পুলিশ ব্যারাক বেলগুমা অঞ্চলে স্থানান্তরিত হইতেছে। এই অবস্থায় প্যারেড গ্রাউণ্ডের এই অংশটি এ্যাসোসিয়েশনকে দেওয়ার পক্ষে কোন বাধাও থাকিতে পারে না। এসোসিয়েশনের সভাপতি ডেপুটী কমিশনার স্বয়ং এবং পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ইহার সহ-সভাপতি—ইহারা উভয়েই খেলাধূলায় বিশেষ আগ্রহশীল। পুরুলিয়ার খেলাধূলার উন্নতিকল্পে এই বিষয়ে তাঁহারাও বিশেষ সচেষ্ট হইবেন আশা করি।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

নিস্তারিণী কলেজ সম্পর্কে প্রকাশিত বিবরণের প্রতিবাদ

পুরুলিয়া নিস্তারিণী কলেজের এ্যাড হক কমিটীর সভাপতি শ্রীজীমূত বাহন সেন প্রতিবাদ জানাইতেছেন ঃ—

আপনার ৩১ শ ও ৩২ শ সংখ্যা মুক্তি পত্রিকায় নিস্তারিণী কলেজ সম্বন্ধে লেখা পড়িয়া বড়ই বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি।

৩১ শ সংখ্যা মুক্তিতে আপনি বলিয়াছেন যে গভর্ণর মহোদয়া নিস্তারিণী কলেজ পরিদর্শন কালে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে এই পরিদর্শন উপলক্ষে আমি আমার আত্মীয় পরিজনদের উপস্থিত করাইয়াছিলাম। আপনার এই দুইটী কথাই অসত্য। গভর্ণরের ইচ্ছানুসারে কেবল মাত্র ছাত্রিগণ এবং ছাত্রিগণের অভিভাবিকাগণকে ও পুরুলিয়ার তিনটী মহিলা সমিতির সদস্যাদিগকে আসিতে বলা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের ও ছাত্রিগণের সহিত ঘরোয়া ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে চাহিয়াছিলেন। আমার নিজগৃহের যে তিনজন পরিজন উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা ছাত্রী এবং ছাত্রিগণের অভিভাবিকারূপে আসিয়াছিলেন।

৩২ শ সংখ্যা মুক্তি পত্রিকায় "নিস্তারিণী কলেজ পরিচালনায় দারুণ অব্যবস্থা" শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন তাহা ও তাহার প্রত্যেকটি অভিযোগ মিথ্যা।

দুইটী মহতী উদ্দেশ্য লইয়া নিস্তারিণী কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটি হইল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পুণ্যাত্মা মাতার স্মৃতি রক্ষা করা, এবং দ্বিতীয়টি হইল এই গৃহেই পুরুলিয়ার স্ত্রীজাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উচ্চ-শিক্ষার যে প্রবর্ত্তন করা হয় তাহাকে পূর্ণরূপ দান করা। ইহাতে পুরুলিয়াবাসী সকলেরই আন্তরিক সহানুভূতি ও সংযোগিতা আছে বলিয়াই বিশ্বাস করি। মিথ্যামিথ্যি কতকগুলি অসত্য ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আনিয়া এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের নিন্দাবাদ করাকে আমি দোষণীয় মনে করি।

কোনও কমিটীর সভাপতির সাক্ষী গোপালরূপে কাজ করিবার কথা নয়। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা লইয়া কাজ করিতে হইলেই তাহাকে একরকম 'সর্ব্বময় কর্ত্তা' হইতে হয়। নিয়ম বহির্ভূত কোনও কাজ যদি করিয়া থাকি তাহা হইলে জনসাধারণের যে কেহই আমার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতে পারেন। আপনি সেরূপ কোনও অভিযোগ করেন নাই। খালি মন্তব্য দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। আপনার নিজের জ্ঞাতার্থে, সমস্ত বিষয় যাহা আপনি আপনার প্রবন্ধে আনিয়াছেন তদুত্তরে, আমার বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ আপনাকে আলাদাভাবে পাঠাইতেছি। বক্তব্য বড় হইয়াছে। আপনার পত্রিকায় হয়তো সম্পূর্ণটি ছাপানো অসুবিধা হইতে পারে। সেইজন্য আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে আপনার পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমার এই পত্রখানি ছাপাইয়া বাধিত করিবেন। ২৬।৮।৫৮

* * *

[শ্রীজীমূত বাহন সেন মহাশয় তাঁহার পত্রে "বক্তব্যের পূর্ণ বিবরণ আলাদাভাবে পাঠাইবার" যে উল্লেখ করিয়াছেন সেই বিবরণ অদ্যাবধি আমাদের নিকট পৌঁছায় নাই। তিনি নিস্তারিণী কলেজ সম্পর্কে মুক্তির ৩১শ ও ৩২শ সংখ্যায় প্রকাশিত বিবরণ সমস্তই অসত্য ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন –কিন্তু তাঁহার মতে সত্য কি তাহা জানান নাই।

নিস্তারিণী কলেজ পরিদর্শনকালে রাজ্যপালের বিরক্তি প্রকাশ সম্পর্কিত বিবরণটির উপর শ্রীমূতবাবু বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। আমরা কিন্তু এই বিষয়ে রাজ্যপালের বিরক্তি অথবা সন্তুষ্টি প্রকাশের উপর কোনও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। উপরন্তু, সত্য ও অসত্যের ন্যায়, বিরক্তি ও সন্তুষ্টির মাপকাঠিও যে তাঁহার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের তাহা বোঝা যাইতেছে। আশা করি, শ্রীমূত বাবু ইহা অস্বীকার করিবেন না যে নিস্তারিণী কলেজ পরিদর্শনের জন্য নির্দ্ধারিত দশ মিনিটের বহু পূর্ব্বেই রাজ্যপাল কলেজের অনুষ্ঠান শেষ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে কলেজের অনুষ্ঠান বাদে কখন তিনটি মহিলা সমিতির আমন্ত্রিতা সদস্যাগণের এবং ছাত্রীগণের সহিত "ঘরোয়াভাবে কথাবার্ত্তায়" অতিবাহিত করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আর কলেজের কর্ম্মচারীগণ বাদে তাঁহার পরিজন সহ যে সকল পুরুষ দর্শক উপস্থিত ছিলেন—তাঁহারা ছাত্রী, অভিভাবিকাও মহিলা সমিতির সদস্য—এই তিন শ্রেণীর কোন পর্য্যায়ে পড়েন?

মুক্তির ৩২শ সংখ্যায় "নিস্তারিণী কলেজের দারুণ অব্যবস্থা" সম্পর্কে প্রকাশিত সমস্ত অভিযোগই মিথ্যা বলিয়া শ্রীমূতবাবু দায়িত্ব খালনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব প্রকাশিত অভিযোগগুলি ছাড়াও আমরা কলেজের অব্যবস্থা সম্পর্কে আরও বহু গুরুতর অভিযোগ পাইতেছি। এইখানে তাহার মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি :—

১। কলেজের সেসন গত জুলাই মাস হইতে আরম্ভ হওয়ার কথা। কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ শূন্য এবং সভাপতি মহাশয় কাউন্সিলের অধিবেশনের জন্য কলিকাতায় ব্যস্ত। সুতরাং আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্যপালের পুরুলিয়া পরিদর্শন সূত্রে সভাপতি মহাশয়েরও পুরুলিয়া আগমনের অবকাশ ঘটিলে গত ৮ই আগষ্ট হইতে কলেজের সেসন আরম্ভ করা সম্ভব হয়। ছাত্রীদের এই যে এক মাসের অধিক ক্ষতি হইল—তাহার জন্য দায়ী কে?

২। কলেজের শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে হিন্দীকেও অন্যতম বিষয় রাখা হইয়াছে। কিন্তু কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতে আজ পর্য্যন্ত বৎসরাধিক কালের মধ্যে হিন্দীর কোনও অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা নিয়োগ করা হয় নাই। ফলে, যে সকল ছাত্রী হিন্দীকে অন্যতম বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে—তাহাদের আজ পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও হিন্দীর কোনও ক্লাশ হয় নাই। কোনও দায়িত্বশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে এই প্রকার অব্যবস্থা

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অযোগ্য কংগ্রেস সরকারের শাসন-ফল

অনাহারে মৃত্যু বাড়িয়াই চলিয়াছে

তবু সরকার অনাহারে মৃত্যুর জ্বলন্ত ঘটনা চাপা দিতে চায়!!

জেলার পরিস্থিতি ঃ দিকেদিকে আজ ভয়াবহ অন্নকষ্টের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ

অনাবৃষ্টিতে বিপন্ন অঞ্চলে অবস্থা চরমে উপনীত ঃ আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখে অগণিত নরনারী

অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা আজ দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিয়াছে

সূর্য্যালোকের ন্যায় এই সত্যঘটনা সমূহ নিষ্ঠুর কংগ্রেস তথা কংগ্রেস সরকার অস্বীকার করে

বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারীদের প্রতি যুক্ততদন্তের জন্য সংঘের আহ্বান

এইমাত্র আমরা কয়েকজন কর্ম্মী জেলার চারিটি থানার অনাবৃষ্টি জনিত দুর্গত অঞ্চল ঘুরিয়া আসিলাম—দেখিলাম অবস্থা চরমে উপনীত। ইহার চেয়ে ভয়াবহ অবস্থা ঘটিতে পারে—আমাদের জানা নাই। অগণিত লোকের জন্য আজ কোনো খাদ্যশস্য নাই। কেবল শাক খাইয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে—অনাবৃষ্টির জন্য বহু স্থানে আজ শাকও নাই। এমন বহু লোক দেখিলাম—কয়েকদিন ধরিয়া সম্পূর্ণ অনাহারেই রহিয়াছে শাক সংগ্রহ করিবারও শক্তি নাই—নির্জ্জীব দুর্ব্বল শরীরে বসিয়া বসিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। এবং অবস্থা এরূপ চরমে উপনীত হইয়াছে যে—বিগত কয়েক দিনের মধ্যে মানবাজার থানায় বিভিন্ন কয়েকটি গ্রামেই সম্পূর্ণ অনাহারে আরো কয়েকটি মানুষ মরিয়া গেল। দেখিলাম—অবস্থা এরূপ হইয়াছে যে, অনাহারক্লিষ্ট বিপন্ন ব্যক্তিদের অবিলম্বে এখনও সাহায্য দিলেও—বহু লোকের শারীরিক অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এরূপ কিছু লোককে বাঁচাইবার আর আশা নাই। যেমন পুরুলিয়া থানার বালিগাড়া গ্রামের এক হতভাগ্যের জীবনে ঘটিল। আমরা এখানে ওখানে প্রাথমিক সামান্য সহায়তা যাহা পারিলাম দিয়া আসিয়াছি—এখন মানুষের ভাগ্য এবং দেশের এই মূর্ত্তিমান দুর্ভাগ্য কংগ্রেস সরকার যা করেন।

পূর্ব্ব হইতেই আমরা সাবধান করিতেছি

এই পরিভ্রমণের কয়েকদিন পূর্ব্বেও এই সকল দুর্গত অঞ্চল ঘুরিয়া ইহাদের অবস্থার ভয়াবহ গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া—যাহা সাধ্যে ছিল প্রাথমিক সাহায্য দিয়া—ফিরিয়া আসিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে, প্রাদেশিক সরকারকে ও জনসাধারণকে সমস্ত মর্ম্মন্তুদ তথ্য প্রদান করি ও 'জরুরী' সহায়তার জন্য সানুনয় অনুরোধ জানাই।

কিন্তু আর্ত্তের মর্ম্ম বেদনা সরকারের অন্তরে পৌছাইতেছে না

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, এরূপ ভয়াবহ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা সত্ত্বেও মানুষের এরূপ মর্ম্মন্তুদ দুর্গতি সত্ত্বেও কংগ্রেস সরকারের দ্বারা দ্রুত আয়োজনের কোনো ব্যবস্থাই হইল না। সরকারের ধারা অনুসারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও তাঁহাদের অধস্তন সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের কংগ্রেস কর্ম্মগতিও অনুরূপ ভাবেই পরিচালিত হইয়াছে। ফলে দুর্গতিপূর্ণ অবস্থা আরো সংকটজনক ও ব্যাপকতর হইয়া উঠিল অবস্থা দৃষ্টিগোচরে আনিবার পরও মানুষের পর মানুষ মরিতে লাগিল।

অবস্থার গুরুত্ব ধারণা করিবার ইহাদের ক্ষমতা নাই

বহু আন্দোলনের ফলে অবশ্য সামান্য সামান্য খয়রাতী সাহায্য এই কয়েকদিন হইল যাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট সংবাদ পাইয়াছি—দুই এক দিনের মধ্যে কিছু কিছু রিলিফের মাটিকাটার কাজ সুরু হইবে ও হইয়াছে। কিন্তু অবস্থার তুলনায় তাহা কিছুই নয়—অতি সামান্যই। এরূপ সংকটজনক পরিস্থিতিতে, যে-কোনো দেশের যোগ্য শাসন-পরিচালকেরা সংগ্রামের জরুরী অবস্থার গতিতে প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রতিকারে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু দেশের সমাজ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল জন-গোষ্ঠীর প্রতিভূ এই বিপথগামী কংগ্রেস সরকারের পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে সে জাতীয় গুরুত্ব উপলব্ধি করা সত্যই আজ সম্ভব নয়। শ্লথগতিতে অসম্পূর্ণভাবে অযোগ্য পরিকল্পনা ও কর্ম্মধারা অনুসারে সামান্য এক আধটুকু কাজের আয়োজন করিয়া—তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, তাঁহারা বহু কিছু করিতেছেন—ভিখারীর দল যাহা পাইতেছে তাহাই যথেষ্ট।

দুর্গতি চরম অবস্থায় উপনীত

জেলার নিদারুণ খাদ্য পরিস্থিতির মধ্যে মানবাজার থানা, জামতোড়িয়া থানা, পুরুলিয়া ও বরাবাজার থানার কয়েকটি অঞ্চল আজ চরম দুর্গতির মধ্যে উপনীত। কয়েকদিন পূর্বে জেলার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া সংকটজনক অবস্থার যে চিত্র আমরা দিয়াছিলাম—এবং অবিলম্বে সহায়তার জন্য যে আবেদন জানাইয়াছিলাম—সহায়তা না দেওয়ার কারণে—সেই সময়ের পর হইতে এই কয়েকদিনের মধ্যে পরপর কয়েকটি ব্যক্তি অনাহারে মারা গেল—তাহা সম্প্রতি দেখিয়া আসিলাম।

অনাহারে মৃত্যুর আরো ঘটনাসমূহ ও কংগ্রেসের মনোবৃত্তি

বিগত ১৫ দিনের মধ্যে মানবাজার থানায় মানবাজার, বাগালধরা, ডুঁড়কু, কেশ্যা, কামতায় অনাহারে মৃত্যু ঘটিল। কংগ্রেস সরকার ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রদত্ত অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে অসত্য বলিয়া দাবী করিতেছেন। এবং মানুষের এতবড় চরম দুঃখে, জেলার এতবড় সংকটে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সহানুভূতির সঙ্গে দেখিয়া, উপযুক্ত তদন্ত করিবার মনোবৃত্তি না করিয়া ইঁহারা এই বিষয় লইয়া উপহাসও করিতেছেন অনাহারে মৃত ঐ সকল ব্যক্তিদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহাদের নাম সরকারে পাঠান হইয়াছিল যে খয়রাতী সাহায্য না দিলে মৃত্যু হইবে।

লোক সেবক সংঘের চ্যালেঞ্জ

আমরা চ্যালেঞ্জ করিতেছি—ভারতের সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস সরকারসমূহের যে কোনো ব্যক্তি বা যে কোনো সংখ্যক ব্যক্তি আমাদের সহিত মুক্ত-তদন্তে চলুন সম্পূর্ণ অনাহারে মৃত্যুর যে সকল তথ্য ঘটনা আমরা দিয়াছি—বা ঘটনার যে সকল বিবরণ দিয়াছি—তাহার মধ্যে এক অক্ষরও যদি অসত্য বলিয়া প্রমাণ করার কাহারও সাধ্য থাকে—আসুন।

সত্যের সম্মুখীন হইতে খাদ্যমন্ত্রীর সাহস হয় নাই

প্রদেশের খাদ্যমন্ত্রী তাঁহার অফিসারদের প্রদত্ত তথ্যের অরূপ তথা নিজেদের অবাঞ্ছিত চক্রান্তের বিষয় জানিয়াও আমাদের প্রদত্ত অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে ভিত্তিহীন বলিবার

দুঃসাহস করিয়াছিলেন। আমরা দৃঢ়তার সহিত দাবী করি—ঐ অফিসারগণ সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য সৃষ্টির জন্য দায়ী এবং আমরা খাদ্যমন্ত্রীকে যুক্ত তদন্তে আহ্বান করি।—খাদ্যমন্ত্রী যুক্ত তদন্তে আসিবার কথা দিয়াছিলেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মারফত। কিন্তু আগাগোড়া অবিচার ও মিথ্যাচার যে কংগ্রেস সরকারের নিত্য ব্যবসায় সে সরকারের কোনো মন্ত্রীর পক্ষে সত্যের সম্মুখীন হইবার সাহস হওয়া দুরুহ। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীরও সাহস হয় নাই। আমি নিজে অনাহারে মৃত্যুর ১২।১৪টি ঘটনার তদন্ত করিয়াছি। নিজের তদন্তের ভিত্তিতে আমি যে তথ্য দিয়াছি—তাহার একবর্ণ অসত্য প্রমাণ করিবার ক্ষমতা যদি কাহারও থাকে তিনি আমার সহিত ঘটনাস্থলে চলুন।

প্রেস কনফারেন্স

জেলার এই নিদারুণ পরিস্থিতি ও অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলির বিষয়ে কংগ্রেস সরকার ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান যে ভাবে অবাঞ্ছিত আচরণ করিতেছেন—তাহার প্রতিরোধ করিয়া—জেলার যথার্থ অবস্থার তথ্যকে সফল পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া জেলার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্য লইয়া অবিলম্বে আমরা একটি প্রেস কনফারেন্স করিতে চাই। এই বিষয়ে সহযোগিতা করিবার জন্য সমস্ত সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণকে সহযোগিতা প্রদান করিতে সানুনয় অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির প্রস্তাবিত আইন অমান্য

নিখিল বঙ্গ দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটি আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করিবেন। খাদ্য সংকট নিবারণে নিষ্ক্রিয় সরকারের অবাঞ্ছিত আচরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া সরকারকে সক্রিয় করিতে তথা প্রতিকার লাভ করিতে নিজ নিজ পন্থায় শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন করিবার অধিকার সকলেরই আছে। এই প্রস্তাবিত আন্দোলনের প্রতি আমরা আমাদের সহানুভূতি জানাই। আশা করি এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পন্থায় যোগ্যতার সহিত অগ্রসর হইবে।

আমাদের আবেদন

সরকার তথা কংগ্রেসের প্রতি আমাদের আবেদন এই যে, সংকীর্ণ রাজনীতি ছাড়িয়া জনগণের মর্মান্তিক দুঃখে সাধ্যমত সেবায় নিষ্ঠার সহিত আগাইয়া আসুন। আমরা সহযোগিতার জন্য সর্বদা আন্তরিক ভাবে প্রস্তুত আছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু খাদ্য সংকট প্রতিকারে কংগ্রেসের অযোগ্যতা স্বীকার করিয়া একদিকে সহযোগিতার আবেদন করিতেছেন—অন্যদিকে নিজেদের সমগ্র কংগ্রেসী শাসন ধারাকে সহযোগিতা—বিমুখ করিয়া রাখিয়া—অব্যবস্থা, অমনোযোগিতায় বিশ্বাস করিয়া তুলিয়া, অন্য লোকের সহযোগিতা দানের পথকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ও নিয়মিত অধিকতর রুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থাজাল সৃষ্টি করিতেছেন। এই সকল বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্য সহযোগিতার জন্য আহ্বানের কোনো অর্থ নাই। দেশবাসী এই সকলের বাস্তব অবস্থা ধারা উপলব্ধি করিতেছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আহ্বান যদি নিষ্ঠাপূত হইয়া থাকে তবে জেলার এই শাসনের নিয়তম ক্ষেত্রে পর্যন্ত সেই সদিচ্ছার নিদর্শন সত্যই প্রকাশিত হইবে। আজ জনসাধারণ তাহারই পরীক্ষা করিবে। দুঃখের কথা না বলিয়া উপায় নাই যে, কংগ্রেস সরকারের অযোগ্যতায় অগণিত মানুষের জীবনে যে মর্মান্তিক সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে—নিজেদের কৃতকর্মের মধ্য হইতে জনগণকে বাঁচাইবার জন্য শ্রীনেহেরু আজ সত্যই অন্তরতমভাবে সদিচ্ছা সম্পন্ন হইয়াছেন, না, শুধু অভিনয়ই করিতেছেন—তাহাই জনগণ আজ পরীক্ষা করিবে। কংগ্রেস সরকারকে ও জনসাধারণকে তাঁহাদের কর্তব্যের প্রতি আবেদন জানাইয়া—জেলার জনগণকে বাঁচাইবার লক্ষ্যে আমরা আমাদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য অন্তরের পূর্ণ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি।

৭।৯।৫৮

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

খাদ্য পরিস্থিতি সংখ্যা

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

ইতিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে ভাদ্র ১৩৬৫—১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

অনাহারে মৃত্যুর আরো মর্ম্মন্তুদ ঘটনা

জেলায় দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া

অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা অস্বীকারকারীদের প্রতি আহ্বান

অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাসমূহ চাপা দিবার জন্য বিভিন্ন দিকে সরকারী ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল যে কোনো তদন্তে সরকারী এই অপচেষ্টা প্রকাশিত হইবে ঃ সচিবের দাবী

সংঘের প্রদত্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত জবাব অসত্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক

যুক্ত তদন্তে আসিবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সংঘের আহ্বান

জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রতি অনাহারে যে মৃত্যুর ঘটনাগুলি ঘটিয়াছে তাহা প্রকাশ করিতেছি। আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া বহু প্রমাণ পাইলাম—অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের জন্য প্রাদেশিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানীয় কর্মচারীগণ লোক সেবক সংঘ প্রদত্ত অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলি অসত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে বহু ব্যর্থ অপচেষ্টা ও কৌশলজাল সৃষ্টি করিয়াছেন। সেগুলি যে কোন তদন্তে প্রমাণিত হইবে। প্রত্যেক স্থানের আপামর জনসাধারণ সংঘ প্রদত্ত ঘটনার সত্যতা ও সরকারী অপকৌশল সমূহের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। লোক সেবক সংঘের পরিচালক মুখ্যমন্ত্রীকে অনাহারের ঘটনা জানান। মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতার সহিত তাঁহাকে উত্তর দিয়াছেন যে তদন্তে তিনি জানিয়াছেন—সমস্ত ঘটনা

ভিত্তিহীন। মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের বিবরণও দিয়াছেন। পরিচালক উত্তর দিয়াছেন—মুখ্যমন্ত্রীর প্রদত্ত তথ্যাদি অসত্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক। পরিচালক মুখ্যমন্ত্রীকে মুক্ত তদন্তে আসিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পত্র ও তাহার জবাব মুক্তির আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা চাপা দিবার জন্য সরকারী অপচেষ্টা ও চক্রান্তের তথ্যাদিও প্রকাশ করা হইবে

মানবাজার থানা

বাগালধরা গ্রামের মর্মন্তুদ ঘটনা : পিতা পুত্র দুই-জনের অনাহারে মৃত্যু :

মানবাজার থানার পায়রাচালি অঞ্চলে বাগালধরা গ্রামের ছোট একটি টোলা শিরিষগড্যা। মাঝি প্রধান বসতি। বাসিন্দারা অত্যন্ত দরিদ্র। গ্রামের লোকে অনাহারের তাড়নায় বর্দ্ধমান প্রভৃতি চলিয়া যায়। জনৈক মাখন মাঝির ভাই গুরাই মাঝিও চলিয়া যায়। মাখনের পরিবারে অনেকগুলি লোক—সে যেতে পারে নাই। খুব সামান্য জমি—খাদ্য সংকট ঘনাইয়া আসিলে নিরুপায় হইয়া জমি বন্ধক দেয়—বুড়া গরু বিক্রয় করে—খুব কম মূল্যে। শেষে দুইটী বিক্রয় করে—২টি বাটি বন্ধক দেয়—অবশেষে ভিক্ষা বৃত্তি। কোথাও কাজ নাই—ঋণ নাই। নিত্য উপবাস, শাকপাতা আহার চলিতে থাকে।

মাখনের ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্র জগন অনাহারের এই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রাবণ সংক্রান্তির দুইদিন পূর্ব্বে ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে মারা যায়।

এই দুর্গত পরিবারকে বাঁচাইবার জন্য মাখন আপ্রাণ সংগ্রাম করিতে থাকে। অবশেষে জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত, নিষ্পেষিত, অনাহারে জর্জ্জরিত মাখন ভাদ্র মাসের ২৮ তারিখে (২৬শে আগষ্ট) চির বিশ্রাম লাভ করে।

মাখন তাহার স্ত্রীর হাতে একটি ৭ বৎসর বয়স্ক পুত্র, একটি ৫ বৎসর বয়স্কা কন্যা আর একটি ৩।০ বৎসর বয়স্কা কন্যা ও একটি ৪ মাসের কোলের শিশু রাখিয়া তাহাকে এই দুর্ভাগা স্বরাজ জীবনে বিড়ম্বিত হইতে রাখিয়া গিয়াছে। ৩।০ বৎসরের মেয়েটি অনাহার জর্জ্জরিত শরীরে নানা রোগে ভুগিতেছে।

আমরা ৩রা সেপ্টেম্বর যখন ঐ গ্রামে গেলাম—তখন মাত্র কয়েক দিন পার হইয়াছে—কংগ্রেস অধ্যুষিত স্বরাজ জীবনের ফল স্বরূপ পিতা পুত্রের এই মৃত্যুর ঘটনা আমরা যাইতেই দুঃখক্লিষ্ট সরল আদিবাসী নরনারী আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। অনাহারের কারণে কত কষ্টে জীবন শেষ হইয়াছে—তাহার করুণ কাহিনী তাহারা বলিতে লাগিল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের নির্দ্দেশে তাঁহার চেলারা গিয়া দেখিয়া আসিবেন—অতি আহারের ফলে হতভাগ্য মাখন ও তাহার পুত্র মারা গিয়াছে। ডাঃ রায়কে আমি আহ্বান করিব এই রাজনৈতিক চক্রান্ত না করিয়া—মানুষের দুঃখ বুঝিবার অন্তঃকরণ লইয়া আমার সঙ্গে চলুন, আমি দেখাইব—সম্পূর্ণ অনাহারের তাড়নায় কত মর্ম্মান্তিক দুঃখে ইঁহাদের প্রাণ গিয়াছে।

কেশ্যা গ্রামে আর এক কাহিনী

মানবাজার থানার কেশ্যা গ্রাম, দামদা কামতার কাছে। বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে সন্ধ্যার একটু

(৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাড়ী বিক্রয়

নিলকুঠিডাঙ্গা মহল্লায় লালমোহন ত্রিবেদী লেনস্থ ৺ ডাঃ সজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস ভবনটি বিক্রয় করা হইবে। বাড়ীটি ১৫কাঠা ১০ ছটাক জমির উপর অবস্থিত এবং ৩টি সুবৃহৎ পাকা ঘর ও ২টি খাপরার ঘর আছে। কূপ, পায়খানা প্রভৃতির ব্যবস্থাও আছে।

বাড়ীটি সহরের স্বাস্থ্যকর স্থান ও ভদ্র পল্লীতে অবস্থিত। ইহা ক্রয় করিবার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তি-দের নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযুক্তা বিজনবালা দেবী
W/o ৺ডাঃ সজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
লালমোহন ত্রিবেদী লেন
পুরুলিয়া।

মুক্তি

২৯শে ভাদ্র, সোমবার

অনাহার মৃত্যুর সংজ্ঞা

প্রশ্ন উঠিয়াছে—সরকারীমতে অনাহার মৃত্যু কাহাকে বলে? কোন্ পরিস্থিতিতে, কি কি ঘটনার সমাবেশে, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার বিচারভেদে, দৈহিক যন্ত্র বিকল হইবার সন্ধিক্ষণের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত্তে কি কারণ বর্ত্তমান ছিল—এই সকলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে সন্তুষ্ট হওয়া যদি সরকারী মতে "বিবেচনাযোগ্য" হয় তবে "তদন্ত" নামক "গবেষণামূলক প্রহসনের" দ্বারা সরকার সিদ্ধান্ত করিবেন—যে মৃত্যু অনাহার জনিত, না, অন্য কোনও কারণে।

দেশব্যাপী দারুণ অন্নকষ্ট বা আকালের ফলে ভিক্ষাও যখন দুর্লভ হয়—উপার্জ্জন বা অন্ন সংগ্রহের পথসমূহও সঙ্কুচিত বা রুদ্ধ হওয়ার ফলে লোকে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়—অন্নের জন্য হাহাকার পড়িয়া যায়—ক্ষুধার তাড়নায় লোকে অখাদ্য, কুখাদ্য খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করে—সেইরূপ অবস্থাকেই সাধারণ কথায় দুর্ভিক্ষ বলা হয়। এই দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলেও সৃষ্ট হইতে পারে অথবা মনুষ্য সৃষ্টও হইতে পারে। অবশ্য সরকারী ফরমাণ অনুযায়ী নিশ্চয় দুর্ভিক্ষের সজ্ঞাও স্বতন্ত্র হইবে।

এই দুর্ভিক্ষ বা দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থাই অনাহার মৃত্যুর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যে দেশের শতকরা নব্বুইজন লোক নিতান্তই দরিদ্র, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত; মানুষের মত জীবন যাপনের অতি নিম্নতম "মান" এর কোনও বালাই যে দেশের নাই—সেই দেশে চিরন্তন অভাব ও বেকারী যখন নিষ্ঠুরভাবে জীবনের সর্ব্বস্তরে বিস্তার লাভ করে—তখন সমাজ ও শাসন ব্যবস্থাকে ধিক্কৃত ও অভিশপ্ত করিয়া অনাহারক্লিষ্ট হতভাগ্যদের মৃত্যু পথযাত্রা সরকারী বাঁধা সড়কে কৃচিৎ ঘটিয়া থাকে।

অসহায় পিতামাতা উপবাসী সন্তানের এক মুষ্টি অন্নের সংস্থানেও অপারগ হইয়া সন্তানের প্রাণ সংহার সাধন ও আত্মহত্যা করিয়া সংসারের সকল আশা যন্ত্রণা জুড়াইবার চেষ্টা করে। সরকারী পিনাল কোডের বিধানে ইহা হত্যা ও আত্মহত্যা সংশ্লিষ্ট ধারার দণ্ডনীয় অপরাধ—সুতরাং অনাহার মৃত্যুর পর্য্যায়ে পড়িবে কিরূপে?

কোনও সুস্থ, সবল ব্যক্তি অভাব ও দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে অন্নাভাবে যখন ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ে এবং দুর্দ্দশার আবর্তে পড়িয়া অখাদ্য কুখাদ্য ভোজনের পরিণাম স্বরূপ কোনও প্রকার পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু মুখে পতিত হয়—তাহার মৃত্যুও চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী সরকারী মতে অনাহার মৃত্যু হইবে না।

দিনগত পাপক্ষয়ের মত কোনও বৃদ্ধ, পঙ্গু বা অসহায় রুগ্ন ব্যক্তি জীবনের দিনগুলি যখন কোনও মতে কাটাইয়া চলিয়াছে—সেই অবস্থায় দুর্দ্দিন আরও ঘনীভূত হওয়ায় যখন একমুষ্টি অন্নের সংস্থানও আর করিয়া উঠিতে পারে না—ফলে তিলে, তিলে মৃত্যুবরণ করে—তখন সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী ইহাকেও অনাহার মৃত্যু বলা চলিবে না। কারণ হয় আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায়—কিম্বা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে।

সুতরাং সরকারী সংজ্ঞা অনুযায়ী অনাহার মৃত্যুর পর্য্যায়ে পড়িতে হইলে অনাহারী ব্যক্তিকে উপযুক্ত সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সময়, তারিখ ও স্থানের সূচনা দিয়া পূর্ব্বাহ্নে জানাইতে হইবে যে অভাবের তাড়নায় সে অনাহার শুরু করিয়াছে। তাহার পর সুযোগ ও সুবিধামত সরকারী মেডিক্যাল বোর্ড তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া বুলেটিন প্রকাশ করিবেন—যে লোকটি সত্যই অনাহারে আছে কি না। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অনাহারকারীর অনাহার সম্পর্কে যদি মেডিক্যাল বোর্ড সন্তুষ্ট হইয়া ঘোষণা করেন—তবেই ইহা অনাহার মৃত্যু হইবে—নচেৎ নহে!

সরকারী সকল ধারাই এইরূপ বিচিত্র ও কুটীল। ভেজাল নিবারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক কড়া আইন জারী করিয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একজনও ভেজাল নিবারণ আইনে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয় নাই—সুতরাং সরকারী মতে ইহাই প্রমাণ করিতেছে—আমা-

দের দেশে কোথাও কোনও প্রকারের ভেজালের প্রচলন নাই।—আবার চোরাকারবার ও মুনাফা শিকারীদের নিকটতম ল্যাম্পপোষ্টে ফাঁসী দিবার হুঙ্কার ও আস্ফালন পাশুত মেহেক করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দশ বৎসর শাসনে ফাঁসী ত দূরের কথা—কোনও চোরাকারবারীর কেশাগ্রও স্পৃষ্ট হয় নাই। অতএব প্রধান মন্ত্রী এখন দম্ভের সহিত বলিবেন যে ভারতবর্ষে চোরাকারবার ও মুনাফা শিকার বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই।—ঘুষ ও দুর্নীতি সম্পর্কেও এই একই যুক্তি প্রযোজ্য।

সরকারী বিচার ধারার যেখানে এই হইল মানদণ্ড—সেখানে সরকারী খাস দপ্তর হইতে অনাহার মৃত্যুর নিদর্শনপত্র সরবরাহ না করা পর্য্যন্ত দেশে অনাহার মৃত্যু ঘটিবে কি করিয়া? অনাহার মৃত্যুতে দেশ উজাড় হইয়া গেলেও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের বিধানে ও ব্যবস্থা ধারায় তাহা নস্যাৎ হইয়া যাইবে।

—(০)—

পুরুলিয়া জেলা মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির আইন অমান্য আন্দোলন

কলিকাতায় গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত সারা পশ্চিমবঙ্গ মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইতেছে। পুরুলিয়া জেলাতেও আইন অমান্য আন্দোলন নিম্নলিখিত দাবীর ভিত্তিতে চালানো হইতেছে :—

১। সহরে ও গ্রামাঞ্চলে রেশনের দোকানের মারফৎ ১৭।০ টাকা মণ দরে খাদ্যোপযোগী চাউল এবং ১৫৲ টাকা মণ দরে গম সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

২। সাধারণের ক্রয় ক্ষমতা অনুযায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস করা।

৩। ব্যাপকভাবে টেষ্ট রিলিফ ও খয়রাতী সাহায্যের ব্যবস্থা এবং কৃষি ঋণের প্রথম কিস্তির বকেয়া এবং দ্বিতীয় কিস্তির টাকা অবিলম্বে বণ্টন।

৪। সর্বনাশা খাদ্য নীতির অনুসরণ ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির সাহায্য করার জন্য রাজ্য খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের পদত্যাগ।

৫। রেশন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য চাউল কলের অর্দ্ধেক ভাগ লেভী করা এবং খোলাবাজার হইতে চাউল সংগ্রহ।

৬। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, ভূমি সংস্কার, উপযুক্ত সেচ ও ঋণ ব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্যকরী করা।

সাংবাদিক সম্মেলন

জেলার গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতি আলোচিত

পুরুলিয়া জেলার ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ গত ১৩ই সেপ্টেম্বর যে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন তাহাতে ইউনাইটেড প্রেস, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, যুগান্তর, আনন্দবাজার, গণবার্তা, প্রভৃতি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। আমন্ত্রিত স্থানীয় পত্রিকাগুলির মধ্যে পুরুলিয়া জেলা হিতৈষী ও মুক্তির প্রতিনিধিগণও যোগদান করেন।

পুরুলিয়া জেলার ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি ও তাহার প্রতিকারে সরকারের উদাসীনতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরুণচন্দ্র ঘোষ বলেন যে জেলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহারা সরকারকে বারংবার সতর্ক করিয়া আসিতেছেন এবং তাহার প্রতিকারের প্রস্তাব সমূহও দিয়াছেন—কিন্তু সরকার কোনরূপ গুরুত্ব প্রদান প্রয়োজন বোধ করেন নাই। গত ১৬ই জুলাই তারিখে প্রস্তাব সমূহ ডেপুটী কমিশনারকে জানানো হয় এবং সঙ্ঘের এম, এল, এ গণের মাধ্যমে প্রাদেশিক খাদ্যমন্ত্রীকেও জানানো হয়। বিধান সভায় সঙ্ঘের নেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও ত্রাণ উপদেষ্টা পর্ষদের নিকটও এই সম্পর্কে যে প্রস্তাবাবলী দিয়াছিলেন—সে সম্পর্কেও সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সরকারের কোন সদিচ্ছা নাই বলিয়াই কোনও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তাঁহারা সরকারের নিকট পেশ করেন নাই।

(১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলার শোচনীয় খাদ্যাবস্থা

রিলিফের কার্য্যে সরকারী ধারা ও আমাদের দায়িত্ব

(বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত)

"পুরুলিয়া জিলায় রিলিফের প্রথম কাজের পর্য্যায় শেষ হইয়া সেপ্টেম্বর হইতে দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ হইতেছে। এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ে জিলার সমস্ত অঞ্চলেই মডিফায়েড রেশন শপ খুলিবারও প্রস্তাব হইয়াছে।

এই রিলিফ ও রেশনের দোকানের সমস্ত ব্যবস্থা গবর্মেণ্ট তথা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন। গবর্মেণ্ট অবশ্যই এই সব বিষয়ে সম্পূর্ণ জনসাধারণের সহযোগিতার কথা বলিয়া থাকেন—এবং জনসাধারণের সহযোগিতা আহ্বানও করেন। তবে দেখা যায় যে উর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত সমস্ত শাসন যন্ত্রের কাঠামোতে যাহারা আছেন—তাহাদের জনসাধারণের সহযোগিতায় কাজ করিবার মতো মনোবৃত্তি নাই, সেরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নাই—এবং সর্বোপরি সমস্ত শাসন ব্যবস্থাটা দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনেই ব্যবহৃত হওয়ার জন্য যেখানে কোন ব্যক্তি বিশেষের সদিচ্ছা আছে সেখানেও তাহা হওয়া সম্ভবপর নয়।

এই অবস্থাতেও—জিলার খাদ্যাবস্থা যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় চলিতেছে, মানুষের অসহায়তা, অন্নাভাব যে মর্ম্মান্তিক অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে—এবং এসম্বন্ধে সরকারী উদাসীনতার নির্মমতাও যে দুঃসহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে সর্বাগ্রে ইহার প্রতিকার ও ব্যবস্থার জন্য লোক সেবক সংঘ সচেষ্ট হইল। দেশব্যাপী এই নিদারুণ অন্নাভাব, কার্য্যাভাব—একমাত্র সরকারী পর্য্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে প্রতিকার সম্ভবপর নয়। সরকারী ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু হয় তবে তাহার সহিত দুর্গত জনসাধারণ যুক্ত হইয়া সেই ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত ও সুকার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারে।

লোক সেবক সংঘের বিধান সভায় ও লোক সভায় প্রতিনিধিরা, সচিব প্রভৃতি এ বিষয়ে বাংলা সরকারের সহিত যোগাযোগ করিয়া—বিধান সভা প্রভৃতিতে আলোচনা তুলিয়া এবিষয়ে বাংলা সরকার তথা মন্ত্রীবর্গের বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় বা অবহিত করিয়া চলিলেন। বিলম্বে হইলেও এবং পর্য্যাপ্ত না হইলেও পুরুলিয়া জিলায় রিলিফের কার্য্য সুরু হইল—স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাধীনে।

দেশের একজন সাধারণ মানুষের কর্তব্য হিসাবে—লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবেও এই রিলিফের ব্যবস্থার সহিত আমি যোগাযোগে থাকি। আমাদের লক্ষ্য জিল—রিলিফের যেটুকু ব্যবস্থা আছে—তাহা সম্পূর্ণভাবে যাহাতে দুর্গত জনসাধারণেই পায় তাহার জন্য আমাদের অভিজ্ঞতা, অভিমত ও সংগঠনের শক্তিতে ইহাকে কার্য্যকরী করিতে সাহায্য করা। এই যোগাযোগে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন কোন ক্ষেত্রে কোন করেন নাই। ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই অনেক ক্ষেত্রেই একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে—যে ব্যবস্থা ধারায় এই রিলিফ বা রেশন শপের কাজ চলিয়াছে এবং তাহাতে যে সব অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার চলিয়াছে তাহার নিয়ন্ত্রণের পর্য্যায়ে আমার বা আমাদেরও কিছু ক্ষমতা বা দায়িত্ব আছে। সুতরাং বহুক্ষেত্রে যে অবাঞ্ছনীয় অবস্থা চলিয়াছে—এবং তাহার যখন কোন প্রতিকার লোকে দেখিতেছে না—তখন তাহার প্রতিকার কেন হইতেছে না, বা এরূপ অবাঞ্ছনীয় অবস্থা কেন ঘটিতেছে—তাহার জন্য আমাকেও সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবেও অভিযুক্ত করিতেছেন। আমাদের দায়িত্ব আমরা অস্বীকার করি না—কিন্তু সে দায়িত্ব একটু ভিন্ন ধরণের। তাহা হইতেছে যে জনসাধারণকে সচেতন, সংঘবদ্ধ ও সুগঠিত করিয়া যাহাতে কোন পর্য্যায়েই প্রবল জনশক্তির প্রভাবে সরকারী কোন অনাচার অনুষ্ঠিত হইবার সাহস বা ক্ষমতা না রাখে—তাহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সেদিকে আমাদের কার্য্যের ত্রুটী আমরা অস্বীকার করি না—এবং জনসাধারণের প্রতিভূ হিসাবে এই দ্বিবিধ ত্রুটীর জন্য যদি কোন ক্ষেত্র হইতে অভিযোগ আসে তাহা অসঙ্গত নয়। কিন্তু কোন সরকারী ক্ষমতার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অংশভাগী হিসাবে

—নিয়ন্ত্রণের অব্যবস্থার জন্য দায়িত্ব পালনে ত্রুটীর জন্য অভিযোগ হইলে তাহা সঙ্গত এবং বিচারসহ হইবে না। বাস্তব অবস্থাই তাহা নয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়াই এবিষয়ে প্রকৃত অবস্থা কি তাহার বিচার ও বিশ্লেষণের জন্যই আমার এই বিবৃতির প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বিবৃতির কারণের ভূমিকা দীর্ঘ হইলেও এবং বিষয়বস্তুও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও এবিষয়ে সহজ সরল ও খোলাখুলিভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

পুরুলিয়ায় তথা সমস্ত ভারতবর্ষেই জনসাধারণ, জনসাধারণের কোন প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস ও গবর্মেণ্টের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের দেশে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভিন্ন। ইয়োরোপে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে যে কোন রাজনৈতিক দলই ক্ষমতা পরিচালনা করুক না কেন শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণভাবেই রাজনীতির উর্দ্ধে বা বাহিরে থাকে। সেখানে কোন দলই শাসন যন্ত্রকে তাহার দলীয় রাজনৈতিক লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বা পরিচালিত করে না। সেই জন্য শাসন ব্যবস্থা নিরপেক্ষ হয়। আমাদের দেশে তাহা নয়। এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে কংগ্রেস যে শাসনযন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে, করিতেছে, তাহা সে প্রয়োগ করিতেছে—কাজে লাগাইতেছে তাহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে। সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হইতেছে প্রধানতঃ নির্বাচনের ব্যাপারে যাহাতে তাহার নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়, আমাদের দেশে সেই অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থার কাজকে নিয়ন্ত্রিত করা। সুতরাং বিচার বিভাগ (Judicial) ছাড়া—শাসন বিভাগ (Executive) তাহা যে পর্য্যায়েরই হোক না কেন—থানা পর্য্যায়, জিলা পর্য্যায় বা তাহার উপরের পর্য্যায়ও প্রধানতঃ কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক লক্ষ্য সাধনে নিযুক্ত ও ব্যবস্থিত। এই যে অবস্থা ও ব্যবস্থা ইহার ফলে শাসন সংক্রান্ত কাজ নিরপেক্ষভাবে চলিতেছে না বা চলিতেই পারে না। আমাদের দেশে শাসনযন্ত্র শাসন ব্যবস্থার এই মূলভিত্তি পরিবর্ত্তন করিয়া যতদিন চলিবে ততদিন জনগণের কোন দিক দিয়াই কোন সুরাহা হইতেই পারে না। বর্তমান তো দূরের কথা শতাব্দীতেও নয়। পুরুলিয়ার বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যেখানে কংগ্রেস তাহার রাজনৈতিক ক্ষেত্র হারাইয়াছে সেখানে ইহা আরও স্পষ্টভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এবং তাহার একটা বহিঃপ্রকাশ রিলিফের মতো নিছক মানবতার কার্য্যের মধ্য দিয়াও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ইহা সত্ত্বেও আমাদের প্রচেষ্টা ছিল জিলার অন্নাভাবের এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, সাহায্য করা যাহাতে বিশেষ করিয়া রিলিফের ব্যাপারে দুর্গত মানুষ তাহার জন্য বরাদ্দ প্রাপ্য পায়। যাহারা সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি ছাড়া অন্য কোন কাজের কল্পনা করিতে পারে না তাহারা ইহাতে সচকিত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ এই রিলিফের কাজকে এই জিলায় তাহাদের ভবিষ্যৎ ভোটের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে—জনসাধারণের ন্যায্য প্রাপ্য দিয়া নয়—জনসাধারণের ন্যায্য প্রাপ্য যাহারা আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছে—তাহাদের লাভ ও উপার্জনের উপায় স্বরূপে পরিণত করিবার পথে তাহারা ইহাকে বাধা স্বরূপ মনে করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এক শ্রেণীর সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ী বা চতুর লোক যাহারা জানে যে পর্য্যায় বিশেষে কিছু ঘুস দিতে পারিলে সমস্ত কিছুই সম্ভব, তাহারা বিনা মূলধনে এই বিরাট লাভ ও চুরীর ব্যাপারে রিলিফের গমের ডিলার হইবার ক্ষেত্র প্রস্তুতিতেও কিঞ্চিৎ সাময়িক অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। অন্ততঃ আমার তাহাই মনে হইয়াছিল। যাহা হউক কর্তৃপক্ষের এই সমস্ত ডিলার নির্বাচন ও রিলিফের কাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি বরাবরই তাহাদের অবহিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম যে - গ্রামের জনসাধারণের অভিমত লইয়া সৎ ও ভাল লোককে ডিলার করিয়া গ্রামের লোকের উপর দায়িত্ব দিয়া রাস্তা বাঁধ প্রভৃতি করুন। চুরী কম হইবে, কাজ ভাল হইবে এবং দুর্গতরা তাহাদের প্রাপ্য পাইবে। জনসাধারণ ও গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে এইরূপভাবে যে সমস্ত প্রস্তাব আসিয়াছিল আমি তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট দিতেছিলাম। যাহা দিয়াছিলাম তাহা যে সমস্তই গৃহীত হইয়াছিল তাহা নয়—তবুও যে সমস্ত গৃহীত হইয়াছিল তাহা অবিসম্বাদিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই রিলিফের কাজের সম্বন্ধে আমি কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষভাবে বলি যে—অনাহার ক্লি

দুর্গতদের সাহায্যের ব্যাপারটিকে কাহারও ব্যক্তিগতলাভালাভের ব্যাপার স্বরূপ না রাখিয়া ইহাকে গ্রামের জনসাধারণের সম্মিলিত উদ্যোগের ব্যাপারে পরিণত করিলে ইহার প্রতিটি পয়সা যেমন দুর্গতদের সাহায্যে যাইবে তেমনি ইহা দ্বারা রাস্তা প্রভৃতি ভালভাবেই তৈরী হইবে। রিলিফের কাজের ডিলার গ্রামবাসীরা ঠিক করিবে—ডিলার তাহাদের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিবে এবং খরচ খরচা বাদে প্রাপ্ত অর্থ গ্রামের ষোল আনার কাজে খরচ হইবে। মানভূম জিলার এমন কোন গ্রাম নাই যেখানে এইভাবে কাজ করিতে গ্রামবাসীরা আগ্রহ সহকারে উদ্যোগী হইবে না। বস্তুতঃ যে চুচার জায়গায় ইহা হইয়াছে তাহাতে অতি চমৎকার কাজ হইয়াছে। গ্রামে রিলিফের কাজের পক্ষে জনসাধারণের দ্বারা, জনসাধারণের জন্য রিলিফের বরাদ্দের সদ্ব্যয়ের ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠুতর শ্রেষ্ঠ পন্থা আর কিছু নাই। ইহা কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। আমি ইহাও তাহাদের বলিয়াছি যে—সেপ্টেম্বরে যে রিলিফের কাজ আরম্ভ হইবে তাহা যদি এইভাবে না করা যায় তবে গতবারে যে চুরী হইয়াছে তাহা অপেক্ষা আরও বেশী চুরী হইবে। ইহা দুর্গতদের রিলিফের কাজ থাকিবে না—ইহা অসৎ ও অসাধুদের লাভের ব্যাপার আর রাজনৈতিক স্বার্থবাদীদের স্বার্থের ব্যাপার হইয়া পড়িবে, পড়িয়াছে। আমি শুধু কর্তৃপক্ষকেই একথা বলিতেছি না—গ্রামবাসী জনসাধারণকেও একথা বলিয়াছি, এই ভাবে গ্রাম হইতে ঠিক করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী করার জন্যও বলিয়াছি। কারণ এই দাবী সঙ্গত ও যথার্থ দাবী এবং কর্তৃপক্ষ যদি সত্য সত্যই চাহেন যে রিলিফের কাজে চুরী না হয়—ঠিক ভাবে কাজ হয় তাহা হইলে ইহাকে অস্বীকার করার পিছনে কোন দিক দিয়া কোন যুক্তিই থাকিতে পারে না। জনসাধারণের এইরূপ বহু প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের নিকট দিয়াছি—যেখানে যেখানে রিলিফের কাজ হইবে সেখানে সেখানে গ্রামবাসী জনসাধারণকে এই ভাবে প্রস্তাব ও দাবী দিতে বলিতেছি—কারণ জনসাধারণ তাহাদের কর্ত্তব্য করিতে যখন প্রস্তুত তখন যে তাহার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে—এবং জনসাধারণের প্রতিনিধির কর্তব্য হিসাবে একরূপ বহু দাবী তাহাদের নিকট হইতে লইয়া আমি কর্তৃপক্ষের নিকট দিয়াছি। এই বিশ্বাসেই দিয়াছি যে—কোন সঙ্গত কারণেই সে সমস্ত দাবীর অন্যথা হইতে পারে না। যদি হয় তবে তাহার প্রতিকারের জন্য জনসাধারণকে এবং তাহাদেরই অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে আমাদেরও চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টার রূপ কি হইবে তাহা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে।

রেশন শপ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সহিত আমার বিস্তৃত আলোচনা হয়। আমি প্রস্তাব করি যে—যে সমস্ত রেশন শপ দেওয়া হইবে তাহা গ্রামের বেকার মধ্যবিত্তদের এক একটী দল করিয়া তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে এক একজনকে দেওয়া হোক। এবং যে পরিমাণ রসদ দোকানে একবারে লইতে হইবে—তাহার পরিমাণ কমাইয়া দুইবারে কি তিনবারে যাহাতে লইবার ব্যবস্থা করিতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা করা হোক। তাহাতে রেশনের সরবরাহের কোন ত্রুটী হইবে না—এবং মধ্যবিত্তদের সঙ্গতির সীমার মধ্যে তাহারা ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ইহাতে মধ্যবিত্ত বেকারদেরও কিছু রিলিফ পাইবে। তাহা না হইলে রেশনের দোকানগুলি চোরা বাজারের এক একটী কেন্দ্র হইয়া উঠিবে। হইয়াছেও তাহাই। পুরুলিয়া সহরেরই জনৈক রেশন দোকানদার আমাদের এই প্রস্তাবের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। যাহা হউক—আমার এই প্রস্তাব কর্তৃপক্ষ সম্ভবপর নয় বলিয়া মনে করেন। হিসাব করিয়া দেখা যায় একটি রেশনের দোকানে মাসে সৎভাবে কাজ করিলে ৮০৲ টাকা লাভ হয়। আমি বলি যাহারা উপাস করিতেছে একরূপ মধ্যবিত্ত ইহাতেও সাগ্রহে করিবে। এবং সমস্ত কেন্দ্রই এই ভাবে হইতে পারে। কর্তৃপক্ষ বলেন—সম্ভবপর নয়। আমি বলি সম্ভাপর। তখন ঠিক হয় পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটী দোকান করা। আমি তাহার দায়িত্ব লইয়া বান্দোয়ানের কথা বলি। কর্তৃপক্ষ বান্দোয়ানে ৩।৪টি একরূপ রেশনের দোকান করিতে স্বীকৃত হন। আমি শ্রীভজহরি মাহাতকে একরূপ কয়েকটি দোকানের ব্যবস্থা করিয়া নাম পাঠাইতে বলি।

সাধারণভাবে আমি কিছু ঘটনার বিবৃতি দিলাম। আমার বা আমাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের কি সম্পর্ক তাহাতে

ইহা পরিস্ফুট হইবে। ভারতবর্ষের একজন সাধারণ নাগরিক এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে যাহা জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থ সাধক তাহা যাহাতে কর্তৃপক্ষ করিতে সচেষ্ট হন তাহার জন্য তাহাদের অবহিত করা আমাদের কর্তব্য। এবং জনস্বার্থের ভিত্তিতে যাহা পরীক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ কর্তৃপক্ষের তাহা করা কর্তব্য। কর্তৃপক্ষ যে কোন কারণেই হোক যদি তাহা না করেন অথবা তাহার বিপরীত করেন তবে তাহার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের এবং কর্তৃপক্ষদের যাহারা পরিচালনা করিতেছেন তাহাদের। আমাদের এক্ষেত্রে—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ক্ষেত্রে দায়িত্ব জন শক্তিতে কর্তৃপক্ষকে তাহাদের কর্তব্য করিতে বাধ্য করা। ইহাতে উভয় পক্ষেরই কল্যাণ হইবে।

পুরুলিয়া জিলায় শুধু নয় সমস্ত বাংলা দেশে, বিহারে এবং উত্তর প্রদেশের এক অংশে খাদ্যাবস্থা যে শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে তাহা সঙ্কার অবস্থাও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। দেশের খাদ্যাবস্থা লইয়া ২০শে ও ২১শে আগষ্ট লোক সভায় প্রবল বিতর্ক হয় এবং সরকারী ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া বণ্টন ব্যবস্থাই যে প্রধানতঃ দায়ী তাহা বহু সদস্য এমন কি কংগ্রেস সদস্যরাও বলেন। সমস্ত জায়গাতেই লাভের জন্য ও রাজনৈতিক ব্যাপারে—অবাঞ্ছিত লোক নিযুক্তিতে রিলিফের কাজ ও রেশন বণ্টনের কাজগুলি চুরী ও চোরাবাজারের স্বর্গ হওয়ার জন্য বণ্টন ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইতে চলিয়াছে। উত্তর প্রদেশের লোক সভার সদস্য শ্রীশিবনলাল সাকসেনা আমরণ অনশন করিতেছেন—নিষ্ক্রিয় স্থানে উত্তর প্রদেশে food riot অর্থাৎ খাদ্য শস্য লুট আরম্ভ হইয়াছে।

গত ২৭শে আগষ্ট কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন বাংলা দেশের বিরোধী পক্ষের আমাদের পাঁচ জনের (সর্বশ্রী হীরেন মুখার্জি, ত্রিদিব চৌধুরী, অরবিন্দ ঘোষাল, ভূপেশ গুপ্ত ও আমি) সহিত বাংলার খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কালে বলেন যে—বাংলা দেশের চাহিদা মতো—যাহা দরকার সেই পরিমাণ খাদ্য শস্য কেন্দ্র হইতে দেওয়া হইতেছে অথচ খাদ্যাবস্থা এরকম কেন? একটা প্রধান কারণ যে বণ্টনের অব্যবস্থা—সে বিষয়ে সকলেই সহমত হইলেন। রিলিফের কাজের সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা হইল। এখানে কর্তৃপক্ষ হয়তো বাধ্য হইয়া ইহা উপলব্ধি করিতেছেন যে—খাদ্য সমস্যা, বণ্টন সমস্যা রাজনীতির উর্ধে থাকিয়া ব্যবস্থা না করিলে কিছুতেই ইহার সমাধান হইতে পারে না। পুরুলিয়া বণ্টন ব্যবস্থা ও রিলিফের সুব্যবস্থা দ্বারা এবিষয়ে পথ প্রদর্শন করিতে পারে—যদি কর্তৃপক্ষ ও তাহাদের পরিচালকেরা ইহাকে কোন রাজনৈতিক লক্ষ্যের অনুবর্তী না করিয়া যে উপায় ও পথ আমরা প্রস্তাব করিয়াছি নিরপেক্ষভাবে তাহা কার্যকরী করিতে সচেষ্ট হন। পুরুলিয়া জিলার গ্রামবাসীর মধ্যে এই দিক দিয়া চেতনা আছে, সংগঠন আছে—ক্ষেত্র আছে। সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা হইলেও অনেক পরিমাণে দুর্গতি দূর হইবে।

———•———

(২য় পৃষ্ঠার পর হইতে)

পূর্বে ঐ গ্রামে গিয়া দেখি যেন সমগ্র গ্রাম অনাহার অভাবের তাড়নায় ছন্নছাড়া হইয়া রহিয়াছে। দলে দলে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইল—মণ্ডলেরী হাহাকারের ধ্বনিতে জানাইতে লাগিল—"এবার আর সাহায্য না দিলে আরো বহু লোক অনাহারে মরিবে। এই গত সোমবারে অনাহারে অপিন্দর ৪ বছরের ছেলে মারা গেল।"

ভিখারিণীর বেশে গ্রামের জনৈকা মেয়ে সরকারকে গালি দিতে দিতে যাইতেছে যে, তাহারা কোনোক্রমে দুই চারি পয়সা জোগাড় করিয়াছে—কিন্তু চালও কিনিতে মিলিতেছে না!"

* * *

একজন বলিল—এখুনি ঘাসী আনসারীর ঘরে চলুন—তাহাকে এখুনি কিছু না সাহায্য দিলে সে আজই হয়তো মরিয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখি—৫৫ বৎসর বয়স্ক ঘাসী তাহার ঘরের দাওয়ায় একেলা চুপ করিয়া আছে—নিঃসঙ্গ নিস্তেজ পাখী যেমন দাঁড়ে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। নিষ্প্রভ উদাসীন দুইটি চোখ আকাশের দিকে মেলিয়া নীরবে বসিয়া আছে—যেন ভাগ্যের কঠোর বিধানের পায়ে নির্বিরোধে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গ্রামের লোক বলিল—আজ কয়েক দিন ধরিয়া কিছু জোটাইতে পারে নাই—দিনের পর দিন এই অবস্থায় থাকিয়া অবস্থা শেষ হইবার দিকে আসিতেছে। দীর্ঘ দিন ধরিয়া অর্দ্ধাহার অনাহার চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম কোন রোগ আছে কিনা—সকলে বলিল না। ঘাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম কোনো রোগ হইয়াছে? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অতি ক্ষীণস্বরে কষ্টের সহিত বলিল—না। জিজ্ঞাসা করিলাম—কয়েকদিন ধরিয়াই কিছু খাও নাই ভাই—না? ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উদাসীনভাবে অতি মৃদুস্বরে বলিল—হাঁ। যাহারা উপস্থিত ছিল মর্মবেদনায় সকলের চোখেই যেন জল আসিতেছিল। তাহার জন্য সাময়িক কয়েকদিনের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেই—একজন বলিল—চলুন এবার আগের দিকে—অনাহারে যে শিশুর মৃত্যু হইয়াছে—তাহাদের বাড়ীতে আসুন।

* * *

শ্রীউপেন্দ্র মাহাতর ঘরে গেলাম। ছোট চাসী। ৯৷৷০ মণ ধানের জমি আছে। গত বছর ইহার ধান প্রায় হয় নাই। এবছর পাঁচ ঝাঁটিও করে নাই—অর্থাৎ ধান লাগাইতেই পারে নাই।

আমরা যাইতেই উপেন্দ্রর মা ও স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। ১৫ বৎসরের যুবক উপেন্দ্রও সদ্য অন্য জায়গা হইতে ফিরিয়া ব্যাপার দেখিয়া বারান্দার খুঁটিতে ঠেস দিয়া চুপ করিয়াছিল। আমাদের দেখিয়া নড়াচড়াও করিল না সেই অবস্থায় রহিল। উপেন্দ্রর মাকে নানা কথা বলিয়া শান্ত করিলাম এবং তাঁহার কাছ হইতে বিবরণ জানিলাম। —উপেন্দ্রর মা বলিল—ঘরে কিছু নাই বহু চেষ্টা করিয়া ঋণ পাওয়া যাইতেছিল না—অনাহার শাকাহার চলিতেছিল অবস্থা সাংঘাতিক হওয়ায় উপেন্দ্র ভগ্নিপতি বাড়ী তিলাবনী যায়—যদি কিছু জুটাইতে পারে। জোগাড়ের চেষ্টায় তাহার ফিরিতে কয়েকদিন লাগিল। ইতিমধ্যে অবস্থা সাংঘাতিক রূপ লইল। কাহারও কাছে কিছু পাওয়া গেল না। দিনের পর দিন সকলের উপবাস শাকাহার চলিতে লাগিল। উপেন্দ্রর মা কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—বাছার মুখে কিছু দিতে পারিলাম না—ক্ষুধার জ্বালায় অবসন্ন হইয়া মরিয়া গেল। উপস্থিত গ্রামবাসী সকলে এই কথার সত্যতা সমর্থন করিলেন। আমরা কিছু সাহায্য দিয়া উহাদের ঘর হইতে বাহির হইতে—বহু অসহায় নিঃস্ব ব্যক্তি আমাদের ঘিরিয়া ধরিল। বহু লোকের অবস্থা অতি সংকটের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। দেখিলাম বহু অক্ষম ব্যক্তি আজ সাহায্য না পাইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—উপলব্ধি করিলাম।

* * *

সাধ্যমত দুই চারিজনকে সাহায্য দিয়া আমরা কয়েকজন সাইকেলে যখন গ্রামের প্রান্ত দিয়া পার হইতেছি—এমন সময় এক ঘরের সামনে একটি স্ত্রীলোক মাটিতে বসিয়া হাত তুলিয়া কি বলিল। আমরা সাইকেল থামাইয়া ফিরিলাম। সে বলিল—তোমরা আসিয়াছ শুনিয়া রাস্তায় বড় আশায় বসিয়া আছি—আজ কিছু না দিলে আমি আর বাঁচিব না। তাহাকে কিছু দিয়া দুই এক কথা বলিবার সময়টুকুর মধ্যে পুনরায় বহু লোক চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল—বহু কণ্ঠে কাতর ধ্বনিতে বহুজনে একসঙ্গে বলিতে লাগিল—আমরা অনাহারে মরিতেছি আমাদের কাজ দাও—কাজ দাও। কেহ বলিল খেতে দাও পয়সা দাও। তাহাদের কোনো মতে নানা কথা বুঝাইলাম; শীঘ্র কাজের ও সাহায্যের ব্যবস্থা যাহাতে হয়—আমরা চেষ্টা করিতেছি, চেষ্টা করা ছাড়া আমাদের তো হাত কিছু নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাদের বুঝাইয়া স্তোক দিয়া আবার সাইকেলে দিগন্ত বিস্তৃত অনাবাদী জমির মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিলাম—কাণের মধ্যে অজস্র কণ্ঠের ধ্বনি জাগিয়া উঠিতে লাগিল—আমাদের কাজ দাও, খেতে দাও, অন্ন দাও—আমাদের বাঁচিতে দাও। এই হাহাকার আজ চতুর্দ্দিকে; কেন্দায়, কামতায়, টুইকায় লাগুডিতে, নোয়াগড় চান্দড়া, বালিগুমা, বিজয়ডিতে—আরো অনেক জায়গায়। কিন্তু ইহাদের বেদনার ডাক অম্বর দিয়া কে শুনিবে তাহাই ভাবিতেছি।

কামতায় শ্রীকালী রাম বাউরীর মৃত্যু

কামতার শ্রীনকুল বাউরীর পুত্র কালীরাম ১৬ বৎসর বয়স্ক—২৬শে আগষ্ট অনাহারে মারা যায়। মৃত্যুর পূর্বে অবিরত অর্দ্ধাহার অনাহারের মধ্যে ক্রমান্বয়ে শাক সিদ্ধ খাইয়া অনাহারজনিত দাস্ত হইতে থাকে। ২৷৩ দিন এই ভাবে চলিয়া জীবনের অবসান হয়। গ্রামের বহু লোক ইহার সত্যতা সমর্থন করেন—সকলে বলেন অনাহারেই উহার মৃত্যু হইয়াছে। উহাদের ঘরে গিয়া দেখি—

কালিরামের অনাহার ক্লিষ্ট বৃদ্ধ পিতা ও মাতা আহার অভাবে বিপন্ন হইয়া আছে। ঘরের দাওয়ায় একটি ঝুড়িতে ভরা শাক দেখিলাম। দেখিলাম তাহাদের ঘরের আসপাশে সমস্ত বাউরী পাড়া যেন অনাহারে ধুঁকিতেছে।

ডঁড়কুতে শ্রীমাধব ভূমিজের ভগ্নির মৃত্যু

ডঁড়কুতে শ্রীমাধব ভূমিজের মস্ত বড় পরিবার। তাহার ৫।৬ বিঘা জমি—কিন্তু ধান লাগাইতে পারে নাই। পাঁচ পুত্র দুইকন্যা ও স্ত্রী। তাহার ভগ্নি তাহার ঘরে থাকিত কিন্তু মাধব খাইতে দিতে পারিত না—সে নানা দুঃখ ধান্ধা করিয়া ভিক্ষা মাগিয়া দিন কাটাইত। অবশেষে অনাহার আরম্ভ হইল। দুর্ভিক্ষের দিনে বিপন্ন মাধব নিজেরই সংসার চালাইতে পারিতেছিল না। ভগ্নিকে সময়ে সময়ে মাড় জল দিলেও তাহাতে ভগ্নির প্রাণ ধারণের উপায় হইত। অবশেষে সে দুর্ব্বল হইয়া—অবসন্ন হইয়া মরিয়া গেল। গ্রামের বহু লোক ইহার সত্যতা সমর্থন করিলন।

টুঁইকায় শ্রীমতী দুনু কুইরানীর মৃত্যু

টুঁইকার শ্রীগোবিন্দ কুইরী ও শ্রীগোপাল কুইরীর ভগ্নি দুনুর বয়স ৩০ হইয়াছিল। তাহার কুষ্ঠ হইয়াছিল। ইহারা সকলেই অনাহারের তাড়নায় ছুটাছুটি করিতেছিল। ক্রমাগত অনাহারের ফলে দুনু মারা গেল ২০শে জুলাই। ঐ দুই ভাইকে দেখিলাম—অনাহারের ফলে দুর্ব্বল হইয়া আছে। গোপালও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত। খাইতে পাইলে, কুষ্ঠ সত্ত্বেও বহুদিন বাঁচিবে—কিন্তু না খাইতে পাইলে মরিয়া যাইবে—তাহাকে অনাহারে মৃত্যুই বলিবে। সরকারে অধিষ্ঠিত বড় বড় ডাক্তারদের জানা উচিত যে কুষ্ঠরোগীও অনাহারে মরে।

বিজয়ডিতে গোবিন্দ সর্দ্দারের মায়ের মৃত্যু

বিজয়ডির শ্রীগোবিন্দ সর্দ্দারের মা অনাহারে মারা যায়। তাহারও কুষ্ঠ ছিল। ১৮ই জুন সে মারা যায়। গ্রামের বহু লোক এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিলেন।

জাঙ্গীদিরী গ্রামে শ্রীমতী কঁকি মাহাতানের মৃত্যু

জাঙ্গীদিরী গ্রামের ২০ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতী কঁকি মাহাতান ১৪ই আগষ্ট অনাহারে মারা যায়। গ্রামবাসী বহু জনে ইহার সত্যতা সমর্থন করেন।

মানবাজারের শ্রীসূর্য্য বাউরীর মৃত্যু

মানবাজারের শ্রীসূর্য্য বাউরী (বয়স ৪৫) বিগত ৩১শে আগষ্ট রবিবার মারা যায়। তাহার কেহই ছিল না—নিজের ঘরও ছিল না—বাউরীদের মধ্যে যেদিন যাহার হোক তাহার ঘরের বারান্দায় পড়িয়া থাকিত। সে দাগী ছিল—সেজন্য কোথাও যাইতে পাইত না—গ্রামেই থাকিতে হইত। দুধ দুইয়া মাসে ৩।৪৲ টাকা রোজগার করিত। তাহাতে পেট চলিত না। ধান চালের দর বাড়িয়া গেল—ভিক্ষাও মিলিত না—এই ভাবে অনাহার চলিতে লাগিল। অনাহার শাকাহারের ফলে তাহার ফলস্বরূপ দাস্ত হয় মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে। তাহাকে ঔষধ দেওয়া হয় কিন্তু বাঁচিবার আসল ওষুধই তাহার জন্য ছিল না।

মানবাজারে বি, ডি, ওর অফিস—আরো বহু বড় বড় অফিস—তাঁহাদের হাতে সরকারী খয়রাতীর টাকা। অনাহার ক্লিষ্ট যে মানুষগুলিকে ভিক্ষা না দিলে তাহারা মরিয়া যাইবে—সেরূপ ব্যক্তিদের তালিকার সঙ্গে তাহার নামও বি, ডি, ওকে দেওয়া হয়। তথাপি সে সাহায্য পায় না।

মৃত্যুর আগের দিন শনিবারে খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হইতেছে শুনিয়া সে দুর্বল শরীরে সাহায্যের আশায় গিয়াছিল। সাহায্য না পাইয়া সে ফিরিবার কালে রাস্তায় ফিট হইয়া পড়িয়া যায়। তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া আনা হয়। শ্রীঝঙ্গলু বাউরীর বাড়ীতে রাখে। রবিবার দিন সে বেলা ১১ টায় মরিয়া যায়। ঐ পাড়ার বহু লোক ইহার সত্যতা সমর্থন করেন।

বরাবাজার থানায় অনাবৃষ্টি অঞ্চলের ঘটনা

কাদঞা গ্রামে শ্রীমরখু সিং এর মৃত্যু

কাদঞার ৫০ বৎসর বয়স্ক শ্রীমরখু সিং সর্দার গত ২রা সেপ্টেম্বর অনাহারে মারা যায়। জমি জমা সামান্য ছিল। অনাহারের তাড়নায় খাই-খালাসী দিয়া জমি শেষ হয়। ঋণ কর্জ্জ প্রভৃতির বহু চেষ্টা চলে। অবশেষে গৃহ সংলগ্ন জনার বাড়ীর জনার পাকিবার আগেই ১০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া দেয়। ঐ ১০৲ সম্বল লইয়া দিন কতক চলে। স্ত্রী ও চারিটি সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য কঠোর

পরিশ্রম ও অনাহারের ফলে মরখু বেশী বিপন্ন হইয়া পড়ে। অনাহারের কারণে রক্তহীন হইয়া হাত পা ফুলিতে থাকে। অবশেষে অনাহারের তাড়নায় জীবনের অবসান হইয়া যায়।

লাগুডি গ্রামের চাঁয়েন মাহাতর স্ত্রীর মৃত্যু

লাগুডি গ্রামের টোলা হুচুগডি নিবাসী শ্রীচাঁয়েন মাহাতর পঞ্চান্ন বৎসর বয়স্কা স্ত্রী বিগত ৩১শে মে অনাহারে মারা যায়। সে অন্ধ ছিল। ঘর পড়িয়া গিয়াছিল—চয়েনের ভাইএর ঘরের একদিকে থাকিত—তাহার একটি ১৫ বৎসর বয়স্ক বোবা পুত্র লইয়া ৩।৪ বিঘা জমি তাহা বন্ধক দিয়াছিল। খুবই অন্নকষ্টে পড়িয়াছিল—চয়েনের ভাইরা কিছু কিছু সাহায্য করিত। তাহারাও বিপন্ন হইয়াছিল—সেজন্য বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিত না। অবস্থা দেখিয়া গ্রামের লোকে সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু ব্যাপক তথা সার্ব্বজনীন অনটনের মধ্যে ঠিকমতো সাহায্য করা—বিশেষ যেখানে গ্রামের বহু লোকের এইরূপ অনাহারের অবস্থা সেখানে সাহায্য করা দুরূহ। কয়জন কত লোককে সাহায্য করিবে? দীর্ঘকাল ধরিয়া ঠিক আহার না পাওয়ার ফলে ক্রমশঃ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া অবশেষে একদিন চয়েনের স্ত্রী মারা গেল। গ্রামের লোকে বলিয়াছেন—ইহা অনাহারেই মৃত্যু—কোনো রোগ ছিল না। চয়েনের বোবা ছেলে এখন তাহার জ্যাঠার ঘরে আছে। খুবই কষ্টে আছে।

পুরুলিয়া থানার সাম্প্রতিক ঘটনা

জামবাদে কেশরী মুদীনের মৃত্যু

জামবাদের কর্ম্মীদের মারফত সংবাদ পাইলাম, জামবাদের সভা মুদির স্ত্রী শ্রীমতী কেশরী মুদিন বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে।

বাগমুণ্ডি থানার সাম্প্রতিক ঘটনা

তুনতুড়ি গ্রামে শ্রীবুধু ভূমিজের মৃত্যু

পুরুলিয়া জেলা দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি শ্রীমিহির কুমার চট্টরাজ জানাইয়াছেন যে, বাগমুণ্ডি থানার শ্রীবুধু ভূমিজ বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর অনাহারে মারা গিয়াছেন। তিনি নিজে এই ঘটনার তদন্ত করিয়াছেন জানান। যে তারিখে উহার মৃত্যু হয়—সেই তারিখে বাগমুণ্ডি থানার বি, ডি, ও ঐ গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। বুধুর স্ত্রী ও তাহার এক অবিবাহিতা কন্যা নিরতিশয় অন্নকষ্টে দিন কাটাইতেছে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

কংগ্রেসী সরকারের উন্নততর খাদ্য ব্যবস্থার ফল

সহসা খাদ্য শস্য সমূহের অসম্ভব দাম বৃদ্ধি ও তাহার দুষ্প্রাপ্যতা

ভারতের সর্বত্র ভয়াবহ খাদ্য সংকট দেখা দেওয়ায় এবং চারিদিক হইতে অযোগ্য কংগ্রেস সরকারের প্রতি গালিবর্ষণ হইতে থাকায়—ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, কংগ্রেস তথা নেহেরু দেশকে স্তোক দিতেছিলেন যে, যাহা হইবার হইয়াছে—এইবার খাদ্য পরিস্থিতি সামলাইবার ব্যবস্থা করিয়া সব ঠিক করিতেছি। তাঁহাদের এই নূতন পয়তাড়া যেমন আরম্ভ হইল—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাজারে আজ দেখিতেছি—নূতনতর খাদ্য সংকটের বিপদ দেখা দিল। চালের দর আরো বাড়িয়া ২৯৲।৩০৲ হইল—লাল গমের আটার খোলা বাজার দর ১৭৲।১৮৲ হইতে ২২৲।২৩৲ ও সাদা গমেরও দাম বাড়িয়া ২৬৲ ২৭৲ হইয়া গেল। ময়দার ব্যাগ ৪৪৲ টাকা হইতে ৫৭৲।৫৮৲ টাকা হইয়া গেল। এসব খাদ্যশস্য বাজারে পাওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে—সুতরাং কংগ্রেস সরকারের শাসনব্যবস্থার অধীনে দোকানদারেরা যে যাহা দর পাইতেছেন—আদায় করিতেছেন। এবং কংগ্রেস ও নেহেরুজী তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক নূতনতর ব্যবস্থা সুরু হইবার ফল স্বরূপ গরীব জনসাধারণের গমের ভাগ কমিয়া অর্দ্ধেক করা হইল। এই কংগ্রেস সরকার যখন যে বিষয়ের প্রতি অধিকতর নজর দেন—তখন তাহাই অধিকতর বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্তিপূর্ণ হইয়া ওঠে। দেশের এই সংকটের দিনে জনসাধারণ ভাবিতেছে—এই অযোগ্য সরকারের অবসান কবে হইবে। খাদ্য পরিস্থিতি এই যে নূতনতর অবনতির দিকে যাইতেছে—তাহা অস্বীকার করার সাধ্য কি আজ কোনো কংগ্রেস সরকারের আছে?

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর হইতে)

প্রশ্ন—জেলার গুরুতর খাদ্যাভাবের পরিস্থিতিতে লোক সেবক সংঘ কোনও সক্রিয় কর্মধারা অবলম্বন করিবে কিনা?

উত্তর—আগামী ২১।৯।৫৮ তারিখে সঙ্ঘের পরিষদ বৈঠকে খাদ্য পরিস্থিতির আলোচনার সূত্রে সক্রিয় কর্ম-পন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

প্রশ্ন—মূলাবৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটীর সহিত একযোগে কাজ করিবেন কি না?

উত্তর—উপরোক্ত কমিটী তাঁহাদের কর্মসূচী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আমাদের সহিত কোনো যোগাযোগ করেন নাই। তাঁহাদের দাবীর প্রতি সমর্থন থাকিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাদের সহিত যোগদান সম্ভব নয়।

প্রশ্ন—এই বৎসর পুরুলিয়া জেলায় কি পরিমাণ চাষ হইতে পারে বলিয়া অনুমান করেন।

উত্তর—সমগ্রভাবে চাষের অবস্থা খুবই খারাপ। (১) ব্যাপকভাবে অনেক জমি খিল আছে। (২) কতকগুলি অঞ্চলে ভয়াবহ অনাবৃষ্টির জন্য প্রায় সমস্ত জমি সম্পূর্ণ অনাবাদী আছে। (৩) বৃষ্টির অপ্রাচুর্য্যের জন্য উঁচু জমির ধানের অবস্থা ব্যাপকভাবে খারাপ হইয়াছে। (৪) অনিশ্চিত বৃষ্টির জন্য জেলার সর্ব্বত্র ধানের অগ্রগতি খুবই বিঘ্নিত হইতেছে।

"কল্যাণ বার্ত্তা" নামক স্থানীয় পত্রিকায় "অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ সত্য নাহিথা." শীর্ষক যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে সঙ্ঘের সচিব বলেন—"ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের (কল্যাণ বার্ত্তার) কোনো জ্ঞান নাই। সরকার হইতে ঘটনাকে চাপা দিবার যে চক্রান্ত চলিতেছে; জানিয়া বুঝিয়া তাহারই সহযোগিতা করা হইয়াছে।"

স্থানীয় সংবাদ

লীগ খেলার ফলাফল :

৯।৯।৫৮—সেণ্টবর্ণাবাস—১, জে, কে, কলেজ—০
১০।৯।৫৮—কেতিকা—২, মণিংষ্টার—১
১১।৯।৫৮—বি, এফ, সি—১, টাউন—১
১২।৯।৫৮—সেণ্টবর্ণাবাস—২, কেতিকা—০
১৩।৯।৫৮—বি, এফ, সি—২ সি, ওয়াই, এম, এ—১
১৪।৯।৫৮—জে, কে, কলেজ—৩, টাউন—০

এবারে লীগ খেলার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা জে, কে, কলেজের নিকট টাউন ক্লাবের শোচনীয় পরাজয়। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রবল বৃষ্টিপাত ও দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ফুটবল খেলার অনুকূল ছিল না। তবুও জলসিক্ত ও পিচ্ছিল মাঠে কলেজের তরুণ খেলোয়াড়গণ খেলিয়া অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টাউন ক্লাবের খেলোয়াড়গণকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে তাহা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। এই দিন খেলার ধারা অনুযায়ী কলেজ দল আরও অধিক গোলে জয়লাভ করিলেও অসমীচীন হইত না। ইহাই কলেজ দলের লীগের খেলায় প্রথম জয়লাভ।

বি, এফ, সি, দল তাহার শেষ খেলায় "অপরাজিত" সুনাম বজায় রাখিয়াছে। লীগ খেলায় একমাত্র বি, এফ, সি, দলই কাহারও নিকট পরাজিত হয় নাই।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য্য কারণে উর্ম্মিলা শীল্ড প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার তারিখ আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

শ্রীপ্রাণ কৃষ্ণ সরকার

কৃষি প্রচার ভবনে

নানাবিধ ফল ও ফুলের চারা গাছ আসিয়াছে। কফি, মূলা, টমাটো, বেগুন, গাজর, সীম প্রভৃতির নানাপ্রকার বীজও আসিয়াছে। অর্ডার দিলে অতি সত্বর যত্নের সহিত নানাবিধ গাছ ও বীজ আনিয়া থাকি। অনুসন্ধান করুন—

ব্যবস্থাপক
কৃষি প্রচার ভবন
পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৫ই আশ্বিন ১৩৬৫—২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বারো নয়া ১৩ পয়সা

বিশ্ববরেণ্য গান্ধীজীর জয়ন্তী সপ্তাহ

আগামী ২রা অক্টোবর, ১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার হইতে আরম্ভ

মানবজীবন রচনার যে মহান আদর্শবাদ গান্ধী-সাধনার মূলমন্ত্র তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হোক দিকে দিকে গঠনজীবনের প্রাণ-ধর্ম্ম জাতির জীবনে দ্রুত সঞ্চারিত হোক সত্য, অহিংসা, ত্যাগ, সত্যাগ্রহ, চরখা, সর্ব্বোদয়, বিকেন্দ্রীকরণ ও গঠনকর্ম্ম

গান্ধীবাদের এই অষ্টাঙ্গধারা আজ যেন আমরা গ্রহণ করি

আগামী ২রা অক্টোবর বিশ্ববন্দ্য গান্ধীজীর জন্ম জয়ন্তী দিবস। এই দিন হইতে ৭ দিন ব্যাপী আমরা যেন সকলে বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গান্ধীজীর জীবন আদর্শ প্রচারের কর্ম্ম তথা তাহার অনুসৃত বিবিধ গঠন-কর্ম্ম প্রসারের কর্মে আন্তরিকতার সহিত আত্মনিয়োগ করি—এই প্রার্থনা।

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ

বীর গোবিন্দ চুণারাম শহীদ স্মৃতিদিবস

দেশপ্রেমিক সাধকদের স্মৃতিপূজা

আগামী ১৩ই আশ্বিন, ৩০শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠান দিবস

স্থান—মানবাজার থানা প্রাঙ্গণ

১৯৪২ এর আন্দোলনে জেলার যে অমর বীর দুইজন আজ জাতীয় ইতিহাসের গৌরব হইয়া রহিয়াছেন—যাঁহাদের চরম অবদান স্বাধীনতার ইতিহাসের ভিত্তিরচনা করিয়াছে—আমরা আমাদের জেলার সেই দেশপ্রেমিক বীর তপস্বীদ্বয় স্বর্গীয় চুণারাম মাহাত ও স্বর্গীয় গোবিন্দ মাহাতর স্মৃতি তর্পণ আগামী ১৩ই আশ্বিন মানবাজারে উদ্‌যাপিত করিব। সকলকে যোগদান করিতে আন্তরিক অনুরোধ জানাই।

নিবেদক—অতুলচন্দ্র ঘোষ

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছিল কংগ্রেস সরকার তথা কংগ্রেসের উপর—এবং কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করার মধ্য দিয়াই এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আত্মপ্রকাশ করে। গুজরাটের শিক্ষিত ও বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকেরাই এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করে—কিন্তু তাহারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ থাকে যে গুণ্ডা প্রকৃতির সমাজ বিরোধীরা যাহাতে অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে না পারে। তাহারা সরকারী দপ্তর আক্রমণের সময় সরকারী খাজনা খানার অর্থ ভস্মীভূত করিয়াছে কিন্তু একটি পয়সাও কাহাকেও আত্মসাৎ করিতে দেয় নাই। গুজরাটের সাম্প্রতিক আন্দোলনের ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দেশব্যাপী অনাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত গণবিক্ষোভের কোথায় কোন্ স্ফুলিঙ্গ কিভাবে বিস্ফোরণ ঘটিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। কংগ্রেসী সরকার যেভাবে আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন—তাহাতে এই খেলার আগুনই হয়ত একদিন অসতর্ক স্ফুলিঙ্গরূপে কংগ্রেস তথা কংগ্রেসী সাম্রাজ্যকে বুনিয়াদ সহ ভস্মীভূত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। গুজরাটের বিদ্রোহ সেই বিপদসূচক রক্তসঙ্কেত দেখাইতেছে। সুতরাং নেহেরু-ডেবর প্রমুখ নেতৃবর্গ কেরালা রাজ্যের দুর্ভাবনায় বিনিদ্র রজনী যাপনের পরিবর্তে গুজরাটের দিকে কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিলে সুবুদ্ধির কাজ করিবেন।

(১১ পৃষ্ঠার পর হইতে)

নিছক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই ড্রপ্‌সী বা ডায়েরিয়া রোগে —অন্ততঃ মানবতার কারণেও ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা উচিৎ এবং করাও যায়। সুতরাং ইহা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় যে একজন চিকিৎসক অনাচারক্লিষ্ট ব্যক্তিকে ঔষধ প্রদান সম্পর্কে আপত্তি প্রকাশ করেন। এবং তিনি এমন একজন চিকিৎসক যিনি জীবনে গান্ধীজি ও অন্যান্য বহু অনশনকারীদের চিকিৎসা করিয়াছেন—অনশন হইতে উদ্ভূত উপসর্গের উপশমের জন্য ঔষধ প্রদান করিয়াছেন।

যখন কেবল এক বৎসরই নহে, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নিয়তর শ্রেণীর খাদ্য শস্য সহ ফসল হানি ঘটিয়াছে—এবং এমন সময় যখন কোনও কাজ নাই, ঋণ নাই, নিজ ভাণ্ডারে খাদ্য শস্যের কোনও পুঁজী নাই—সেই পরিস্থিতিতে মাত্র কয়েক বিঘা জমি অথবা একটি পাকা দালানের মালিক হওয়ার কি মূল্য আছে—যদি না তাহা দুর্দ্দিনে অল্প সময়ের জন্যও অভাব পূরণে সামান্য কিছু অর্থও আনয়ন করিতে না পারে। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আপনি দয়া করিয়া এখানে আসেন—তাহা হইলে আমি আপনাকে দেখাইয়া দিতে পারি যে বহু বিঘা জমির বা কত দালান প্রভৃতির মালিক হওয়া স্বত্বেও লোকে উপবাসে দিন কাটাইয়া জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বিচরণ করিতেছে। আমি কি আপনাকে বিনয়ের সহিত একটি প্রশ্ন করিতে পারি যে—অর্থ উপার্জ্জনের বা খাদ্য সংগ্রহের উপযোগী যখন কোথাও কোনও কাজের ব্যবস্থা নাই সেই সময়ে যাহার ৮।১০ মণ ধানের পুঁজী লইয়া এবং সামান্য কিছু হাল্কা ধরণের কাজের সংস্থান করিয়া এক পরিবারের দুইজন প্রাণীর এক বৎসর কি করিয়া চলিতে পারে? উপার্জ্জনের কোনও কাজ পাওয়া না যাইলেও কেবল উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি থাকিলেই কি পরিবারের যথার্থ সংরক্ষিত হইবে যে কায়িক পরিশ্রম করিতে অক্ষম—সে টেষ্ট রিলিফের কাজের মাধ্যমে বাঁচিবার কোন্ পথ-লাভ করিবে। কয়েকজন অবস্থাপন্ন প্রতিবেশীর সান্নিধ্য লাভের দ্বারা কি জীবনের নিরাপত্তা লাভ ঘটে? যদি তাহাই হইত তবে কুবেরের মত ধনসম্পন্ন ধনী ব্যক্তিরা যে দেশে আছেন এবং যাঁহারা বর্ত্তমান শাসনধারায় ধনী হইতে অধিকতর ধনী হইয়া উঠিতেছেন—সেই দেশে রিলিফের কাজের জন্য সরকারের কোনও ব্যবস্থারই প্রয়োজন হইত না।

এই সকল তথ্যই আপনি ভালভাবে অবগত আছেন আমি জানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে কতকগুলি আজগুবি তথ্য এবং উদ্ভট যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে আপনাকে বাধ্য করিয়াছে। এই যুক্ত তদন্তের আহ্বানে সাড়া দিতে আমি আপনাকে আবার অনুরোধ করিতেছি। ইহা দ্বারা, আমি মনে করি যে শাসন ব্যবস্থার দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্ট কৃত্রিমতা কাটিয়া যাইবে এবং অবস্থার সম্যক গুরুত্ব ও দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থায় যে সকল পন্থা গ্রহণ একান্তই আবশ্যক তাহা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিবে। সত্য ও মানবতার খাতিরে আপনার একবার এই অঞ্চলে আসা প্রয়োজন। ইতি

আপনার বিশ্বস্ত
অতুল চন্দ্র ঘোষ
পরিচালক, লোক সেবক সঙ্ঘ

মুক্তি

৫ই আশ্বিন, সোমবার

গুজরাটের বিদ্রোহ

কংগ্রেস সভাপতি ডেবর সসাগরা ভারতে কংগ্রেসী রাজ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন। হিন্দুস্থান তথা ভারতের দক্ষিণতম অংশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য কংগ্রেসের হাতছাড়া হওয়ায় দুঃখে ও বেদনায় তিনি প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীডেবরের নিজ জন্মভূমি গুজরাট যে ভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে—তাহাতে গুজরাটও সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছে। দুশ্চিন্তা যত গভীরই হউক—তিনি বা তাঁহার কংগ্রেস এ সম্পর্কে কোনও বক্তব্য প্রকাশ হইতে দিতেছেন না।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে শ্রীনেহেরুর উত্তরাধিকারী হইলেন শ্রীডেবর। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শ্রীনেহেরুর উপদেশ ও নির্দ্দেশকেই তিনি কার্য্যকরী করেন। সুতরাং ডেবরের অনুসৃত নীতি মূলতঃ নেহেরুরই নীতি।

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সূত্রে, কংগ্রেসের অখণ্ড প্রতিপত্তির রাজ্য গুজরাট সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেস রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভাষার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র গুজরাট প্রদেশের দাবী লইয়া মহাগুজরাট জনতা পরিষদের নেতৃত্বে আন্দোলন সুরু হয়। এই আন্দোলন দমনের জন্য কংগ্রেসী পুলিসের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৬ সালের ৮ই আগষ্ট আমেদাবাদ সহরের কংগ্রেস অফিস হইতে পুলিশ শোভাযাত্রাকারী জনতার উপর গুলি চালাইয়া হত্যাকাণ্ড ঘটায়। গুজরাটের জনতার মধ্যে ইহা গভীর ক্ষত রাখিয়া দেয়, কিন্তু জনসাধারণের দাবী উপেক্ষিত হয়—এবং গুজরাটী ও মহারাষ্ট্র ভাষাভাষী অঞ্চল লইয়া দ্বি-ভাষিক বোম্বাই রাজ্য গঠিত হয়।

গুজরাটের বর্ত্তমান বিদ্রোহও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী লইয়া এবং ১৯৫৬ সালের ৮ই আগষ্টের শোচনীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া। মহাগুজরাট জনতা পরিষদ তথা জনসাধারণের অন্যতম দাবী ছিল কংগ্রেস অফিসের সম্মুখ পুলিশী হত্যাকাণ্ডের স্থানে সহীদ বেদী নির্ম্মাণ। আমেদাবাদ কর্পোরেশনের গত সাধারণ নির্ব্বাচনে "নাগরিক পক্ষ" নামক প্রতিষ্ঠান এই দাবীর ভিত্তিতে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়া আমেদাবাদ কর্পোরেশন দখল করে। কিন্তু কংগ্রেসী সরকারের বিরোধিতার জন্য এ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম হয় নাই। এই অবস্থায় গত জুলাই মাসের মধ্যভাগে মহাগুজরাট জনতা পরিষদ এই স্মৃতি-বেদী নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া সরকারকে জ্ঞাপন করেন। সরকারও ইহাকে বাধা দিবার জন্য যথারীতি পুলিশ বৈভব প্রদর্শনের জন্য তিন সহস্রাধিক পুলিশ আমেদাবাদ সহরে সমাবেশ করেন এবং ইহার মধ্যে প্রায় দেড় সহস্র পুলিশ কংগ্রেস অফিস সুরক্ষিত করার জন্য মোতায়েন করা হয়। ১৪৪ ধারাও জারী করা হয়। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ জনতার সম্মুখে পুলিশ নিজ বৈভব প্রদর্শনে সাহসী হয় না—সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া অগ্রগামী জনতার সম্মুখ হইতে সমগ্র পুলিশ বাহিনী তোজবাজীর মত অদৃশ্য হইয়া যায় এবং ৮ই আগষ্ট তারিখে কংগ্রেস ভবনের সম্মুখে সহীদ বেদী স্থাপিত হয়। জাগ্রত জনমতের নিকট কংগ্রেসী সরকার নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

গুজরাটের আন্দোলন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে, যখন রাত্রির অন্ধকারে পুলিশ সহীদ বেদী সরাইয়া ফেলে। এই সংবাদ সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আমেদাবাদে আগুনের মত ছড়াইয়া পড়ে এবং ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশ চৌকী, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি সরকারী দপ্তর এবং কংগ্রেস অফিস, কংগ্রেসী ব্যবসায়ীদের দোকান, গুদাম প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়। আমেদাবাদের আন্দোলন গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রায় দুই দিন ধরিয়া কংগ্রেসী শাসনের কোনও অস্তিত্ব থাকে না। মহাগুজরাট জনতা পরিষদের নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ক্ষিপ্ত জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা শান্ত হয় এবং আন্দোলন সংগঠিত ও সুসংবদ্ধরূপ ধারণ করে।

আমেদাবাদ সহরে মাত্র একদিনের তাণ্ডবে এক কোটী টাকার অধিক ক্ষতি হয়। জনতার সমস্ত আক্রোশ

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডেপুটি কমিশনারের নিকট সংঘের প্র

সংকটের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্য সুস্পষ্ট উত্তর প্রয়োজন

চাপে পড়িয়া সরকার অবস্থা কিছু কিছু স্বীকার করিলেও সংকটের গুরুত্ব স্বীকারে অনিচ্ছু
এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে সরকারী তথ্য ও মনোভাবের পরিচয় হই
প্রশ্নপত্রের উত্তর আজও পাওয়া যায় নাই ঃ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার দৃষ্টিতে উত্তরে এই বিলম্ব অবা
অবস্থার গুরুত্ব সরকার উপলব্ধি করেন কিনা তাহা আজ জানা প্রয়োজ

ডি,সি উত্তর দিতে পারিলে সরকারী বহু চালাকি ধরা পড়ি

জেলার বিভিন্ন দুর্গত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া—অবস্থা সম্পর্কে ও প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনার জন্য বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর আমি ডি, সি, এবং এস, ডি, ওর সহিত দেখা করি উঁহার একত্রেই আমার সহিত আলোচনা করেন। ঐ সময়ে আমি কতকগুলি লিখিত প্রশ্ন বিষয়ে ডি, সি উত্তর চাই। তখন উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইবে না বলিয়া ডি,সি মনে করেন। ডি. সি ঐ প্রশ্নপত্রটি চাহেন। আমি তাঁহাকে অফিস হইতে প্রশ্নপত্রটি পাঠাইয়া দিব জানাইয়া ফিরিয়া আসি এবং উহা উত্তরের কি প্রয়োজনীয়তা আছে—তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া—উত্তর যেন অবশ্যই দেন ইহা অনুরোধ করিয়া আসি। এবং তদনুসারে বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর এই প্রশ্নপত্রটি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিই। বিষয়টি এরূপ জরুরী হইলেও আজও পর্য্যন্ত ইহার উত্তর পাই নাই। গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ে এই বিলম্ব অবাঞ্ছিতই হইতেছে। উত্তর দিবার দ্বিধাহীন মনোভাব তাঁহার রহিয়াছে সেদিন আমি ইহাও উপলব্ধি করিতে পারি নাই। জানিনা তথাকথিত এই জনকল্যাণকারী কংগ্রেস সরকার তাঁহাকে এই প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে দিবে কি না অথবা কর্তৃপক্ষের মনোভাবের প্রতি তাকাইয়া তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহস হইবে কি না। যদি তিনি উত্তর দেন—তবে ঠিক উত্তর দিলে, তাহা হইতে জনসাধারণ স্পষ্টই উপলব্ধি করিবেন যে, সরকার সত্যকে উপলব্ধি বা স্বীকার করিতেছেন না সরকারী অপকৌশল ধরা পড়িবে। আর যদি তিনি বাস্তব অবস্থার সঠিক বিবরণ দিয়া উত্তর দেন, তবে জনসাধারণ স্পষ্টই উপলব্ধি করিবেন জেলার অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে অনাহারে মৃত্যু নিতান্তই সহজ এবং স্বাভাবিক কিনা। তাহার দ্বারা ইহাই ধারণা হইবে অনাহারে মৃত্যুকে গোপন করিবার ডাঃ রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও তাঁহাদের দলবলের বিবিধ অপচেষ্টা সমূহ কিরূপ ষড়যন্ত্র মূলক। জনসাধারণের পক্ষ হইতে ডি সিকে অনুরোধ —সত্যের খাতিরে জনস্বার্থের খাতিরে, জেলার সত্য তথ্য আলোচনা করিবার সাহস লইয়া আগাইয়া আসুন। আমাদের প্রশ্নপত্রের অবিলম্বে উত্তর প্রদান করুন। তাহা না করিলে আমরা বুঝিব— কংগ্রেস সরকারের ইহা নিষ্ঠুর নিষ্ফল কৌশলসমূহ মাত্র। আমরা আশা করিব— জেলা শাসকের দায়িত্ব পদে অসীন ডেপুটি কমিশনার মহোদয় কংগ্রেসের সংকীর্ণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার না হইয়া জন-সেবার দায়িত্ব পালন করিবেন। দিন কয়েকের মধ্যে উত্তর না পাইলে আমি আবার এবিষয়ে আমার অভিমত ব্যক্ত করিব। নিম্নে ডি, সিকে প্রদত্ত প্রশ্ন পত্রটির প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

ডি, সিকে লেখা সংঘের প্রশ্ন পত্র

১৩।৯।৪৮

শ্রীযুক্ত ডেপুটি কমিশনার মহোদয় সমীপে, পুরুলিয়া

সবিনয় নিবেদন,

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর আপনার সহিত সাক্ষাৎকার কালে আপনাকে আমাদের প্রস্তুত একটি প্রশ্ন পত্র দেখাই। জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতির প্রতিকারের প্রয়োজনে—জেলার বর্ত্তমান অবস্থা পরিষ্কার ভাবে জানা ও উপলব্ধি করার আবশ্যকতা আমরা অনুভব করিতেছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ যাহাতে খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে অবস্থা সম্যকরূপ ধারণা করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে আমরা এ সম্পর্কে তথ্যাদি ও অভিমত বিনিময় করার প্রয়োজনীয়তা বোধে এই প্রশ্ন পত্র রচিত করিলাম ও আপনার নিকট তাহা জানাই। এই পত্রের সঙ্গে সেই প্রশ্ন পত্রটি পাঠাইলাম। এই প্রশ্নগুলি অনুসারে আপনার অভিমত পাঠাইতে আপনাকে সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি। অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের অভিমত জানাও আমাদের দরকার। আর এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে বিদ্যমান ধারণা না থাকাও বাঞ্ছনীয় মনে করি। এবং আমি মনে করি—জেলার বাস্তব অবস্থা স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে ও তাহার সম্মুখীন হইতে নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আপনারা কুণ্ঠিত হইবেন না; এবং হওয়া উচিতও নয় —দেশবাসী মনে করে। সেজন্য আমার অনুরোধ— যথা শীঘ্র সম্ভব এই প্রশ্নগুলির উত্তর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

বিনীত
অরুণ চন্দ্র ঘোষ

পুনঃ—আপনার জ্ঞাতার্থে জানাইলাম যে কর্তৃপক্ষের অভিমত জানিবার জন্য যে এই মর্ম্মে প্রশ্ন পত্র পাঠান হইয়াছে—তাহা জনসাধারণের গোচর করিবার জন্য আমাদের স্থানীয় সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম। ইতি— অরুণ চন্দ্র ঘোষ—

ডেপুটি কমিশনারের প্রতি সংঘের প্রশ্ন

১। আপনি কি জানেন যে জেলার আজ বহু লোকের ঘরে বিন্দুমাত্র কোন খাদ্যশস্য নেই? ধান নেই, চাল নেই, কোদো, মাড়ুয়া, জনার প্রভৃতি কোন জাতীয় শস্য নেই?

২। আপনি কি জানেন যে জেলার আজ বহু লোক প্রাণ রক্ষার জন্য কেবলমাত্র শাক খেয়ে আছে?

৩। আপনি কি জানেন যে জেলার আজ ঐরূপ বিপন্ন ব্যক্তিদের খেটে খাবার মত কোন কাজ নেই—এমন বহু লোক রয়েছে?

৪। আপনি কি জানেন যে, উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে আজ এরূপ বহু লোক আছে, যারা ঋণও পাচ্ছে না।

৫। আপনি কি জানেন যে কতকগুলি অঞ্চলে ভয়াবহ অনাবৃষ্টি জনিত অবস্থার কারণে শাকও নিতান্ত অপ্রচুর হয়েছে—ফলে বহু লোকের শাক খেয়ে প্রাণ ধারণের চেষ্টাও বিফল হচ্ছে?

৬। আপনি কি জানেন যে, জেলার বহু লোকে সম্পূর্ণ অনাহারে দিনের পর দিন কাটাবার অবস্থার কারণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে?

৭। আপনি কি জানেন যে, ভিক্ষাও বহু লোকের ঠিকমতো মিলছে না—কখনো তাদের একেবারেই ভিক্ষা মিলছে না?

৮। আপনি কি জানেন যে, বহু লোক ঘটি বাটি তৈজসপত্র গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া বিক্রয় করেছে —ভয়াবহ এই অনাহারের জন্য এবং তার ফলে আজ নিঃসহায় হয়ে গেছে?

৯ আপনি কি জানেন যে, বহু লোক আজ এমন দরিদ্র যে তাদের বিক্রয় করার মতো বা তা বিক্রয় করে বাঁচার মত কোনো সম্পত্তি বলতেই নেই?

১০। আপনি কি জানেন যে অনাহারের তাড়নায় লোকে যা বিক্রয় করছে তা ক্রয় করার মতও উপযুক্ত খরিদ্দার পাচ্ছে না; ফলে জলের দরে জিনিস পত্র বিক্রি করে দিতে হচ্ছে?

১১। আপনি কি জানেন যে, বিগত ৩৪ বৎসর ধরে জেলায় উপযুক্ত বৃষ্টির অভাবে ও উপযুক্ত ফসলের অভাবে লোক ক্রমান্বিত বিপদের মধ্যে কয়েক বৎসর কালাতিপাত করছে?

১২। ফলে জেলার খাদ্যশস্যের পুঁজি ব্যাপকক্ষেত্রে নিঃশেষিত হয়েছে?

১৩। আপনি কি জানেন যে, ক্রমাগত কয়েক বৎসর ধানের এই ক্ষতি হওয়ার জন্য জেলার মহাজনদের মনের ফুর্ত্তিও খুবই কমে গেছে এবং চাষীদের উৎপাদনের অবস্থা এরূপ শোচনীয় দেখে—ধানের ঋণ ফেরৎ পেতে অসুবিধে হবে বলে চাষীকে—তাদের নিয়মিত খাতককে—ঋণ ঠিকমতো দিচ্ছে না—কোথাও একেবারেই দিচ্ছে না—ফলে ব্যাপক ভাবে ঋণের ক্ষেত্রেও এক ভয়াবহ সংকট দেখা দিয়েছে?

১৪ আপনি কি জানেন যে অনাবৃষ্টির কারণ কোদো, মাড়ুয়া, শাওয়া, গুঁদলু, গোড়া ধান প্রভৃতি নিম্নস্তরের খাদ্য শস্য ব্যাপক ভাবে এবারে জেলায় প্রায় একেবারে হয় নি; যে সব অঞ্চলে অল্প স্বল্প হয়েছে তা খুবই খারাপ হয়ে গেছে?

১৫। আপনি কি জানেন যে, এবারে জেলায় ব্যাপক-ভাবে জনার অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে?

১৬। আপনি কি জানেন যে, প্রতিবৎসর বহুরের এই সময়ে ঐ সকল নিম্নস্তরের খাদ্যশস্য জেলার বহু অভাব পূরণ করত?

১৭। আপনি কি জানেন যে এবারে জেলায় লাক্ষার চাষ আদৌ হয়নি বল্লে চলে? এবং উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর ধরে লাক্ষা চাষ কখনো অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় বা কখনো প্রায় একেবারে না হওয়ার ফলে চাষীরা এদিক দিয়ে এ জেলায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

১৮। আপনি কি জানেন যে, জেলায় এই অবস্থার ফলে বহু লোকের আজ এরূপ অবস্থা যে, দু দশ বিঘা বা আরো বেশী কারুর জমি থাকতেও তাকে এক ভয়াবহ অনাহারের সম্মুখীন হতে হয়েছে?

১৯। আপনি কি জানেন যে, জেলায় এবারে অল্পবৃষ্টি ও বিলম্বিত বৃষ্টির কারণে জেলায় ব্যাপক ভাবে বহু জমি সর্ব্বত্রই অনাবাদী পড়ে আছে—কোথাও কম কোথাও বেশী?

২০। আপনি কি জানেন যে, জেলায় কতকগুলি অঞ্চলে কতকগুলি গ্রামে বৃষ্টি প্রায় না হওয়ার কারণে সেখানে চাষ প্রায় একেবারেই হয় নি?

২১। আপনি কি জানেন যে, বৃষ্টি এখনো ঠিকমতো না হওয়ার জন্য জেলার আবাদ করা জমিগুলির আবাদও নানা বিস্তৃত অবস্থার মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে এবং ফলে জেলার ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ এক ভয়াবহ সংকটের সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে পার হচ্ছে?

২২। আপনি কি জানেন যে, ঐ সমস্ত অবস্থার কারণে সমগ্র জেলার জনসাধারণ আজ সাধারণ ভাবে, এই নিরতিশয় অন্নকষ্ট, অভাব, কর্ম্মহীনতা, অর্দ্ধাহার, অনুপযুক্ত আহার প্রভৃতি অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করছে এবং জেলায় আজ এমন বহু লোক আছে যাহারা এরূপ ভাবে বিপন্ন হয়েছে যে, অবিলম্বে তাদের সাহায্য না দিলে অনাহারে তাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ঘটবে?

লোকসভায় প্রশ্নোত্তরে কয়েকটি জানিবার কথা

অল্পজলে রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমি নষ্ট হয়

গত ২৬শে এপ্রিল শ্রীবিভূতি দাসগুপ্ত লোক সভায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যে—

"পশ্চিমবঙ্গে যেখানে জলের ব্যবস্থা কম সেখানে জমির উপর রাসায়নিক (ফার্টিলাইজার) সারের বিষক্রিয়া শস্যের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে কি না?

শ্রীকৃষ্ণপ্পা (কৃষি বিভাগের ডেপুটীমন্ত্রী) উত্তরে বলেন যে—ইহা শুধু পশ্চিম বাংলাতেই নয়, সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার, **যেখানে প্রচুর পরিমাণে জলের নিশ্চিতভাবে ব্যবস্থা নাই সেখানে আমরা এই কৃত্রিম রাসায়নিক সার কিছুতেই ব্যবহার করিতে উপদেশ দিই না। যদি ব্যবহার কর তবে ইহাতো কাজে লাগেই না—যদি জল কম থাকে তবে ইহা সম্পূর্ণ রূপে শস্যকে জ্বালাইয়া দেয়।"**

আমাদের দেশেও চাষীরা ভাল করিয়া না জানিয়াই রাসায়নিক সার অবাধে ব্যবহার করিয়া থাকে।

সরকার হইতেও চাষীদের রাসায়নিক সার সরবরাহ করা হয় কিন্তু ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে যথাযথ উপদেশ দিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। পুষা এবং অন্যান্য বহু স্থানের কৃষি বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিকরা সাবধান করিয়া দিতেছেন যে—রাসায়নিক সার জমির পক্ষে একেবারেই ভাল নয়। দীর্ঘদিন ব্যবহারে ইহাতো কাজ করেই না বরং জমিকে নষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া ইহা জমির শত্রুতা সাধন করে।

এই রাসায়নিক সারের ব্যাপারে ভারত গবর্মেণ্টের পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা শ্রীশিবরমণ এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে—"the use of fertilizers is risky in areas which depend entirely on rainfall unless the rains are well distributed and such areas are very few". অর্থাৎ যে সব অঞ্চলকে সম্পূর্ণ-রূপে বৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হয় সেখানে যদি বৃষ্টি বেশ ভালভাবে সমস্ত জায়গায় না পড়ে—এরকম স্থান খুব কমই আছে—তবে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা বিপদজনক।"

দেশের চাষীরা এবিষয়ে বিশেষ ভাবে অবহিত হইবেন।

লোক সেবক সংঘের আহ্বানে

বাগমুণ্ডিতে রিলিফ কাজ ঋণ ও খয়রাতি সাহায্যের দাবীতে বিরাট জনসভা

বিগত ৩০শে আগষ্ট ১৩৪ ভাদ্র শনিবার বাগমুণ্ডি থানার দেউলী গ্রামে শ্রীমণীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় থানার ৬০টী গ্রাম হইতে প্রতিনিধি স্থানীয় প্রায় ১০০০ এক হাজার লোক যোগদান করেন।

শ্রীঅরণ চন্দ্র ঘোষ বলেন আজ জেলার অধিকাংশ থানায় অনাবৃষ্টির জন্য চাষের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সেইরূপ বাগমুণ্ডি থানার অবস্থাও শোচনীয়। আমরা শুধু বিধাতার দোষ দিই কিন্তু জনবিরোধী সরকার আজ জঙ্গল উজাড় করার ফলে বৃষ্টির অভাব ঘটছে।

তিনি বলেন খাদ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ অসত্য উক্তি করেন যে পুরুলিয়া জেলা উদ্বৃত্ত এলাকা। অতঃপর লোক সেবক সংঘের আইন সভার সদস্যরা যুক্তি ও প্রামাণ্য তথ্যাদি দ্বারা খণ্ডন করিয়া দেখান তাহা সত্য নহে।

এই সরকার জনগণের চাপে পড়িয়া কিছু কিছু রিলিফ ইত্যাদির কাজ খুলিয়াছে, নচেৎ ইহাদের জনকল্যাণ মূলক কাজ করার ইচ্ছা মোটেই নাই। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন "আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে নেহরু সরকার দেশ শাসনের সম্পূর্ণ অরোগ্য"! আজ কংগ্রেস ও তার শাসনযন্ত্র পরিচালক গোষ্ঠী এক অসাধু লোকেদের আখড়ায় পরিণত হইয়াছে। তাই আজ প্রয়োজন—সংঘবদ্ধভাবে গণ আন্দোলন দ্বারা নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করা।

শ্রীমণিন্দ্র নাথ থান্না ও শ্রীজয়েল জোগজয় থানার সংকটজনক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা দেন। শ্রীভীমসেন কুমার ও শ্রীহরিপদ বেনার্জি মহাশয়ও থানার পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলেন।

শ্রীশিশির গুপ্ত বিগত কয়েক বৎসর হইতে অনাবৃষ্টির ফলে এই থানার ধান্য ফসল না হওয়ায় ও থানার পক্ষে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক অবলম্বন লাহাও না থাকায় থানায় সঙ্কটজনক পরিস্থিতি বর্ণনা করেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীমণিন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন আজ জেলার সর্ব্বত্রই এক ভয়াবহ পরিস্থিতি চলতেছে এবং তিনি সরকার পক্ষের নিষ্ক্রিয় মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেন।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয়:—

১। বিগত কয়েক বৎসর হইতে অনাবৃষ্টির জন্য বাগমুণ্ডি থানায় ধান্যাদি ফসল হয় নাই। থানার পক্ষে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক অবলম্বন লাহা ফসলও আজ দুই বৎসর নাই। থানায় কোন কল কারখানা বা শিল্প বাণিজ্যের সুযোগ নাই। এ বৎসরও অনাবৃষ্টির জন্য ধান্য ফসলের অবস্থা নিতান্ত খারাপ। বর্ত্তমানে চাষের কাজও নাই। তদুপরি

থানার রিলিফের কাজ বন্ধ থাকায় জনগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অর্দ্ধাহারে অনাহারে দিনাতিপাত করিতেছে।

অতএব এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে অবিলম্বে থানায় ব্যাপক রিলিফের কাজ চালু করা হউক।

২। থানায় ব্যাপক খাদ্যাভাব তথা জনগণের আর্থিক-সংকট জন্য এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

অবিলম্বে থানার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত তথা কৃষক পরিবারবর্গকে লাঙ্গা বীজ যদি জন্য ও অন্যান্য উপায়ে ঋণ দান জন্য এই সভা প্রস্তাব জানাইতেছে।

৩। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে অবিলম্বে তদন্ত করতঃ থানার দুঃস্থদের জন্য স্থায়ী খয়রাতী তথা বিনা-মূল্যে রেশন ব্যবস্থা চালু করা হউক।

৪। থানায় যে কয়টী স্থায় মূল্যের দোকান খোলা হইয়াছে, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম, অতএব এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে অবিলম্বে থানার কালি-মাটী, বিরগ্রাম, প্রভৃতি অঞ্চলে আরও কয়েকটী ন্যায্য মূল্যের খাদ্যশস্যের দোকান খোলা হউক।

৫। থানায় যে চারিটী কৃষি ঋণ দান সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে—বহু প্রকার সরকারী অব্যবস্থার ফলে সেগুলির ন্যায্য প্রাপ্য ঋণ পাওয়ার পথে বাধা দেখা দিয়াছে ও ঋণ পাইতে বিলম্ব হওয়ায় জনগণের চরম হয়রানি, কষ্ট ও কৃষি কাজে প্রভূত ক্ষতি ঘটিয়াছে।

এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

পাড়া থানায় মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিবারক কমিটি

পাড়া থানার খাদ্য পরিস্থিতির বিষয় বিবেচনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট দুর্নীতি দমনকল্পে গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে আনাড়া অঞ্চলের রামপুর গ্রামে শ্রীসহদেব চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়।

থানার এই চরম খাদ্য সঙ্কট নিবারণে নিষ্ক্রিয় সরকারের অবাঞ্ছিত আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিকার লাভের জন্য নিজ নিজ পন্থায় শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাইবার জন্য সভা দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে। থানার শিল্প অঞ্চলে ২।১টি রেশনের দোকান খোলা হইলেও সেগুলি দুর্নীতিতে ভরা এবং জনসাধারণের কোনোও উপকারেই হয় আসিতেছে না। চাউল ও গমের অবাধ চোরা কারবার চলিতেছে। এই সকল অন্যায় ও দুর্নীতির প্রতিকার কল্পে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া দুর্ভিক্ষ, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিবারক কমিটী গঠিত হয়:—

১। শ্রীসহদেব চক্রবর্ত্তী—সভাপতি
২। শ্রীবজ্রপাণী চক্রবর্ত্তী—সহ সভাপতি
৩। শ্রীযুগল মাহাত— ঐ
৪। শ্রীরাম নারায়ণ মিশ্র—সম্পাদক
৫। শ্রীজলধর মাঝি—সহ-সম্পাদক
৬। শ্রীঅমূল্য গরাঞ—কোষাধ্যক্ষ
৭—১২। শ্রীবদরুদ্দিন মির্দ্ধা—সদস্য
শ্রীবীণাপাণী মিশ্র— ঐ
শ্রীমহম্মদ কাশিম— ঐ
শ্রীঅনন্ত পাত্র— ঐ
শ্রীবিজপদ শান্তিকারী—ঐ
শ্রীমেঘনাদ তেওয়ারী—ঐ

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না)

ফসলহানির ফলে বরাবাজার অঞ্চলের লোকদের দুর্গতি

বরাবাজার থানার অন্তর্গত সুরিকদা অঞ্চল হইতে সর্ব্বশ্রী বাবুরাম মাহাত, ঘনশ্যাম মাহাত প্রভৃতি কর্মীরা জানাইতেছেন :—আমাদের এই অঞ্চলের টকরিয়া, সংসারেরডি, ধরেড়া, সোনাডুংরী ভালুকডুংরী, সাদাবনা, রাইগড়া পাঁচুকুদা, পাঁজনবেড়া দুরাজপুর, সওনডি, সুরিকদা, চিরুডি, বাঁধ, তালটাড় রাউতড়া, তেলাইডি, ভাগাবাঁধ, গুড়াভাং সাড়া, সাগরা প্রভৃতি গ্রামে গত বৎসর ধান্য না হওয়ায় এবং এই বৎসর গড়ে অর্দ্ধেক পরিমাণ চাষ করা সত্ত্বেও জলের অভাবে তাহা মরিয়া যাওয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে। এখন বর্ষার ফলে সিকি আন্দাজ ফসল হইতেও পারে। এই অঞ্চলে রবি শস্যও হয় না। ফলে বহুলোক ইতিমধ্যে গ্রাম ছাড়িয়া কাজের আশায় বাংলা দেশের অন্যান্য জেলায় চলিয়া যাইতেছে। অন্ধ, অক্ষম, পঙ্গু প্রভৃতি যাহারা অসহায় তাহারা শাক পাতা, ঘাসের বীজ প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। সুতরাং এই অঞ্চলে অবিলম্বে টেষ্ট রিলিফের কাজ সুরু করা এবং খয়রাতী সাহায্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অনাবৃষ্টি অঞ্চলের আর একটি স্থানের বিশদ বিবরণ

ইতিপূর্ব্বে মানবাজার থানার বালিজমা অঞ্চল, পায়রাচালি অঞ্চল, মেটাল্লা অঞ্চল প্রভৃতির বিষয়ে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্গতির ব্যাপকতা ও কথঞ্চিৎ বিশদ তথ্যাদি প্রকাশিত করিয়াছি। বরাবাজার থানার অনাবৃষ্টি অঞ্চলের কথঞ্চিৎ বিশদ তথ্য প্রদান করিতেছি।

আমরা নিজেরা তদন্ত করিয়া যে যে স্থানের সংবাদ ভালভাবে জানিয়াছি—এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। এছাড়াও এই অঞ্চলের অবস্থার তথ্যাদি যাঁহারা জানেন—আমাদের দিয়া বাধিত করিবেন। নিম্নে বরাবাজার থানার লাণ্ডুড়ি অঞ্চল ও সুরিকদা অঞ্চলের কতকগুলি গ্রামের ধান্য রোপণের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে—দেখানো হইতেছে। নিম্নলিখিত গ্রামগুলির পাশে পাশে দেওয়া হইয়াছে—টাকায় কি পরিমাণ অনাবাদী আছে—খিল পড়িয়া আছে :—

লাণ্ডুড়ি অঞ্চল

নং	গ্রামের নাম		খিল
১।	লাণ্ডুড়ি —		৸৵০
২।	কাঁদরা—	...	৷৵০
৩।	বাঁধভোড়া—	...	৷০
৪।	বান্ধান —	...	৷৷০
৫।	হাড়ামড়ি —	...	৸৶০
৫।	কাইপাড়া—	...	৷৵০
৭।	বামু —	...	৸৶০
৮।	গোসাইডি—	...	৸৵০
৯।	উলদা—	...	৸৵০
১০।	রাঘাড় —	...	৸০
১১।	লাগাড়ি —	...	৷০
১২।	পলমা—	...	৷০
১৩।	থাওয়াসাঁড —	...	৷০

নং	গ্রামের নাম		খিল
১৪।	বাইগারি—	...	৷০
১৫।	বানাবীর—	...	৷০
১৬।	জোড়ামহল—	...	৷০
১৭।	রাণীপুকুর—	...	৷০
১৮।	পাতরাঘাটা—	...	৵০
১৯।	শিবোমনীপুর—	...	৵০
২০।	সিমুডুরি—	...	পুরা
২১।	তেঁতলো—	...	ঐ
২২।	লঙ্কা—	...	৷০
২৩।	লরাডি —	...	৷০
২৪।	বাগালবাঁধ—	...	৷০
২৫।	ডুমুরডি মকরু—	...	৷০
২৬।	ছেঁসলা—	...	৵০
২৭।	সৌরডি —	...	৵০
২৮।	নোয়াডি—	...	৸৵০
২৯।	ঢেলাচবামু—	...	৷০

সুরিকদা অঞ্চল

নং	গ্রামের নাম		খিল
৩০।	আদাবনা—	...	৷০
৩১।	দুবরাজপুর—	...	৸৵০
৩২।	তালট্ড়—	...	৸৵০
৩৩।	পঁচুকুদা—	...	৸০
৩৪।	সুরিকুসা—	...	৸০
৩৫।	বাবুরডোড়া —	...	৸০
৩৬।	বায়পাড়া—	...	৸৵০
৩৭	বাঁকাডি—	...	৸০

অরুণচন্দ্র ঘোষ

অনাহারে মৃত্যু বিষয়ে সরকারী চক্রান্ত

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পত্রের উত্তরে সংঘ পরিচালকের পত্র

লোক সেবক সংঘের পরিচালকের পত্র পাইবার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ রায়ের কর্মতৎপরতার নমুনা

সংঘ পরিচালক জানাইয়াছেন—ডাঃরায়ের তথ্যভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক

অনশনজনিত অবস্থা ও রোগ-নিদান সম্বন্ধে ভারত বিখ্যাত ডাক্তারের অজ্ঞতা আশ্চর্য্যজনক

ডাঃ রায় সমস্ত জানিয়াও অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত

যুক্ততদন্তে আসিবার জন্য ডাঃ রায়ের প্রতি পরিচালকের আহ্বান

জেলার খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হওয়ার ফলে ক্রমাগতই অনাহারে মৃত্যু হইতেছে ইহা জানাইয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ইদানীং আরো কতকগুলি অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাসহ লোক সেবক সংঘের পরিচালক বিগত ১লা সেপ্টেম্বর এক পত্র প্রদান করেন। ইহাতে ১৩ জনের মৃত্যুর কথা জানান হইয়াছিল। ডাঃ রায় তৎপরতার সহিত ইহার উত্তর দিয়া জানান যে, পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিদের কাহারও অনাহারে মৃত্যু ঘটে নাই রোগেই সব মারা গিয়াছে। ডাঃ রায় নিজ পত্রের সহিত একটি বিবরণ দেন যে, কে কি অবস্থায় কি রোগে মারা গিয়াছে। সরকারে চিঠি লিখিলে উত্তর পাওয়াই দুষ্কর কিন্তু এই পত্র পাইবার সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি লোকের ঘটনাসহ তদন্ত সাত দিনের মধ্যে উত্তর হাজির। জাতীয় এক কংগ্রেস সরকারের শাসন কর্মে কি কর্মতৎপরতা! অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা চাপা দিয়া নিজেদের শাসনের অযোগ্যতা চাপা দিতে তথা সংকটজনক অবস্থার দায়িত্ব এড়াইতেই ইঁহারা এই সকল অবাঞ্ছিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন।

ডাঃ রায়ের এই সকল তথাকথিত তদন্তের পিছনে কিরূপ নিন্দনীয় ষড়যন্ত্রসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে—যে কোনো তদন্তে আমরা তাহার নগ্ন,নির্ম্মম,হাস্যকর ও কদর্য্যস্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিব।

অনাহারে মৃত্যু ঘটনা চাপা দিবার জন্য যে সমস্ত হাস্যকর অপচেষ্টা সরকারী অপচেষ্টাসমূহ করা হইয়াছে তাহার দুই চারিটি নমুনা মুক্তির আগামী সংখ্যায় প্রদান করিব। এই সংখ্যায় ডাঃ রায়ের পত্র ও তাহার উত্তরে সংঘ পরিচালকের পত্র প্রকাশ করিতেছি।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পত্র

ডি, ও, নং ১৪১৭৬ পি, এস,

কলিকাতা,

৫ই সেপ্টেম্বরের, ১৯৫৮।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ,

সভাপতি, লোক সেবক সংঘ, মানভূম

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১লা সেপ্টেম্বরের পত্রে আপনি যে বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়াছেন সেই সম্পর্কে তদন্তের ফলাফল আপনাকে দিতেছি। উক্ত মৃত্যুর ঘটনাগুলি যে অনাহার-জনিত নয় তাহা তদন্তের রিপোর্ট হইতে যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে। স্পষ্টতঃই, আপনার রিপোর্টের ভিত্তি অপ্রচুর সংবাদের উপর রচিত হইয়াছিল।

আপনার বিশ্বস্ত

বি, সি, রায়

ডাঃ রায়ের পত্রোত্তরে সংঘ পরিচালকের জবাব

মুখ্যমন্ত্রী,

পশ্চিমবঙ্গ, মহাশয় সমীপেষু

প্রিয় মহাশয়,

গত ৬।৯।৫৮ তারিখের আপনার ১৪১৭৬ পি, এস নং এর ডি, ও, পত্রের উল্লেখ করিতেছি।

অনাহার মৃত্যু সম্পর্কিত যে ঘটনাগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম, বিশেষ তৎপরতার সহিত আপনি সেগুলির তদন্ত করিয়াছেন। কিন্তু নিতান্তই দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার নির্দ্ধারণগুলি সবই ভ্রমাত্মক। আমি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে আপনার তদন্তের ফলাফল যেমন উদ্দেশ্য প্রণোদিত তেমনি ভিত্তিহীন ও শঠতাপূর্ণ। এই ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে যতদূর সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন তাহা আমরা হইয়াছি এবং আমরা ইহাও জানি যে ঘটনাগুলিকে চাপা দিবার অথবা মিথ্যা প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি কু-পরিকল্পিত ব্যর্থ অপচেষ্টা হইয়াছিল। কয়েকমাস পূর্ব্বে, অনাহার মৃত্যু সম্পর্কে আমরা যে তথ্য সরবরাহ করিয়াছিলাম তাহা সমস্তই ভিত্তিহীন বলিয়া খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তখনও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। আমরা খাদ্যমন্ত্রীকে যুক্ত তদন্তে আহ্বান জানাইয়া এই নিশ্চয়তাও দিয়াছিলাম যে সেই সঙ্গে সত্যকে গোপন করিবার জন্য শাসনযন্ত্রের চক্রান্তের স্বরূপও উদ্‌ঘাটিত হইবে। এই প্রস্তাবিত যুক্ত তদন্তে আসিবার সৎসাহস খাদ্যমন্ত্রীর আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কারণ এইরূপ তদন্তের ফলাফল কি হইবে—তাহা তিনি ভালভাবেই জানেন। তিনি আরও ভালভাবে জানেন যে ইহার দ্বারা এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও লোক দেখানো সরকারী তদন্তের দ্বারা বেকাঁস হইয়া যাইবে।

এই সকল ঘটনা সম্পর্কে যুক্ত তদন্তের জন্য আপনাকেও আমরা আমন্ত্রণ জানাইতেছি। ইহা নিতান্তই প্রয়োজন,—কারণ এই প্রকার জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কেও এই শ্রেণীর অনাচার বন্ধ করার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

আপনি যে সকল তথ্য দিয়াছেন তাহাদের গুণাগুণের মধ্যে যাইতে চাহি না—কারণ যুক্ত তদন্তের মাধ্যমে সত্যকারের তথ্য যদি না উদ্‌ঘাটিত হয়—তাহা হইলে ইহা কেবল বাদ প্রতিবাদের পর্য্যায়ে থাকিয়া যাইবে। কিন্তু যে তথ্যগুলি নিজস্ব স্বাভাবিক ধারায় যুক্তিসহ নয়—আপনার তদন্তে উল্লিখিত এমন কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা এখানে করিব।

অনাহার মৃত্যুর অনুকূলে তদন্তের ফলাফলের পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে আপনি এই যুক্তি দিতেছেন যে,—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন ডুপ্‌সীতে বা কুষ্ঠ রোগে ভুগিতেছিল—কিম্বা তাহার পরিবারে যখন উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি ছিল—অথবা তাহার নিজেরই এমন কয়েক বিঘা জমি ছিল যাহা হইতে বৎসরে সে ৮।১০ মণ ধান পাইত—কিম্বা কেহ তাহাকে কিছু ঔষধ পাঠাইয়াছিল—কিম্বা টেষ্ট রিলীফের মাধ্যমে কাজ পাইবার সুযোগ যখন ছিল—এবং তাহার নিজের মহল্লায় অবস্থাপন্ন কয়েকজন গৃহস্থ বাস করিত :—তখন অনাহার মৃত্যু সম্পর্কিত তত্ত্ব কোনোমতেই টিকিতে পারে না। এই সকল যুক্তি নিতান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ এবং বর্ত্তমান দুর্দ্দশা সম্পর্কে বাস্তব-জ্ঞানের একান্ত অভাবের পরিচয় দেয়।

আপনি ভালভাবেই জানেন যে কুষ্ঠ ব্যাধি, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, প্রভৃতি রোগের মত এমন রোগ নয়—যাহার বাড়াবাড়ি অবস্থা রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। কুষ্ঠ রোগীরও আয়ু একজন স্বাভাবিক লোকের মতনই হয়। কুষ্ঠ রোগীর অকালে মৃত্যু হইলে তাহা অন্য কারণের জন্যই ঘটিয়া থাকে। উপরন্তু, একজন কুষ্ঠ রোগীকে অনাহারে রাখিলে সেও যে কোনওদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

আপনি হয়ত ইহাও জানেন যে, অনাহারের পরবর্ত্তী কালীন উপসর্গরূপে ডুপসী হইতে পারে। অনাহারের

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞপ্তি

পুরুলিয়া পল্লীভারতী পরিচালিত পুরুষ ও মহিলা নিম্নবুনিয়াদী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে, (পোঃ পুরুলিয়া) নূতন সেসনে ভর্ত্তির প্রার্থীদের নিকট হইতে আগামী ৫০।৯।৫৮ তারিখের মধ্যে অধ্যক্ষের নিকট আবেদন আহ্বান করা যাইতেছে। যোগ্যতা (ক) ম্যাট্রিক অথবা অনুরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) ১৫।১১।৫৮ তারিখে বয়স অনধিক ২৫ বৎসর। মহিলা এবং অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই বয়ঃসীমা শিথিলযোগ্য বর্ত্তমান 'খ' পর্য্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও ভর্ত্তির যোগ্য। 'গ' পর্য্যায়ের যে সমস্ত শিক্ষক প্রবেশিকা মান পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ভর্ত্তির যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য একটি বিশেষ ভর্ত্তির পরীক্ষা দিতে হইবে। তপশীলভুক্ত জাতি, উপজাতি এবং শিক্ষায় অনগ্রসর জাতির পক্ষে শিক্ষার নিম্নতম মান ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত। প্রার্থীগণের পশ্চিমবংগে নিবেশিত অথবা বাসিন্দা অথবা পল্লীভূত উদ্বাস্তু হইতে হইবে এবং তাঁহাদের অবশ্যই সমাজ সেবার প্রবণতা থাকা চাই। পাঠক্রমের সময় এক বৎসর। সমস্ত ছাত্রকে কলেজের সহিত যুক্ত ছাত্রাবাসে থাকিতে হইবে এবং ভর্ত্তির সময় একরারনামা সম্পাদন করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন মাসিক ৩০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন। কোন ছাত্র বেতন অথবা আসন ভাড়া ধার্য্য করা হইবে না কিন্তু ছাত্রাবাসের খাওয়া দাওয়ার খরচ এবং বিজলী খরচ বহন করিতে হইবে। আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই থাকা চাই—নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিশেষ যোগ্যতা কিছু থাকিলে।

অধ্যক্ষ
পল্লীভারতী পরিচালিত
নিম্ন বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
পুরুলিয়া।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওঙ্কারানন্দ গ্যাষ্টিক আল্‌সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গয়া) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলি কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০৲ টা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এ
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা
(বিহার)

বাড়ী বিক্রয়

নিলকুঠিডাঙ্গা মহল্লায় লালমোহন ত্রিবেদী লেনস্থ ৺ ডাঃ সজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ে বাস ভবনটি বিক্রয় করা হইবে। বাড়ীটি ১৫কা ১০ ছটাক জমির উপর অবস্থিত এবং ৩টি সুন্দ পাকা ঘর ও ২টি খাপরার ঘর আছে। কূ পায়খানা প্রভৃতির ব্যবস্থাও আছে।

বাড়ীটি সহরের স্বাস্থ্যকর স্থান ও ভদ্র পল্লীতে অবস্থিত। ইহা ক্রয় করিবার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তি দের নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিতে অনু রোধ করি।

শ্রীযুক্তা বিজনবালা দেবী
W/o ৺ডাঃ সজনীকান্ত মুখোপাধ্যা
লালমোহন ত্রিবেদী লেন
পুরুলিয়া।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৫৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১২ই আশ্বিন ১৩৬৫—২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

আগামী শারদীয়া পূজায় আপনার প্রিয়জনকে
উপহার দিবার জন্য

মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির
প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করুন

আসন্ন শারদীয়া পূজায় বস্ত্র সম্ভার ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আপনাকে মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রস্তুত পোষাকাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। বর্ত্তমানে সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত বিভিন্ন কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে—ফ্রক, রাউজ, পেনী, বুশ শার্ট, সেমর্স সুট, প্রভৃতি, রেডী মেড পোশাক; সোয়েটার, মাফলার, পুল ওভার প্রভৃতি পশমী বস্ত্র; মাটীর ও টীনের প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের খেলনা; হাঙ্গার, বাজারের ঝুলি প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

এই সহরে বিভিন্ন মহল্লার মহিলাদের কুটীর শিল্পের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার এই সমবেত প্রচেষ্টা সহরের জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিবে, আশা করি।

প্রাপ্তিস্থান :—১। চকবাজারে মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির নিজস্ব দোকান (শিশুপালের দোকান সংলগ্ন)
২। চাইবাসা রোডের উপর পুরুলিয়া জেলা সমবায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়নের সেল ডিপো।

পুরুলিয়া,
১৭।৯।৫৮

শ্রীমতী রেখা মল্লিক
সম্পাদিকা—মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

টেলিফোন নং—৮৯

আর কে কুণ্ডু এণ্ড সন্স

মেনরোড—পুরুলিয়া

লৌহ, হার্ডওয়ার, রং, চুণ, সিমেণ্ট, এঙ্গবেসটাস্ পাইপফিটিং
স্যানিটারিফিটি, এগ্রিকোযন্ত্রপাতী, মোজাকপাথর,
সিমেণ্টের রং ও আধুনিক ডিজাইনের নানাপ্রকার
ইমারতের সাজসরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।

বর্ত্তমানে সিমেণ্ট বিনাপারমিটে ন্যায্যমূল্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে।

নীলাম

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে সার্টিফিকেট মোকর্দ্দমা নং এস, টি ৩৮০। ১৯৫১-৫২ এবং সি.টি ৪৫৫। ১৯৫২-৫৩ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম শ্রীগৌরহরি দত্ত, মানবাজার) অনুসারে নিম্নলিখিত সম্পত্তি আগামী ১৮।১১।৫৮ তারিখে বেলা ১১টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর আদালতে প্রকাশ্যে নীলাম করা হইবে।

মৌজা মানবাজার মধ্যে খাতা নং ২৭২ অন্তর্গত দাগ নং ২৪৩৯, মাপ ১৪ ডেসিম্যাল।

স্বাঃ এস, কে, চক্রবর্ত্তী
সার্টিফিকেট অফসার
পুরুলিয়া।

নীলাম

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে সার্টিফিকেট মোকর্দ্দমা নং এস, টি ১৯১, এস, টি ১৯২। ১৯৫১-৫২ ও এস, টি ২৪১। ১৯৫৪-৫৫ (পশ্চিমবঙ্গ সরকার বনাম শ্রীশ্রীগোপাল বালমুকুন্দ, বান্দোয়ান) অনুসারে নিম্ন চৌহদ্দি মধ্যে বান্দোয়ানে অবস্থিত একটী বাড়ী আগামী ১৮।১১।৫৮ তারিখে বেলা ১১ টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর আদালতে প্রকাশ্যে নীলাম করা হইবে।

উত্তর—যোগেন্দ্রনাথ হালদারের পতিত জায়গা
দক্ষিণ—বান্দোয়ান-পুরুলিয়া রাস্তা
পূর্ব্ব— মোহনলাল আগরওয়ালার দোকান বাড়ী
পশ্চিম—ললিত হালদারের পতিত জায়গা।

স্বাঃ এস, কে, চক্রবর্ত্তী
সার্টিফিকেট অফিসার
পুরুলিয়া।

কৃষি প্রচার ভবনে

নানাবিধ ফল ও ফুলের চারা গাছ আসিয়াছে। কফি, মূলা, টমাটো, বেগুন, গাজর, সীম প্রভৃতির নানাপ্রকার বীজও আসিয়াছে। অর্ডার দিলে অতি সত্বর যত্নের সহিত নানাবিধ গাছ ও বীজ আনিয়া থাকি। অনুসন্ধান করুন—

ব্যবস্থাপক
কৃষি প্রচার ভবন
পুরুলিয়া

মুক্তি

১২ই আশ্বিন, সোমবার

হে জন-স্বরাজের প্রভু! জাগ্রত হও

দেশ যাহার হাতে থাকে—সে প্রভু। ইংরাজ আমলে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের একচ্ছত্র প্রভু ছিল—ইংরাজ। ইতিহাসের অলঙ্ঘ্য বিধানে—সে প্রভু আজ অপসারিত। আসমুদ্র হিমাচলের একচ্ছত্র প্রভু—সার্ব্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন রাষ্ট্রের অজেয় মালিক—ভারত সিংহাসনের অবিসম্বাদী সম্রাট আজ জনসাধারণ।

এই মহান্ সম্রাট সার্ব্বভৌম অধীশ্বর। কিন্তু তাহাকে যে দেখে নাই—সে হয়তো দূর হইতে ভাবিতেছে—প্রভুর স্বাভাবিক যে ধর্ম্ম—সেই ধর্ম্ম পালন করিয়া ভারতের মালিক জনসাধারণ আজ সিংহাসনারূঢ় হইয়া নিশ্চয়ই দৃঢ় হস্তে ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন! তাঁহার অধীনস্থ ভৃত্য-সমূহ যথা রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, অপর অগণিত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ তথা অন্যান্য নিযুক্ত রাজ কর্ম্মচারীগণ—হাত জোড় করিয়া মালিকের হুকুম তামিল করিতেছেন—এই ভৃত্যের দল নিশ্চয়ই জনকল্যাণ—জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা—অভাব অভিযোগের প্রতি আন্তরিক লক্ষ্য রাখিয়া ভৃত্যের সমুচিত বিনয় ও আনুগত্য লইয়া মালিকের প্রতিনিধিরূপে মালিকেরই স্বার্থে কাজ করিতেছেন। আর এই জনসাধারণ-রূপ মালিকও নিজের ক্ষমতা ও অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হইয়া—নিশ্চয়ই দৃঢ় হস্তে নিজের ঐ সকল ভৃত্যদের ঠিকমতো পথে পরিচালিত করিতেছেন—তাহাদের কাছ হইতে নিজের স্বার্থানুকূলে কাজ আদায় করিতেছেন; এবং নিজের ভৃত্যেরা অন্যায় করিলে, অথবা দুর্নীতিপূর্ণ আচরণ করিলে, এই প্রভু জনসাধারণ তদ্দণ্ডে ভৃত্যের উপর রোষে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার সমুচিত প্রতিকার ব্যবস্থা ও শাস্তি বিধান করিতেছেন। অর্থাৎ স্বরাজ জীবনে মালিক জনসাধারণ মালিকের মতই আজ সচেতন, জাগ্রতের মতই সক্রিয় এবং প্রভুর মতই শক্তি সম্পন্ন ও অধিকার পূর্ণ।

কিন্তু হায়রে, যে ব্যক্তি দূর হইতে এই কল্পনা করিতেছে—সে আমার মালিক জনসাধারণকে চিনে না। সে ভাবিতেছে স্বরাজ জীবনে যাহা উচিত—তাহাই বোধ হয় ভারতের জনজীবনে আজ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সে জানেনা ভারতের জনজীবনে যাহা ঘটিতেছে—তাহা তাহার কল্পনার চিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহা ঘটিতেছে—তাহা আজ নিতান্তই গ্লানীজনক, নিরতিশয় পীড়াদায়ক, গভীর ভাবে উদ্বেগজনক এবং কল্পনাতীতরূপে অসহনীয়।

আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সিংহাসনের মালিক জনসাধারণ এই প্রভু আজ সিংহাসনে নাই—সিংহাসনের আশেপাশে কাজ করিবার জন্য এই প্রভু তাহার যে ভৃত্যদের নিয়োগ করিয়াছিলেন—তাঁহারা চক্রান্ত করিয়া—প্রভুর অজ্ঞতারূপী নিদ্রার সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রভুকে সিংহাসন হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজেরাই সিংহাসনে চাপিয়া বসিয়াছে—এবং এক দল লোককে তাহারা লাগাইয়া দিয়াছে—যাহারা প্রভুকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে বসিয়া তাহার দাড়ি উপড়াইতেছে—এবং সজোরে গলা চাপিয়া ধরার ফলে তাহার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে, প্রভু জন-নারায়ণ যখন জল জল বলিয়া চিৎকার করিতেছেন—তখন সিংহাসনারূঢ় জাল মালিকেরা কৌতুকভরে, উপহাসভরে, তাহার মুখে পাথর গুঁজিয়া দিয়া হাসিতেছেন। এবং ভূপতিত এই বিরাটকায় জনরূপী সম্রাটকে বেকায়দায় ফেলিয়া—তাহার অঙ্গের রাজকীয় ভূষণসমূহ কাড়িয়া ছিঁড়িয়া অপহরণ করিয়া—নিজেদের পকেট, পেটিকায় ও থলিতে ভরিয়া পরমানন্দে উল্লাস করিতেছে। আর প্রতিবেশীরা প্রভুর বিষয়ে উদ্বেগজনক চিত্তে সংবাদ লইতে আসিলে ঐ ভৃত্যেরা—ঐ জবর-দখলকারীরা মুখ মুছিয়া ভদ্র লোক সাজিয়া বলিতেছেন—বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে প্রভুর বিকার হইয়াছে; তাঁহার চিকিৎসার খরচে আমরা ঋণ গ্রস্ত হইয়াছি। আরো বহু চিকিৎসার প্রয়োজন—তোমরা মুক্ত হস্তে আরো ঋণ দাও।

ইহাই আজ আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সিংহাসনের মালিক এই প্রভুর বাস্তব রূপ। প্রভুর নামে, শাসনের নামে আজ যে কদর্য্য অত্যাচার, বঞ্চনা, শোষণ ও ধূর্ত্ততা চলিয়াছে—তাহা যেমন কলঙ্কজনক তেমনি অসহনীয়। ভৃত্যের পদ হইতে প্রভুর আসনে অধিষ্ঠিত এই ধূর্ত্তদের

অবিচারে, উপেক্ষায়, অসত্যে, অসামর্থ্যে ও অযোগ্যতায় উৎপীড়িত হইয়া—ইহাদের হিংস্র আচরণে দলিত, মথিত, পিষ্ট হইয়া—ইহাদের শোষণে, লুণ্ঠনে, অব্যবস্থায়, অনাচারে অনাহার ও দুর্ভিক্ষে ধ্বংসের পথ প্রান্তে বসিয়া প্রভু জনসাধারণ আজ ধুঁকিতেছেন। এখানে জনমত বলিয়া শ্রদ্ধার কোনো স্থান নাই—এখানে বিচার বলিয়া কোন বস্তু নাই—সাধুতা বলিয়া কোন ভাষা নাই—যোগ্যতা বলিয়া কোনো বিবেচনা নাই—এমন কি, মানবতা বলিয়াও কোনো হৃদয় বৃত্তি নাই। সুযোগ সন্ধানী, উচ্চাভিলাষী, স্বার্থপর, চক্রান্তকারী ভৃত্যদের অবাধ ষড়যন্ত্রের রাজত্বে জনসাধারণ আজ নিত্য পদাঘাতে, অপমানে উপেক্ষায় জর্জ্জরিত। ইহাই আজ আমার প্রভু জনসাধারণ—ইহাই আজ ভারত সিংহাসনের মালিক অবিসম্বাদী সম্রাট।

হে আমার প্রভু জনসাধারণ! এই অপমান তুমি আর কতদিন সহ্য করিবে? কতদিন তুমি আর এই শোষণ লুণ্ঠন সহ্য করিবে—এই অবিচার, দুর্নীতি ও দুর্ত্ততার রাজত্বকে তোমার নামে আর কতদিন চলিতে দিয়া—তুমি দাসের মত, ক্লীবের মত, জড়ের মত, মোহ-মুগ্ধের মত দিন যাপন করিবে? আজ উদ্বোধনী মন্ত্র উচ্চারণ করি—হে আমার অবিসম্বাদী সম্রাট! তুমি আজ জাগ্রত হও—তোমার জাগৃতির সমুদ্র তরঙ্গ আজ উদ্বেলিত হইয়া উঠুক—তোমার ভৈরব হুঙ্কারে চালাকের দল, দুর্নীতিকারীর দল, অসামাজিক স্ফীত অযোগ্য এই তথাকথিত পরিচালকের দল বর্জ্জিত উচ্ছিষ্টের মত শাসনের আসন হইতে বিতাড়িত হোক। তোমার মহান অধিকার তুমি বিঘোষিত করো—তোমার জনমত তুমি দৃঢ়হস্তে প্রতিষ্ঠিত করো—তোমার দুর্জ্জয় গণদাবীতে তুমি আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করো—যেন সিংহাসন হইতে বিতাড়িত ক্ষমতাহীন এই জাল সহায়কেরা ইতিহাসের গতিপথকে আর কোন দিন রুদ্ধ করিতে না পারে—আর তোমার অবিসম্বাদী সিংহাসনে তুমি তোমার অজেয় শক্তিতে—মহিমান্বিত শৌর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হও—আজ এই আমার বোধন-মন্ত্র।

সরকারী খাদ্য নীতির প্রতিবাদে পুরুলিয়ায় আইন অমান্য আন্দোলন

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় পুরুলিয়াতেও "মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির" উদ্যোগে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে সরকারী খাদ্যনীতির প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সুরু হয়।

১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার তারিখে শ্রীমাণিক দাশগুপ্তের নেতৃত্বে ১৩ জন সত্যাগ্রহী আইন অমান্য করেন। সাবডিভিশন্যাল অফিসারের কোর্ট বসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এজলাসে প্রবেশ করিয়া কোর্টের কাজে বাধা দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা হয়। তাঁহাদের ৫০৲ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এইভাবে দিনের পর দিন সত্যাগ্রহ করা হয়।

২০শে সেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে শ্রীপ্রবীর মল্লিকের নেতৃত্বে ৫৫ জন সত্যাগ্রহ করেন। এই দলে একজন শিশু সহ তিন জন মহিলা ছিলেন। তাঁহাদের ৪০৲ টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১২ দিন কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

প্রথম সপ্তাহে সর্ব্বসমেত ১৯৬ জন সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন। তাঁহাদের সকলকেই তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কয়েদীরূপে গণ্য করা হয়। রাজনৈতিক বন্দীরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই।

২২শে সেপ্টেম্বর, সোমবার শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৭৫ জন সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন।

রাজনৈতিক আন্দোলনে ধৃত ব্যক্তিদের সাধারণ কয়েদীরূপে এবং তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করার প্রতিবাদে মহিলা এবং অসুস্থ সত্যাগ্রহীরা বাদে বাকী সকল সত্যাগ্রহী গত ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে অনশন সুরু করেন। প্রকাশ, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর তাঁহারা অনশন ভঙ্গ করেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ৯৯ জন সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন—ইহাদের মধ্যে ১২ জন মহিলা ছিলেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহের সত্যাগ্রহে প্রায় ৩০০ শত সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন। এই আন্দোলনে দণ্ডিত সত্যাগ্রহীর মোট সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত।

সংকট মুক্তি আন্দোলনের আহ্বান

আগামী ২রা অক্টোবর গান্ধীজয়ন্তী দিবস হইতে আরম্ভ

জেলার সংকটজনক খাদ্যপরিস্থিতিতে আজ জনগণের চরম দুর্গতি

কংগ্রেস সরকারের অসামর্থ্যে, ঔদাসীন্যে, দুর্নীতি ও অত্যাচারে দেশ সংকট হইতে মুক্ত হয় নাই

আজ তীব্র জনচেতনা ও জনশক্তিতে সরকারকে বিপুল নাড়া দিতেহইবে

একদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান: অন্যদিকে জাতির আত্মশক্তি, স্বাবলম্বন শক্তির অভিযান

সেই লক্ষ্যেই আন্দোলনের অষ্টাঙ্গ কর্ম্মধারার পরিকল্পনা

২১শে সেপ্টেম্বর লোক সেবক সংঘের জেলা ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে আন্দোলন

আন্দোলনের ভূমিকা

বিচার আমলে ক্রমান্বিত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে এবং তদ্ভোধিক শাসনযন্ত্র অধিষ্ঠিত মানুষের নির্মম দৌরাত্ম্যে জেলার সমগ্র জীবনে ঘোর খাদ্য কষ্ট তথা উদ্বেগজনক আর্থিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। বিচার সরকারের বৈষম্যমূলক তথা শোষণমূলক খাদ্যনীতির ফলে—মানুষ বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। বঙ্গভুক্তি হইল। আর্থিক বিপর্য্যয় আরো বেশীভাবে দেখা দিল। কারণ উদ্বেগজনক পটভূমিকার মধ্যে কংগ্রেস সরকারের নিষ্ঠুর চক্রান্তে মানভূম ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাহার উপর উপর্য্যুপরি নানা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সেই একই গোষ্ঠীর মানুষের নির্মম ঔদাসীন্য ও অব্যবস্থায় জেলার খাদ্য কষ্ট আরো ভয়াবহভাবে দেখা দিল।

কেন এই সক্রিয় আন্দোলন?

বঙ্গভুক্তির পূর্ব্বে আমাদের কি আশা ভরসা ছিল

১৯৪৬ সালে ১লা নভেম্বরে বঙ্গভুক্তি আসন্ন দেখিয়া বিশেষ ভরসা লইয়া আমরা পশ্চিম বাংলার সরকারকে জেলার খাদ্য কষ্ট ও ভগ্নপ্রায় আর্থিক কাঠামোর কথা জানাইলাম। বাংলাভাষীর অধিকার ও দাবী লইয়া, যে জনসাধারণ বৎসরের পর বৎসর ঐতিহাসিক সংগ্রাম করিয়াছে—অপরিমেয় আঘাত, লাঞ্ছনা, অত্যাচার ও দমন এবং অপরিমেয় ক্ষতির আঘাত বরণ করিয়াও জয়ের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে—কংগ্রেসী সরকার হইলেও, বাংলার সেই কংগ্রেসী সরকার বাংলার দাবী লইয়া সংগ্রামকারী জনগণের দুঃখ মোচনে স্বাভাবিক আন্তরিকতা অনুভব করিবেন—সংগ্রামের কারণে জেলার ভগ্নপ্রায় আর্থিক জীবন পুনর্গঠনের বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইবেন—সেদিন এই গভীর ভরসা ছিল।

বঙ্গভুক্তির পর কেন সে মোহের অবসান হইল

বঙ্গভুক্তি হইবার পর হইতে আরম্ভ হইল—আমাদের সরকারের সহিত যোগাযোগ। উৎসাহের সহিত আমরা সমস্ত তথ্যাদি দিলাম—বিশেষজ্ঞ সহায়তার জন্য বহু বিশেষজ্ঞ সম্মেলন ডাকিয়া বহু পরিকল্পনাদি আমরা পেশ করিলাম। কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের মোহ কাটিয়া গেল। দেখিলাম জেলার জনগণের দুঃখ ও সমস্যার প্রতি পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী সরকারের সত্যকার কোনো আগ্রহ নাই—কোনো সহানুভূতি নাই বা ভ্রূক্ষেপও নাই—বরং জেলার দায়িত্ব হাতে লইয়াই সরকার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর এক বিসদৃশ বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করিলেন।

গ্লানীজনক এক বৈষম্যমূলক চক্রান্ত দেখা দিল

বিহার আমলে দীর্ঘ দিন সংগ্রামে ও আঘাতে বিপন্ন জেলাবাসীর জরুরী সমস্যার কথা ভাবা দূরে থাকুক—সরকার জেলাবাসীর স্বার্থকে চারিদিক হইতে বিপন্ন করিয়া জেলার শাসনযন্ত্রকে, জেলার আর্থিক জীবনের অগ্রাধিকারকে বাহির হইতে আনীত নিজেদের অনুগ্রহভাজনদের একাধিপত্যের ক্ষেত্র করিয়া তুলিলেন—তাহা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ই। এই গোষ্ঠী স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক লক্ষ্যও ছিল। জেলার শাসনযন্ত্র হয়তো কংগ্রেস বিরোধী ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ণ এই—আশঙ্কা ছিল।—সেজন্য অনুগত ব্যক্তিদের দ্বারা শাসনযন্ত্র করিতে হইবে! স্বরাজ জীবনে আজ শাসন ধারা এই যে, বিহার হোক, বাংলা হোক—কোনো আমলেই জেলাবাসীর অধিকার নাই। তাহারা তাঁদেরই দাসমাত্র।

আবেদন নিবেদনে ফল হইল না

বঙ্গভূক্তির পর হইতেই জেলার খাদ্যপরিস্থিতি শোচনীয় ধারায় চলিতে লাগিল—অনাবৃষ্টি অজন্মা লাগিয়া রহিল—আর্থিক দুর্গতির প্রতিকারও হইল না—সঙ্গে সঙ্গে বাংলার আমলেও ব্যাপকভাবে সরকারী অনাচার, উপদ্রব, শোষণ ও বিশৃঙ্খলা চলিতে লাগিল। জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে আমরা বহু আবেদন নিবেদন করিলাম—সরকারে বহু বিবৃতি প্রদান, বহু দেখাশুনা করিলাম—আমাদের আইনসভা সদস্যেরা আইন সভায় জেলার অন্নকষ্ট ও আর্থিক দুর্গতির বিষয় বারম্বার মাসের পর মাস বহু কিছু বলিলেন। কিন্তু কোনো ফল হইল না।

জেলার খাদ্য সংকট সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইল

জেলার দুঃখকষ্ট ও বিপর্যয়কে জেলার খাদ্য সংকটকে তদন্ত না করিয়াই জানিয়া বুঝিয়াই অস্বীকার করা হইল। সরকার হইতে অসত্যপূর্ণ তথ্য দিয়া জেলাকে উদ্বৃত্ত অঞ্চল বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা হইল। এমন কি অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলিকেও চাপা দেওয়ার যড়যন্ত্র হইল—এই মৃত্যুকে বিবেকহীন ভাবে নির্মমভাবে অস্বীকার করা হইল। এবং দুর্গত অনাহারক্লিষ্ট মানুষদের সাহায্য দিবার কোনো সদিচ্ছার লক্ষণ দেখা দিল না। কংগ্রেসী এম, এল, এ দের দিয়া আমাদের দাবী উড়াইয়া দিবার জন্য মিথ্যা ভাষণ দেওয়া হইল—সরকারী উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা জেলাকে দ্রুত উন্নতিরপথে লইয়া যাইতেছে বলা হইল। আমরা উহাদের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিলাম।

অবশেষে জনমতের চাপে যাহা করা হইল

সরকারের এই বিকৃত অবস্থা দেখিয়া আমরা জেলাবাসী খাদ্য পরিস্থিতির সংকট জানাইতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া, জেলার দিকে দিকে জনসভা শোভাযাত্রা করিয়া, হাজার হাজার লোকের আবেদন-পত্র ও প্রস্তাবাদি প্রেরণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে জনমতের চাপে পড়িয়া সরকার কিছু রিলিফের অর্থাৎ সহায়তার ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু তাহা আজও পর্যন্ত যেমন প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য—তেমনি ইহার রূপ আজও পর্যন্ত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল, নিতান্ত অনিশ্চয়তাপূর্ণ—এবং অবাধ দুর্নীতির নামান্তর মাত্র। ওই রিলিফের কাজটুকুকে আবার সরকার অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লাগাইবার জন্য যেখানে যত সমাজ বিরোধী জনশোষণকারী ব্যক্তিদের ইহার বিবিধ দায়িত্বে নিযুক্ত করিলেন—সমস্ত জানিয়া বুঝিয়াই এবং ক্রমাগত বহু আপত্তি করা সত্ত্বেও। ফলে রিলিফের কাজ আজ চারিদিকে অবাধ বেপরোয়া চুরি ও দুর্নীতির নামান্তর হইয়াছে। সরকার তথা রাজকর্মচারীদের পক্ষ হইতে বুভুক্ষীন চরম অব্যবস্থা ও শোষণের অসাধু মনোবৃত্তিই এই ঘোর লুঠতরাজ ও বিশৃঙ্খলার কারণ। আমরা সরকারে বহু অভিযোগ করিয়াছি। উপযুক্ত ব্যবস্থা ও দুর্নীতির প্রতিকারের বহু উপায় দেখাইয়াছি। কিন্তু সরকার তথা রাজকর্মচারীগণ নিজেদের গোষ্ঠী স্বার্থে ইহা আদৌ করিতে রাজী নহেন। ইহার অজস্র প্রমাণ দিনের আলোর ন্যায় সাক্ষ্য স্বরূপে আছে।

ইঁহাদের সহযোগিতার ধারা

জনমতের চাপে পড়িয়া ইঁহারা সহযোগিতার কথা বলেন সত্য কিন্তু তাহা অন্তঃসারশূন্য। যাহারা নিরন্ন মানুষের মুখের অন্ন লুঠতরাজ করিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন এমন নির্মম যাহারা অনাহার মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া গিয়া পাশে না দাঁড়াইয়া—বরং নিষ্ঠুর চক্রান্তকারীর মত চাপা দিয়া মিথ্যা ধুলায় রাশিতে ও দায়িত্ব এড়াইতে চান—তাহাদের এই সহযোগিতার

তাহাদের এই অন্তঃসারশূন্য অকিঞ্চিৎকর সহায়তার কি মূল্য আছে? প্রাদেশিক খাদ্য উপদেষ্টা কমিটিতে আমাদের সংঘের সদস্য সত্যাগ্রহ কাজ ও সংযোগিতার বহু প্রস্তাব সহ পত্র দিয়াছেন কোনো বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা পর্যন্ত দেন নাই। ইহাই ইহাদের সহযোগিতার ধারা।

আমাদের এই আবেদন নিবেদনের পালা শেষ হইল

বিহারের কংগ্রেসী আমল আমরা দেখিয়াছি ও চিনিয়াছি। বাংলার কংগ্রেসী শাসনে আসিয়াই আমরা ভুল করি নাই—জনসেবা সংক্রান্ত শাসনের কাজে আশা ও অনিচ্ছা লইয়া ইহাদের বুঝিতে ও বুঝাইতে সময় দিয়াছি। জনের জন্য—সহযোগিতার জন্য ইহাদের বহু সুযোগ দিয়াছি। এতদিন চুপ করিয়া থাকিয়া—কেবল আবেদন নিবেদনই করিয়াছি। এখন উপলব্ধি করিয়াছি শুধু আবেদন নিবেদন ইহাদের মর্মস্পর্শ করিবেন না। উপলব্ধি করিয়াছি—ইহারা শুধু কিছু করিবেন না তাহাই নয়—স্বাধীনতা পূর্ব জন্য বৈষম্যমূলক নীতিতে ইহারা জেলার সর্বনাশ ঘোরতরভাবে বিপন্ন করিবেন। সুতরাং আমাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পদক্ষেপ সুরু হইল।

সমগ্র কংগ্রেসী শাসনের অযোগ্যতা

শুধু বাংলা বিহার নয়—সমগ্র কংগ্রেসের ধারাই আজ এই। শ্রীনেহরু পরিচালিত সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান স্বার্থে যে কোন রকম কদর্য আচরণ করিতে পারে—ইহা আমরা ভাষার প্রশ্নের ব্যাপারে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছি। সেই কারণেই খাদ্য পরিস্থিতির মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও ইহারা গ্লানীজনক খেলে খেলা করিয়াছেন ও করিতেছেন। শ্রীনেহরু ১১ বৎসর শাসন চালাইয়া আজ বলিতেছেন—আমরা খাদ্য ও কৃষি সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করি নাই—আমাদের খাদ্য নীতিতে ভুল হইয়াছে। ইহা নিতান্তই অযোগ্যতার কথা। শ্রীনেহরু সংযোগিতার আহ্বান দিয়াছেন। আমরা গভীর ভাবে সন্দেহ করি যে, ইহাও অন্তঃসারশূন্য হাতে ক্ষমতা রাখিবারই কৌশলজাল মাত্র।

আমাদের অষ্টাঙ্গ কর্মধারার প্রয়োজন আজ কেন

আমরা জানি এই কংগ্রেসী শাসনের উচ্ছেদ ব্যতীত খাদ্যসংকট প্রভৃতি কোন সংকটেরই স্থায়ী সমাধান হইবে না। কিন্তু উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত জাতীয়সংকট এই খাদ্য সংকটে নিরন্ন মানুষের ব্যবস্থার প্রতি সরকারকে নাড়া দিতে চেষ্টা করিতে হইবে—যতটা ফল হয়। এবং আমরা জানি যে, ব্যাপক ক্ষেত্রে জনসাধারণ আজ নিতান্ত উদাসীন বলিয়া—সরকার এত সাহস পাইতেছে। আমরা ইহাও জানি—ব্যাপক ক্ষেত্রে তীব্র জনচেতনা জাগ্রত হইয়া বিরাট আলোড়ন জাগিলে—সরকার কিছু করিতে বাধ্য হইবে। ইহার সহিত সরকারকে অন্তভাবে নাড়া দিবার, খানিকটা দায়িত্ব ও বিবেক বোধ জাগ্রত করিবার লক্ষ্যে সত্যাগ্রহী পন্থাসমূহও প্রয়োগ করিতে হইবে। এবং ইহাও আমরা জানি—আজ এই বিরাট খাদ্য সংকট তথা অর্থনৈতিক সংকটের যথার্থ প্রতিকার করিতে হইলে—একদিকে যেমন সরকারকে অহিংস আঘাত দিয়া সরকারী শক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে—অন্যদিকে দেশের বিরাট আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বন শক্তিকে নিয়োগ করিয়া দেশের দুঃখমোচনে—দেশের বিরাট সম্পদ গঠনে অগ্রসর হইতে হইবে। সেজন্যই আজ জাতীয় সংকট মুক্তির লক্ষ্যে আমরা অষ্টাঙ্গ কর্মধারা গ্রহণ করিয়াছি। এবং আমরা ইহাও উপলব্ধি করি যে এই সংকট মুক্তির জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়াই আমরা বৃহত্তর সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার পথে অগ্রসর হইব।

দেশের বিপদ আজ বহু দিকে

একদিকে সরকারের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য ও অবিচার

(১) জনগণের খাদ্য সংকট দূর করিবার জন্য আজ যে রকম উপযুক্ত তথা বিরাট আয়োজন চাই—যে আন্তরিক যোগ্য ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা চাই—সে বিষয়ে এক দিকে যেমন সমগ্র কংগ্রেস সরকার আজ সম্পূর্ণ উদাসীন ও অব্যবস্থাসম্পন্ন; অন্য দিকে তেমনি—

অন্যদিকে দেশের জনসাধারণও উদাসীন-প্রায়

(২) নিজেদের দুঃখ কষ্ট, নিজেদের প্রতিকার, নিজেদের অধিকার তথা সরকারী অত্যাচার অবিচার বিষয়ে জনসাধারণও ব্যাপক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিষ্ক্রিয়; এবং

আরেক দিকে সমাজ বিরোধী শোষক শ্রেণীর হিংস্র নিষ্ঠুর অত্যাচার

(৩) আর এক দিকে এই জনবিরোধী দুর্নীতিপূর্ণ সরকারের সহযোগিতায় ও জনগণের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে, দেশের কিছু সুযোগপ্রাপ্ত শ্রেণী—দুর্নীতিসম্পন্ন কারবারী মহাজন প্রভৃতি নির্মম ও অবাধ ভাবে জনশোষণ ও লুণ্ঠ করিতেছে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেসের নয় উপদ্রব

(৪) রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও রাজনৈতিক তথা গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ স্বার্থে নিজেদের দলবলকে—দেশের সমাজ বিরোধীদিগকে ক্ষমতার সুযোগ দিয়া দেশ জীবনে অনাচার, অবিচার, স্বার্থসাধন, প্রভুত্বস্থাপন প্রভৃতি অবাধে চালাইয়া যাইতেছে।

তাহাতে আবার জেলা শাসনে অনাচার

(৫) জেলায় ভয়াবহ খাদ্য কষ্ট—চতুর্দ্দিকে ঘোর সংকট চলিয়াছে—তথাপি জেলার জন্য উপযুক্ত সহায়তা আদৌ দেওয়া হইতেছে না—দেওয়ার মনোভাবও নাই—যতটুকু সাহায্য দেওয়া হইতেছে—তাহাতেও ব্যাপকভাবে সরকারী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাপক দুর্নীতি, চুরি ও অনাচার চালান হইতেছে—প্রতিকারের উপায় বলিয়া দিলেও—প্রতিকার করিবার কোনো মনোভাব সরকারের নাই। সরকার হইতে সহযোগিতার আহ্বান দেওয়া হইতেছে কিন্তু সত্যকার কিছু করিবার চেষ্টা বা আগ্রহ নাই—কেবল প্রতারণা, কেবল রাজনৈতিক পঙ্কা চলিয়াছে।

জেলার প্রতিও আবার বিমাতৃসুলভ বৈষম্য

(৬) এবং সমস্ত তথ্য প্রমাণে দেখা গিয়াছে—জেলার প্রতি নানা বৈষম্যমূলক আচরণই করা হইতেছে। জেলার সমস্যার প্রতি উপেক্ষা, মিথ্যাচার ও অবি দ্বারা প্রাদেশিক সরকার জেলাকে বঞ্চিত করিতেছে।

সেজন্য এই ঘোর সংকটে মানুষের দুঃখবেদনার উদাসীন সরকার ও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে নি আজ আমাদের বিভিন্ন পন্থা অনুসরণ না করিয়া উপায়

প্রাদেশিক সরকারের নিত্যপ্রতিশ্রুতি ও জেলার বাস্তব অব

আজ প্রাদেশিক সরকারের আশ্বাস আশোষ সত্ত্বেও জেলার এই গণ-আন্দোলন কেন চা

সমগ্র প্রদেশের দাবী আদায়ের জন্য—সমগ্র প্রাদেশিক ক্ষেত্রে সংগ্রামের যেমন প্রয়োজন আছে, তাহাতে মুক্ত হওয়ার যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে - তেমনি জেলারও বিশেষ পরিস্থিতির জন্য জেলার বিশেষ সংগ্রামেরও প্রয়োজন আছে। সরকার কর্ত্তৃক প্রদেশের দাবীর সামান্য কিছু স্বীকার করা হইলেও—কতক মিথ্যাআশ্বাস দিলেও. কাজে তাহার বহু কিছুই করা হইতেছে না করার নামে কৌশলসমূহ অবলম্বিত হইতেছে। এবং প্রাদেশিক বরাদ্দ স্থির হইলেও আবার জেলা পাইতেছে না। আমাদের জেলাই তাহার জলন্ত সাক্ষ্য। জেলার প্রতি ঘোর বৈষম্য চলিয়াছে। জেলার সত্যকার অবস্থাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইতেছে প্রাদেশিক সরকার একদিকে সহযোগিতা আপোষের কথা বলিতেছেন, অন্যদিকে সেই মুহূর্ত্তে আমাদের জেলার এতগুলি লোকের অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাকে চাপা দিবার জন্য গ্লানিজনক ষড়যন্ত্র করিতেছেন ইহাই সহযোগিতার মনোবৃত্তি!

প্রাদেশিক ক্ষেত্রে যাহাই হউক, আজ জেলায় অগণিত লোক সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে অগণিত লোক মৃত্যুমুখে চলিয়াছে। একে একে বহু লোক অনাহারে মরিতেছে। আমাদের জেলায় আজ সহরে ও গ্রামে সাধারণ মানুষের খাদ্য ব্যবস্থায় ঘোর বিশৃঙ্খলা ও চরম সরকারী উদাসীনতা চলিয়াছে। বহু দরবারেও ফল হয় নাই আজ আর্ত্ত মানুষের জরুরী অবস্থার প্রতি আশু দৃষ্টি আকর্ষণের ও সদ্য ব্যবস্থার জন. সক্রিয় ব্যবস্থার য়োজন বুঝিয়াছি। তাহা ছাড়া, কেন্দ্র ও প্রদেশে যাহাই ঠিক হউক, যাথার্থ সহায়তা পাইতে হইলে আজ আমাদের নিত্য তীব্র জন-চেতনার ক্ষেত্র গঠনের মধ্য দিয়া জনশক্তির উদ্যোগ লইয় না চলিলে কোনো উপায় নাই। সেজন্য উদাসীন সরকার ও উদাসীন জনগণকে আজ কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিতে আজ আমাদের এই কর্ম্মধারা।

সরকার হইতে খাদ্য সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়া সহযোগিতার কথা বারম্বার বলিলেও -আমরা জানি—সাময়িক কিছু বরাদ্দের ব্যবস্থা হইলেও এই শাসনযন্ত্র যে ভাবে বিসৃষ্ট হইয়াছে—তাহাতে এই সরকারের কাছ হইতে উপযুক্ত ব্যবস্থা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী—বা আন্তরিক সহযোগিতা, স্থায়ী সমাধান লাভ কখনই সম্ভব নয়। সাময়িক কিছু করা হইলেও এই শাসনের প্রত্যেক রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, অনাচার, অপচয় ও উদ্ভট ব্যবস্থা চালতেই থাকিবে। তাহাছাড়া জাতীয় সংকটমুক্তির সমাধানও এই সরকারের সাধ্যে নাই। সেজন্য আজ এক দিকে যেমন দেশের বিরাট আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বন শক্তির উদ্বোধন জাগাইতে বিরাট জনচেতনার জন্য আন্দোলন ও সংগঠন করিতে হইবে অন্য দিকে তেমনি অনাচারের মধ্যে শাসন সুযোগ লাভের জন্য নিয়ত প্রচণ্ড আন্দোলন ও জনমত সৃষ্টির ক্ষেত্র করা চাই। সেজন্যই আজ বহুমুখী এই কর্মধারার আয়োজন—আমাদের জীবনে অপরিহার্য।

আমাদের এই কর্মে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

অতুলচন্দ্র ঘোষ পরিচালক, লোক সেবক সঙ্ঘ

সংকট-মুক্তি আন্দোলনের কর্ম্মতালিকা

কার্য্যক্রমের অষ্টাঙ্গ ধারা

নিষ্ক্রিয় শাসনশক্তিকে সচেতন ও জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার কার্য্যক্রম

সক্রিয় কার্য্যধারার পটভূমিকা

বহু আবেদন নিবেদন ও কিছু কিছু জনমত সৃষ্টি করিয়াও জেলার খাদ্য সংকটের প্রতিকার না দেখিয়া আমরা সক্রিয় আন্দোলনের কথা ভাবিতেছিলাম। কিন্তু অনাবৃষ্টিতে বিপন্ন চাষীরা চায় সামলাইতে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া এবং আমাদের অধিকাংশ কর্ম্মী চাষী বলিয়া- আমরা সক্রিয় আন্দোলন করার তখন সুবিধা বুঝি নাই। সম্প্রতি কতকগুলি রাজনৈতিক দলের যুক্ত সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইলে—(সিদ্ধান্তের সময় তাহাদের পক্ষ হইতে আমাদের সহিত যোগাযোগ করা না হইলেও)—সক্রিয় কর্মপন্থা অনুসরণ করা বিষয়ে আমাদের প্রয়োজনীয়তা বোধ তাহাতে আরো বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের জেলার দৃষ্টিতে ব্যাপক সংগ্রাম সুবিধাজনক না হইলেও—বৃহত্তর প্রচেষ্টার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে ও জেলার জরুরী অবস্থার জন্য আশু কিছু সক্রিয় কর্ম্মতালিকা অনুসরণের তাগিদের প্রয়োজনে—আমরা ২১শে সেপ্টেম্বর সংঘের জেলা ব্যবস্থা পরিষদের বৈঠকে সীমাবদ্ধ কিছু সত্যাগ্রহী পন্থা এবং ব্যাপক জনচেতনার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য বিবিধ কর্মধারা গ্রহণ করিলাম। জাতীয় সংকট এই খাদ্যসংকট নিরাকরণে—দেশের আন্দোলন মূলক কাজও যেমন দরকার তেমনি বিপুল প্রচেষ্টার ভিত্তিতে দিকে দিকে বিবিধ গঠনমূলক কাজও আজ দরকার। চাষীরা আজও অনিশ্চিত প্রকৃতির হাত হইতে ফসল রক্ষায় ও ঘাটতি ফসল পুরণে নূতন আবাদের চেয়ায় ব্যস্ত বলিয়া আমাদের সক্রিয় কর্ম্মসূচী সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং দেশ-সমস্যা সমাধানে জনশক্তিই চরমশক্তি বলিয়া এই ব্যাপক জনচেতনা কর্মধারা গৃহীত হইয়াছে।

তজ্জন্য অষ্টাঙ্গ এই কর্ম্মধারা

তজ্জন্য এই ঘোর জাতীয় সংকটে সংকটমুক্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পন্থাসমূহ লইয়া যে আন্দোলনের পরিকল্পনা আমরা করিয়াছি—তাহার কর্মতালিকাগুলি এই :

(১) হৃদয়ধর্ম্মী অনশন ব্রত (৫) স্বাবলম্বন অভিযান
(২) গঠন ধর্ম্মী সত্যাগ্রহ (৬) ভ্রাগধর্ম্মী সহায়তা
(৩) গণচেতনা অভিযান (৭) সংকট ত্রাণ সংহতি
(৪) গণদাবী প্রচার ব্রত (৮) অসহায়ের আত্মরক্ষা

(১) হৃদয়ধর্ম্মী অনশন ব্রত

আগামী ২রা অক্টোবর হইতে দুইশত কর্মীর একটি দল পুরুলিয়ায় পদিন ব্যাপী অনশন করিবে। জেলার অগণিত মানুষ অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে - জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ঘোরতরভাবে বিপন্ন ও নিরতিশয় অবস্থিত রহিয়াছে তবুও আজ সরকার প্রতিকারযোগ্য ব্যবস্থা বিষয়েও নির্ম্মমভাবে উদাসীন। এমন কি, অনাহারে মৃত্যুর বহু ঘটনাকে উপেক্ষা করিয়া, চাপা দিয়া জেলার নিদারুণ সংকটকে এড়াইবারও দুঃখজনক চক্রান্ত চলিয়াছে। সেজন্য আজ প্রতি কারের লক্ষ্যে সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে নাড়া দিতে—এই মর্মে জনমত জাগ্রত করিতে এই অনশন। আর্ত্তের দুঃখ অনুভবের এই আবেদন কার্য্যকরী হইবে। এহেন অবিচারে ও দেশের দুঃখ কষ্টেও ব্যাপক ক্ষেত্রে জনগণ উদাসীন। প্রতিকারে জনমতকে জাগ্রত করিতেও আজ এই আবেদন। ক্ষুধিতের অন্নগ্রাসকারী ব্যক্তিদের প্রতিও ইহা মানবতার আবেদন। সরকার ও দেশের প্রতি এই অনশনের মূল আবেদন এই যে—আন্দোলনের রচিত ন্যায়সঙ্গত গণদাবী স্বীকৃত হোক - আর্ত্ত মানুষের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা হোক - অনাহারে মৃত্যুর উপেক্ষিত ঘটনার তদন্ত হোক জেলার প্রতি সরকারী বৈষম্যের অবসান হোক।

অনশন ব্রতের আবলম্বন

সেজন্য আমরা মনে করি - সীমাবদ্ধ অনশন ব্রতের মধ্য দিয়া দুঃখীর মর্ম্মবেদনা উপলব্ধি করিতে—ইহার মধ্য দিয়া এই রাষ্ট্রযন্ত্রের শিক্ষালাভ করিতে এবং মানুষের এই চরম দুঃখের প্রতি উদাসীন সরকার ও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে—সম্ভব হইলে কিছু পরিমাণেও মর্ম্মস্পর্শ করিতে—এবং তাহার মধ্য দিয়া গণ চেতনা জাগ্রত করিতে ইহাও এক উপায় আমাদের রহিয়াছে। আমরা

ইহাও মনে করি—সত্যাগ্রহীর পন্থা হিসাবে অনশন ব্রতের সংকোচম প্রয়োগের সময় ও প্রয়োজন যদি থাকে তবে সংযমহীন আহারহীন মানুষের চরম এই দুঃখ ও বেদনায় সমর্থই তাহা রহিয়াছে। এবং **গান্ধীজয়ন্তী সপ্তাহ** পালনের ইহা এক যোগ্য উপচার হইবে। ইহা আমাদের পরিকল্পিত আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতিরও সহায়ক হইবে—তজ্জন্য আমরা স্থির করিয়াছি—

অনশন ব্রতের কার্য্য-ধারা

১। আগামী ২রা অক্টোবর গান্ধীজয়ন্তী দিংসের আরম্ভ হইতে জয়ন্তী সপ্তাহ ব্যাপী ৭দিন আমাদের দুই-শত কর্ম্মীর একটিদল পুরুলিয়ায় এই সামুদায়িক অনশন পালন করিবেন।

২। পুরুলিয়া বাস মেলায় এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইবে।

৩। ২রা হইতে আরম্ভ করিয়া অনশন ৮ই অক্টোবর বেলা ৪ঘটিকায় উদ্‌যাপিত হইবে।

৪। দুঃখ অনুভূতির জন্য, অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই অনশন। শরীর নিপাত করা উদ্দেশ্য নহে। সেজন্য অনশন কারীদের মধ্যে যদি কাহারও অভ্যন্তরস্থিত কোনো রোগের কারণে ৭ দিনের মধ্যেই কোনো সময়ে নিস্তাহই অবস্থা উদ্বেগ জনক হয় তবে তাহাকে চিকিৎসকের পরামর্শে আহার গ্রহণ করিতে হইবে। শরীরে অনশনের অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া যাহাতে না হয়—তজ্জন্য অনশনকালীন যে ঔষধ প্রয়োগ বিধি আছে—প্রত্যহ দুই চারি ফোঁটা কাগজীর রস খাওয়ার যে বিধি আছে—তাহা অনুসৃত হইবে।

এই অনশন কোনো সর্ত্তসাপেক্ষ নয়। সরকার বা কাহারও অভিমতের উপর জবরদস্তি আরোপের প্রশ্নও ইহাতে নাই। ইহা শুধু মানবতার আবেদন।

(২) গঠনধর্ম্মী সত্যাগ্রহ

এই পরিকল্পনা অনুসারে ১০০০ কর্ম্মীর এক গঠনধর্ম্মী সত্যাগ্রহ বাহিনী অবিলম্বে গঠিত হইতেছে। প্রথমেই ইহারা সত্যাগ্রহ শুরু করিবে না। গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দিকে দিকে জন ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে। আর্ত্ত জনগণের দ্রুত সাহায্যের উদ্দেশ্যে - সহযোগিতার মনোভাবে কাজ করিবে - রিলিফের নামে অবাধ চুরি ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতীকারের চেষ্টা করিবে - এই প্রচেষ্টায় সরকার হইতে বাধা পড়িলে দিকে দিকে সত্যাগ্রহ শুরু করিবে। তজ্জন্য ইহাকে 'গঠন-ধর্ম্মী সত্যাগ্রহ' বলা হইয়াছে।

সহযোগিতার আহ্বান ও আমাদের সাড়া

আন্দোলন না করিয়া সহযোগিতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রাদেশিক সরকার হইতে বলা হইতেছে। বহুবারই ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু সত্যকার সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আজ আবার নূতন করিয়া সহযোগিতার কথা বলা হইতেছে। আমরাও সহযোগিতার সদিচ্ছা লইয়া আর্ত্ত মানুষের সহায়তায় যুক্ত হইতে চাই। সেই উদ্দেশ্য লইয়াই এই বাহিনী অগ্রসর হইবে। সংকারী কর্ম্মধারায় চুরি ও রাজনীতি বড়, আর্ত্ত সেবা ও সহযোগিতা বড়—এই বাহিনীর কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাহার পরিচয় হইবে। অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে—প্রয়োজন বোধে অপরিহার্য্য সত্যাগ্রহও অবশ্যই দেখা দিবে।

সরকারের প্রতি সুযোগ

সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্যই সত্যাগ্রহ নয়—কাজ আমরা চাই—সত্যাগ্রহ দেখা দিলে—তাহার দায়িত্ব সরকারের। এই গঠন ধর্ম্মী সত্যাগ্রহে সরকারের দিক হইতে উদ্ভেদ প্রদর্শনের সুযোগও থাকিবে।

বাহিনীর কর্ম্মধারা

১। এই বাহিনীর সদস্য নির্দ্ধারিত ঘোষণা পত্রে সহী করার দিন হইতে বাহিনীর কর্ম্মসূচী লইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিবেন।

২। অসুস্থ হইলে ঘরে ফিরিয়া সংঘে সংবাদ দিবেন।

৩। পদব্রজেই ঘুরিবার লক্ষ্য থাকিবে—কর্ম্মতালিকার প্রয়োজনে বা শরীরের কারণে যান বাহনাদি ব্যবহার করিবেন।

৪। নিতান্ত প্রয়োজন হইলে সাময়িক ঘরে আসিয়া কাজ সারিয়া কর্ম্মে যোগ দিবেন।

৫। অবস্থা বুঝিয়া একটা বিশেষ কার্য্যকাল পর্য্যন্ত এই কর্ম্মতালিকা অনুসৃত হইবে। কর্ম্মীরা নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত ঘুরিবেন। সংঘ হইতে ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। আপাততঃ ১ মাস ঘুরিবার কার্য্যক্রম রহিল।

৬। জনকল্যাণ কর্ম্মে যে সকল সরকারী বাধা দেখা দিবে—বাহিনীর সদস্য কেন্দ্রীয় অফিসে জানাইবেন। প্রতীকারের জন্য নির্দ্দেশ-মত কাজ করিবেন।

৭। নির্দ্ধারিত 'ঘোষণা পত্রে' সহী করিয়া সদস্য নিজ থানায় বা জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

৮। সংকট মুক্তি আন্দোলন—গঠন ধর্ম্মী সত্যাগ্রহী কাহিনী এই ব্যাজ পরিধান করিয়া ঘুরিবেন।

সত্যাগ্রহ প্রস্তুতির কর্ম্মলক্ষ্য

১। দিকে দিকে তীব্র গণ-চেতনা জাগ্রত করা। জনগণকে নিজেদের অনাদৃত ন্যায্য দাবী ও কষ্টের প্রতিকারে বিক্ষোভ করিতে সংগঠিত করা

২। রিলিফ কর্ম্মে সহায়তা দেওয়া। রিলিফে দুর্নীতি ও অনাচারের প্রতিকার প্রচেষ্টা করা—প্রতিকার না পাইলে আন্দোলন সংগঠিত করা

৩। চোরা কারবার, বেআইনী মজুত প্রভৃতি দুর্নীতি ঘটিলে তাহার প্রতিরোধ কল্পে জনবিক্ষোভ সংগঠিত করা ও সরকারী সহায়তা পাওয়ার চেষ্টা করা।

৪। সরকারী ও বেসরকারী দুর্নীতি সমূহের ব্যাপক তথ্যাদি সংগ্রহ করা—ও কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করা

৫। প্রতিকার না হইলে, সরকারের তথ্য অফিসারদের এবং অপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অব্যবস্থা, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, দলীয় সংকীর্ণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, অবিচার অনাচার ও অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করা—প্রমাণের দায়িত্ব বহন করিয়া জনসভা প্রভৃতিতে তাহা ঘোষণা করা.

৬। অন্যায় মূল্য বৃদ্ধি ও মুনাফার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা।

৭। অসহায় ব্যক্তিকে আত্মরক্ষার পরোক্ষায় সহায়তা দান করা; সহায়তা লাভে অসমর্থ হইলে,—তাহারা প্রয়োজন, শক্তি ও সাহস বোধ করিলে, তাহাদিগকে তাহাদের উদ্যোগপূর্ণ সক্রিয় প্রচেষ্টায় সহায়তা লাভের কর্মে পরিচালনা দান করা।

৮। জনগণকে স্বাবলম্বন শক্তির তথা আত্মশক্তির পথে সংগঠিত হইতে প্রেরণা ও সহায়তা দান করা।

৯। আর্ত্ত জনগণের সহায়তার উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণভাবে যে কোন সরকারী অফিসে একক বা দলবদ্ধ ভাবে যোগাযোগ করা (অসদ্ব্যবহার লাভ করিলে আত্মমর্য্যাদার দৃষ্টিতে কর্ম্মীরা দৃঢ় প্রতিবাদ জানাইতে বিরত থাকিবেন না।)

১০। জনগণের দুর্গতি ও পাশ্ব পরিস্থিতির সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করা।

১১। রিলিফের বিষয়ে কাহাকে কোথায় কি ভার দেওয়া হইতেছে; কি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হইতেছে তাহা সংগ্রহ করিয়া সংঘে তথা জনসাধারণের গোচর করা

১২। রিলিফ কর্ম্মের সুযোগে জন-শোষণকারীদের তথা রিলিফ কর্ম্মে জনগণের স্বার্থে বাধা প্রদানকারী অফিসারগণের তথা অপর সকল সমাজ বিরোধীগণের তালিকা প্রস্তুত করা ও তাহা সংঘ ও জনগণে জানান।

১৩। সভা, শোভাযাত্রা, বৈঠক ইত্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া বিভিন্নধারায় প্রচার পন্থা অনুসরণ করিয়া আন্দোলনের গণ-দাবীর প্রচার ও তদ্বিষয়ে জনমত সৃষ্টি করা।

১৪। নির্দ্দেশ পাইলে যে কোনো সময় সত্যাগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা।

১৫। স্থায়ী সংকট-মুক্তির লক্ষ্যে বৃহত্তর সত্যাগ্রহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

১৬। সংকট মুক্তি আন্দোলনের অষ্টাঙ্গ কর্ম্মধারা লইয়া অক্লান্ত কর্ম্মে ব্রতী থাকা।

(৩) গণ-চেতনা অভিযান

আজ আর্ত্তের দুঃখ নিবারণের দিকে দিকে জাগ্রত গণচেতনা চাই। চারিদিকে আমাদের প্রতি এত অবিচার অত্যাচার তবু আমরা উদাসীন। এই নিষ্ক্রিয় নীরবতা ভাঙ্গিতে হইবে। জনজীবনের মধ্যে নিজেদের জীবন রক্ষায়, নিজেদের জীবন সংগঠনে ন্যায়ের দাবীর জাগরণ আনিতে হইবে। কংগ্রেস সরকার অযোগ্য শাসনে আজ আমাদের আর্থিক জীবনের কাঠামো পঙ্গু করিয়া—আমাদের সর্ব-বরাহ আমাদের খাদ্যব্যবস্থা লইয়া ব্যবস্থার নামে প্রহসন করিতেছে। অপরিহার্য্য চাহিদার জীবনে প্রতি নিয়ত সরকারী অব্যবস্থায় আমরা অতিষ্ঠ হইয়া আছি। অনাহারে আজও দেশের মানুষ তিলে তিলে মরিতেছে। নামের যোগ্য কোনো ব্যবস্থাই নাই। ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া মিথ্যা আশ্বাসের গ্রহসন হইতেছে। সহর ও গ্রাম সর্ব্বত্রই অনাচার বিশৃঙ্খলা; শ্রমিকের কাজ নাই, উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ নাই, অভাবীর জন ঋণ নাই, পঙ্গুর জন্য সহায়তা নাই, মধ্যবিত্ত মরিতেছে। তবু আজ ব্যাপকক্ষেত্রে জনগণ সম্পূর্ণ উদাসীন। আজ সবচেয়ে বড় কাজ - ব্যাপক জন চেতনার লক্ষ্যে নিয়ত বিরাট আয়োজনের সংগঠন গড়িয়া তোলা।

সেজন্য অন্যায়ের প্রতিকারে আজ দাঁড়াইতে হইবে। প্রতিকারের জন্য সর্বদা চেষ্টা লইয়া জাগ্রত থাকিতে হইবে। তীব্র জনচেতনা জাগ্রত করিয়া অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে আলোড়ন করিয়া চলিতে হইবে এবং সংকটের প্রতিকারে নিজেদের আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বন সহায়ে বিপুল কর্ম্মোদ্যোগ জাগাইতে হইবে।

জন-চেতনা অভিযানের কর্ম্ম লক্ষ্য

জন-চেতনাকে সুসংহত ধারায় পরিচালিত করিতে যে সকল কর্ম্মতালিকা লইয়া অবিলম্বে কার্য্যকরী আন্দোলনের পথে লইয়া যাওয়া যাইবে তাহা এই :—

১) আন্দোলন - অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে, গণদাবী উত্থাপন করিতে জনসভা, শোভাযাত্রা, হরতাল প্রভৃতি করা। জাতীয় ধ্বনি, সঙ্গীত, পোষ্টার ব্যবহার করা।

২) যোগাযোগ—সরকারে জনসভার প্রস্তাব, আবেদন পত্র, অভিযোগ পত্রাদি পাঠানো—এতদুদ্দেশ্যে সরকারে দেখাশুনো।

৩। তথ্য সংগ্রহ—দুর্নীতি সমূহে ব্যাপক তথ্যাদি সংগ্রহ করা—প্রকাশ করা—তজ্জন্য কমিটি করা। তথ্যাদি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা।

৪) ভাব প্রচার—জনগণের অধিকার বোধ, নিজেদের অবস্থার উপলব্ধি, গণদাবী, জাতীয় কর্তব্যে প্রেরণা, দুর্গত মানুষের প্রতি দুঃখবোধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস প্রভৃতি প্রসার কল্পের জন্য প্রচার পত্র, হাতে লেখা প্রচার পত্র, বৈঠক, আলোচনা প্রভৃতি নিয়মিত করা—

৫) প্রতিরোধ কার্য্য- সরকারী তথা বেসরকারী চুরী ও দুর্নীতিতে, চোরাই মজুত, মুনাফা চেষ্টা প্রভৃতিতে দলবদ্ধভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন সরকারে প্রতিকার প্রার্থনা। ইহার জন্য দিকে দিকে দুর্নীতি দমন বাহিনী গঠিত করা—যাহারা সংঘটিত ভাবে কাজ করিবে—

৬) সেবা কর্ম—দুর্গত মানুষের জন্য সাধ্যমত সাহায্য সংগ্রহ করিয়া সাহায্য দৌহান—ইহার জন্য সেবা সমিতি গঠন, দুর্গত অঞ্চলে যাওয়া।

৭) গঠন কর্ম—খাদ্যোৎপাদন ও নিজেদের বিবিধ সমস্যা সমাধানে নিজেদের স্বাবলম্বন শক্তি সহায়ে বিবিধ গঠন কর্ম অনুসরণ করা।

৮) বিধান তান্ত্রিক পন্থা—বিভিন্ন দল ও জন প্রতিনিধিদের সহিত যোগাযোগ করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা।

৯) সংগ্রামে সহায়তা—প্রতিরোধ মূলক, বিক্ষোভ মূলক যে কিছু বাঞ্ছিত জনপ্রিয় সক্রিয় কর্মধারা—সত্যাগ্রহ প্রভৃতি হইবে তাহাতে সমর্থন সহায়তা দান করা।—ব্যাপক জনচেতনার কর্ম তালিকার সহিত এই সকল সংগ্রাম জড়িত হইবে না পৃথক চলিবে।

১০) কমিটি গঠন—দিকে দিকে (৭) সংকটত্রাণ শাখা সমিতি গঠন, গ্রামে গ্রামে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গঠিত শাখাগুলির প্রতিনিধি লইয়া সহর, থানা, জেলা সমিতি গঠন করা, জনমতে গঠনতন্ত্র ও কার্য্য পরিচালনা করা। এই সমিতিগুলি জনচেতনার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। ইহার সহিত দিকে দিকে (খ) সেবা সমিতি (গ) তথ্য সংগ্রহ কমিটি (ঘ) দুর্নীতি দমন বাহিনী গঠিত হইবে। এগুলি সংকট ত্রাণসমিতির শাখারূপে বা স্বতন্ত্র হইতে পারে।

(৪) গণ-প্রচার ব্রত

এই কর্মধারার উদ্দেশ্যে রচিত প্রচার পত্র লইয়া কর্মীদল—তথা ব্যাপকভাবে জনসাধারণ জেলার গণদাবী প্রচার করিবেন—তাহা লইয়া আন্দোলন করিবেন।

(৫) স্বাবলম্বন অভিযান

দেশের বিরাট আত্মশক্তি, স্বাবলম্বন শক্তিকে সংকট মুক্তির লক্ষ্যে কাজে লাগাইতে,

১) দিকে দিকে কৃষি-সহায়ক সেনা বা কৃষি সেনা গঠন।

(২) পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছে—সংঘ কর্মীরা জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, কৃষি সেবার শ্রম সহায়তা দিয়া ১০০টি সেচ কর্মতালিকা উদ্যাপন করিবেন—কাঁচাকুয়া—জোড় বাঁধাই ইত্যাদিদ্বারা আবাদে সহায়তার জন্য (৩) বর্তমানে ব্যাপকভাবে রবিশস্য তথা বিশেষরূপে গম, আলু, ছোলা প্রভৃতির প্রসার চেষ্টা (৪) সমবেত কৃষি উদ্যোগ প্রচেষ্টা (৫) পল্লীশিল্প গোলা স্থাপন ও বিবিধ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ।

(৬) ত্যাগ-ধর্ম্মী সহায়তা

জাতীয় সংকটে ত্যাগের দ্বারাও সংকটে সহায়তা করা যায়। খাদ্যদ্রব্যের যখন অনটন, চাউলের আত চাহিদার সমাধান যখন হইবে না—তখন এবিষয়ে সাহায্য করার পন্থা রূপে কার্যধারা এই হইয়াছে

১) আমাদের একদল কর্মী প্রতি সপ্তাহে একদিন সম্পূর্ণ উপবাস করিবেন। এবিষয়ে অপরে যোগ দিতে পারেন। (২) যাহাদের চাউল ব্যতীত চলে না—তাহাদের জন্য চাউলের দাবী জানাইবার কর্মতালিকা লইয়া—একদল কর্মী গম পাইলে—আগামী ফসল না ওঠা পর্যন্ত শুধু গম আহার করিবেন। (৩) যাহাদের আহার্য্য উদ্বৃত্ত আছে—তাহারা সাধ্যমত আর্ত্ত সহায়তায় দিবেন। (৪) এই কাজে সেবা সমিতি গঠন।

(৭) সংকট ত্রাণে সংহতি

সংকটত্রাণে সরকারের বা দেশের অপর প্রতিষ্ঠানসমূহের সাদিচ্ছাসম্পন্ন বাঞ্ছিত প্রয়োজনীয় কর্মতালিকায় আমরা যুক্ত হইতে সর্বদাই প্রস্তুত আছি। সহযোগিতা সার্থক করিতে যে পরিবেশ ও কর্মধারা দরকার—তাহা আমরা সরকারে জ্ঞাপন করিতেছি। সততই সংযোগিতার উপযুক্ত পন্থা উদ্ভাবনে আমরা ব্যগ্র থাকিব। পরিকল্পনা তথ্য প্রদান, দুর্নীতি দমন, ব্যবস্থা ও তদারক প্রভৃতির সকল সহায়তা সততই থাকিবে।

(৮) অসহায়ের আত্মরক্ষা

আত অসহায় মানুষ সহায়তার জন্য শাসনশক্তির কাছে উপস্থিত হইতে চাহিলে—সহায়তা না পাইয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্যোগ অবলম্বন করিলে বা নিরুপায়ের আত্মরক্ষারূপ সরকারী আশ্রয়ের জন্য দুঃখবরণ করিতে চাহিলে— তাহাদের ইচ্ছা, উদ্যোগ শক্তি ও সাহস থাকিলে—তাহাদের এই সকল কর্মে সহায়তা ও পরিচালনা দান করা। একমুষ্টি অন্ন পাইবার আশায় কেহ আইন ভঙ্গ করিলে—তাহা সত্যাগ্রহ হইবে না—তাহা নিরুপায়ের অ অরক্ষার এক কর্মধারা হইবে।

অতুল চন্দ্র ঘোষ
৩০।৯।৫৮ পরিচালক, লোক সেবক সংঘ

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৩৯শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৯শে আশ্বিন ১৩৬৫—৬ই অক্টোবর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

আগামী শারদীয়া পূজায় আপনার প্রয়জনকে উপহার দিবার জন্য

মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির

প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করুন

আসন্ন শারদীয়া পূজার বস্ত্র সম্ভার ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আপনাকে মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রস্তুত পোষাকাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। বর্তমানে সমিতি কর্তৃক প্রস্তুত বিভিন্ন কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে—ফ্রক, রাউজ, পেনী, বুশ শার্ট, সেরুর্স সুট, প্রভৃতি,রেডী মেড পোশাক; সোয়েটার, মাফলার, পুল ওভার প্রভৃতি পশমী বস্ত্র; মাটীর ও টীনের প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের খেলনা; হ্যাঙ্গার, বাজারের ঝুলি প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

এই সহরে বিভিন্ন মহল্লার মহিলাদের কুটীর শিল্পের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার এই সমবেত প্রচেষ্টা সহরের জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিবে, আশা করি।

প্রাপ্তিস্থান :—১। চকবাজারে মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির নিজস্ব দোকান (শিশুপালের দোকান সংলগ্ন)
২। চাইবাসা রোডের উপর পুরুলিয়া জেলা সমবায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়নের সেল ডিপো।

পুরুলিয়া,
১৭।৯।৫৮

শ্রীমতী রেখা মল্লিক
সম্পাদিকা—মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

আন্দোলনের
প্রচার ধ্বনী

বন্দেমাতরম্

ভারত মাতা—কী জয়
মহাত্মা গান্ধী—কী জয়
ঋষি নিবারণচন্দ্র—কী জয়
জনশক্তি—কী জয়
লোক শক্তি—কী জয়
জনস্বরাজ—কী জয়
কৃষক মজদুর—কী জয়
সত্য অহিংসা—কী জয়
আত্মশক্তি—কী জয়
স্বাবলম্বন শক্তি—কী জয়
সত্যাগ্রহ শক্তি—কী জয়
প্রতিরোধ শক্তি—কী জয়
সংকট মুক্তি আন্দোলন—কী জয়
লোক সেবক সংঘ—কী জয়
বন্দেমাতরম্।

সংকট মুক্তি আন্দোলন
আন্দোলনের অষ্টধারা

জ্রদয়ধর্ম্মী অনশনব্রত
গঠনধর্ম্মী সত্যাগ্রহ
গণচেতনা অভিযান
গণদাবী প্রচার পত্র
স্বাবলম্বন অভিযান
ত্যাগধর্ম্মী সহায়তা
সংকট ত্রাণ সংহতি
অসহায়ের আত্মরক্ষা

দেশের সংকট

চারিদিকে আজ আর্ত্তজনের অন্নকষ্টে
অনাহারের মৃত্যু শোক
*
শ্রমিক জনে কর্ম্ম নাই
বিপদকালে কর্জ্জ নাই
অসহায়ের সহায় নাই
ঘরে ঘরে অন্ন নাই
*
খাদ্যশস্যে অনটন
চোরাবাজার লুটছে ধন
ছুরি চালায় মহাজন
সরকারের এই বন্ধুজন

খাদ্য মূল্যের জনশোষক
মুনাফায় লুটে খায়
জনগণের জীবন যায়
শাসন বিভাগ নীরব তায়

দেশের রিলিফ

রিলিফে আজ শোষকজনের
লুটতরাজ সব স্বরাজ
ভৃত্যেরা আজ এ সরকারের
মহারাজ নাইকো লাজ

বেপরোয়া শাসকশোষক
চলছে লুঠ সব এক জুট
অভাগাজন খায় সাহেবের
কর পুট লাথি বুট

রিলিফে সব লুটতরাজের
অফিসার ভাগীদার
আসলে আজ অংশী তারও
রিলিফ তার এ সরকার।

অনাহারে নেই তদন্ত
মরছে রোজ নেইকো খোঁজ
পঙ্গু না পায় ঋণ চেয়ে লোক
খয়রাতী পায় লাথি

শ্রমিক জনে মধ্যবিত্ত
নাইকো কাজ মরছে আজ
রিলিফে আজ দুঃখী জনের
পক্ষপাত কাড়ছে ভাত

সংকট মুক্তির দাবী

খেটে খেতে শ্রমিকজনের
কাজ দাও প্রাণ বাঁচাও
অসহায়ের মাসোহারা
সহায় নাই বৃত্ত চাই

চাষীকে দাও চলবে চাষ
কৃষি ঋণ চলবে দিন
মধ্যবিত্তের শিল্প কাজে
বাঁচাও প্রাণ দাও যোগান

রেশন চাই গাঁয়ের ধারে
সকল থান চাই দোকান

অনাহারের অবিলম্বে
মৃত্যু শোক বন্ধ হোক
তদন্ত চাই জাল রিপোর্টে
ঘটনার মিথ্যাচার

চোরাবাজার মূল্যবৃদ্ধির
বন্ধ চাই অন্ত চাই
ন্যায্য মূল্যে মহাজনের
দর নামাও লুট থামাও

রিলিফে হোক বন্ধ হোক
উচিত কাজ লুঠতরাজ
জোর জুলুমের বুঁচুক দেশে
অন্ত হোক আর্ত লোক

শাসনের স্বরূপ

শাসনে আজ পীড়ন দমন
স্বৈরাচার অত্যাচার
চাই এসবের কুশাসনের
প্রতিকার বহিষ্কার

শাসনযন্ত্রে কর্ম্মচারীর
দলনীতি দুর্নীতি
চুরি ঘুষের বন্ধ হোক
অনাচার অবিচার

স্বাবলম্বন মহামন্ত্র

স্বাবলম্বন আত্মবলে
শক্তি চাই জাগরে ভাই
শ্রম শক্তি মহামন্ত্র
মহাধন উৎপাদন

কাটাও কূয়া কাজের তুফান
বাঁধাও জোত চলুক স্রোত
ফসল ফলাও ক্ষুধার দুঃখ
বিশ্বময় করো জয়

কর্ম্মবুদ্ধি মহাশক্তি
সমবায় গড়রে তায়
শক্তি জোগাও বাঁচুক দেশ
পরস্পর বাঁচুক ঘর

দেশের সংকল্প

অহিংসা আজ গঠন করো
অস্ত্রবল সেনাদল
ছুটুক তারা অগ্রায়েরে
দেশ বিদেশ করুক শেষ

গণচেতন গঠনকর্ম
কর্মভার আনিবার
ন্যায়ের দাবী চাই আমাদের
দুর্নিবার অধিকার

ভরসা করো সাধন করো
আত্মবল সত্যবল
কায়েম করো জনস্বরাজ
জনমত মুক্তি পথ

মুক্তি

১৯শে আশ্বিন, সোমবার

মানবতার আহ্বান

ভারতবর্ষে আজ যে সংকট দেখা দিয়াছে তাহা মানবতার প্রতি দেশব্যাপী নির্ম্মম ঔদাসীন্য। রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রের শাসননীতি যে লক্ষ্য সাধনে তৎপর হইয়া চলিয়াছে—প্রযুক্ত ও প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা মানুষের কল্যাণের কথা ঘোষণা করিলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষের দুঃখ ও দুর্দ্দশাকে উপেক্ষা করিয়াই শুধু নয়, ইহাকে আরও বাড়াইয়া চলিয়াছে। বাস্তব ক্ষেত্রে মানুষ আত্মসর্ব্বস্ব হইয়া—শাসন নীতি ও শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতা-সর্ব্বস্ব হইয়া মানুষকে তাহাদের স্বার্থ সাধনের যন্ত্র ও উপায় স্বরূপে পরিণত করিয়াছে। মানুষের জন্য মানুষের দুঃখবোধ, মানুষের দুঃখে মানুষের বেদনা বোধ, মানুষের বেদনায় মানুষের সহানুভূতি বোধ—এ যদি না থাকে তবে মানুষের সমাজধর্ম্ম ধ্বংস-ধর্ম্মে পরিণত হয়। আজ ভারতবর্ষে ইহারই ব্যাপকরূপ নিদারুণ খাদ্য পরিস্থিতির মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্যের অভাব, খাদ্যের সংকট উপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাকে আরও তীব্রতর ও দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছে—মানবতার অভাব; লোক-ক্ষেত্রে ও শাসন ক্ষেত্রে—উভয় ক্ষেত্রেই। লোক সেবক সংঘের অনশন ব্রত—যাহা গান্ধী-জয়ন্তীর উদ্বোধন দিবসে আরম্ভ হইয়াছে—তাহা আজ দেশে মানুষের হৃদয়ের প্রতি এই মানবতার আহ্বান।

২রা অক্টোবর হইতে ৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের নেতৃত্বে ২২৪ জন লোক সেবক সংঘের কর্ম্মী অনশন করিতেছেন। ইহা অনশন সত্যাগ্রহ নয়। এই অনশনের পশ্চাতে কোন বিদ্বেষ নাই, কোন ক্ষোভ নাই। মানুষ খাদ্যাভাবে তিলে তিলে মৃত্যু-পথ-যাত্রী হইয়া চলিয়াছে—এই আর্ত্ত মানুষের মর্ম্মন্তুদ বেদনার যে মৌন আর্ত্তনাদ তাহারই আহ্বানে আজ মানুষের শাশ্বত মানবতা জাগ্রত হউক, সাড়া দিক, উদ্বুদ্ধ হউক ইহাই তাহাদের কামা, ইহাই তাহাদের সাধনা। নিজেরা দুঃখের অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া—সর্ব্ব-মানুষের হৃদয়ে এই দুঃখের সম্বন্ধে চেতনা, বেদনা বোধ জাগ্রত করিবার পথ তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান পরিবেশেও ইহা তুচ্ছ নয়, উপেক্ষনীয় নয়। বর্ত্তমানে যে ভাবধারা, যে পরিবেশের সৃষ্টি হইয়া আছে, তাহাতে যাহারা ক্ষুধিতের অন্ন গ্রাস করিতেছে, যে শাসন শক্তি তাহার সহায়তা করিতেছে, মানবতাকে বিসর্জন দিয়া যে মানুষ শাসন শক্তিকে পরিচালিত করিতেছে—ইহা তাহাদের আঘাত করিবার জন্য নয়, ইহা তাহাদের প্রতি মানবতার আবেদন, আর আবেদন সেই সব আর্ত্ত মানুষের প্রতি যাহাদের মধ্যে শিব নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন,—তাহারা জাগ্রত হোক, উদ্বুদ্ধ হোক, সচেতন হোক—নিজের অধিকার লাভ করুক।

আজ সত্যই প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছে মানুষের বাঁচিবার পথ কোথায়? প্রকৃতির নির্ম্মমতা আছে সত্যই, কিন্তু মানুষ বিশেষ করিয়া যাহারা মানুষের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব লইয়া আছে—সেই ব্যবস্থা যদি মানবতার স্পর্শে আর্দ্র না হয় তবে তাহা কঠিন যন্ত্রের মতো আরও নির্ম্মম হইয়া মানুষকে নিষ্পেষণ করিয়া চলে। ভারতের শাসন যন্ত্র এই নিষ্পেষণকে স্বভাবগত করিয়া আর্ত্ত মানুষকে নিষ্পিষ্ট করিয়া চলিয়াছে—মানবতার স্পর্শ ইহাতে নাই; স্বার্থধর্ম্মী কিছু মানুষ ইহাকে আশ্রয় করিয়া নিষ্পেষণকে আরও তীব্র করিয়া চলিয়াছে—তাহাদের মানবতা আবৃত। এই স্রোতে হয় গা ভাসাইয়া চলিতে হয়, নয় ইহাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। কে করিবে? কাহারা করিবে? কেমন করিয়া কোথায় করিবে? জীবনের এই উদ্বোধনের সঙ্গীত কোথায় আরম্ভ হইবে?—তাহারাই আরম্ভ করিবে যাহারা জীবনের স্পর্শে সঞ্জীবিত। তাহাদের আরম্ভ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, বাধা, বিরুদ্ধ স্রোত যতই দুর্বার হোক না কেন—যে পদচিহ্ন তাহারা রাখিয়া যাইবে—আজ হোক, কাল হোক সেই শুভপ্রচেষ্টার পশ্চাতে যাহারা আসিতেছে তাহাদের জীবনের পথে মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করিবেই। লোক সেবক সংঘের এই অনশনব্রত সেই মানবতাকে আহ্বান করিতেছে—তাহার এই আবেদন ব্যর্থ হইবার নয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কাহাদের রিলিফ?

এই সেপ্টেম্বর হইতে যে সমস্ত রিলিফের কাজ আরম্ভ হইতেছে বা হইয়াছে এবং তাহা যেভাবে চলিতেছে তাহাতে জনসাধারণ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—ইহা বাস্তবিকপক্ষে কাহাদের রিলিফ? দুর্গত জনসাধারণের না যাহারা জনসাধারণের দুর্গতি বাড়াইতেছে তাহাদের? আমরা সত্যই বিস্মিত হইয়া দেখিতেছি যে যাহারা যত বেশী অসৎ, যাহারা তাহাদের দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও লোকঠকানো এবং চৌর্য্যবৃত্তিতে প্রখ্যাত ও বিখ্যাত তাহাদেরই বাছিয়া বাছিয়া রিলিফের ডিলার করা হইতেছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে—এ বিষয় প্রামাণিক তথ্য, অভ্রান্ত প্রমাণ এবং জনসাধারণের আবেদন কোন কিছুর প্রতিই কোন কর্ণপাত নাই। যে টাকা ব্যয়িত হইতেছে তাহার মধ্যে খুব বেশী এক তৃতীয়াংশ দুর্গতদের ভাগে পড়িতেছে আর দুই তৃতীয়াংশ নিছক চুরী হইতেছে। কর্তৃপক্ষ নিজেদের পঞ্চমমতো ডিলার নির্বাচন করুন ক্ষতি নাই কারণ ভারতের গণতন্ত্রে একমাত্র ভোট ছাড়া জনসাধারণের কোন মূল্যই নাই—কিন্তু টাকাটা যাহাতে বাস্তবিক সদ্ব্যয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিলে কি সত্যই কোন রাজনৈতিক অপরাধ হইবে?

লোকসেবকসংঘের পরিকল্পিত সংকট মুক্তি আন্দোলনের কর্ম্ম ধারারূপে

সাতদিনব্যাপী অনশন ব্রত আরম্ভ

বিগত ২রা অক্টোবর হইতে পুরুলিয়া রাসময়দানে সুরু হইয়াছে

আর্ত্তমানুষের প্রতি উদাসীন সরকারের শুভবুদ্ধিজাগ্রত হোক

২রা অক্টোবর গান্ধীজীর পুণ্য জন্মতিথিতে পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী লোক সেবক সংঘের ২২৪ জন কর্ম্মী অনশন ব্রতে যোগদান করেন। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ১লা অক্টোবর পুরুলিয়ায় আসিয়া সকলে শিল্পাশ্রমে সমবেত হন; এবং সেইদিন রাত্রিতে শিল্পাশ্রমে আহার গ্রহণ করেন। পরে তাঁহারা আর কোনরূপ আহার্য্য গ্রহণ করেন নাই।

২রা অক্টোবর সকাল ৮টার সময় ২২২ জন অনশন ব্রতী শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষের পরিচালনায় শোভাযাত্রা করিয়া শিল্পাশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া—বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে সদর রাস্তা দিয়া ঋষি নিবারণ চন্দ্রর মর্ম্মর মূর্ত্তির পাদদেশে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্তা ঘোষ ঋষির মর্ম্মর মূর্ত্তিতে মাল্যদান করেন। অতঃপর কর্ম্মীগণ ধ্বনি দিতে দিতে রাসময়দানে উপস্থিত হন। পরে আরও দুইজন কর্ম্মী ইহাদের সহিত যোগদান করেন।

অনশন ব্রতীদের জন্য রাসময়দানে একটী টিনের চালা করা হইয়াছে—কর্ম্মীরা সেইখানেই অবস্থান করিতেছেন—এবং যে সাতদিন অনশন চলিবে সেইখানেই থাকিবেন। চাঁদোয়া টাঙাইয়া একটি সভামণ্ডপ করা হইয়াছে। সভামণ্ডপের বেদীতে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি রাখা হইয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে ভারতের বরেণ্য মনীষীদের ছবি টাঙান হইয়াছে। দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকা হিসাবে অনশনব্রতীরা যথা নিয়মে দুইবেলা চরখা কাটা, পুস্তক পাঠ, প্রার্থনা সভা করিতেছেন।

আজ (সোমবার) অনশনব্রতের পঞ্চমদিন। প্রথম দিন ভীষণ বৃষ্টি হওয়ার জন্য ঠাণ্ডায় এবং অনশনের কারণে শরীর কিছু দুর্ব্বল হওয়ার জন্য দুই চারিজন কিছু অসুস্থ হইলেও ব্রতীরা মোটামুটি সুস্থ এবং আনন্দেই আছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই দৈনন্দিন কাজ করিয়া চলিয়াছেন। সহরে কয়েকজন ডাক্তার নিয়মিত ভাবে অনশন ব্রতীদের দেখা শোনা করিতেছেন। তবে এপর্য্যন্ত বিশেষ কিছু প্রকার চিকিৎসার প্রয়োজন হয় নাই।

অনশনব্রতীদের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া তথা এই কর্ম্মতালিকার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া সহর এবং গ্রামাঞ্চলের বহু নরনারী প্রত্যহ সত্যাগ্রহীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

সংকটমুক্তি-আন্দোলনের গণদাবী

জেলার দাবী মানিয়া জেলাকে বাঁচাও

জেলার ভয়াবহ সংকটে যাহা করা উচিত ছিল সরকার আদৌ করেন নাই; তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য

প্রতিকার-যোগ্য সমস্যার সমাধানেও সরকার নির্ম্মমভাবে উদাসীন; ব্যবস্থ রজরুরী আয়োজন চাই

জেলার গণদাবী লইয়া আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হোক

জেলার ভয়াবহ সমস্যার সমাধানে আশু জরুরী ব্যবস্থার দৃষ্টিতে আমরা যে দাবী রচিত করিয়াছি—তাহা প্রদত্ত হইল। দাবী ও তাহার যুক্ত স্থাপিত করিতে, ইহার সহিত জেলার বাস্তব অবস্থা ও সরকারী ব্যবস্থার দৈন্য ও অসামর্থ্য এবং তদুপরি অনাচারের বিষয়সমূহও আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই গণদাবী লইয়া আমাদের সংগ্রহ বাহিনী প্রচারব্রতে ঘুরিবে। ব্যাপক ক্ষেত্রে এই দাবী লইয়া জনমত ও আন্দোলিত হোক—জনশক্তির জয় হোক—এই প্রার্থনা।

জেলার অপরিহার্য্য দাবীসমূহ

১। ঋণ—জেলার ২৷৷০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে অন্ততঃ মাত্র ৫০ হাজার বিপন্ন পরিবারের জন্য গড়ে ১০৲ টাকা হিসাবে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ চাই।

২। রিলিফ কাজ—জেলার ২৷০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ১ লক্ষ পরিবার যাহারা কেবল শ্রম ও সামান্য চাষ ও শ্রমের উপর নির্ভর করে তাহাদের প্রত্যেক পরিবারের ১জন ব্যক্তিকে ২মাস কাজ দিতে—১লক্ষ লোককে প্রত্যহ ১৲ হিসাবে ২মাসের জন্য ৬০ ষাট লক্ষ টাকা দিতে হইবে।

৩। স্বয়ংক্রীতী সহায়তা—জেলার আড়াই হাজার গ্রামে গড়ে অন্ততঃ কমপক্ষে ১০ জন অসহায় পঙ্গু ব্যক্তিকে অর্থাৎ ২৫০০০ পঁচিশ হাজার ব্যক্তির জন্য মাসে ১০৲ হিসাবে একমাসে মোট ২৷৷০ লক্ষ টাকা চাই এই সহায়তা অবস্থা অনুসারে কয়েক মাস দিতে হইবে। অসহায়ের অবস্থা ও গ্রাম বা অঞ্চলের অবস্থা হিসাবে সহায়তার তারতম্য হইবে। তবে সহায়তার যোগ্য ব্যক্তিদের মাসিক ধার্য্য নিয়মিত দিতে হইবে। আপাততঃ অন্ততঃ ৮ মাসের জন্য ২০ লক্ষ টাকা ধার্য্য করিতে হইবে।

৪। রেশন দোকান—১২ লক্ষ লোকের সরকারী হিসাবে চাহিদা ৭৷৷০ হাজার মণ খাদ্য শস্য। নিতান্ত কমপক্ষে আজ অর্দ্ধেক লোকের জন্য খাদ্য শস্য প্রয়োজন দৈনিক ৩৭৫০ হাজার মণ। নিতান্ত কমপক্ষে সওয়া লক্ষ পরিবারের ৬ লক্ষ লোকের জন্য দুই মাসের খাদ্য শস্য প্রয়োজনে—২২৫০০০ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার মণ লাগিবে। ইহা জেলার জন্য অবিলম্বে দিতে হইবে।

৫। লাক্ষা ঋণ—লাক্ষা বীজের জন্য লাক্ষা চাষীদের ঋণ দিতে হইবে গাছ অনুসারে সংরায়তা হইবে। জেলায় আন্দাজ ২০ লক্ষ লাক্ষা গাছ আছে তন্মধ্যে ১০ লক্ষ আন্দাজ গাছে আবাদ হয়। জেলায় লাক্ষা ফসল আদৌ না হওয়ায় চাষীদের লাক্ষা বীজ নাই এবং বীজ কিনিবার টাকা নাই। প্রত্যেক গাছের জন্য গড়ে /২ সের লাক্ষা বীজ দরকার অর্থাৎ জেলার জন্য ৫০,০০০ মণ লাক্ষা বীজ চাই। বীজের দাম গড়ে ১৲ প্রতি সের। অর্থাৎ জেলার জন্য কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকা লাক্ষাবীজের জন্য ঋণ চাই।

৬ সহায়তার কার্য্যকাল বিষয়ে বিশেষ দাবী-সমূহ—(ক) ধান ওঠার আগে পর্য্যন্ত ব্যাপকভাবে উপযুক্ত পরিমাণে সহায়তা দিতে হইবে। (খ) ধান ওঠার পরও বিশেষ দুর্গত অঞ্চলে সমভাবে সহায়তা দেওয়া চাই আগামী বৎসরের ফসল ওঠার সময় পর্য্যন্ত—অর্থাৎ ঐ অঞ্চলগুলিতে এক বৎসরের জন বিশেষ ভাবে পল্লী শিল্পসমূহের তথা বিশেষ কৃষি উদ্যোগের পরিকল্পনা দ্বারা সহায়তা চাই। ক্রমাগত কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা চাই ও বেশী সংখ্যায় অনহায়দের সহায়তা দেওয়া চাই।

তথ্যের সত্যতা:—এই প্রচার পত্রে আমরা যে তথ্য দিয়াছি—সরকারী অনাচারের যে বিবরণ দিয়াছি—তাহার সত্যতা যদি কেহ যাচাই করিতে চান আমরা তাঁহাদের আহ্বান করি।

জেলার বাস্তব অবস্থা

১। জেলার জনসংখ্যা—মোটামুটি ১২ লক্ষ লোক ২॥০ লক্ষ পরিবার।

২। তন্মধ্যে কৃষি ও কৃষিশ্রমের জীবিকায় যুক্ত—১০ লক্ষ লোক অর্থাৎ ২ লক্ষ পরিবার।

৩। স্বাভাবিক অবস্থায় এই জেলায় দুইবেলা ঠিকমত খাইতে পায় ৫০ হাজার পরিবার অর্থাৎ ২॥ লক্ষ লোক।

৪। আর বাকী প্রায় ২ লক্ষ পরিবার অর্থাৎ প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে কিছু বহু কষ্টে দিন যাপন করে আর কিছু অর্দ্ধাহারে, বহু সময় শাকাহারে কাটায়। এ বৎসর প্রায় ১০ লক্ষ লোকের জীবনেই শাকাহার অর্দ্ধাহার চলিতেছে।

৫। এবৎসর যদি দুবেলা খাইতে পাইতেছে বড় জোর ২৫ হাজার পরিবার অর্থাৎ সওয়া লক্ষ লোক। বাকী লোকের জীবনে অতিশয় দুর্দ্দিন।

আমাদের চাহিদা যুক্তিসরকারী অকিঞ্চিৎকর সহায়তা

৬। এই অবস্থায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার লোকের মধ্যে ঋণ দেওয়া দরকার—অন্ততঃ ১ লক্ষ পরিবারকে সরকারী তহবিলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা তাহাও কমাইয়া ৫০ হাজার পরিবারকে ঋণ সহায়তা দিতে বলিতেছি। তজ্জন্য চাই ৫০ লক্ষ টাকা—সরকার দিয়াছেন মাত্র ১২ লক্ষ টাকা।

৭। বাকী অন্ততঃ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার পরিবারকে অবশ্যই শ্রম দিতে হয়—আমরা তন্মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ পরিবারকে—প্রত্যেক পরিবারের এক জনকে অর্থাৎ এক লক্ষ লোককে শ্রম দিতে বলিতেছি। সরকার বিগত ৭ মাসে গড়ে মাত্র ১০ হাজার ব্যক্তিকে শ্রম দিয়াছেন।

৮। আমরা দেখিয়াছি—প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ গড়ে ১০ জন অসহায় নরনারী বা অনাথ শিশু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে আমরা কমপক্ষে গ্রাম প্রতি মাত্র ১০ জনকে সহায়তা দেওয়ার কথা বলিতেছি অর্থাৎ আড়াই হাজার গ্রামের ২৫ হাজার অসহায়কে নিয়মিত গড়ে মাসিক ১০৲ হিসাবে। তাহাও নিতান্ত অনিয়মিতভাবে সাহায্য দিতেছেন—মাত্র ১৬০০০ লোককে মাসে ৪৲

৯। জেলার খাদ্য শস্যের চাহিদা দৈনিক ৭৫০০ মণ দৈনিক সরবরাহ চাই—তন্মধ্যে আমরা বলিতেছি দৈনিক অন্ততঃ ৩৫০০ মণ দিতে হইবে। যে ক্ষেত্রে সরকার দিয়াছেন গত ৭ মাসে (ফেব্রুয়ারী হইতে আগষ্ট) সর্ব্বসমেত মাত্র ১ লক্ষ ২০ হাজার মণ খাদ্যশস্য অর্থাৎ গড় দৈনিক ৬০০ মণ মাত্র। তন্মধ্যে চাউল মাত্র ৫৪ হাজার মণ। যে ক্ষেত্রে নিতান্ত কমপক্ষে খাদ্যশস্যের চাহিদা ৭০০০মণ। সরকারী প্রচারকদের তথ্যাদি হইতেই এইসরকারী তথ্য গৃহীত।

সরকারী ব্যবস্থা বিষয়ে গণদাবী

১। তথ্য উদ্ঘাটন ও স্বীকার করা চাই—(ক) জেলার ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি (খ) অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা (গ) রিলিফের অকিঞ্চিৎকরতা (ঘ) রিলিফ বিষয়ে অপরিকল্পনায় অভাব ও অব্যবস্থা এবং (ঙ) রিলিফে অবাধ দুর্নীতি—রিলিফ বিষয়ে অব্যবস্থার কারণে জনগণের অযথা নিদারুণ হয়রানী অথবা দুর্নীতি—জনগণের প্রতি উপেক্ষা, অবিচার ও অত্যাচার প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে সরকারের সত্যতথ্য সীকার ও তদন্ত করিতে হইবে। দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের প্রদত্ত তথ্যাদিকে গুরুত্ব দিয়া তদ্বিষয়ে সরকারের দায়িত্বপূর্ণ অভিমত দিতে হইবে।

২। উপযুক্ত ব্যবস্থা বিধান চাই—জেলার সংকটে অবস্থার যথার্থ ভিত্তিতে, যোগ্য পরিকল্পনায়, সাধ্যমত উপযুক্ত ব্যবস্থা—উপযুক্ত সরবরাহ—প্রয়োজনীয় সময় পর্য্যন্ত—অবশ্যই করা চাই।

৩। বৈষম্যমূলক আচরণের আশু অবসান চাই—এই জেলার সহায়তা শুধু যে জেলার ভয়াবহ অবস্থার অনুপাতেই বহু কম হইয়াছে তাহা নয়—অন্যান্য জেলার তুলনায়ও বহু কম হইয়াছে—ইহা সরকারী বিবরণীতেই প্রমাণিত হইয়াছে এবং এবিষয়ে সংঘের আইনসভা-সদস্যরাও তথ্যাদি সহকারে প্রমাণিত করিয়াছেন। (গত জুলাই মাসে আইনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)

৪। দুর্নীতি দমনের জন্য সত্যকার আগ্রহ ও কার্য্যকরী ব্যবস্থার বিধান চাই—জেলায় রিলিফ ব্যবস্থার প্রতি স্তরে ও বিভাগে অবাধ দুর্নীতি ও চুরি চলিতেছে—তাহা উদ্ঘাটন করিবার বা তাহার প্রতিবিধান করিবার বিষয়ে সরকারে পন্থা দেখাইয়া দিবার বা তদ্বিষয়ে সহায়তা দিবার বহু প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক তথা জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের দুর্নীতি দমন করিতে হইবে।

৫। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি পরিহার করা চাই—রিলিফ তথা জনসংশ্লিষ্ট বিবিধ দায়িত্বপূর্ণ কাজে শাসন কর্তৃপক্ষ হইতে কংগ্রেসের প্রতি বিদ্বেষ পক্ষপাতিত্ব করা হইতেছে—এই নীতি অনুসরণের ফলে—রিলিফের ব্যবস্থা কর্মে ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমূহে কংগ্রেসী ব্যক্তিদের প্রাধান্য ঘটিতেছে—ফলে সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের প্রাধান্য, ক্ষমতা, কর্মভার, সুযোগ ও উপদ্রব ঘটিতেছে।

৬। জন-সহযোগিতা গ্রহণ করা চাই—আমলাতান্ত্রিক সরকার রিলিফ ব্যবস্থা যোগ্যতাপূর্ণ হইতে পারে না—জনশক্তির সহায়তা ব্যতীত এই বিরাট কর্ম্ম উদ্যাপিত হইতে পারে না—দুর্নীতির দমন হইতে পারে না।

৭। তথ্য সরবরাহ করা চাই (ক) পরিস্থিতি বিষয়ে সরকারী ধারণা (খ) জনগণের সহায়তায় সরকারী পরিকল্পনা (গ) রিলিফ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন সমূহ—নিয়ত জনগণে প্রকাশ করা চাই—দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রদান করা চাই। ইহা আদৌ হইতেছেনা।

জেলার খাদ্যশস্যের পরিস্থিতি

১। জেলায় এবার ধান হইবে—স্বাভাবিক ফসলের শতকরা ৪৫ হইতে ৫০ ভাগ। অনাবাদী জমি পড়িয়া রহিয়াছে—জমির শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ।

২। নিম্নস্তরের খাদ্যশস্য—যথা কোদো, মাড়ুয়া, জনার প্রভৃতি জেলার সমগ্র খাদ্য শস্যের মধ্যে প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ হয়। এবারে তাহা শতকরা ৭৫ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৪। জেলার কয়েকটি থানায় বিশেষ কতকগুলি অঞ্চলে অত্যন্ত বেশী অনাবৃষ্টির কারণে—ফসল আদৌ হয় নাই। প্রায় ফসল নাই—এরূপ গ্রাম ১৫০ হইবে। পূর্ব্বে এরূপ গ্রাম সংখ্যা আরো বেশী ছিল—মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় বহু বিলম্বে কিছু ধান লাগাইয়াছে। এই আবাদে বিশেষ কিছুই ফসলের সম্ভাবনা নাই।

দুর্গতির পটভূমিকা

১। গত কয়েক বৎসর অনাবৃষ্টি প্রভৃতির জন্য ফসল হানী ও উৎপাদনের বহুল ঘাটতি হইয়াছে। গত বৎসরই শস্যে শতকরা ৬০-৬৫ ভাগ ঘাটতি হয়।

২। কয়েক বৎসর লাক্ষার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। লাক্ষা আবাদ এবৎসর শতকরা ৯০ হইতে ৯৫ ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লাক্ষা জেলার একটি বড় আয়ের জিনিষ।

৩। অনাবৃষ্টির জন্য জমি বহু অনাবাদী রহিয়াছে—ও বিলম্বে বৃষ্টির জন্য উঁচু জমির ফসল খুবই খারাপ হইয়াছে। আউসের সবিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আমন ধানও ঐ সকল বিবিধ কারণে ভাল হইবে না।

৪। চাষীর জীবনে ঋণের তরসা মহান। বহু মহাজনের ভাণ্ডারও শূন্য। ঋণ গ্রহীতা ফেরৎ দিতে অসমর্থ—তাহা ছাড়া ধান চাউলের ভাল মূল্য পাইয়া মহাজনীর পরিবর্তে মহাজনেরা ব্যবসা করিতেছে। চাষীর জন্য ঋণ নাই।

৫। কাজের সন্ধানে দলে দলে লোক গ্রাম ও জেলা ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

৬। আজ জনসাধারণের জন্য কাজ নাই, ঋণ নাই, সহায়তা নাই, নিজের পুঁজি নাই।

৭। জেলায় বহু জনের আজ কেবলমাত্র শাক আহার চলিতেছে।

৮। পশ্চিম বাংলার শাসনাধীনে এই একটি জেলাতেই গত জুলাই হইতে এপর্য্যন্ত ৩৫ জনের অনাহারে মৃত্যু ঘটিল। ইহা সংঘ তদন্তে প্রমাণিত।

সরকারী রিলিফের স্বরূপ

১। রিলিফের কাজ—প্রত্যেক থানার বিরাট অঞ্চলগুলিতে মাত্র কয়েকটি করিয়া নিতান্ত ছোট ছোট পরিকল্পনার মাত্র কয়েক দিনের করিয়া কাজ হইতেছে। তাহাও আবার ২।১ দিন অন্তর কাজ বন্ধ হইতেছে। হাজার হাজার লোক ফিরিয়া যাইতেছে। বহু লোককে কাজ করাইয়া মজুরী দেওয়া হইতেছে না, হাজিরা করা হইতেছে। অফিসার তথা কর্মচারীদের যোগে বেপরোয়া চুরি চলিতেছে। মাটি কাটানোর চৌকা প্রভৃতিতে কোনো মাপ নাই—মিথ্যা হিসাব, লোক নিয়োগে জাল প্রতারণা চলিতেছে। কাজের বিনিময়ে দেওয়ার গম আসিতেছে না টাকা আসিতেছে না। ইহাই রিলিফের কাজ।

সরকারী প্রচারকদের প্রচারে বলা হইতেছে এপর্যন্ত কিছুদিনের মধ্যে ৩৩টি জলাশয় ও ১৭০টি স্থানে মাটি কাটানো হইয়াছে—সম্প্রতি আরো কিছু স্থানে কাজ হইতেছে। কিন্তু এই সংখ্যার কাজের গুরুত্ব প্রকাশ পাইবে না—কয়দিন কয়েকজনকে কাজ দেওয়া হইতেছে—তাহাই বিচার্য। সেদিক দিয়া ইহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য।

২। খয়রাতী সাহায্য—যাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে—তাহারা কেহই নিয়মিত পাইতেছে না—কেহ এক বার পাইয়া আর পায় নাই। বহু অবাঞ্ছিত লোককে অনুগ্রহভাজন বলিয়া অথবা ভাগাভাগীতে অন্যায়ভাবে অর্থ আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে সাহায্য দেওয়া হইতেছে।

অসহায় পঙ্গু ব্যক্তির সন্ধান বা বাছাই প্রভৃতির কোনো ধারা নাই। অফিসারদের খামখেয়ালির উপর নির্ভর। বিতরণে অব্যবস্থা। লোকের হায়রাণী। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। ইহাই খয়রাতী বিলিফ।

৩। রেশন দোকান—জেলার গ্রামাঞ্চলে কিছু স্থানে এই সস্তা দোকান করা হইতেছে; বহু স্থানেই নাই—বহু দূর দূর স্থানে বিস্তৃতক্ষেত্র থানায় গুটি কয়েক করিয়া দোকান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনাধু ব্যক্তি ডিলার। এক সঙ্গে সাত দিনের খাদ্যশস্য ক্রয় করা দরিদ্র বা দিন মজুরদের কখনই সম্ভব নয়—ইহার সুযোগে বহু চোরা কারবার চলিতেছে। বহু ক্ষেত্রে কে ডিলার হইতেছে জানা যায় না—অফিস হইতেও গোপন রাখা হয়—বিশেষ স্বার্থে। সে ক্ষেত্রে আগাগোড়াই চুরি হয়। চাউল বহু ক্ষেত্রে আসে দুর্গন্ধযুক্ত—গম অতি পুরাতন মাল। বিক্রয় ব্যবস্থাতেও বহু অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা। ইহাই রেশন ধারা।

৪। ঋণ ব্যবস্থা—বহু কম টাকা—অব্যবস্থা ছাড়া দেওয়ার কোনো ধারা নাই—জনগণের হায়রাণীর চূড়ান্ত—বহু গ্রামবাসীর অজ্ঞতা ও বিপন্ন অবস্থার সুযোগে ঘুষ ও চুরির অবাধ রাজত্ব—অনুগ্রহভাজন অযোগ্যদের প্রতি অবাধ সহায়তা—যোগ্য বহু লোক বঞ্চিত। ১০৲।২০৲ টাকার এই অত্যন্ত কম হারের ঋণই বহু। ঐটুকুর ভিতরেই চুরি। তদুপরি দলীয় রাজনীতি। ইহাই ঋণব্যবস্থা।

সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর প্রতি দেশের ও আর্ত্ত মানুষের নামে মানবতার আবেদন

বিশেষ শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও মহাজনদের প্রতি—

১। যাহারা আর্ত্ত মানুষের মুখের অন্ন কড়িবার উদ্দেশ্যে অসাধু ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকেন—সেই সব ব্যবসায়ী মহাজনদের প্রতিও আমাদের আবেদন ও দাবী এই যে, আর্ত্ত মানুষের প্রতি নির্মম না হইতে অসহায় জনগণকে লুণ্ঠন করিয়া সাময়িক স্বার্থে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের ক্ষতি না করিতে ও জনজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অপরাধ বরণ না করিতে অনুরোধ করি।

বিশেষ শ্রেণীর অফিসারদের প্রতি—

অফিসারদের প্রতি আমাদের আবেদন—উপরোক্ত প্রণোদিত সরকারের রাজনৈতিক চক্রান্তে না পড়িয়া মত মনোবল রাখিতে, জনগণের বিরাগ ভাজন না হইতে—দেশের সেবকের যোগ্য মনোভাব রাখিতে, বিশৃঙ্খল শাসনের সুযোগে অন্যায়লোভ ও আইন বহির্ভূত আচরণ না করিতে এবং সর্ব্বোপরি দায়িত্বপদে বসিয়া অর্দ্ধমানুষের প্রতি উপেক্ষা ও অনাচার না করিতে অনুরোধ করি।

ক্ষমতামুগ্ধ কংগ্রেস সেবীদের প্রতি—

৩। ক্ষমতা যাহাদের হাতে সেই প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের অনুসারীদের অনুরোধ করি ক্ষমতার সুযোগে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি পরিহার, অবাধ অধিকারের ক্ষেত্র পাইয়া স্বার্থসাধনের একমাত্র লক্ষ্য লইয়া জনগণের অসীম দুঃখের কারণ হইয়া দেশের কল্যাণকীর্তন সুনাম হানি ও শৃঙ্খলানীর কারণ যেন না হন।

রিলিফে সুযোগ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি—

৪। অভিযোগ করা হইতেছে—রিলিফে কাজে সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বহু সময়ে অর্থও উপার্জন করিতেছে।—তদন্ত দেখিয়াছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিযোগ ভিত্তিহীন—স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মিথ্যা অভিযোগ মাত্র; বরং অন্যায় আচরণে তাহাদের করা হইয়াছে। তথাপি এরূপ ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের আবেদন—তাঁহারা যেন কোনো ক্ষেত্রে অযথা বিরোধ বা তিক্ততা সৃষ্টি না করেন। অন্যায় ঘটিলে অবশ্যই প্রতিকারে মানুষের মর্য্যাদা লইয়া দাঁড়াইবেন।

সর্ব্ব সাধারণের প্রতি—

৫। আঘাতে অত্যাচারে বঞ্চনায় অপমানে,—মনে কুশাসনে নিষ্ক্রিয় না থাকিয়া দুঃখ ক্ষতি ও অবিচার সহ্য না করিয়া—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শক্তিতে দাঁড়াইবার, নিজের অধিকার আদায় করিবার, মানুষের যোগ্য শক্তি ও মর্যাদায় বাঁচিবার আত্মবল অর্জ্জন করিতে অনুরোধ করি। একদিকে যেমন শক্তি লইয়া দাঁড়াইতে হইবে—অন্যদিকে তেমনি জীবন ক্ষেত্রে আত্মশক্তিতে গঠনের সাধনা চাই।

নিবেদক—অতুল চন্দ্র ঘোষ
পরিচালক লোক সেবক সংঘ

২।১০।৪৮

লোক সেবক সংঘের পরিকল্পিত সংকটমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম কর্ম্মতালিকা রূপে

গঠনধর্ম্মী সত্যাগ্রহীর ঘোষণাপত্র

(কর্ম্মতালিকা অনুসরণ প্রাক্কালে সরকারে প্রেরণের জন্য তথা জনগণে প্রকাশের জন্য এই পত্র)

ঘোষণা পত্র

১। এই কংগ্রেস সরকার দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ণ অযোগ্যতা ও অসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কুশাসনকারী যে কোন সরকারকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার অধিকার জনগণের আছে। দেশের সংকট মুক্তির স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে কুশাসনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের লক্ষ্যে আমার মূল কর্ম্মসূচির সঙ্গে আমি আজ দেশের জরুরী অবস্থায় সমাধানে সংকট মুক্তির সাময়িক প্রতিকার কল্পে এক অপরিহার্য্য অবস্থায় এই সংকট মুক্তি আন্দোলনের গঠন ধর্ম্মী সত্যাগ্রহে ব্রতী হইলাম।

২। এই কংগ্রেস সরকার সংকীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে—দলের ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে—কায়েমীস্বার্থবাদীদের অবাধ শোষণব্যবস্থা ও ক্ষমতা রক্ষার ব্যবস্থা ধারাকে কায়েম রাখিবার অন্যায় আগ্রহে দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতিকে অধিকতর বিপন্ন করিয়াছে—দেশকে যথেচ্ছরূপে শোষণ ও অবাধে লুণ্ঠন করিয়াছে—জনগণের বিঘ্নজনক খাদ্য নীতি অনুসরণ করিয়া অযৌক্তিক তথা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা ধারার সৃষ্টি করিয়াছে ইচ্ছা করিয়া চুরি ও লুণ্ঠনের প্রতিকার করে নাই—চুরিকে ও লুণ্ঠনকে সুযোগ দিয়াছে—সমাজ বিরোধীদের সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সহায়তা, ক্ষমতা ও লুণ্ঠনের অধিকার দিয়াছে সেজন্য সরকারের এই সকল দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনশক্তি সংঘঠিত করিতে—প্রতিকারে জনচেতনা জাগ্রত করিতে ব্রতী হইলাম—ঘোষণা করিতেছি।

৩। কিন্তু এই কংগ্রেস সরকারের উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত—এই সরকারের কাজ হইতে কাজ লইবার—জনগণের অধিকারগত দাবী আদায় করিবার কাজ আমাদের আছে। সেজন্য দেশের সংকটে উদাসীন সরকারের সাময়িক শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিতে—আমি যে সকল আবেদন ও যোগাযোগের ধারা অনুসরণ করিব—তাহাতে বাধা পড়িলে—গঠন কাজের পথে বাধা ঘটিলে তাহা অপসারিত করিতে যে কোনো সময় যে কোনো ভাবের অহিংস সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিব—অঙ্গীকার করিতেছি।

৪। এবং এই উদ্দেশ্যকে পক্ষিশালীরূপে সার্থক করিতে আমি ব্যাপক সত্যাগ্রহের প্রস্তুতির কার্য্যেও অগ্রসর হইলাম—ইহাই আমার ঘোষণা।

৫। ব্যাপক জনমতের সহায়তায় খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি কল্পে আমি রিলিফের নামে চুরি ও বিশৃঙ্খলা—রাজকর্ম্মচারীদের দুর্নীতি, জনশোষণকারীদের শোষণ ও অনাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন তথা সুবিধামত কার্য্যকরী ব্যবস্থা সমূহ অবলম্বন করিয়া তাহা নিবারণে প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

৬। খাদ্য পরিস্থিতির প্রতিকার কল্পে—তথা জনমতের প্রতি সামরিক হইলেও উদাসীন সরকারের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার প্রয়োজনে—আমি ব্যাপক জন-চেতনা জাগৃতির কাজে আত্মনিয়োগ করিলাম।

৭। এই গঠনধর্ম্মী সত্যাগ্রহের পরবর্তী পর্য্যায় রূপে প্রয়োজনমত যে কোনো সময়ে—অহিংস সংগ্রামমূলক—প্রতিরোধ মূলক—বিক্ষোভমূলক ব্যাপক সত্যাগ্রহের কর্ম্মতালিকা অনুসরণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।

৮। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বুভুক্ষু মানুষের সরকারী সহায়তা লাভে সাহায্যে অগ্রসর হইব। সরকারী সাহায্য লাভের প্রয়োজনে তাহাদের দিক হইতে আন্দোলন প্রয়োজন হইলে—অসহায়ের উপায় লাভে সক্রিয় ব্যবস্থা দরকার হইলে—এবং সেই পন্থা অনুসরণে তাহার শক্তি ও সাহস হইলে আমি তাহাতে সহায়তা ও পরিচালনা প্রদান করিব।

৯। এই সমগ্র কর্ম্মতালিকার মধ্যে আমার মূললক্ষ্য হইল—খাদ্যপরিস্থিতি জনিত দেশের এই সংকটে প্রতিকারের পথে সহায়তা করা—তদুদ্দেশ্যে যে কোনো পক্ষ হইতে জনগণের স্বার্থে কাজ করা হইবে—সরকারী তথা বেসরকারী যে সকল শুভ প্রচেষ্টা হইবে—তাহাতে আমার পূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদানের মনোভাব লইয়া থাকিব আমি এই সংকল্প ঘোষণা করিতেছি।

১০। সংকটজনক পরিস্থিতি নিরসন কল্পে—প্রয়োজনীয় গঠনমূলক প্রচেষ্টার পথে যে সকল আইন কানুন বিধি ব্যবস্থা বাধা স্বরূপ বোধ হইবে—বা দেখা দিবে—আমি তাহা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইব; গঠন মর্ম্মের প্রয়োজনই তাহা ভঙ্গ করা আমার কর্ত্তব্য হইবে—আমি এই ঘোষণা করিতেছি।

সরকারের শুভবুদ্ধির প্রতি আবেদন জানাইয়া আমি এই কর্ম্মে ব্রতী হইলাম। এই ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করিলাম। বিনীত—

স্বাক্ষর _____

গ্রাম বা ঠিকানা _____

পোষ্ট অফিস _____ থানা _____

টেলিফোন নং—৮৯

আর কে কুণ্ডু এণ্ড সন্স

মেনরোড—পুরুলিয়া

লৌহ, হার্ডওয়ার, রং, চূণ, সিমেন্ট, এজবেসটাস্ পাইপফিটিং
স্যানিটারিফিটিং, এগ্রিকোযন্ত্রপাতী, মোজাকপাথর,
সিমেন্টের রং ও আধুনিক ডিজাইনের নানাপ্রকার
ইমারতের সাজসরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।

বর্ত্তমানে সিমেন্ট বিনাপারমিটে ন্যায্যমূল্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে।

—গৌরীশঙ্কর দত্ত এণ্ড সন্স—

মেনরোড, পুরুলিয়া

ম স লা সু পা রী খ দি র বি ক্রে তা

(সততার সহিত স্বল্পভাবে অধিক বিক্রয়ই আমাদের বিশেষত্ব)

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি. এন. সেন—এম, এ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা
(বিহার)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৪০শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৬শে আশ্বিন ১৩৬৫—১৩ই অক্টোবর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

আগামী শারদীয়া পূজায় আপনার প্রিয়জনকে
উপহার দিবার জন্য

মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির

প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করুন

আসন্ন শারদীয়া পূজার বস্ত্র সম্ভার ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আপনাকে মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রস্তুত পোষাকাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। বর্ত্তমানে সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত বিভিন্ন কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে—ফ্রক, ব্লাউজ, পেনী, বুশ শার্ট, সেলর্স সুট, প্রভৃতি রেডী মেড পোশাক; সোয়েটার, মাফলার, পুল ওভার প্রভৃতি পশমী বস্ত্র; মাটীর ও টীনের প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের খেলনা; হাঙ্গার, বাজারের ঝুলি প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

এই সহরে বিভিন্ন মহল্লার মহিলাদের কুটীর শিল্পের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার এই সমবেত প্রচেষ্টা সহরের জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিবে, আশা করি।

প্রাপ্তিস্থান :—১। চকবাজারে মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির নিজস্ব দোকান (শিশুপালের দোকান সংলগ্ন)
২। চাইবাসা রোডের উপর পুরুলিয়া জেলা সমবায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়নের সেল ডিপো।

পুরুলিয়া,
১৭।৯।৫৮

শ্রীমতী রেখা মল্লিক
সম্পাদিকা—মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

"টেডি বয়"

(১৪ পৃষ্ঠার পর হইতে)

কিন্তু টাকাটা আজও পর্য্যন্ত কলেজ ফাণ্ডে তিনি দেন নাই। এবং এই দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে তিনি কোন তাগিদের কোন জবাবও দেন নাই বা কোন কারণও দর্শান নাই। বোধ হয় ১৯৪৭ সালের ৮ই এপ্রিল ও ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জুলাইয়ের মধ্যে পুরুলিয়ায় কোন্ কোন্ ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে তাহার সঠিক তারিখটা তিনি এখনও এই দশ বৎসরের মধ্যেও জোগাড় করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিনা। তবে একটা কথা হয়তো বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান ডেপুটী কমিশনার—যিনি দুঃস্থদের সাহায্য বাবত আমাকে ৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন বলিয়া জীমূত বাবু অভিযোগ করিয়াছেন এবং তাহার কাছে কৈফিয়ত দাবী করিয়াছেন এবং শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষের তথাকথিত প্রদত্ত ৫০৲ টাকার খরচের কল্পিত বিলের কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছেন—তিনি কলেজের প্রেসিডেন্ট। ডেপুটী কমিশনার মহাশয় জীমূত বাবুর নিকট এই টাকাটার রহস্য সম্বন্ধে কৈফিয়ত তলব করিবেন কি? জীমূত বাবু যদিও 'Ruling Teddy Boys' দের মধ্যে অন্যতম—তাহা হইলেও টাকাটা সাধারণের টাকা—এবং কলেজেরই টাকা।

'টেডি বয়' কথাটাতে জীমূত বাবু বা তাহার সাঙ্গোপাঙ্গরা আশা করি ক্ষুব্ধ হইবেন না। এ সম্বন্ধে জীমূত বাবুর অভিজ্ঞতা আছে। লণ্ডনের 'টেডি বয়'রা রাস্তায় লোক ঠেঙ্গাইয়া সাধারণের টাকা নেয়—ভারতের কংগ্রেসী 'টেডি বয়'রা জনসাধারণের চাঁদার টাকা তুলিয়া আত্মসাৎ করে। তার পর সরকারী ছাপ লইয়া 'Public money' কি ভাবে 'টেডি বয়'দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—তাহা দেশবাসী ভাল করিয়াই জানে—বিবরণ অনাবশ্যক।

ভাবিয়াছিলাম জীমূতা বাবুকে কিছু উপদেশ দিয়া সমাপ্তি করিব। কিন্তু 'শোনা যায়' (জীমূত বাবুর ব্যবহৃত বাক্য উদ্ধৃত করিলাম) জীমূত বাবু এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নাকি সংস্কৃতে এম এ পাশ করিয়া আসিয়াছেন— সে জন্যই তিনি সংস্কৃতের একটা উপদেশ বাক্য ভাল করিয়াই জানেন বলিয়াই তাহা আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন মনে করিলাম না, তবে সাধারণের জ্ঞাতার্থে তাহার অর্থ দিলাম। অর্থ এই যে—"এমন এমন ব্যক্তি আছে যে যাহাদের সদুপদেশ দিলে তাহারা শান্ত হন না—তাহাদের প্রকোপ অর্থাৎ ক্রোধই বাড়ে।" তাহা হইলেও একটি মূল্যবান সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সমাপ্তি করিতেছি—

গোমূত্র যোগেন পয়ো বিনষ্টং
তক্রস্য গোমূহশতেন কিংবা।
অত্যল্প পাপৈবিপদঃ শুচীনাং
পাপাত্মনং পাপশতেন কিংবা॥

অস্যার্থ—দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্রের সংযোগ হইলেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়;

কিন্তু তক্রে অর্থাৎ ঘোলে শত শত বিন্দু গোমূত্র দিলেও তাহার আর কোন ক্ষতি হয় না;

এইরূপ সাধু, ব্যক্তিরা অল্প মাত্র পাপের সংস্পর্শেই বিপন্ন হইয়া পড়েন;

কিন্তু পাপীদের শত শত পাপের অনুষ্ঠানেও ভয় নাই।

—•—

দুর্গাপূজা উপলক্ষে মুক্তির ছুটি

মুক্তির ৪০শ সংখ্যা ১৩ই অক্টোবর প্রকাশিত হইয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুই সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। আগামী ৩রা নভেম্বর ১৭ই কার্ত্তিক মুক্তির ৪১শ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসুনীল কুমার গাঙ্গুলী
ম্যানেজার, মুক্তি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে মুক্তি প্রেসের ছুটি

আগামী ১৮ই অক্টোবর ১লা কার্ত্তিক শনিবার হইতে ৩০শে অক্টোবর ১৩ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১২ দিন মুক্তি প্রেস ছুটী থাকিবে।

৩১শে অক্টোবর ১৪ই কার্ত্তিক শুক্রবার যথারীতি প্রেসের কার্য্য সুরু হইবে।

কর্ম্মাধ্যক্ষ, মুক্তি প্রেস।

শ্রীবাদল চন্দ্র দরিপা এণ্ড ব্রাদার্স
আলু ও পিঁয়াজের আড়ৎদার
পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)
আলু বীজ এবং পিয়াজ বীজ সুবিধা-দরে সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

মুক্তি

২৬শে আশ্বিন, সোমবার

বাঙ্গালীর দুর্গা পূজা

সুর ও অসুরের চিরন্তন দ্বন্দ্বে—যিনি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন, শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন—সেই দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা অসুরকে নিধন করিয়া জগতের দুর্গতি নাশ করেন। যাহারা শৌর্য্যহীন, বীর্য্যহীন, অবিদ্যায় আচ্ছন্ন—তাহারা দরিদ্র, সিদ্ধি তাহাদের নাই—ইহারাই দুর্গত। শক্তির আরাধনা দ্বারাই—শৌর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, অবিদ্যার মোহ ত্যাগ করিয়া বিদ্যার উপলব্ধি করিতে হইবে—ঐশ্বর্য্য আসিবে, সিদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই করতলগত হইবে—দুর্গতির বিনাশ হইবে। বাঙ্গালীর জাতীয় সাধনা ইহাই; শ্রীদুর্গার পরিকল্পনায় এই জাতীয় সাধনা রূপায়িত। দুর্গা পূজা তাই বাঙ্গালীর জাতীয় উৎসব—জাতীয় আরাধনা।

বাঙ্গালী তাহার সাধনা হারাইয়াছে—আজ বাঙ্গালী তাই দুর্গত। শৌর্য্য নাই, বীর্য্য নাই, অবিদ্যায় আচ্ছন্ন, দারিদ্রে অবসন্ন—বাঙ্গালীর সিদ্ধিদাতা আজ মূষিকের আরূঢ় মণে বিপর্য্যস্ত। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা কভু আসেন দোলায়, কভু আসেন নৌকায়—এবার আসিতেছেন গজে। কিন্তু তাহার আসিবার প্রাক্কালেই বাঙ্গালী আরও বেশী দুর্গতি ভোগ করে। নববাস পরিধান করে—ধার করিয়া; তাহার নিষ্প্রভ জ্যোতিহীন চক্ষু—মাকে দেখিতে পায় না; ইলেকট্রিকের আলোয় মাটির মূর্ত্তির বার্নিস দেখে; রেডিওতে চণ্ডীপাঠ শোনে,—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধা রূপেণ সংস্থিতা' আর ধুঁকিতে ধুঁকিতে ঢাক ঢোল বাজাইয়া মাটীর মূর্ত্তি জলে ডুবাইয়া দিয়া আসিয়া সারা বছর ধরিয়া দুনিয়ার কাছে মার খায়—কপালে করাঘাত করিয়া অভিযোগ করে। বাঙ্গালীর জাতীয় সাধনার রূপ আজ ইহাই দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালী আজ দুর্গার পূজা করে না, ঐশ্বর্য্য আহরণ করে না, শৌর্য্যে সন্ত্রস্ত করে না—সিদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করে না—সে ঢাক ঢোল বাজাইয়া হা হুতাশ করে; শুম্ভের চাঁটী খাইয়া সে নিশুম্ভের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আজ দুর্গা পূজায় বাঙ্গালী তো তাহার জাতীয় উৎসব করে না—এ যেন শক্তিহীন সন্তানের নিরুপায় ক্রন্দন! দশপ্রহরণধারিণী মায়ের চোখের দৃষ্টিতে বীর সন্তানের জন্য কোথায় সে গর্বের জ্যোতি? বাঙ্গালী আজ দৃষ্টি স্বচ্ছ করিয়া দেখ দেখি? দুই চোখে এ যে—অক্ষম সন্তানের জন্য নিদারুণ লজ্জা!

নাই, নাই—সারা বাংলায় কি আজ মায়ের পূজা করিবার মতো কেহ নাই? মায়ের অসি লইয়া মেষ গুলাকে শেষ করিবার মতো কেহই কি নাই? মহিষাসুরের দম্ভকে চূর্ণ করিবার মতো কি কোন শক্তিধর নাই? সমস্ত বাঙ্গালী জাতিটা কি আজ ক্লীবের কাছে নতজানু হইয়া তাহার প্রসাদের জন্য অপেক্ষমান?

আজ তাই প্রার্থনা করিতেছি—শক্তি দাও! শক্তি দাও!! এই ক্লীবত্ব হইতে, জড়তা হইতে, ভয় হইতে দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বাঙ্গালীকে শক্তি দাও! তোমার দেওয়া অসি বহন করিবার মতো বাঙ্গালীর বাহুতে শক্তি দাও! আর দাও মা—নূতন সৃষ্টি করিবার জন্য যে ধ্বংসের প্রয়োজন—নির্ম্মম ভাবে সেই ধ্বংস করিবার মতো প্রাণের আগুন।

বাঙ্গালীর চোখে জ্বলিয়া উঠুক সেই ধ্বংসের আগুন—সেই আগুনে দগ্ধ হোক, ভস্ম হোক, নিশ্চিহ্ন হোক, ধ্বংস হোক তাহারা—যাহারা ক্লীবত্বের নাগপাশে বাঁধিয়া আত্মসুখের আশায়, ক্ষমতার প্রলোভনে বাংলাকে শ্মশান করিয়া প্রেতের নৃত্যের আয়োজন করিতেছে! ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক—এই আত্মবিধ্বংসী ষড়যন্ত্র!

ধ্বংসের কথায়—হে বাঙ্গালী, আজ সচকিত হইওনা! হিংসাবী বৃত্তির দৌড় দেখাইতে দেখাইতে আজ তো যেখানে আসিয়া পৌছিয়াছ সেখানে তুমি তো প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছ। এবার একটু বেহিসাবী অভিযান না হইলে পথ কোথায়, উপায় কোথায় বলিতে পারো? মায়ের দশপ্রহরণ তো মায়ের নিছক অঙ্গশোভা নয়—এযে ত্রিদশের চির অরিকেই সংহার করিবার স্বাশ্বত আয়োজন!

বাঙ্গালী! ধ্বংসের নামে আজ ভীত হইওনা। আজ তুমি যদি উদ্বুদ্ধ না হও, দুর্গার কাব্যিক ব্যাখ্যা দ্বারা যদি কেবল তোমার নিজের ভীরুতা, ক্লীবত্বকে ঢাকিতে চাও—তবে তোমার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ধ্বংস না হইলে কি সৃষ্টি হয়? মহাকালের ভয়ঙ্কর নিনাদে প্রলয়ের যে তাণ্ডব

তাহাতো কার্তিকেয়রই আগমনের সূচনা! বাংলার, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে নূতন সৃষ্টির জন্যই তাহার প্রলয়ের অভিযান আজ অপরিহার্য্য।

মা আজ তাহারই ইঙ্গিত দিতে আসিতেছেন। বাঙ্গালী যদি আজ সে আদেশ গ্রহণ করিতে পারো—তবেই নূতন করিয়া বাঁচিবে। আর ইহাই হইবে তোমার সত্যকারের দুর্গা পূজা।

—*—

ব্রহ্ম ও পাকিস্থানে সামরিক শাসন

ভারতবর্ষের দুইদিকে—ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্থানে সম্প্রতি সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে প্রকাশ যে—ব্রহ্মে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে কিছু দিনের জন্য সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ শাসন ব্যবস্থা না করিলে অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইবে। ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী নিজে মন্ত্রীত্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া—সামরিক সর্বাধিনায়ককে মন্ত্রী করিয়া তাহাদের হাতে শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন।

পাকিস্থানে এপর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া যেমন আমাদের ভারতবর্ষে বিধান সভা লোক সভা স্থাপন করিয়া মন্ত্রী মণ্ডলী শাসন চালাইতেছেন তেমনি শাসন চলিতেছিল। অকস্মাৎ পাকিস্থানের প্রেসিডেণ্ট মির্জার সহযোগে সামরিক অধিকর্ত্তা জেনারেল আয়ুব খাঁ পাকিস্থানের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সামরিক শাসনের অর্থ এই যে—দেশে প্রচলিত আইন কানুন ব্যবস্থা সম্বন্ধে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বা অধিকর্ত্তা যাহা করিবেন দেশের লোককে তাহাই মানিতে হইবে। এবিষয়ে কোন আপত্তি বা বিরোধ করা চলিবেনা।

পাকিস্থান সম্বন্ধে বলা হইতেছে যে, সেখানে শাসন ব্যবস্থা এরূপ দুর্নীতিপূর্ণ রাজনৈতিক বিরোধ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এরূপ শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে যে সাধারণ ভাবে শাসন আর চলেনা, লোকের দুর্গতি চরমে আসিয়াছে। পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পরে প্রচলিত সংবিধান, বিধান সভা প্রভৃতি সমস্ত বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি কঠোর নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। চোরাবাজারী, ঘুস দেওয়া নেওয়া প্রভৃতির জন্য ১৪ বছরের জেল হইবে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মেয়েদের প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার করিলে ৫ বছর জেল প্রভৃতির বিধান হইয়াছে ইত্যাদি। প্রকাশ্যে বেত মারা, প্রাণদণ্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে। দেশের বহু মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতাকে ধরিয়া জেলে ভরা হইয়াছে। বাছ বিচার কিছু নাই। অনেকে যাহারা মন্ত্রী ছিলেন ধরা পড়েন নাই তাহারা পলাইয়া বেড়াইতেছেন। অপরাধ করিলে আর কোন কথা নাই, সঙ্গে সঙ্গে একটা সংক্ষিপ্ত বিচার ও শাস্তি। ইহার ফলে প্রকাশ যে ৬৲ টাকা সেরের সরিষার তেল ২৲ টাকা হইয়াছে; ৩০৩৫ টাকা যে চালের মণ ছিল তাহা ১৮।১৯ টাকায় নামিয়াছে।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পাকিস্থানের এই ব্যাপারে চিন্তিত হইয়াছেন—অবশ্যই তিনি বলিতেছেন যে ভারতে ইহার কোন প্রভাব পড়িবেনা। সামরিক শাসন কাহারও কাম্য নয় হইতে পারে না—কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন যদি একটা নিছক কয়েকটী লোকের খেয়াল খুসীর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার ফলে লোকের সীমাহীন দুর্দশা উপস্থিত হয় এবং সে ক্ষেত্রে যদি কোন এমন ব্যবস্থা হয় যে তাহার প্রতিকারে তৎপর তবে জনসাধারণ সে ক্ষেত্রে কোনটা কাম্য নয় তাহা বিচার নাও করিতে পারে। আমরা সামরিক শাসন একেবারেই সমর্থন করিনা কিন্তু গণতন্ত্রের নামে দুঃশাসন কর্ত্তৃক জনগণের রক্তপান ইহারও অবসান দরকার।

ভারতবাসী স্বাধীনতা পায় নাই

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীফণি ভূষণ চক্রবর্তি কলিকাতায় ভারতীয় সংস্কৃতি সমিতির সভাপতিরূপে তাহার ভাষণে বলেন যে—"শত শত বৎসরের পরাধীনতার পর ভারত স্বাধীনতা পাইয়া নব যুগের সূচনা করিল, কিন্তু আসমুদ্র হিমাচল পরি ভ্রমণ করিয়া কোথাও নূতন সৃষ্টির চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। ইহাতে মনে হয় যে, ১৯৪৭ সালের এক মধ্য রাত্রির স্বাধীনতা লাভ দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করে নাই। তাহারা যথার্থ স্বাধীনতা পায় নাই। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন—ভারতের বর্ত্তমান শাসকবর্গ যাহারা বৃটিশের হাত হইতে দপ্তর পাইয়াছেন মাত্র তাহাদের শেষ মানুষটি জীবিত থাকা পর্য্যন্ত ভারতবাসী যথার্থ স্বাধীনতার আস্বাদন পাইবেনা।'

কংগ্রেসী শাসনে ভারতবাসীরা যাহা চিন্তা করিতেছে তাহাদের মনের কথাটা প্রধান বিচারপতি অতি সত্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

অনশনব্রত ও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

আমাদের অনশন ব্রত পালনের সময়ে যাঁহারা গভীর আন্তরিকতা সহকারে আমাদের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন, নিয়ত আমাদের তদারক করিয়াছেন, বহুভাবে অকুণ্ঠ সহায়তা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তার গভীর সহানুভূতির সহিত দেখাশুনা করিতেন—প্রয়োজনে সহায়তার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন; কেহ কেহ দিবারাত্র আনাগোনা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতি আমরা আজ সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

অনশন ব্রতীদের টিনের ছাউনী প্রভৃতি করা বিষয়ে এবং দৈনন্দিন জীবন যাত্রার বিবিধ ব্যবস্থা করা বিষয়ে বহু সহৃদয় ব্যক্তি বহু সহায়তা দিয়াছেন। অনশনের প্রতিক্রিয়া নষ্ট করার জন্য জলের সহিত প্রত্যহ সামান্য করিয়া কাগজীর রস অনশন ব্রতীদের দিবার জন্য ডাক্তারী নির্দ্দেশ ছিল। কয়েকজনের আন্তরিক আগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজী সরবরাহের কোনোদিন অসুবিধা হয় নাই—এবং বহু কাগজী ফিরাইয়া দিতে হইয়াছে; বহু জনের কাগজী দিবার প্রস্তাব বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে।

অনশন ভঙ্গের পর খাওয়া বিষয়ে নিজেদের কর্ম্মতালিকা ছিল—প্রথম কাগজীর চিনির সরবৎ ও রাত্রে মাড়ভাত। এবিষয়ে কাহাকেও আমরা কিছু বলি নাই। আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সহরের বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি অনশনভঙ্গের দু একদিন পূর্ব্বে আসিয়া প্রস্তাব করেন যে ডাক্তারদের নির্দ্দেশানুযায়ী অনশন উদ্যাপনের আহারের ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন। তাঁহাদের আন্তরিক উদ্যোগে দুইদিনের মধ্যে প্রথম দিনের আহাররূপে—সওয়া দুইশত লোকের কমলালেবু, সরবৎ, দুগ্ধ, বহু পরিমাণ সন্দেশ, পাঁওরুটি এবং দ্বিতীয় দিনের আহাররূপে ভাত, আলুসিদ্ধ ও খাঁটি গব্যঘৃতাদি বহু পরিমাণে সংগৃহীত হয়। অনশনব্রতীদের যাহাদের সঙ্গে পাথেয় ছিল না—তাঁহাদের পথ খরচের জন্যও বহু অর্থ সঙ্গে সঙ্গে সংগৃহীত হয়। উদ্যোক্তারা বলেন যে, অনশনব্রতীদের খাওয়াইবার জন্য আন্তরিক সহায়তার সাড়া পড়িয়া যায়। মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীগণের বহু জনে যত্ন সহকারে অনশনব্রতীদের আহারের উপযোগী খুব ভাল সন্দেশ প্রেরণ করেন।

অনশনব্রতীদের সহায়তার জন্য ব্যবস্থাপকেরা সংগ্রহ ও খরচের যে হিসাব দিয়াছেন তাহা এই :—

আদায় :—নগদ ২৫৬৷৵০। লেবু—৬ টুকরি। সন্দেশ ১৫ সের। মিছরী ১২৷০ সের। চিনি ৯ সের। চাল প্রায় ২ মণ।

খরচ :—আহারাদির বিভিন্ন খাতে ১১৫৷৵১০। অনশনকারীদের যাওয়ার ভাড়া বাবত ১৪০৷৶১০।

অনশনকালীন ব্যবস্থা বিষয়ে দুইচারি কথা জানান দরকার বোধ করিতেছি। কারণ এসব বিষয়ে কিছু লোকের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। অনশনের সময়ে অনশনকারীরা প্রত্যহ গড়ে ২ সের করিয়া জল পান করিয়াছেন। প্রত্যহ গড়ে জনপ্রতি আধ টুকরার চেয়ে কিছু বেশী কাগজীর রস জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিয়াছেন এবং এক চামচ পরিমাণ লবণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিয়াছেন। অনশনকারীরা স্নানের সময় তৈল মর্দ্দন করিতেন। অনশনকালীন ব্যবস্থা ইহাই ছিল।

অনশনের প্রথমদিন প্রবল বারিপাত হওয়ায় ছাউনী বিশেষরূপে ভিজিয়া যায়। সেজন্য অনশনকারীদের মধ্যে ৫ জনের ঠাণ্ডায় জ্বর হয়। অনশনকারীদের মধ্যে আর দুইতিন জনের অন্যবিধ অসুস্থতা হয়। অনশনকারীদের মধ্যে ৭ জন দ্বিতীয় তৃতীয় দিনে কিছু বেশী দুর্ব্বল হন—পরে অনেকাংশে ঠিক হইয়া যান। অনশনের মধ্যে দুইবেলা চরখা কাটা, বই পড়া, প্রার্থনাসভা প্রভৃতি চলিতে থাকে। অনশনের স্বাভাবিক কষ্টের সময়ে সকলের মধ্যে মানসিক দৃঢ়তার একটি পরিবেশ গড়িয়া ওঠে। অনশনকারী দলের মধ্যে চারিজন মহিলা ছিলেন। ৬০ হইতে ৭৫ বৎসর বয়সের ১২ জন কর্ম্মী ছিলেন—১৮ হইতে ২২ বৎসরের যুবক ৭ জন ছিলেন।

ঈশ্বরের কৃপা ও সকলের শুভেচ্ছায় আমাদের ব্রত উদ্যাপিত হইয়াছে। আমরা আমাদের কাজ করিয়াছি। এবং বিশ্বাস রাখি—নিষ্ঠার সহিত সত্যের অনুসরণ তথা মানবতার আদেশ পালন ব্যর্থ হইবার নয়। এই অনুষ্ঠানের পুঁজি সঞ্চিত রহিল। তাহার কাজ যাহা হইবার হইতে থাকিবে। আমাদের কর্ম্মের ইতিহাসে আমাদের সাধ্যানুসারে আমাদের প্রচেষ্টার নতুন এক অধ্যায় যুক্ত হইল—ইহাই আমরা জানিলাম।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

সংকট-মুক্তি আন্দোলনের অভ্যুদয়

মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পরিচালকের পত্র

আর্ত্ত মানুষের দুঃখের প্রতি বিমুখ শাসন শক্তির অবিচারের পরিণতি বৈষম্য, অবিচার, নির্ম্মমতা, ঔদাসীন্য, নিষ্ক্রিয়তাও অব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থাকে কদর্য্য করিয়াছে বুভুক্ষু মানুষের দুই মুষ্টির মুখের অন্ন লইয়াও নির্দ্দয় শোষণ করিতেছে রাজনীতি যাহাইথাক, মানবতার আবেদনেও সরকার পাষাণ কিনা তাহার চূড়ান্ত পরিচয় চাই

আজ জেলার আর্ত্ত মানুষের জন্য অবিলম্বে সহায়তা চাই

পুরুলিয়া জেলায় সংকট মুক্তি আন্দোলনের প্রথম অঙ্গরূপে অনশন ব্রতের কর্ম্মতালিকার উদ্বোধন সংবাদ জানাইয়া লোক সেবক সংঘের পরিচালক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা এই :—

শ্রীযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সমীপে, পশ্চিমবঙ্গ

সবিনয় নিবেদন

আমাদের জেলার সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতির প্রতিকারে বাঞ্ছিত উপায় না দেখিয়া অবশেষে আমাদের লোক সেবক সংঘের পক্ষ হইতে প্রতিকারের সম্বন্ধে কিছু সক্রিয় কর্ম্মতালিকা লইতে আমরা বাধ্য হইলাম। এই সিদ্ধান্তের কারণ এবং সক্রিয় কর্ম্ম ধারার রূপ—ইহার সহিত প্রেরিত প্রচার পত্রগুলি হইতেই সম্যকরূপে জানিতে পারিবেন।

নিষ্ক্রিয়তা, চূড়ান্ত অব্যবস্থা, স্বেচ্ছাকৃত দুর্গতি সৃষ্টি

আমরা বহুভাবে দেখিয়া সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভয়াবহ খাদ্য সংকটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গভীর ঔদাসীন্য আমাদের শুধু বিশেষ ভাবে ব্যথিতই করে নাই, আমাদের জেলার বহু ক্ষতি করিয়াছে; লক্ষ লক্ষ লোককে খাদ্য সমস্যা বিষয়ে অপরিসীম নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে; প্রতিকারের যোগ্য দুর্ভোগসমূহ অযথা বহন করিতে হইয়াছে। দুঃখের হইলেও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ব্যবস্থার উপায় থাকিতেও সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং চূড়ান্ত অব্যবস্থা, তদুপরি স্বেচ্ছাকৃত বহু দুর্গতি সৃষ্টিই—ইহার কারণ।

ক্ষমতার কোনো আসন নাই ইহাকে চাপাদিতে পারে

আরও গভীর লজ্জা ও বেদনার কথা এই যে, এই অবহেলার কারণে স্বরাজ জীবনে আমাদের জেলায় অনেকগুলি লোককে মর্ম্মান্তিক যাতনা বরণ করিয়া অনাহারে মরিতে হইল। ইহা জাতীয় জীবনের পক্ষে নিরতিশয় কলঙ্ক স্বরূপ।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দায়িত্বের মর্য্যাদা না রাখিয়া অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাকে উড়াইয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের সন্তোষ হইতে পারে। কিন্তু এসংসারে এমন কোনো ক্ষমতার আসন নাই, যে আসনের ক্ষমতায় এই অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা কেহ চাপা দিতে পারে। অমোঘ সত্য ইহার সাক্ষী; জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ ইহার সাক্ষী।

অপটু ব্যর্থ চক্রান্তে কংগ্রেস সরকারই আজ হেয়

জেলার সর্ব্বক্ষেত্রে ইহা আজ সর্ব্বজন-বিদিত যে, সংকটের দায়িত্ব এড়াইবার অবাঞ্ছিত প্রয়াসেই এই অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা চাপা দিবার দুঃখজনক অপটু চক্রান্ত করিতে হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য আদৌ সফলীভূত হয় নাই। আপনারা ইহা দ্বারা এই জেলাবাসীর কাছে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারকে অধিকতর অপরাধে অপরাধী করিয়া

ছেন। এবং ইহা আজ অবিসম্বাদী সত্য যে, খাদ্য সংকট প্রতিকারে অবহেলা করিয়া প্রতিকার-যোগ্য সমস্যার সমাধানে বিরত থাকিয়া—অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা জানিয়া শুনিয়া চাপা দিয়া দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই জেলা তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য সংকট হইতে মুক্ত হইতে দেন নাই। সংকটকে সংকটতর ও দুর্গতিকে ভয়াবহ করিয়াছেন এবং যে সকল অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা এড়াইতে পারা যাইত সেই মৃত্যু সমূহের জন্য সরকার আজ স্বেচ্ছাকৃত গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। কোনো কৌশলেই আজ ইতিহাসের এই লিখন চাপা দেওয়া যাইবে না।

এই বৈষম্যের এক নিগূঢ় কারণ

পশ্চিমবঙ্গের শাসনের মধ্যে নব্যাগত পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাদের রাজনৈতিক বিবিধ স্বার্থ এখনো অন্যান্য জেলার ন্যায় প্রসারিত হইতে পারে নাই বলিয়া এই জেলার প্রতি এপর্য্যন্ত যে বৈষম্য মূলক আচরণ করা হইয়াছে তাহা আমাদের জেলার খাদ্য সংকটের অন্যতম কারণ। ইহাতেও আজ কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই দৃষ্টি ভঙ্গীর কারণেই বিহার শাসনে বিপর্য্যস্ত জেলার প্রতি যে পুনর্গঠন ব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন ছিল —তাহাও করা হয় নাই। ফলে এই পটভূমিকায় জেলার অর্থনৈতিক জীবন তথা খাদ্য সংকট ভয়াবহ হইয়া, পরিস্থিতি শোচনীয়রূপে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে।

অশ্রদ্ধার দান সহায়তার বিভৎস পরিণতি

এই পরিস্থিতির মধ্যে যে অকিঞ্চিৎকর সহায়তার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, তাহা যেমন অশ্রদ্ধার দানরূপে আসিয়াছে, তেমনি ইহার সমস্ত ব্যবস্থার স্তরে স্তরে দুর্নীতি নগ্ন কদর্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ক্ষুধিতের সহায়তার অন্ন হইতেও তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবার নির্ম্মমতা পরাকাষ্ঠা দিবালোকে বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রতিকার কোথাও পাওয়া যায় নাই।

প্রতীকারের লক্ষ্যে তীব্রতর প্রচেষ্টার রূপ

সেজন্য আমরা এই জাতীয় সংকটে প্রতিকারের লক্ষ্যে আমাদের কর্ম প্রচেষ্টা তীব্রতর করিতে এই আন্দোলনের পরিকল্পনা করিয়াছি। আমাদের আন্দোলনের প্রথম অঙ্গরূপে যে সম্প্রদায়িক অনশন ব্রতের কর্ম্মতালিকা রাখা হইয়াছে তাহা পুরুলিয়ায় আরম্ভ হইয়াছে —গান্ধী জয়ন্তীর পুণ্য দিবস ২রা অক্টোবর হইতে। আমাদের দুইশত চল্লিশজন কর্ম্মী এদিন ব্যাপী অনশনের সংকল্প করিয়াছেন। ইহার পর পরবর্ত্তী কর্ম তালিকাগুলি চলিবে।

সমাজ জীবনে গোষ্ঠীর আধিপত্য ও ভাব-প্রতিকার

এক এক সময় আসে যখন সামাজিক জীবনে ব্যাপক অবনতির ধারা চলিতে থাকে। তাহার ফলে শাসন যন্ত্রে এমন এক এক গোষ্ঠীর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় যাহারা দেশের দায়িত্ব এবং মানবতার কর্ত্তব্য ভুলিয়া জনগণের জীবনে অবাধ শোষণ ও স্বৈরাচারের ব্যবস্থাধারাকে কায়েম রাখিয়া চলেন। তখন সমাজ জীবনে —যত ক্ষুদ্র হউক—যত সীমাবদ্ধ হউক—এক এক দল মানুষের দিক হইতে অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ ভাবধারার প্রসার কর্ম্ম ও বিরামবিহীন সক্রিয় উদ্যোগ, সংগঠন ও সংগ্রামের কাজ লইয়া চলিতে হয়।

ভাব-বিপ্লব বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ স্বেচ্ছারীর আসনও ধূলিসাৎ করিয়াছে

আমাদের অংহিস এই সংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অন্যায়ের উচ্ছেদ সাধন ইহার লক্ষ্য হইলেও ইহা শুভেচ্ছা ও সম্প্রীতিরই কার্য্যধারা। আমরা বিশ্বাস করি এই ভাব গঠনের কাজ বাঞ্ছিত পথে অগ্রসর হইলে ক্রমে একদিন ব্যাপক ক্ষেত্রে বিরাট জনচেতনাকে নিশ্চয় আলোড়িত করিবে। দায়িত্ব পদে আসীন মানুষের ঔদাসীন্যে বিরূপতায় যতই বিমুখ থাকুন না কেন, অলক্ষ্যে এই কর্ম্মধারা তাহাদের কার্য্যকেও—কথঞ্চিত হইলেও প্রভাবিত করিতে পারে। জনমতের প্রভাবও তাহাদের আর এক দিক দিয়া কাজ করাইবে; এবং জনগণের যে ঔদাসীন্য ও নিষ্ক্রিয়তার ভিত্তিতে এই কুশাসনের আসন প্রতিষ্ঠিত, একদিন জনগণের সেই জড়তা ভেদ করিয়া ব্যাপক জন জীবনের বিপুল জাগৃতির মধ্যে এই কুশাসনেরও অবসান ঘটিবে। ইহা ইতিহাসেরই বিধান। যাঁহারা ইতিহাসের সেই ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া নিজদের গতিপথ বাঞ্ছিত ধারায় পরিচালিত করিতে পানে তাঁহারা

যে পরিমাণে সফল হইবেন সেই পরিমাণে জনগণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করিবেন। আমাদের এই ব্রত তাহারই জাগ্রত আবেদন।

বিমুখ শাসনশক্তির সহযোগিতারই সন্ধানে

জাতীয় সংকট এই খাদ্য সংকট নিবারণে শাসন শক্তিকে আমাদের সংযোগিতা প্রদানের যে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা আমাদের ছিল, শাসন শক্তির বিমুখতায় সেই সহযোগিতা প্রদানের কোনো পথ আমরা দেখিতে পাই নাই। সহযোগিতা বিষয়ে—শাসন কর্তৃপক্ষীয়ের কথা ও কাজের সামঞ্জস্য কোথাও আমরা দেখিতে পাই নাই। জাতীয় সংকট নিবারণে জাতির পক্ষে আজ শাসন শক্তির নিকট হইতে যে সহযোগিতা অপরিহার্য্য, তাহার সন্ধানেই আমাদের এই অভিযান। ইহা বিক্ষুব্ধতার অভিযান নহে—ইহা সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার অভিযান।

কংগ্রেসী শাসনের বিকৃতির মূলতত্ত্ব

আর্ত্তজনগণের দায়িত্বের প্রতি আপনাদের গভীর ঔদাসীনের মধ্যে এবং জেলার প্রতি বিসদৃশ বৈষম্য মূলক ব্যবহারে আমরা উপলব্ধি করিয়াছি যে, ইহাই প্রাদেশিক শাসনের মূলধারা। তেমনি আমরা ইহাও উপলব্ধি করিয়াছি যে, জেলা শাসনের অনাচার ও বিশৃঙ্খলা তথা জনসহযোগিতার ক্ষেত্রে অবাধ দুর্নীতি ও গ্লানিজনক পক্ষপাতিত্ব সমূহ প্রাণ, প্রশ্রয় ও সহায়তা পাইয়াছে—প্রাদেশিক শাসনেরই মূল এই অবাঞ্ছিত ধারা হইতেই। এবং আমরা আরো উপলব্ধি করিয়াছি যে, প্রাদেশিক এই—অবাঞ্ছিত শাসন ধারা বিপথগামী সমগ্র কংগ্রেসী শাসনের মূর্ত্ত প্রতীক।

আমাদের অধিকার ও আমাদের মানবতার আহ্বান

নিজের দেশের কুশাসনের অবসান করিবার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। আমরাও সেই অধিকারের মূল কর্ম্মধারার ভিত্তিতে নিয়ত সক্রিয় কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। আর্ত্ত মানুষের আহ্বান জন্য বিমুখ উদাসীন শাসন শক্তিকে নাড়া দিবার জন্যই আমাদের এই—প্রচেষ্টার তীব্রতর রূপ। আজ আমাদের আন্দোলন—মানবতার মূর্ত্ত আবেদন। আপনাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য যাহাই থাকুক, আজ মানবতার তীব্রতর আহবানেও যদি আপনারা উদাসীন নিষ্ক্রিয় মনোভাবে থাকিবার মত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তবে ইহা যেন আপনারা মনে রাখেন যে, এই আঘাত জনচেতনাকে আরও তীব্রতর ভাবে জাগ্রত করিবে; এই আঘাত এই কুশাসনের উদ্ভবের জাগ্রত সংকল্পকে আরও তীব্রতর আরও দৃঢ়তর, আরও বিপুলতর করিবে—ইহাই অবধারিত সত্য। ইহাই ইতিহাসেরই বিধান।

আমাদের মানবতার আবেদন সফল হউক

ক্ষমতার মোহে ইতিহাসের ইঙ্গিতকে বুঝিবার শক্তি অনেক সময় অনেকের লুপ্ত হইয়া যায়—অন্তরে এই বাস্তব সত্যের জ্ঞান থাকিলেও, আজ কামনা করি—আমাদের মানবতার অবেদন সফল হউক।

বিনীত—

পুরুলিয়া
৬।১০।৪৮

অতুলচন্দ্র ঘোষ
পরিচালক, লোক সেবক সংঘ

অনশনব্রতী সত্যাগ্রহীদের নাম তালিকা

যাঁহারা গান্ধীজয়ন্তী সপ্তাহে রাসময়দানে সাতদিন ব্যাপী অনশন করেন

বান্দোয়ান থানা—১। ভজহরি মাহাত, তিতান ২। কুশধ্বজ মাহাত, মধুপুর ৩। অদ্বৈত চন্দ্র পরামাণিক কেন্দাপাড়া ৪। শ্রীপতি পরামাণিক, কেন্দাপাড়া ৫। গোউর পরামাণিক, কেন্দাপাড়া ৬। সনাতন মাঝি, কেন্দাপাড়া (৭) হরি মাঝি, কেন্দাপাড়া (৮) চক্রধর মাঝি মাঘলা (৯) জিতেন মাঝি, মাঘলা (১০) পূর্ণচন্দ্র হালদার, বান্দোয়ান (১১) গোউর চন্দ্র মাহাত, বান্দোয়ান (১২) গিরীশ মাহাত, বান্দোয়ান (১৩) ধনঞ্জয় মাহাত, ঘোলডুঙ্গা (১৪) ধর্ম্ম মাহাত, মৃগিচাঙ্গী (১৫) সুরেন্দ্র মাহাত, তালপাত (১৬) গোষ্ঠ মাহাত, ভসমকাটা (১৭) অতুল মাহাত ভসমকাটা (১৮) অদ্বৈত চন্দ্র মণ্ডল, বারঘুটু (১৯) যামিনী মণ্ডল, বারঘুটু (২০) কানু শবর, বান্দুভাবুর (২১) ভূষণ মাহাত, গঙ্গামাল্লা (২২) বনমালী মাহাত, গঙ্গামাল্লা ২৩) অটল চন্দ্র মাহাত, তুলসীডি (২৪) ভাকড়ু মাহাত তুলসীডি (২৫) সনজয় মাহাত, গুপুরুডি (২৬) ললিত মাঝি গুপুরুডি (২৭) নন্দার চাঁদ মাহাত, পারবাইদ (২৮) পরেশ মাহাত, পারবাইদ (২৯) পরীক্ষিৎ মাহাত, পারবাইদ ৩০) চুনারাম মাহাত, হেত্তাকোল (৩১) মনমথ মাহাত, হেত্তাকোল (৩২) হরিপদ মাহাত, গুড়ুব (৩৩) কান্দক মাহাত, গুড়ুব (৩৪) কুঞ্জবিহারী মাঝি, ছোঃ পড়াশা ৩৫) গোপাল মাহাত, পারগেলা (৩৬) খগেন মাহাত, গুপুড়ি (৩৭) চৈতন মাহাত, গুপুড়ি (৩৮) অতুল মাহাত গুপুড়ি (৩৯) গোউর মাহাত, গুপুড়ি (৪০) পেলারাম মাহাত, কাশবরাল (৪১) রাঙ্গু মাহাত, পারগেলা (৪২) কালীরাম মাহাত, জিতান।

জামতড়িয়া থানা—৪৩) বিষ্ণুপদ মাহাত, আঁকরো ৪৪) বলরাম মাহাত, আঁকরো (৪৫) আনন্দ মাহাত আঁকরো (৪৬) মানগোবিন্দ মাহাত, আঁকরো (৪৭) হরিপদ মাহাত, আঁকরো (৪৮) চুনারাম মাঝি, রঘুনাথপুর ৪৯) দশরথ মাহাত, সুজাচাতরা (৫০) চারুচন্দ্র মাহাত, রাজামেট্যা (৫১) রজনীকান্ত মাঝি, নোয়াডি (৫২) দশরথ মাঝি, ভুতাডি (৫৩) কৃষ্ণপদ মাহাত, খড়িদুয়ারা (৫৪) হেমচন্দ্র মাহাত, আঁকরো (৫৫) বলরাম মাহাত, দাড়িকাডোবা (৫৬) সতীশ মাহাত, পেঁচ্যাড়া (৫৭) আদ্যনু মাহাত পিটিদিরি (৫৮) লম্বোদর মাহাত, বরো (৫৯) পুরুষোত্তম মাহাত, বরো (৬০) গোবর্দ্ধন সর্দ্দার, বরো (৬১) চৈতন কড়া, সনকুড়া (৬২) নবীন মাঝি, ছোট রাজা (৬৩) বাবুরাম মাহাত, মামড়ো।

বরাবাজার থানা—৬৪) নাথু মাহাত, লাগুডি ৬৫) আনন্দ মাহাত, লাগুডি (৬৬) বাউল মাহাত, লাগুডি ৬৭) খকু মাহাত, কাঁদয়া (৬৮) শ্রীপতি মাহাত, কাঁদয়া ৬৯) মাহিন্দী মাহাত, কাঁদয়া (৭০) রাজু সিং সর্দার, কাঁদয়া (৭১) তরণী মাহাত, কাঁদয়া (৭২) রসরাজ মাহাত কাঁদয়া (৭৩) সভারাম মাহাত, কাঁদয়া (৭৪) চয়েন মাহাত, রাঙ্গামেট্যা (৭৫) প্রফুল্ল মাহাত, শুকুরছুট (৭৬) চাষাপদ মাহাত, শুকুরছুট (৭৭) রামপদ মাহাত, শুকুরছুট (৭৮) ভমন মাহাত, বান্দজড়া (৭৯) সুরেন্দ্র মাহাত, বান্দজড়া (৮০) গোউর চন্দ্র মাহাত, বান্দোয়ান (৮১) যোগিন্দ মাহাত, বান্দোয়ান (৮২) পিতাম্বর মাহাত, বান্দোয়ান (৮৩) কৃষ্ণচন্দ্র মাহাত, উলদা (৮৪) অনন্ত মাহাত, উলদা (৮৫) অমূল্য মাহাত, কাইপাড়া (৮৬) বাবুরাম মাহাত, গুড়ারডাঙ্গ (৮৭) গুরুচরণ মাহাত, আদাবনা (৮৮) অর্জ্জুন মাহাত, আদাবনা (৮৯) ঘনশ্যাম মাহাত, আদাবনা (৯০) কেদার মাহাত, আদাবনা (৯১) শরৎ মাহাত, আদাবনা (৯২) মড়ীরাম মাহাত, দুর্গাগড়া (৯৩ মেঘশ্যু মাহাত, দুর্গাগড়া (৯৪) হীরু মাহাত, লড়া (৯৫) নিতাই সিং সর্দার, আগাঝোর (৯৬) যুগল মাহাত, হিজলা (৯৭) মথুর মাহাত, হিজলা (৯৮) প্রাণকৃষ্ণ মাহাত, হিজলা (৯৯) পদক মাহাত, হেরবনা (১০০) গুতিরাম মাহাত, হেরবনা (১০১) গোবর্দ্ধন মাঝি, হেরবনা ১০২) রামচন্দ্র মাহাত, আমড়াবেড়া (১০৩) যাদু মাহাত, আমড়াবেড়া (১০৪) হরি মাহাত কুটুংকুমা (১০৫) হীরু সিং সর্দার, লটপদা (১০৬) যতীন মাহাত, বান্দোয়ান ১০৭) পরাণ মাহাত, মেদিনীটাড় (১০৮) শান্তিরাম মাহাত, বাসবেড়া (১০৯) মটুক সিং, কাঁদয়া (১১০) জয়রাম মাহাত, হাতীতুপা (১১১) মিলন মাহাত, বাসুদেবপুর।

বাঘমুণ্ডি থানা—১১২) মণীন্দ্র খাম্রা, বুড়দা (১১৩) শিশির গুপ্ত, সুইসা।

ঝালদা থানা—১১৪) সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, পাটঝালদা ১১৫) কমলাকান্ত চ্যাটার্জী, ঝালদা (১১৬) শশীভূষণ বৈষ্ণব, ঝালদা (১১৭) মণীন্দ্র নাথ মুখার্জী, ঝালদা (১১৮) প্রেমচাঁদ খাওয়াস, বেগুন কোদর (১১৯) মতিলাল কৈবর্ত্ত, বেগুনকোদর (১২০) কৃষ্ণচন্দ্র মাহাত, অর্দনা (১২১) ভোলানাথ হালদার, তুলিন।

কাশীপুর থানা—১২২) লেচু মাঝি, এম, এল, এ ভাঙ্গাট শ্যামপুর

পুঞ্চা থানা—১২৩) ভুবন সিং সর্দার, কুসুমটিকরি ১২৪) ভূতনাথ মাহাত, পাকবিড়রা (১২৫) বনমালী মাহাত, পাকবিড়রা (১২৬) খান্দু মাহাত, পাকবিড়রা ১২৭) সর্ব্বেশ্বর মাহাত, পাকবিড়র (১২৮) গিরীশ মাহাত বানসা (১২৯) মাগারাম মাহাত, পিড়রা (১৩০) মাগারাম মাহাত, কেন্দা (১৩১) ভীম গোস্বামী, কেন্দা (১৩২) ক্ষেত্র মোহন মাঝি, ধরমপুর (১৩৩) মহেশ্বর মাঝি, ধরমপুর ১৩৪) গোপীনাথ মাহাত, কোনাপাড়া (১৩৫) গোপেশ্বর

মাহাত পারবাইদ (১৩৬) নারাণ মাহাত, পাথীপাথর (১৩৭) সুভাষ চন্দ্র পাল, কৈড়া (১৩৮) অনিল মাহাত, পিড়রা (১৩৯) সনাতন মাহাত, বানসা।

ছড়া থানা—১৪০) কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী, লক্ষণপুর ১৪১) চৈতন মাঝি, এম, এল, এ রাইসা (১৪২) সুরেন্দ্র সিং সর্দার রাইসা (১৪৩) যুধিষ্ঠির মাহাত, নড়িয়া (১৪৪) কুন্তকী কর্মকার, পিড়রালায় (১৪৫) জুড়ন রায়, দেশড়া।

বলরামপুর থানা—১৪৬) অশ্বিনী কুমার মণ্ডল বলরামপুর (১৪৭) মহেশ্বর মাহাত, নামশোল (১৪৮) প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস, নামশোল (১৪৯) শম্ভুনাথ মাহাত দড়বেড়্যা (১৫০) অধর চন্দ্র মাহাত, আমড়ি (১৫১) হরি পদ মাহাত, দড়বেড়্যা।

পাড়া থানা—১৫২) সহদেব চক্রবর্ত্তী, আনাড়া ১৫৩) জলধর মাঝি, পলাশকুড়া (১৫৪) আনন্দ মাহাত পলাশকুড়া (১৫৫) মতিলাল মাহাত, নিপেক্ষা (১৫৬) শ্রীরাম মাঝি, পলাশকুড়া (১৫৭) বড়কা মাঝি, ধগড়া (১৫৮) ঈশ্বর মাহাত, বাগালিয়া (১৫৯) মটর মাহাত, নিপেক্ষা

মানবাজার থানা—১৬০) মকর মাহাত, মেট্যালা ১৬১) নরেন্দ্র মাহাত, মেট্যালা (১৬২) নকুল মাহাত, মেট্যালা (১৬৩) বিশ্বনাথ মাহাত, মেট্যালা (১৬৪) মঙ্গল রাজোয়াড়, মেট্যালা (১৬৫) গিরীশ মাহাত, মেট্যালা (১৬৬) পূর্ণচন্দ্র মাহাত, মেট্যালা (১৬৭) বুচন মাহাত, মেট্যালা (১৬৮) লীলু মাহাত, মেট্যালা (১৬৯) মিলন মাহাত, মেট্যালা (১৭০) আকলু মাহাত, ধ্যাদকা (১৭১) কেশব মাঝি, বাগালধরা (১৭২) গুহিরাম মোদক, মানবাজার (১৭৩) দোলগোবিন্দ মাঝি, কেল্যাতড়ি (১৭৪) পতিত মাঝি, ধগড়া (১৭৫) কালীপদ মণ্ডল, পড়্যাশা ১৭৬) শ্রীপতি মাহাত, চেপুয়া (১৭৭) শঙ্কর মাহাত, চেপুয়া ১৭৮) হৃষিকেশ মাহাত, নিপেক্ষা (১৭৯) যাদব মাহাত, বামনি (১৮০) জিতেন্দ্রনাথ মাহাত, বামনি (১৮১) চুনারাম মাহাত নাখুড়ি (১৮২) চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত, মাঝিড়িড়া (১৮৩) যতীন্দ্রনাথ মাহাত, মাঝড়িড়া (১৮৪) শ্রীনাথ মাহাত, কদমা (১৮৫) সারদা বালা দেবী, কুড়মাশোল (১৮৬) বিদু বালা দেবী কুড়মাশোল (১৮৭) বিপিন মাহাত, বাগাডেগা (১৮৮) রংলাল মাহাত, বাগাডেগা (১৮৯) চণ্ডিচরণ মাহাত, বাগাডেগা ১৯০) পঞ্চানন বানার্জি, চাদড়া (৯১) হরি মাঝি, বাগালধরা (১৯২) কার্ত্তিক মাঝি, বাগালধরা (১৯৩) ভূজঙ্গ পাল, চান্দড়া (১৯৪) প্রফুল্ল দে, পায়রাচালি (১৯৫) পাণ মাহাত, কুড়মাশোল (১৯৬) তরণী মাহাত, ডাকাবেন্দু ১৯৭) বিজয় দত্ত, মানবাজার (১৯৮) অশ্বিনী মোদক, মানবাজার (১৯৯) নবকিশোর মাহাত, বালীগুমা (২০০) পদক মাহাত, বালীগুমা (২০১) কালিরাম মাহাত, বালীগুমা [২০২] গোবিন্দ মাহাত, বিজয়ড [২০৩] নকুল মাহাত, বৈদ্যনাথপুর [২০৪] ধান্দু মাহাত, জিতুজুড়ি ২০৫] ভবানী দেবী, মাঝিড়িড়া।

পুরুলিয়া থানা—২০৬] লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, এম, এল, এ শিল্পাশ্রম [২০৭] মাধব চক্রবর্ত্তী, শিল্প শ্রম [২০৮] রামচন্দ্র অধিকারী, শিল্পাশ্রম [২০৯] অরুণচন্দ্র ঘোষ, শিল্পাশ্রম [২১০] লক্ষ্মীরাম মাহাত, জামবাইদ [২১১] সুনীল কুমার গাঙ্গুনী, ভাগাবান্দ পাড়া, পুরুলিয়া [২১২] শ্যামাপদ কবিরাজ, ভাগাবান্দ পাড়া, পুরুলিয়া [২১৩] রেবতী কাস্তচ ট্যাটার্জি, শিল্পাশ্রম।

পটমদা থানা—২১৪] গোবর্দ্ধন মাহাত, গাগীবুক ২১৫) ভীম মাহাত, কুমীর [২১৬ কঙ্কীরাম মাহাত, কুমীর ২১৭] বাবুরাম মাহাত, কাটাগোড়া [২১৮] হরিপদ মাহাত, মোহনপুর [২১৯] উদ্ধব সিং সর্দার, গাড়ীগ্রাম [২২০] কালিচরণ সিং সর্দার, গাড়ীগ্রাম [২২১] নীলকান্ত মাহাত, মাধবপুর [২২২] নিত্যানন্দ মাহাত, কাঁকিড়ি ২২৩ বারিশ সিং সর্দার, বনকুচা।

চাণ্ডিল থানা—২২৪] রাজেন্দ্র নাথ মাহাত, উধাটাড়।

বান্দোয়ানে অনশনব্রতীদের বিপুল সম্বর্দ্ধনা

গত ৯ই অক্টোবর অনশনব্রত উদ্‌যাপনকারী বান্দোয়ান থানার ৪২জন ব্রতী বান্দোয়ানে পৌছাইলে স্থানীয় জনসাধারণ বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। মালা, চন্দন, দধি প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা তাঁহাদিগকে বরণ করা হয়। সম্বর্দ্ধনার উদ্দেশ্যে ৫০টি গরুর গাড়ীকে শোভাযাত্রা হয়। সংঘের বিভিন্ন ধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি সহকারে প্রায় ২০০০ লোকের একটি বিরাট শোভাযাত্রা বান্দোয়ান গ্রামটি প্রদক্ষিণ করে। শোভাযাত্রার শেষে একটি বিরাট জনসভায় বান্দোয়ানের গ্রামবাসীগণ অনশন মহাব্রতের সাফল্য কামনা করিয়া অনশনব্রতীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। অনশনব্রতীদের পক্ষ হইতে—শ্রীভজহরি মাহাত সমবেত জনতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাশেষে অনশনব্রতীদিগকে জনসাধারণ ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন।

"টেডি বয়"

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

ইংলণ্ডের লণ্ডনে সম্প্রতি অত্যেতাজ অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান ও হাঙ্গাম চলিয়াছিল তাহা ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে বিশেষ ভাবেই প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে। এই সূত্রে দেশবাসী লণ্ডনের এক শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মহীন পথচারী ভাড়াটিয়া গোষ্টির পরিচয় লাভ করিয়াছেন। তাহারা "টেডি বয়েজ" (Teddy Boys) নামে আখ্যাত ও প্রখ্যাত। সংবাদ পত্রের কল্যাণে এই দেশবাসীরাও এই 'টেডি বয়' শব্দটির সহিত পরিচয় লাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশেও এই 'টেডি বয়' দের অস্তিত্ব আছে। বর্তমান ভারতের বর্তমান লণ্ডন দিল্লীতে চাঁদনীচকে ও বিশেষ বিশেষ পল্লীতে এই টেডি-বয়রা বিচরণ করে; ভারতের ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন কলিকাতা শহরে প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে রাজাবাজার, মেছুয়াবাজার চীৎপুর, পার্ক সার্কাস প্রভৃতি অঞ্চল ইহাদের দ্বারা অধ্যুসিত ছিল। কি লণ্ডনে, কি ভারতে ইহাদের কার্য্য-ধারা অরাজনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা।

ভারতের স্বাধীনতার পরে কিন্তু কংগ্রেস-নেতৃত্ব ক্ষমতা হস্তগত করিয়া কংগ্রেসী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর নূতন রাজনৈতিক 'টেডি বয়' আমদানী ও সৃষ্টি করিলেন। পেশা তাহাদের প্রায় একই রহিল,লক্ষ্যটা কেবল হইল খানিকটা রাজনৈতিক। বিহার সরকারের আমলে মানভূমের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসী টে ডি-বয়দের সহিত মানভূমবাসীর প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। বঙ্গভুক্তির পরে তাহাদের মধ্যে অনেক প্রধান,—দেশ-ত্যাগী হইয়াছেন অনেকে ভগ্ন মনোরথ হইয়াছিলেন—তাহাদের পেশা বুঝি গেল। কিন্তু দেখা গেল বিহারই হোক বা বাংলাই হোক টেডি বয় ছাড়া কংগ্রেস চলেনা। বিহার আমলের টেডিবয়রা বাংলার আমলে কেবল রাস্তার মোড় পরিবর্ত্তন করিলেন। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট শ্রীযুক্ত বাহন সেন এম, এ, (এডিন) কে মুখ্য টেডিবয় করিয়া আদেশ দিলেন—পুরুলিয়া জেলার রাজনৈতিক পথে অবাধে বিচরণ কর।

স্বাভাবিক ভাবেই এই 'টেডি বয়'দের মুখপাত্র তাহাদের মুখপত্র 'কল্যাণবার্ত্তার, সম্পাদক হইয়া তাহার কর্ত্তব্য কাজ করিবেন—ইহা অবধারিত! অত্যেতাজ 'লোক সেবক সংঘ' ইহাদের অভিযান ও আক্রমণের লক্ষ্য। তাই লণ্ডনের 'সোহো' অঞ্চলের কুষ্টীর পরিচয় দিয়া সম্পাদক শ্রীমৃত বাহন সেন এই মুখপত্রের ৮ই সেপ্টেম্বরের (কল্যাণবার্ত্তা ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা) সংখ্যায় 'পুরুলিয়া এলাকায় রিলিফ কমিটি' নামক এক সম্পাদকীয়তে লিখিলেন—

"গত ১৭ই আগষ্ট তারিখে ডেভেলাপ্‌মেণ্ট কাউন্সলের একটি সভা হয় তাহাতে কয়েকটি স্কীম মঞ্জুর হয়। অন্ন কয়েকটি স্কীম বাদ পড়ে। সভার কার্য্য শেষ হওয়ার পর ডেপুটি কমিশনার সাহেব যিনি কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন, তিনি উপস্থিত কর্ম্মচারী বৃন্দকে (J. L R. O.) বলেন যে পরে Relief committeeর সভা বসিবে, এবং শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত M. P. মহাশয়কেও এই কথা বলেন। সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ ও বিভূতি বাবু ছাড়া অন্যেরা চলিয়া আসেন। পরে শোনা গেল বিভূতি বাবু ডেপুটি কমিশনার সাহেবের নিকট স্পন্‌সারিং এজেন্টদের নাম সহ ৬০টি স্কীমের একটি তালিকা দেন, যাহা ডেপুটি কমিশনার সাহেব J, L, R, O দের দেখিতে বলেন, এবং বিভূতি বাবুর সঙ্গে ঠিক হয় যে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে এই তালিকাভুক্ত স্কীমগুলি আলোচনা করিবার জন্য Relief committeeর একটি সভা আহ্বান করা হইবে। এবং এই সময়ই শ্রীযুক্ত বিভূতি বাবু ডেপুটি কামশনারের নিকট কয়েকটি অনাহা.র মৃত্যুর ঘটনা আলোচনা করেন, এবং ডেপুটি কমিশনার তাঁহার হস্তে ৫০৲ টাকা দুঃস্থ পরিবার গুলির সাহায্যকল্পে দেন। এই টাকা যদি ডেপুটি কমিশনার নিজ অর্থ হইতে দিয়া থাকেন তবে আপত্তিকর কিছুই নয়, তবে যদি ইহা সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের দৃঢ় মত যে এইরূপ সাহায্য কল্পে অর্থ বিতরণ সরকারী কর্ম্মচারীদের মারফৎ হইলেই ভাল হইত। তাহাতে সরকারী কর্ম্মচারীদের সুযোগ হইত অনাহারে মৃত্যুর সংবাদগুলি সঠিক কি না।

"সে যাহা হউক পরে দেখা গেল ১লা সেপ্টেম্বর মাসে ডেপুটি কমিশনার ও এস, ডি, ওর খাসকামরার সম্মুখে বিরাট ভীড় জমিয়াছে, এবং জানিতে পারা গেল যে তাঁরা Relief কমিটির ফলাফলের জন্য অপেক্ষমান্ আছেন। কিন্তু যাঁহারা কমিটির সদস্য তাঁহাদের বেশীর ভাগেই এই মিটিং এর নোটীশ পান নাই, দুই একজন সদস্য মিটিং এর কথা শুনিয়া সভাগৃহে যাইয়া মিটিং এ আপত্তি জানাইল। শোনা গেল নাকি ২৬শে আগষ্ট তারিখেই নোটীশ জারী করিবার নির্দ্দেশ ছিল। কাহার দোষে ইহা হয় নাই তাহা তদন্তের খুবই প্রয়োজন। আরও শোনা গেল যে শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র ঘোষের ৫০৲ টাকা খরচের বিলও নাকি আলোচনার বিষয় বস্তু ছিল, কিসের বিল, কে অরুণ বাবু, তাঁহার রিলিফ কমিটির কিম্বা ডেভেলাপমেণ্ট কাউন্সিলের সঙ্গে কি সম্বন্ধ তাহাও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।"

উদ্ধৃত বিবরণ সর্ব্বৈব মিথ্যা ও মিথ্যা কল্পনা। এইরূপ আপাদ মস্তক নিরঙ্কুশ মিথ্যা একমাত্র পেশাদার মিথ্যাবাদীরাই লিখিয়া থাকে বা বলিয়া থাকে। যাহা হউক আমরা ভাবিয়াছিলাম এই মিথ্যার সম্বন্ধে পুরুলিয়ার ডেপুটী কমিশনার জীযুত বাবুর নিকট কৈফিয়ত তলব করিবেন। লোক সেবক সংঘের বিভূতি দাশগুপ্ত বা অরুণ চন্দ্র ঘোষের সম্বন্ধে মিথ্যা উক্তির জন্য নয়, ডেপুটী কমিশনার হিসাবে তাহাদের সম্বন্ধেও যে মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছে তাহার জন্যই তাহার উচিত ছিল এই 'টেডি বয়'কে জবাবদিহি দিতে বাধ্য করা। অন্ততঃ এবিষয়ে ডেপুটী কমিশনার মহাশয়ের সমস্ত সত্য ঘটনা বিবৃত করিয়া একটি বিবৃতি বা ষ্টেটমেণ্টও দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল বলিয়াই মনে করি। যদিও কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী সরকারী নীতি এখানে লোক সেবক সংঘকে 'ক্রাস' (চূর্ণ বিচূর্ণ) করিবার লক্ষ্যেই পরিচালিত হইতেছে এবং তাহারা প্রায় তাহা করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেছেন—তাহা হইলেও যেখানে সরকারী টাকা দেওয়া নেওয়ার প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে সেখানে সরকারী তরফেই এই মিথ্যার প্রতিবাদ না হইলে স্বভাবতঃই জন সাধারণ ইহা মনে করিতে বাধ্য যে, হয় সত্যই টাকা দেওয়া হইয়াছে নয় ডেপুটী কমিশনার জীযুত বাবুর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া—তিনিও এই মিথ্যা প্রচারের কাজে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই যুক্ত আছেন। পশ্চিম বঙ্গ গবর্মেণ্ট পরিচালিত হইতেছে—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্ত্তৃক, জীযুত বাবু, তাহাদেরই কর্ত্তৃক মনোনীত একজন মুখ্য টেডি বয়। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই সরকারী কর্মচারীরা ইতস্ততঃ করিতে পারেন। কিন্তু মুস্কিল এই যে, তিনিই পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের নামে প্রকাশ্যে মিথ্যা কথা বলিতেছেন, এবং যে ক্ষেত্রে আমাকে ডেপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক টাকা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন—সে ক্ষেত্রে ডিপুটী কমিশনারকে বলিতে হইবে যে তিনি আমাকে বা আমার হাতে টাকা দিয়াছিলেন কিনা? এক্ষেত্রে ডেপুটী কমিশনারের চুপ করিয়া থাকা চলে না—তাহাকে এবিষয়ে হাঁ কি না বলিতে হইবে, নয় জীযুত বাবুর কাছে কৈফিয়ত তলব করিতে হইবে; রাজত্বটা টেডি বয় নিয়ন্ত্রিত না হইলে এই মিথ্যা কথা লেখার জন্য বলা যাইত অভিযুক্ত করিতে হইবে। এবিষয়ে ডেপুটী কমিশনার সত্য প্রকাশ না করিলে তাহাকেও সাধারণের নিকট এই অভিযোগে নিন্দনীয় হইতে হইবে যে—জীযুত বাবুর সহিত যোগাযোগ করিয়া তিনিও বিশেষ উদ্দেশ্যেই এই মিথ্যা প্রচারের কাজকে অবাধে চলিতে দিতেছেন।

'টেডি বয়'দের দৌড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া গালাগালি করা ও গুণ্ডামী করা পর্য্যন্ত। তাহাদের কাউন্সিস অথবা এসেম্বলির চেয়ারে বসাইয়া দিলেই তাহাদের বিবেচনার বুদ্ধি গজায় না। জীযুত বাবুর রাজনৈতিক বিকারের কথা পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলাম। সেই বিকার এখন যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে তাহার আর সাদা কালোর কোন জ্ঞান নাই। এখন যাহারা ইহাকে কাউন্সিলের চেয়ার ভাড়া দিয়াছেন—বিপদে পড়িতে হইবে তাহাদেরই।

জীযুত বাবু লিখিয়াছেন 'শোনা গেল যে শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র ঘোষের ৫০৲ টাকা খরচের বিলও নাকি আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ইত্যাদি' জীযুত বাবু হিটলারের মিথ্যা প্রচারের ধারা দক্ষতার অভাবে ঠিক রপ্ত করিতে পারেন নাই। হিটলার মনে করিতেন—মিথ্যা প্রচার করিতে করিতে কিছু না কিছু, লোককে বিশ্বাস করিতেই হইবে। কিন্তু জীযুত বাবু জানেন না যে এমন মিথ্যাও আছে

যাহা লোকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেনা এবং যে মিথ্যা এক মুহূর্ত্তেই উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। সে রকম একটি মিথ্যা হইতেছে—'জীযুত বাবুর সত্য কথা'। দেশবাসী জনসাধারণ জীযুত বাবু সম্বন্ধে বহু দিনই একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে যে ইনি কখনও সত্য কথা বলেন না। ইনি লিখিয়াছেন—"শোনা গেল" বলিয়া। Liars are coward -একথাটা বহু প্রচলিত। কাপুরুষরা মিথ্যাবাদী হয় এবং মিথ্যাবাদীরাও কাপুরুষ হয়। সেই জন্যই তার সাহস হয় নাই ইহা নিশ্চিত ভাবে বলিতে; কারণ তিনি এই মিথ্যাকথাটা সৃষ্টি করিয়াছেন। এসম্বন্ধে বেশী বলিবার কোনই প্রয়োজন নাই কারণ মানভূমের যে অন্ধ ও বধির সেও ভাল করিয়াই জানে যে আর যেই হোক শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ সরকারের কাছে কোন খরচের বিলই দিতে পারেন না। জীযুত বাবুর বিকারও সত্যই বিকৃত ও বিকীত হইয়াছে।

আমি ও শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ ৫০৲ টাকা করিয়া সরকারী টাকা আদায় করিয়াছি ও লইবার ব্যবস্থা করিয়াছি এই আশঙ্কায় সাধু জীযুত বাবু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন শুধু নয়, চেতনা হারাইয়াছেন—দেখা যাইতেছে! সত্যই সৎ ও সাধু লোকের ইতাই হওয়া স্বাভাবিক এবং যে চোর হয় সে সবাইকে চোর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায় ইহাও স্বাভাবিক।

জীযুত বাবু নিজে সাধারণের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন—বলিলে জীযুত বাবু আমার নামে ডামেজ সুট বা মানহানির মামলা আনিতে পারেন। তিনি আসুন, বলিয়াই আমি তাহাকে আহ্বান জানাইতেছি। একথা জোর করিয়াই বলিয়া থাকি যে, চোর আটপাড় লইয়াই কংগ্রেস চলিয়াছে—তাহার প্রমাণ জীযুত বাবু নিজে। আমি 'শোনা গেল' বলিয়া আরম্ভ করিব না—সাধু শ্রীজীযুত বাহন সেন এম এ (অডিন) এর নামে কলেজ ফাণ্ডের ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কের পাশ বুকের নকল উদ্ধৃত করিতেছি—

2229 Current Account (cover)
Ledger No 14, folio No 131
Name of Depositor
Mr, J, B, Sen (College fund)
in account with Chotanagpur Banking Association Ltd.

Page 1
Chotanagpur Banking Association Ltd. 2229
Established—1883
Ledger No 14.
Folio No 131
Head Office Hazaribagh, Branch Purulia.
Current Account Payable on Demand
Name of Depositor
Mr. J. B Sen (College fund)
Address—Purulia

Date	Prt.	Chq. No.	Wid.	Dep.	Bal.
1944,					
Dec, 15, by cash (Rupees Ninety two only)				92	92
1945					
Jan, 2, by—			19		111
,, 8 by—			40		151
,, 10 (To incidental charge for 1944)	2		—		149
,, 19 by—			100		249
Apr, 23 by ch,			1000		1249
1946					
Jan, 2 by int for 1946 To incidental for 1945	2		2-11-6 —		1251-11-6 1249-11-6
Page 2					
1946 B. f. d					1249-11-6
Dec, 12 To incidental for 1946	1		—		1248-11-6
1947					
Jan, 2 by int for 1946			4-8-0		1253-3-6
Apr, 8 To ch 80936 (Cheque No)			1253 3-6		Nil closed.

দেখা যাইতেছে—১৯৪৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৭ সালের ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত জীযুত বাবু কলেজ বাবদ ১২৫১৲ টাকা আদায় করিয়াছিলেন এবং কলেজ ফাণ্ড হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছেন। এই টাকাটার মোট সুদ ৭৸৬ পাই হইয়াছিল। ব্যাঙ্কের খরচ ৫৲ টাকা বাদে মোট যে ১২৫৩৸৬পাই কলেজ ফাণ্ডে ছিল তিনি সেই টাকাটা ১৯৪৭ সালের ৮ই এপ্রিল একমস্তে তুলিয়া লইয়া ব্যাঙ্কের হিসাব বন্ধ করেন।

এই টাকাটার সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দরকার। পুরুলিয়ার জে,কে, কলেজ ১৯৪৮ সালের জুন মাসে আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে হইতেই এবং এই সময় কালে শ্রদ্ধেয় জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই কলেজ সংক্রান্ত কমিটীর সভাপতি ছিলেন। জগদীশ বাবু জীমূত বাবুর নিকট কলেজ-ফাণ্ড হিসাবে জমা টাকাটা জে, কে কলেজ কমিটীকে দিতে লেখেন। জীমূত বাবু সেই পত্রের উত্তরে (৬ঠা জুলাই ১৯৫৮) জগদীশ বাবুকে জানান যে—"চিমন লাল মেগরাজ কলেজ কমিটির' (পুরুলিয়াতে নাকি এই নামে একটী কলেজ করিবার চেষ্টা হইতেছিল—হয় নাই) কোষাধ্যক্ষ হিসাবে টাকাটা তাহার নিকট জমা আছে। 'চিমনলাল' কমিটী বিলুপ্ত হয় নাই এবং নূতন কলেজ কমিটীও উক্ত কমিটির উত্তরাধিকারী হিসাবে গঠিত হয় নাই।" জীমূতবাবু লেখেন যে—"আপনি একজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ। আমি যে, কমিটীর সম্বন্ধে আইনের Technicl point উঠাইয়াছি সে বিষয়ে আপনি বিবেচনা করিয়া আপনার কমিটীকে টাকাটা দেওয়া বিধি সঙ্গত হইবে কিনা জানাইবেন।" টাকার প্রসঙ্গে জীমূত বাবু লেখেন যে "বর্ত্তমান কমিটীর নামে টাকাটা জমা রাখিবার জন্য শ্রীজ্যোতির্ময় দাশগুপ্তের কথামতো আমি টাকাটা ছোট-নাগপুর ব্যাঙ্ক হইতে তুলি। কিন্তু জগন্নাথ কিশোর কলেজের জন্য দানের টাকা পাওয়ার বিলম্বের জন্য এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের—কলেজের জন্য মঞ্জুরী সম্বন্ধে অসুবিধা দেখিয়া **আমি আবার টাকাটা ব্যাঙ্কে সেভিংস একাউণ্ট করিয়া রাখি।** নিয়ম অনুযায়ী একমন্তে সমস্ত টাকাটা তুলিতে পারিনা। সপ্তাহে ২৫৲ করিয়া টাকা তোলা যাইতে পারে জানিবেন।"

তিনি কোন ব্যাঙ্কে কবে কিভাবে টাকাটা আবার রাখিলেন (reput) তাহা লিখিলেন না।

৩রা আগষ্ট ১৯৪৮ তারিখে শ্রদ্ধেয় জগদীশ বাবু ইহার উত্তরে জীমূত বাবুকে লেখেন—"আমি আপনার আইনগত বিষয়টি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়াছি। টাকাটা পুরুলিয়ার জনসাধারণ পুরুলিয়ায় একটী কলেজ করিবার জন্যই দিয়াছিলেন। একটি কলেজ এখানে হইয়াছে ও চলিতেছে। সুতরাং আমাদের কলেজ কমিটীকে আপনি অনায়াসে টাকাটা দিতে পারেন—No charge for conversion can conceivably be made against you for handing over the money to the Governing Body of our college" জগদীশ বাবু লেখেন যে—"টাকাটা কি ভাবে দিবেন তাহা আপনার উপরই ছাড়িয়া দিতেছি। এরূপ না দিতে পারিলে আপনি যেমন বলিয়াছেন ২৫০৲ টাকা কিস্তি হিসাবেই দিবেন। তবে আপনি এটা জরুরী বিবেচনা করিয়া সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন।"

জীমূতবাবু কর্তৃক উত্থাপিত আইনের technicality র পাঁচ সম্বন্ধে প্রখ্যাত আইনজ্ঞ জগদীশ বাবুর অভিমত কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেনা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত (১৯৪৮ হইতে ১৯৫৮সাল) এই দশ বৎসরের মধ্যে জীমূত বাবু এই চিঠির কোন জবাবও দেন নাই বা টাকাও দেন নাই।

১৯৪৮ হইতেই জগন্নাথ কিশোর কলেজ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী ও সাহায্য পাইয়া চলিতে থাকে। ১৯৫১ সালে জীমূত বাবু বিহার কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত হইয়া মানভূমের বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে বিধান সভার নির্বাচনে দাঁড়ান ও পরাজিত হন। তখন তিনি বিহার কংগ্রেসের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের 'টেডি বয়'। সুতরাং টাকাটা কলেজকে দিতে কোন আপত্তি থাকা উচিত ছিল না। ১৯৫৩ সালে ২৭শে মে পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার শ্রীবিভূতি ঝা কলেজের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে জীমূত বাবুকে এই টাকাটার জন্য চিঠি লেখেন যে—

"পুরুলিয়ার কলেজ বাবত সাধারণের প্রদত্ত যে ১২৫৩/৬ পাই আপনার নিকট আছে তাহা আপনি জে, কে, কলেজের সেক্রেটারীকে যত শীঘ্র সম্ভব দিয়া দিন" তিনি লেখেন যে—"I have gone through the previous correspondence and I think there can be no difficulty if you kindly hand over the money to this college."

আজ পর্য্যন্ত সেই টাকাটা কলেজ ফাণ্ডে জমা হয় নাই।

আমরা চিঠিপত্র গুলির মাত্র সংশ্লিষ্টাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ইহার পরে বঙ্গভুক্তির পরেও কলেজের জন্য জীমূত বাবুর নিকট টাকাটা দাবী করা হইয়াছে।

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

District Singbhum

in the Court of the Munsif of Chaibassa.

Rameshwar Poddar.....Plaintiff

Versus.

Md. Yasin & Others.....Defendants.

Notice

To

(1) Hanuman Prasad Khedia adopted son of late Chiman lal Khedia

(2) Mt. Sita Debi widow of late Chimanlal Khedia of Purulia, Sadar,

Where as the Plaintiff has instituted a Title suit No. 38 of 1957 against you and the date fixed in the suit is 22. 11. 58.

You are hereby required to appear in person or through a Lawyer on the date fixed failing which the suit will be decided exparte against you.

9-10-58 Dy. Colltr. Munsif

District Singbhum

in the Court of the Subjudge of Chaibassa

Rameshwar Poddar.....Plaintiff.

Versus

Dwarkadas Mahton & Others.....Defendants.

Notice

To

(1) Hanuman Prasad Khedia adopted son of late Chimanlal Khedia

(2) Mt. Sita Debi widow of late Chimanlal Khedia of Purulia, Sadar.

Whereas the Plaintiff has instituted a Title suit No 10 of 1957 against you and the date fixed in the suit is 25-11-58

You are hereby required to appear in person or through a Lawyer on the date fixed failing which the suit will be decided exparte against you

8-10-58 Dy. Colltr Subjudge

টেলিফোন নং—৮১

আর কে কুণ্ডু এণ্ড সন্স

মেনরোড—পুরুলিয়া

লৌহ, হার্ডওয়ার, রং, চূণ, সিমেন্ট, এজবেসটাস্ পাইপফিটিং স্যানিটারিফিটিং, এগ্রিকোযন্ত্রপাতী, মোজাকপাথর, সিমেন্টের রং ও আধুনিক ডিজাইনের নানাপ্রকার ইমারতের সাজসরঞ্জামের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

বর্ত্তমানে সিমেন্ট বিনাপারমিটে ন্যায্যমূল্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে।

—গৌরীশঙ্কর দত্ত এণ্ড সন্স—

মেনরোড, পুরুলিয়া

ম স লা সু পা রী খ দি র বি ক্রে তা

(সততার সহিত স্বল্পভাবে অধিক বিক্রয়ই আমাদের বিশেষত্ব)

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গাদ্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা
(বিহার)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৭ই কার্ত্তিক ১৩৬৫—৩রা নভেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

আগামী ৺শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
আপনার প্রিয়জনকে উপহার দিবার জন্য

মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির

প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করুন

আসন্ন শারদীয়া পূজার বস্ত্র সম্ভার ক্রয় করিবার পূর্ব্বে আপনাকে মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রস্তুত পোষাকাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। বর্ত্তমানে সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তুত বিভিন্ন কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে—ফ্রক, ব্লাউজ, পেনী, বুশ শার্ট, সেলর্স স্যুট, প্রভৃতি রেডী মেড পোশাক; সোয়েটার, মাফলার, পুল ওভার প্রভৃতি পশমী বস্ত্র ; মাটীর ও টীনের প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের খেলনা ; হ্যাঙ্গার, বাজারের ঝুলি প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

এই সহরে বিভিন্ন মহল্লার মহিলাদের কুটীর শিল্পের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার এই সমবেত প্রচেষ্টা সহরের জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিবে, আশা করি।

প্রাপ্তিস্থান :—১। চকবাজারে মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির নিজস্ব দোকান (শিশুপালের দোকান সংলগ্ন)
২। চাইবাসা রোডের উপর পুরুলিয়া জেলা সমবায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়নের সেল ডিপো।

পুরুলিয়া,
১৭।৯।৫৮

শ্রীমতী রেখা মল্লিক
সম্পাদিকা—মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

রাষ্ট্রপতির পুরুলিয়ায় আগমন সংবাদ

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ায় আসিতেছেন বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। তিনি সেই দিনই ফিরিয়া যাইবেন বলিয়া জানা গেল।

রাষ্ট্রপতির পুরুলিয়ায় আগমন উপলক্ষ্যে বাংলার রাজ্যপালিকা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু, অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন, আরও দু একজন মন্ত্রী এবং বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও রাজ্যের যত পুলিশ পুরুলিয়ায় আসিতেছেন।

রাষ্ট্রপতি পুরুলিয়াতে নিস্তারিণী মহিলা কলেজের উদ্বোধন বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতে আসিতেছেন। আজ প্রায় বৎসরাধিককাল নিস্তারিণী কলেজ চলিতেছে। তিনি তাহার পুরাতন সহকর্মী ও পরিচিত কয়েকজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়াও জানা গিয়াছে।

গত ১৮ই অক্টোবর বাংলার জনৈক বিশিষ্ট মন্ত্রী পুরুলিয়ায় আসিয়া নিস্তারিণী কলেজের সভাপতির সহিত পুরুলিয়ায় রাষ্ট্রপতির আগমন সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জানান যে—পুরুলিয়ায় রাষ্ট্রপতির আগমন বর্ত্তমানে স্থগিত রাখিয়া পিছাইয়া দিলেই ভাল হয়। কিন্তু তাহাকে বলা হয় যে—ব্যাপার অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, এখন আর তাহা করা যাইবেনা। এই ব্যাপারে দেখা যায় যে রাজ্য সরকারের সহিত যোগাযোগ করিয়া রাষ্ট্রপতির আগমনের ব্যবস্থা করা হয় নাই।

স্থানীয় সংবাদ

ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কস ধর্মঘট

পুরুলিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কস ইউনিয়ন গত ১৬।১০।৫৮ তারিখে ধর্মঘটের নোটীশ দিয়াছে। আগামী ৭ই নভেম্বর হইতে ধর্মঘট সুরু হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ধর্মঘট মূলতঃ গত ৯।৬।৫৬ তারিখের আপোষ রফা-নামার স্বীকৃত দাবীগুলি আদায়ের জন্য। প্রকাশ যে, গত ২৭।১০।৫৬ তাং ইউনিয়ন মালিক পক্ষ আপোষ রফানামা না মানায় ধর্মঘট করে। পরে যে আপোষ হয় তাহাতে স্বীকৃত হয় যে ইউনিয়ন মালিক যুক্তভাবে দাবীগুলি লেবার ট্রাইবুণালে প্রেরণ করিবে কিন্তু পরে মালিক পক্ষ অস্বীকার করায় ইউনিয়ন গত ৩১।৭ তারিখে এককভাবে দাবীগুলি ট্রাইবুণালে প্রেরণ করার জন্য দরখাস্ত করে। শ্রমদপ্তর আজ পর্য্যন্ত কিছুই করে নাই। শ্রমমন্ত্রী তাঁহার পুরুলিয়া সফরের সময় ইউনিয়নকে কথা দেন যে—দাবীগুলি ট্রাইবুণালে প্রেরণ করা হইবে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই।

বাংলার কংগ্রেসে রদবদল

কংগ্রেসে কি হইতেছে না হইতেছে তাহা লইয়া জনসাধারণ বিশেষ কেহ মাথা ঘামায় না, কারণ সে থাক বা না থাক—দুর্নীতি ও দুঃশাসনের যে প্রবাহ চলিয়াছে তাহাতে কখনও ছেদ পড়ে না।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে—বাংলার রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়াছেন। কারণ নাকি এই যে—কংগ্রেস নিয়ম করিয়াছে কোন ব্যক্তি বিধান সভা অথবা লোক সভার সদস্য হইলে তিনি কোন প্রাদেশিক রাজ্যকমিটীর সভাপতি বা কর্ম্মকর্ত্তারূপে থাকিতে পারিবেনা। দুইটীর একটীকে বাছিয়া লইতে হইবে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ লোক সভারও সদস্য সুতরাং তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়া লোক সভার সদস্যপদ রাখিয়াছেন।

তাহার সহিত বিধান সভার সদস্য এবং বঙ্গীয় কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীবিজয়নাহারও কংগ্রেসের সম্পাদকের পদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। তাহার কারণও নাকি ঐ একই। কিন্তু একই সঙ্গে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য ও সদস্যা কংগ্রেসের কর্মকর্ত্তার পদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। তাহাদের পদত্যাগের কোন কারণ জানা যায় না।

পদত্যাগী কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেসের বিধান থাকা সত্ত্বেও গত প্রায় দেড় বৎসর যাবত সভাপতির পদ এবং লোক সভার সদস্যপদ দুইটীই রাখিয়াছিলেন। আজ অকস্মাৎ পরিষদবর্গসহ পদত্যাগে ইহাই অনুমিত হয় যে কংগ্রেসের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লইয়া যে—আভ্যন্তরিক গোষ্ঠি-রাজনীতি চলিতেছে ইহা তাহারই একটা বহিঃপ্রকাশ কিনা। কংগ্রেস সমগ্রভাবে শাসন ক্ষমতা লাভ করিলেও কংগ্রেসের মধ্যেই কে বা কাহারা এই ক্ষমতা কোন গোষ্ঠির স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করিবে তাহার জন্য যে আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব তাহা বহু প্রকারেই পরিস্ফুট। ক্ষমতা যাহাদের ক্ষমতাবান করিয়াছে, সেই ক্ষমতার জন্য দ্বন্দ্বই তাহাদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিবে—এই সত্যের প্রকাশ নানা দিক দিয়া নানাভাবে হইতেছে। বাংলা কংগ্রেসের এই সব পদত্যাগ তাহারই একটি আংশিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মুক্তি

১৭ই কার্ত্তিক, সোমবার

বিজয়ার সম্ভাষণ

মুক্তির গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও দেশবাসীকে আমাদের বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও সম্ভাষণ জানাইতেছি।

আজ ও কাল

এই সমস্যা-সঙ্কুল পৃথিবীতে ভারতবর্ষের চতুষ্পার্শ্বে সমস্যা ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতেছে। ব্রহ্মে নিয়মতান্ত্রিক গবর্মেণ্ট, রাতারাতি সামরিক প্রধানের হাতে শাসন ছাড়িয়া দিল; তারপরেই পাকিস্থানে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ প্রচলিত সংবিধান বাতিল করিয়া দেশের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করিল—রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শাসক, মন্ত্রী বর্গকে জেলে পুরিয়া সামরিক অধিনায়ক দেশের সর্ব্বময় শাসনের কর্তা হইলেন; ইহার কিছুদিনের মধ্যেই ব্রহ্মের নিকটবর্তী থাইল্যাণ্ড রাজ্যেও সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ রাজ্যের শাসন গদী দখল করিল। এই সমস্ত দেশগুলিতেই এতাবৎকাল নিয়মতান্ত্রিক শাসন চলিতেছিল। এখন প্রশ্ন আসে একের পর এক এই সামরিক অভ্যুত্থানের কারণ কি?

এই দেশগুলিতে যদিও খতাইয়া দেখিলে বিভিন্ন কারণের হদিস পাওয়া যাইবে—যেমন ব্রহ্মে আভ্যন্তরিক অশান্তি, পাকিস্থানেও আভ্যন্তরিক অশান্তি ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপ প্রভৃতি, তথাপি একটা সাধারণ বিষয়ের ঐক্য পাওয়া যায় যাহাকে বলা যাইতে পারে ক্ষমতায় আসীন শাসন গোষ্ঠীর শাসনের অযোগ্যতা, অব্যবস্থা ও অক্ষমতা ও যথেচ্ছাচারীতা। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হয়তো ক্ষমতার লোভ থাকিতে পারে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাদের অভিযানের সুযোগ ও অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়া দেয় প্রচলিত শাসন শক্তির অবাঞ্ছিত কার্য্য ধারা। দেশের শাসনের সম্বন্ধে জনগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলে একপথ বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে—জনগণ কর্ত্তৃক শাসন কর্ত্তৃত্ব পরিবর্তন, নয় তো সামরিক শক্তি কর্ত্তৃক শাসন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ। পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত দেশেরই প্রচেষ্টা সামরিক শক্তির বৃদ্ধি করা। সকলেই চেষ্টা করিতেছে সামরিক শক্তিতে একে অন্যকে টেক্কা দিবে। রাজস্বের একটা বেশ মোটা অংশ সৈন্য বিভাগেই বেশীর-ভাগ দেশগুলি খরচ করিয়া সামরিক শক্তিকে বাড়াইয়া চলিয়াছে। ফলে দেশে ইহারাই প্রধান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যাহার সামরিক শক্তি বেশী সেই নিয়ন্ত্রণ করে। এই সামরিক শক্তির প্রাবল্যের প্রতিক্রিয়া প্রত্যেকটি দেশের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে, শাসনক্ষেত্র ও জন ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। যেখানে জনশক্তি শাসন শক্তির বিরোধী সেখানে সামরিক শক্তি সুযোগ পাইলেই স্বাভাবিক ভাবেই শাসন শক্তিকে করতলগত করিবে—আমরা চাই বা না চাই ইহা বর্ত্তমানে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যেই যা বলুক ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্থানের প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষে পড়িয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা ভাল কি মন্দ, পরিণামে ইহা কিরূপ দাঁড়াইবে, গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কিরূপ ভাবে নষ্ট করিবে—সে বিষয়ে ভারতবর্ষের সাধারণ লোক খুব বেশী চিন্তিত নয়। এই তথাকথিত অসামরিক গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে জনসাধারণ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে যে অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তাহাতে তাহাদের মনে হইতেছে—ইহার অপেক্ষা খারাপ অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। সুতরাং পাকিস্থানে আয়ুব খাঁ যখন চোরাকারবারীদের ধরিয়া গুলি করিতেছে, তাহা পড়িয়া লোকে ভাবিতেছে—আহা আমাদের দেশে এ হয়না কেন! পাকিস্থানে মন্ত্রীদের ধরিয়া যখন জেলে ভরিতেছে—তখন লোকে বলিতেছে—আহা আমাদের দেশে এমন দিন কি আসিবে না? এখানে আবদুল গফুর খাঁকে বা ভাসানীকেও যে জেলে দিয়াছে সে কথা কেহ ভাবেনা: পাকিস্থানের সাম্প্রতিক সামরিক কর্তৃত্বে শাসন ব্যবস্থা ভারতে যে এই প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা অস্বীকার করা বৃথা।

তথাকথিত গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে এরকম মনোভাব কেন? এগার বৎসর কংগ্রেস শাসনে লোকে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। পাঁচ বৎসর অন্তে লোকে কংগ্রেসের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ধাপ্পা, প্রচার ও অর্থবর্ষণে সেই হারাইয়া ভোট দেয় ও পাঁচ বৎসর ধরিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে কংগ্রেসী শাসনকে গালাগালি করে। আশঙ্কায় ত্রাস্ত, দারিদ্র্যে পর্য্যুদস্ত বয়স্ক ভোটারের নিকট সামান্য আশার বাণী বা সাময়িক সামান্য লাভ তাহাদের কোন বিচার বুদ্ধিকেই স্থির হইতে দেয় না। ইহার পরে নানা প্রকার ক্ষমতা, বাধ্য বাধকতার চাপে ইহা-

দের নিজেদের সিদ্ধান্ত বলিয়া কিছু থাকে না। ভোটে কংগ্রেসের মূলধন—শাসন ক্ষমতা, অর্থ, চূড়ান্ত দুর্নীতি ও দেশবাসী জনসাধারণের অজ্ঞতা ও দারিদ্র। আজ এগার বৎসর ধরিয়া ইহাই চলিতেছে।

এই রকম উপায় দ্বারা যে শাসন ক্ষমতা যাহারা হস্তগত করে—তাহা সমগ্ররূপে একমাত্র দুর্নীতির আধার না হইয়া পারেনা। ভারতবর্ষের বাস্তব জীবনে ইহা এত সুপরিস্ফুট যে ইহার কোনরূপ বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। শাসন-জীবন ও জনজীবন দুর্নীতির মারাত্মক বিষে জর্জ্জরিত হইয়া—জাতীয় জীবনকে অসংনীয় করিয়া তুলিয়াছে। জাতি দুর্নীতির পঙ্কে পড়িয়া ক্রমশঃ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে। বর্তমানে এই দুর্নীতির পঙ্ক হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার কাজই একমাত্র জাতীয় কর্ত্তব্য। ইহা না করিতে পারিলে যত পরিকল্পনাই হোক না কেন, যত আইন কানুনই হোক না কেন, জাতি কখনও অগ্রসর হইতে পারিবেনা। যাহা কিছু করিতে যাও তাহা দুর্নীতির উদরস্থ হইবে, হইতেছে—ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত ক্ষেত্রে। শাসনযন্ত্র এইভাবে চলিতে পারে না—নিজের দুর্নীতির বিষেই ইহাকে মরিতে হইবে; জনজীবন এই ভাবে থাকিতে পারেনা—নিজেদের বাঁচিবার তাগিদেই তাহাদের দুর্নীতিকে ভূপাতিত করিতে হইবে। আর তাহা যদি না হয় তবে দেশব্যাপী একটা অরাজকতা, চরম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবেই এবং সে ক্ষেত্রে যে বা যাহারা সামরিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিবে শাসনের ক্ষমতা তাহারাই লইবে। গণতন্ত্রের যে একটা কাঠামো উপহাসের মতো দাঁড়াইয়া আছে এ অবস্থায় তাহাও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না।

আজ ইজিপ্ট, ইরাক, ব্রহ্ম, পাকিস্থান, থাইল্যাণ্ডে যাহা হইয়াছে ভারতেও যে তাহা হইতে পারে না—এ ভাবিয়া কেহ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে না। অবশ্যই ভারতবর্ষের ভৌগলিক সংস্থান, ইহার বিশেষত্ব, ইহার আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক পরিস্থিতি প্রভৃতি কতকগুলি দিক রহিয়াছে যাহার সহিত অন্যান্য দেশগুলির তুলনা করা চলে না; কিন্তু কতকগুলি মেরুদণ্ডহীন, দুর্নীতির পরিপোষক শাসক গোষ্ঠী যে ভাবে তাহাদের নীতি ও কার্য্য দ্বারা ক্রমবর্দ্ধমান অস্থিরতার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান এই দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল জগতে ভারতবর্ষের পরিবর্ত্তনের ধারা যে, কোন স্রোত বহিয়া চলিবে সে বিষয়ে কোন হিসাবই নির্ভুল হইতে পারে না। শাসনযন্ত্র এখনই শাসক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে—জনজীবন তিক্ততায় বিক্ষুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। দেশের চিন্তা জগতে একটা পরিবর্ত্তনের অদম্য চাহিদা দেশকে অসহিষ্ণুতার দিকে লইয়া চলিয়াছে; এই চিন্তা চিন্তাতেই পর্য্যবসিত হইতে পারে না—ইহার প্রকাশ কর্ম্মের মধ্য দিয়া হইবেই। ইহা অবশ্যম্ভাবী। আইন কানুন, পুলিশ দ্বারা ইহাকে ঠেকান যায় না, যাইবে না—একমাত্র ভরসা সামরিক শক্তি। সেই সামরিক শক্তিকে প্রয়োগ করিতে গেলে তাহারা কোন পরিপ্রেক্ষিতে কি ভাবে নিজেকে প্রযুক্ত করে, সে বিষয়ে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বর্তমান অভিজ্ঞতা লইয়া—কেহ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

আমরা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিলাম। ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া কোন ক্রমেই উপেক্ষার নয়। ঐ চাষী কি চিন্তা করিতেছে, ঐ মজুর কি ভাবিতেছে, ঐ মধ্যবিত্ত কি চাহিতেছে তাহা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি, উপলব্ধি করিতেছি। বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে ইহারা ইহাদের জীবনে চরম অভিশাপ বলিয়া মনে করিতেছে—আর বর্তমান শাসনযন্ত্র সমস্ত নীতি ও নিয়মকে উপেক্ষা করিয়া ইহাদের জীবনে চরম দুর্গতির সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। গত এগার বৎসর ধরিয়া বর্তমান শাসন গোষ্ঠী তাহাদের অপরিণামদর্শিতা, অক্ষমতা, অযোগ্যতা ও ক্ষমতা-লোলুপতার দুর্নিবার আকর্ষণে একমাত্র দুর্নীতিকে ভিত্তি করিয়া জাতীয় জীবনে এই বিপদজনক ঘুর্ণীর সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। এখনও তাহারা অগ্রসর হইয়া ইহাকে আরও সঙ্কটময় করিয়া নিজেদেরও সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আজ পরিস্থিতি এই যে—চৌ করিলেও তাহারা পার পাইবে না—কেবল সময়ের ফের মাত্র।

কোন দেশে বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে সামরিক আধিপত্য কোন দিক দিয়াই কাম্য নয়। কিন্তু পরিস্থিতি বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিতের তোয়াক্কা রাখে না। আজ রাষ্ট্রপতি যে চোরাবাজারীকে পদ্ম বিভূষণ খেতাব দিতেছেন—কাল যদি কোন সামরিক শক্তি তাহাকে চৌমাথায় ফাঁসী দেয়, দেশের লোক তাহাকেই সমর্থন করিবে; আজ যে কর্মচারী ঘুষ লইয়া মন্ত্রীর প্রসাদ লাভ করিতেছে—কাল যদি কেহ তাহাকে বিনা বিচারেও চৌদ্দ বৎসর জেলে ঠেলিয়া দেয়—জনসাধারণ তাহারই অনুসরণ করিবে; খাদ্যাভাবে, অনাহারে মৃত্যুকে যে মন্ত্রী পরিহাস করিতেছে—কাল যদি তাহাকে কেহ জেলে ভরিয়া রাখে—লোকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে। ইহাকে ঠেকাইবে কেমন করিয়া? জনসাধারণ একমাত্র বর্ত্তমানটাই জানে, ভবিষ্যতের বিচার তাহারা করে না, যাহারা জনসাধারণকে পরিচালনার, তাহাদের ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করে তাহারা ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমানকে গড়িয়া তোলে। যেখানে তাহারা তাহা করেন—অদূরই হোক, বা সুদূরই হোক ভবিষ্যৎ তাহার কাজ করিয়া যাইবে। ভারতের ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইবে—এ ভরসা যেন কেহ না করেন।

রিলিফের কাজ বিরাট চুরির ষড়যন্ত্র

সমগ্র শাসনযন্ত্র ইহাতে জড়িত

অভিনব ব্যবস্থা কৌশলে বেপরোয়া চুরির অদ্ভুত ক্ষেত্রসৃষ্টি করা হইয়াছে

অফিসার, মোহরার, পেয়াদার, সুপারভাইজারদের মিলিত চক্রান্তে লুঠের অভিযোগ দিকে দিকে

জেলা কর্তৃপক্ষ জানিয়া বুঝিয়া এ অভিযোগের কোনো তদন্ত করেন নাই

এই বিরাট চুরির সাক্ষী জেলার লক্ষ লক্ষ লোক ঃ ইহার সাক্ষী স্বতঃপ্রমাণিত রিলিফের কাজ

নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটী হোক ঃ ইহাই আমাদের দৃঢ় দাবী

মানবাজারের একটি প্রচারপত্রের বিনীত উত্তর

মানবাজারে কয়েকজন অনুগৃহীত সরকারী সেবক সম্প্রতি বুলেটিন নং ১ নামদিয়া এক প্রচার পত্র প্রকাশ করিয়া আমাকে গভীরভাবে শাসাইয়াছেন—আমি নাকি শহীদ দিবসে মানবাজারে কিছু বিশেষ ব্যক্তির প্রতি চুরি ও ডাকাতির অপবাদ দিয়া ইতরতার কাজ করিয়াছি, মিথ্যা অপপ্রচার করিয়াছি —এমন কি, বেআইনী কাজও করিয়া ফেলিয়াছি। এবং আইনের প্রয়োগ ক্ষমতার জেলা অধীশ্বর যাঁহারা তাঁহাদেরও প্রতি নাকি চুরির অপবাদ দিয়া—ভয়াবহ কাজ করিয়া ফেলিয়াছি—। এহেন বেআইনী কাজ করা সত্ত্বেও দয়া করিয়া আইনের যূপকাষ্ঠে আমাকে না ফেলিয়া—সরকারী প্রচারকদের দ্বারা প্রচার পত্রের আশীর্বাদ সুরু করা হইয়াছে—যেন লাঞ্ছিত মানবতা আজ আত্মমর্য্যাদার চেতনায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন।

ঠাকুরঘরে প্রবেশকারীর সাফাই

আমি জানিনা সেদিন আমার কথায় ঐ প্রচারপত্রে স্বাক্ষরকারীদের কিসে আঘাত লাগিল। আমি তাঁহাদের নাম করি নাই। তথাপি তাঁহারা আজ উদ্যত ফণা তুলিয়া আত্মপক্ষসমর্থনে অবতীর্ণ হইয়া যখন সাফাই গাহিতেছেন—তখন আমার স্বতঃই সন্দেহ হইতেছে যে, বিরাট চুরির মধ্যে যেমন বহু মোহরার, বহুডিলার, সুপারভাইজার, বহু বি, ডি, ও, বহু অফিসার অবাধ চুরির ষড়যন্ত্রে জড়িত হইয়াছেন—ইঁহারাও হয়তো তাঁহাদেরই একজন। ইঁহারা বলিয়াছেন—ইঁহারা চুরি করিয়া থাকিলে ইঁহাদের বিরুদ্ধে চুরির মামলা করার সাহস যেন আমার থাকে। সেদিন ইঁহাদের নাম করি নাই কারণ ইঁহাদের ব্যাপারের তদন্ত তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এবারে সেই কাজ সমাধানে অগ্রসর হইতেছি। শুধু ইঁহাদের কেন, ব্যাপক সরকারী চুরির অভিযোগের ভিত্তিতে, উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা অভিমুখেই এখন আমাদের অভিযান চলিবে। ইহাই সংকটমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম কার্য্যধারা। তদন্তে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগৃহীত হইলে স্থির হইবে—মামলার পথে ব্যবস্থা লওয়া হইবে, না, সরকারী বিভাগীয় ধারায় প্রতিবিধানের দাবী হইবে। সেইজন্য তাঁহাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ—তাঁহারা আর একটু অপেক্ষা করুন—ব্যস্ত হইবার কিছু নাই।

ব্যাপক চুরি ও দুর্নীতির সার্ব্বজনীন অভিযোগ

আজ কংগ্রেসী শাসনে ব্যাপক দুর্নীতি ও অত্যাচার চলিয়াছে—ইহা সর্ব্বজন বিদিত। রিলিফের নামেও অবাধ চুরি ও অনাচার চলিয়াছে—ইহাও সর্ব্বজন বিদিত। আজ ভারতের প্রত্যেকটি লোক বলিতেছে এবং আমরাও দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে—এই অযোগ্য কংগ্রেস শাসন তথা অযোগ্য নৈরেকু সরকারের অধীনে ভাল লোকের সুখ ও স্থান নাই। সরকারের সাক্ষাৎ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপকভাবে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও স্বৈরাচার চলিয়াছে—এবং এই কংগ্রেস সরকারগুলি সর্ব্বত্র নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে অসাধু অযোগ্য

অন্যায়কারী লোক সমূহকে শাসন ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ করিয়া, তাহাদিগকে অবাধ ক্ষমতা ও সুযোগ দিয়া ভারতবর্ষের শাসনকে প্রকাণ্ড এক চুরি ও ডাকাতির আড্ডা রূপে পরিণত করিয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার আজ কাহারও ক্ষমতা নাই। ব্যাপকভাবে সরকারী কর্ম্মচারীদের তথা সরকারী বা কংগ্রেস অনুচরদের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের এই অভিযোগ। কংগ্রেস নিজে ও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সৎ লোকের আত্মমর্য্যাদা নষ্ট হইবার কিছু নাই

ইহা সত্য বলিয়া জনসাধারণ এবিষয়ে অভিযোগ করিলে—ইহা শুনিয়া, যদি কোন সরকারী অনুচর বা অফিসার, কোনো বি, ডি, ও বা কোনো মোহরার যদি অভিমানে ব্যাকুল হইয়া বলেন যে, আমরা সরকারী কাজ করিতেছি বলিয়া, সরকারী কাজে যুক্ত আছি বলিয়া কি আমাদের উপর এরূপ ইতর আক্রমণ করিতে হইবে—আমাদের কি আত্মমর্য্যাদা নাই?—তবে তাহা হয় নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচয় দেওয়া হইবে;—নয় তো, ধরা পড়িবার আগেই দোষীর সাফাই গাহিয়া রাখাই হইবে। ব্যাপকভাবে দুর্নীতি চলিতেছে—বহু মোহরার, বহু বি, ডি, ও, বহু ডিলার, বহু সুপারভাইজার, অফিসার প্রভৃতি চুরি ও অনাচার করিতেছে এবং তজ্জন্য অভিযোগ লোকে করিবেই; কিন্তু তাই বলিয়া যে অফিসার বা যে মোহরার নির্দ্দোষী—তাহার আত্মমর্য্যাদা ইহাতে নষ্ট হইবার কি আছে—তাহাতে তাহাদের মিথ্যা অভিমান দেখাইবার কি আছে? গায়ে পড়িয়া এই মিথ্যা আত্মমর্য্যাদার বড়াই দেখাইবার হাস্যকর ব্যাপারের জন্যই লোকের সন্দেহ হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক যে, এই ব্যক্তিরাও ঐ লুণ্ঠনকারীদের গোষ্ঠী, নতুবা গায়ে মাখিতেছে কেন? যাহারা চুরি করিতেছে তাহাদেরই বলা হইতেছে।—এবং আজ সমগ্র ভারতবর্ষ এবং আমাদের এই জেলায় ব্যাপকভাবে সরকারী অফিসাররা ও সরকারী কর্মচারীরা চুরি ও লুণ্ঠন করিতেছে—আমাদের এই অভিযোগ অস্বীকার করিবার কাহারও ক্ষমতা বা সাহস যদি আছে আগাইয়া আসুন।

উঁহারা দেশের মনীষীদেরও গালি দিয়াছেন

এই ব্যাপক সরকারী চুরির অভিযোগ যাহারা করিতেছে—দেশের প্রতি কর্ত্তব্য লইয়া যাহারা ইহার প্রতিবাদ করিতেছে—তাহাদের আচরণ যদি ইতর হয়—তাহাদের এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম যদি ভীতা দিয়া অপরের মস্তিষ্ক চর্ব্বন করা হয়—তবে ঐ প্রচারপত্রের স্বাক্ষরকারীরা শুধু আমাকেই ইতর বলিয়া গালি দেন নাই—আমার প্রতিই ঐ সকল ভাষা প্রয়োগ করেন নাই—তাঁহারা দেশের অগণিত মনিষী সৎ লোককেও ইতর বলিয়া গালি দিয়াছেন—দেশের এই মহান ব্যক্তিদের প্রতিও তাঁহারা ঐ সকল কদর্য্য ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন; কারণ দেশের ঐ সকল মনীষীরা—মহান ব্যক্তিরাও দৃঢ়তার সহি বলিয়াছেন—কংগ্রেসী শাসন ময়জাজ অবাধ দুর্নীতি, চু ও লুণ্ঠের কর্মে পঙ্কিল ও কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত।

উঁহারা নিজেদের কংগ্রেস নেতাদেরও গালি দিয়াছেন

শুধু দেশের এই মনীষীরাই একথা বলেন নাই—কংগ্রেস তথা কংগ্রেসের বড় বড় নেতৃবৃন্দ শ্রীনেহরু শ্রীধেবর প্রভৃতিকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে কংগ্রেস সরকারের কর্মচারীদের ভিতর ব্যাপক দুর্নী ও অনাচার চলিতেছে—কংগ্রেস কর্ম্মীদের ভিতর ব্যাপ দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অনাচার, কলহ ও নোংরা চলিয়াছে। সুতরাং মানবাজারের বুলেটিন নং ১ স্বাক্ষরকারীগণ তাঁহাদের নিজেদের কংগ্রেস ও সরকা নেতৃবৃন্দ শ্রীনেহরু ও শ্রীধেবর প্রভৃতিকেও ইতর বলি গালি দিয়াছেন!

পঙ্কিল এই শাসনযন্ত্রে সৎস্বভাব সম্পন্ন অফিসার

আমরা জানি, দুর্নীতির কারণে কংগ্রেসী শাসন ব্যাপকভাবে গলিত কুষ্ঠের মত হইয়া উঠিলেও, শাসনয় সর্ব্বত্রই দুইচারিজন সৎ স্বভাব বা যোগ্যতা সম্পন্ন সরকা লোক আছেন। যাঁহারা খারাপ তাঁহাদিগকে খারা বলিলে—যাঁহারা ভাল তাঁহাদের অভিমানে ম্রিয়মা হইবার বা আত্মমর্য্যাদার আঘাতে উদ্দীপ্ত হইবার কি নাই। তাহা সত্ত্বেও যদি কেহ লাফাইতে থাকেন—তা তাহাকে চিহ্নিত করিতে হইবে যে, ইহার ভিতরেও দি দুই ব্যাপার রহিয়াছে—তাহা উদ্ঘাটন করিতে হইবে।

ভাল অফিসারগণও এই পাপ শাসনযন্ত্রের সহায়

যদিও আমরা জানি যে, শাসনযন্ত্রে কিছু কিছু ভা এবং যোগ্য অফিসার প্রভৃতি আছেন, তবে ইহা আমরা জানি যে, দুর্নীতিপূর্ণ কদর্য্য এই কংগ্রেসী শা যন্ত্রের মধ্যে তাঁহাদের ভালত্বের বা যোগ্যতার কো স্থান নাই, ইহার মধ্যে তাঁহাদের যেমন কোনো ক্ষমতা নাই, তেমনি ঐ কদর্য্য ধারার ভিতর অন্যায়ের তল্পীবাহ হইয়া না থাকিলেও আজ তাঁহাদের কোনো উপায় নাই যদিও আমরা জানি যে, ঐ অফিসারগণ ব্যক্তিগত ভা চুরি ও অনাচারে লিপ্ত নহেন, তবে ইহাও আমরা জা যে, ইঁহারাও আজ চুরি ও দুর্নীতির ক্ষেত্র স্বরূপ কংগ্রে এই শাসনযন্ত্রের পূর্ণ সহায়ক, সমর্থক ও পরিপোষক। হইয়া উপায় নাই। ভাল ব্যক্তির ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি প্রতি যদিও আমরা শ্রদ্ধা রাখি, তথাপি এই পাপ-শাসন মধ্যে তাহারা হাতের পুতুলের মতো—যন্ত্রের মতো অজা জড়িত হইয়া দেশের যে ক্ষতি ও ধ্বংসের কাজে সহায় করিতেছেন—তাহার বিরুদ্ধে ও আমাদের প্রতিবাদ ধ্বনি শুই জানাইতে হইবে। ইহাও না করিলে উপায় নাই।

ইহা ইতরতা নহে—ইহা জাতীয় কর্ত্তব্য

সেদিন মানবাজারে শহীদ দিবসে আমি শুধু সমগ্র এই রিলিফের কাজ কেন, কংগ্রেস সরকারের সমস্ত সরকারী কাজকেই প্রকাণ্ড এক চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছি—এবং আজও করিতেছি। আমি কোনো ইতর আক্রমণের উদ্দেশ্যে অথবা মিথ্যা অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে করিতেছি কিনা জনসাধারণই তাহার বিচার করিবেন। শাসনের মহান দায়িত্ব, জনগণের জীবন মরণের সমস্যাসমূহের দায়িত্ব লইয়াও কংগ্রেস সরকার যে শোষণ ও অত্যাচার, যে চুরি ও ঘুষের রাজত্ব, রিলিফের নামেও যে অনাচার অত্যাচার চুরি ও ঘুষ চালাইয়াছেন—অনাহারে মানুষ মারিবার যে ফন্দী করিয়াছেন—এ সমস্তই দেশ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে। স্বরাজের নামে মুষ্টিমেয় লোকের শোষণের রাজত্ব যদি চলে—আর্ত্তমানুষের মুখের গ্রাস যদি কাড়িয়া খাওয়া হয়—সকলের সুখ না হইয়া যদি কিছু লোক অপরের রক্তে ভোগের রাজত্ব কায়েম করে, তবে সেই চুরি ও ডাকাতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন না করাই পাপ। প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা ইতরতা নয়—সেই প্রতিবাদই মহান জাতীয় ধর্ম্ম। প্রতিবাদ দেখিলে লুণ্ঠনকারীরা দাঁতাইতে চাহিবে—সাধুতার অপমান হইতেছে—এই মিথ্যা ভান করিয়া মারিতে আসিবে। শালীনতার কথা তুলিয়া, ইতরতা বলিয়া গালি দিবে—হিংসাত্মক মনোভাব বলিয়া গালিবর্ষণ করিবে। তবু তাহার মধ্যে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে হইবে—জনশোষণের লক্ষ্যে শাসন সহায়ে যে অবাধ চুরি চলিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ জানাইতে হইবে—এবং বুঝিতে হইবে জনশোষণের এই হিংসাত্মক কার্য্যের প্রতিবাদ না করিলে হিংসার রাজত্বকেই আজ সহায়তা দেওয়া হইবে—তাহাই জাতীয় অপরাধ হইবে।

আমাদের উদ্যোগে গঠিত পঞ্চায়েতের আমল

আমাদের উদ্যোগে গঠিত পঞ্চায়েৎ আমলে আমরা নাকি বহু কুকর্ম করিয়াছি প্রচার পত্র স্বাক্ষরকারীরা সেইভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমি উঁহাদের আহ্বান করি—পঞ্চায়েৎ আমলে আমাদের দুর্নীতির কি তথ্য প্রমাণ তাঁহাদের আছে, তাঁহারা দেখান। আমাদের অন্যায় প্রমাণিত হইলে আমরা নিশ্চয়ই দায়ী হইব। সেই পঞ্চায়েৎ আমাদের উদ্যোগে গঠিত হইলেও পঞ্চায়েৎগুলি জন সাধারণের দ্বারা গঠিত ছিল। ঐ প্রচারপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মতন ব্যক্তিরাও হয়ত কেহ পঞ্চায়েতে জড়িত ছিলেন। দেখিতে হইবে যে, এই প্রকার ব্যক্তিদের কোনো অন্যায়ের জন্যই পঞ্চায়েতের সুনাম ক্ষুণ্ন হইয়াছিল কিনা।

দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে

মানবাজারের সরকারী কর্ম্মধারা দুর্নীতি, অবিচার ও অনাচারে যে রূপ লইয়াছে তাহা এই ঃ

(১) মানবাজার থানার বালিগুমা বিজয়ভি অঞ্চলে ভয়াবহ অনাবৃষ্টির কারণে খাদ্য পরিস্থিতি যখন অত্যন্ত সংকট জনক হইয়া একের পর এক লোকে অনাহারে মৃত্যু বরণ করিতেছিল তখন জনসাধারণের অন্দোলন ও আবেদনের ফলে বি, ডি, ও (নম্বর এক) কে জেলা সরকারী অফিস হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়—অবিলম্বে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য। কিন্তু নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, বেপরোয়া এই বি, ডি, ও (নম্বর এক) তাঁহার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষেরও নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ অমান্য করিয়া, দিনের পর দিন—দীর্ঘদিন ঐ স্থান যাইতে বিরত থাকেন। সাহায্যের অভাবে অনাহারে আরো লোক মারা যায়।

তাহা ছাড়া, জনগণের জীবন ক্ষেত্রের সহিত সাক্ষাৎভাবে দ্রুত যোগাযোগের জন্য—ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জনগণকে সহায়তা দিবার জন্যই এই বি, ডি, ও পদের সৃষ্টি। এই পদের দায়িত্ব মহান। কেহ বলুক বা না বলুক, জনগণের এই ভয়াবহ সংকটে নিজের হইতে ব্যবস্থা করার অপরিহার্য্য দায়িত্ব এই পদে আসীন অফিসারের রহিয়াছে। কিন্তু সেই মহান দায়িত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বি, ডি, ও (নম্বর এক) ইহা ছেলেখেলার সামগ্রী মনে করিয়াছেন। এবং এমন কি আর্ত্ত দুর্গত জনসাধারণ তথা তাহাদের পক্ষে বহু জনে এই অফিসারের কাছে বহুবার বহুকাতর নিবেদন করা সত্ত্বেও—এই বি, ডি, ও (নম্বর এক) তাহাদের প্রতি নিজ কর্তব্য বা মানবতার আহ্বান পালন তো করেনই নাই—বরং তাহাদিগকে অবজ্ঞায় অবহেলায়, রুঢ় রুদ্রমূর্ত্তিতে ফিরাইয়া দিয়াছেন

আমি সমগ্র জেলার জনগণের পক্ষে এই অফিসারের নামে—চরম নিষ্ঠুরতা, হৃদয় বিহীনতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও আনুগত্যহীনতার গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিতেছি; এবং

দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, এই বি, ডি, ও (নম্বর এক) কে অবিলম্বে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মদায়িত্ব হইতে অপসারিত করিয়া দেওয়া হউক—এবং এই গুরুতর অপরাধ সমূহের জন্য, ইঁহার প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

আমরা দৃঢ়তার সহিত মনে করি যে, দেশের নাগরিকের মহান জীবনের মূল্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে এই বেপরোয়া অফিসারদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে—স্বরাজ জীবন সম্পূর্ণ মূল্যহীন হইবে। এবং আমি মনে করি যে, কোথাও কোনো খুঁটির জোরে—অহমিকায় স্ফীত এই অফিসারগণ বেপরোয়া হইয়া উঠিতে পারেন—স্বার্থদুষ্ট কদর্য্য এই কংগ্রেসী শাসনের উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ নিজদের সংকীর্ণ স্বার্থে এই অফিসারদের অন্যায় কাজকে সমর্থন করিয়া চলিতে পারেন—**কিন্তু জনগণকে এই সব অফিসারের এই সব গুরুতর অপরাধের বিরুদ্ধে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিতে হইবে—দেখিতে হইবে ইহাদের বেপরোয়া ভাবেরই বা শক্তি কত—স্বৈরাচারী শাসনের কদর্য্য স্বরূপেরই বা নগ্নতা কত এবং ইহাদের খুঁটিরই বা জোর কত।**

(২) আমি দৃঢ়ভাবে দাবী করিতেছি যে, মানবাজারের বি, ডি, ওরা জনগণের সহিত অতি নিয়ত অসাম্মানজনক তথা গ্লানীজনক ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন—এবং ইহাদের বিরুদ্ধে বহুবিধ গুরুতর অভিযোগ সঞ্চিত হইয়া আছে। মানবাজার রিলিফের ব্যাপক চুরির জন্য ইঁহারা সম্পূর্ণ দায়ী।

(৩) আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, আমি ডি, সি, এবং এস, ডি, ওকে বারম্বার আহ্বান করিয়াছি যে, মানবাজারে হাজার হাজার লোক মানবাজারের বি, ডি ও দুইজনের তথা রিলিফ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লোকের বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ জানাইতে চান; আপনারা আমার সহিত জনগণের এই অভিযোগের সম্মুখীন হইবার জন্য যে কোনো দিন চলুন কিন্তু ডি সি, এবং এস, ডি, ও নানা অজুহাতে এই আহ্বান এড়াইয়া গিয়াছেন। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিতে পারি যে—যে কোনো কারণে হোক—জনতার সম্মুখীন হইতে ইহাদের সাহস হয় নাই; চুরি বন্ধ করিবার ইহাদের ক্ষমতা বা ইচ্ছা নাই

রিলিফে অবাধ লুণ্ঠন অপকৌশল, জালিয়াতি ও অনাচার

(১) আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, রিলিফের কাজ প্রকাণ্ড এক চুরির বা লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র—এবং প্রাদেশিক সরকার জানিয়া বুঝিয়াই এই চুরির ক্ষেত্র কায়েম রাখিতে রিলিফের নামে অদ্ভুত ধারাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন—আজ্ঞাবাহী দুর্বল অফিসারেরা জানিয়া শুনিয়াও এই অন্যায় সমূহের প্রতিকারে সাহসী হন নাই—এবং তাহা আমাদের বারম্বার বলা সত্ত্বেও। টি, আর—জি, আর—এম, আর—এল, আর (ঋণ সাহায্য) প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে এই লুঠতরাজের নানা চক্রান্তকারী ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং সরকারে সকলের যোগাযোগে এই লুঠ চালাইতেছে।

তন্মধ্যে প্রকাণ্ড চুরি ও বেপরোয়া লুঠের ক্ষেত্র করিয়া রাখা হইয়াছে—টি, আরএ—মাটি কাটার কাজে।—অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা সমগ্র জেলায় লক্ষ লক্ষ টাকার কাজের এই ব্যাপারে জেলা কর্তৃপক্ষের দিক হইতে চেকিংএর—(যাচাইএর) কোনোদিন কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই; আমাদের বারম্বার বলা সত্ত্বেও। এবং আমরা দাবী করি যে, প্রাদেশিক সরকারের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ধারা কায়েম করিয়া জানিয়া বুঝিয়া সরকারী ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি ও লুঠ করা হইতেছে।

(২) আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাকে অন্যভাবে চাপা দিবার জন্য এই জেলার সরকারী অফিসার তথা অন্যান্য কর্মচারীরা আইন বিরোধী বহু প্রকার দুর্নীতি ও চীন ব্যূহ ষড়যন্ত্র করিয়াছেন—এবং আমি ঘোষণা করি যে, এই অফিসারদের বিরুদ্ধে কদর্য্য ষড়যন্ত্রের বারম্বার অভিযোগেও খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন ও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কোনো প্রকার তদন্ত বা বিচার তো করেনই নাই, বরং ঐ সকল দুর্নীতিকে সমর্থন করিয়া নিজেরা উভয়েই ঐ সকল কদর্য্য ষড়যন্ত্রের তথা জালিয়াতি কর্ম্মের সহিত জড়িত হইয়াছেন। ইহার জলন্ত তথ্য প্রমাণাদি আমাদের আছে।

(৩) আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করি যে, রিলিফের কাজে বহু বি, ডি, ও এবং অন্যান্য অফিসার, বহু ডিলার, মোহরার, সুপারভাইজার প্রভৃতি বিবিধ দুর্নীতির সহিত জড়িত হইয়াছেন।

এই সকল ব্যাপক দুর্নীতি উদ্ঘাটনের জন্য একদিকে আমরা যেমন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহে অগ্রসর হইতেছি—অন্যদিকে তেমনি সরকারী ব্যবস্থাপনায় নিরপেক্ষ বেসরকারী ব্যক্তি দ্বারা গঠিত তদন্তকমিটীর জন্য আমাদের দৃঢ় দাবী জানাইতেছি। সরকারের যদি সদিচ্ছা ও সাহস থাকে—আগাইয়া আসুন—আমরা জানি—নিরপেক্ষ তদন্তের দ্বারা আশ্চর্য্যজনক অদ্ভুত সরকারী লুঠ, চক্রান্ত ও দুর্নীতির এক ঐতিহাসিক অধ্যায় প্রকাশিত হইবে। নিবেদক—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

সচিব, লোক সেবক সংঘ

'টেডি বয়ের' বক্তব্য

(বিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত)

সুধী ও বিদগ্ধ পাঠকবর্গ ও দেশবাসীর মর্জ্জনা করিবেন।

প্রথম শ্রীযুক্ত বাদল সেন মহাশয়ের সহিত বাদানুবাদে কোন দিনই প্রবৃত্ত ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু তবুও এবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু লিখিতে হইতেছে।

গত ২০শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত বাবুর নিকট হইতে ১৬ই অক্টোবর তারিখের ছাদশ সংখ্যা —একখানা 'কল্যাণ বার্ত্তা' ও তৎসঙ্গে একখানা চিঠি পাই। চিঠিটি এই :—

'মুক্তি' সম্পাদক

পুরুলিয়া' সমীপেষু,

মাননীয় মহাশয়,

আপনার ১৩ই অক্টোবর, ১৯৫৮ তারিখের ৪০শ সংখ্যা মুক্তি পত্রিকায় শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত, এম, পি কর্ত্তৃক লিখিত "টেডিবয়" শীর্ষক যে লেখা প্রকাশিত হইয়াছে তদুত্তরে আমার বক্তব্যের কপি "কল্যাণ বার্ত্তা" ১৬ই অক্টোবর, ১৯৫৮ তারিখের ছাদশ সংখ্যায় আছে। কল্যাণ বার্ত্তার উপরোক্ত সংখ্যা এই সঙ্গে আপনার নিকট পাঠাইলাম।

অনুরোধ করি যে টেডি বয় শীর্ষক লেখার উত্তরে আমার বক্তব্য জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে আপনার পরবর্তী সংখ্যা মুক্তি পত্রিকায় ছাপাইয়া বাধিত করিবেন।

ইতি—ভবদীয়

পুরুলিয়া
১৯শে অক্টোবর
১৯৫৮

শ্রীযুত বাদল সেন
সেন্স্ কটেজ
পুরুলিয়া

চিঠি লিখিবার তারিখ ১৯শে অক্টোবর, আমরা সংশ্লিষ্ট 'কল্যাণবার্ত্তার' কপি সহ ২০শে তারিখে পাই। 'কল্যাণ বার্ত্তার' প্রকাশের তারিখ ১৬ই অক্টোবর। এই ১৬ই অক্টোবরে প্রকাশিত কল্যাণ বার্ত্তার ৭ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বক্তব্যের শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে এই :—

"মুক্তি পত্রিকার "টেডি বয়" শীর্ষক লেখা যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিষয়ে আমার যে বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য মুক্তি পত্রিকায় দিয়াছি তাহার নকল উদ্ধৃত করিলাম।"

ইহা সম্পূর্ণ অসত্য। শ্রীযুত বাবু ১৬ই অক্টোবর তাহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়া তাহার নকল মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ২০শে অক্টোবর পাঠাইয়াছেন। আর কোন বক্তব্যের প্রকাশিত কোন নকল প্রকাশ করিবার কোন বাধ্য বাধকতা কোন সংবাদপত্রেরই থাকে না।

শ্রীযুত বাবুর অবগতির জন্য সংবাদ পত্র জগতের একটি সাধারণ রীতির উল্লেখ করিতেছি :- কোন পত্র বা পত্রিকায় প্রকাশিত কোন বিষয়ের সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ বা বক্তব্য যদি কেহ প্রকাশিত করিতে চাহেন তবে তাহাকে প্রথমতঃ তাহার বক্তব্য সেই পত্রিকায়ই পাঠাইতে হইবে। তাহারা তাহা প্রকাশ না করিলে তখন অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ করা যায়। শ্রীযুত বাবুর 'সম্পাদক' হিসাবে এই নিতান্ত সাধারণ রীতির সম্বন্ধে পরিচয় থাকা উচিত ছিল। "জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে" তিনি পূর্ব্বেই তাহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—এবং জনসাধারণ তাহা অবগত হইয়াছেন। সুতরাং পুনরায় 'জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে' তাহার প্রকাশিত বক্তব্য মুক্তি পত্রিকায় প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজন মনে করি না। তবে সাধারণের অবগতির জন্য তাহার মূল বক্তব্য বিষয়ের মধ্য সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

শ্রীযুত বাবু আমাকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন—"আপনি আজকাল পার্লামেন্টের সদস্য হইয়া নানান দেশের জাতির লোকদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং প্রায়ই দিল্লীর 'অশোকা' হোটেলের মদের ফোয়ারায় যে সকল কথাবার্তা বিদেশস্থ দূতেরা এবং তাহার সঙ্গীরা কহিয়া থাকেন তাহারও সহজ সুযোগ পাইতেছেন। কিন্তু সকল জিনিষ হজম করিবার একটা ক্ষমতা সকলের ভাগ্যে হয় না"

সত্যই হয় না! অশোকা হোটেলে আমি শুধু নয়, পার্লামেন্টের সকল সদস্যরাই বৈদেশিক ও ভারতীয় নানা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া থাকেন। এই হোটেলটী —শ্রীযুত বাবুদের কংগ্রেস গবর্মেন্ট কর্ত্তৃক খাস পরিচালিত হোটেল। সেখানে 'মদের ফোয়ারা'র অসঙ্গত প্রাচুর্য্যের সহিত খদ্দরের টুপী ও খদ্দরের পাঞ্জাবী ও খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী, খদ্দরের বুসসার্ট পরিহিত প্রধান ও

অপ্রধান কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও কংগ্রেস জনদের—মদ্য পানের প্রাচুর্য্যও প্রচুর। বস্তুতঃ ভারতীয় কংগ্রেসের ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীজহরলাল পরিচালিত কংগ্রেস গবর্মেণ্টের খাস 'অশোক' হোটেলে কংগ্রেস জনদের মদের ফোয়ারায় আংশ্ঠ ও অকুণ্ঠ অবগাহনের ব্যাপারটা আর যাহারই পক্ষে হজম করিবার ক্ষমতা থাকুক না কেন—আমার পক্ষে এবং যে দরিদ্র, অনশনক্লিষ্ট, দুর্গত দেশবাসীর অর্থে এই 'মদের ফোয়ারা' ছুটিতেছে—তাহাদের পক্ষেও ইহা 'হজম করিবার ক্ষমতা তাহাদের ভাগ্যে হয় না।' ইহা অস্বীকার করিতেছি না এবং এবিষয়ে আর অধিক আলোচনা না করাই ভাল।

ইহার পরেই জীমূত বাবু লিখিতেছেন—"আমি দেখিতেছি যে—"টেডি বয়" কথাটি আমাকে বর্ণনা করিবার জন্য প্রয়োগ করিয়াছেন সেই বাক্যটীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার প্রাথমিক শিক্ষা আপনার নাই।" তারপরে 'Teddy' কথাটীর ইতিহাস দিয়া জীমূত বাবু লিখিতেছেন—"Thodre Roosevelt যিনি ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তি তাহাকে আমেরিকাবাসী ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ 'Teddy' বলিয়া ডাকিতেন। এই শব্দটীর পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপ এবং আমেরিকার বালক বালিকাগণ লোমশ ভল্লুক শিশুগুলিকে Teddy Bear বলে কারণ উহারা দেখিতে খুব সুন্দর হয়। অতএব এই Teddy শব্দটি ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ বিশেষ রূপে ব্যবহৃত হয়। চোর বা বাটপাড়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না। শুধু কয়েকটি শব্দ বা বাক্য কণ্ঠস্থ করিলে বা সেগুলি কপচাইলেই বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না।"

মুস্কিল এই যে—'Teddy Boy' শব্দটি ইংলণ্ডে কি পরিপ্রেক্ষিতে এবং কি অর্থে এবং কাহাদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় তাহা জীমূত বাবু বলেন নাই। আমার লেখায় 'টেডি বয়' কথাটি ইংলণ্ডে বা লণ্ডনে ঠিক যে অর্থে যে পরিপ্রেক্ষিতে, যাহাদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ঠিক সেই ভাবেই প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই 'টেডি বয়' কথাটির ইতিহাস দিবার ইচ্ছা থাকিলেও স্থানাভাবে তাহা হইতে বিরত রহিলাম। একটী সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—তাহা দ্বারাই ইহা যথেষ্ট পরিষ্কার হইবে। সংবাদটী এই—

লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের ওপর দুর্ধর্ষ টেডি বয়দের বর্বর অক্রমণ

লণ্ডনের একটি কাউন্টি পেপার মারকারিতে সম্প্রতি নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। দয়া করে সংবাদটি 'দর্পণে' প্রকাশ করলে বাধিত হব। এই সংবাদ থেকেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে ভারতীয় ছাত্রেরা কি অবস্থায় আছে। ঘটনাটি ঘটে ৬ই সেপ্টেম্বর এবং তার পরই এই সংবাদ 'মারকারিতে' প্রকাশিত হয়।—লণ্ডনে বসবাসকারী জনৈক ভারতীয় ছাত্র।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর উলউইচ চার্চ্চ ষ্ট্রীটে ২ জন ভারতীয় ছাত্র দক্ষিণ-পূর্ব লণ্ডনের একদল **টেডি বয়** কর্তৃক আক্রান্ত ও গুরুতররূপে প্রহৃত হয়। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাদের এম্বুলেন্স গাড়ী করে হাসপাতালে পাঠান হয়। ঐ দুইজন ছাত্র যতক্ষণ পর্যন্ত না সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উপর লাথি, চড়, কিল, ঘুষি চলতে থাকে।

এখন তারা সেণ্ট নিকোলাস হাসপাতালে পড়ে আছে এবং তাদের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতির দিকে যাচ্ছে। তাদের জ্ঞান ফিরলে তারা আক্রমণকারীদের সনাক্ত ক'রতে পারবে বলে পুলিশ আশা করছে।

ছাত্র দুইজন উলউইচ চার্চ্চ ষ্ট্রীটের এক বাড়ীর ভাড়াটে। ঐ দুইজন ছাত্রের মধ্যে একজনের বয়স ২৩ ও আর একজনের বয়স ২৪। তারা স্থানীয় একটী চীনা রেস্তোরাঁ থেকে রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ী ফিরছিল। পোইস ষ্ট্রীটের পার্শ্ববর্তী গ্র্যানাডা সিনেমার পাশ দিয়ে যখন তারা এগিয়ে যাচ্ছিল ঐ সময় প্রায় **২০ জন টেডি বয়ের** একটি দল চীৎকার ও বিদ্রূপ করতে করতে তাদের ধাওয়া করে। ছাত্র দুইজন ছুটতে ছুটতে গিয়ে চার্চ্চ ষ্ট্রীটে পড়ে এবং হাত দিয়ে মাথা ঢেকে একটা দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। দুর্বৃত্তরা (Thugs) তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের উপর লাথি ও মারধর চালাতে থাকে। যতক্ষণ তারা গোঙাতে গোঙাতে ভূতলশায়ী না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই মারধর চলতে থাকে। কিন্তু এতেও আক্রমণকারীরা থামেনা। ক্রমাগত তাদের উপর লাথি চালাতে থাকে এবং তারা যখন অচৈতন্য হয়ে পড়ে তখন দুর্বৃত্তরা স্থান ত্যাগ করে।

একটা দুধের লরী ঘটনার কিছুক্ষণ পর সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। লরীচালক তাদের ঐ অবস্থায় দেখে এম্বুলেন্স টেলিফোন করে। এম্বুলেন্স না আসা পর্য্যন্ত লরীচালক অপেক্ষা করে।

হাসপাতাল থেকে শীঘ্রই একজন ছাড়া পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আর একজন, দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। পুলিশ আক্রমণকারিদের সন্ধান করছে। পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেন, "এই ধরণের ঘটনাকে আমরা শক্ত হাতে দমন করব। আমরা উলউইচে জাতিবিদ্বেষজনিত যুদ্ধ গড়ে উঠতে দিতে চাই না।"

গাড়ীর মালিক বলেন, "প্রতিশোধ নেওয়া হতে পারে এই ভেবে আমি ভীত হয়ে পড়েছি। এই কারণেই আমি আমার নাম ঠিকানা প্রকাশ করতে চাই না।"

(মারকিউরি'তে প্রকাশিত সংবাদের অনুবাদ)—শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক, দর্পণ: পৃষ্ঠা ৩: শুক্রবার ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮।

"টেডি বয়" কথাটি যাহা 'বর্ণনা করিবার জন্য' আমি 'প্রয়োগ' করিয়াছি আশা করি 'সেই বাক্যটীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার প্রাথমিক শিক্ষা' জীমূত বাবুর এবার হইবে বলিয়া মনে করি। যে তাৎপর্য্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি ও করিতেছি তাহা হইতেছে এই যে—ভারতবর্ষ আজ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ক্ষেত্রে **'টেডি বয়'**দের দ্বারাই শাসিত হইয়া চলিয়াছে। ইহার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আর কোন বাদানুবাদের অবকাশ থাকা উচিত নয়।

অতঃপর জীমূত বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাই তাহার মূল বক্তব্য বলা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

—বিভূতি বাবু আপনি বলিয়াছেন "যে ডেপুটী কমিশনার আপনার হাতে ৫০৲ টাকা দেওয়ার কথা নিছক মিথ্যা এসম্বন্ধে ডেপুটী কমিশনারের কি কর্ত্তব্য আছে তাহা শুনিলে সুখিই হইব"। অদ্য সকালেই এই খবরের সংবাদদাতা নিজেই আসিয়াছিলেন এবং আপনার হাতে যে পাঁচখানি দশটাকার নোট দেওয়া হইয়াছিল তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। অরুণ বাবুর হিসাব দাখিলের কথা ১লা সেপ্টেম্বরের মিটিংয়ে আলোচ্য বিষয় ছিল বলিয়া যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারাই ঐ কথা বলিয়াছেন কারণ আমি মিটিংয়ে নোটিশও পাই নাই এবং যাইও নাই সেই জন্যই "শোনা যায়" কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে।"

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে—এবিষয় লইয়া বাদানুবাদের প্রবৃত্তি ছিলনা এখনও নাই। এগুলি আমরা উপেক্ষাই করিয়া থাকি কিন্তু জীমূত বাবু এবার অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা দুঃখিত যে জীমূত বাবু তাহার একটা মিথ্যা কে সমর্থন করিবার জন্য তাহা হইতে আরও প্রচণ্ড মিথ্যা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। অবশ্যই ইহা স্বাভাবিক। কারণ মিথ্যার ধারাই এই। মিথ্যা আরম্ভ করিলে তাহাকে অধিকতর মিথ্যারই আশ্রয় লইতে হইবে—ইহা ছাড়া গতি নাই।

প্রথমতঃ আমার কথা বলিয়া যাহা কোটেশনের চিহ্ন দ্বারা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে "ডেপুটী কমিশনারের কি কর্ত্তব্য আছে তাহা আমরা শুনিলে সুখীই হইব। একথাটি মিথ্যা। ইহা কোথাও আমি লিখি নাই। মিথ্যা, ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিবার জন্য এই মিথ্যা রচনা করা হইয়াছে।

টাকা দেওয়া নেওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী ও মিটিংএ হঠাৎ উপস্থিত ব্যক্তিগণ জীমূত বাবুরই সমধর্মী সংবাদ দাতা। এই সংবাদদাতার নাম, পরিচয়, কোথায়, কখন টাকা দেওয়া হইয়াছিল—সেখানে অন্য কেহ ছিলেন কি ছিলেন না—এই প্রশ্নগুলি স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া পড়ে। মিটিংএর আলোচ্য বিষয়—সরকারী; তাহা সহজেই জানা যায়। জীমূত বাবুর এগুলি প্রকাশ করা উচিত ছিল—আশা করি এগুলি প্রকাশ করিবেন। কারণ সংবাদদাতা বা 'শোনা যায়' এই অজুহাত কোন গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে চলে না। উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছি। কেহ যদি বলে বা লেখে যে—নিস্তারিণী কলেজের সভাপতিরূপে জীমূত বাবু কলেজের জন্য যে সমস্ত কাঠের কাজের ঠিকা—শ্রীঅশ্বিনী দাঁকে দিয়াছিলেন তাহার ফলে দাঁ মহাশয় জীমূত বাবুকে কিছু নূতন চেয়ার

টেবিল ও কাঠের আসবাব উপহার দিয়াছেন—ইহা শোনা যায় বা সংবাদ দাতা দেখিয়াছে; তাহা হইলে তাহাকে সংবাদ দাতার নাম ধামই শুধু নয়—ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে হইবে। সত্য হইলে—সংবাদ দাতার নামধাম ইত্যাদি প্রকাশ করিতে কেহ কোন দ্বিধা করিবার কারণ দেখেনা—তাহা প্রকাশ করে। মিথ্যা রচনায় তাহা সম্ভবপর নয়। জীযুত বাবু তাহার বিশ্বস্ত সংবাদ দাতার নাম ও বিবরণ প্রকাশ করিবেন কি—যিনি স্বচক্ষে ডেপুটী কমিশনারকে আমাকে টাকা দিবার মতো অপরাধে অপরাধী বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি যে, এ বিষয়ে ডেপুটী কমিশনার মহাশয় তাঁহার বক্তব্য অতিশীঘ্র প্রকাশ না করিলে তাহাকে স্বাভাবিক ভাবেই জনসাধারণ জীযুত বাবুর সহিত ষড়যন্ত্রে যুক্ত আছেন বলিয়া অভিযুক্ত করিবে। এই প্রত্যক্ষদর্শীর একান্ত মিথ্যা বিবরণের সম্বন্ধে তিনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন তাহা জনসাধারণ জানিতে চায়।

কলেজের টাকার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে—"আপাততঃ আপনাকে এবং আপনার পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে প্রস্তাবিত চিমনলাল গিগরাজ কলেজ তহবিলের টাকা যদি কে, কে, কলেজের কোন দাবী থাকে তো তাহারা আইন সাহায্যে আদালতে গিয়া, আইন সঙ্গত ভাবে যদি সাব্যস্ত করিতে পারেন যে ঐ টাকা তাহাদের প্রাপ্য তাহা হইলে ঐ টাকা দিতে কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না।"

জনসাধারণ জানেন যে—গিগরাজ কমিটীর কোন অস্তিত্ব নাই। সেই কমিটীর কাগজপত্র কি আছে না আছে তাহা জীযুত বাবুই জানেন। টাকাটা কে, কে, কলেজেরই প্রাপ্য। যদি জীযুত বাবুর টাকাটা কলেজকে দিবার অভিপ্রায় এখনও থাকে তবে শ্রদ্ধেয় জগদীশবাবুর অভিমত, আইন ও সমস্ত দিক দিয়া তিনি মানিয়া লইবেন—এবং টাকাটা বিনা দ্বিধায় দিবেন। কারণ গিগরাজ কমিটী বলিয়া যদি এখন কোন কমিটী খাড়াও করা হয় তাহা হইলেও একমাত্র কলেজের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যই তাহারা এই টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করিতে পারেন না। আর যদি টাকাটী আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায় থাকে তবে অবশ্যই তিনি যাহা লিখিয়াছেন এই রকম একটা অজুহাতই তাহাকে দিতে হইবে।

অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীযুত বাবুর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিতে হইয়াছে। আমরা সাধারণতঃ এ সব উপেক্ষাই করিয়া থাকি। তবে জনসাধারণের কার্য্যের সহিত যাহাদের সংযোগ আছে তাহাদের সম্বন্ধে যদি এইরূপ গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ করা হয় তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে বলিবার প্রয়োজন ঘটে। যাহারা জনসাধারণের ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণেও দায়িত্ব লইয়া আছেন তাহাদের রাজনৈতিক মতামত বা আদর্শ যাহাই হউক না কেন—তাহাদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক নৈতিক চরিত্র যদি কলুষিত হয় তবে তাহার প্রভাব জনসাধারণের মধ্যেও পড়ে—যেমন আমাদের দেশে হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যে যে ক্ষেত্রে এই কলুষ প্রবিষ্ট হইয়াছে জনসাধারণের মধ্যে তাহার উদ্ঘাটন যেমন প্রয়োজন তেমনি রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্য যেখানে কলুষ নাই সেখানেও কলুষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অপচেষ্টা হইলে তাহারও প্রকৃত অবস্থার প্রকাশ দরকার। যে কোন দিক দিয়াই হোক, জনসাধারণের মধ্যে দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধেই হোক বা প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধেই হোক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টির প্রচেষ্টার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্যই থাকে যে—জনস্বার্থকে বিপন্ন করিয়া তাহা নিজেদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত স্বার্থে প্রয়োগ করার অপকার্য্যে জনগণেরই সমর্থন লাভের চেষ্টা। সুতরাং যেখানেই এই অপপ্রচেষ্টা হোক না কেন তাহার নিরসন করা জনস্বার্থের দিক দিয়াই অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত জীযুত বাবু যে উদ্দেশ্যই হোক স্বীয় অপকার্য্যের ধারা সংশোধন করিবেন। মিথ্যার ধারা গ্রহণ করিলে তাহাতেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতে হয় এবং তাহাকে স্বীয়ত মিথ্যাচারীরূপেই জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। কোন মানুষের পক্ষেই ইহা কাম্য নয়।

রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন পত্র দিতে পুরুলিয়া পৌরসভার অসম্মতি!

পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কংগ্রেসী ও সরকারী মনোনীত সদস্যগণ কর্তৃক একযোগে রাষ্ট্রপতিকে মানপত্র প্রদান প্রস্তাবের বিরোধীতা

রাষ্ট্রপতিকে মানপত্র প্রদানের প্রস্তাব ২৩ ভোটে অগ্রাহ্য

গত ৩১শে অক্টোবর শুক্রবার পুরুলিয়ায় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে পৌর সভা হইতে একটি মানপত্র দিবার জন্য পৌর সভার সদস্যগণের এক জরুরী অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেসী ও মনোনীত সদস্যগণ একত্রিত হইয়া ২৩ ভোটে একটি মানপত্র দানের প্রস্তাবের বিরোধীতা করিয়া - প্রস্তাবটিকে পর্য্যুদস্ত করেন।

অধিবেশনের বিবরণ

মিউনিসিপ্যালিটীর সভায় একটি মাত্র আলোচ্য বিষয় ছিল: বিষয়টি এই—

১। ৬ই নভেম্বর তারিখে পুরুলিয়া সহরে ভারতীয় ইউনিয়নের সভাপতির আগমন উপলক্ষ্যে তাহাকে পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে একটি মানপত্র (Address of Welcome) দিবার প্রশ্ন বিবেচিত হউক।

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীঅমূল্য কর্ম্মকার (সেক্রেটারী কমিউনিষ্ট পার্টি) নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী পেশ করেন—

পুরুলিয়াতে রাষ্ট্রপতির প্রথম আগমন উপলক্ষ্যে তাহাকে একটী মানপত্র দেওয়া হোক এবং সেই মানপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট করা হোক—

(১) ছটমুড়াতে ৩য় মানভূম জিলা রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে আপনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—বৃটিশ শাসনের অবসান হইলেই বিহারের সমস্ত বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে—কিন্তু তাহা কার্য্যকরী করা হয় নাই।

(২) আপনার গবর্মেণ্ট তাহার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি এবং সীমা কমিশনের সুপারিশকে অগ্রাহ্য করিয়া মানভূম জিলাকে তিন খণ্ডে খণ্ডিত করিয়াছেন—ইহা দ্বারা আপনার গবর্মেণ্ট এই অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন।

(৩) আপনার গবর্মেণ্ট—এই অঞ্চলের এবং সমগ্রভাবে দেশের খাদ্য, জল, বেকারী এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধানে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন।

(৪) আপনার গবর্মেণ্ট এই অঞ্চলের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কোন প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নাই।

(৫) মানভূম জিলা খণ্ডিত হওয়ার ফলে—এই জিলার আদালত, জিলাবোর্ড, ব্যবসায় এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার শোচনীয় অবনতি হইয়াছে—সহস্র সহস্র পরিবার চরম আর্থিক দুর্দ্দশায় পড়িয়াছেন—কিন্তু এখনও পর্য্যন্তও আপনার গবর্মেণ্ট এই দুর্গতির নিরাকরণের জন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই।

শ্রীজয়ন্ত কুমার দাঁ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় অধিকারী (কংগ্রেস) একটি সংশোধন প্রস্তাব আনেন যে—মূল প্রস্তাবের "এবং সেই অভিনন্দন পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট করা হোক" এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া প্রস্তাবের বাকী সমস্ত অংশ বাতিল (delete) করা হোক।

শ্রীবাদল চন্দ্র গোস্বামী প্রস্তাবটী সমর্থন করেন।

সংশোধনী প্রস্তাবটী ভোটে দেওয়া হইলে নিম্নলিখিত ২১ জন কমিশনার সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনে ভোট দেন—সর্ব্বশ্রী ব্রজবিলাস মুখার্জি (ভাইসচ্যায়ারম্যান); খুদিরাম মাহাত, (মনোনীত সদস্য); গণেশ চন্দ্র মিত্র; বিমল চৌধুরী, কালিকৃষ্ণ রায় (স্বতন্ত্র); জ্যোতিশ্ময় অধিকারী; প্রফুল্ল চন্দ্র দাস গুপ্ত; সেখ আজিমুদ্দিন (মনোনীত); সেখ জামালুদ্দিন; পিনাকী রঞ্জন ব্যানার্জি; দুনিয়া লাল ব্যানার্জি (মনোনীত); বৈদ্যনাথ পাল; নলিনী রঞ্জন হালদার; রামপদ ধীবর; করালী সেন; কালিপদ দাস; সত্যাশ্রয় সরকার; বাদল চন্দ্র গোস্বামী এস, ডি ও (মনোনীত); মহাবীর প্রসাদ লোধা; মন্মথ নাথ কুইরী (মনোনীত)।

মনোনীত ও স্বতন্ত্র ব্যতীত উপরোক্ত সকলেই কংগ্রেসী সদস্য।

সংশোধনী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নাগরিক সংঘের ৭ জন ভোট দেন—সর্ব্বশ্রী নির্ম্মল মুখার্জি (নাগরিক সংঘ); অমূল্য কর্ম্মকার (নাগরিক সংঘ); মুক্তি চক্রবর্ত্তী (নাঃ সংঘ); রামকৃষ্ণ সেন (নাঃ সংঘ); জয়ন্ত কুমার দাঁ (নাঃ সংঘ), তরু বাউরী (নাঃ সংঘ), মথুর বাউরী (নাঃ সংঘ)।

সংশোধনী প্রস্তাবটী গৃহীত হয়। এই সময়ে শ্রীমতী মোহিনী দেবী কেডিয়া (মনোনীত সদস্যা) সভায় আসেন। অতঃপর মূল প্রস্তাবটী ভোটে দেওয়া হয়।

পূর্ব্বোক্ত ৭ জন যাহারা সংশোধন প্রস্তাবের বিরোধীতা করিয়া ছিলেন তাহারা প্রস্তাব সমর্থন করেন।

পূর্ব্বোক্ত ২১ জন কংগ্রেস মনোনীত ও স্বতন্ত্র সদস্য যাহারা সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন তাহারা এবং আরও দুইজন সদস্য (১) শক্তিপদ গাঙ্গুলী (কং) মোহিনী দেবী কোডিয়া (মনোনীত) প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

প্রস্তাবটীর স্বপক্ষে ৭ জন ও বিপক্ষে ২৩ ভোট হয়। সভার সভাপতি শ্রীঅনিল কুমার বসু (মনোনীত) ঘোষণা করেন যে—শ্রীঅমূল্য কর্ম্মকার যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন (The resolution as moved by Sree Amulya Karmakar) তাহা ভূপাতিত (অগ্রাহ্য) করা হইল (thrown out)।

মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের বা অন্য কোন সংঘের তরফ হইতে আর কোন প্রস্তাব ছিলনা।

এইরূপেই পুরুলিয়ার কংগ্রেসী—গরিষ্ঠ পৌর সভায় কংগ্রেসী ও সরকারী সদস্যগণ কর্ত্তৃক একযোগে রাষ্ট্রপতিকে মানপত্র দানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

———০———

শ্রীবাদল চন্দ্র দরিপা এণ্ড ব্রাদার্স
আলু ও পিঁয়াজের আড়ৎদার
পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)
আলু বীজ এবং পিঁয়াজ বীজ সুবিধা-দরে সর্ব্বদা বিক্রয়ের জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

জাম বিক্রয়
পুরুলিয়া সহরে হুলমীতে আন্দাজ ৭॥ বিঘা জমি বিক্রয় হইবে। মুক্তি প্রেস ম্যানেজারের নিকট অনুসন্ধান করুন।

নিরুদ্দেশ
গত ২৬শে আশ্বিন আমার পুত্র শ্রীমান গোপাল বাউরী উন্মাদ অবস্থায় পুরুলিয়া হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে (যতদূর সম্ভব পুরুলিয়া বাঁকুড়া রোড দিয়া)। তাহার বয়স ২০।২২, ফর্সা, চুলগুলি বড় বড়, পরণে মাত্র একখানি ধুতি। কোন মহাশয় ব্যক্তি সন্ধান দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।
শ্রীঅন্নদা বাউরী
C/O, মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।

কৃষি প্রচার ভবনে, পুরুলিয়া
উৎকৃষ্ট আলু ও পিঁয়াজ বীজ আসিয়াছে
—ব্যবস্থাপক

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা
পুরুলিয়া, সোমবার
২৪শে কার্ত্তিক ১৩৬৫—১০ই নভেম্বর ১৯৫৮
বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি আহ্বান

প্রতিবাদের ক্ষমতা থাকে আগাইয়া আসুন

রিলিফে চুরি, দুর্নীতি ও ঘুষ প্রকাশ্যে ও অবাধে চলিতেছে

সরকারী কর্ম্মচারীরা ব্যাপক ভাবে দুর্নীতির সহিত জড়িত ঃ সমাজ বিরোধীদের অবাধ সুযোগ দান

সহস্র সহস্র লোকের আনীত প্রামাণ্য তথ্যসমূহের নিরপেক্ষ তদন্ত হোক

মানবাজার, জামতড়িয়া, পুঞ্চা, বরাহবাজার প্রভৃতি থানায় সহস্র সহস্র লোকের জনসভায় টেষ্ট রিলিফে ব্যাপক প্রকাশ্য ও বেপরোয়া চুরীর যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছে, কর্ম্মিগণ ও জনসাধারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়া যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, ভুক্তভোগী শ্রমিকগণ যে সমস্ত অভিযোগ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। একেবারে সমস্ত প্রকাশ করা সম্ভব নয় কাজেই আমরা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

জনসাধারণের রিলিফের নামে প্রকাশ্যে লুঠ চলিয়াছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আহ্বান করিতেছি তাহারা ইহার প্রকাশ্য তদন্ত করিয়া অপরাধীদের শাস্তি বিধান করুন।

রিলিফের নামে এই অবাধ চুরী যে কোন সরকারের পক্ষে লজ্জা, কলঙ্ক ও নিদারুণ গ্লানির বিষয়। এবিষয়ে প্রকাশ্য সাধারণ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হইয়া—উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে ইহাই বলিতে হইবে যে—রিলিফের নামে টাকা বাহির করিয়া—সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীরা সরকারের সমর্থনে ও প্রশ্রয়ে টাকা চুরি করিবার প্রকাশ্য সনদ পাইয়াছে। এবং তাহার

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(১ম পৃষ্ঠার পর হইতে)

স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে ইহাই বলিতে হইবে যে—মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের ভি, এল, ডরিউ পর্য্যন্ত সকলেই এই দুর্গত জনগণের নামে—টাকা চুরীর অংশভাগী।

ক্ষমতা থাকে আসুন! প্রতিবাদ করুন!! প্রকাশ্য তদন্তে শঙ্কার কোন কারণ থাকিতে পারে না—যদি এই চুরী ও দুর্নীতিকে নিজেদের লাভের ব্যবসায়ে পরিণত না করা হইয়া থাকে।

(—মুক্তি সম্পাদক)

মানবাজার থানা

মানবাজার থানার তুড়াং, বালিগুমা, জাঙ্গিদিরী মুর্গাডি, তিলাডি, মহরাংডি গ্রামের প্রায় ৩৫ জন অধিবাসী লিখিতভাবে অভিযোগ করেন—

১) কামতা হইতে জবলা পর্য্যন্ত রিলিফের রাস্তায় মজুরী টাকা ১৭০০০৲। চৌকা গুণিয়া দেখা হইয়াছে ১৪৭৪৫ চৌকা কাটান হইয়াছে। চৌকা প্রতি ১৲ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। বাকী ২২৫৫৲ টাকার হিসাব কোথায়?

২) ৮ই সেপ্টেম্বর মজুরদিগকে চৌকা হিসাবে অর্দ্ধেক মজুরী দেওয়া হইয়াছে। অদ্যাবধি সমস্ত চৌকার মাটী কাটানর হিসাব পড়িয়া আছে।

৩) যেখানে লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছে সে জায়গা মাপিয়া চৌকার হিসাব করা হইয়াছে।

৪) তুড়াং গ্রামের নিকট কাজ আরম্ভ করিয়া হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—ফলে রাস্তা চিরদিনের জন্য চলাচলের অযোগ্য হইয়া আছে। মানবাজার ১নং বি, ডি, ওকে জানাইয়াও কিছু হয় নাই।

২। ছুটুডি রোডে মাটির হিসাব—

১) আমরা অবগত আছি ঐ রাস্তায় ১২০০০৲ হইতে ১৩০০০৲ এর কাছাকাছি টাকা খরচ হইয়াছে।

২) চৌকা গুণিয়া দেখা গেল ৯৯৯৫ চৌকা কাটা হইয়াছে। ১৲ টাকা দর হিসাবে চৌকা দেওয়া হয় নাই। আট আনা হইতে বার আনা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

৩) এই চুরীর সুযোগে সেমাষ্টার মোহরার প্রভৃতি রাত্রে মজুরদিগকে দিয়া গোপনে মাটী কাটাইয়া থাকেন তাহার প্রমাণ আমরা দিতে রাজি আছি।

৪) যে মহরীগণ চুরী করিয়া ধরা পড়িয়াছে তাহাদিগকে V, L, W সেমাষ্টার পুনরায় চুরীর সুযোগে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন—প্রমাণ দিতে রাজী আছি।

৫) বি, ডি, ওকে জানাইয়াও কোন ফল হয় নাই।

৬) প্রস্তাব করিতেছি প্রতি গ্রাম হইতে সাক্ষাই সাক্ষী স্বরূপ ২।৪ জন ব্যক্তিকে লইয়া সরকারী ওভারসিয়ার বা আমীন দ্বারা মাটীর মাপ লওয়া হোক—এবং অপরাধীদের দণ্ড দেওয়া হোক।

সর্ব্বশ্রী মধুসূদন মাহাত, নবকিশোর মাহাত, (বালিগুমা), প্রফুল্ল কুমার মর্দ্দনা (তুড়াং), আঘন্ত মাহাত (জাঙ্গিদিরী) প্রভৃতি ৩৫ জন। **তদন্ত ও শাস্তির দাবী করিতেছি।**

৩। মাসু নামাতা ও শ্যাম নামাতা, মানবাজার

১) আমরা রিলিফে কাজ করিয়াছি।

২) মোহরার প্রভাত পাল আমাদের ১৬ পোয়া কাঁকরের দাম ৸০ হিসাবে ১২৲ টাকা না দিয়া ৭৲ টাকা দেয়। প্রতিবাদ করিলে বকাবকি করে—মানবাজার চকে বহু লোক জড় হয়। আমি বি, ডি, ও সাহেবকে জানাইতে গেলে পথে ২৲ টাকা দিয়া বলে—ভুল হয়ে গেছে, বি, ডি, ওকে বলিও না। এই দিন আমাদের ১৬ জনের সঙ্গে আশু বাউরী নামে আর একজন আমাদের কার্ডেনাম দেয়। সে একলাই ২৷৷০ টাকা হিসাবে ৪ চৌকার কাজ করে দাম ১০৲ টাকা হয়। কিন্তু মোহরার কাটিয়া লয়। হিসাবে দাঁড়ায় যে—১৭ জনে ১৭ পোয়া কাঁকর বাবত ১৭৲ টাকার মধ্যে পাইলাম ৯৲ টাকা। ইহার পরে আর আমাদের কাজ দেয় নাই।

৪। বলুডি গ্রামের বলরাম গরাঞ

বলুডি পাথরকাটা রোডে কাজ করিতাম বা দলের

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

২৪শে কার্ত্তিক, সোমবার

পুরুলিয়ায় রাষ্ট্রপতি

গত ৬ই নভেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ খণ্ডিত মানভূমের অংশ বঙ্গভুক্ত পুরুলিয়ায় আসিয়াছিলেন। তাহার আগমনের উদ্দেশ্য—পুরুলিয়া নিস্তারিণী মহিলা কলেজের নূতন আর্টস ও সায়েন্স ব্লকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। এই কলেজটীর উদ্বোধন কিছুদিন পূর্বে বাংলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু করিয়া গিয়াছিলেন।

পুরুলিয়ায় রাষ্ট্রপতির আগমনের ব্যাপারে পুরুলিয়াবাসী নিশ্চিতভাবে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন যে—ভারতবর্ষের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার বাস্তবিক স্বরূপটা কি? প্রথমতঃ ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির জনগণের সহিত কোন সম্পর্কই ছিল না। তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রত্যক্ষ পরিচয় লইয়া সে বিষয়ে তাহাদের সহিত যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই ছিল না—বরং রাষ্ট্রপতিকে সর্ব্বপ্রকারে জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে রাখিয়া পাহারার এমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়া রাখা হইয়াছিল যেখানে প্রবেশের কোন পথ কেহ চেষ্টা করিয়াও খুঁজিয়া পাইতে পারে না। ভারতের সংবিধান অনুসারে যদিও রাষ্ট্রপতিকে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় সর্ব্বোচ্চ কর্মকর্তা করা হইয়াছে, তথাপি তাহার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। তিনি সম্পূর্ণভাবে মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিবেন—এই বিধান। এই অবস্থায়ও ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিরূপে দেশবাসী জনসাধারণের সহিত তাহার যে যোগাযোগ থাকা উচিত—তাহাদের সহিত যে সম্পর্ক গাকার প্রয়োজন—পুরুলিয়ায় অবস্থান কালে দেখা গেল—তিনি তাহার সম্পূর্ণ বাহিরে। ভারতের শাসন মন্দিরে রাষ্ট্রপতি সেই বিগ্রহ—যেখানে ভারতীয় জনসাধারণ অস্পৃশ্যের মতন সেই মন্দিরে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত! তাহারা দূর হইতে দেবতার দর্শন হয় তো করিতে পারে কিন্তু দেবতার অনুচরদের লগুড়াঘাতে তাহাদের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেলেও নতমস্তকে তাহাদের দেবতার স্তুতিগানে নীরবে যোগ দিতে হইবে। জনসাধারণ মন্দির নির্ম্মাণ করিবে—মন্দিরে বিগ্রহ তাহারাই প্রতিষ্ঠা করিবে—আর সেই বিগ্রহকে সম্মুখে রাখিয়া—একমাত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ জনগণের প্রদত্ত ভোগ ও উপচার গ্রহণ করিবে—জনগণ উপবাসী থাকিয়া তাহা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে। প্রসাদের আশায় যদি তাহারা মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে—মন্দিরের সেবাইতরা তাহাদের লগুড়াঘাতে বিতাড়িত করিয়া দেবতার পবিত্রতা রক্ষা করিবে। এই হইতেছে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ—রাষ্ট্রপতিকে তাহারই প্রতীকরূপে পুরুলিয়ার জনসাধারণ দেখিয়াছে—এবং সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়াছে।

পুরুলিয়াতে রাষ্ট্রপতির আগমনের পূর্ব্ব হইতেই সহর পুলিশ ও মিলিটারিতে ভর্ত্তি হইয়া গেল। হাজারে হাজারে নানা প্রকার পুলিশ—সাধারণ পুলিশ, মিলিটারী পুলিশ, খাঁটী সৈন্যদল, গোয়েন্দা পুলিশ,—কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা, রাজ্যের গোয়েন্দা—প্রভৃতিতে এই ক্ষুদ্র সহর পূর্ণ হইয়া গেল। বড় বড় স্কুলগুলি পুলিশের আবাসে পরিণত হইল; মাঠগুলি পুলিশ ও সৈন্যের শিবিরে পরিণত হইল। ইহার উপরে অফিসার—উচ্চ, সুউচ্চ কর্ম্মচারিদের আগমন। মনে হইল পুরুলিয়া বুঝি কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

তারপরে রাষ্ট্রপতি আসিবার পরে পুলিশ ও পাহারার ব্যবস্থা। রাষ্ট্রপতি ট্রেনে ষ্টেশনে আসিবেন এবং ষ্টেশন হইতে যাইবেন সুতরাং সমস্ত ষ্টেশনটা সাময়িকভাবে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া গেল। রাষ্ট্রপতি আসিবার পূর্ব্ব-রাত্রেই সহরের সমস্ত পুলিশি ব্যবস্থা, পাহারার ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তৃত্বে হস্তান্তরিত হইল। রাষ্ট্রপতি যে পথে আসিবেন যে পথে যাইবেন—তাহা পুলিশে পুলিশে ছাইয়া গেল—রাস্তার দুই ধারে পদে পদে পুলিশ—ঝোপে ঝাড়ে পুলিশ লাঠি উচাইয়া পাহারা দিতেছে। গোয়েন্দা পুলিশ সন্ত্রস্ত হইয়া—পরিক্রমার উপর পরিক্রমা করিয়া চলিতেছে। প্রত্যেকটী লোক সন্দেহ ভাজন! এ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির রাজ্যে পরিভ্রমণ নয়, এ যেন সৈন্যাধ্যক্ষের যুদ্ধে বন্দীশিবির পরিদর্শন!

এই রাষ্ট্রপতিই—রাষ্ট্রপতি হইবার পূর্ব্ব এই সহরেই বহুবার আসিয়াছেন গিয়াছেন—এই জেলার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছেন—স্বাধীনতার পূর্ব্বে। জেলাবাসী গ্রামবাসী তাহাকে আপন জন বলিয়া আদর করিয়াছে অভ্যর্থনা করিয়াছে—আর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা পাইল এবং তিনিই যখন রাষ্ট্রপতি হইলেন—এবং তাহাদের মধ্যে আসিলেন তখন তাহাকে সশস্ত্র সৈন্যদল ব্যূহের মধ্যে স্থাপন করিয়া আনিল—এ কি আশঙ্কায়? স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার আশঙ্কায়? কে ইহা কল্পনা করিতেছে—কাহারা ইহা কল্পনা করিতেছে? আজ যদি তিনি রাষ্ট্রপতি না থাকেন তবে তাহার নিরাপত্তার জন্য এ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে না যাহা আজ করা হইতেছে। তখন তিনি আমার তোমার মতো সাধারণভাবেই ঘুরিয়া বেড়াইবেন—নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে না। সুতরাং আজ ভারতের গণতান্ত্রিক সরকার সশস্ত্র হইয়া আছেন রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার প্রশ্নে। যে স্বাধীন দেশে, গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রপতিকে এরূপ সৈন্য পরিবৃত হইয়া জনসাধারণ হইতে দূরে থাকিয়া ঘুরিতে হয় সেই স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়, সে গণতন্ত্র গণতন্ত্র নয়, সে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি নয়। আজ গান্ধীজীর ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার জন্য যদি সত্যই প্রতি পদক্ষেপে সশস্ত্র হইয়া চলিতে হয়—তবে বুঝিতে হইবে তোমাদের শাসন ব্যবস্থায় দেশকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছ। কিন্তু রাষ্ট্রপতির সশস্ত্র দেশবাসীর নিকট এ আশঙ্কা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অমূলক। তবুও কেন এরূপ করিতেছে—কারণ সত্যকারের বাস্তব অবস্থা এই যে—তোমরাই তোমাদের শাসন ব্যবস্থা দ্বারা দেশবাসীর অধিকার ও দেশের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করিয়াছ—বিঘ্নিত করিয়া চলিয়াছ—এবং সেই জন্যই আজ তোমাদের মধ্যে—অমূলক হইলেও আশঙ্কা তোমাদের সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এ আশঙ্কা তোমরাই সৃষ্টি করিয়াছ তোমাদের জন্য! সত্যকারের নিরাপত্তা বিপন্নের আশঙ্কা আজ দেশবাসীরই—তোমাদের নিকট হইতে। তাহার অধিকারের নিরাপত্তা, তাহার সুশাসনের সুব্যবস্থার, নিরাপত্তা, স্বাধীন দেশের জনগণের স্বাভাবিক জীবনের নিরাপত্তা—আজ হে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ, তোমরাই হরণ করিয়াছ, হরণ করিতেছ—বিঘ্নিত করিয়াছ—করিতেছ। আজ যদি কাহারও নিরাপত্তার প্রশ্ন আসে—তবে তাহা জনগণের নিরাপত্তা; এবিষয়ে কাহারও নিকট হইতে যদি সতর্কতার প্রয়োজন হইয়াছে—তবে তাহা তোমাদের নিকট হইতে। আজ ভারতরাষ্ট্রের জনগণের নিকট হইতে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা রক্ষার কোন প্রয়োজন নাই—আজ ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার নিকট হইতেই দেশবাসী জনগণের সত্যকারের নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্ন—অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

পুরুলিয়ায় একটী মহিলা কলেজের আর্টস ও সায়েন্স কলেজের শুধু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানের জন্য লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের টাকা জলের মতো খরচ হইয়া গেল। কলিকাতা হইতে সরকারী খরচে ডেকরেটর আসিয়া মণ্ডপ নির্ম্মাণ ও সজ্জা করিলেন; কলিকাতা, শান্তিনিকেতন হইতে শিল্পবিভাগ চারুকলা বিভাগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শত টাকা খরচ করিয়া পরিকল্পনা করিলেন—সজ্জিত করিলেন—লক্ষ লক্ষ সরকারী টাকা এই সব ব্যাপারে খরচ করিতে অর্থাভাব হয় নাই—অথচ এদিকে পুরুলিয়া জিলার সামান্য প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থ পাওয়া যায় না, শিক্ষকেরা অর্দ্ধাশনে দিন কাটায়, সামান্য দুইচারি টাকা চাহিয়া তাহারা পায় না, গ্রামাঞ্চলের কথা ছাড়িয়া দাও—পুরুলিয়া সহরে মেরামত অভাবে সহর রাস্তাগুলিই পায়ে হাঁটিয়া চলারও অযোগ্য হইয়া আছে, বোধ হয় মেরামত করিবার অর্থ পাওয়া যায় না, অথচ রাষ্ট্রপতির ষ্টেশনে গাড়ী হইতে নামিয়া মোটরে উঠিবার পথ পর্য্যন্ত যে মূল্যবান লাল আস্তরণ বিছান হইয়াছে—তাহা দ্বারা একটা গোটা রাস্তা মেরামত হইয়া যায়। এই জেলাতেই দলে দলে লোক অনাহারে, একমুঠা অন্নের অভাবে পলে পলে মরিয়াছে—একমুঠা খাদ্য দিয়া তাহাদের বাঁচাইবার জন্য সামান্য অর্থের ব্যবস্থা হইতে পারে নাই—লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্ত জনগণ উপবাসে, অনাহারে কার্য্যাভাবে দুর্গত বিপর্য্যস্ত হইয়া আর্ত্তি আর্ত্তি করিতেছে—তাহাদেরই দেওয়া অর্থের সামান্যও তাহাদের সাহায্যে আসেনা, সেই অর্থ লক্ষে লক্ষে খরচ হয় তাহাদেরই রাষ্ট্রপতির একদিনের কয়েক ঘন্টার জন্য আগমনে—

তাহার মর্য্যাদা রক্ষায়। রাষ্ট্রপতির মর্য্যাদা রক্ষার কি মর্ম্মন্তুদ অভিনয়!

রাষ্ট্রের জনগণের মনে সত্যই যদি রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্বন্ধে মর্য্যাদা বোধ থাকিত তাহা হইলে আজ পুরুলিয়ার রূপ অন্য প্রকার দেখা যাইত। রাষ্ট্রব্যবস্থাপকগণ নিজেরাই রাষ্ট্রের জনসাধারণকে অমর্য্যাদা করিয়া রাষ্ট্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন—করিতেছেন এবং সেই জন্যই আজ তাহাদের পুলিশের ভীড় জমাইয়া—সরকারী সীমাহীন অর্থ ব্যয়ে কৃত্রিম সজ্জার ব্যবস্থা করিয়া মর্য্যাদার অভিনয় করিতে হইয়াছে। রাষ্ট্রের জনসাধারণকে অমর্য্যাদা করিয়া কেবল লাল শালু বিছাইয়া রাষ্ট্রপতির মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

শুধু পুরুলিয়াতেই নয়—দেশের সর্ব্বত্রই রাষ্ট্রপতির আগমনে জনগণের সেই স্বতস্ফূর্ত্ত আনন্দের অভিব্যক্তি কোথায়? রাষ্ট্রপতিকে ব্যক্তি হিসাবে ধরা হয় না—তাহাকে একটা রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবেই ধরা হয়। রাষ্ট্রপতির উপর মর্য্যাদা বা অমর্য্যাদার প্রদর্শন কোন ব্যক্তির প্রতি নয় ইহা রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি অব্যবস্থা হয়—রাষ্ট্রের অধিবাসীর যদি অকল্যাণের কারণ হয় তবে—রাষ্ট্রপতিকে তাহারা অমর্য্যাদা না করিলেও মর্য্যাদা দেয় না। পুরুলিয়া সহরের জনসাধারণ রাষ্ট্রপতিকে অমর্য্যাদা করে নাই কিন্তু তাহারা তাহার আগমনে কোন উৎসাহও প্রকাশ করে নাই। লোক সমাগম কিছু হইয়াছে কিন্তু তাহা কৌতূহলের অভিব্যক্তি ও খানিকটা তামাসা দেখার মনোবৃত্তি লইয়া। সরকারী ব্যাপার, সরকারী ঐশ্বর্য্যের প্রদর্শন—তাহাদের সহিত রাষ্ট্রপতির আগমন, নির্গমনের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই—এই উদাসীনতার সহিতই তাহারা সরকারী আড়ম্বর প্রত্যক্ষ করিয়াছে। রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রব্যবস্থা পুরুলিয়া তথা মানভূমের জীবনে যে মর্ম্মান্তিক ক্ষতের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বিপন্ন করিয়া রাখিয়াছে—তাহা তাহার আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সমগ্র জীবন ক্ষেত্রে জ্বালার সৃষ্টি করিয়া চলিলেও, পুরুলিয়াবাসীর ঐতিহ্য, তাহাদের সংস্কৃতি, তাহাদের শিক্ষা কোন দিক দিয়াই অসৌজন্য প্রকাশ করিতে প্রণোদিত করে নাই। কি শাসনে তাহারা শাসিত হইতেছে—তাহা তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করিলেও—রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্যক রূপটীকে প্রতীক হিসাবে রাষ্ট্রপতির আগমনে তাহারা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিল—ইহা তাহাদের অসম্পূর্ণ চেতনাকে সম্পূর্ণ করিবে—ইহাই আমরা মনে করি।

চোরাবাজারীর মর্য্যাদা

নিস্তারিণী কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় যে অনুষ্ঠান হয় সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে অভিনন্দন ও মাল্যদান করা হয়। মাইক হইতে এক একটী প্রতিষ্ঠানের নাম ডাকা হইতে লাগিল। ছাপানো ও বাঁধানো অভিনন্দন পত্র রাষ্ট্রপতি ছুঁইলেন এবং পাশে আরদালী তাহা গ্রহণ করিতে লাগিল। হঠাৎ পুরুলিয়া মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির ডাক পড়িল এবং শ্রীকালিপদ দাস তাহাদের পক্ষ হইতে—অভিনন্দন পত্র দিলেন এবং রাষ্ট্রপতির গলায় মালাও দিলেন। মাইকে যিনি বলিতেছিলেন তিনি তাহার পরিচয় দিলেন না। কিন্তু উপস্থিত অনেকে হাসিয়া উঠিলেন—এবং অনেকে লজ্জায় মাথা নামাইলেন। কারণ শ্রীকালিপদ দাস ওরফে শ্রীইন্দু ময়রা বিহার আমলে হিন্দীভাষী এবং বাংলার আমলে বাংলাভাষী। সাহেব বাঁধের টেষ্ট রিলিফের গমের ডিলার, মিউনিসিপ্যালিটীর কংগ্রেসী কমিশনার—তদ্ভিন্নে তিনি পুরুলিয়া সহরে একটী রেশনশপের ডিলার। রেশনশপ হইতে চাউল পাচার করিবার সময় এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ কর্ত্তৃক ধৃত; গ্রেপ্তারের পর এখন জামীনে খালাস আছেন। চোরাবাজারী আসামী রূপে মামলা এখনও চলিতেছে। উপযুক্ত লোক দিয়াই রাষ্ট্রপতির মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে! তবে এছাড়া লোক কোথায়? হাওড়া ষ্টেশনে জনৈক অভিযুক্ত রেল কর্ম্মচারী শ্রীতেওয়ারীকে রাষ্ট্রপতি ডাকিয়া সাক্ষাৎ করেন, তিনি সমস্ত অভিযোগ হইতে মুক্ত হন (যুগবাণী)। আমাদের পুরুলিয়ার শ্রীতেওয়ারী রাষ্ট্রপতিকে সাধিয়া মালা দিয়াছেন—এবার তিনি হাকিমের উপর হাকিম।

মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি কর্তৃক
সর্ব্বভারতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠান

১লা হইতে ৭ই নভেম্বর পর্য্যন্ত নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে যে কার্য্যসূচি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাতে গত ৪।১১।৫৮ তাং মহিলা দিবস হিসাবে ধার্য্য করা হয়। মহিলা দিবসে স্থানীয় মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির সভ্যাবৃন্দ এক সাধারণ সভায় মিলিত হন। এই সভায় সমবায় বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাগণ সকলে উপস্থিত ছিলেন। মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির সম্পাদিকা প্রথমে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, ও উপকারিতা তথা প্রসার। এই প্রসঙ্গে সমবায় বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাগণ সকলেই কিছু কিছু মন্তব্য ও বক্তব্য প্রকাশ করেন। বিশেষ নিমন্ত্রিত শ্রীঅলক নাথ চৌধুরী "ভারতে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস" সংক্ষিপ্তভাবে পরিবেশন করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ তৃপ্তি দান করেন। স্থানীয় সমবায় সমিতির একজন কর্ম্মকর্ত্তা আর এন মণ্ডল মহাশয়ের বক্তব্যও উপস্থিত সকলের উপভোগ্য হইয়াছিল। পরিশেষে, মহিলা শিল্প সমবায় সমিতির পক্ষে সভ্যাগণ "সমবায় আন্দোলনের আদর্শ ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে যে প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন ও আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সকলেই সর্বাত্মকরণে চেষ্টা করিবেন"—এই মর্ম্মে শপথ গ্রহণ করার পর সভার কার্য্য শেষ হয়। মহিলা সমবায় সমিতির, নীলকুঠিডাঙ্গাস্থ দপ্তরে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা শোভাময়ী দাসগুপ্তা মহাশয়ার সভানেত্রীত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বেড়োর সমবায় সমিতি ও সরকারী অসম আচরণ

ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ 'সমবায়, 'সমবায়' বলিয়া প্রতিনিয়ত ঘোষণা করিতেছেন। তাহারা নাকি চাষে সমবায়, ব্যবসায় সমবায়, সর্বক্ষেত্রে সমবায়ের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অথচ 'সমবায়' সমিতি করিয়া যদি কোথাও লোকে প্রাণপণে কাজ করিবার চেষ্টা করে তবে যাহাতে তাহারা কাজ না করিতে পারে তাহার জন্য তাহাদেরই কর্ম্মচারীরা উঠিয়া পড়িয়া লাগেন।

রঘুনাথপুর থানার বেড়ো একটী বড় গ্রাম—শিক্ষা ও নানা দিক দিয়া তাহারা অগ্রণী। উৎসাহী গ্রামবাসীরা মিলিয়া সমবায় সমিতি গঠন করিল—উদ্দেশ্য তাহাদের গ্রামের ব্যবস্থা সমবায় পদ্ধতিতে করা। 'সমবায় বিক্রয় সমিতি' নামে সমিতিটি ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে বহু চেষ্টার পর রেজেষ্ট্রী করা হয়।

এই বৎসরই কয়েকস্থানে ফেয়ার প্রাইস শপ সরকারী তরফ হইতে করা হয়। বেড়োর সমবায় সমিতি দরখাস্ত করে—কিন্তু তাহাদের দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় শ্রীভীম মাড়োয়াড়ী নামক গ্রামের জনৈক কালোবাজারী ব্যবসায়ীকে। গ্রামের লোক বিস্মিত হয় না—কারণ, ইহারা টাকা দিয়া ভগবানকে পর্য্যন্ত খরিদ করে—খাদ্য বিভাগ তো খাইবার জন্যই আছে। তাহার পরে বহু লেখালেখি হাঁটাহাটি, দরখাস্ত, দরবারের পরে সমবায় সমিতিকেও দেওয়া হয়। ভীম মাড়োয়াড়ীও বহাল থাকে। একই গ্রামে ২টী ফেয়ার প্রাইস শপ চলিতে থাকে। সমবায় সমিতি খাদ্য শস্য চাহিয়াও পায় না—আর একদিকে খাদ্য শস্য খিড়কীর দরজায় পাচার হয়।

তারপরে আসে বর্ত্তমানের রেশনশপ। সমবায় সমিতিও দরখাস্ত করে। ভীম মাড়োয়াড়ীতো করেই। যাহোক, বেড়ো সমবায় সমিতির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছিল ১২ই অক্টোবর। বোধ হয় নেহাৎ অনিচ্ছা ক্রমেই মঞ্জুর করিতে হইয়াছিল। কারণ মঞ্জুরীর সহি ১২ তারিখে হইয়া তাগা আর পাঠান হয় না। সমবায়ের কর্ম্মীরা খোঁজ করিতে করিতে ২৬ তারিখে অফিসে পায়।

বেড়োর সমবায় রেশনশপ চলিতে থাকে—একটী রেশনের দোকানই যথেষ্ট। কারণ একটী রেশনশপে সাধারণতঃ ২ হাজার হইতে ২৷৷ হাজার কার্ড থাকে। বেড়ো কেন্দ্রে প্রায় ১৩০০ মাত্র কার্ড। কিন্তু পাশাপাশি ভীম মাড়োয়াড়ীকেও তো পুষিতে হইবে? সুতরাং দিন ১৫ পরে, ভীম-মাড়োয়াড়ীর নামেও আর একটী এম, আর শপ মঞ্জুর হইল। সমবায়ের দোকান হইতে ২ শত রেশন কার্ড এই দোকানে যুক্ত হইল। সমবায়ের দোকানে ১১০০ কার্ড আর খাদ্য বিভাগের খাদ্য দোকেনে ২০০ কার্ড—একটী গ্রামে ২টী রেশনশপ চলিতেছে। সমবায় সমিতি যেখানে বহু চেষ্টা করিয়া ১১০০ কার্ডের জন্য ৬৫ মণ গম পায় সেখানে ভীম মাড়োয়াড়ীর রেশনের দোকানে ২০০ কার্ডের জন্য বিনা চেষ্টায় ৫০ মণ গম বরাদ্দ হয়।

খাদ্য বিভাগের ইন্সপেক্টার ও বিধান বিভাগের এম, এল, এ শ্রীনেপাল বাউরী শ্রীভীম মাড়োয়াড়ীর বন্ধু, উপদেষ্টা, পরিচালক—সুতরাং সমবায় সমিতির অপরাধ পদে পদে। ওয়ানিং, ভীতি প্রদর্শন এবং নানাবিধ ব্যাপারে সমবায় সমিতিটি ত্রাস্ত ও বিব্রত—আর আদর সম্ভাষণ ও বিবিধ অর্ঘ্যদানে শ্রীভীম মাড়োয়াড়ী হৃষ্ট ও পুলকিত—আর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দেশের লোক সমবায়ের জন্য উৎসাহী নয় বলিয়া ক্ষুব্ধ ও বিচলিত। নানাবিধ বড়যন্ত্রের বিশদ বিবরণ এবার দেওয়া হইল না, প্রয়োজন হইলে পরে দেওয়া হইবে। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ সমবায় সমিতিগুলি করিয়া বৃথা কেন মনোকষ্ট ও অর্থকষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ভীম মাড়োয়াড়ীরা বর্ত্তমান থাকিতে তাহাদের প্রয়োজনই বা কি? বাংলা সরকারের কর্তৃপক্ষ অন্ততঃ কো-অপারেটিভ সংক্রান্ত আইনে সমিতি কর্তৃক মোটা ঘুষ দানের ব্যাপারটা আইনসঙ্গত করুন—সত্য সত্যই সমবায় ঠিক রাস্তায়ই চলিবে।

সমবায় সমিতি ও রেশন শপ
বান্দোয়ানে রেশনের দোকানগুলি বিহারে খাদ্যশস্য চোরাই চালানের আড়ত ও কেন্দ্র

পুরুলিয়া জেলায় প্রায় ৫০০ শত সমবায় সমিতি আছে। সরকারী রেশন শপ যতদূর জানা যায় প্রায় ১২৫। ইহার মধ্যে ২টীর বেশী সমবায় সমিতিকে—কোন রেশনশপ দেওয়া হয় নাই।

বান্দোয়ানে ৬টী রেশনশপ করা হইয়াছে,—বহু সমবায় সমিতিও আছে কিন্তু তাহারা অপাংক্তেয়। যাহাদের দোকান দেওয়া হইয়াছে—তাহারা এক একটী নামজাদা লোক। বান্দোয়ানের একটী রেশনের দোকান দেওয়া হইয়াছে শ্রীপ্রহ্লাদ অগ্রবালের নামে। গত এক বৎসর যাবত এখানে তাহার নামে ফেয়ার প্রাইস শপ ছিল। কিন্তু তাহার অনুচরবৃন্দ ছাড়া ইহা কাহারও জানাই ছিল না। রেশনশপ গুলির শত শত মণ চাউল গম নির্বিবাদে বিহার সীমায় চলিয়া যাইতেছে। কুচা গ্রামে একটী গেট আছে—চোরাই চালান বন্ধ করিবার জন্য। সেখানকার চালানের রেট হইতেছে মাথা মোটরী ছয় আনা। অন্যান্য গেটগুলির দর দস্তুর যত কম বলা যায় ততই ভাল।

সরকারী তদন্ত? কে কাহার তদন্ত করিবে? অঞ্চলে অঞ্চলে শত শত গ্রামবাসীকে ডাকিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ তদন্ত করিতে রাজী আছেন কি?

পুরুলিয়াতে রাষ্ট্রপতির আগমন

গত ৬ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স্পেশাল ট্রেন যোগে বেলা ১১টার সময় পুরুলিয়া ষ্টেশনে অবতরণ করেন। ষ্টেশনে বাংলার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এবং বহু সংখ্যক পুলিশ ছিলেন। বাংলার রাজ্যপালিকা শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা করেন। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনও উপস্থিত ছিলেন। সরকারী পুলিশ ও কর্মচারীগণ ছাড়া সাধারণের মধ্যে কাহাকেও দেখা যায় নাই। ট্রেন হইতে আরম্ভ করিয়া ষ্টেশনের গেট পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপতির হাঁটিয়া যাইবার পথে মূল্যবান লাল আস্তরণ বিস্তৃত ছিল। ষ্টেশনে জনসাধারণ কাহাকেও ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। রাষ্ট্রপতির অবতরণের পর তাহাকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়—অতঃপর তিনি একটী খোলা গাড়িতে করিয়া—সার্কিট হাউসে যান। তাহার যাওয়ার পথে দুই ধারে কয়েক গজ অন্তর অন্তর লাঠিধারী পুলিশের পাহারা ছিল। যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

বেলা প্রায় ১২ টার কিছু পূর্বে রাষ্ট্রপতি শ্রীজীমূত বাহন সেনের বাড়ীতে তাহার মাতা শ্রীযুক্তা শ্রদ্ধেয়া ক্ষীরোদা সুন্দরী দেবীর সহিত দেখা করেন। সেখান হইতে তিনি পুরুলিয়া শিল্পাশ্রমে আসিয়া লোক সেবক সংঘের

পরিচালক শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

অতুল বাবুর সহিত সাক্ষাতের সময় শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা ঘোষ, বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত, অরুণ চন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি আশ্রমের বাসিন্দারা ও চৈতন মাঝি এম, এল, এ সহ কয়েকজন কর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে আশ্রমে সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ আগমন করেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দুইটিন জন রাজকর্মচারী ছিলেন—তন্মধ্যে ডিভিজনের কমিশনার শ্রীযুক্ত সরকার ছিলেন।

অতুল বাবুর সহিত কুশল প্রশ্নাদির পরে পুরুলিয়ার তিনি তাহার পুরাতন পরিচিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা সংবাদ করেন। তিনি স্বর্গীয় চণ্ডিচরণ চ্যাটার্জ্জির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার মৃত্যুর সংবাদে দুঃখ প্রকাশ করেন।

প্রথমতঃ তাহার জাপান ভ্রমণ জাপানের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে জাপানে সরকারী ব্যবস্থায়—কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণে পরিদর্শন তত্ত্বাবধানের জন্য আমাদের দেশের মতো লোকের উপর লোক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হয় না। সকলেই নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত। খাদ্যের উৎপাদন সম্বন্ধে তিনি সেখানকার ব্যবস্থার খুব প্রশংসা করেন। তিনি আশ্রমে অর্দ্ধঘণ্টাকাল থাকেন।

শিল্পাশ্রমে রাষ্ট্রপতি আসিবার পূর্ব হইতেই শিল্পাশ্রমের চারিদিকে দূরে দূরে মাঠে ঝোপে ঝাড়ে পুলিশের পাহারা মোতায়েন ছিল। আশ্রমের ভিতর পুলিশ পাহারা প্রবেশ করে নাই।

শিল্পাশ্রম হইতে তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র মুখার্জির সহিত দেখা করিবার জন্য তাহার বাড়ীতে যান।

বেলা প্রায় ৪টার সময় তিনি নিস্তারিণী মহিলা কলেজ প্রাঙ্গনে—নিস্তারিণী কলেজের আর্টস ও সায়েন্স কলেজের নূতন ব্লকের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিতে যান। সভায় কেবল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

স্বর্গীয় দেশ বন্ধুর মাতা 'নিস্তারিণী' দেবীর নামে পুরুলিয়ায় দেশবন্ধুর বাড়িটী পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্রয় করিয়া এখানে একটী মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজটীর উদ্বোধন কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু করিয়া গিয়াছিলেন।

নিস্তারিণী কলেজের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতিকে মাল্যদান করিয়া ইংরাজিতে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়। অভিনন্দন পত্রটী পাঠ করেন—কলেজ কমিটীর সভাপতি শ্রীজীমূত বাহন সেন। তাহার উত্তরে রাষ্ট্রপতি কয়েক মিনিটকাল বক্তৃতা করেন।

রাষ্ট্রপতি বাংলায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, পুরুলিয়াতে আসিয়া অতীতের সংগ্রামমুখর দিনগুলি তাঁহার মনে পড়িতেছে। তিনি বলেন যে তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে সারা মানভূমের সঙ্গে তাঁহার একটি সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে তিনি পুরুলিয়ার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার অতীত দিনের সম্পর্কের উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে "অতুলবাবুর সঙ্গে আজ দেখা করিলাম! বহুদিন পর দেখা! সেখানে অতীত ও বর্ত্তমানের অনেক কথাই তাঁর সঙ্গে হোল।" তিনি শ্রীজীমূত বাহন সেনের নাম উল্লেখ করিয়া জীমূত বাবুর সঙ্গেও তাহার বহুদিনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন "দেশবন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে একটি মামলার মাধ্যমে! মামলার দুই বিরুদ্ধ পক্ষে আমরা দুজন ছিলাম! পরে আমাদের পরিচয় ও সম্পর্ক অন্যরূপ ধারণ করেছিল!"

নিস্তারিণী কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে তিনি বলেন "নারী শিক্ষিতা হলেই সন্তান শিক্ষিত হয়! নিস্তারিণী কলেজের মাধ্যমে নারী শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটুক এই আমার কামনা!" তিনি বলেন "আপনারা আমাকে যে এই মহান কর্ত্তব্য পালনের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন তা আমার সৌভাগ্যের বিষয়! আপনাদের প্রচেষ্টা সার্থক হোক!"

রাষ্ট্রপতিকে কয়েকটী প্রতিষ্ঠান হইতে মাল্যদান ও অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। কোনটাই পড়িতে দেওয়া হয় নাই। অভিনন্দন পত্রগুলি অপঠিত অবস্থাতেই তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান আরদালী গ্রহণ করে। পুরুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটী হইতেও শেষ পর্য্যন্ত একটী অভিনন্দন

পত্র দেওয়া হইয়াছিল। প্রকাশ যে, তাহা নাকি প্রথমে তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই—পশ্চিমবঙ্গের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে পরে করা হইয়াছিল। ইহাও পড়িতে দেওয়া হয় নাই—আরদালী গ্রহণ করে।

নিস্তারিণী কলেজের অনুষ্ঠান কোন প্রকার সরকারী অনুষ্ঠান ছিল না। ইহা বে-সরকারী অনুষ্ঠান ছিল। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে, এখানে যাহারা স্বেচ্ছা-সেবক ছিলেন তাহারা সকলেই স্থানীয় মাড়োয়াড়ী যুবকবৃন্দ।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় রাষ্ট্রপতি আর কোথাও না যাইয়া সোজা ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে বসিয়া থাকেন। রাত্রি ৮।০ টার সময়—তাহারা স্পেশাল ট্রেন ছাড়িয়া যায়। ষ্টেশনে তাহাকে বিদায় দিবার জন্য সরকারী কর্মচারীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের পক্ষে একমাত্র খাদ্যমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতির আগমনে এখানে আসিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতিকে বিদায় দিবার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না।

পুরুলিয়াতে রাষ্ট্রপতি মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিলেন—কিন্তু কয়েক হাজার মিলিটারী, পুলিশ, সোয়েন্দা পুলিশ আসিয়া সহর ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এই ব্যাপারে নিস্তারিণী কলেজের সাজসজ্জার ব্যাপারেও বহু সহস্র টাকা জলের মতো খরচ করা হইয়াছে। স্পেশাল ট্রেনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কমপক্ষে প্রায় একশত লোক ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি কোন বেসরকারী লোকের সহিত প্রাইভেট ইন্টারভিউ দেন নাই। অনেকেই চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই।

জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনার সহর সজ্জার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না।

—*—

(বুয় পৃষ্ঠার পর হইতে)

সর্দারী করিতাম। রাম নারায়ণ দেব আমার কার্ড করেন। পে মাষ্টারকে টাকা দিই নাই বলিয়া সেজন্য সোমবার ১৭ই কার্ত্তিক আমাকে কার্ড দেওয়া হইল না। প্রমাণ দিতে বাধ্য আছি।

৫। বলুডি গ্রামের পরেশ রাজোয়াড়

বলুডি পাথরকাটা রোডে কাজে সর্দারী করিতাম। যে কদিন দিবাকর মাহাস্তীর অধীনে কাজ করিয়াছি সে কদিন মোহরার ২৲ টাকা, পে মাষ্টার ২৲ টাকা মোট ৫৲ টাকা করিয়া কাটিয়া লইয়াছে। প্রমাণ দিতে বাধ্য আছি।

৬। বলুডি গ্রামের কিঙ্কর রাজোয়াড়, বুদ্ধেশ্বর সর্দার

বলুডি পাথরকাটা রোডে সর্দারী করিতাম। যে কদিন দিবাকর মাহাস্তী মোহরারের অধীনে কাজ করিয়াছি মোহরার ২৲ টাকা, পেমাষ্টার ২৲ টাকা হিসাবে ৪৲ টাকা করিয়া কাটিয়াছে। প্রমাণ দিতে বাধ্য আছি।

৭। মেটালার লক্ষ্মীকান্ত মাহাত

জামতড়িয়ার রিলিফের বাঁধে সর্দার হিসাবে কাজ করি। একদিন ১০ চৌকার কাজ হয়। প্রাপ্য ১৬৲০ হয়—দেয় ৮৲০। বাকী টাকা দেয় নাই। একদিন মোহরার ফকির গোঁসাইকে ১৲ টাকা দিয়া পুরা টাকা পাই। একদিন মোহরার লেলু মাহাতকে কিছু গম দিয়া পুরা গম পাই। এই রকম বহু লোকের **পেটের অন্ন কাটিয়া লইয়া রিলিফের কাজ হইতেছে।** প্রতিবাদ করিলে বলে কাজে আসিও না। আমাকে সর্দারের কাজ হইতে উচ্ছেদ করিয়াছে।

৮। মানপুরের প্রহ্লাদ বাউরী, ভাতু বাউরী, চৈতন বাউরী

১) ঝাড়বাগদার রিলিফের রাস্তায় কাজ করিতে যাই। মোহরার দিবাকর মাহাস্তি বলে আগে টাকা না দিলে কাজ পাইবে না। টাকা না দিবার জন্য ৩।৪ দিন ঘুরিয়া ঘরে আসি।

২) পরে প্রত্যেক দলেই প্রতি কার্ডে ২৲ টাকা করিয়া মোহরার কে দিতবে কাজ পাই। এরকম ৫।৬ দিন মোহরারকে টাকা দিয়া কাজ করিয়াছি।

৩) পুজার পূর্ব্বে গাঙ্গুলী বাঁধের নিকট দুই দলের ২৫ ও ১৮ চৌকা মাটী কাটা হয়। মোহরার কালাচাঁদ রায় কার্ডও করেন, পেমাষ্টার বিজয় মাহাস্তি মাপও লন। আজ পর্য্যন্ত ৪৩ চৌকার টাকা পাওয়া যায় নাই।

৯। আশুতোষ বাউরী মানবাজার

অবস্থা শোচনীয়। কাজ না পাইলে উপবাস করি। রিলিফের কাজের জন্য মোহরার গৌর গোস্বামীর নিকট গেলে তিনি বলেন—তোমার মজুরীর প্রাপ্য হইতে কিছু না দিলে কার্ড ও কাজ পাইবে না। আমি দেই নাই। কাজও পাই নাই— উপবাস করিতে হইয়াছে।

১০। মেটালার মলিন্দ কর্মকার

জামগড়িয়ার রিলিফ বাঁধে সর্দারের কাজ করি। মোহরার লেলে ব্যানার্জিকে ৪ দিন ৪৲ টাকা দিই তবে কাজ পাই।

১১ মেটালার রামগতি রাজোয়াড়

জামগড়িয়ার রিলিফ বাঁধে সর্দার। মোহরার ফকির গোস্বামীকে ১৲ টাকা পূর্ব্বে পয়সা দিই তবে কাজ নাই।

১২। মেটালার বুধু গরাঞ

জামগড়ায়ার রিলিফ বাঁধে কাজ করি। দলের সর্দার ছিলাম। মোহরার ফকির গোস্বামীকে ৩৲ টাকা আর

মোহরার কিঙ্কর বেনাকে ৫৲ টাকা দিই, তবে কাজ পাই। এখন টাকা দিই নাই বলে কাজ পাই নাই। (১৮ই কার্ত্তিক)

১৩। **তরণী কান্ত মাহাত ডাকাকিত্ত ; মকুল চন্দ্র মাহাত বৈদ্যনাথপুর**

(১) রাস্তা—মাহিলাডি হইতে জনড়া ৯ মাইল।
(২) টাকা মজুরী—১৭৮৪৲ টাকা।
(৩) চুয়া কাটান হইয়াছে—১২৫৩৯ ; ড্রেন মাপ—১০০০ চুয়া ; মোট—১৩৩৯ চুয়া।
(৪) ২৲ টাকা চুয়া হিসাবেও ৪৩১০৲ টাকা কোথায় গেল ?
(৫) ইহার উপরেও প্রথম দিন কুলিরা ৩৫০ চুয়ার দাম পায় নাই।
(৬) শেষ দিনে তিন হাজার লোকের ২০ চুয়ার মধ্যে ১৫ চুয়ার দাম দিয়াছে।
(৭) নানারূপভাবে কুলিদের নিকট টাকা লইয়াছে—প্রমাণের অভাব নাই।
(৮) রিলিফের কাজ এখন বন্ধ আছে।

জামতোড়িয়া থানা

১৪। **মামড়ো হইতে কুটনি কাজ হইয়াছে ৫৬২৩৲ টাকার**

যে মেট বা সর্দারদের ২৫টী করিয়া টিপ দেওয়াইয়া ১টী করিয়া টাকা দেওয়া হইয়াছে—তাহাদের নাম ও বিবরণ :—

(১) ঈশান মাঝি—ধবনী টোলা তেঁতুলডিহি
(২) মৃত্ত মাঝি— ঐ
(৩) ডুকু বাউরী— ধবনী
(৪) অমূল্য বাউরী— ,,
(৫) হরি মাঝি— হেঁসলা
(৬) ভুটকু মাঝি— ,,
(৭) দুখু মাহাত— খেড়্যাডি

১৫। **শরৎ চন্দ্র মাহাত রঘুনাথপুর, পোঃ আঁকরো**

রাস্তা—মামড়ো হইতে কুটনী—রাস্তার মাপ ৬০৩০ হাত :

(১) কাটা হইয়াছে মোট ১৯৬৫ চৌকা ড্রেসিং সহ। এর মধ্যে কতকটা ড্রেসিং হয় নাই। আমরা নিজেরা ৫৫০ হাত ড্রেসিং করিয়াছি। ইহার ৫৫টী চৌকার মজুরী ১টী পয়সাও এ পর্য্যন্ত পাই নাই।

রঘুনাথপুর কুলিটীতে একদিন ৪১ ও আর একদিন ৪০ জন কুলী লাগান হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত তাহারা বেতন পায় নাই বা তাদেরও হয় নাই। এই সব মজুরদের তালিকা আছে। আমার মনে হয়—গরীবের বন্ধু কেহ নাই।

বরাবাজার থানা

১৬। **হিজলার প্রাণকৃষ্ণ মাহাত**

বরাবাজার হইতে বেড়াদা রিলিফ রাস্তায় ৮৪০ চুয়ার মজুরী দেওয়া হয় নাই। তাহাদের নাম ধামের তালিকা মজুত আছে।

স্থানীয় খেলার খবর

গত ৯ই নভেম্বর রবিবার দিন পুরুলিয়া ভিক্টোরিয়া স্কুল ময়দানে চাঁইবাসা নিমবাগান দল, নর্থ ইনস্টিটিউট আদ্রাকে ১—০ গোলে পরাজিত করিয়া কমলা শীল্ড লাভ করিয়াছে। পূর্বদিন অর্থাৎ ৮ই নভেম্বর খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এই দিন খেলাতে বিপুল দর্শক সমাগম হয়। কিন্তু উভয় দলের অতি নিম্নস্তরের খেলা দেখিয়া দর্শকমণ্ডলী হতাশ হয়। এই দিন খেলাতে যে একমাত্র গোলে খেলার ফলাফল নির্ণীত হয় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে জনসাধারণ সন্দেহ প্রকাশ করে।

গত কয়েক বৎসর যাবত কমলা শীল্ড ও মায়ারাণী কাপের খেলা বন্ধ থাকার পর এ বৎসর পুরুলিয়ার জনসাধারণের কমলা শীল্ডের খেলা দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। সেজন্য বর্ত্তমান মানভূম স্পোর্টস এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। পুরুলিয়ায় ফুটবল রস-পিপাসুদের আগ্রহ পূর্ণ করিয়াছেন। পুরুলিয়ার ফুটবল মরশুম বেশ শান্ত পরিবেশেই শেষ হইয়াছে, আমাদেরও "মধুরেন সমাপয়েৎ" করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইলেও একটী বিষয় আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে। লীগ খেলা পুরুলিয়া পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শীল্ডের খেলাও ঐ ময়দানে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। তাহার জন্য ময়দান "ঘেরাও" করা হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল ঐ ময়দানের পরিবর্ত্তে পুরুলিয়া ভিক্টোরিয়া স্কুল ময়দানে শীল্ডের খেলা হইতেছে। ভিক্টোরিয়া স্কুল ময়দানের যা অবস্থা, তাহাতে খেলোয়াড়দের কাছে ভাল খেলা আশা করা বৃথা—এবং তাহাই হইয়াছে। কোন খেলাই আশানুরূপ জমিয়া ওঠে নাই। কেন হঠাৎ এই পরিবর্তন তাহা বুঝা গেল না। কাহাদের খামখেয়ালীর জন্য এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হইল তাহা জানিতে পারিলে পুরুলিয়ার জনসাধারণ সুখী হইবে। আমরা পূর্ব্বেও একবার লিখিয়াছিলাম—মানভূম স্পোর্টসের নিজস্ব মাঠ যতদিন না হইবে ততদিন এই দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে। লোকের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হইবে। আশা করি মানভূম স্পোর্টস কর্তৃপক্ষ এবিষয়ের উপর আলোকপাত করিবেন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১লা অগ্রহায়ণ ১৩৬৫—১৭ই নভেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

সংঘবদ্ধগঠন-ধর্ম্মীসত্যাগ্রহওজেলারসাম্প্রতিকখাদ্যপরিস্থিতি

লোক সেবক সংঘের সচিবের বিবৃতি

থানায় থানায় সংঘের গঠনধর্মী সত্যাগ্রহ বাহিনী গঠিত হইতেছে ও বাহিনী কাজে অগ্রসর হইতেছে। এবং কাজকর্মও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। কর্মীরা অধিকাংশ চাষী সম্প্রদায়ের বলিয়া—এবং বহু কষ্টের সঞ্চিত ধান্যশস্য ঘরে না উঠা পর্য্যন্ত বিপদের দিনে খাওয়ার ধান বিশেষ পাওয়ায় রাখিতে হইতেছে বলিয়া—আমরা চাষীর ক্ষতি হইবার আশঙ্কায়—এই কাজের উপর বেশী জোর দিই নাই। তবে কাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে—রিলিফে অনুষ্ঠিত ব্যাপক দুর্নীতির তথ্যাদি সংগ্রহের কাজও অগ্রসর হইতেছে—নিজ অধিকার রক্ষা সমবায় করিবার তথা আত্মশক্তি স্বাবলম্বন শক্তিতে নিজেদের সংকট মোচন করিবার লক্ষ্যে ব্যাপক জনচেতনা সৃষ্টির কাজও ধীরে ধীরে হইতেছে। এই মর্ম্মে সংঘের উদ্যোগে বড় বড় জনসভা হইতেছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি থানায় বড় বড় জনসভা খুবই সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বিশেষ থানাসমূহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

জেলায় ব্যাপকভাবে ফসল কিছু হইলেও, জেলার কিছু অঞ্চল খাদ্যপরিস্থিতির দৃষ্টিতে খুবই বিপন্ন হইয়া আছে। 'সেই সকল স্থানের দুর্গতির প্রতি জন-চেতনা ও সরকারী চেতনা জাগৃতির প্রয়োজনে—ঐরূপ থানা সমূহেই আমরা প্রথম জনসভা, জন-চেতনা সৃষ্টির কাজে হাত দিয়াছি। এইরূপ থানা সমূহের মধ্যে মানবাজার, শুরুা, বরাবাজার প্রভৃতি।

দুর্গত অঞ্চল বিষয়ে কর্ত্তব্য

জেলার মধ্যে বিশেষ দুর্গত অঞ্চল সমূহের বিষয় সরকারী কর্তৃপক্ষ ভালভাবেই জানেন। আমরা তাঁহাদের বারম্বার জানাইয়াছি। এবং সরকারের নিজেদের দিক হইতেও না জানার কথা নয়। এই সকল দুর্গত অঞ্চলের জন্য 'বিবামহীন রিলিফ ব্যবস্থা' চালান অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু সে বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দিক হইতে কোনো প্রচেষ্ট, কোনো উদ্যোগ, কোনো পরিকল্পনা বা কোনো কর্ম্মব্যবস্থা নাই।

জেলার সাধারণ খাদ্যপরিস্থিতি ও কর্ত্তব্য

জেলায় ব্যাপকভাবে সাধারণভাবে ধান হইয়াছে; কিন্তু বিভিন্ন কারণে ধানের বাৎসরিক স্বাভাবিক উৎপাদন এবৎসর হইবে না—গড়ে অর্দ্ধেক যদি বা হয়। সেজন্য এই পরিস্থিতির কারণে ব্যাপক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক

লেনদেন, কাজকর্ম প্রভৃতি প্রয়োজনের তুলনায় বহু কম হইবে। সেই দৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষেত্রে জেলার জন্য যে বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন—সহায়ক ফসল উৎপাদনের জন্য এখনি অতিসত্বর ব্যাপক ক্ষেত্রে দরিদ্র চাষীদের যে সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন—সহায়ক আয়ের দৃষ্টিতে শিল্প ব্যবসায় প্রভৃতির জন্য যে উদ্যোগ আয়োজন দরকার—সরকারের দিক হইতে সে সবের প্রতিও কোনো দায়িত্ব, চেতনা বা পরিকল্পনা আমরা দেখিতে পাইতেছি না। এসব সম্পর্কে সরকারী লক্ষ্যের বিষয়ে আমরা কোনো ধারণা, বা কোনো সরকারী প্রচার পত্র প্রভৃতির সন্ধানও পাই নাই। অথবা এ সব বিষয়ে জনসাধারণের সঙ্গে সরকারী যোগাযোগও কিছু নাই।

ব্যাপক ও অবাধ সরকারী দুর্নীতির বিষয়ে অভিযোগ : উত্তর দিতে সরকারী কর্তৃপক্ষের সাহস নাই

জেলায় সরকারী রিলিফের কাজে সরকারী ব্যক্তিদের দ্বারা যে ব্যাপক ও অবাধ দুর্নীতি ও অনাচার ঘটিয়াছে—এবং অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা সমূহের ব্যাপারে অতি অবাঞ্ছিত যে সকল সরকারী ব্যাপার ঘটিয়াছে—সে সকল বিষয়ে আমাদের আনীত নিদারুণ অভিযোগ সমূহের সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার তথা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দিক হইতে কোনো কিছু প্রতিবাদ করার—এমন কি কোনো কিছু বলার কোনো সাহস হয় নাই। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার তাহাদের সত্যই কোনো কিছু নাই। কিন্তু ইহা প্রতিরোধ করিবার বিষয়ে, ইহা তদন্ত করিবার বিষয়ে সরকারী সদিচ্ছা ব্যক্ত করা চলিতে পারিত। কিন্তু আমরা মনে করি—তাহা করিবারও সাহস সরকারের নাই। কারণ এই তদন্ত অবলম্বিত হইলে—এই দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের সহিত সমগ্র সরকার তথা সরকারী বহু পদস্থ ব্যক্তির যোগ উদ্ঘাটিত হইবে—এই আশঙ্কাতেই এ বিষয়ে সরকার তথা রাজকর্মচারীরা নীরব রহিয়াছেন—বলিয়াই আমাদের ধারণা দৃঢ় হইতেছে। যদি তাহা না হয় তবে এবিষয়ে সরকার সাড়া দিতে পারিতেন। বহু পূর্বেই সাড়া দেওয়া সরকারের উচিত ছিল।

দুর্নীতি দমনে সরকারের সহযোগিতা কই?

অগণিত লোক বহু দিন হইতেই রিলিফে দুর্নীতি বিষয়ে তথ্য প্রমাণাদি সহ গুরুতর অভিযোগ সমূহ আনিতেছেন—আমরাও ক্রমাগত নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী করিতেছি। কিন্তু জাতীয় জীবনে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বিষয়ে অগণিত জনগণের দাবীর সম্মুখেও সরকার সম্পূর্ণ নীরব রহিয়াছেন। ইহাতে সরকারের অপরাধ আরো বাড়িতেছে। জনস্বরাজের গঠনে জনমতের প্রতি সরকারের যে দায়িত্ব রহিয়াছে—সেই দায়িত্ব পালন বিষয়ে সরকার তথা সরকারী কর্মচারীগণের এই বিচ্যুতি অমার্জনীয় হইতেছে। যদি নিরপেক্ষ তদন্ত বিষয়ে সরকারের বা সরকারী কর্মচারীদের কোনো ভীতি থাকে—যদি এবিষয়ে সরকারের আগ্রহ থাকে—তবে সম্পর্কে উদ্যোগ লইয়া সরকার আগাইয়া আসুন—বিনা দ্বিধায় অনাচার উদ্ঘাটিত করিয়া—অনাচারের পথ সমূলে নিরাকরণ ব্যবস্থা করিয়া—নিরন্ন দুঃস্থ জনগণকে এই প্রবঞ্চনা হইতে মুক্ত করিবার জন্য আমরা সরকারকে সর্ববিধ সহায়তা করিতে সর্বদাই রাজী আছি। আমরা সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত আছি—কিন্তু সরকারের দিক হইতে কোনো সাড়া নাই! অথচ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই ভারতের সর্বত্র মোচনে জনগণের সহযোগিতার আবশ্যকতার কথা বলিতেছেন। ইহা কি আন্তরিকতাহীন শুধু মুখের কথাই নয়?

খাদ্যমন্ত্রীর এক অদ্ভুত পত্র

জেলায় অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা সমূহ চাপা দিবার জন্য সরকারী ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করিয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সংঘের পরিচালককে যে পত্র দিয়াছিলেন তার উত্তরে পরিচালক যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। সেই পত্রে পরিচালক তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে দেখাইয়া দেন যে প্রাদেশিক সরকার পর্যন্ত কি ভাবে এই ষড়যন্ত্রে জড়িত আছেন—এবং বস্তুতঃ এই ষড়যন্ত্র প্রাদেশিক সরকারের দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই চিঠির উত্তর দিতে পারেন নাই। প্রদেশের খাদ্যমন্ত্রীকে ইহার উত্তর দিবার ভার প্রদান করেন। যথার্থ উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া খাদ্যমন্ত্রী যে ভাবে বৈঠক দিয়াছেন—ব্রিটিশ আমলের সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন আই, সি, এস প্রভুরা জনগণের দাবীতে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধার ভঙ্গিতে যে ভাবে উত্তর দিয়া থাকিতেন—উহা তাহাকেও হার মানাইয়াছে। পরিচালক এই পত্রের উত্তর দিয়াছেন স্বরাজ জীবনে কংগ্রেসী শাসন ও জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের দৃষ্টিতে এই পত্র দুইখানি বহু দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। জেলার সংকট জনক খাদ্য পরিস্থিতির ব্যাপারে সরকারী মূল দৃষ্টিভঙ্গী তথা কার্যাধারাও ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইবে। পত্র দুইখানি শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে।

(১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

১লা অগ্রাহায়ণ, সোমবার

শতাব্দীর সূর্য্য বিপিন চন্দ্র

রাজনৈতিক কোলাহল মুখরিত দ্বন্দ্ব-মথিত দেশ একদা একদিনের অবসরাধীন জননায়ক বিপিন চন্দ্রকে ভুলিয়াছে। সদ্য বিগত যুগের পুরুষসিংহ শ্রীবিপিন চন্দ্রকে। কিন্তু জাতির অন্তরাত্মা—জাতির আত্মসাধনা, জাতির প্রয়োজন তাঁহাকে ভুলে নাই। তাই আজ শতাব্দীর পরিক্রমান্তীর্থে—শতবার্ষিকীর বিপুল আয়োজনের বেদীতে দেখা দিয়াছেন—জাতির মানস ললাটে শতাব্দীর সূর্য্য সেই পুরুষসিংহ শ্রীবিপিন চন্দ্র।

নব নব যুগ আসে তাহার নূতন নূতন সমস্যা লইয়া। সেদিনও যে যুগ আসিয়াছিল ভারতের পরাধীন জীবনে—অন্ধকার সেই যুগ—দেখা দিয়াছিল তাহার কঠিন ও দুরতিক্রম্য সমস্যা লইয়া। আজও যেমন আমাদের যুগ আসিয়াছে তাহার নিজস্ব কঠিন ও দুরতিক্রম্য সমস্যা লইয়া।

প্রত্যেক যুগে যুগের নিজের কঠিন এবং বিভ্রান্তকারী বিশেষ সমস্যা সমূহ দেখা দেয় সত্য; নিজের নিজের যুগ-সমস্যার জন্য প্রত্যেক যুগকেই নিজ নিজ বিশেষ চিন্তার পথ—বিশেষ সমাধান পথ নির্ণয় করিতে হয় সত্য; কিন্তু সকল যুগের সকল বিশেষ সমস্যার জন্যই এক মহান বস্তু—এক চিরন্তনী বস্তু অপরিহার্য্যরূপে দরকার। সকল যুগের সকল বিশেষ সমস্যার জন্যই তাহা দরকার। সকল যুগের সকল বৈশিষ্টের মধ্যেই তাহা অপরিবর্তনীয়। এই বিশেষ বস্তু, এই অপরিবর্তনীয় মহান বস্তু হইতেছে—যুগের জীবনে মহান মানব-সত্তার আবির্ভাব।

জাতির প্রয়োজনে জাতির অন্ধকার জীবনে যে মানবসত্তা আবির্ভূত হন—সেই মানবসত্তা—দুর্জ্জয় পৌরুষ মহিমা লইয়া আসেন। যুগের বিশেষ সমস্যার কি সমাধান হইবে তাহারই বিশেষ পথ দেখাইবার জন্যই নহে; যুগ সমস্যার অন্ধকারে বিভ্রান্ত জাতিকে বলিষ্ঠ পুরুষকারের পথে চালাইবার জন্য আসেন। চলিতে হইবে—পথ করিতে হইবে—এই অপরাজেয় আত্মশক্তির মহা সঞ্জীবন জাতির অন্তরে সঞ্চার করিবার জন্য আসেন। নিরাশ, নিষ্ক্রিয়, দ্বিধাগ্রস্ত সন্দীহান মানুষকে নিজের সমস্যা সমাধানের পথে—নিজের বাস্তব রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হইয়া নিজের ভাগ্যকে জয় করিবার পথে—প্রচণ্ড আত্মতেজে দুর্জ্জয় অভিযানের পথে অগ্রসর করাইবার জন্য তিনি আসেন।

যুগের প্রয়োজনে যুগের সেই মানব-সত্তার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া ওঠে অগ্নিমন্ত্র। সেই অগ্নিস্রাবী গিরিশৃঙ্গের হইতে বজ্রের জোয়ার আলোড়িত হইয়া ওঠে জাতির আকাশে। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের হিমাচল আলোড়িত করিয়া তোলে জাতির হৃদয় মহাসাগর। অপরাজেয় চারিত্র্য প্রদীপ্ত করিয়া তোলে ভাস্বরদীপ্তিতে শতাব্দীর সেই মহা সূর্য্যকে। দেশ প্রেমিক—মানবপ্রেমিক সেই ধূর্জ্জটির জটাজুট হইতে অজস্র ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে—ভাববন্যার স্রোত। যে আলোড়নের বিদ্যুৎ-বহ্নিতে জাতির নিঃস্তব্ধ অন্ধকার আলোকিত হইয়া ওঠে মুহুর্মুহু—জাতির পশু অন্তরাত্মা দুর্জ্জয় গিরিপার হইয়া যাত্রা করে অদম্য প্রাণতেজে। যে ভাববন্যার জীবন স্রোত রাখিয়া যায় তাহার প্রাণের আস্তরণ জাতির জীবনে জীবনে—স্তরে স্তরে; ইতিহাসের দূরে দূরান্তরে।—যা রাখিয়া যায় প্রাণের সঞ্জীবন যুগে যুগে।

উন-বিংশ শতাব্দির মহিমায় সার্থক পুরুষগণের মধ্যে যে অন্যতম প্রচণ্ড মানব সত্তার আবির্ভাবে যুগের আকাশ সেদিন ভাস্বর মহিমায় আলোকিত আলোড়িত হইয়াছিল—তিনি অবিস্মরণীয় ইতিহাসের মহানায়ক শ্রীবিপিন চন্দ্র।

সেদিন জাতির অন্ধকার পথের অভিযানে যে অগ্নিগর্ভ বাণী, যে ভাস্কর দীপ্তি, যে চারিত্র্য মহিমা, যে ভাববন্যা, যে বলিষ্ঠ পৌরুষকার, যে অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল—তাহা অনবদ্য মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিয়া ছিল—অপূর্ব মানবসত্তার অভিব্যক্তিতে সৃষ্টির অভিনব রূপ ও মহিমায় শ্রীবিপিন চন্দ্রের জীবনে।

সেদিন এই মহিমান্বিত পুরুষ জাতির বিরাট আকাশপটে দাঁড়াইয়া মহিমাময় বজ্র কণ্ঠে যে অগ্নিমন্ত্রের আহ্বান হানিয়াছিলেন—সেই অগ্নিমন্ত্রের মহা আহ্বান

আজও ছুটিয়া চলিয়াছে—জাতির আকাশ বাতাস মথিত করিয়া—যুগে যুগান্তরে। ওঠো, জাগো, স্নেহের সংসারের ক্রন্দন অপেক্ষা করিতে পারে; কিন্তু জাতির সমস্যা, জাতির ক্রন্দন, জাতির যন্ত্রণা, জাতির আহ্বান আর অপেক্ষা করিতে পারে না। জাতিকে দাও সেই চরিত্রবল, সেই ব্যক্তিত্ব মহিমা, সেই বজ্রকণ্ঠ, সেই ভাববন্যা, সেই পৌরুষকার, আর সেই অপরাজেয় দৃঢ়তা—যাহা না হইলে কোনো যুগের কোনো অন্ধকারের অবসানেরই পথ হইবে না।

সেজন্য আজ আবার সমগ্র জাতি তাহার সমস্যা মথিত জীবনে—তাহার ঘোর অন্ধকারে—শতাব্দীর তীর্থে অঞ্জলি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে—জাতির ললাটে আবার নূতনরূপে হে শতাব্দীর সূর্য্য, হে বিপিন চন্দ্র, আবির্ভূত হও।

—*—

বিবিধ প্রসঙ্গ

চাচা নেহরু—

চাচা নেহরুর জন্মদিন উপলক্ষে সারা ভারতের দৈনিক ও সাপ্তাহিক সমূহের কতকগুলি পত্রিকা উল্লাসে মুখর হইয়া চাচার গুণগানে ঢাক পিটাইতেছে। এবং চাচার সহিত উৎসব সজ্জায় সজ্জিত বালক-বালিকাদের ফটো ছাপাইয়া প্রচার করিতেছে—নেহরু চাচার সহিত ভাইপো-ভাইঝিদের অন্তরের যোগাযোগ কত ঘনিষ্ঠ! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের শিশুদের সহিত চাচা নেহরুর অন্তরঙ্গতা বা হৃদ্যতা কতটুকু? শিশুমনে তাঁহার জন্য দরদ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি কতটুকু? সিনেমায় প্রচারছবি ও সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায় যাহাদের সহিত চাচা নেহরুর ছবি প্রদর্শিত হয় এবং তাঁহার জন্মদিবস পালন উপলক্ষে যে সকল উৎসবমত্ত প্রফুল্লকান্তি বালক-বালিকার ছবি প্রকাশিত হয় তাহারা কেহই সাধারণ সমাজের যোদা-মোধা, রামা-শ্যামার বংশধর নয়, তাহারা সহরের লক্ষপতি ধনী, বণিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যাসনে পালিত হৃষ্টপুষ্ট শিশু সম্প্রদায়। ইহাদেরই সহিত ভারতের ভাগ্যবিধাতা পণ্ডিত নেহরুর কাকা-ভাইপো সম্পর্ক। গ্রামময় ভারতের দীনদরিদ্রের লক্ষ লক্ষ শিশু সমাজ তাহার নিকট উপেক্ষিত, অবহেলিত। তাহারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে, ভেজালখাদ্যে রুগ্ন, শীর্ণ, মরোণোন্মুখ, বস্ত্রাভাবে—জীর্ণবসনে, নগ্ন শরীরে, ভগ্নকুটিরে শীতে বর্ষায় মৃতপ্রায়। ইহাদের কয়টির সহিত চাচা নেহরু তাঁহার জন্মদিনের উৎসব পালন করেন? লক্ষ লক্ষ শিশু ঔষধ-পথ্যের অভাবে, রোগে, অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে; শিক্ষার অভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন লইয়া জাতি ও দেশের ভবিষ্যত নষ্ট করিতেছে—ইহাদের কয়টির সহিত চাচা নেহরুর ছবি প্রকাশিত হয়? ইহাদের মঙ্গলের জন্য, উন্নতির জন্য তিনি কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন? তাঁহারই অযোগ্য শাসনে দেশে খাদ্যাভাব, বস্ত্র দুর্মূল্য এবং শিশুখাদ্য চোরাকারবারীর কবলগ্রস্ত। তাঁহারই কু-পরিচালনায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির একাদশ বর্ষেও সংবিধান সম্মত বাধ্যতামূলক শিশুশিক্ষার প্রবর্তন হইল না। আজ যাঁহাকে শিশুসম্প্রদায়ের চাচা সাজাইবার জন্য চাটুকারের দল উৎফুল্ল হইয়া প্রচার কার্য্য সুরু করিয়াছে—সেই চাচা নেহরু দেশের বৃহত্তর সমাজের এইসব হতভাগ্য শিশুদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত। ইহাদের সহিত যদি তাঁহার স্নেহের সম্পর্ক থাকিত, অন্তরের যোগাযোগ থাকিত তাহা হইলে সংবাদ পত্রের মাধ্যমে ঢাক পিটাইতে হইত না। মহাত্মাজীকে বাপুজী হইবার জন্য প্রচার করিতে হয় নাই, অন্তরের অন্তঃস্থল হইতেই জনসাধারণ তাঁহাকে বাপুজী বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল। নেতাজীর জন্মদিবস পালনের জন্য কোন সংস্কার, কোন দল বা সম্প্রদায়ের প্রয়োজন হয় না, প্রচারের প্রয়োজন হয় না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শিশুরা আগাইয়া আসে—নিজেদের শ্রদ্ধার পাত্রকে অপরিণত মনের মাধুর্য্য উজাড় করিয়া দিতে।

* * * *

দেশের শাসনে ও দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে শ্রীনেহরুজীর পরিচালনা ব্যর্থ হইলেও, ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিতে, ঐতিহাসিক অবদানের দৃষ্টিতে শ্রীনেহরুজীর স্থান অস্বীকার করিবার নহে। নেহরুজীর কাছ হইতে দেশ তথা আমরা যতটা আশা করিয়াছিলাম—তাহার দৃষ্টিতে আমরা সত্যই অত্যন্ত নিরাশ হইয়াছি—আজিকার দিনে এই কথা জানাইয়াও, শ্রীনেহরুর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা শুভকামনা করি—তিনি দীর্ঘায়ু হোন।

লোকসেবক সংঘের সংকটমুক্তি আন্দোলনের অঙ্গরূপে জনচেতনা জাগৃতির কর্ম্মধারা অনুসারে

দিকে দিকে বিরাট জনসভার আয়োজন

গঠনকর্ম্মী সত্যাগ্রহের কাজ সুরু

রিলিফে সরকারী দুর্নীতি বিষয়ে জনসভা সমূহে তীব্র নিন্দাবাদঃ জ্বলন্ত তথ্য সমূহের উদ্‌ঘাটন

চুরি, লুটতরাজ ও জালিয়াতির সঙ্গে সরকারী অফিসার, অনুচরবর্গ ও সমগ্র শাসন জড়িত

এই বিরাট অভিযোগের উত্তর দিতে সরকার অফিসারদের আহ্বান

জনসভাগুলিতে বিরাট জন সমাবেশে জেলার গণদাবী বিঘোষিত

সংকটমুক্তির উপযুক্ত পরিকল্পনা চাই ঃ দুর্নীতি দমন চাই

সঙ্কট মুক্তি আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কর্ম্মধারা অনুযায়ী লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে মানবাজার, পুরুলিয়া ও বরাবাজারে তিনদিন তিনটি বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়।

লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীগণ ও জনসাধারণের সহযোগিতায় বিরাট সাফল্যের সহিত এই জনসভাগুলি হয়। জিলায় বিশেষ করিয়া টেষ্ট রিলিফের ব্যাপারে যে প্রকাণ্ড দুর্নীতি চলিয়াছে—সভায় তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল।

মানবাজারে জনসভা

গত ৫ই নভেম্বর বুধবার মানবাজার হাটতলায় শ্রীরামপতি মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। গ্রামাঞ্চল হইতে শত শত লোক সেবক কর্ম্মী ও জনসাধারণ বাদ্য ভাণ্ড লইয়া শোভযাত্রা করিয়া ও সঙ্ঘ মুক্তি আন্দোলনের জন্য বিশেষ ভাবে রচিত ধ্বনি দিতে দিতে ও গান করিতে করিতে সভাস্থলে সমবেত হয়। সভায় প্রায় দুই হাজার লোক হয়।

মানবাজারে রিলিফের কাজে সর্বাধিক দুর্নীতি চলিয়াছে। এখানকার বি, ডি, ওর কার্য্যকলাপে জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আছে।

স্থানীয় কয়েকটি কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম দিয়া রিলিফের দুর্নীতি কে সমর্থন করিয়া লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীদের অমথা নিন্দাবাদ করিয়া বুলেটীন ও ইস্তাহার বাহির করা হইতেছিল। শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ তাহার বক্তৃতায় বিশদ ভাবে তাহার উত্তর দিয়া কংগ্রেস ও সরকারী দুর্নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন। বিরোধী প্রচার পত্রে স্বাক্ষরকারী হিসাবে জনৈক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন তাহাকে না জানাইয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল, এবং তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বহু জনসমক্ষে এই সমস্ত প্রচার পত্রের বিরোধীতা করেন। তাহার পরে শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত দেশের সাধারণ অবস্থা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলেন। উভয় বক্তাই জনচেতনা জাগ্রত করিয়া দুর্নীতি ও অভিযোগের প্রতিকার করিতে জনসাধারণকে আহ্বান করেন।

মানবাজার থানায় কতকাংশে ধান একেবারেই হয় নাই। জামতড়িয়া থানায় সমগ্র ভাবেই ধান হয় নাই। লোকের দুরবস্থার সীমা নাই। তদুপরি বি, ডি, ওর হৃদয়হীন আচরণে লোকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া আছে। সভায়—যে সব অঞ্চলে ধান হয় নাই তথায় রিলিফের কাজ ব্যাপক ভাবে চালাইবার জন্য সমবেত দাবী করা হয়।

রিলিফের ব্যাপারে ব্যাপক চুরী, মজুরদের কাজ না দেওয়া প্রভৃতির ব্যাপারে বহু লিখিত ও মৌখিক অভিযোগ এই জন সভায় করা হয়। উপস্থিত শত শত লোক রিলিফে বিভিন্ন সরকারী কর্ম্মচারী, পেমাষ্টার, মোহরার প্রভৃতির ব্যাপক চুরি, মজুরদের মজুরী না

দেওয়া প্রভৃতির ব্যাপারে তাহাদের অভিযোগ জনসভায় বর্ণনা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। অধিক রাত্রি হইয়া যাইবার জন্য তাহাদের কিছু কিছু বর্ণনা করা হয় এবং লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীগণ অন্যান্য সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই দুর্নীতির সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে। বিরাট উৎসাহের সহিত জনসভা শেষ হয়। ব্যাপক দুর্নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণ যে অভিযোগ করিতেছে—সে সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত হইয়া শুনিবার জন্য ডি, সি, ও এস, ডি, ওকে লিখিতভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁহারা আসেন নাই।

পুঞ্চায় জনসভা

গত ৭ই নভেম্বর শুক্রবার পুঞ্চার দুর্গামেলায় বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। এখানেও দূর হইতে এবং মানবাজার থানা হইতে কর্ম্মীরা দলে দলে বাদ্যভাণ্ড লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া সমবেত হয়। সভায় বহু লোক আসিয়াছিলেন। সভায় শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত ও শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা করেন। রিলিফের দুর্নীতি ও দেশের সাধারণ অবস্থা আলোচিত হয়। লোক সেবক সংঘের লক্ষ্য, আদর্শ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

এখানে রিলিফের কাজে যে অবাধে দুর্নীতি চলিতেছে সে বিষয়ে তদন্ত করিয়া তথ্য প্রমাণ সহ বহু অভিযোগ দাখিল করা হয়। স্থানীয় বি, ডি, ওর নানাবিধ অবাঞ্ছনীয় আচরণ সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে বহু লোক অভিযোগ করেন। তাহারা একথাও জানান কংগ্রেসের কয়েকজন যাহারা পুঞ্চায় কিছু দিন পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন তাহাদের কাছেও সমবেতভাবে অভিযোগ করিলেও কোন প্রতিকারই করা হয় নাই। বরং তাহারা বি, ডি, ওর দুর্নীতিকে সমর্থন করিয়া তাহাকে জানাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

সভায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া জনশক্তির সহিত একত্র হইয়া—জনশক্তিকে আরও সচেতন ও সংঘবদ্ধ করিতে আবেদন করা হয়।

পুঞ্চা থানার এক ব্যাপক অঞ্চলে ধান একেবারেই হয় নাই। সেখানে অবিলম্বে রিলিফের কাজ আরম্ভ করিবার ও রিলিফের কাজ অব্যাহত রাখিবার, লোন প্রভৃতি সাহায্য দিবার দাবী গৃহীত হয়।

এখানেও বহু লোক, বহু শ্রমিক রিলিফের [illegible] সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য, অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হ[illegible] তাহাদের লিখিত ও মৌখিক সমস্ত তথ্য কর্ম্মী[illegible] সংগ্রহ করেন।

সভার শেষে সভাপতি সকলকে এক হইয়া নিজ [illegible] দাবী অধিকারকে আদায় করিবার জন্য আবেদন করেন। তিনি বলেন যে জনশক্তিতে আমরা নিজেরা পথ করি[illegible] না পারিলে আমাদের বাঁচিবার কোন রাস্তা নাই।

ধ্বনি ও বিরাট উৎসাহের সহিত সভার কার্য্য শেষ হয়।

বহিরাগত কর্ম্মীদের আহারাদির সমস্ত ব্যবস্থা পুঞ্চা জনসাধারণ করেন।

বরাবাজারে জনসভা

৮ই নভেম্বর শনিবার বরাবাজারে নামপাড়ায় শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হয়। শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ তাহার বক্তৃতায় সরকারী দুর্নীতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। বরাবাজার থানার যে দুইজন বিধান সভার সদস্য শ্রীভীম মাহাত ও সাগর মাহাতকে লোক সেবক সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে তাহারা নিজেদের এখনও লোক সেবক সংঘের সহিত যুক্ত বলিয়া বহু স্থানে জনসাধারণকে প্রতারণা করিতেছেন, এ বিষয়ে তিনি উপস্থিত সকলকে সাবধান করিয়া দেন। তিনি বরাবাজার স্কুল সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া বরাবাজারের জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেষ্ট ও উদ্যোগী হইয়া ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য অগ্রণী হইতে বলেন। তিনি স্কুল বিষয়ে বরাবাজার থানার জনগণের কর্ত্তব্য কি রহিয়াছে তাহাও বলেন।

লোক সেবক কর্ম্মী শ্রীরেবতী চাটার্জ্জিও বক্তৃতায় জনসাধারণকে অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে উদ্বুদ্ধ করেন।

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত তাহার বক্তৃতায় কংগ্রেসের শাসনের স্বরূপ ও এবিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত হইতে বলেন। জনসাধারণের সহযোগে রিলিফের কাজ সম্বন্ধে সরকারের নিকট যে সমস্ত প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়া বলেন যে জেলায় রিলিফের নামে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কাজ করা হইতেছে।

থানার বিভিন্ন স্থান হইতে, পটমদা বান্দোয়ান প্রভৃতি স্থান হইতেও কর্ম্মীর দল শোভাযাত্রা করিয়া এই সভায় আগমন করেন।

এখানেও রিলিফ ও অন্যান্য ব্যাপারে ব্যাপক সরকারী চুরি ও অব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

বরাবাজার থানায় লাগুডি প্রভৃতি অঞ্চলে একেবারেই ধান হয় নাই। অবিলম্বে সরকারী রিলিফ আরম্ভ করা, লোন দেওয়া প্রভৃতির সম্বন্ধে সমবেতভাবে এই সভায় দাবী করা হয়।

বরাবাজারের জনসাধারণ আগত সমস্ত কর্ম্মীদের আহারাদির সমস্ত ব্যবস্থা করেন।

—*—

ছড়া থানায় কেশরগড়ে জনসভা

গত ৩রা নভেম্বর সোমবার ছড়া থানার কেশরগড় গ্রামে—থানার বহু কর্ম্মীর সমাবেশ ও একটী জনসভা হয়। সভায় বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও জনগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। রিলিফের ব্যাপক দুর্নীতি সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং সমবেত বহু ব্যক্তি রিলিফের কাজে প্রকাশ্য দুর্নীতি সম্বন্ধে অভিযোগ করেন। স্বামী তাপসানন্দের নেতৃত্বে এখানে রবিশস্যের চাষ সম্বন্ধে ও খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে স্থানীয় অঞ্চলে জনগণ উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু বীজ সরবরাহ সম্বন্ধে ছড়ার বি, ডি, ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও বীজ সরবরাহ না করায় স্থানীয় জনগণ খাদ্যশস্য উৎপাদন বিষয়ে সরকারের প্রচেষ্টার স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া নিজেদের চেষ্টায় যথাসাধ্য করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছে। কেশরগড় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বহু পরিমাণ জমিতে চাষ হয় নাই। এদিকে রিলিফের কাজের জন্য সভায় সমবেতভাবে দাবী গৃহীত হয়।

বিরাট উৎসাহের সহিত সভার কার্য্য সমাপন হয়। সমাগত কর্ম্মীদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা গ্রামবাসীগণ করেন।

স্থানীয় সংবাদ

পৈশাচিক নির্য্যাতন

বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত পারবাইদ গ্রামের শ্রীমতী পদ্ম মাহাতানী কাশবহাল নিবাসী শ্রীনিতাই মাহাত ও অপর পাঁচজনের বিরুদ্ধে এস, ডি, ওর কোর্টে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে বান্দোয়ান থানার পারবাইদ গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী পদ্ম মাহাতানীর সহিত শৈশবে কাঁশ বহাল নিবাসী শ্রীনিতাই মাহাত এর বিবাহ হয়। শ্বশুরালয়ে নানাবিধ অত্যাচার অনাচার সহ্য করিয়াও সে শ্বশুরঘর করিতে থাকে। গত ছাতা পরবের সময় তাহার মাতা তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া যান। গত ২০শে আশ্বিন তারিখে পদ্ম মাহাতানী যখন জ্বালানী কাঠ আনিবার উদ্দেশ্যে জঙ্গলে যাইতেছিল সেই সময় তাহার স্বামী ও স্বামীর ভগ্নীপতি শ্রীগুরুচরণ মাহাত তাহাকে লাঠি লইয়া আটক করে। তাহার স্বামী তাহাকে প্রহার করিতে সুরু করে ও তাহার সহিত যাইতে বলে। সে জামা কাপড় লইতে চাইলেও তাহারা যাইতে দিতে অস্বীকার করে। গুরুচরণ মাহাত তাহার লাঠি লইয়া পদ্মবালার সাঙ্গনীদিগকে ভয় দেখায়। শ্বশুরঘরে আনিয়া তাহাকে হাত পা বাঁধিয়া অনাহারে একটি ঘরে বন্ধ করিয়া রাখে। সন্ধ্যার পরে পদ্মবালাকে তাহার ভগ্নীপতির ঘরে রাখিয়া আসিবে বলিয়া তাহার স্বামী ঘর হইতে বাহির করিয়া রাস্তায় আনে ও ভগ্নিপতির গ্রামের দিকে না গিয়া অন্য রাস্তা ধরে। ইহাতে পদ্মবালা ভয় পাইয়া যাইতে অস্বীকার করিলে তাহাকে বেদম প্রহার করা হয় ও বলপূর্ব্বক আশপাড়া নামক গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। ঐ গ্রামে একটি ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া তাহার স্বামী ও ঐ ঘরের একটি বৌ জোর করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরে ও বৌটির খাড়ুী তাহার কপালে ও গায়ে খোদাই করিতে থাকে। যন্ত্রনায় কাঁদিতে থাকিলেও তাহাকে রেহাই দেওয়া হয় না। তাহার পরও অবিরাম প্রহার চলিতে থাকে। শ্বশুরঘরে ফিরাইয়া আনিয়া পুনরায় তালা বন্ধ করিয়া রাখে। পরদিন সকালে তাহার হাতের নোয়া কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় ও না গেলে

হত্যা করিবার ভয় দেখান হয়। তখন প্রাণের ভয়ে সে তাহার ভগ্নিপতি পড়াশ্বার শ্রীপাহু মাহাতর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে ও তাহারই সাহায্যে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসে। খোদাই করার জন্য তাহার মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

—•—

সরকারী রেশন শপের ডিলার গ্রেপ্তার

সম্প্রতি গড়জয়পুর থানার অন্তর্গত সিমুলট্যাড় গ্রামের শ্রীবৈকুণ্ঠ মাহাত নামক জনৈক রেশন ডিলারকে ভুয়া রেশন কার্ডের সাহায্যে চাউল চোরাই ভাবে বিক্রয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। খবরের বিবরণে প্রকাশ যে কয়েকজন পাইকারকে চাউল বিক্রয়ের সময় গ্রামবাসিরা তাহাকে হাতে নাতে ধরে। পরে পুলিশ আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে ও পুরুলিয়ায় চালান দেয়। প্রকাশ যে, গত বিহার সরকারের আমলে গড়-জয়পুরের ২৯ জন যুবকের উপর যে মিথ্যা মামলা করিয়া অযথা হায়রাণ করা হইয়াছিল, সেই মিথ্যা মামলায় শ্রীবৈকুণ্ঠ মাহাত সরকারের তরফে অন্যতম সাক্ষী ছিলেন।

পুরুলিয়া ইলেকট্রিক শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট

পুরুলিয়া বিজলী মজদুরদের ধর্ম্মঘট পশ্চিমবঙ্গ শ্রম দপ্তরের অনুরোধক্রমে ৭ই নভেম্বর হইতে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইতিমধ্যে কোনও সুরাহা না হইলে আগামী ২৩শে নভেম্বর '৫৮ হইতে ধর্ম্মঘট সুরু হইবে।

শোক সংবাদ

বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত চড়িদা গ্রামের লোক সেবক সংঘের বিশ্বস্ত কর্ম্মী শ্রীরজেন্দ্র নাথ রায় প্রায় দেড়মাস রোগ ভোগের পর মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে গত ২১শে ভাদ্র তিনটি নাবালক সন্তান এবং বিধবা স্ত্রী রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইতেছি।

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

(পত্র প্রেরকগণ এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পত্রাদি পাঠাইবেন। পত্র সংক্ষেপে লেখা প্রয়োজন প্রয়োজন হইলে পত্র সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত বা পত্রের অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় না। পত্রে পত্র প্রেরকের নাম ও ঠিকানা না থাকিলে পত্র প্রকাশ করা হয় না।)

অনাহারে মৃতা ঠাকুমার পৌত্রপৌত্রীও মরণোন্মুখ

পুঞ্চা থানার কোনাপাড়া হইতে শ্রীদুর্গাচরণ মাঝি লিখিতেছেন ঃ—পুঞ্চা থানার অন্তর্গত সৌরা মৌজার টোলা পারবাইদ গ্রামের শ্রীমতী অলকা মাহা-তানী গত ১১।৯।৫৮ তারিখে অনাহারে পরলোক গমন করিয়াছে। ইহার দুরবস্থার বিষয় আমরা গত এক বৎসর যাবৎ স্থানীয় ডি, এল, ডব্লু এর মারফত বি, ডি, ওকে জানাইয়া আসিতেছি। গত বৎসর মাত্র দুই দফে ৬৲ চারি টাকা খয়রাতী বাবদ দিয়াছেন। প্রকাশ এইরূপ অনাথাদের জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু কিছু খয়-রাতী দেওয়া হয় কিন্তু ইহাকে মাত্র ঐ দুই দফে ৬৲ টাকার বেশী কিছুই দেওয়া হয় নাই। এই এক বৎসর কাল গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের নিকট পাকান্ন ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

গত ৩০।৮।৫৮ তারিখে স্থানীয় বি, ডি, ও মহাশয় কোণা পাড়া গ্রামে খয়রাতী দিবার জন্য আসিলে আমরা এই মুমূর্ষু অনাথার বিষয় তাঁহাকে অবগত করি এবং তাহাকে দেখিয়া যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করি কিন্তু তিনি বলিলেন টাকা কড়ি নাই-ডি, এল, ডবলিউ মার-ফত দরখাস্ত করিয়া জানাও। পরে পারবাইদ গ্রামে বি, ডি, ও গাড়ী আটকাইয়া তাঁহাকে আবার ঐ অনা-থার কথা জানাই এবং ঐ অনাথাকে একটি বার দেখিয়া যাবার জন্য গ্রামের লোক বিশেষ অনুরোধ করা সত্ত্বেও গ্রামস্থ লোকের কথায়ও কোন কর্ণপাত করিলেন না। উপস্থিত ঐ মৃত অনাথার একটি নাবালক নাতী একটি নাতনী আছে। তাহাদের একজন এক বাড়ীতে কাজ করিয়া খায়। আর নাতিটী ঐরূপ পাকান্ন ভিক্ষা করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

অতি শীঘ্র ইহাদের সরকারী হইতে কোন ব্যবস্থা না করিলে ইহারাও ঐরূপ অবস্থায় কিছু দিন যাবার পর তাহাদের ঠাকুরমার পথ অনুসরণ করিবে।

পার্কের নিয়ম কাদের জন্য?

পুরুলিয়া মুন্সেফডাঙ্গা হইতে সর্ব্বশ্রী ধীরেন্দ্র নাথ মিশ্র, নিত্যানন্দ রায়, বিনয় কুমার মুখার্জী ও হরকুমার দাসগুপ্ত জানাইতেছেন—আমরা দেখিলাম W. B. D. 9098 গাড়ীটী ৪।১১।৫৮ তারিখে বেলা ১১ টার সময় পার্কের নিকট দাঁড়াইল। মালী দৌড়াইয়া গিয়া গেট খুলিয়া দিল এবং গাড়িটি পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রেস কোর্সের ঘোড়ার ন্যায় পার্কের মধ্যে ঘুরিতে লাগিল; পরে জানিলাম যে গাড়িটি প্রায়ই এইরূপ অবস্থায় দেখা যায়।

সামনেই নোটিশ বোর্ডে দেখিলাম কতকগুলি আইন লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; তন্মধ্যে ৩নং আইন এই যে পার্কের মধ্যে কোনো সাইকেল বা গাড়ী প্রবেশ নিষিদ্ধ। জনৈক মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মীও ঐ পার্কে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট খোঁজ লইয়া জানা গেল গাড়িটি খোদ চেয়ারম্যান সাহেবের। এবং কর্মচারীর নিষেধ সত্ত্বেও গাড়িটি পার্কে প্রবেশ করিয়াছিল।

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে এইসব নিয়ম কানুন সকলের জন্য, না চেয়ারম্যান ব্যতিরেকে?

"অচিকিৎসায় ও অনাহারে মৃত্যু"

পুঞ্চাথানার শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সিংসর্দ্দার ও মদন মোহন সিংসর্দ্দার জানাইতেছেন ঃ—

পুঞ্চাথানার অন্তর্গত কেন্দাড মৌজা টোলা কুসুম-টিকরী গ্রামে শ্রীমতী গিরিবালা সর্দ্দারিন নামে ৬০ বৎস-রের এক অনাথা জুহুর ঘাঁটা, শাকসিদ্ধ ও শাকের ডাঁটা-সিদ্ধ খাইয়া, ভেদবমি হইয়া অচিকিৎসায় অনাহারে মারা গিয়াছে। মৃত্যুকালে মাতৃপিতৃহীন অনাথ ১০ বৎসরের নাবালক ভাইপোকে সংসারে রাখিয়া গিয়াছে। সে

সরকার হইতে সাহায্য বাবৎ সাপ্তাহিক একটাকা করিয়া প্রতি শনিবারে রিলিফ পাইত। কিন্তু তাহাতে তাহার এক সপ্তাহের খরচ পত্র চলিত না বলিয়া ভিক্ষা করিত। বর্ত্তমান সময়ে ভিক্ষা করিয়া সামান্য ভিক্ষালব্ধ জুহুর পাইত। স্বল্প জুহুর ঘাঁটা, শাকসিদ্ধ ও শাকের ডাঁটার-সিদ্ধ খাইয়া দুই তিন দিন থাকিয়া ১০ই আশ্বিন শনিবার উক্ত রিলিফ টাকা পাইবার জন্য পুঞ্চা ব্লক অফিসে যায় এবং ভেদবমি হইয়া সমস্তদিন পড়িয়া থাকে। সরকারী ডাক্তার দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ চিকিৎসা হয়। পরে সন্ধ্যাবেলা গ্রাম্য লোকের দ্বারা সংবাদ পাইয়া খাটে করিয়া তাহাকে গৃহে আনা হয়। কিন্তু ডাক্তার দেখাইবার মত গরীবের পয়সা নাই; পেটে আহার দিবার মত খাদ্য নাই; ও সাহায্য করিবার মত গ্রামে লোক নাই। কাজেই অযতনে, অনাহারে, ও অচিকিৎসায় ভিজা মাটিতে পড়িয়া ১৩ই আশ্বিন রাত্রি ৩টার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

খসড়া নির্ব্বাচক তালিকা প্রকাশনের বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সূচিত করা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার (পুরুলিয়া জেলা) রঘুনাথপুর, ঝালদা, আড়সা, পুরুলিয়া, বলরামপুর, মানবাজার, এবং কাশীপুর নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের নির্ব্বাচক তালিকা, জনপ্রতিনিধিত্ব (নির্ব্বাচক সূচী প্রস্তুত করণ) আইন, ১৯৫৬, অনুযায়ী প্রস্তুত হইয়াছে এবং উক্ত তালিকার এক প্রতিলিপি কার্য্যালয়ের কার্য্য কাল মধ্যে, নির্ব্বাচক নিবন্ধন পদাধিকারীর অফিসে জেলা নির্ব্বাচন অফিসে এবং থানায় (সেই থানার অংশ) পরিদর্শনার্থে পাওয়া যাইবে।

নির্ব্বাচক তালিকায় কাহারও নাম সম্মিলিত করাই-বার জন্য প্রত্যেক দাবী এবং কোন অপর ব্যক্তির নাম সম্মিলিত হওয়ার বিপক্ষে বা বর্ত্তমান তালিকায় উল্লিখিত কোন বিশেষ প্রবিষ্টির বিপক্ষে প্রত্যেক আপত্তি ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের ৪ঠা তারিখে বা তৎপূর্ব্বে করিতে হইবে।

যে পুনরীক্ষক পদাধিকারীর (Revising Authority) নিকট এই সকল দাবী বা আপত্তি দিতে হইবে

তাঁহার নাম শ্রী এ, আর, বোস (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট)। স্থান, পুরুলিয়া। প্রত্যেক দাবীপত্র ৪নং ফরমে এবং প্রত্যেক আপত্তি ৫নং ফরমে করিতে হইবে।

প্রত্যেক দাবী বা আপত্তি উক্ত পুনরীক্ষক পদাধিকারীকে (Revising Authority) সম্বোধিত করিয়া, তাঁহার নিকট বা নির্ব্বাচক নিবন্ধন পদাধিকারীর নিকট দিতে হইবে, অথবা পুনরীক্ষক পদাধিকারীর (Revising Authority) নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

সচিবের বিবৃতি

মানবতার দৃষ্টিতে দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতি অনুসরণ করুন

রাজনৈতিক ক্ষমতার দৃষ্টিতে কংগ্রেস তাহার কাজ করিবেই—ইহা স্বাভাবিক। সকল দেশে সকল দলেই ইহা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে দুইটি বিশেষ প্রশ্ন বিশেষভাবে বিচার্য্য। এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব কি দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া—যে কোনো রকম দুর্নীতির সহায়তা লইয়া চলিবে? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন, জাতির অপরিহার্য্য জীবন যাত্রা সম্পর্কিত জরুরী শাসন ব্যবস্থার সুযোগকে—নিরন্ন আর্ত্তমানুষের মুখের অন্নের বরাদ্দ হাতে পাওয়ার সুযোগকে—স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইয়া—তাহার অপব্যবহার করিয়াই কি এহেন কদর্য্য ভাবে ক্ষমতার রাজনীতি চলিবে? আমাদের অনুরোধ—কংগ্রেস ক্ষমতার রাজনীতি লইয়া দ্বন্দ্ব করুন আপত্তি নাই—কিন্তু তাঁহারা এই রাজনীতিকে যেন কদর্য্য দুর্নীতির নামান্তর রূপে পরিণত না করেন—যেন তাঁহারা নিরন্ন আর্ত্ত বুভুক্ষু মানুষের বাঁচিবার মুখের অন্ন কাড়িয়া রাজনীতি না করেন। দুর্নীতিমুক্ত রাজনীতিই বলিষ্ঠ রূপ ধারণ করিতে পারে। জানি, আজ এই আবেদন পরিহাসের মত শোনাইবে; তবু মানবতার নামে আজ আমাদের এই আবেদন।

আমাদের আবেদন

এই আবেদন লইয়া সরকারের প্রতি এই অনুরোধ জানাইতেছি—(১) জেলার যা সাম্প্রতিক অবস্থা তাহা উপলব্ধি করিয়া উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে যোগ্য সহায়তায় অগ্রসর হোন (২) নিরন্ন মানুষের সহায়তার নামে ব্যাপক যে দুর্নীতি চলিতেছে—তাহা রোধ করিবার জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করুন—নিজেদের রাজনীতিকে তাহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করুন (৩) এ সম্পর্কে জনগণের বাঞ্ছিত সহায়তা গ্রহণে সরকার মুক্ত মন লইয়া অগ্রসর হউন। নতুবা জেলার এই আসন্ন সংকট কাটিবে না—লোকে আরো বহু দুর্গতি ভোগ করিবে। জনসাধারণ তাহা যোগ্যতার সহিত, দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইলে বহু দুঃখের এখনি অবসান হইবে। আমরা তো বলিয়াছি—ইহার জন্য আমাদের সহযোগিতা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সরকার সাড়া দিবেন কি? অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সং

আতা বীজ (মাদাল বীজ) সংগ্রহ

আতা বীজ বা মাদাল বীজ সংগ্রহের সময় চলিতেছে। আমাদের কর্ম্মীরা সকলে উদ্যোগী হইয়া এই বীজ সংগ্রহ করিয়া আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসে বা থানা ব্যবস্থাপকের নিকট পাঠাইয়া দিন। জনসাধারণের মধ্য হইতে এই বীজ সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় গাছের সহিত এই গাছের ব্যাপক প্রসার করা আমাদের লক্ষ্য। কারণ এই গাছ যেখানে সেখানে হয়—গরু ছাগল এই গাছ খায় না। খাদ্যের অনটনের সময়ে বহু লোকে কাঁচা আতা (মাদাল) সিদ্ধ করিয়া খায়। এই দৃষ্টিতে ইহা খুবই প্রয়োজনীয়। ইহার ব্যাপক প্রসার হইলে অনটনের সময় কতকটা সহায়তা হইবে। পাকা আতা খাইতে সুস্বাদু। বড় বড় সহরে ইহার চাহিদাও আছে। ইহা বিক্রয় করিয়া চাষী কিছু রোজগারও করিতে পারে। গ্রামে ঘরে ইহার প্রসার হইলে শিশুরা একটা ফল খাওয়ার সুযোগ পাইতে পারে। এই গাছ স ছে হয়। সুতরাং যে সকল গাছ বিশেষভাবে প্রসারের আমরা চেষ্টা করিতেছি—বিভিন্ন কারণে এই গাছ তাহাদের অন্যতম।

লাগাইবার সময় বীজ পাওয়া দুষ্কর হয়। লোকে বীজ ফেলিয়া দেন। এই সময়ে সকলে বিশেষ তৎপর হইলে বীজ পাওয়া যাইবে। গাছ-পাকা ফলের বীজই বাঞ্ছনীয়। গাছ হইতে পাড়িয়া পাকা আতা খাইয়া ছেলেরা গাছের নিচে বীজ ফেলিয়া দেয়—সেজন্য গাছের তলা খুঁজিয়া বীজ সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল বীজ পাওয়া যাইবে। গাছ-পাকা আতা খাইবার সময় বীজ রাখার কথা মনে রাখিতে হইবে। কর্ম্মীরা এ বিষয়ে চেষ্টা করুন—আমাদের আরো অনেক আতা বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ

মাঙ্গলিক সাহিত্য বীথির উদ্যোগে পুরুলিয়াতে বিপিন চন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

১৯শ বর্ষ
৪১শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৫—২৪শে নভেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

অনাহারে মৃত্যু চাপা দিতে নগ্ন ষড়যন্ত্র

সরকারী অপকৌশলের তথ্য উদ্‌ঘাটন

মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক একদিকে এ বিষয়ে ষড়যন্ত্রকারী নিয়োগ অন্যদিকে তাঁহাদের দ্বারা যথার্থ তদন্ত ও ন্যায় বিচারের অভিনয়

কলিকাতা হইতে প্রেরিত অফিসার সহ স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক বেআইনী দুষ্কৃতি

দুইচারিজন দালাল খাড়া করিলেও গ্রামের সকল মানুষের উপলব্ধ সত্য চাপা দিতে পারিবেনা

ভারতীয় কংগ্রেস এই ষড়যন্ত্রের তদন্তে আগাইয়া আসুন

অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে চাপা দিবার যে সরকারী ষড়যন্ত্র হইয়াছে—এখানে তাহার কতকগুলি অভিনব ঘটনার তথ্য বিবরণ উদ্‌ঘাটিত করিতেছি। প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রদত্ত ঘটনাগুলির বিষয়ে সোজা জবাব দিয়াছেন—যথার্থ তদন্ত হইয়াছে—এই সমস্ত ঘটনায় প্রত্যেকটি মৃত ব্যক্তি রোগে মরিয়াছে—অনাহারে নয়; আপনাদের সংবাদ ভিত্তিহীন। খাদ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন—কলিকাতা হইতে বিশেষে এই তদন্তে প্রেরিত আমাদের অফিসার রিলিফের ডেপুটি ডিরেক্টার—ঘটনাগুলি তদন্ত করিয়া যাহা বিবরণ দিয়াছেন—তাহা সকল সন্দেহের উর্দ্ধে। জন স্বার্থের দৃষ্টিতে এহেন তদন্তের স্বরূপ ও এহেন অফিসারদের কীর্ত্তি উদ্‌ঘাটিত করিতে বাধ্য হইলাম। অনাহারে মৃত দুর্ভাগাদের মর্ম্মান্তিক বেদনার বিষয় লইয়াও কিভাবে নিষ্ঠুর রাজনীতি চলে এবং এই রাজনীতির সহিত কি ভাবে কংগ্রেস মন্ত্রীরা সক্রিয় ভাবে যুক্ত হন—তাহা এই ঘটনাগুলি হইতে উদ্‌ঘাটিত হইবে।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর হইতে)

ডেপুটি ডিরেক্টারের কীর্ত্তি

পরিশুদ্ধ তদন্তের জন্য বিশেষ ভাবে প্রেরিত ডেপুটি ডিরেক্টার অফ রিলিফ পুরুলিয়া জেলায় আসিয়া—গ্রামে না পৌঁছিয়া, দালাল খাড়া করিয়া—তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদের দালাল সংগ্রহে বেআইনী কার্য্যে পরিচালিত করিয়া যে ভাবে তথ্যাদি দিয়াছেন—সেই তথ্য মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর কাছে—নির্দ্বিচারে গ্রহণযোগ্য। আমরা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান—সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া ঐ অফিসারের প্রদত্ত রিপোর্টকে বারম্বার অসত্যপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ বলা সত্ত্বেও—মন্ত্রীরা জবাব দিয়াছেন—ইহা আমাদের নিকট সকল সন্দেহের ঊর্দ্ধে। অর্থাৎ অভিযোগেরও বিচার ইঁহাদের কাছে নাই। কিন্তু এই অফিসার সম্পূর্ণ অসত্য তথ্য সমৃদ্ধ সরবরাহ করিয়া একদিকে যেমন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন—অন্যদিকে তেমনি তদন্তে গিয়া—গ্রামের জনসাধারণের সাক্ষ্য না লইয়া দালাল খাড়া করিয়া—তদন্তের অভিনয় করিয়া তিনি আরো গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। বালিগাড়া গ্রামে শ্রীবুধু মাহাতীর মর্ম্মন্তুদ ঘটনার তদন্ত তিনি কি ভাবে করিয়াছিলেন—সে বিষয়ে গ্রামবাসীগণের এই পত্রখানি হইতে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে। এই ডেপুটি ডিরেক্টারের অপকীর্ত্তি বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে সমস্ত গ্রামবাসী আজ প্রস্তুত। পুরুলিয়া থানার বালিগাড়া গ্রামবাসীগণের পত্রখানি এই :—

বালিগাড়া
১২।৯।৪৮

মাননীয় লোক সেবক সংঘ সচিব মহোদয়, পুরুলিয়া।

পুরুলিয়া থানার অন্তর্গত বালিগাড়া গ্রামবাসীগণ জানাইতেছেন যে—বিগত ৪ঠা ভাদ্র তাং জি, এল, আর এবং এস, আই অনাহারের তদন্তে আসিয়াছিলেন। তাহারা বুধু মাহাতীর ঘর বাড়ী সমস্ত দেখিয়া লন। তাহাদের এখানে গ্রামের অনেক লোক জমায়েৎ হইয়াছিল। যে সকল লোককে ইঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলেই বলিল না খাইয়া মরিয়াছে। বুধু মাহাতীর বাড়ী হইতে তদন্তকারীগণ এবং জি, এল, আর শ্রীবংশলাল গোপকে এক জায়গায় একলা ডাকিয়া লইয়া কি পরামর্শ করে। আমরা জনসাধারণ গ্রামের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলিলে জি, এল, আর কি লিখিলেন জানি না। তাহার পর তাহা চলিয়া যান। সঙ্গে এই সারকেলের তহশীলদার ছিলে

তাহার পর ১৩ই ভাদ্র শনিবার ডেপুটি সেক্রেটা আবার সি, আই এর সঙ্গে আসেন। কিন্তু তিনি ১। তফাতে মাকড়াবেড়ার পলাশ জঙ্গলেই থাকে সেদিন বৃষ্টি পড়িতেছিল সেই অবসরে সি, আই শ্রীগোপ গ্রামের কাহাকেও না জানাইয়া চুপি চুপি ডাকিয়া লই যান। শ্রীগোপ প্রথম দিন হইতেই অনাহারে মরে বলিয়া সাক্ষী পুরেন। সরকার হইতে যে সকল তা হইয়াছে তাহা অসত্য ও জাল। জি, এল, আ শ্রীগোপকে মহুরীতে বহালী ও বর্তমানে ডিলার দি দিব বলিয়া আশা দিয়াছেন। তাহারা তিলারসিপ জন্য খুব ছুটাছুটি করিতেছে। শ্রীগোপ এর বড় শ্রীঅরুণ গোপ জনসাধারণের সামনে অনাহারে মরিয়াছে বলিয়া সাক্ষী আছেন। শ্রীগোপ জমিদারী অফি চাকরী করিতেন; চাকরী হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন সেই লোকটিকে আজ সরকার সাক্ষী ধরে এবং ডিলা সিপ দিবার আশাও দিয়া থাকেন। এবিষয়ে উর্দ্ধত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীআহ আনসারী গ্রামে গিয়া সত্যতা জানিতে বলি তিনি হাঁটিয়া যাইতে অস্বীকার করেন। গ্রামের জন সাধারণ কাহাকেও জানান নাই বা বুধু মাহাতীর বা ভ্রাতাগণ উক্ত স্থানে পৌঁছিবার আগেই শ্রীসেক্রেটারী জীপ যোগে চলিয়া যান। শ্রীআহ আনসারী শ্রীগোপে কথার প্রতি উত্তর করিলে শ্রী সি, আই সাহেব—ফৌজদা করিতে আসিয়াছেন—ঐ রূপ বলিয়া থাকেন। বর্ত্তমা কংগ্রেসী তদন্তের ঐরূপ ফল। ইতি—

বিনীত—বালিগাড়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষে—

সর্ব্বশ্রী পীর মহম্মদ আনসারী, অর্জ্জুন মাহাত, অর্জ্জুন কর্ম্মকার, হেলারাম মাহাত, আহু আনসারী, নিবারণ বাউরী, মুরারী মোহন মাহাত, কুরবান আনসারী, হাঁসু মাহালী, মনসারাম মাহাত, রামপদ গোস্বামী, শশধর মাহাত, ইব্রাহিম আনসারী, ছুটু মাহালী, জয়রাম মাহাত, জংচাঁদ মাহাত, ছুটু নাপিত, চাঁদ মাহাত, আলম আনসারী, গুড়কু মাহালী, দেবেন্দ্র বাউরী, গোচ মাহালী, হেলারাম মাহাত, মকসেদ আনসারী, নিতাই বাউরী, পরিক্ষীত মাহাত, কালীপদ বাউরী, ভজহরি দাস, শুভরাম মাহাত।

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুক্তি

৮ই অগ্রাহায়ণ, সোমবার

শ্রীনেহেরুর রাজত্বে একটি ঘটনা

কংগ্রেস মুখে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলিলেও কংগ্রেসী অবিচার ও অত্যাচারের স্বরূপ কি নগ্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে আজ দেশের সকলেই আমরা জানি। কেরলের ব্যাপারে কংগ্রেস আজ উন্মিয় যে, কেরলে মানুষের নিরাপত্তা নাই। যেন কংগ্রেসী শাসিত প্রদেশগুলিতে মানুষের নিরাপত্তা সৃষ্টির ন্যায় সত্য। কিন্তু মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় সংগ্রামকারী পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীরা মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন যে, কংগ্রেসী নিরাপত্তার সত্যকার স্বরূপ কি।

বিহারের কংগ্রেসী আমল গিয়াছে—আজ বাংলা কংগ্রেসী আমল। বিহার কংগ্রেসী আমলের সেই জঘন্য উপদ্রবের ধারা আজও আদৌ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কেরলরাজ্যে নিরাপত্তার বিষয়ে বিচলিত কংগ্রেসী মহলের প্রচারের দিনে সমগ্র দেশের অবগতির জন্য একটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তথ্য পরিবেশন করিতে আজ আমরা বাধ্য হইতেছি।

ঘটনাটির একটি পটভূমিকা আছে। বিহার সরকার যেমন তাঁহার সাম্রাজ্যবাদ চালাইবার জঘন্য উদ্দেশ্যে জেলার অগণিত মানুষের জীবনে অগণিত অত্যাচার অনাচার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহার পটভূমিকার মধ্যে নিরাপত্তার জীবনে বিষসৃষ্টির বৃহৎ বৃহৎ কাণ্ড অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তেমনি আজ বাংলা কংগ্রেসী শাসনের আমল হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক বিহার কংগ্রেসী শাসনের মত রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থবাদ চালাইবার উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া জেলায় বাংলা সরকারও রাজনৈতিক কর্ম্মীদের তথা রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন জনসাধারণের বহু জনের উপর বহুবিধ অত্যাচার, অনাচার, দমন পীড়নের ব্যাপক এক পটভূমিকা সৃষ্টির কাজ আরম্ভ করিলেন। এই দুই বৎসরের নগ্ন অবিচারের সেই পটভূমিকার মধ্যেই এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে।

বিহার আমলে সরকারের বেশী লক্ষ্য ছিল—বান্দোয়ান। কারণ বান্দোয়ান থানার জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা অন্য থানার তুলনায় কিছু সজাগ ও ব্যাপকতর—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বিহার আমলে বান্দোয়ানের কর্ম্মীদের উপর মামলা মোকর্দ্দমা, অনাচার, অবিচার বহু বেশী ভাবে লাগিয়াই ছিল। বাংলা সরকার আসিয়া ঠিক সেই বিহারের কংগ্রেসী শাসনের ধারাটি অনুসরণ করিলেন এবং বিহার সরকারের সংগৃহীত সমাজ বিরোধীদের—মারাত্মক জনশত্রুদেরই নিজের অবাঞ্ছিত কাজে সরাসরি নিযুক্ত করিলেন। বঙ্গভুক্তির সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিয়া এই দীর্ঘকাল ধরিয়া বান্দোয়ানে কংগ্রেসী অনুচরদের সহিত পুলিশদের তথা অফিসারদের ষড়যন্ত্রের যোগে রাজনৈতিক কর্ম্মীদের উপর বহু মিথ্যা মামলা, অত্যাচার, অবিচার অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। এই কদর্য্য এক রাজনৈতিক পটভূমিকার মধ্যেই সম্প্রতি একটি মারাত্মক অভিনব ঘটনা ঘটিয়াছে—যাহার উল্লেখ এখানে করি।

লোক সেবক সংঘের সচিব আমাদের এই ঘটনাটি জানাইয়াছেন। ঘটনা সম্পর্কে তিনি আমাদের জানাইতেছেন যে, বান্দোয়ান থানার সাগা তুলসিডি বলিয়া একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে এহেন দুই ব্যক্তির একটি বাঁধ আছে, যাহারা লোক সেবক সংঘের বিশিষ্ট ভক্ত। সংঘের সকল কাজের সঙ্গে সর্ব্বদা রহিয়াছেন। সুতরাং কংগ্রেসীরা তাঁহাদিগকে ঐ বাঁধের মাছ লইতে দিবে না। একেবারে বেআইনী অন্যায় জুলুম। কিন্তু বেআইনী হইলে হইবে কি—স্বয়ং পুলিশের কাছ হইতে ষড়যন্ত্রের পরিচালনা আসিতেছে। মাছ ধরিতে গেলে মাছ আটক করিবার, মারপিট করিবার কংগ্রেসী উপদ্রব সুরু হইল। মালিকেরা থানা পুলিসে সংবাদ দিলেন। তদন্তের নামে পুলিসের অদ্ভুত আচরণ দেখা দিতে লাগিল। কংগ্রেসীদের উৎসাহ প্রদানে ও ষড়যন্ত্র পরিচালনায় পুলিসের যোগ বহু ভাবে প্রমাণযোগ্য রূপে ধরা পড়িল। পুলিস সুপারিনটেনডেন্টকে জানান হইল। তিনি অফিসার পাঠাইলেন। এই অফিসারী তদন্তও বহু কারচুপীর বেড়া জাল সৃষ্টি করিল। অবশেষে বাঁধের মালিকেরা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিচারান্তে মুন্সেফ রায় দিলেন—বাঁধ আবেদন কারীদের সম্পত্তি—উপদ্রবকারী ২৯ পক্ষেরা বাধাসৃষ্টির জন্য আইনে দণ্ডনীয়। এস, ডি,ও হুকুম দিলেন—১৪৪ তোলা হইল—আবেদনকারীরা বাঁধের সম্পত্তি ভোগ করিবে—বাধা প্রদানকারীরা দণ্ডনীয় হইবে।

মাত্র কয়েকদিন হইল বাঁধের মালিকেরা বাঁধের সম্পত্তি ভোগদখলের হুকুমনামা পাইয়াছেন। বিগত ২১শে নভেম্বর তারিখে বান্দোয়ানে লোক সেবক সংঘের এক জনসভা ছিল। কর্ম্মীরা সকলেই উহাতে যোগদান করেন। এই অবসরে কংগ্রেসী অনুচরেরা রাত্রে থানা পুলিশের দরবারে ঘন ঘন আনাগোনা করিয়া দীর্ঘ বৈঠক

করিয়া পুলিসের যোগে এক অভিনব পরিকল্পনা স্থির করে। এবং পরদিন ভোর হইতে দেখা যায় যে, কংগ্রেসীরা সমবেত হইয়া,—তীর ধনুক, লাঠি ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাঁধ ঘেরাও করিয়াছে। তাহারা তুলসীডি প্রভৃতি গ্রামের জনসাধারণের বাঁধের দিকে যাওয়া বন্ধ করিতে থাকে—গ্রামবাসীদের উপর বহু জুলুম করিতে থাকে—নিরীহ গ্রামবাসীর চলাফেরা বন্ধ করে। হিংসাত্মক মনোভাবাপন্ন কংগ্রেসী উপদ্রবকারীরা মারাত্মক রূপ ধারণ করিয়া এইভাবে শান্তিপ্রিয় জনগণের নিরাপত্তা ঘোরতরভাবে বিঘ্নিত করে—এবং বিশেষ কতকগুলি লোককে মারিবার জন্য তাহারা প্রকাশ্যে ঘোষণা ও আস্ফালন করিতে থাকে।

লোক সেবক সংঘের সচিব বলিয়াছেন—তিনি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এই নূতন গুরুতর পরিস্থিতির কথা জানাইয়াছেন এবং তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, পুলিস বা সরকার কার্য্যকরী কিছু করিবে বলিয়া তাঁহার আস্থা নাই। তবে তিনি এই বিষয়ে পুলিসের আচরণ যাচাই করিবার জন্য তাঁহাকে জানাইয়াছেন। পুলিস সাহেব বলিয়াছেন—যথার্থ মালিক ন্যায়সঙ্গত অধিকার পান—এই বিষয়ে তিনি দেখিবেন। সচিব আমাদের বলিয়াছেন—এ বিষয়ে পুলিসের আচরণ বহু কিছুই তাঁহারা দেখিয়াছেন—এবং এই ক্ষেত্রেও পুলিসের ব্যবস্থা দ্বারা কি হয় তাহাও তিনি প্রকাশ করিবেন।

বাঁধের ব্যাপার লইয়া যে সকল ব্যক্তি কংগ্রেসীদের হাতে উপদ্রব ভোগ করিয়াছে—তাহারা সকলে লোক সেবক সংঘের ব্রতধারী কর্মী নয়। তাহারা বিরোধীদের চেয়ে বহু গুণ বেশী শক্তিতে শক্তিমান হইয়া নিজেদের পন্থায় উপদ্রবকারীদের সায়েস্তা করিতে সমর্থ এবং তজ্জন্য আগ্রহান্বিতও। সংঘকর্মীরা তাঁহাদের বলিয়াছেন যে—বাঁধের ব্যাপারে যখন সংঘকর্মীরা শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার লক্ষ্যে বরাবর কাজ করিয়াছেন—তখন এ বিষয়ে জনসাধারণ যেন শান্ত থাকিয়া অপেক্ষা করেন। তাছাড়া, এ বিষয়ে পুলিস তথা সরকারের স্বরূপকে যাচাই করিয়া লওয়ার জন্যও অবকাশ গ্রহণ করা দরকার।

জনসাধারণের প্রত্যেকে যাহাতে নিজ ন্যায়সঙ্গত অধিকার শান্তিপূর্ণভাবে ভোগদখল করিতে পারেন—তজ্জন্য লোক সেবক সংঘের কর্ত্তব্য আছে। সেজন্য সচিব বলিয়াছেন—ব্যাপার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যদি লোক সেবক সংঘের কার্য্যধারায় চলিবার শক্তি বা ইচ্ছা রাখেন—তাহা হইলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংঘকে নিজেদের অহিংস-কর্ম্মধারায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেও হইবে। এই ক্ষেত্রে এই বিষয়ে লোক সেবক সংঘের দায়িত্বও বিশেষভাবে দেখা দিতে পারে। এবং এ বিষয়ে সংঘকর্মীদের তথা ঐ বাঁধের মালিকদের কাছে বিশেষ এক প্রস্তাবও উত্থিয়াছে। তাঁহারা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিলে—ঐ বাঁধ বিষয়ে সংঘের এক সবিশেষ দায়িত্বও দেখা দিবে। এ বিষয়ে সংঘ পরে জনসাধারণকে সমস্ত তথ্য অবহিত করিবেন—বলিয়া সচিব জানাইয়াছেন।

বান্দোয়ানে জনসাধারণের সম্পত্তি, অধিকার এবং নিরাপত্তা ঘোরতরভাবে বিপন্ন করিয়া মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যাহারা উপদ্রব করিতেছে—তাহারা যে আর কেহই নহে—ইহারা যে কংগ্রেস কর্মী—ইহা দিনের আলোর ন্যায় সত্য। ইহার অপ্রতিরোধ্য প্রমাণও আছে। শ্রীনেহেরুর রাজত্বে আজ কাহারও ক্ষমতা নাই—ইহা অস্বীকার করিতে পারে। ঐ উপদ্রবকারীরাই বিহারে আমলেও দিনের পর দিন এইভাবে মারাত্মক অস্ত্রে উপদ্রব করিয়া জেলার নিরাপত্তা ঘোরতরভাবে বিঘ্নিত করিয়াছিল—কংগ্রেসী উপদ্রবে ধনপ্রাণ গভীরভাবে বিপন্ন হইয়াছিল। সেদিন জেলাবাসী কর্তৃক সমগ্র কংগ্রেসকে—শ্রীনেহেরুজী তথা সমস্ত প্রধান কংগ্রেস নেতাদিগকে,—সংশ্লিষ্ট সমস্ত সরকারকে সব বিষয় জানাইয়াও কিছু হয় নাই। উপরন্তু ঐ সকল নেতারা ঐ উপদ্রবকারীদিগকে এই নিরাপত্তা বিঘ্নের মারাত্মক কাজে নিয়ত উৎসাহই দিয়া গিয়াছিলেন—এমন কি, পরিচালনা দানও করিয়াছিলেন। ঠিক আজও আবার ঐ ধারাই চলিয়াছে। শ্রীনেহেরুজী ও অপর কংগ্রেস নেতারা কংগ্রেসী কুশাসনে জয়গান করিতেছেন। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি—কংগ্রেসী এই মারাত্মক উপদ্রবের প্রতিকারে কোনো ব্যবস্থাই শ্রীনেহেরুজী বা ঐ নেতৃবৃন্দ করিবেন না। কারণ ঐ প্রত্যেকটি নেতা ব্যক্তি স্বার্থে ও গোষ্ঠীস্বার্থে মারাত্মক রাজনীতির পরিপোষক। ইহাই যাঁহাদের অবস্থা—বান্দোয়ানের ন্যায় একক জন্য মারাত্মক, নগ্ন, সাংঘাতিক প্রকাশ্য উপদ্রবের রাজনীতি যাঁহাদের নিত্য ধর্ম—কেরল রাজ্যে কমিউনিষ্ট শাসনে জনগণের নিরাপত্তা নাই বলিয়া চিৎকার করিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে?

———•———

অনাহারে মৃত্যু চাপা দিতে নগ্ন ষড়যন্ত্র

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

বালিগাড়ার আর একখানি চিঠি

ডেপুটি ডিরেক্টারের তদন্তের সময় শ্রীরঙ্গলাল গোপকে যে ভাবে উহারা ডাকাডাকি করিতেছিলেন এবং তদন্তের পূর্ব্বে উহাকে সরকারী অফিসে যেভাবে যোগাযোগ করিতে দেখা গেল তাহাতে শ্রীগোপ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে ধারণা হয় যে, উনি সম্ভবতঃ সরকারী দালাল। আর এক সরকারী অফিসারের কীর্ত্তি উদ্ঘাটিত করিয়া শ্রীগোপ নিজেই যে একটি পত্র দিয়াছেন—তাহা সমগ্র ষড়যন্ত্রটির উপর অধিকতর আলোকপাত করিয়াছে। উল্লিখিত এই পত্রটি শ্রীগোপ নিজে আমার হাতে দেন। এই পত্রটি আমার কাছে দিবার সময়ে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীসুনীল কুমার গাঙ্গুলী, শ্রীসুরেশ চন্দ্র মাহাত, শ্রীলখোদর মাহাত, শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী, শ্রীরসরাজ মাহাত। শ্রীগোপের পত্রখানি এই :—

শ্রীঅরুণ চন্দ্র ঘোষ সমীপে

মহাশয়,

আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমার সম্বন্ধে যে কথা শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা G. L. R. O বালিগাড়ায় গিয়া সমস্ত ব্যাপার জানিয়া আসেন। পরদিন G. L. R. O আমাকে পুরুলিয়া ডাকিয়া বলেন যে, তুমি লিখিয়া দাও যে বুধু মাহালী রোগে মারা গিয়াছে। কিন্তু আমি তাহা লিখি না কারণ সে অভাবে বা অনাহারে হাত পা ফুলিয়া মারা গিয়াছে। আমি জানি সে রোগে মরে নাই। নিবেদন ইতি

রঙ্গলাল গোপ
১১।৯।৫৮ বালিগাড়া

মানবাজার বি, ডি, ওর কীর্ত্তি

অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা লইয়া আমরা যেমন একাদকে আন্দোলন করিতেছিলাম, সরকার হইতেও দিকে দিকে চেষ্টা চলে ঘটনাগুলিকে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়া চাপা দিবার জন্য। প্রথম দিকে একদফা জাল প্রমাণের চেষ্টা চলে। সেই অনুসারে মানবাজারের বি, ডি, ও নং (১) ভি, এল, ডবলিউদের পাঠাইয়া জাল আবেদন লইয়া অনাহারে মৃত্যু অস্বীকারের ব্যবস্থা করা হয়। বিগত ৫ই নভেম্বর মানবাজারে বিরাট জনসভায় রিলিফে দুর্নীতি ও অনাহারে মৃত্যু সম্পর্কে জালিয়াতি বিষয়ে সংঘের দৃঢ় ঘোষণাসমূহ করার পর অফিসারেরা আরো বিচলিত হন। মানবাজারের ঐ জনসভায় এবং সংঘের প্রচার পত্রে মানবাজারের বি, ডি, ওদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সমূহও আনয়ন করা হয়। এই মিটিংএর পরেই বি, ডি, ও অভিযোগ বিষয়ে আরো প্রস্তুত হইবার জন্য মানবাজার থানার পায়রাচালী অঞ্চলে বাগালধরা গ্রামের টোলা শিবিরগোড়ায় এবারে স্বয়ং নিজে উপস্থিত হন। মিটিংএর পূর্ব্বে ও পরে এই দুই সময়ের দুই কীর্ত্তির ঘটনা সম্বলিত তথ্য বিবরণ নিচের এই দুই চিঠিতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে :—

১ নং চিঠি

মানবাজার থানার বাগালধরা গ্রামের সর্ব্বশ্রী মতিলাল মাঝি, হরিপদ মাঝি ও শ্রীমতী বদনী মেঝান জানাইতেছেন :—আমাদের গ্রামের মাখন মাঝি তার পুত্র জগন মাঝি এই দুইজন অনাহারে মারা গিয়াছে। পরে আমরা গ্রামের সকলে মানবাজার ১ নং বি, ডিওকে এবং ডি, সি সাহেবকে দরখাস্ত দিয়াছিলাম—তাহাতে বি, ডি, ও সাহেব ৬৲ টাকা অন্য অঞ্চলের ভি, এল ডব্লু মারফৎ দিয়ে পাঠান। তার ২।১ দিন পর কাঁসাইপার অঞ্চলের ভি, এল, ডব্লু শ্রীঅম্বিকা সিং সর্দ্দার বড় বড় রক্ত চক্ষু করে বলে উঠলেন—"এই তোদের গাঁয়ে অনাহারে মানুষ মরেছে?" আমরা সকলে বলিলাম— হাঁ দুজনা মারা গিয়াছে।" তখন তিনি বলিলেন "খবরদার ইকথা বলিস না। তাহলে আর তোদেরকে টাকা দিব না।" আমরা তখন সত্যকথা বলিলাম যে ঘরের গরু ছাগল মুরগি বিক্রি করে কিছু দিন খেয়েছিল এবং বাসন পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়। আমরা সকলেই কিছুদিন খেতে দিয়েছিলাম তারপরে আমাদের নিজেদেরও অভাবের জন্য আর সাহায্য করিতে পারি নাই। অর্দ্ধাহারে ৪।৫দিন শাক খেয়েছিল পরে ৬টি পয়সা জুটাইয়া ঐ ছয় পয়সার মহুল এনে খায়

পরে মারা যায়। তখন ডি, এল, ডব্লিউ নরম সুরে বলিতে লাগিলেন "আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এই কাগজগুলিতে সহি করে দাও তাহলে আবার টাকা দিয়ে যাবে সাহেব বলেছেন।" এই কথা বলতে মাখনের স্ত্রী সহি করে দিল এবং আমাদের সকলের সহি করাইয়া লইল। পরে আমরা লোক মুখে শুনিতেছি ডি, এল, ডব্লিউ সকলের নিকট বলে গেছে "আমাকে সহি করে দিল যে অনাহারে মরে নাই।" সত্য মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

২নং চিঠি

মাননীয় মুক্তি সম্পাদক সমীপেষু

মহাশয়!

আপনার পত্রিকায় এই বিবরণটি ছাপাইয়া চির-বাধিত করিবেন। মানবাজার থানার অন্তর্গত কাঁসাই-পার অঞ্চল বাগালধরা টোলা শিরিষগোড়া গ্রামে গত ভাদ্র মাখন মাঝি এবং তাহার পুত্র জগন মাঝি এই দুইজন যে অনাহারে মারা গিয়াছে তাহা জনগণ সকলে অবগত আছেন। গত ২৮শে কার্ত্তিক শুক্রবার বেলা আড়াইটার সময় ৫জন ভদ্রলোক আমাদের গ্রামে আসেন। এসে তারা শম্ভু মাঝি ও মতিলাল মাঝিকে ডাকিয়া বলেন, তোমরা একটি খাটিয়া নিয়ে এস। আমরা খাটিয়া এনে দিলাম তাঁরা বসিলেন। ওদের ভিতর পায়রাচালীর বিধিনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন। তিনি ওদের কে কি তার পরিচয় দিতে লাগলেন—এই যে লম্বা মত ফুলপেণ্ট দেখছ ইনি হচ্ছেন মানবাজার ১নং বি, ডি, ও আমাদের এধারের হাকিম। আর এই যে সুটপেণ্ট দেখছ—ইনি হ'চ্ছেন আমাদের এধারের রিফিফ দিবার বাবু—ডি, এল, ড ব্লউ। আর বুড়া ক'রে ইনি হচ্ছেন আমাদের এধারের মহাশয়—পায়রাচালীর বিপদতারণ মুখার্জী। আর একজন ইনি হ'চ্ছেন আমাদের পায়রাচালী গ্রামের স্কুলের হেডপণ্ডিত সত্য কিঙ্কর মুখার্জী। আর আমাকে ত চেন? তোমাদের অতি পরিচিত পায়রাচালীতে ঘর বিধিনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১নং হাকিম এসেছেন তোমাদেরই কাছে। মাখন মাঝি যে অনাহারে মারা গিয়াছে তার জন্য আমরাও এসেছি। তোমাদিগকে বলতে হবে যে অনাহারে মাখন মাঝি জগন মাঝি মরে নাই কলেরায় মারা গেছে যদি তোমরা এই কথা বল তা হলে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে; এই বাবুর হাতে বহু টাকা। কোন অভাব হ'লে দিব না।" আমরা সকলে উত্তর করলাম—আমরা আদিবাসী মাঝি জাতি সাঁওতাল, আমরা ছল চাতুরি জানি না। মাখন মাঝি মরেছে ভাজা শাক সিজা খেয়ে মারা গেছে। তখন বিপদ তারণ বাবু বল্‌লেন মাখন মাঝির কুঁড়ে ঘরের উপর নূতন খড় ২০ টী আঁটি চাপান আছে এর নিশ্চয় জবাব আছে। তখন বিধিনাথ বাবু বল্‌লেন—অদ্ভুত। তখন বিপদ তারণ বাবু বলতে লাগলেন অনাহারে মারা যায় নি এআমি বেশ ভালভাবে জানতে পারছি। ২০ আঁটি খড় কেন চাপান আছে! তখন আমরা সকলে বল্‌লাম ৩।৪ গুড়া জাম আছে তার মধ্যে ৩ গুড়া পতিত আছে ২ গুড়া জাম গ্রামের লোকে লাগাইয়া দিয়াছে। সেত খড়গুলি চালে চাপান আছে। এই কথা শুনে তাঁরা অবাক হ'য়ে রহলেন। তখন মাখন মাঝির স্ত্রী বদনী মেঝানকে আড়ালে ডেকে বিধিনাথ গাঙ্গুলি বল্‌লেন—আর এই অনাহারের কথা বলিসনা যদি বলিস তা হলে, সাহেব যা দিব বলেছে তা' আর দিবে না। বলবি কলেরায় মারা গেছে। তা' হলে সব পাবি। তখন তার স্ত্রী উত্তর দিলেন মিথ্যা বলতে পারবো না। তাতে আপনারা যা করেন করুন। তখন সত্য কিঙ্কর মুখার্জী পাণ্ডত মহাশয় বলতে লাগলেন—তা হ'লে এই কাগজটায় সহি করাইয়া নিলে। তখন একটী কাগজ বাহির করিল। আমরা সকলে প্রশ্ন করিলাম কাগজখানায় কি লেখা আছে? তারা তাহাদের পূর্ব্বে লিখিত কাগজ খানা পড়লেন—"মাখন মাঝি জগন মাঝি অনাহারে মরে নাই কলেরায় মারা গিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি" যেন আমরা অর্থাৎ শিরিষগড়া গ্রামবাসী সরকারকে লিখছি। আমরা সকল বিষয়ে অস্বীকার করাতে বি, ডি, ও সাহেব বললেন—চলুন বিধিনাথ বাবু আপনারা ২।৫ জন সহি ক'রে দিবেন এরা যা পারে করুক। বি, ডি, ও সাহেব এবং উক্ত পাঁচজন ভদ্রলোক অর্থাৎ সর্ব্বশ্রী বিধিনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিপদতারণ মুখোপাধ্যায় সত্যকিঙ্কর মুখার্জী ও দুইজন অজ্ঞাতনামা তাঁরা

বড় বড় রক্তচক্ষু ক'রে চ'লে গেলেন। সরল আদিবাসী সাঁওতাল জাতিকে লইয়া সরকার কি খেলাই না খেলিতেছে তা আমরা বুঝতে পারছি না। খেতে না পেলেও আজ আমাদের বলবার অধিকার নেই। আমাদের বিশেষ অনুরোধ—এই সত্য ঘটনাটী আপনার মুক্তি পত্রিকায় ছাপাইয়া বাধিত করিবেন পক্ষান্তরে তাহা জেলাধীশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বিনীত—স্বাক্ষরকারীগণের নাম

শ্রীশম্ভুনাথ মাঝি, শ্রীনন্দলাল মাঝি সাং শিরিষগোড়া।
শ্রীকাহা মাঝি, শ্রীমতী বদনী মেঝান, শ্রীমতিলাল মাঝি,
শিরিষগোড়া।
শ্রীকেশব মাঝি, শ্রীহরিপদ মাঝি, বাগালধরা।

১নং বি,ডি,ওর আরএক কীর্ত্তি

মানবাজারের বি, ডি, ও নং ১ অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা চাপা দিবার জন্য কেন্দ্যাগ্রামে যে ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ করেন—নীচের এই পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। পত্রখানি এই :—

মাননীয় লোক সেবক সংঘ সচিব, অরুণ চন্দ্র ঘোষ.

সমীপে :—পুরুলিয়া

মহাত্মন,

আপনার অধীনের বিনীত প্রার্থনা এই যে, কেন্দ্যা নিবাসী অপিন্দ মাহাতর ছেলেটি অনাহারে মরিয়াছিল তাহা আপনি ইন্দকুয়ারী করিয়াছিলেন। সেটি ইন্দকুয়ারী করিবার জন্য গত কল্য মঙ্গলবার ২৬শে কার্ত্তিক মানবাজার থানার ১নং বি, ডি, ও মোহনডি অঞ্চলের V. L. W. গোবর্দ্ধন মাহাত, দামদা কামতা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসেবক আমির আলি আনসারী, বি, ডি,ও সাহেবের গাড়িতে আরও কয়জন অজানা লোক ছিলেন। কিন্তু ইনারা আসিবার খবর আমরা গ্রামের কেহই জানি না। কিন্তু একমাত্র লালুমাহাতই আমাদের গ্রামের জানিয়াছিল। সে মঙ্গলবারে সকাল বেলাই গ্রামের কয়জন লোককে বলিয়াছিল যে, আজ আমাদের গ্রামে বাঁধ ইন্দকুয়ারী করিবার জন্য বেলা ১০ টার সময় হাকিম আসিবেন, গ্রামের সকলেই উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু হাকিম না আসিয়া ঐ সকল অফিসার আসিলেন।

V, L, W, আসিয়া বলিলেন লালু মাহাত কোথায় ডাকিয়া দাও ত। তখন অনেক ছেলে ঘটর দেখিতেছিল তাহারা লালু মাহাতকে ডাকিয়া দিল এবং ঘটরের শব্দ শুনিয়া গ্রামের কয়েকজন লোকও উপস্থিত হইলেন। বি, ডি, ও লালু মাহাতকে বলিলেন যে, অপিন্দ মাহাতর ছেলেটির মরা সম্বন্ধে তুমি কোন জান? তখন সে বলিল হাঁ হুজুর জানি। কি জান? ছেলেটি রোগে মরিয়াছে অনাহারে মরে নাই। কি রোগে মরিয়াছে তাহা তুমি বলিতে পার? তখন সে বলিল সেলেষা বাতজ্বর মরিয়াছে।

কিন্তু গ্রামের সকলেই আমরা জানি যে, সে অনাহারেই মরিয়াছে। কারণ—খাদ্যের অভাবে তাহারা সকলেই দুর্ব্বল হইয়াছিল। আর গরু, ছাগল প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবন যাপন করিতেছিল। কিন্তু সে সময় গ্রামের সকলেরই এমন অভাব হইয়াছিল যে, ।০ আনা পয়সা লইয়া অপিন্দর মা গ্রামে চাউল কিনিবার জন্য খুঁজিয়াছিল কিন্তু সে কাহারও ঘরে চাউল না পাইয়া নিরাশ হইয়া ঘরে ফিরিল। সেদিন রাত্রে তাহারা মাড়ুয়া ঘাঁটা খাইয়াছিল। তার পরদিন অপিন্দ ভগীপতির ঘরে তিলাবনিতে ধান্য আনিবার জন্য গিয়াছিল। নদীতে বান হওয়ার জন্য ৪ দিন আসিতে দেরী হইয়াছিল। এবং সে আসার আগেই ছেলেটি তাহার মারা গিয়াছিল।

কিন্তু আপনার কাছেও লালু মাহাত বলিয়াছিল যে, ছেলেটি অনাহারে মরিয়াছে। কিন্তু এখন রোগে মরিয়াছে বলিবার কারণ এই যে, লালু মাহাত একদিন লোনের টাকা লইবার জন্য দরখাস্ত করিতে মোহনডি V. L. W.র কাছে গিয়াছিল। তখন V, L, W, বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের গ্রামের অপিন্দ মাহাতর ছেলেটি যে অনাহারে মরিয়াছে তাহার জন্য অরুণ বাবু আমার ও গ্রামসেবক আমির আলির নামে কেস করিয়াছে তুমি যদি এই কেসটির সাক্ষী হও তাহা হইলে তোমাকে ২৫৲ টাকা দিব ও তোমার যে বাঁধটির দরখাস্ত দিয়াছ সেটি বি, ডি, ও সাহেবকে দেখাইয়া আমি মঞ্জুর করাইয়া দিব। এই কথা লালু মাহাতও গ্রামের লোকের কাছে বলিয়াছিল। কিন্তু যখন বি, ডি, ও আসিলেন সে সময় এই কথার প্রলোভনে বলিল যে,

ছেলেটি রোগে মরিয়াছে। তখন গ্রামসেবক আমির আলি লালু মাহাতকে একটি কাগজে সহি করাইল এবং সে সময় শম্ভু মাহাত আসিয়া গ্রামসেবককে বলিল যে, আমাদের বাঁধটি ও রাস্তাটিতে মাটি কাটান হইবে না? তখন আমির আলি বলিল যে তাহারও ত ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই কাগজটিতে সহি দাও এই কথা শুনিয়া শম্ভু মাহাত শুকদেব মাহাত ও সীতারাম মাহাত এই তিন জনকে গ্রামসেবক সহি করাইয়া লইল। বি, ডি, ও সাহেব যাইবার সময় লালু মাহাত বলিল যে চলুন আমার বাঁধটি দেখিবেন এই বটরে চাপিতেছিল তখন বি, ডি, ও বলিলেন যে যাও এখন তোমার বাঁধ দেখা হইবে না। এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলেন। এইরূপ মিথ্যাবাদী ও চাইলা লোক গ্রামে থাকিলে গ্রামের কখন উন্নতি হইতে পারে না।

অতএব আর বিশেষ কিছু লিখিবার নাই—

নিবেদন ইতি

দরখাস্তকারী—নবাব উদ্দিন আনসারী, শ্রীসীতারাম মাহাত, ভক্ত মাহাত, শ্রীসুকদাস মাহাত, দুখু মাহাত, বাউরী মাহাত, তাং ২৬শে কার্ত্তিক বুধবার।

জাল ডাক্তারের আবির্ভাব

ঘটনাগুলি রোমাঞ্চ সিরিজ বা ক্রাইম সিরিজের মতই শোনাইতেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য একভাবে মৃত্যুর ঘটনাকে অন্য আর এক ভাবের মৃত্যুতে পরিণত করার জন্য কত ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং তজ্জন্য জাল চিকিৎসকও খাড়া হইতেছে। ইহা কি রোমাঞ্চ লহরীর গল্পের মত নহে?

মানবাজার থানার বালিগুমা অঞ্চলে তুড়াং গ্রামে একটি ৮।৯ বৎসরের ছেলে অনাহারে মারা যায়। নাম শ্রীগুরুপদ সর্দ্দার। কুধাস্তের পর অনাহারের ফলে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যখন অন্তিম সময় হইল—তাহাকে বাঁচাইবার জন্য যখন অনাহারে দুর্ব্বল তাহার মা চেষ্টা করিতেছিল—তখন গ্রামের কবিরাজ শ্রীবিজয় কুমার পাত্র অনাহার জনিত বিসক্রিয়া ও নাড়ীর ক্ষীণতা নিবারণের জন্য চিকিৎসা করেন। অন্য কোনো ডাক্তার চিকিৎসা করেন নাই। কিন্তু ঘটনাকে চাপা দিবার প্রয়োজনে সরকারের পক্ষ হইতে এক সরকারী ডাক্তারকে বালকটির জাল ডাক্তাররূপে খাড়া করিতে হইল এবং যেখানে জ্বরের নাম গন্ধ ছিল না—সেখানে সরকারী প্রয়োজনে ম্যালিগ্‌নেন্ট ম্যালেরিয়ায় পরিণত করা হইল এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককেও এই জাল রোগের নিদান আবিষ্কারকে আশীর্বাদ জানাইতে হইল। স্বয়ং ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় দাবী করিয়াছেন ছেলেটির স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল—সে ম্যালিগ্‌নেন্ট ম্যালেরিয়ায় মারা যায় ঘরে রোজগারের লোক তাহার ও দি দম ছিল—তাহারা দিন মজুরের কাজ করিত।

সত্যই দিন মজুরের কাজ করিত। কিন্তু যখন মজুরী পাওয়া যাইত তখন করিত। ডাঃ রায় তো তাঁহার প্রয়োজনে দিন মজুরের সুবিধার গল্প বানাইয়াছেন। অনাহারে পীড়িত, দিন মজুরীতে বঞ্চিত, দিন মজুরের দুঃখ ডাঃ রায় কি করিয়া বুঝিবেন? এবং ঐ সব হতভাগা অনাহারে মারা যাওয়ার পর ডাঃ রায়কেই যেখানে ঐ অঞ্চলে দিনমজুরী দিবার জন্য কাজ খোলার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে—সেখানে দিন মজুরের সুখের গল্প তৈরী করার মধ্যে যে কি অসুবিধা আছে—তাহার ধারণা করিবার মতও অবকাশ ডাঃ রায়ের হয় নাই। দিন মজুরীর গল্পের মতই ম্যালিগ্‌নেন্ট ম্যালেরিয়ার গল্পও কিরূপ বিচিত্র তাহা এই নিচের চিঠি হইতেই প্রতীয়মান হইবে:—

তুড়াং
১২।৯।৫৮

মাননীয়
শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র ঘোষ মহোদয় সমীপে—

আপনার ৯।৯।৫৮ তারিখে। প্রেরীত পত্রে গুরুপদর মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, তাহা আমি নিম্নে উল্লেখ করিলাম এবং আমি যে Death Report দিয়াছি তাহাও লিখিয়া দিলাম।

যে দিন সে মারা যায়, সেইদিন বৈকালে তাহার মাতা আমাকে ডেকে তাহাকে দেখায়, কিন্তু আমি তার কোন রোগ পাইনি, মাত্র পেটে একটু ফাঁপ ছিল। আমি তাদের ঔষধ আনবার জন্য বলে আসি। পুনরায় তারা সন্ধ্যা ৬।০ টার সময় আমার নিকটে আসে, আমি আবার তাদের বাড়ী গিয়ে, গুরুপদর অবস্থা দেখি। দেখার পর রোগের কোনই নিরূপণ করতে না পেরে এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেই, আমি তাদের স্থানীয় ডাক্তারকে আনবার জন্য নির্দ্দেশ দিই। রাত্রে তারা ডাক্তারকে আনবার জন্য যায় এবং উক্ত দিনে (রাত্রে) ডাক্তার আসেন নাই বুঝা গেল। হয়ত গরীব লোক টাকা দিতে পারবে না বলেই, ডাক্তার আসেন নাই।

তাদের বাড়ীর কাতর ক্রন্দনে এবং গ্রামের লোকের অনুরোধে, আমি উক্ত রোগীটির চিকিৎসায় নিযুক্ত হই। ঔষধ খাওয়াইবার মত অবস্থা ছিল না। কারণ তাহার কোনই সংজ্ঞা ছিল না এবং গলাধঃকরণ করবার শক্তিও ছিল না।

গলাতে ঘড় ঘড় শব্দ ছিল এবং নাড়ীর অবস্থা খুবই দুর্ব্বল ছিল। তার জন্যই আমি তাকে 2 C. C. Coramine এবং 2 Laccs Procaine Penicellin দিই, তাহাতেও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমি নিরুপায় হইয়াই ফিরে এলাম এবং গুরুপদ বাঁচবে না, এটা তার চিকিৎসা করবার আগেই বুঝেছিলাম। পরদিন সকাল ৬।০ টার সময় পুনরায় ডাক্তারকে আনতে পাঠান হলো। ডাক্তার এসে উপস্থিত হবার আগেই রোগী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। তিনি কোন চিকিৎসা করেন নি। এবং তার Death Report এ হয়ত তিনি লিখেছেন যে, তার ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া হয়েছিল। ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়াতে জ্বর হয়; কিন্তু গ্রামের লোক সকলেই জানে যে, তার জ্বর হয় নাই এবং তাদের বাড়ীর সকলেই একথা স্বীকার করবে। গুরুপদর মাকে ও তার ঠাকুরদিকে জিজ্ঞাসা করলে কেবল ঐ কথাই বলে যে ৩।৪ দিন কিছু আহার যোগাড় করিতে পারি নাই, মাত্র শাক সিদ্ধ ও কুমড়া সিদ্ধ খেয়েই ছিলাম এবং ঐ জন্যই তার বমি হয়, বমি হওয়ার পর বাক বন্ধ হয়ে যায় এখন একে কি বলব? Starvation death না অন্য কিছু?

যে ডাক্তার Death Report দিয়েছে সেতো রোগী পায় নাই। মরার পরে এসে হাজির হয়ে সে কি করে পরীক্ষা করলো?

ডাক্তার জনসাধারণের কাছে স্বীকার করে যে ঠিক চিকিৎসা হয়েছে। রাত্রে আমি এলেও ঐ চিকিৎসাই করতাম। ইতি

ভবদীয়
বিজয় কুমার পাত্র

আরেক ক্ষুদে অফিসারের কীর্ত্তি

দিনকতক আগে বালিগুমা অঞ্চল ঘুরিতে গিয়া তোড়াং গ্রামে দুপুর বেলা গ্রামের অনেক লোকের সহিত বসিয়া আলোচনা করিতেছিলাম—তখন গ্রামবাসী জনকতক বলিলেন—আমরা না বুঝিয়া খুবই এক অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছি। বিভিন্ন ব্যাপারের নাম করিয়া ডি, এল, ডবলিউ কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদের কাছে সাদা কাগজে সহি করাইয়া লয়। এখন শুনিতেছি—উহারা বলিতেছে—গ্রামবাসী লিখিতভাবে অনাহারে মৃত্যু অস্বীকার করিতেছে। সুতরাং আমরা বুঝিতেছি ডি, এল, ডবলিউ কিভাবে আমাদের প্রতারিত করিয়াছে। আপনি সরকারকে জানাইয়া দিন যে আমাদের নামে জাল আবেদন পত্র দিয়াছে।

যাঁহারা সেদিন আমার কাছে অভিযোগ করেন—তাঁহাদের কয়েকজনের নাম লিখিতেছি :—

শ্রীগণেশ মাহাত বলেন যে—ডি, এল ডবলিউ বলে যে তাহার নামে অভিযোগ হইয়াছে যে, সে নিয়মিত গ্রামে আসে না। গরীব বেচারা এখন চাকরি যাইতে বসিয়াছে—সেজন্য এই কাগজে সহি দিলে সে বাঁচিয়া যাইবে। সেই কারণে শ্রীগণেশ মাহাত সহি দেন। ঐ ভাবে শ্রীপ্রহ্লাদ মাহাতকেও সহি করায়।

ঐ গ্রামের শ্রীভরত মাহাত, শ্রীগোবিন্দ মাহাত বলেন যে, তাঁহারা উভয়ে অংশীদার। ডি, এল, ডবলিউ তাঁহাদের দুইজনকে বাঁধের প্রলোভন দিয়া সাদা কাগজে সহি করায়। এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, উহারা অন্য উদ্দেশ্যে সহি লইয়াছে সেজন্য ইহারাও আজ বিশেষ অনুতপ্ত।

উপসংহার

অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাকে চাপা দিবার বিবরণগুলির মধ্যে কতকগুলি বিবরণ প্রকাশিত করিলাম। এই বিবরণগুলি প্রমাণিত করিবার মত মালমসলা যেমন আমাদের আছে—তেমনি অপর দিকে গ্রামে গ্রামে অনাহারে মৃত্যুর দুঃখজনক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি হিসাবে গ্রামগুলির শত শত ব্যক্তি—জেলার লক্ষ লক্ষ লোকও ইহার সত্যতা প্রমাণের জন্য রহিয়াছে।

মানুষের দুঃখ লইয়া এই ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের যে কাহিনী দেখা দিয়াছে—তাহার সহিত দুঃখজনকভাবে প্রাদেশিক সরকারের বিসদৃশ যোগও যখন প্রমাণিত হইয়াছে—তখন উপযুক্ত নিরপেক্ষ তদন্ত ব্যবস্থা হওয়া অত্যন্ত জরুরী। ভারতীয় কংগ্রেস তথা ভারত সরকার কি জনস্বার্থের দৃষ্টিতে এই ন্যায়সঙ্গত তদন্ত ব্যবস্থার দাবী মানিয়া লইবার মত সাহস দেখাইতে পারেন না?

২০।১১।৫৮ অরুণ চন্দ্র ঘোষ
সচিব লোক সেবক সংঘ

—•—

ভ্রম সংশোধন

বিগত সংখ্যায় পুরুণা গ্রামে জনসভার বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে—সভার সভাপতির নাম উল্লেখ করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। লোক সেবক সংঘের সংকটমুক্তি আন্দোলনের কর্মধারা অনুসারে বিগত ৭ই নভেম্বর পুরুণায় যে জনসভা হয় তাহাতে সভাপতিত্ব করেন—শ্রীনিরঞ্জন সিংহ মহোদয়।

—মুক্তি সম্পাদক

হারাইয়াছে

আমার একটী বলদ গরু গত মঙ্গলবার রাত্রিতে গোয়াল থেকে চোরে চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছে, গরুটীর বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দিলাম। যদি কেহ উক্ত গরুটী উদ্ধার করিয়া গরুর মালিককে সংবাদ দিতে সক্ষম হন, গরুর মালিক উদ্ধারকারীকে ২৫৲ পঁচিশ টাকা বক্‌শিশ দিবেন।

বিস্তৃত বিবরণ :—গরুর বর্ণ সাদা। কপালে সাদারংয়ের উপর আরও সাদা পাতার মত কাবরা। শিং গোল চ্যাপটা। মাপ আন্দাজ ১০।১২ অঙ্গুলী, পায়ে খুরির উপর বন খুরির নীচে সাদার উপর কাবরা চিহ্ন আছে দক্ষিণ চক্ষুতে সামান্য সামান্য জল ঝরিতেছে। উচ্চতা আন্দাজ ১০।০ পোয়া বয়স নূতন।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত
দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আল্‌সার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এই ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলি কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশ্যাল ১৫০৲ টা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ ; বি, এ
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা
(বিহার)

কৃষি প্রচার ভবন
পুরুলিয়া

উৎকৃষ্ট পিয়াজ দানা আসিয়াছে মূল্য ৮৷৷০ সের। অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। কৃষি প্রচার ভবন মুক্তি প্রেস ভবনে অবস্থিত

জাম বিক্রয়

পুরুলিয়া সহরে হুলমীতে আন্দাজ ৭৷৷ বিঘা জমি বিক্রয় হইবে। মুক্তি প্রেস ম্যানেজারের নিকট অনুসন্ধান করুন।

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম

৺স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

প্রতিষ্ঠিত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৫—১লা ডিসেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

বিরোধী প্রচারের আভ্যন্তরীণ রূপ

জনৈক তথাকথিত স্বাক্ষরকারীর অভিযোগ

মানবাজারে দিনকয়েক আগে লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে যে দুটি প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়—সেগুলির রূপ দেখিয়া লোকে অনুমান উপলব্ধি করেন যে, কতকগুলি লোককে দাঁড় করাইয়া কংগ্রেস তথা সরকার পিছন হইতে এই সব করিতেছেন। এবং স্বাক্ষরকারী রূপে যাহাদের নাম আছে তাহাদের মধ্যে অনেকে নানা চাপে বা প্রলোভনে পড়িয়া এইসব করিয়াছে এবং কাহারও কাহারও নাম তাহার অজ্ঞাতসারেই দেওয়া হইয়াছে। এ সব বিষয়ে আমাদের যুক্তি ও তথ্য কি তাহা সময়মত বা প্রয়োজনমত প্রকাশ করিব। আপাততঃ মানবাজারের জনৈক ভদ্রমহোদয়ের পত্র প্রকাশ করিতেছি। ইহা হইতে বোঝা যাইবে—কিরূপ ষড়যন্ত্রের দ্বারা এই সকল বিরোধী প্রচারপত্রগুলির আবির্ভাব হয়।

পত্রটি নিচে দিলাম। ঐ ভদ্রলোক পত্রটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আসিয়া মানবাজারে বহু লোকের সাক্ষাতে আমাদের কর্মীদের কাছে দিয়া গিয়াছেন।

অরুণচন্দ্র ঘোষ

মানবাজারের পত্র

মাননীয় পুরুলিয়া লোক সেবক সঙ্ঘের সচিব মহাশয় সমীপে—

মহাশয়! আমার বিনীত নিবেদন এই যে, কতকগুলি অসৎ প্রকৃতির লোক আমার নামে লোক সেবক সংঘের বিরুদ্ধে একটি হ্যাণ্ডবিল বাহির করিয়াছে। এসম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নহি। ঐ হ্যাণ্ডবিলে আমি সহিও করি নাই বা আমি লোক সেবক সংঘকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি ও সংঘের কর্ম্মপন্থাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কেহ সংঘের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলে আমি তাহার প্রতিবাদ করি। সেইজন্যই কতকগুলি অসৎ প্রকৃতির লোক আমার উপর ঈর্ষা পরবশ হইয়া আমার নামে লোক সেবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এই হ্যাণ্ডবিল বাহির করিয়াছে। আমি সম্পূর্ণরূপে ঐ হ্যাণ্ডবিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছি।

আপনি আমার এই প্রতিবাদ লিপি আপনার মুক্তি পত্রিকায় বাহির করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

আপনাদের বিশ্বস্ত
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার, মধুপুর

মিথ্যা ও কাপুরুষতা

(বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত)

ছদ্মনামে আমাকে পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনার নগদ পাঁচ খানা দশটাকার নোটে ৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন বলিয়া 'কল্যাণ বার্তার' সম্পাদক শ্রীযুক্ত জীমূত বাহন সেন এম, এল, সি (কংগ্রেস), যে বাংবার মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহার পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছেন—সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য আমরা বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছি। এবিষয়ে আর বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এই ব্যাপারে দাতা ডেপুটী কমিশনার এবং গ্রহীতা আমি। ডেপুটী কমিশনার এসম্বন্ধে নীরব থাকার জন্য আমি প্রকাশ্যেই ডেপুটী কমিশনারকে এবিষয়ে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য আহ্বান করিয়াছিলাম। তিনি করেন নাই। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমি এবিষয়ে তাঁহার বক্তব্য জানাইবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখি। সে পত্রের উত্তর না পাইয়া পুনরায় তাঁহাকে আর একখানা পত্র লিখি। স্পষ্টভাবেই তাঁহাকে জানান হয় যে এসম্বন্ধে তাঁহার নীরবতার অর্থই এই হইবে যে—জীমূত বাবুর সহিত এবিষয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে তিনি যুক্ত আছেন বলিয়াই লোকে ধারণা করিতে বাধ্য হইবে। তিনি এপর্যন্ত কোন জবাব দেন নাই।

গত ২৬শে নভেম্বর পুরুলিয়াতে ডিষ্ট্রিক্ট ডেভেলাপমেন্ট কমিটীর একটী অধিবেশন ছিল—ডেপুটী কমিশনারের চেম্বারে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম, ডেপুটী কমিশনার, এস, ডি, ও, কংগ্রেসের ডাঃ তারাপদ রায় প্রভৃতি বহু ব্যক্তিই উপস্থিত ছিলেন। মিটিং শেষ হইয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই—আমি ডেপুটী কমিশনারকে জিজ্ঞাসা করি যে—"আপনি আমার পত্রের উত্তর দেন নাই কেন?" তিনি বলেন যে "এবিষয়ে জীমূত বাবুর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল যে—কেন তিনি এই মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিলেন। জীমূতবাবু অনন্যোপায় হইয়া ইহা স্বীকার করেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়া যান যে—পরের সংখ্যা "কল্যাণ বার্ত্তায় ইহা যে মিথ্যা তাহা তিনি প্রকাশ করিবেন।" ডেপুটী কমিশনার মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে—"ইহার জন্যই আমি অপেক্ষা করিতেছিলাম বলিয়া আপনার পত্রেই উত্তর দিতে পারি নাই।" ডাঃ তারাপদ রায় (কং) এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তিই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডেপুটী কমিশনার মহাশয় সকলের সাক্ষাতেই ডাঃ তারাপদ রায়কে বলেন যে—"জীমূত বাবুকে বলুন যে তিনি এই প্রকাশ করছেন না কেন?" ডাঃ তারাপদ রায় (কং) মন্তব্য করেন যে—জীমূত বাবুর ভীমরতি হইয়াছে। এই সব আলোচনার সময় ডাঃ তারাপদ রায় (কংগ্রেস) প্রভৃতি বরাবরই উপস্থিত ছিলেন।

জন সাধারণের অবগতির জন্যই এই সংবাদটী প্রকাশ করিলাম। অরুণ বাবুর তথাকথিত প্রদত্ত বিল সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে।

স্থানীয় সংবাদ

লাবণ্য প্রভা কাপ প্রতিযোগিতা

বিগত ১৯শে নভেম্বর দাঁড়িকাডোবা ঋষি নিবারণ চন্দ্র ক্লাবের উদ্যোগে লাবণ্য প্রভা কাপ প্রতিযোগিতা ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। জোড়াবাগান ঝিলিমিলি ক্লাব ও ধাধকিড়ি ক্লাবের মধ্যে ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঝিলিমিলি ক্লাব—১-০ গোলে বিজয়ী হন।

বিজয়ী ক্লাবকে একাদশটী রোপ্য পদক ও কাপ প্রদান করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্ম্মচারী সমিতি পুরুলিয়া শাখার ধর্ম্মঘট

বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্ম্মচারী সমিতির পুরুলিয়া শাখার সভ্যগণ নিম্নদের দাবী দাওয়াগুলি আজ পর্য্যন্ত পূরণ না হওয়ায় প্রতিবাদে আগামী ৮ই জানুয়ারী হইতে অনশন ধর্ম্মঘট সুরু করিবেন।

বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা

জনৈক চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাঁহার কর্ম্মচারীগণ এবং ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র সহ পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে উপস্থিত হইয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনামূল্যে চিকিৎসা, ঔষধপত্র এবং প্রয়োজন হইলে চশমা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। ছুটির দিন বাদে সকাল ৮টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত সাক্ষাতের সময় ধার্য্য হইয়াছে।

মুক্তি

১৫ই অগ্রাহায়ণ, সোমবার

কংগ্রেসের নেতৃত্ব

আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষের জনসাধারণ আজ হতাশ হইয়াছে—বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থায় দেশের উন্নতির আর কোনোই আশা নাই। কোনো ভরসাই নাই। কারণ বাস্তব জীবনে ১১ বৎসরের স্বরাজ শাসনে কোনো দিকে উন্নতির কোনো লক্ষণ না দেখিয়া—এই সত্য দেশবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে।

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্কোচ বলিয়া কিছু নাই। তাঁহাদেরই অযোগ্য শাসনে তাঁহারা দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছেন—সকল দিক দিয়া। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের দাবীর জুলুমের অন্ত নাই। তাঁহারা নাকি মানবজীবনের ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতে অপরিসীম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন!

সামান্য বিচার করিয়া দেখিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে—দেশকে শুধু যে তাহার বাস্তব জীবনে, তাহার ঐহিক সুখলাভের ব্যবহারিক জীবনে পঙ্গু হইতে অধিকতর পঙ্গু করিয়া তুলিতেছেন তাহাই নহে—এই কংগ্রেসী শাসন—কংগ্রেসের এই তথাকথিত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ চিন্তাজগতে দেশকে এপর্য্যন্ত কোন কিছুই দিতে পারেন নাই—কোনো পরিকল্পনা; কোনো নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, কোনো নূতন প্রেরণা, কোনো নূতন আশা, কোনো নূতন ভাবাবেগ, কোনো নূতন সমাজবোধ এসবের কোনো কিছু আদৌ দিতে পারেন নাই।

অন্যদিকে আবার দেশের জীবন যাত্রা-পথে দেশের চারিত্র্য শক্তি সংগঠনে, দেশের নাগরিক জীবনের অনুশীলনে—দেশকে যে কোনো আদর্শ, কোনো দৃষ্টান্ত, কোন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে পারিয়াছেন—তাহাও নহে। বরং তাহাদের দুঃখজনক দৃষ্টান্তের দ্বারা দেশ নৈতিক জীবন বিষয়ে, ব্যক্তি জীবনের আদর্শ বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ ও আশাভঙ্গ হইয়াছে। দেশের এই মূল কর্ম্মলক্ষ্যেই যখন কংগ্রেসের এই শোচনীয় পরাজয়—তখন দেশের সংগঠন, দেশের শৃঙ্খলা, দেশের গঠন-রচনা বিষয়ে কংগ্রেস যে শোচনীয় ব্যর্থতার পালাগান রচনা করিবে—তাহাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই।

কিন্তু তবুও কংগ্রেসের দ্বিধা নাই—কংগ্রেসের সংকোচ নাই। তবু তাঁহারা নিজেদের কৃতিত্বের কথায় পঞ্চমুখ—নিজেদের বড় বড় কীর্ত্তির ঘোষণায় তাঁহারা আত্মহারা। এই আত্মপ্রচার আজ এরূপ বিসদৃশ নগ্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে যে, ইহা দেখিয়া কংগ্রেসের বড় বড় নেতৃবৃন্দের বোধশক্তির প্রতিই সন্দেহের অবকাশ ঘটিতেছে। কারণ, যে মানুষ অবাধভাবে বহু ভুল করে, না ভাবিয়া বহু অপকর্ম করিতে থাকে, সে সত্যই অপরাধী ও বিভ্রান্ত। কিন্তু যে মানুষ ভুল করিয়াও আদৌ ভুল উপলব্ধি করিতে না পারে,—সত্যই তাহার বিষয়ে গভীর চিন্তার কথা।

এই নগ্ন বিসদৃশতা কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে আমরা দেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিষয়ে তাহা উপলব্ধি করিতেছি। যখন দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সংকটের চরমে উঠিয়া দেশের বহু লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে—ক্ষুধার অগ্নিশিখার দাহনে অগুণিত লোক আর্ত্তনাদ করিতেছে—তখন অন্য দিকে—এই সরকার যাহার অযোগ্য শাসনে ও ব্যবস্থাতেই ইহা ঘটিয়াছে—সেই সরকারই দ্বিধাহীন চিত্তে কতকগুলি ভ্রান্ত-তথ্যের উদ্ঘাটন করিয়া পঞ্চবার্ষিকী যাদুবিদ্যায় তাঁহারা কিভাবে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু বিষয়ে দেশকে দ্রুত অগ্রগতির পথে লইয়া যাইতেছেন—তাহার ঘোষণা ও আনন্দে বিহ্বল। হয় কোনো ধারণা নাই যে, তাঁহাদের পরিচালনা দেশকে কোন্ অন্ধকারের পথে লইয়া চলিয়াছে, নয়, তাঁহারা ইহা সমাকরূপে উপলব্ধি করিয়াও আজ ক্ষমতার আসনের কায়েমীস্বার্থ বজায় রাখিবার আশায়—দেশকে মিথ্যা স্তোক ও ভিত্তিহীন তথ্যে ভুলাইয়া ভরাডুবির পথেও দেশকে লইয়া যাইতে আজ রাজী!

একটু হিসাব করিয়া দেখি—ইহাদের বহুমুখীন অগ্রগতির আসল তথ্যটাই বা কি। কংগ্রেসী শাসনের অর্থ-

নৈতিক রূপায়ণ বস্তুটাই বা কি? একটা সুন্দর বৃহৎ কালের অবদান কাগজের হিসাব না দেখিয়া তাহার ফল দেখিলেই ধরা পড়িবে। নিয়ত অধোগতি-সম্পন্ন দেশের বাস্তবজীবনের রূপ হইতেই কংগ্রেসী অর্থনীতির ফল ধরা পড়িতেছে। কিন্তু তাহাও আমরা ছাড়িয়া দিয়া ভাবিতে পারি যে, ফল এখনো দেখা না দিতে পারে—পথ ঠিক ধরা হইয়াছে কিনা। পথ যে আদৌ ঠিক হয় নাই—তাহার মূল রূঢ় বাস্তব সত্য এই যে, দেশের এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা—দেশের কোটি কোটি মানুষের শক্তিকে নিয়োজিত করার আদৌ কোনো পথ করিতে পারে নাই। পরিকল্পনাগুলি অবাস্তব, অকার্যকরী, বিবেচনাহীন, ব্যয়সাপেক্ষ এবং মিতব্যয়িতার দৃষ্টিবিহীন। পরিকল্পনার কার্যধারাও নিছক আমলাতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত। নিতান্ত এই অপরিহার্য সত্যেরও উপলব্ধি নাই যে, দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রের জনগণের সজাগ ও সচেতন কর্মব্যবস্থা ও তদারক ছাড়া এই বিরাট কর্মপরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। সর্বোপরি কংগ্রেসের এই অর্থ পরিকল্পনা—যে অপরিহার্য বিকেন্দ্রিকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত ছিল—কংগ্রেস সেই মূল ভিত্তির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচার অর্থনীতি যে বৈষম্যহীন-কাঠামোর আন্তরিক গঠনে রূপায়িত হওয়ার কথা—সেই রূপায়ণ কখনোই সক্রিয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাতে হওয়া সম্ভব নয়—ইহা স্বতঃপ্রমাণিত সত্য। কারণ সোনার পাথরবাটি এই সংসারে কখনই সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের রাজনীতির কথা বলি। কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ—কখনো গান্ধীবাদ—কখনো সমাজতান্ত্রিক ধাঁচা। গান্ধীবাদে যখন পূর্ণাঙ্গ একটা মতবাদ সুস্পষ্টরূপে খাড়া হইয়া ওঠে নাই—তখন ব্যবহারকারীর হাতে ইহা আজ সর্বত্রই সুবিধাবাদরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কংগ্রেসের গান্ধীবাদও আজ তাহাই। কারণ গান্ধীবাদে একটা মতবাদের মূল কাঠামো দেওয়া আছে—তাহাকে রাষ্ট্রজীবনের কার্যকরী মতবাদ রূপে গ্রহণ করিতে হইলে পূর্ণাঙ্গ মতবাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তাহাকে গড়িয়া লওয়া দরকার। কংগ্রেস তাহা আদৌ করে নাই। সুতরাং গান্ধীবাদ কংগ্রেসের কাছে খেলার বস্তু।

আর সমাজতান্ত্রিক ধাঁচা—ইহাও কোন একটা গম্য জিনিষ নয়। কারণ—ধর্ম বিষয়ে কাহারও অজ্ঞ বিষয়বস্তু কি—তাহার জিজ্ঞাসার উত্তরে শুধু 'ধর্ম' বলি যেমন কিছুই বোঝা যায় না—রাজনৈতিক জী অনুসৃত মতবাদ কি—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে 'সমা তান্ত্রিক ধাঁচা, বলিলেও তাহার উপলব্ধি কিছুই হয় সমাজতন্ত্রেরও বহু বিভিন্ন রূপ আছে। সমগ্রটার বলিয়া কোনো বস্তু নাই—নিজেকে ও অপরকে ভোল বার জন্য—মরীচিকা ছাড়া। বৈজ্ঞানিক সমাজত মূলরূপকে অবলম্বন করিয়া—সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ বিভিন্ন মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে—কংগ্রেস আজ তাহা কোন্‌টি অনুসরণ করিতেছে—দেশের কাছে প্রশ্ন! যদি তাহার কোনোটিই সে অনুসরণ করিতেছে না—তবে তাহাকে বলিতে হইবে যে, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিধারায় তাহার এক নিজস্ব মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু আমরা সকলেই জানি—কংগ্রেসের এরূপ সমাজতান্ত্রিক কোনো মতবাদ গড়িয়া ওঠে নাই ও তাহা গড়িবার পথে কোনো চেষ্টা, কোনো আয়োজন কোনো গবেষণা, কোনো অবদান আজও পর্যন্ত বিন্দুমাত্র হয় নাই। তবে আমরা আজ রাজনৈতিক জীবনের পরিচালনায় কংগ্রেসের নেতৃত্বের মহিমা কোন দিক হইতে উপলব্ধি করিব?

আর বাস্তব রাজনৈতিক জীবন? এখানে রাজনৈতিক আদর্শ, শৃঙ্খলা, সংহতি বা আচরণ কিছুই গড়িয়া ওঠে নাই। বরং রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেসের কাছে দেশ কদর্য রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক ক্ষমতার ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক দুর্নীতি ও রাজনৈতিক ব্যভিচার শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহাই আজ রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেসের নেতৃত্ব।

সাংস্কৃতিক জীবনে কংগ্রেস আরো পিছাইয়া গিয়াছে। শিক্ষাধারাকে খিচুড়ি করিয়া ফেলিয়াছে—পুরাতন শিক্ষাধারা, বুনিয়াদি শিক্ষাধারা, কারিগরি শিক্ষাধারা প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর যথার্থ স্থান উপলব্ধি না হইয়া সবগুলা জট পাকাইয়া গিয়াছে। সাংস্কৃতিক জীবনে—নূতন ভাষায় নূতন জীবন-বাণীর মহিমা লইয়া সৃষ্টির কোনো অবদান কংগ্রেসী মহল হইতে হয় নাই। লাটসাহেব ও রাণীদের খানাপিনা, ভোজ ও নাচের আসর ছাড়া যথার্থ বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক উদ্যোগের পথে কংগ্রেসের নেতৃত্ব আজ শূন্যের অতীত।

সামাজিক জীবনে কংগ্রেসের নেতৃত্বের কথা। সমাজ জীবন রাজনীতির আইন জীবন হইতে ভিন্ন—কংগ্রেসের এ বোধটাই হয় নাই। সমাজ জীবন ভাবগঠনের ভিতর দিয়া গড়িয়া ওঠে সমাজ সংস্কারের পথে—ভাবগঠনের লক্ষ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব দিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া—আইনের মুলুক চালনার সাহায্যে রাতারাতি সমাজ জীবনকে প্রগতির পথে পাকাইয়া তুলিতে চায়। ইহাতে আইন হইতেছে—সমাজ বদলাইতেছে না। সুতরাং সমাজ জীবনে কংগ্রেস নেতৃত্ব কোন ধারায় চলিয়াছে—আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

এবার আধ্যাত্মিক বা ধর্ম জগতে কংগ্রেসের নেতৃত্বের কথা। কংগ্রেসের রাষ্ট্র—ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ইহার কারণ—কংগ্রেস উপলব্ধি করিতে পারে নাই—ধর্ম কি! শ্রেণীগত ধর্মবুদ্ধি ও ধর্ম-পার্থক্যের নাম ধর্ম নয়। সকল শ্রেণী ও পার্থক্য বুদ্ধির উর্দ্ধে শাশ্বত ধর্ম মানব জীবনে ওতপ্রোত রহিয়াছে। তাহার তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাকে গ্রহণ না করিলে সমাজ টিকিতে পারে না। যে রাষ্ট্র বা শাসন ইহাকে ভোলে—সে বিপথ-গামী। এদিক দিয়া কংগ্রেসের নেতৃত্ব চরম দৈন্যের পরিচয় দিয়াছে। ইহা সত্য যে, কংগ্রেস সত্যকার ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসনরূপেই পরিচালিত হইতেছে—তবে শ্রেণীগত ধর্ম বুদ্ধির বেড়াজালে আবদ্ধ হইবার কুসংস্কার হইতে কংগ্রেসী শাসন নিজেকে মুক্ত করিতে পারে নাই। শাসনের পরিচালকরূপে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের একাধিক জননায়ক শ্রেণীবুদ্ধি হইতে পরিচালিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের তোতারূপে কাজ করিয়াছেন ইহার বহু নজির আছে। ধর্ম নিরপেক্ষ কংগ্রেসী শাসনে তাহার বাধা নাই। ইহাই কংগ্রেসের সমাজ জীবনে নেতৃত্ব।

আর নৈতিক জীবনে কংগ্রেসের নেতৃত্ব। ইহা বলিতে গেলে দেশের বর্তমান অন্ধকারময় অধ্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। এ বিষয়ে শুধু একটি কথাই যথেষ্ট যে, একাদশ বৎসরের কংগ্রেসী শাসন দেশের নৈতিক জীবনের মেরুদণ্ডকে ভাঙিয়া দেশকে বহু যুগ পিছাইয়া দিয়াছে। ইহা না বুঝিয়া নয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জানিয়া বুঝিয়া, ব্যক্তি ও গোষ্ঠিস্বার্থে দেশের সমস্ত নৈতিক ধারণার জীবনে প্রতিনিয়ত কদর্য গ্লানীকর বিষ প্রবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন—দ্বিধাহীন চিত্তে নির্বিকার ভাবে।

আজ যখন দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের অবদান এই—তখন আর দেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে কি আশা করিতে পারে!

সত্য কথা আজ সমগ্র দেশের অন্তর মন মথিত করিয়া প্রতিধ্বনি জাগ্রত হইতেছে—নূতন নেতৃত্ব চাই। কিন্তু শুধু চাহিলে হইবে না—ইহার জন্য সাধনা চাই। সেই সাধনার পথ কি ও সেই বলিষ্ঠ শক্তি কোন পথে আসিবে—আজ তাহা কে বলিবে?

—*—

বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্ম শত-বার্ষিকী

হাজার বৎসরের প্রাচীন লুপ্তপ্রায় ভারতের বিজ্ঞান চর্চ্চাকে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তন করিয়া যিনি ভারতে বিজ্ঞান আলোচনা ও গবেষণার পথ প্রদর্শক, বিজ্ঞানের অবহেলিত একটি শাখাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া যিনি বিশ্বের দরবারে ভারতের নাম চিরকালের জন্য স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন—সেই বিশ্ববরেণ্য আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্ম শত বার্ষিকী আজ ভারতের চতুর্দ্দিকে পালিত হইতেছে। "সর্ব্বভূতে চৈতন্যের প্রকাশ"—ভারতীয় দর্শনের এই অমূল্য তথ্যকে, সত্যদ্রষ্টা ভারতীয় ঋষিদের সাধনালব্ধ এই জ্ঞানকে তিনি প্রতীচ্যের বিজ্ঞান দ্বারাই প্রমাণ করিয়া, ইহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমস্ত সভ্য জগতকে স্তম্ভিত ও অভিভূত করিয়াছেন। পদার্থ বিদ্ হিসাবেও তাঁহার দান জগতে অবিস্মরণীয়, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার তিনিই পথ প্রদর্শক। ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীর সহিত আমরাও আজ তাঁহার শুভ জন্ম শত-বার্ষিকী দিবসে তাঁহাকে আমাদের প্রাণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

সরকারী সাহায্যের ধারা

অনাহারে মৃত্যুর সংবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করিবার জন্য যত প্রকার উপায় রহিয়াছে তাহার কোনটাই গ্রহণ করিতে কংগ্রেসী সরকার এবং তস্য অনুচরবর্গ দ্বিধা বোধ করেন না—তা যতই মিথ্যাপূর্ণ, উদ্ভট এবং অবাস্তব হউক না কেন। ইতিপূর্ব্বে মুক্তিতে ইহার অনেকগুলি উদাহরণ প্রকাশিত হইয়াছে। আর্ত্ত, রুগ্ন, বৃদ্ধ, অক্ষম, ভিক্ষাজীবী প্রভৃতির খাদ্যাভাবে মৃত্যু হইলেও ইহার অন্যথা হইবে না। হয়ত খাদ্যদপ্তরের সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে সরকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন—এত লক্ষ টাকা খয়রাতি সাহায্য বাবদ বণ্টন করা হইয়াছে, অতএব রাজ্যের কোথাও কেহই না খাইয়া মরিতে পারে না।

* * *

পুরুলিয়ার বিনয় নাগ (বাঁধা) বৃদ্ধ, রুগ্ন, অসহায় এবং প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন। ভাগ্যের নির্ম্মম পরিহাসে জীবন ধারণের জন্য বর্ত্তমানে ভিক্ষাই তাহার একমাত্র অবলম্বন। খয়রাতি সাহায্য পাইবার যোগ্যতম প্রার্থী এই বিনয় নাগ—এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। গত সেপ্টেম্বর মাসে সরকারী সাহায্য পাইবার জন্য ডেপুটি কমিশনারকে একখানা দরখাস্ত করে। কিন্তু আজ তিন মাসের মধ্যে তাহার ভাগ্যে সরকারী সাহায্য মিলিল না। ভিক্ষার সময়টিতে সাহায্যের টাকার প্রত্যাশায় তাহাকে হাকিমদের অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরিতে হইয়াছে। কখনো নড়িহ', কখনো বা হাকিমদের বাংলোয় ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। অবশেষে একদিন শুনিল—"তোমার দরখাস্ত আমার অফিসে নাই, অন্য কোথায় আছে দেখ"। তাহাকে আবার নূতন করিয়া দরখাস্ত লেখাইতে হইল, আবার হাকিমদের দরবারে পেশ করিতে হইল এবং অদ্যাপি মিথ্যা আশার পিছনে তাহাকে দশটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া কাছারিতে ঘুরিতে হইতেছে। এবং একমাত্র ভগবানই জানেন তাহাকে আর কতকাল সরকারী সাহায্যের আশায় এমনই ঘুরিতে হইবে! ভগবান না করুন—এমনিভাবে যেদিন মিথ্যা মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া অন্নাভাবে রুগ্ন শরীরে, ক্লান্তদেহে কোন গাছের তলায় বা কাহারও বারান্দার এককোণে হতভাগ্য জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে—সেদি যদি কোন পাপাত্মা সরকারের দোষ চোখে আঙুল দি দেখাইবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সদাশয় এবং সত্য শ্রী সরকারের খাদ্যমন্ত্রী হইতে জেলার বি, ডি, ও ডি, এল, ডব্লু'র দল পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে —বিনয় নাগের মৃত্যু অনাহারে ঘটে নাই—বার্দ্ধক্যজনি পীড়া কিম্বা রুগ্ন শরীরে অতিরিক্ত আহার্য্য গ্রহণই তাহা মৃত্যুর একমাত্র কারণ।

* * *

যাহাই হউক, শ্রীবিনয় নাগের এখনই অনাহারে মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা নাই। এবং তাহার অনাহারে মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কায় এখন হইতেই সরকারকে এবং জেলা শাসক সম্প্রদায়কে মিথ্যা death certificate প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আজ বৎসরাধিক কাল হইতে শ্রীবিনয় শিল্পাশ্রমে গিয়া প্রত্যহ আহার করিয়া আসে। কিন্তু এইরূপ বিনয় যে সহরে একজন নহে। বহু বিনয় এই সহরেই প্রাণ ধারণে জন্য যে কি নিদারুণ প্রয়াস করিয়া বাঁচিয়া আছে তাহা সরকার ছাড়া বিধাতা ও আর সকলেই জানেন। ইহাকে অনুসৃত পন্থা বাঁচিবার উপযুক্ত পন্থা নহে। সরকার প্রচারপত্রে খয়রাতির বড় বড় বিবরণ দাখিল করেন যেখানে এই সহরেই বিনয়ের মত লোক আজও পর্য্য খয়রাতি হইতে বঞ্চিত সেখানে খয়রাতি সাহায্যের যথা স্বরূপ কি তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

* * *

সরকারী সাহায্যের পরিমাণ সপ্তাহে এক টা হিসাবে মাসিক চারি টাকা মাত্র। তাহাও সব সময় পাওয়া যায় না এবং সকলের ভাগ্যে জুটে না। সরকারী কর্ম্মচারীদের অনুগ্রহভাজন এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদে সুপারিসে অযাচিত লোকেরাই খয়রাতি সাহায্য লাভে ধন্য হয়। বর্ত্তমানে একটি তৃতীয় শ্রেণীর প্রাণীর এক সপ্তাহে প্রাণধারণের জন্য স্বল্প পরিমাণ খাদ্যশস্যও এই টাকা পাওয়া সম্ভব নয়—একজন মানুষের খাদ্য ত দূরের কথা স্বাধীন দেশের রুগ্ন, অন্ধ, পঙ্গু, অসহায় নাগরিকের জীবনে মূল্য কংগ্রেসী সরকারের শাসক সম্প্রদায়ের কাছে ইতর প্রাণী অপেক্ষাও মূল্যহীন তাহা উপলব্ধি করিতে কষ্ট হয় না।

শাসনযন্ত্রে অব্যবস্থার ব্যাপক স্বরূপ

রেল-ব্যবস্থা তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

লোক সভায় লোক সেবক সংঘের সদস্যের সুদীর্ঘ ভাষণ

সরকারী কর্ম্মচারীদের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের অযোগ্যতা ও অমনোযোগিতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন

শাসনতান্ত্রিক অযোগ্যতার পরিণাম স্বরূপ সামরিক উত্থানের চলচ্চিত্র আজ ভারতের চারিদিকে

বিক্ষুব্ধ জনগণকে লইয়া খেলা করার বিপদের প্রতি সতর্কবাণী

বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক লোক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা

গত ১৮ই নভেম্বর লোক সভায় পণ্ডিত দ্বারিকা নাথ তেওয়ারী কর্ত্তৃক রেলে যাত্রীদের প্রাণ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা যে ক্রমশঃই বিপন্ন হইতেছে সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি প্রস্তাব আনীত হয়। শ্রীবিভূতি দাস গুপ্ত এই প্রস্তাব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন :-

বিভূতি দাসগুপ্ত—"আমি একজন এম, পি র কাহিনী বিবাই আরম্ভ করিতেছি।"

ভি, পি, নায়ার—প্রত্যেক এম, পি র্ই কোন না কোন কাহিনী বলিবার আছে।

বিভূতি দাসগুপ্ত—"গত ১১ই নভেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় রাজ্যসভার সদস্য শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ভদ্রের একখানি চিঠি প্রকাশিত হয়। আমি তাহার সংশ্লিষ্ট অংশ পড়িতেছি—

"গত ৪ঠা নভেম্বর রাত্রে যখন আমি বেনারস এক্সপ্রেসে বেনারস হইতে হাওড়া যাইতেছিলাম তখন রাত্রিবেলা ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে আমার প্রায় ১৫০ টাকা চুরি হইয়া যায়। আমার মনিব্যাগে নগদ ৭০ টাকা ছিল এবং আমার কলমটীর দাম ৩০ টাকা ছিল। রাত্রিবেলা এই দুইটীই আমার বালিশের তলায় রাখিয়াছিলাম সকাল বেলা চোরের সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও উধাও হইয়া যায়। তস্কর একজন ছিপছিপে বাঙ্গালী যাত্রী ছিলেন; তিনি একজন সাধুর শিষ্য বলিয়া আমাকে পরিচয় দেন।

জনৈক সদস্য—তিনি কি সাধু সমাজের কোন সদস্য?

বিভূতি দাসগুপ্ত—সেটা এমন একটা কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। তারপর তিনি যে টাকা ও কলম হারাইয়াছেন—সেটাও একটা খুব গুরুতর কিছু নয়। যেটা সত্যই গুরুতর সেটাই এখন বলিতেছি—তিনি লিখিয়াছেন—"তিনি মোগলসরাইতে আমাদের কামরায় উঠেন—আমাকে বলেন যে—তিনি একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী—ঝাঝা পর্য্যন্ত যাইবেন। ট্রেনটী প্রায়ই এমন সমস্ত জায়গায় থামিতেছিল যেখানে থামিবার কথা নয়। লোকটী রাত্রি ৪টার সময় কোন জায়গায় নামিয়া যায়। গাড়ী থামাইবার চেনটীও অকেজো হইয়াছিল।"

একজন এম, পি দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন যে—বেনারস এক্সপ্রেসের মতো গাড়ীতেও এলার্ম চেন কোন কাজ করে না।

লেখক বলিতেছেন—"বেশীর ভাগ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেই কোন চেন ছিল না।"

এবার আপনারা দেখুন—এটা কোন লোকেল ট্রেন ছিল না—বেনারস হইতে কলিকাতা এক্সপ্রেস ট্রেন।

শ্রীযোগ জীবন রাম—অনেক গাড়ীতেই চেন সিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিভূতি দাসগুপ্ত—ট্রেনে তো এলার্ম চেনের এই অবস্থা—এবার আরও শুনুন—"ট্রেনটী খুব অল্প সময়ের জন্য ছোট ছোট ষ্টেশনে থামিতেছিল—এবং যেখানে কোন ষ্টেশন নাই এমন জায়গাতেই অনেকক্ষণ ধরিয়া থামিতে-

ছিল—সুতরাং চুরির সম্বন্ধে পুলিশকে জানাইবার বা সন্দেহজনক ব্যক্তিকে কাহাকেও দেখাইবার কোন সুযোগই আমাদের হইতেছিল না।

"আমাদের কামরায় অপর দুইজন যাত্রীও ছিলেন—তাহাদের মধ্যে একজন—সাঁওতাল পরগণার ডুমকার পঞ্চায়েত অফিসার শ্রীজাহু সিং। আমাকে একেবারে নিঃস্ব দেখিয়া তিনি আমাকে দশটা টাকা দেন। যশিডীহ ষ্টেশনে আমি রেল পুলিশের নিকট রিপোর্ট দিবার চেষ্টা করি"—

এখন এই পুলিশের ব্যাপারটা দেখুন—"কিন্তু দেখা গেল স্থানে কেহই নাই। আমাদের অনেক সময় গেল। ষ্টেশনের টিকিট কালেক্টারদেরও দেখা গেল আমাদের দুর্দ্দশা বা অসুবিধা লইয়া তাহারা মাথা ঘামায় না। খবর পাওয়া গেল যে যশিডীহ রেল পুলিশের দারোগা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। অধস্তন পুলিশ কর্ম্মচারীদের শ্রীজাহু সিং—দারোগাকে জাগাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন—কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল।"

আমি রেলের মন্ত্রীদের অনুরোধ করিতেছি যে এই সব কর্ম্মচারীদের তিনি ঘুম হইতে জাগাইয়া যাত্রীদের অভিযোগ ও দুর্দ্দশার সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলুন।

ব্যাপারটা দেখুন—একজন হইতেছেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী—পদস্থ পঞ্চায়েত আফসার; আর একজন পার্লামেণ্টের সদস্য—এই দুইজনে মিলিয়াও পুলিশ অফিসারকে কেবল তাহাদের অভিযোগ জানাইবার জন্যও জাগাইতে পারিলেন না।

ভি, পি, নায়ার—তিনি তখন 'কুম্ভকর্ণের সেবা'—করিতেছিলেন।

বিভূতি দাস গুপ্ত—তারপরে তিনি বলিতেছেন "ইতিমধ্যে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। আমাদের কাছেই একটী থার্ড ক্লাস গাড়ীতে উঠিয়া শ্রীজাহুসিং চেনের বদলে যে তার ছিল তাহা টানিয়া গাড়ী থামাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু হায় তাহাতে কোন কাজই হইল না।"

রেলের অবস্থা কি হইয়াছে দেখুন!

ভি, পি, নায়ার—কী বিয়োগান্ত ব্যাপার!

বিভূতি দাসগুপ্ত—এ সব যিনি লিখিয়াছেন—তিনি একজন রাজ্য সভার খ্যাতনামা সদস্য—শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র

হজদেও। তিনি এবার বলিতেছেন—"যাহা হউক কোন রকমে তাহার সাহায্যে চলতি গাড়ীতে এক থার্ড ক্লাস কামরায় ঢুকিয়া পড়িলাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন যে পরের ষ্টেশন মধুপুরে গিয়া পুলিশকে খবর দিতে। মধুপুরে গাড়ী আসিল। কাহারও কোন পাত্তা নাই চারিদিকে গোলমাল। বহু চেষ্টায় অনেকক্ষণ পরে রেল পুলিশকে পাওয়া গেল। আমার কামরার সামনে প্লাটফর্মের উপরই দাঁড়াইয়া লিখিবার জন্য তাহারা আমাকে ছোট এক টুকরা কাগজ দিল। চোর টাকাগুলি লইয়া আমার ব্যাগ মনিব্যাগটী ফেলিয়া গিয়াছিল। পুলিশ সেটী নিল কিন্তু আমাকে কোন রসিদ দিল না। ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল—সুতরাং রেল পুলিশের নিকট হইতে কোন রসিদ চাহিবার আমার সুযোগ হইল না। ইহা ভারতবর্ষে—প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদেরই এই অবস্থা!"

এ সম্বন্ধে আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই—অথ রেলের মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট এ সংবাদ পৌঁছাই দিবার জন্য আমি কোন ইনামও দাবী করিতেছি না কিন্তু আমাদের রেলের অবস্থা এই! রেল হইতে দু ডাকাতি এবং এই রকম সব ব্যাপার সম্পূর্ণ দূরী হউক ইহাই আমি চাই। তবে দেশে যতদিন সাধা ভাবে চোর ডাকাত থাকিবে ততদিন ইহা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়—ইহাও জানি। কিন্তু ব্যাপার এই যে ইহা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে, কারণ রেলওয়ে পুলি হোক, রেলের কনেষ্টবলই হোক বা রেলের কর্ম্মচারী হোক—যাহাদের হাতে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব তাহারা সকলেই বাস্তবে ঘুমাইতেছে।

পুলিশ দ্বারা বা প্রটেকশন ফোর্স দ্বারা সমস্ত রেল পাহারা দেওয়া সম্ভবপর নয় ইহা আমি স্বীকার করি কিন্তু যদি তাহাদের ঘুম হইতে জাগান সম্ভব হয়—যদি তাহাদের নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অধিকতর অবহিত করা সম্ভব হয় তবে এই সব ঘটনা ক্রমশঃই কমিয়া আসিবে। রেলের মন্ত্রী মহাশয়কে এ বিষয়ে মনোযোগ দিবার জন্য অনুরোধ করি। আমি মনে করি যে—যদি ঠিক পথে ঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তবে এই সব ঘটনার নিবারণ হইতে পারে।

তাহাদের অবহেলার সম্বন্ধে আমি এই কথাই বলিতে চাই যে—রেল পুলিশ রাজ্য সরকারের অধীন ইহা ঠিকই; রেলমন্ত্রী এই অজুহাত দেন যে—রেল পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজ্য গবর্মেণ্ট—ইহাও ঠিক। কিন্তু আবার রেলওয়ে প্রটেকশন ফোর্সও আছে যাহারা কেন্দ্রদ্বারা শাসিত। আমার অভিজ্ঞতা আছে যে চলতি মালগাড়ী হইতে কেমন করিয়া মাল লুঠ হয়। দুর্বৃত্তরা 'ভেকুয়াম' সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া গাড়ী থামায়। ট্রেনের দুই দিকে দুইটী ট্রাক থাকে। রেলের রক্ষীদল বন্দুক লইয়া কিছু দূরে দাঁড়াইয়া থাকে—গাড়ীর মাল বাহির করিয়া ট্রাক বোঝাই হয়। দুর্বৃত্তরা দিব্যি উধাও হয়। এগুলি বাস্তব ঘটনা। এই ভাবেই রেলের প্রটেকশন ফোর্স নিজেদের কর্ত্তব্য করে। এই যদি অবস্থা হয় তবে এই সব ঘটনা কেন ঘটিবে না? আমি আশা করি রেলমন্ত্রী এসব বিষয়ে তদন্ত করিয়া এই সব ঘুমন্ত রেল পুলিশদের—তাহারা যেই হোক না কেন—কঠোর সাজা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। যদি এ বিষয়ে অবহিত হওয়া যায় এবং যখনই এই সমস্ত ব্যাপার রেলমন্ত্রী বা অধস্তন রেল কর্মীদের গোচরে আনা যায় তখনই যদি তাহারা ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হন, তবে মনে করি, অবস্থা বহু পরিমাণেই উন্নত হইতে পারে। আমি এই রকম বহু ব্যাপার রেল কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়াছি—কিন্তু কিছু হয় নাই—সেই জন্যই বলিতেছি।

তারপরে রেলে যাহারা সৎকর্ম্মচারী তাহাদের অবস্থা কি তাহার উদাহরণ দিতেছি। গত বৎসর আগ্রা ডিষ্ট্রিক্টের মুরী ষ্টেশনে একজন টিকেট কালেক্টার বিনা-টিকিটে একজন যাত্রীকে ধরে। পাশে রেল কনেষ্টবল দাঁড়াইয়াছিল, সে ছাড়িয়া দিতে বলে। টিকেট কালেক্টর রাজী হয় না—বলে আমি ইহাকে পুলিশে জিম্মা করিয়া দিতেছি তারপর তাহারা ইহাকে ছাড়িয়াই দিক বা জেলেই দিক। কনেষ্টবল লোকটীর নিকট কিছু টাকা পাইয়াছিল সুতরাং—টিকেট কালেক্টর যখন অস্বীকার করিল তখন সে তাহাকে মারিতে আরম্ভ করে। এমন মারে যে তাহাকে হাসপাতালে যাইতে হয়। এই ব্যাপারে খুবই চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। আমি জানিনা রাজ্য কর্তৃপক্ষ কনেষ্টবলটীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী যদি তাহার কর্ত্তব্য করিতে যায় তবে রেলের পুলিশের হাতে তাহার এই রকমই লাঞ্ছনা ঘটে।

আমি এরকম বহু ঘটনা দিতে পারি যেখানে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রেলের কর্ম্মচারীদের তাহাদের কর্ত্তব্য করিবার জন্যই সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। আমি এরকম কয়েকটী ঘটনাই রেল কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়াছি। যদি রেল মন্ত্রী চান তবে আমি সাক্ষী, সাবুদ, কাগজপত্রের প্রমাণ সহ বহু ঘটনা তাহাকে দিতে পারি। সম্প্রতি একজন এসিষ্ট্যাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টারকে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। যদি এই কর্ম্মচারীটীর রেকর্ড দেখেন, তবে দেখিবেন যে—দুর্নীতি এবং চুরি বন্ধ করিয়া তিনি রেলের আয় বাড়াইয়াছেন। কিন্তু তাহার ফলে কি হইল? তাহাকে কতকগুলি অভিযোগে সাসপেণ্ড করা হইল। আমি ইহা ইতিমধ্যেই জেনারেল ম্যানেজার এবং রেলওয়ে বোর্ডের গোচরে এই ঘটনা আনিয়াছি। যদিও সুবিচার করা হইবে বলিয়া আমাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তবুও তিনি এখনও সাসপেণ্ড আছেন।

যে সমস্ত রেল কর্ম্মচারীদের উপর এই রকম আচরণ করা হয় তাহারা আমাদেরও কাছে আসিতে ভয় পান। কারণ যদি তাহারা আমাদের ধরেন তবে তাহার জন্যই উপরিওয়ালাদের কাছে তাহাদের শাস্তির ভয় আছে। ব্যাপারটার আগা হইতে গোড়া এই রকমই বিয়োগান্ত ব্যাপার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমরাও এই সব ব্যাপার লইয়া রেল কর্তৃপক্ষের নিকট আসিতে পারি না, কারণ যদি তাহাদের এজন্য সাসপেণ্ড করা হয় বা শাস্তি দেওয়া হয় তবে আমরা তাহাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারি না। যদি আমরা মন্ত্রীর কাছে জানাই—মন্ত্রী রেলওয়ে বোর্ডকে জানাইবেন,—তাহারা জানাইবেন জেনারেল ম্যানেজারকে, তিনি আবার তাহার অধস্তন বিভাগকে জানাইবেন। তারপরে সেই রকমভাবেই নীচু হইতে ধাপে ধাপে একটা রিপোর্ট আসিবে—প্রতিকার কিছু হইবে না।

আমি মনে করি এ বিষয়ে ভাল করিয়া অবহিত হওয়া দরকার। যখনই এসব ঘটনা রেল কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হইবে তখনই যদি দোষী যেই হোক না

কেন তাহার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়—তবেই কিছু সংশোধন হইতে পারে

চেয়ারম্যান—সদস্য মহাশয় আশা করি আলোচ্য বিষয়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবেন—অর্থাৎ অন্যান্য বিষয়ে না যাইয়া কেমন করিয়া চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি বন্ধ করা যায় তাহারই সম্বন্ধে বলুন।

শ্রীটাঙ্গামণি—রেল কর্মচারী ও তাহাদের নিরাপত্তাও আলোচনার বিষয়।

বিভূতি দাশ গুপ্ত—আলোচনার বিষয় এই:—"রেল যাত্রীদের জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধে নিরাপত্তার অভাব ও বিপদ—এবং পুলিশ ও অন্যান্য কর্মচারীদের যাহারা রেলের নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করে তাহাদের হাত হইতে রেলকর্মচারীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা।" আমি মনে করি কর্মচারী বলিতে রেল কর্মচারীরাও ইহার মধ্যে পড়ে।

শ্রীযোগ জীবনরাম—তাহা হইলে প্রমোশন ও অন্যান্য বিষয়ও আসে।

বিভূতি দাশ গুপ্ত—তারপরে লোকালয় হইতে দূরে দূরে অবস্থিত ছোট ছোট রেল ষ্টেশনের কর্মচারীরা। তাহাদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাই নাই। এই সব স্থানের অনেক ডাকাতির কথা আমি জানি। ডাকাতি হয়, ডাকাতেরা তাহাদের ঘিরিয়া থাকে। তাহারা বাস্তবিকভাবে চোর ডাকাতের দয়ার উপরই নির্ভর করে। ইহাদের অস্ত্র দেওয়া দরকার। তাহাদের নিরাপত্তার জন্য যদি তাহাদের বন্দুক প্রভৃতি দেওয়া হয় তবে তাহাতে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

তারপরে আর, এম, এস এর কর্মচারীরা যারা—ট্রেনে কাজ করে—তাহাদের নিরাপত্তার জন্য রিভলবার দেওয়া উচিত—কারণ তাহাদেরও একই প্রকার বিপদের ঝুঁকি লইয়া চলিতে হয়। তাহারা যখন ডিউটিতে থাকে তখন তাহাদের কেন অস্ত্র রাখিতে দেওয়া হইবে না?

আসল ব্যাপার এই যে—রেলই হউক বা রেলের বাহিরেই হোক সমস্ত শাসন ব্যবস্থাটাতেই মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। আমরা চেষ্টা করিলেও শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। শাসন তোমাদের হাত হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—শাসন যন্ত্রটা তোমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত হইয়া পড়িতেছে। গবর্মেণ্ট যদি এখনও পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে—এখনও সময় আছে—যদি তাহারা শাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করিতে পারে—শাসন যন্ত্রকে নূতনভাবে ভাবান্বিত করিতে পারে—ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তবেই এই সমস্ত নিবারণ হইবার সম্ভাবনা আছে, অন্যথায় আমি আশঙ্কা করি যে পাকিস্থান এবং সুদানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ভারতেও হইতে পারে—আমি তোমাদের সাবধান করিয়া দিতেছি।

—০—

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ প্রদত্ত

দৈবশক্তি কবচ (রেজিঃ)

গ্রহশান্তি করিয়া হাপানী, অর্শ, ভগন্দর, মৃগী, গোদ, কুরণ্ড, কুষ্ঠ, ধবল, পিত্তশূল, হৃদরোগ, চক্ষুরোগ ইত্যাদি যে কোন রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় ও বিপদমুক্তি, যশ, মান ও অর্থ লাভ হয়। কোন বিধি নিষেধ পালন করিতে হয় না। মাগুরিয়া নির্ব্বাণ মঠের স্বামী ওমানন্দ গ্যাষ্ট্রিক আলসার রোগ মুক্ত হইয়াছেন এবং ঐ গ্রামের শ্রীদেবী প্রসাদ মাহাত বি, এ, (গান্ধী) দৃষ্টিশক্তি এই কবচে পাইয়াছেন। ১২নং মিলিত কবচের মূল্য ১৫৲ টাকা। স্পেশাল ১৫০৲ টাকা ডাক খরচ ভিন্ন।

ডি, এন, সেন—এম, এ; বি, এল
শান্তি আশ্রম, বেলাবাগান
পোঃ দেওঘর, সাঁওতাল পরগণা
(বিহার)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২২শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৫—৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

পুরুলিয়া-মুরি লাইনের বিলুপ্তি আসন্ন

জন-কল্যাণ(?)রাষ্ট্রেরসিদ্ধান্ত বলিয়াপ্রকাশ

পুরুলিয়ারলোকোশেডরাঁচিতেস্থানান্তরিতহইবারসম্ভাবনা

সিদ্ধান্ত স্থির বলিয়া সংবাদ প্রচারিত : জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার

বিশ্বস্ত মহল হইতে সংবাদ পাওয়া গেল, যেকোনো মুহূর্ত্তে চূড়ান্ত নির্দ্দেশ আসিতে পারে—আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে পুরুলিয়া-মুরি রেল লাইনটি বন্ধ করা হোক—তাহাতে গাড়ী চলাচল স্থগিত হোক এবং লোকোশেডটিও ১লা জানুয়ারী হইতে উঠাইয়া রাঁচিতে চালু করা হোক। প্রকাশ, রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার বলিয়াছেন—ঐ লাইনটির মধ্যে যাহা আয়—তাহা রেলওয়ের পক্ষে লাভজনক নহে—সুতরাং ক্ষতি করা হইবে না। জনসাধারণের ক্ষতির কথা বলা হইলে তিনি নাকি বলেন, জনসাধারণের ক্ষতির কথা রেল কর্ত্তৃপক্ষের ভাবিবার বিষয় নহে। রেলের বিচার্য্য বিষয়—তাহার আর্থিক লাভ লোকসান। এইতথ্যগুলি খুবই সত্য বলিয়া বলা হইয়াছে।

আমরা জানিতাম বেনিয়াগিরির জন্য সরকার নহে। কোথাও লাভ, কোথাও লোকসান সহ্য করিয়া—দেশের সকল জনগণের সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য রাষ্ট্র। ইংরাজ শাসনও ভারতের জন-সুবিধার জন্য বহু ক্ষেত্রে ক্ষতি সহ্য করিয়াও অনেক ব্যবস্থা পরিচালিত করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভারতের জন-কল্যাণকামী রাষ্ট্র জনগণের সুবিধা দেখিতে রাজী নহেন। ব্রিটিশ আমলেই এই পুরুলিয়া-মুরি রাস্তা করা হইয়াছিল। যদিই বা ইহাতে লাভ ছিল না'—তথাপি ইংরাজ শাসকও জন স্বার্থে ইহাকে এত দীর্ঘকাল চালাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ আমাদের কর্ত্তারা চালাইতে রাজী নহেন! যদি কেহ বলেন—ইংরাজ আমলে এই পথের আয় ভাল ছিল—এখন কমিয়া গিয়াছে। তবে বলিতে হইবে—পুরানো আমলকে বজায় রাখার মত যোগ্যতা বা সাবধানতাও আমাদের দেশীয় সরকারের নাই। এবং দেশীয় শাসকদের এই অযোগ্যতার জন্য জনসাধারণকে আজ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

রেলের অনেকগুলি ব্যাপারে আমাদের উপলব্ধি হইয়াছে যে, ভারতের কতকগুলি বিশেষ প্রদেশের সুবিধার জন্য যেমন কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ বিপন্ন করা হইতেছে—তেমনি আবার কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃও কতকগুলি বিশেষ শ্রেণী খেয়াল মত কাজ ও নিরর্থক নির্দ্দেশ দিয়া জনসণের সুযোগ সুবিধাকে বিপন্ন ও বিঘ্নিত করিতেছেন। যেন আজ কোনো কিছুর মধ্যে ধারা-শৃঙ্খলা নাই। বেপরোয়া খেয়াল খুসীর সরকারী রাজত্ব চলিয়াছে। পুরুলিয়া-মুরি রেল লাইন উঠিয়া গেলে জনসাধারণের প্রভূত অসুবিধা হইবে—বহু লোকের চাকুরী ও জীবন বিপন্ন হইবে। এবং লোকোশেড উঠিয়া গেলে জেলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সবিশেষ ক্ষতি সাধিত হইবে।

পূর্ব্বে একবার এই লাইন উঠাইয়া দিবার এই ভাবে কথা উঠিয়াছিল। দিল্লীতে, প্রাদেশিক সরকারে, রেলের কর্তৃপক্ষের নিকট বহু প্রতিবাদের ফলে—এই আশ্বাস পাওয়া গিয়াছিল যে, এই লাইন ওঠানো হইবে না। বরং বেগুনকোদর হইতে যেমন—বড় লাইনের পত্তন করা হইতেছে—পুরুলিয়া হইতেও ঐ পর্য্যন্ত বড় লাইন করিয়া দেওয়া হইবে। এই আশ্বাস সত্ত্বেও আজ এই আকস্মিক আঘাতের আবির্ভাব। ইহা স্বাভাবিক যে, এই লাইন উঠাইয়া দিবার পক্ষে কতকগুলি যুক্তি অবশ্যই দেখানো হইবে। কিন্তু যে অগণিত জনসাধারণের নিত্য প্রভূত বাস্তব ক্ষতি ও অসুবিধা হইবে—তাহাদের নিকট এই সব অজুহাতের সত্য মূল্য কিছুই নাই।

বহু দীর্ঘকালের এই লাইন জেলার তথা ঐ সকল অঞ্চলবাসীর সুবিধার বিষয় হইয়া আছে। ক্ষতি হোক, বৃদ্ধি হোক, জন-স্বার্থে যে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা আছে—তাহা উঠাইয়া দিবার কথা তো উঠিতেই পারে না—বরং সেগুলির উন্নতি বিধান করা দরকার এবং ক্ষতির প্রশ্নে যে সকল স্থানে প্রয়োজনীয় জন-কল্যাণ ব্যবস্থা এখনও পর্য্যন্ত করা সম্ভব হয় নাই—সে সকল স্থানে নূতন ব্যবস্থারই পত্তন করার পথে অগ্রসর হওয়া দরকার। রেলওয়ে তহবিলে বহু আয় ও লাভ হইতেছে। সুতরাং পুরুলিয়া-মুরীর মত সামান্য লাইনে যে অকিঞ্চিতকর আর্থিক ক্ষতি হইতেছে—(ব্যবসা বুদ্ধির দৃষ্টিতে)—তাহা লক্ষ্য করার মত আদৌ বিষয় নহে। বরং জন-সুবিধার দৃষ্টিতে ইহার উপযোগিতার সহজ যুক্তির প্রশ্নই সহজ হওয়া উচিত। কিন্তু বিষয়টি যদি কোনো রাজনৈতিক প্রেরণা হইতে দেখা দিয়া দিয়া থাকে, তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা। রেল কর্তৃপক্ষের নিকট যে কারণেই এই দুশ্চিন্তা ঘটিয়া থাকুক ইহা জন-কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শ সম্মত নহে।

সেজন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ—যদি এই অবাঞ্ছিত পরিকল্পনার সত্যই অভ্যুদয় হইয়া থাকে—তাহা হইলে অবিলম্বে তাঁহারা ইহা প্রত্যাহার করুন। কারণ ইহা জেলার জনসাধারণের স্বার্থের যেমন প্রতিকূল হইবে—তেমনি ইহা জেলার সকল শ্রেণীর লোকের নিকট সবিশেষ ক্ষোভ এবং প্রতিবাদের বস্তুও হইবে—ইহা তাঁহাদের আজ জানা দরকার। —অরুণ চন্দ্র ঘোষ

নিবেদন

পুরুলিয়া জেলা সংস্কৃত শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদের জানান হইতেছে যে সংস্কৃত আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা দিবার জন্য যাঁহারা ইচ্ছুক, নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে আবেদন পত্র সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে উহা পূরণ করতঃ ফি সহ ঐ ঠিকানায় প্রেরণ করুন। ২০শে ডিসেম্বরের পর কোন আবেদন পত্র লওয়া হইবে না। পুরুলিয়া জেলার সংস্কৃত যাবতীয় পরীক্ষা পুরুলিয়াতেই লওয়া হইবে।

ইতি—

স্বামী মায়েশানন্দ
সম্পাদক
পুরুলিয়া সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্র
শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ
(কেতিকা) পুরুলিয়া

কৃষি প্রচার ভবন পুরুলিয়া

উৎকৃষ্ট পিয়াজ দানা আসিয়াছে। মূল্য ৮৷৷০ সের। অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। কৃষি প্রচার ভবন মুক্তি প্রেস ভবনে অবস্থিত।

জমি বিক্রয়

পুরুলিয়া সহরে ছলমীতে আন্দাজ ৭৷৷ বিঘা জমি বিক্রয় হইবে। মুক্তি প্রেস ম্যানেজারের নিকট অনুসন্ধান করুন।

মুক্তি

২২শে অগ্রহায়ণ, সোমবার

খাদ্যশস্যের সরকারী ব্যবসা

ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু জিদ ধরিয়াছেন যে ভারতে খাদ্যশস্যের কেনা বেচা একমাত্র সরকারী ব্যবস্থাতেই হইবে। প্রকাশ যে, ইহার জন্য পরিকল্পনা, বিধি ব্যবস্থা তৈরী হইতেছে।

ভারত গবর্মেণ্ট বহু পূর্ব্বেই একটি সরকারী কমিটি করিয়াছেন—তাহাকে 'ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশন' অর্থাৎ 'সরকারী ব্যবসায়ী করপোরেশন' বলা হয়। ইহার কাজ হইতেছে সরকারী ব্যবস্থায় লেন দেন ব্যবসা বাণিজ্য করা। অর্থাৎ ভারত সরকার ইহার মারফতই দেশে ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছেন এবং করিবার কল্পনা করিতেছেন। আমাদের কংগ্রেসী রাজত্বে তো সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি চলিতেছে—অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানাকে সঙ্কুচিত করিয়া সরকারী মালিকানায়—শিল্প, উৎপাদন, বণ্টন, কেনা বেচা, ব্যবসায় করিবার দিকে পদক্ষেপ হইতেছে। সুতরাং এই 'ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশন' সেই পথেই একটা অগ্রগতি মাত্র!

কথা হইতেছে যে—কয়েক বৎসর ধরিয়াই খাদ্যশস্যের দুর্গতি দেশে দেখা যাইতেছে। ইহার একটা প্রধান কারণ বলা হয় যে—দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন তো কম বটেই তাহা ছাড়া মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্য মজুত করিয়া দেশে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া ধান চাল গমের দাম বাড়াইয়া মুনাফা লুটিতেছে। সুতরাং ভারত গবর্মেণ্ট মনে করিতেছেন যে—খাদ্যশস্যের ব্যবসাটা ইহাদের হাতে না রাখিয়া সোজাসুজি সরকারী কর্তৃত্ব না আনিলে আর ইহার প্রতিকার নাই।

পরিকল্পনা হইতেছে যে—সরকার ধান চাউলের নির্দ্দিষ্ট দর বাঁধিয়া দিয়া চাষীদের নিকট হইতে সেই দরে ধান চাউল কিনিবেন। এই কেনার কর্তা হইল 'সরকারী ব্যবসায়ী সমিতি'। তাহারা অবশ্যই ব্যবসায়ীদের মারফতই কিনিবেন, কি কোন এজেণ্ট কি ভাবে নিযুক্ত করিবেন তাহার হদিস এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে সমবায় সমিতি গঠন করিয়া সে গুলিকে যে এই ব্যাপারে প্রাধান্য দেওয়া হইবে—সে বিষয়ে নাকি তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্যবসায়ী যাহারা খাদ্যশস্যের খুচরা ব্যবসা করিবেন তাহাদের নাকি সরকারের কাছ হইতেই কিনিয়া তাহার নির্দ্দেশিত দর অনুযায়ী বিক্রয় করিতে হইবে। ফেয়ার প্রাইস শপগুলির মারফতও বিক্রয় করা হইবে।

অনেকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারী মহলেও অনেকে প্রশ্ন করিতেছেন যে ইহা সম্ভবপর কিনা? এই পঁয়ত্রিশ কোটী অধিবাসী অধ্যুষিত ভারতবর্ষে এই অবস্থায় সমস্ত স্থানে উপযুক্ত সংগঠন না থাকিলে ইহা দ্বারা আরও বেশী অব্যবস্থা হইবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। চিনির দর সরকার বাঁধিয়া দিয়াছেন—কিন্তু খুচরা দোকানে চিনি বেশী দরে বিক্রয় হইতেছে—ইহা নিবারণ করিবার জন্য যখন খাদ্যমন্ত্রীকে বলা হইল—তখন তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে ভারতজোড়া এমন সংগঠন তাহাদের নাই যাহাতে তিনি এই ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

খাদ্যশস্যের ব্যাপারেও ঠিক অনুরূপ প্রশ্নই আসিতেছে। সমবায় সমিতি নামক যে অপূর্ব্ব ব্যবস্থার কথা বলা হইতেছে তাহার সম্বন্ধে সরকারী মনোভাব সকলেরই জানা আছে। এই পুরুলিয়া জেলাতেই 'ফেয়ার প্রাইস শপ'গুলি বোধ হয় দুইটী সমবায় সমিতি ছাড়া আর বাকী প্রায় ৩৪ শত সমবায় সমিতির কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। সরকারী কর্তৃত্বে সমস্ত খাদ্যশস্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আপত্তির কিছু নাই যদি ব্যবস্থা উপযুক্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান কাঠামোতে জনসাধারণের কল্যাণে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর নয়। ফলে ব্যাপার হইবে যে সরকারী কর্ম্মচারী ও ধূর্ত ব্যবসায়ীদের সমবায়ে খাদ্যশস্যের সম্বন্ধে অব্যবস্থা আরও বেশী হইবে বলিয়া গুরুতর আশঙ্কার কারণ আছে বলিয়া অনেকে চিন্তিত হইয়াছেন।

এবিষয়ে আমরা মনে করি যে তাড়াহুড়া করিয়া এই ব্যবস্থা না করিয়া সরকার খোলা বাজারে ধান চাল সরাসরি

কিনিয়া মজুত করিবার ব্যবস্থা করুন। এবং খাদ্যশস্যের বিক্রয় মূল্য একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার উপরে যাইতে দেখিলেই বাজারে নির্দ্ধারিত দরে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের জন্য ছাড়িলেই দর নিয়ন্ত্রিত থাকিতে বাধ্য হইবে। মজুতদারদের বিরুদ্ধে এই সরকার কোন কালেই কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই—বা এখনও করিতে পারিবে না, কারণ তাহাদের সমগ্রভাবে চটাইলে কংগ্রেসের নির্বাচনে শত্রু বৃদ্ধি হইবে। তাহা ছাড়া যাহারা মজুত ধরিবে—তাহারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মজুতদারদের নিকট বিক্রীত। সুতরাং একমাত্র এই ভাবেই—কিছু করিতে পারিলে—মজুতদাররা যদি খাদ্যশস্য মজুত করিয়া চড়া দামে বিক্রয় করিতে না পারে তবে—খাদ্য মজুত করিবার ঝুঁকি তাহারা লইতে ইতস্ততঃ করিবে।

এইসব ব্যাপারে একটা মূলগত সত্য উদ্‌ঘাটীত হইতেছে। সেই সত্যটী হইল এই যে—কংগ্রেস গবর্মেণ্ট গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। খাদ্যশস্যের একটা সুরাহা না করিতে পারিলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহার সুরাহা করিবার যে পরিকল্পনা হইতেছে তাহা কিছুতেই সন্তোষপ্রদ হইতে পারে না, যদি দেশে গ্রামে গ্রামে অঞ্চলে অঞ্চলে বিকেন্দ্রীকৃত সংগঠন না থাকে। দেশে সে সংগঠন নাই—করিবার দৃষ্টিভঙ্গী বা লক্ষ্যও নাই। যাহা করিবার একটা আনুষ্ঠানিক চেষ্টা হইতেছে—তাহার পশ্চাতে রাজনৈতিক অভিসন্ধিই প্রধান। সুতরাং পরিকল্পনা যদি ভালও হয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যোগ্য ব্যবস্থা না থাকিলে—বা যোগ্য ব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে না পারিলে—তাহা আরও অকল্যাণ বহিয়া আনে। খাদ্য শস্যের সম্বন্ধে এই সরকারী ব্যবস্থা যাহা পরিকল্পিত হইতেছে—জহরলাল যখন জিদ ধরিয়াছেন—তখন তাহা হইবে বলিয়াই ধরা যাইতে পারে—তখন দেশবাসী এ বিষয়ে গভীরভাবে বিবেচনা করুন। কারণ ইহার সহিত দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনের প্রধান সমস্যা খাদ্য সমস্যা অতি অপরিহার্য্যরূপে জড়িত রহিয়াছে।

শোক সংবাদ

এই অগ্রহায়ণ মাসে দক্ষিণ মানভূমে লোক সেবক সংঘের দুইজন বিশিষ্ট তথা উৎসাহী কর্ম্মীর মৃত্যুতে জেলা সংগঠন কাজের বিশেষ ক্ষতি হইল।

পঠমদা থানার লছিপুর গ্রামবাসী শ্রীগুরুপদের মাইতি সংঘের একজন বিশের উদ্যোগী নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী ছিলেন। জনসেবার সকল কাজের মধ্যে তাঁহার অকুণ্ঠ সহযোগিতা অংশ তথা পরিচালনার নেতৃত্ব লাভ করা যাইত। তিনি পুরাতন কর্ম্মী হিসাবে—তিনি কর্ম্মী সমাজে খাঁটি ছিলেন ও জনসেবার কর্ম্মে বহু দুঃখ বরণের জীবন যাপন করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে দীর্ঘকাল অসহনীয় রোগ ভোগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বান্দোয়ান থানার মাঘলাগ্রাম নিবাসী শ্রীমেঘরাজ মাঝি সংঘের একজন গভীর নিষ্ঠাবান কর্ম্মী তথা দৃঢ়চেতা সংগ্রামকারী হিসাবে তিনি জনসাধারণে পরিচিত ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নির্ভীকতার সঙ্গে অহিংসার ব্রত লইয়া তিনি আজ বহুদিন হইতে লড়াই করিয়া যান দুঃখ বরণ করিয়াছেন। দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাইতে হইলেও সকল কর্ম্মে তাঁহার যোগ ছিল এবং দেশ সেবার কর্ম্মের সঙ্গে বহু পরিশ্রমের শক্তিতে নিজের সংসারকে স্বচ্ছলতার মধ্যে পরিচালিত করিয়াছেন। সংঘের এই নিষ্ঠাবান অক্লান্তকর্ম্মী সেবকের মৃত্যুতে আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার বৃদ্ধা মাতার প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিগত ২১শে নভেম্বর তারিখে বান্দোয়ানে লোক সেবক সংঘের উদ্যোগে যে জনসভার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে সমবেত জনতা স্বর্গত এই দুই সংঘ-কর্ম্মীর প্রতি অন্তরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিহারে আবার সেই সাম্রাজ্যবাদ নীতি

জরিপে হিন্দী রেকর্ডের তোড়জোড়

বাংলা স্কুলগুলিকে হিন্দী স্কুলে পরিণত করার অপচেষ্টা

বাংলাভাষী অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকক্ষেত্রে গভীর অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত

প্রদেশগুলির ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আঞ্চলিক কমিটি গঠিত কিন্তু এই আঞ্চলিক কমিটিগুলি নিজেদের দায়িত্ব বিষয়ে আজ উদাসীন

ভারতের মূল শাসনশক্তিই আজ যথার্থ শাসন বিষয়ে আন্তরিকতাহীন

উদাসীন শাসনকে সচেতন করিয়া ইহার দ্রুত প্রতিকার চাই

বিহারে অবস্থিত চাণ্ডিল, ইচাগড়, পটমদা, প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চলগুলিতে সরকার হইতে জমি মাপের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। জনসাধারণের জমি সম্বন্ধে তথ্যাদি হিন্দীতে রেকর্ড করিবার অপচেষ্টার সমস্ত আয়োজন ও তোড়জোড় চলিয়াছে। এই মাপের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের অধিকাংশই হিন্দীভাষী। মাপের কাজে জনসাধারণের প্রভূত অসুবিধা ঘটিয়াছে। এবং বাংলা না জানার জন্য কর্মচারীদেরও নিরতিশয় অসুবিধা ঘটিতেছে। এবং বিহার সরকার হইতে বাংলা স্কুলগুলিকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সম্পূর্ণ হিন্দীস্কুলে পরিণত করার বিবিধ ব্যাপক অপকৌশল সুরু হইয়াছে। ধলভূমেও হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের উপদ্রব ভালভাবে সুরু হইয়াছে। ক্রমশঃ প্রকাশ্যমান সরকারী নীতিতে ঐ সকল অঞ্চলবাসী জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও তীব্র বিক্ষোভ ধূমায়িত হইতে সুরু করিয়াছে। ইহার প্রতিরোধের জন্য বিভিন্নস্থানে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। এত দেখিয়াও আজও বিহার সরকারের শিক্ষা হইল না। জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রয়োজন ও ন্যায়সঙ্গত দাবী উপলব্ধি করিতে পারিলেই জনগণকে শাসনে রাখার বিষয়ে বলিবার থাকিতে পারে; দমন ও পীড়নের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী নীতির দ্বারা এযুগে জনসাধারণকে নিজের শাসনাধীনে রাখিতে পারা যায় না।

বিহার সরকারের এই আত্মঘাতী তথা সর্ব্বনাশা নীতির ব্যাপক পুনরাবির্ভাব দেখিয়া এবং জনগণের মধ্যে এই জন্য চারিদিকে অসন্তোষ ও আশঙ্কার পরিস্থিতি উপলব্ধি করিয়া বিহারে অবস্থিত বাংলাভাষী অঞ্চল সমূহের কর্ম্মীগণ পরামর্শের জন্য এক বৈঠক আহ্বান করেন। ইহাতে প্রায় তিনশত কর্ম্মী যোগদান করেন। আমিও ইহাতে যোগদান করি। এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় পটমদা থানার কাঁদরুকুনা গ্রামে—নবু প্রতিষ্ঠিত আমাদের গঠন কেন্দ্রে। কর্ম্মীরা চারিদিকের অবস্থা বিষয়ে নিজেদের তথ্যাদি পেশ করেন—পরিস্থিতির সম্যক আলোচনার পর যাহা জানা গেল তাহা এই :—

বর্ত্তমান জরিপ বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ

১) বিহার সরকার ঘোষণা করিয়াছেন—ঐ সকল জরিপের তথ্যাদি একমাত্র হিন্দী ভাষাতেই রেকর্ড করা হইবে। ইহা হইলে বাংলাভাষী জনগণ নিজেদের অধিকার বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকিবেন—কাজের সময়ে নিরতিশয় অসুবিধা ঘটিবে এবং অন্তভাগী প্রতারক যাহারা তাহাদের দ্বারা নিয়ত প্রতারিত হইতে থাকিবে।

২) এই মাপের জন্য এপর্য্যন্ত এক পটমদা থানাতে প্রায় যে একশত কর্মচারী আসিয়াছেন—দুই চারিজন বাদে তাঁহারা সকলেই হিন্দীভাষী—তাঁহাদের অধিকাংশ আদৌ বাংলা জানেন না—ফলে গ্রামবাসীর সহিত

ইহাদের কথাবার্ত্তা আদান প্রদানে উভয় পক্ষেরই অত্যন্ত অসুবিধা ঘটিতেছে। লোকে আশঙ্কা করিতেছেন যে, এই অবস্থায় বাংলাঅজ্ঞ কর্মচারীদের হাতে পড়িয়া তাঁহাদের জমিসত্বের অধিকার বহুভাবে বিপন্ন হইবে।

৩) এই মাপের কর্মচারীরা অর্থাৎ আমিনেরা লোককে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া আহার্য্য বা ঘুষ আদায় করিতেছে। উহাদের নিয়োজিত দালালেরা লোকের মধ্যে প্রচার করিতেছে—আমিনদের সন্তুষ্ট না রাখিলে জমির সত্ব বিষয়ে ক্ষতি হইয়া যাইবে। লোকে আশঙ্কা করিতেছে যে, এই সূত্রে দেবত্তাগুলি ঘুষের প্রভাবে জমি এধার ওধার করিবে। কারণ এবিষয়ে দেশের লোকের বহু অভিজ্ঞতাও আছে।

বাংলাভাষী অঞ্চল সমূহের দাবী

কাঁদরজনার উক্ত বৈঠকে স্থির হয় যে,

১) বাংলাভাষী অঞ্চল সমূহে বা যে সব অঞ্চলে বারবার বাংলা ভাষাতেই পড়চা-নকশা হইয়া আসিতেছে—সেখানে বাংলা ভাষাতে আজও পড়চা নকশা করিতে হইবে।

২) মাপের জন্য বাংলাভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আমিন নিয়োগ করিতে হইবে।

৩) আমিনদের জবরদস্তি ও অনাচার বন্ধ করিতে হইবে। এবিষয়ে তদন্তের সংকল্প গ্রহণ করিয়া সরকার কর্ত্তৃক দেশবাসীকে তাহাদের অভিযোগ ও তথ্য প্রমাণ দাখিল করার জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে।

কর্মীগণ এই মর্মে নিজেদের দাবী সরকারকে জানাইবার সিদ্ধান্ত করেন। এবিষয়ে জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রতিকার প্রচেষ্টাকে কর্মীগণ সহায়তা প্রদান করিবেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে পুনরায় হিন্দীসাম্রাজ্যবাদ

বিহারের উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে বাংলা স্কুলে অনুসৃত শিক্ষার মাধ্যম বাংলাভাষাকে হিন্দীতে পরিণত করার বিবিধ কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে। বহু বাংলা স্কুলকে সরকারী কাগজে হিন্দী মাধ্যমের স্কুলরূপে গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দীর মাধ্যমে পঠন পাঠন অচল বলিয়া—কার্য্যতঃ বাংলা পড়াইতে দেওয়া হইতেছে—তাহা চুরি করিয়াই। শিক্ষকদের হিন্দী ট্রেনিংএ বাধ্য করা হইতেছে। স্কুলের কাগজপত্র চিঠিপত্র বিল, ফরম, দরখাস্ত হিন্দীতে চালাইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হিন্দী মাধ্যম অনুসৃত স্কুলে বেতন অনেক বেশী দেওয়া হইতেছে—বাংলা মাধ্যম অনুসৃত স্কুলে বেতন কম দেওয়া হইতেছে। এই বৈষম্য অনুভব করিয়া কোনো কোনো শিক্ষক ছাত্রদের উপর চাপ দিতেছেন যে, তোমরা হিন্দী বই কিনিয়া আনিবে, নতুবা স্কুলে আসিবে না। এই ভাবে বাংলা স্কুল কমিয়া যাইতেছে—তাহার পরিবর্তে হিন্দী স্কুল বাড়িয়া যাইতেছে। বহু স্কুলে প্রায় সব ক্লাসে হিন্দীই চলিতেছে। বাংলা মাধ্যম অনুসৃত স্কুলের পাশে হিন্দী স্কুল প্রবর্ত্তন করা হইতেছে ও হিন্দী স্কুলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে বিবিধ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করা হইতেছে। এখনও জেলার বাহির হইতে হিন্দীভাষী শিক্ষক আমদানী করা হইতেছে।

ভাষার ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের ব্যবস্থা যখন করা হইল এবং এই কাজ যখন অসম্পূর্ণ রহিল—তখন কংগ্রেস সরকার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক প্রদেশের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভাষা, সংস্কৃতি, নিরাপত্তা ও অধিকার সমূহ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে—সহায়তা লাভ করে—তজ্জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা করা হইবে। এবং এই লক্ষ্যে সমস্ত ভারতের জন্য কতকগুলি আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। কথা ছিল—এই কমিটিগুলি এই কর্ম্মলক্ষ্যের দায়িত্ব লইয়া দেশের অবস্থার প্রতি নজর রাখিয়া কাজ করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আঞ্চলিক কমিটি আদৌ এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য দিতেছেন না—সম্পূর্ণ উদাসীন আছেন—যেমন ভারত সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন রাজ্যগুলিতে ভাষার সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের সময়ে—ভাষাগত সংখ্যালঘুদের উপর উপদ্রবের সময়ে। অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে না। এখন সময় আসিয়াছে আঞ্চলিক কমিটিগুলিকে উপযুক্ত ভাবে নাড়া দিবার জন্য। এবিষয়ে ভারতে দায়িত্বশীল তথা প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের সবিশেষরূপে সচেতন ও সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করি—নতুবা ভাষার সাম্রাজ্যবাদ পুনরায় রুদ্র মূর্ত্তিতে দেখা দিবে এবং উৎপীড়িত মানুষদের নিরাপত্তার স্থায়ী সমাধানের জন্য ন্যায় সঙ্গত প্রচেষ্টার পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

অরুণ চন্দ্র ঘোষ
৩০।১১।৫৮ সচিব, লোক সেবক সংঘ

—*—

নির্ব্বাচনে দাঁড়াইবার যোগ্যতার প্রশ্ন

সরকারী সুবিধাভোগীদের বাদ দাও

এই বিষয়ের বিল সম্পর্কে লোকসভায় সংঘ-সদস্যের বক্তৃতা

পুলিসীক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের তথা সরকারী সুবিধাভোগীদের সুযোগ দিবার চেষ্টার প্রতি নিন্দা

এই বিল পাশ হইলে আগামী নির্ব্বাচনে বহু জটিলতার সৃষ্টি করিবে

লোকসভায় সংবাদ অযোগ্যতা নিবারণ বিল

সংবিধানের ১০২ ধারায় বিধান আছে যে—কোন ব্যক্তি ভারত সরকার বা রাজ্যসরকার, যে কোন সরকারেরই অধীনে যদি এমন কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকে যাহাতে তাহার লাভের (office of profit) ব্যাপার আছে তাহা হইলে সে পার্লামেন্টের—লোক সভার বা রাজ্য সভার নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দাঁড়াইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। অবশ্যই পার্লিয়ামেন্ট আইন করিয়া এরূপ কোন কোন পদ অযোগ্য বলিয়া ধরা হইবে না তাহা স্থির করিয়া দিতে পারেন। বিধান সভার সম্বন্ধেও এইরূপ বিধান আছে।

এই বিধানে সরকারী কোন কর্ম্মচারী লোক সভার বা বিধান সভায় প্রার্থী হইতে পারে না। কিন্তু এমন বহু পদ আছে যেটা সরকারী নিয়ন্ত্রিত হইলেও পার্লামেন্টের বহু সদস্য সেখানে কাজ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণে বহু কমিটী, কর্পোরেশন প্রভৃতি হইয়াছে যেখানে লোকসভার বা বিধান সভার সদস্যরা সদস্য হিসাবে আছেন। সরকারের নিয়ন্ত্রণে এরূপ কোন পদে আজ করিলেই তাহা লাভের পদ হইবে কিনা এবিষয়ে বহু বিভিন্ন মত আছে। এবিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্ব কয়েকজন লোক সভার সদস্য লইয়া একটী কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটী একবৎসর পূর্ব্বে সুপারিশ করেন যে—কোন পদগুলি যোগ্য বা কোন পদগুলি অযোগ্য হওয়া উচিত। তাহাদের সুপারিশের পরে পার্লিয়ামেন্টে এবিষয়ে একটী বিল আনা হয়। সেই বিলটী আবার বিবেচনার জন্য একটি সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হয়। সিলেক্ট কমিটী প্রায় ২ মাসের পর তাহাদের সুপারিশ দাখিল করে। তাহাতে তাহারা বলে যে—বিলাতে পার্লিয়ামেন্টের এই বিষয়ে একটি আইন আছে যে—তাহারা সেই আইনের আদর্শে এই বিলটি করিয়াছেন। এই বিলে একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হয়—যে পদগুলি সরকারী লাভের পদ এবং কোন সদস্য এই পদে থাকিলে সে পার্লামেন্টের সদস্য থাকিতে পারিবে না।

বর্ত্তমান লোক সভায় এই বিলটীর আলোচনা গত ২৬শে নভেম্বর আরম্ভ হয়। শ্রীবিভূতি দাসগুপ্ত এই বিলের সম্বন্ধে লোক সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল—

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তের বক্তৃতা

বিভূতিদাসগুপ্ত (পুরুলিয়া)—"আমি এই বিলটীর বিরোধীতা করিতেছি। সিলেক্ট কমিটী ইহা যে ভাবে সংশোধিত করিয়া উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে ইহা সংবিধানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাইতেছে। মূল বিলে—ইহার যে উদ্দেশ্য ও কারণ ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে—ইহাতে 'অফিস অফ প্রফিট' কমিটির প্রায় সমস্ত সুপারিশই কার্য্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে—কতকগুলি অত্যন্ত গুরুতর সুপারিশ শুধু উপেক্ষাই করা হয় নাই—কমিটী যে পদগুলিকে একেবারে অযোগ্য বলিয়া সুপারিশ করিয়াছেন এই বিলে সেগুলিকে যোগ্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। ইহাতে অবস্থার কোন উন্নতি তো হয়ই নাই বরং আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

মূল বিলে কোন পদগুলি যোগ্য, কোনগুলি অযোগ্য তাহার কোন তালিকা দেওয়া সম্ভব পর হয় নাই কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সিলেক্ট কমিটী—সরকারী কমিটী, বোর্ড বা করপোরেশনের যে পদগুলি অযোগ্য—তাহার তালিকা দিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপার এই যে এই তালিকা সম্পূর্ণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমি মনে করি ইহাতে আরও বেশী গোলমাল সৃষ্টি করা হইয়াছে।

যে বিল শানা হইয়াছে—আমি মনে করি এই রকম বিলে—আমাদের সংবিধানের ১০২ ধারায় যে নীতি এবং উদ্দেশ্য সূচিত হইয়াছে তাহাকেই একটা ব্যাপক আইনের রূপ দেওয়া অপরিহার্য্য। নিঃসন্দেহভাবে নীতি হইতেছে এই যে—আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও গণতান্ত্রিক পথে গবর্মেণ্ট পরিচালনার পথের বিকাশ করা; উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে—আইন সভার সদস্যদের মন্ত্রী প্রভৃতির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত রাখা। গণতন্ত্রে আইন সভার সদস্যদের অবশ্যই এমন হইতে হইবে যে যাহাতে তাহারা কোন প্রকার ব্যক্তিগত লাভ ক্ষতির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া—নির্বাচক মণ্ডলীর সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে তাহাদের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে পারে। গবর্মেণ্টের মন্ত্রীমণ্ডলীর তরফ হইতে আইন সভার সদস্যদের জন্য যে কোন প্রকার—পদ বা কাজ—যাহাতে কোন প্রকার লাভের ব্যাপার আছে—তাহার বিন্দুমাত্র সুযোগও রাখা উচিত নয়। আইন সভার সদস্যদের জন্য এরূপ ভাবে কোন প্রলোভনের ব্যবস্থা থাকা উচিত নয় যাহাতে প্রলুব্ধ হইয়া সে শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবেই নয়, নৈতিক দিক দিয়াও সরকারী মন্ত্রীমণ্ডলীর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতার মধ্যে না থাকে। আমি দেখিতেছি যে এই বিলে—মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক আইন সভার সদস্যকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিবার দ্বার মুক্ত রাখা হইয়াছে।

প্রথমতঃ—এই বিলটীকে যে—বিলাতের একটি আইনের (বৃটীশ হাউস অফ কমন্স্ ডিসকোয়ালিফিকেশন এক্ট ১৯৫৭) আদর্শ করিবার চেষ্টা হইয়াছে—তাহাতে ভুল পথে যাওয়া হইয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি। আমরা এতদিন উপলব্ধি করিতে পারি নাই—কিন্তু এখন আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করিতে হইবে যে—প্রত্যেকটী ব্যাপারে ইংলণ্ড ও আমেরিকার দ্বারস্থ হইবার যে প্রবৃত্তি তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে কল্যাণকর হয় নাই। ইহা ছাড়াও ইংলণ্ডের বিকাশ বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের বৈধানিক জীবনের (Parliamentary life) বিকাশের পশ্চাতে বহু শতাব্দীর তাহার নিজস্ব বিশেষ ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্তমান। আমাদের ভিন্নরূপ। আমাদের দেশে সংবিধানে এবং আইনে যে সব ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহার অর্থ ইংলণ্ডের অনুরূপ ব্যবস্থার সহিত এক নাও হইতে পারে। যদি আমরা ইংলণ্ডের অনুকরণে আইন করিয়া তাহাকে ঐ ভাবেই চালাইতে যাই তাহা হইলে কখনও কখনও বাস্তবক্ষেত্রে আমরা গোলমাল এবং দুর্দ্দৈব ডাকিয়া আনিব।

এই বিলে কোন কোন সরকারী বা আধা সরকারী কমিটী, বোর্ড, করপোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির পদ-গ্রহণ সদস্যদের পক্ষে অযোগ্যতা বলিয়া গণ্য হইবে তাহার তালিকা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু চারি বৎসর চেষ্টা করিয়াও তাহার একটা সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ারী করা সম্ভবপর হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে সিলেক্ট কমিটী দীর্ঘদিন চেষ্টা করিয়াও এই তালিকা সম্পূর্ণ করিতে এমন কি বহু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রাদেশিক মন্ত্রীরও সহযোগিতা পান নাই। আমরা যদি এই অসম্পূর্ণ তালিকাকে আইনে পরিণত করি তবে আমরা সংবিধানের নির্দ্দিরণের বিরুদ্ধেই কাজ করিব ইহাতে কোন সংশয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ এরূপ সম্পূর্ণ তালিকা তৈরী করা বাস্তবে সম্ভব কিনা সেই প্রশ্নও আসিয়া পড়ে। যদি তালিকা সম্পূর্ণ করিয়া তৈরী করিতে না পারা যায় তবে কে নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারিবে বা কে পারিবে না এ বিষয়ে আইনের প্রয়োগ পক্ষপাতিত্ব পূর্ণ হইয়া পড়িবে। যেহেতু বিলাতে হাউস অব কমন্সের আইনে একটা তালিকা আছে, সেহেতু আমাদেরও একটা রাখিতে হইবে এযুক্তি কোন দিক দিয়াই টেঁকে না। ইংলণ্ডের বাস্তব অবস্থার সহিত আমাদের বাস্তব অবস্থার আকাশ পাতাল তফাৎ। ইংলণ্ডে Unitary Govt. (একক রাষ্ট্রিয় শাসন) আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্মেণ্ট। ইংলণ্ড সবদিক দিয়াই উন্নত—আমরা বহু ক্ষেত্রেই পিছাইয়া আছি। আজকাল গণতান্ত্রিক গবর্মেণ্টগুলির কার্য্য পরিচালনা ক্রমশঃই অধিকতর কমিটী প্রভৃতির মারফতই হইতে চলিয়াছে—বিশেষ করিয়া আমাদের পিছাইয়া থাকা দেশে উন্নয়নমূলক কার্য্য যতই বাড়িবে ততই এগুলিও বাড়িবে। কমিটী, কমিশন, সরকারী প্রতিষ্ঠান বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এবং অনুরূপ সংস্থা ও সংগঠন ক্রমশঃই বর্দ্ধিত সংখ্যায় তৈরী হইতেছে। তারপরে শিল্প-জাতীয়-করণের প্রসারের সঙ্গে এবং কেন্দ্রীয় ও চৌদ্দটী প্রাদেশিক সরকারের অধীনে সমাজতান্ত্রিক ধারায় অর্থনীতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে—শত শত এই রকম প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইবে। তারপরে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে—যাহা আজ হউক বা কাল হউক কার্য্যকরী হইতে বাধ্য—এরূপ ছোট বা বড় কমিটীর সংখ্যা অগণ্য হইবে—শত শত এরূপ কমিটী তৈরী করিতে হইবে। যদিও এই সবের জন্য একটা স্থায়ী কমিটীর প্রস্তাব করা হইয়াছে তথাপি—সময় সময় এই সমস্ত সংস্থাগুলির সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা বা সেগুলিকে তালিকাভুক্ত করিয়া রাখা একটা কার্য্য বহির্ভূত প্রস্তাব। ইহার ফল হইবে—অবাঞ্ছনীয়। কেহ কেহ অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাদেরই সগোত্রীয়রা এই লোক সভাতেই সহজ প্রবেশ লাভ করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রসাদের সূর্য্যকিরণে স্নাত হইয়া আমাদের সংবিধানের উদ্দেশ্য ও ব্যবস্থাকে ব্যাহত করিতে পারিবে।

আরও কতকগুলি গুরুতর বিষয় আছে যে গুলির প্রতি আমি সংসদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কমিটীর (committee on office of profit) কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশকে কেন এই বিলে কার্য্যকরী করা হয় নাই—তাহা বুঝিতেছি না। কমিটী তাহার রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারদের লোকসভার সদস্য হইতে পারিবে না বলিয়া সুপারিশ করিয়াছে—কিন্তু এই বিলে তাহাদের যোগ্য করা হইয়াছে। কেন? সাধারণভাবে লখরদারদের যোগ্য বলিয়া ধরা হইয়াছে—ইহাদের কাজ কি? এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে—রাজস্থানে ইহাদের প্রায় পনের প্রকারের সরকারী কাজ করিতে হয় এবং রাজস্থানে ইহারা বিধান সভার সদস্যের প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। এই সব লখরদার বা গ্রামের রাজস্ব আদায়কারীদের পুলিশের কর্ত্তব্য হয় তো নাও থাকিতে পারে—কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের এই বিলে অযোগ্যতার আওতা হইতে বাহিরে রাখা হইয়াছে—ফলে গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনে অবাধে দুর্নীতি মূলক (corrupt practice) কার্য্যের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে। হোমগার্ডদের পুলিশের কাজ থাকা সত্ত্বেও তাহাদের রেহাই দেওয়া হইয়াছে। এসব অত্যন্ত দুর্লক্ষণ। এই সব বিধান এবং ইহার সঙ্গে সরকারী উপদেষ্টা কমিটীকেও যে রেহাই দেওয়া হইয়াছে—ইহাতে আমাদের সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যেরই বিরোধীতা করা হইয়াছে।

পরিশেষে আমি বলিতে চাই যে—এই বিলটী প্রত্যাহার করিয়া লওয়া উচিত। আমাদের অতীতের ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের বিকাশকে দৃষ্টি পথে রাখিয়া একটি নূতন করিয়া বিল আনা হউক; তাহাতে যতদূর সম্ভব—'লাভজনক পদ' (office of profit) কি তাহার একটা ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া হোক। সন্দেহাতীত রূপে আমি ইহা বলিতে পারি যে—আইন এমনভাবে করা যাইতে পারে যাহাতে সদস্য এবং প্রার্থী উভয়েই পরিষ্কার এবং সুনির্দ্দিষ্ট রূপে নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইবে যে—কি ভাবে কোন পদ গ্রহণ করিলে তাহা সদস্যপদের পক্ষে যোগ্যতা বা অযোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে—এই বিল তাহা করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

সর্বশেষে আমি এই সংসদে দৃঢ় ভাবে বলিতেছি যে—আজ যে আইন আমরা করিতে যাইতেছি তাহার সুদূর প্রসারী গুরুত্ব রহিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যের দ্বারা আমরা ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করিতেছি। এই সংসদ এবং জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইবে—যদি এই বিল প্রত্যাহার করিয়া লইয়া আমি যেভাবে বলিয়াছি সেভাবে একটি নূতন বিল আনা হয়।

বিলটির সংশোধন প্রস্তাবসহ সংসদের বক্তৃতা

এই বিলটীর কয়েকটী সংশোধন প্রস্তাব আনিয়া বিভূতি ভূষণ দাসগুপ্ত গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত মর্ম্মে বলেন—

"এই সব গ্রামের রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের তাহাদের—যেখানে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন—এই বিলে অযোগ্যতা হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। প্রথম কথা এই যে—রাজস্ব আদায়ের জন্য এইসব কর্মচারীরা বহু পূর্ব হইতেই গ্রাম্য জীবনে—অবস্থিত আছে। কোথাও ইহাদের পদ বংশগত, কোথাও নয়। ইহাদের কাজের মধ্যে কোথায় পুলিশের কাজ আরম্ভ আর কোথায় তাহার শেষ—ইহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই মুস্কিল। আমাদের অঞ্চলে এইসব গ্রাম্য রাজস্ব আদায়কারীরা বিভিন্ন নামে আখ্যাত। যদিও তাহাদের কাজ খাজনা আদায় করা বা খাজনা আদায়ে সাহায্য করা—এবং সরকারী ভাবে ইহাদের পুলিশের কর্তব্য বলিয়া কিছু নাই তথাপি বস্তুতপক্ষে ইহারা পুলিশেরই সাহায্যকারী। কেবল পুলিশই নয়, যে কোন সরকারী ব্যক্তি গ্রামে আসুন—ইহারা তাহার আজ্ঞাবহ। ম্যাজিষ্ট্রেটই আসুক আর কোন সরকারী কর্মচারী আসুন ইহারা তাহাদের আজ্ঞা বহন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এই ক্ষেত্রে যে কোনো রিটার্নিং অফিসারকেই—কোন্ রাজস্ব কর্মচারীর পুলিশের কর্তব্য আছে আর কাহার নাই—ইহা নির্দ্ধারণ করিতে বিব্রত হইতেই হইবে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে ইহা যদি হয় তবে আগামী নির্ব্বাচনে বর্ত্তমানের চেয়ে নির্বাচন-সংক্রান্ত মামলা বহু গুণে বাড়িয়া যাইবে।

রাজপুতানার লম্বরদারদের কথাই ধরা যাক। সে আইনতঃ একজন রাজস্ব আদায়কারী। কিন্তু তাহাকে সবই করিতে হয়। গ্রামে একটী গাছ কাটা হইলে তাহাকে রিপোর্ট করিতে হয়। চুরি ডাকাতি অথবা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকিলেও তাহাকে রিপোর্ট করিতে হয়। রাজস্ব আদায়ও করিতে হয়। আমি বলিতে পারি যে, কোন রিটার্নিং অফিসারের পক্ষে এই এক লম্বরদারের কাজ পুলিশের কাজ অথবা তাহার বহির্ভূত কাজ কিনা ইহা নির্দ্ধারণ করা সমস্যার বিষয় হইবে। এইসব ধারাগুলি পরস্পর বিরোধী এবং এগুলি রিটার্নিং অফিসার তো বটেই আমাদের পক্ষেও গোলমাল সৃষ্টি করিবে। যাহাদের পুলিশের কর্তব্য নাই তাহাদের অযোগ্যতা হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে—আর হোমগার্ড যাহাদের পুলিশেরই কর্তব্য আছে তাহাদেরও রেহাই দেওয়া হইয়াছে—ইহা কি রকম নীতি? হোমগার্ডদের কর্তব্য পুলিশের সাহায্যকরা—তাহাদের কাজ পুলিশের কাজ। দেশে শান্তি রক্ষার্থে পুলিশের সাহায্যকারী হিসাবে তাহাদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। একদিকে বলিতেছ—পুলিশী কর্তব্য থাকিলে তাহারা অযোগ্য হইবে—আর এক দিকে যাহাদের পুলিশী কর্তব্য রহিয়াছে তাহাদের অযোগ্যতা হইতে রেহাই দিতেছ। এ এক গোলমেলে নীতি। ভবিষ্যতে ইহা সকলের পক্ষেই কেবল গোলমালেরই সৃষ্টি করিবে। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলিতেছি যে—এইসব গুলি খুব সতর্কতার সহিত এবং গুরুতরভাবে বিবেচনা করা উচিত। তাড়াহুড়া করিয়া এই সমস্ত আইন করিলে—নির্বাচনের ব্যাপারে গোলমালেরই সৃষ্টি করিবে।

পরিশেষে বলিতে চাই যে যাহা করিবে তাহা পরিষ্কার ভাবে কর। অন্ততঃ গ্রামাঞ্চলের ব্যাপারে ইহা পরিষ্কার ভাবে নির্ধারণ করা হোক—যাহাতে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে কোন প্রকার গোলমালের সম্ভাবনা না থাকে।"

বহু আলোচনার পরে—বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলারেরা সংসদের (পার্লিয়ামেণ্টের) সদস্য হইতে পারিবে না—এই সংশোধন সহ বিলটি পাশ হইয়া যায়।

—*—

পুরুলিয়ায় রাসমেলা

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ হইতে স্থানীয় দীবরযোল আনার উদ্যোগে সপ্তাহব্যাপী রাসোৎসবের সুরু হয়। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর বহিরাগত দোকান এবং ক্রীড়াকৌতুকের দলের সংখ্যা বেশী হইলেও দর্শকের সংখ্যা এবৎসর বেশী ছিল না। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের অব্যবস্থা।

সমস্ত রাসমেলায় অসংখ্য পাতাথালার স্তূপাকার, বিশেষ কয়েকটি স্থানের দুর্গন্ধ, সমস্ত মেলাটির আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

—*—

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্ত্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৬৫—১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

লোক সভায় শ্রীবিভূতি দাসগুপ্তের বক্তৃতা

জন প্রতিনিধি আইন সংশোধন বিল এবং ভোট ও নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিল সম্বন্ধে সংশোধন প্রস্তাব পেশ ও ভোটার লিষ্টের তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা

ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং নির্বাচনের ব্যাপার পরিচালনা—এই দুইটী বিষয়ে দুইটী আইন আছে। সেই আইন ও আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়ম (রুল) অনুযায়ী এই দুইটী ব্যাপার পরিচালিত হয়। ১৯৫০ সালের রিপ্রেজেণ্টেশন অফ দি পিপল এক্ট—ভোটার তালিকা প্রণয়ন সম্বন্ধীয় আইন ও ১৯৫১ সালের উক্ত নামধেয় আইনে নির্বাচনের ব্যাপার পরিচালনা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই দুইটী আইনে কতকগুলি সংশোধন করিয়া গত ১০ই ডিসেম্বর একটী সরকারী বিল আনা হয়। বিলের উদ্দেশ্য হিসাবে ইহাই বলা হয় যে—১৯৫১ ও ১৯৫৬ সালের নির্বাচনের ব্যাপারে সরকার ও ইলেকসন কমিশনার যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে—সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সমস্ত সংশোধন করা হইয়াছে। বিলটি লোক সভায় ১০ই ডিসেম্বর আলোচিত হয়। বেশীর ভাগ সদস্যই প্রস্তাব করেন যে—এই বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটীতে দিয়া সকলের মতামত লইয়া ভোটার তালিকা ও নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও ব্যবস্থাগুলি ভাবিয়া চিন্তিয়া ভালভাবে করা হোক। এবিষয়ে শ্রীবিভূতি দাসগুপ্ত গত ১০ই ডিসেম্বর লোক সভায় নিম্নলিখিত বক্তৃতা দেন:—

"অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আশা করি মন্ত্রী মহাশয় এই বিলটিকে—সিলেক্ট কমিটিতে দিবার প্রস্তাবের সম্বন্ধে বেশ ভাল করিয়া বিবেচনা করিবেন। এই বিলটিতে—রিপ্রেজেণ্টেশন অফ দি পিপল এক্ট ১৯৫০ ও ১৯৫১—এই দুইটী আইনকেই সংশোধন করার প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রথম আইনটী ভোটার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত ও দ্বিতীয়টী নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত। আমাদের জাতীয় জীবনে এই দুইটী আইনই অত্যন্ত গুরুতর—সুতরাং যে প্রস্তাবগুলি আনা হইয়াছে—লোক সভার পক্ষে কর্তব্য—সেগুলির সম্বন্ধে খুব গভীর ভাবে বিবেচনা করা। অন্ততঃ পক্ষে এই দুইটী আইন এবং সংশোধন সম্বন্ধে এই সংসদের সভ্যদের নিজের বিবেচনা প্রকাশ করিবার পূর্ণ সুযোগ থাকা উচিত।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গবর্মেণ্ট এবং ইলেকশন কমিশন যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহারই ভিত্তিতে এই সংশোধন প্রস্তাবগুলি আনা হইয়াছে। কিন্তু এই সংশোধনের ধারাগুলি দেখিয়া আমি ইহাই বলিতে চাই যে—আমার অভিজ্ঞতা এবং আমার মত অন্যান্য যাহাদের অভিজ্ঞতা আছে—সেইসব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সংশোধন প্রস্তাবগুলি অসম্পূর্ণ এবং আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থার উপযোগী নহে। সরকার ও ইলেকশন কমিশনের অভিজ্ঞতা ছাড়াও লোক সভার সদস্যদের অভিজ্ঞতাকেও গণ্য করিতে হইবে। সেইজন্যই এই বিলটীকে সিলেক্ট কমিটীতে দেওয়া আবশ্যক ও জরুরী। যতদূর পারা যায় আমি প্রধানভাবে ভোটার ও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ১৯৫০এর এক্ট সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। আমি এখানে উদাহরণ স্বরূপ দু একটী অভিজ্ঞতার কথা বলিব যাহা কিছু আলোর প্রকাশ করিবে এবং ইহার ভিত্তিতেও গবর্মেণ্ট এই বিলটীর সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারেন।

আমি জানিনা গবর্মেণ্ট একটি ঘটনার কথা অবগত আছেন কিনা। সেই ঘটনাটী হইতেছে এই যে—১৯৫৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যে ২৪ জন কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স আছেন তাহাদের মধ্যে ২১ জনের নামই কোন ভোটার লিষ্টে ছিল না—কেবল মাত্র ৩ জনের নাম ছিল। এই ২১ জন কমিশনার বার বার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করেন কিন্তু দ্বার উন্মুক্ত হইল না। গত সাধারণ নির্বাচনে তাহারা ভোট দিতে পারেন নাই। আমি শুধু ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি—ভোটার তালিকায় নাম ভুক্তি ব্যাপারে আমরা কোথায় আছি! আর একটি উদাহরণ!—ইহা সকলেই জানেন, দক্ষিণ কলিকাতায় গত উপনির্বাচনের সময় একেবারে শেষ সময়ে প্রায় ১২০০ লোক দেখিল তাহাদের নাম ভোটার তালিকায় নাই। ইহা লইয়া প্রবল গোলমাল সৃষ্টি হয়—শেষকালে ইলেকশন কমিশন বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করিয়া একটা অতি বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি নিবারণ করেন। এই সমস্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যদি আমরা গ্রামাঞ্চলে যাই যেখানে শতকরা ৮৫ জন লোক নিরক্ষর এবং—তাহাদের নিকট ভোটের অধিকারের কি অর্থ—সে সম্বন্ধে অজ্ঞ—তাহা হইলেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব এই ভোটার তালিকায় নাম ভুক্তি ব্যাপারে তাহাদের ক্ষেত্রে কি ব্যাপার চলিয়াছে।

আমার বক্তব্য এই যে—আমার অভিজ্ঞতায়, আর অভিজ্ঞতায়, এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের অভিজ্ঞতায় ইহাই দেখা যাইতেছে যে—কাজের জন্য যে ব্যবস্থা যন্ত্র খাড়া করা হইয়াছে (the machinery evolved) এবং সমস্ত নিয়ম ও ব্যবস্থার বিধান করা হইয়াছে (the procedure and methods prescribed and adopted)—নির্বাচনের ব্যাপারে তাহা দেশের বাস্তব

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অযোগ্য হস্তে দায়িত্ব

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর হইতে)

কিন্তু এই যুক্তি জহরলালেরও অপরাধ ও দায়িত্ব কোনক্রমেই কমাইতেছে না। জহরলাল ভারতের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কেমন করিয়া—যে এলাকা সম্পূর্ণ ভারতের তাহা পাকিস্থানকে দিবার ব্যবস্থায় রাজী হন বা সমর্থন করেন—লোক সভার কোন প্রকার অনুমতি না লইয়া। ইহাদের দায়িত্ব বোধ বলিয়া কিছুই নাই। ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করিয়া ইহারা মনে করিতেছেন—আমরা যাহা খুসী তাহাই করিব ইহার উপরে কাহারও কিছু বলা চলিবে না। সমস্ত ভারতবর্ষকে এই সমস্ত কংগ্রেস শাসকবর্গ নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতেছে এবং সর্বক্ষেত্রে সেইভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে। এই সব অযোগ্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন, ক্ষমতামদমত্ত ব্যক্তিদের হাতে ভারতের শাসন আর বেশী দিন থাকিলে এদেশের যে কি দুর্দ্দশা হইবে—তাহা এখনই দেখা যাইতেছে। বিদেশীর কাছে ঋণ করিয়া ভারতবর্ষকে এক রকম বাঁধা দিয়া রাখা হইয়াছে—তাহার পরে ভারতের এলাকা আবার পাকিস্থানকে দান করিবার ব্যবস্থা ইহারা করিতেছেন। ইহাদের হাত হইতে শাসন ব্যবস্থা অবিলম্বে হস্তান্তরিত না হইলে একদিন গোটা ভারতবর্ষটাই হস্তান্তরিত হইয়া যাইবে—ইহাই দেখিতেছি।

মুক্তি

২৯শে অগ্রহায়ণ, সোমবার

অযোগ্যের হস্তে দায়িত্ব

ভারত ও পাকিস্থান সৃষ্টি হইবার সময় ভারত ও পাকিস্থানের সীমানা কি হইবে ইহা নির্ধারণ করিবার জন্য ইংরাজ সাহেব মিঃ র‍্যাডক্লিফকে ভার দেওয়া হয়। তিনি একটা সীমানা নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। ইহা র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড নামে বিদিত। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না—অনেক গোলমাল থাকিয়া যায়। সেই গোলমাল পরিষ্কার করিবার জন্য মিঃ বাগে নামক এক ইংরাজ বিচারককে সভাপতি করিয়া এবং একজন ভারতীয় জজ ও একজন পাকিস্থানের জজ—এই তিন জনকে লইয়া আর একটী কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার জন্য ভারত ও পাকিস্থানের গবর্মেণ্ট স্বীকৃত থাকেন। পরবর্তী এই কমিশনকে বাগে কমিশন বলা হয়। এই বাগে কমিশনের বিভিন্ন বৈঠকে ভারত ও পাকিস্থান তাহাদের ম্যাপ, দলীল দস্তাবেজ পেশ করিয়া নিজেদের বক্তব্য পেশ করেন। প্রধানতঃ ভারতের উচ্চপদস্থকর্মচারীরাই—সরকারী প্রধান উকীলরাই ভারতের প্রতিনিধি রূপে দাবী পেশ করেন। প্রকাশ যে, এবিষয়েও নাকি ভারতের পক্ষে যে সমস্ত ম্যাপ প্রভৃতি উপস্থাপিত করা হয় তাহার মধ্যেও নাকি অনেক গোলমাল ছিল।

যাহা হোক বাগে কমিশন যতদূর সম্ভব খুঁটিনাটি বিচার করিয়া কোন গ্রাম, কোন নদী, কোন নদীর পার দিয়া বা কোন নদীর মধ্য দিয়া ভারত ও পাকিস্থানের সীমানা যাইবে তাহা ঠিক করিয়া দেন। কিন্তু তাহাতেও নাকি গোলমাল থাকিয়া যায়।

যাহা হউক তাহার পর হইতে জরীপ হইতে থাকে। কয়েক বছর ধরিয়া মাপামাপি করিয়াও পূর্ব্ব পাকিস্থান, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের ভারতীয় সীমানা নির্দ্ধারণ করার ব্যাপারটা বিশেষ অগ্রসর হয় না। এদিকে পাকিস্থানী সৈন্য, পুলিশ, পাকিস্থানীরা আজ নদীর এই চর, কাল অমুক গ্রাম দখল করিয়া বলিতে থাকে—ইহা পাকিস্থানের। ভারতীয় সীমান্তে লুঠতরাজ, খুন, অগম নির্বিবাদে চলিতে থাকে। সীমান্তবাসীরা ত্রাস্ত শঙ্কিত ও অত্যাচারিত হইতে থাকে—আর ভারত গবর্মেণ্ট কখনও পাকিস্থানী কর্মচারীদের সহিত মিটিং করিয়া কখনও বা অহিংস প্রতিবাদ পাঠাইয়া ইহার বিহিত ব্যবস্থা করিতে থাকেন। সীমান্ত প্রদেশে সীমানা লইয়া গোলমাল এবং তাহার সহিত পাকিস্থানী রাহাজানী অব্যাহত ও ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া চলিতে থাকে। সীমানা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কোন একটা ফয়সলা হয় না।

এদিকে পাকিস্থানে মন্ত্রীমণ্ডলীর নিয়ত পরিবর্তন হইতে থাকে। আজ একজন প্রধান মন্ত্রী কাল আর একজন প্রধান মন্ত্রী—কিন্তু ভারতের সম্বন্ধে তাহাদের নীতির কোন পরিবর্তন হয় না। সীমান্তে রাহাজানী জমি দখল, লুঠতরাজ বাড়িয়াই যাইতে থাকে—উপরন্তু আবার সামরিক রাহাজানী প্রকাশ্যে এবং অবাধিতভাবে চলিতে থাকে। আসাম সীমান্তে টুকের গ্রাম নামে একটি সম্পূর্ণ ভারতের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম পাকিস্থানী সৈন্যের দখল করিয়া লইল—সীমান্ত প্রদেশে অনবরত ভারতীয় এলাকায় গুলি চালাইয়া সীমান্তের অধিবাসীদের ঘর ছাড়া করিতে লাগল, ভারতীয় পুলিশ রক্ষার্থে গেলে সেই পুলিশদের ধরিয়া লইয়া যাইয়া পাকিস্থানী সৈন্যেরা মারধর করিয়া পাকিস্থানী জেলে ভরিতে লাগিল—আর ভারত গবর্মেণ্ট এখান হইতে কেবল প্রতিবাদ পাঠাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় সীমানা নির্দ্ধারণ ব্যাপার লইয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল এবং পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফিরোজ খাঁ নুনের মধ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে এক আলোচনা হয়। ইহার পূর্ব্বেই পাকিস্থানের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সহিত ভারতের সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের—এবিষয়ে করাচীতে এক বৈঠকে প্রাথমিক আলোচনা হয়। অবশ্যই এই বৈঠকে সুনির্দ্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় না বলিয়াই জানা যায়। যাহা হউক, দিল্লীতে নেহেরু নুন বৈঠকে সীমানা সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত কথাবার্ত্তা হয় এবং সেই অনুযায়ী একটা বোঝাপড়া হইয়া দুই পক্ষ হইতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জহরলালের পরামর্শদাতারা ছিলেন পশ্চিম বাংলার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী। ফিরোজ খাঁ নুনের পরামর্শদাতা ছিলেন পাকিস্থানী কর্মচারীরা।

সীমানা সম্বন্ধে এই চুক্তি যখন প্রকাশিত হইল তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। সীমানা কোথায় কোন দিক দিয়া যাইবে সে তো গেল এক ব্যাপার, কিন্তু তাহা ছাড়াও পাকিস্থানের সুবিধা অনুযায়ী ভারতের কিছু জায়গা—যাহার সহিত সীমানা লইয়া কোন সম্বন্ধ নাই—জহরলাল পাকিস্থানকে দিবার কথা দিলেন এবং পাকিস্থানও তাহার পরিবর্তে ভারতকে কিছু পাকিস্থানের অঞ্চল ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিল। পণ্ডিত জহরলাল যখন লোক সভায় এবিষয়ে বিবৃতি দেন তখনই সেখানে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। একজন কংগ্রেসী সদস্যই প্রশ্ন করেন যে—ভারতীয় কোন এলাকা—পার্লিয়ামেন্টের বিনা অনুমতি বা স্বীকৃতিতে সংবিধান অনুযায়ীই অন্য কোন রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তর করা যাইতে পারে কিনা। জহরলাল প্রথমতঃ ইহাকে বাগে কমিশনের নির্দ্দেশ অনুযায়ী নিছক সীমানা নির্ধারণের ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন—কিন্তু পরে তিনি বলিলেন যে ব্যাপারটাতে অবশ্যই আইনজ্ঞদের মতামত লইতে হইবে। সাধারণভাবে চারিদিকে অসন্তোষ দেখা দিল। বিশেষ করিয়া জলপাইগুড়ি জেলার ভারতীয় এলাকাস্থ বেরুবাড়ী ইউনিয়ান বসিয়া একটা অঞ্চল, যাহা জহরলাল পাকিস্থানকে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে একটি অতি আতঙ্কজনক তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। দেখা গেল যে, এই অঞ্চলে প্রায় দশ হাজার উদ্বাস্তু পাকিস্থান হইতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছে। জহরলাল বলিলেন—হস্তান্তরিত এলাকার অধিবাসীদের সেই এলাকায়ই থাকিতে হইবে। এই অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের লইয়া জনসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। কলমের এক আঁচড়ে তাহাদের পাকিস্থানের কবলে ঠেলিয়া দেওয়া হইতেছে।

গত ৮ই ডিসেম্বর লোক সভায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য জহরলাল এক প্রস্তাব আনেন। বিরোধী সদস্য শ্রীঅমিদিব কুমার চৌধুরী ভারতীয় এলাকা হস্তান্তরিত করিবার ব্যাপারে জহরলালের সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করিয়া এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, ঐ যে প্রধান মন্ত্রী বসিয়া আছেন তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে—আপনাকে কোন ভারতীয় নাগরিককে তাহার ঘরবাড়ী বিষয় সম্পত্তির হাত পা বাঁধিয়া পাকিস্থানের হাতে সমর্পণ করিবার অধিকার কে দিয়াছে? ভারত সরকার এবং তাহার উপদেষ্টারা কি কখনও ইহা বিবেচনা করিয়াছেন যে—বেরুবাড়ী ইউনিয়নের অধিবাসীরা আমাদের মতই ভারতীয় নাগরিক এবং পর পর দুইটী নির্ব্বাচনে তাহারা লোক সভায় এবং রাজ্য বিধান সভায় প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন। তাহাদের ভারতীয় নাগরিকত্বের অধিকার হরণ করিয়া পাকিস্থানের হাতে তুলিয়া দিবার কি অধিকার আমাদের আছে? তিনি সমস্ত সংসদকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে—আপনারা কল্পনা করুন যে, ভারতীয় নাগরিক হিসাবে যাহারা নিশ্চিন্তে আছে—রাত্রি প্রভাত হইলে সেই বিশ হাজার লোক দেখিল তাহারা আর ভারতের লোক নয়—পাকিস্থানের সরকারী শাসন তাহাদের উপর চলিতেছে। তিনি বলেন যে লোক সভারও ভারতের কোন এলাকা বিদেশী রাষ্ট্রকে দিবার কোন অধিকার নাই।

দেশবাসী ব্যাপারটা অনুধাবন করুন! জহরলাল ১৫ তারিখে পরবাষ্ট্র বিষয়ক আলোচনার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেন যে—বেরুবাড়ী ইউনিয়নের বা ঐ সব অঞ্চলের বিশদ অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল নহেন। খুঁটিনাটী ব্যাপারের জটিলতা লইয়া তিনি মাথা ঘামান নাই—সরকারী কর্ম্মচারীরা যে উপদেশ দিয়াছেন—তিনি সেই অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন।

ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্য্য। সরকারী কর্ম্মচারীরা বিশেষ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের সরকারী কর্ম্মচারীরা, যাহারা এই বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন—তাহারা কি মানুষ? তাহারা কি ভারতীয়? তাহারা কি বাঙ্গালী? যদি জহরলালের কথাই সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে এই সব সরকারী কর্ম্মচারীদের দেশের কি হইল বা গেল তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার তাহাদের দরকার নাই। মোটাবেতন লইয়া সরকারী প্রদত্ত আরাম ও আয়াসের ব্যবস্থার উপরে তাহাদের অন্য কিছু করিবার নাই। দেশ চুলায় যাউক তাহাতে কাহারই বা কি আসে যায়!

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

চালের দর ও সরকারী অপভাষণ

বিগত ২৮শে নভেম্বর ভোরবেলা উঠিয়াই আনন্দ বাজার ও যুগান্তরে পুরুলিয়া সম্পর্কে এক উল্লেখযোগ্য অপভাষণের সম্মুখীন হইলাম। ইহা একটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবৃতি। জনৈক সরকারী মুখপাত্র বিবৃতিটি দিয়াছেন। সমগ্র প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা কালে পুরুলিয়ার সাম্প্রতিক খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে এই বিবৃতি।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—এই খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ে—সরকার সবচেয়ে বেশী মিথ্যাতথ্য সৃষ্টি করিয়াছিতেছেন—অবিবত—দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে। বঙ্গভুক্তির পর হইতে এ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিবার যে স্বল্প সময় টুকুর অবকাশ আমরা পাইয়াছি—সেই স্বল্প অবসর কাল-টুকুর মধ্যেই আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ভালভাবে জানিয়া ফেলার সুযোগ লাভ করিয়াছি। ইহাতে আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, মিথ্যা তথ্য সৃষ্টির জন্য বিচার সরকারের যে নগ্ন আচরণের কারণে আমরা নিরতিশয় ক্ষুব্ধ, দুঃখিত, মর্ম্মাহত ও আশ্চর্য্যান্বিত এবং এমন কি স্তম্ভিতও হইতেছিলাম—আমাদের আজ উপলব্ধি হইয়াছে যে, সেই আচরণের দৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনো অংশেই কম নহেন। বিগত এই দুই বৎসরের মধ্যে আমাদের খাদ্য পরিস্থিতি, আমাদের রিলিফ ব্যবস্থা, জেলায় অনাহারে মৃত্যু প্রভৃতি বহু ব্যাপারের মধ্য দিয়া এই দুঃখজনক উপলব্ধি আমরা করিয়াছি।

আজ আবার নূতন ফসলী বৎসরের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সরকারী সেই পুরাতন কারবারের পুনরারম্ভের সম্মুখীন হইলাম। তথ্যটি ছোট্ট, কিন্তু প্রকৃত ইঙ্গিতময়। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে—প্রভাতের রূপ সারাদিনের ধারা সূচিত করে। ফসল উঠিতে না উঠিতেই পুরুলিয়া সম্পর্কে যে সরকারী তথ্যের সম্মুখীন আমরা হইলাম বুঝিতে আমাদের বাকী নাই যে, সামনের ফসলী বৎসরে সরকারী কর্ম্মধারা আমাদের ভাগ্যে কি ধারায় পরিচালিত হইবে।

আমরা সকলেই জানি পুরুলিয়া জেলায় এই সময়টায় চালের দর ভালভাবেই নামে। এখনও পর্য্যন্ত চালের দর অন্য বৎসরের তুলনায় এই সময়ে সেই হারে নামিতেছে না দেখিয়া গরীব, দুঃখী কিনিয়া-খাওয়া লোক চারিদিকে খুবই চিন্তান্বিত হইতেছে। দিন কতক আগে মাঝে একবার সামান্য দুই এক দিনের জন্য দর কিছু ভালভাবে নামিবার গতি নেয়। কিন্তু আবার মোড় ফেরে। আমাদের জেলার সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই অতিশয় দরিদ্র। সাধারণভাবে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা প্রদেশের অন্য জেলার তুলনায় এ জেলায় অত্যন্ত কম। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও খাদ্যমূল্যের গতির কথা ভাবিতে ও আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু সে যাহাই হউক, সে সকল বিবেচনার কথা তো দূরের কথা, যাহা বাস্তব অবস্থা তাহা লইয়াই দায়িত্বজ্ঞানবিহীন যে সরকারী উক্তি করা হইয়াছে তাহার কথাই এখন বলি।

২৭শে নভেম্বর তারিখে প্রাদেশিক সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলিতেছেন যে, পুরুলিয়া জেলায় এখন সবচেয়ে চালের দর কম—সেখানে চালের দর এখন ১৫৲ মণ। ঠিক এই সময়ে সাধারণভাবে জেলাতে চারিদিকে চালের যে দর চলিতেছিল তাহা এই উক্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এই সময়ে পুরুলিয়া সহরে যে চালের পাইকারী দর সবচেয়ে কম ছিল—তাহাই ছিল সতের টাকা সওয়া সতের টাকা। এবং এই চাল বিক্রয় হইতেছিল চালের গোদামগুলি হইতে—মাড়ী মদের জন্য। চাউল বিক্রেতারা বলিয়াছেন—গরীব দুঃখীও এই চাল কিনিতে চায় না। কারণ, কিনিবার সময় এই চাল একটু অবস্থায় থাকে যে, তাহাকে খাওয়ার যোগ্য করিতে হইলে দর আরও বেশী পড়িয়া যায়। কোনো রকমে আহারের যোগ্য অতি নিম্নস্তরের চাল এই সময়ে সহরে ১৭৲ টাকা ১৮ টাকা চলিতেছিল। গ্রামাঞ্চলে এই দর হইতে এক টাকার তফাৎ হইতে পারে। তাহাও সর্ব্বত্র নয়। কোথাও কোন এক আধ জায়গায় অত্যন্ত খারাপ চাল

ইহা হইতেও চার আট আনা তখন কম চলিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের বিষয় নহে। সমগ্র জেলার সাধারণ পরিস্থিতির মধ্যে সেদিন চালের দর যাঁহারা পুরুলিয়ায় ১৫৲ টাকা বলিয়া দাবী করিয়াছেন—তাঁহারা ভিত্তিহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। সেদিনকার কথা এই। এখন বহাল জমির ধানকাটা চলিতেছে। সবচেয়ে নিকৃষ্ট চাল আজও পাইকারী ১৭৲।১৮৲ চলিতেছে। খুচরা বিক্রয়ের দর ১৯।২০৲।

আমরা নিয়তই দেখিয়াছি—প্রাদেশিক সরকার জানিয়া বুঝিয়াই নিত্য ভিত্তিহীন তথ্য প্রচার করিয়া জনসাধারণের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য দুঃখের হইলেও,—যদি ইহা উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়, না জানিয়া সহসা ভুল করিয়া ফেলার ব্যাপার হয়, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের জেলার খাদ্য পরিস্থিতি বিষয়ের এই একটা ব্যাপারেই শুধু এক আধ জন সরকারী মুখপাত্রই নহেন—স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার বহু মন্ত্রী তথা বহু অফিসার ইচ্ছা করিয়াই—জববদস্ত করিয়াই নিয়ত বহু ভিত্তিহীনতথ্য প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ইহা জেলাবাসীর অজানা নাই।

দায়িত্বশীলের আসনে উপবিষ্ট এই সকল মন্ত্রীদের সঙ্গে তথ্যাদি বিষয়ে জেলার দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের বহুব্যক্তির বহু বাদ প্রতিবাদ হইয়াছে। তাঁহারা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন—'আমরা আমাদের স্থানীয় অফিসারদের বিশ্বাস করিব। আমরা তাঁহাদের প্রদত্ত তথ্যাদির উপরই ভরসা করিব।' ইহা কতকাংশে সত্য কথা। কিন্তু অফিসার আছে বলিয়া জনসাধারণের দিক হইতে বা জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানগুলির দিক হইতে যে সকল দায়িত্বপূর্ণ কথা বলা হইবে—যে সকল অভিযোগ আনা হইবে—তাঁহারা তাহা একেবারেই অস্বীকার করিতে থাকিবেন—ইহা কখনো হইতে পারে না। অফিসারদের প্রদত্ত তথ্যের বিরুদ্ধে গুরুতর জন-অভিযোগ সমূহ হইতে থাকিলে—দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের কর্ত্তব্য তথ্যানুসন্ধান করা। এবং তাহার ভিতর দিয়া যদি নিত্য প্রমাণিত হয় যে, স্থানীয় অফিসারেরা নিয়তই ভিত্তিহীন তথ্য দিতেছেন—সেই অফিসারদের উপর বিশ্বাস না রাখিয়া বিশ্বাসযো তথ্য লাভের ব্যবস্থা করা সরকারের উচিত হইবে কিন্তু দায়িত্বশীল আসনে উপবিষ্ট এই মন্ত্রীরা তা আদৌ করেন না। জনসাধারণ গুরুতর অভিযো আনিলেও—তাঁহারা নির্ব্বিকার চিত্তে বলেন—অফিসা দের আমরা বিশ্বাস করি। ইহা তাহাদের তথ্য ইহা আমরা বিশ্বাস করি। এই অবস্থার ভিতরে আস তথ্য এই যে, মন্ত্রীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জ যে তথ্যাদি সৃষ্টি করেন—সত্য না হইলেও তাহা দায়িত্ব অফিসাদের তুলিয়া লইতে হয়—এবং মন্ত্রীদে মনোভাব বুঝিয়া এবং বহু সময়ে নিজেদের উদ্দে সাধনের উদ্দেশ্য লইয়া অফিসারেরাও ভিত্তিহীন তথ্য সৃষ্টি ও সরবরাহ করিতে থাকেন। সমস্বার্থের যোগে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে মিথ্যা কারবারের এক অপূর্ব জাঁতাত চলিতে থাকে। ইহাই আজ বর্ত্তমান শাসনে বিঘোষিত তথ্যের রূপ। এই তথ্যের রূপ রাজ্য পুনর্গঠনেও আমরা দেখিয়াছি, পঞ্চ বার্ষিকীতেও দেখিতেছি—এবং খাদ্য পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সমূহেও দেখিতেছি। এবারের এই ফসলী বৎসরের আরম্ভ হইতেই—তথ্য বিষয়ে সরকারী কারবারের উদ্যোগ যে ভাবে হইল তাহাতেই উপলব্ধি করিতেছি বিষয়টি ছোট হইলেও—উপেক্ষার নহে।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্রাদেশিক সরকারকে ভিত্তিহীন এই তথ্য কে দিয়াছে? হইতে পারে—বিবৃতি প্রদানের সুযোগ ও সুঅবসরে—প্রাদেশিক সরকারের কেন্দ্রীয় অফিসের মুখপাত্র পরিচালকদের নির্দ্দেশে বা মুখ চাহিয়া পুরুলিয়াকে লইয়া একটা তথ্য বানাইয়াই বলিয়া দিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের সুশাসনে খাদ্য ব্যবস্থা কত দ্রুত উন্নতির পথে যাইতেছে তাহা কাহারও ঘাড়ে দেখাইতে হইবে। এবং পুরুলিয়া জেলা লইয়াই তাহা করা সুবিধা। কারণ ইহাতে সুশাসনের তথ্যের দৃষ্টিতে কাজও হাসিল হইবে—এবং রিলিফ ও খাদ্য সরবরাহ বিষয়ে পুরুলিয়া জেলার প্রতি দায়িত্ব পালন এড়াইবারও ইহাতে সুবিধা হইবে। পুরুলিয়া জেলার প্রতি দায়িত্ব বিষয়ে এই উদাসীনতার কারণও এই জন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ

কংগ্রেসের বনেদি কাহারও সাক্ষাৎ স্বার্থ আজ এই জেলার সহিত জড়িত নয়। সেজন্য মন্ত্রীগণ আজ পুরুলিয়া জেলাকে লইয়া যাহা খুসী তাহাই করিতেছেন। প্রাদেশিক সরকার নিজের খেয়ালেই যাহা হোক বলিয়া দিয়াছেন—ইহাও যেমন লোক আজ ভাবিতে পারেন—তেমনি লোকে ভাবিতে পারেন যে, জেলার অফিসারেরাই এই তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। সেদিন একজায়গায় সহরের কয়েকজন ভদ্রলোক সরকারী এই উক্তির কটু সমালোচনা করিবার কালে বলিলেন—আমাদের মনে হয়, সভাপতি নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে প্রাদেশিক বৈঠকে যোগ দিতে গিয়া জেলার কংগ্রেসীরা জেলার এই শত্রুতাটুকু করিয়া আসিয়াছেন। জনগণের দিক হইতে ইহা সন্দেহ করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আমাদের বলিবার কথা—ইহা প্রাদেশিক অফিসের মুখপাত্রের খেয়ালই হউক আর স্থানীয় সরকারী তথাই হউক, অথবা কংগ্রেসী মহলের সরবরাহই হউক—আর কংগ্রেসী কর্ম্মকর্ত্তাদেরই সৃষ্টই হউক—ইহা ভিত্তিহীন।

প্রাকৃতির গতি দেখিয়া লোকে আশঙ্কিত হইয়াছিলেন—জেলায় ধান আদৌ হয় কিনা। যাহা হউক, ফসল উত্তীর্ণ হওয়ায় আজ জেলাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত। কিন্তু ধান হইলেও জেলার অবস্থা যে সুবিধার নয়—সে বিষয়ও আজ গভীর চিন্তার কথা। স্বাভাবিক সাধারণ ফসলের তুলনায় এবারে অর্দ্ধেক উৎপাদন হইয়াছে। ইহার মধ্যে বহুজনের আদৌ ফসল হয় নাই। তাহার উপর, জেলার কতকগুলি অঞ্চল আজও দুর্গত অঞ্চল হইয়াই রহিয়াছে। সুতরাং ধানের দর নামিতেছে—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া জেলার বা সমগ্রভাবে প্রদেশের দায়িত্ব এড়াইবার কৌশল ফাঁদিলে চলিবে না। দর নামিল কি, নামিল না, এখানে সে প্রশ্নটা বড় নহে। বড় প্রশ্ন হইল—দর উপলক্ষ্য করিয়া মিথ্যা তথ্য সৃষ্টির আগ্রহ এবং এই দর নামার ব্যাপার লইয়া অবস্থার গুরুত্বকে লঘু করিয়া দায়িত্ব এড়াইবার রাস্তা করিয়া রাখার আগ্রহ। ইহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।

সংবাদ পত্রে আমরা দেখিতেছি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করিতেছেন—এ বৎসর উৎপাদনের অবস্থা অত্যন্ত উজ্জ্বল—Bumper crop হইয়াছে—অর্থাৎ ধান পূর্ণ হইয়া উপচাইয়া পড়িতেছে। আবার একই সঙ্গে সংবাদ পত্রে ইহাও দেখিতেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের আগামী ঘাটতি নিবারণের উদ্দেশ্যে চাউল ভিক্ষার জন্য ব্রহ্মদেশে দৌড়াইবার পরিকল্পনা করা হইতেছে। কেন, ভারতবর্ষের Bumper crop হইতে—উপচাইয়া পড়া খাদ্য শস্যের উৎপাদন হইতে—তাহার ঘাটতি পূরণ হইবে না? তবে এই সব বিবৃতি ও অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? চালাকীর দ্বারা, মিথ্যা প্রচার দ্বারা কদিন লোককে ভুলাইয়া চালান যাইবে? সংবাদ পত্রে প্রদত্ত বড় আশ্বাসের বিবৃতির কালি শুকাইবার আগেই আমরা দেখিতে পাইব—এই Bumper crop এর সত্যকার রূপ—এই উপচাইয়া পড়া শস্যের আসল রূপ উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।

ইহা কেন? কারণ—হয় তথ্যের বাক্যজাল সমস্ত মিথ্যা, নয় তো বা, উপচাইয়া পড়া খাদ্য শস্যের অবস্থা সত্য হওয়া সত্ত্বেও, সরকারী অযোগ্যতায় লাভগৃধ্নু চোরাকারবারীদের অন্ধকার গহ্বরে অগণিত মানুষের জীবন-স্বরূপ এই খাদ্য শস্যের অতল অন্তর্ধান। উভয় দিক হইতেই ইহা সরকারী অযোগ্যতার চরম পরিচয়। দেশের এহেন মহান সমস্যা লইয়াও সরকারের যদি দৃঢ়তা, সততা, যোগ্যতা একেবারেই না থাকে তবে শাসন চালাইবার বিন্দুতম অধিকারও এই শাসনের আজ কোথায়? তবু যতক্ষণ এই শাসনের হাতে দেশের ক্ষমতা রহিয়াছে ততক্ষণ মানবতার নামে আজ এই আবেদন জানাইয়া যাইতে হইবে—তোমরা তথ্য লইয়া আর খেলা করিও না—বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হও। আর যদি অবস্থা সত্যই উজ্জ্বল তবে যোগ্যতার সঙ্গে খাদ্য পরিস্থিতি পরিচালনা করো—মিথ্যা আর ব্রহ্ম, জাপান, মালয়ের পথে খাদ্যের জন্য দৌড়াদৌড়ি করিও না—বিবেকহীনভাবে চোরাকারবারী মাসতুতো ভাইদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করিয়া পূর্ণভাণ্ডার আর শূন্য করিও না—উজ্জ্বল উৎপাদনের সত্যতার আজ পরিচয় দাও।

অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

কেরালা-হিতৈষীদের প্রতি একটি সংবাদ

সাগা-তুলসিডি বাঁধের অধিকার

সশস্ত্র কংগ্রেসী উপদ্রবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পক্ষে সংঘ কর্ম্মীদের অহিংস কর্ম্ম পরিকল্পনা

ইতিপূর্বে আমরা বান্দোয়ান থানার সাগাতুলসীডি গ্রামের বাঁধের বিষয় জনগণের গোচরীভূত করিয়াছি। উপরিউক্ত বাঁধটির ন্যায়সঙ্গত মালিকের অধিকার বিপন্ন করিয়া—এমন কি, উহাদের জীবনের বিপন্ন করিয়া—বান্দোয়ান থানার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মীরা সশস্ত্র অভিযান চালাইয়া কিভাবে দেশের আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়াছে—তাহার বিবরণ আমরা সংবাদপত্রে সরবরাহ করিয়াছি—মুক্তিতে ইহা প্রকাশিতও হইয়াছে। কেরালায় কমিউনিষ্টদের সহিংস উপদ্রবে জনসাধারণের নিরাপত্তা আজ বিপন্ন বলিয়া—সমগ্র কংগ্রেস আজ অধীর। ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি স্বয়ং আজ এই অভিযানের পাণ্ডা। কিন্তু তাঁহাদের কংগ্রেসী শাসনের অধীনেই দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা আমাদের জেলায় শাসনের নিরাপত্তার যে মারাত্মক রূপ উপলব্ধি করিয়াছি ও করিতেছি—তাহার বিষয়ে কংগ্রেসী নেতাদের কাছে সংখ্যাবিহীন দরবার করিলেও—কংগ্রেসী নেতারা এই কথার কোন অর্থই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। অথচ, ইতিহাসের প্রমাণ তাঁহার সাক্ষী যে, এই নেতাদের পরিকল্পনা অনুসারেই শাসনশক্তি ও পুলিসী শক্তির ষড়যন্ত্রের সংযোগে কংগ্রেস কর্ম্মীরা মারাত্মক হিংসাত্মক কর্ম্মধারায় আমাদের ধন-সম্পত্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ত ঘোরতরভাবে বিপন্ন করিয়াছেন ও আজও করিতেছেন। সাগাতুলসীডির ঘটনা ইহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শত অভিযোগেও ইহার প্রতিকারের পথ কোনো দিন হয় নাই। বরং সর্ব্বদাই অভিযোগসমূহের ব্যাপারে সরকার উপদ্রবকেই আরো পরিচালনা দান করিয়া গিয়াছেন। সেজন্য সর্ব্বদাই জনসাধারণকে আপন শক্তিতে সরকারী অপকৌশলের বিরুদ্ধে নিজেদের নিরাপত্তার পথ করিতে হইয়াছে।

সাগা তুলসীডির ব্যাপারে কংগ্রেসী উপদ্রবের বিরুদ্ধে আমরা অহিংস জনশক্তিতে প্রতিকার ব্যবস্থার একটি পরিকল্পনা করিয়াছি। কংগ্রেসীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়া বাঁধ চড়াও করিতেছে যে, তাহারা বাঁধের মালিককে বাঁধের মাছ ধরিতে দিবে না—ধরিতে আসিলে মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে। পুলিসে অভিযোগ জানাইলে—পুলিস বিবিধ কৌশলে কংগ্রেসীদেরই উপদ্রবের সহায়ক হইয়াছে—এ পর্য্যন্ত। বাঁধের মালিকেরা আমাদের সহায়তা চাহিতেছেন। এ ছাড়া আর এক কারণে এই বাঁধের অধিকার বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব দেখা দিয়াছে। কর্ম্মীদের অনুরোধে জনসাধারণের কাছে বাঁধের মালিকেরা বাঁধের অর্দ্ধেক অংশ ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। একটি উপযুক্ত ট্রাষ্টের হাতে তাঁহারা ঐ অংশ ছাড়িয়া দিবেন তাহা স্থির হইয়াছে। সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে এবং আজ হইতে বাঁধের অর্দ্ধেক অংশের অধিকার জনসাধারণের কাজের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইল। বাঁধের বহু অংশীদার—তাহার মধ্যে আদিবাসীরাও আছেন সেজন্য আইন সম্পর্কিত বিহিত ব্যবস্থা সমূহের দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া আইনের দৃষ্টিতে অধিকার লাভ করিতে কিছু সময় লাগিবে। কার্য্যতঃ এখন বাঁধের অর্দ্ধেক অধিকার পাওয়া গিয়াছে।

সেজন্য দিনকতকের মধ্যে বাঁধের মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হইবে। এবং মাছের যে অর্দ্ধেক অংশ পাওয়া যাইবে—তাহার অর্থ বান্দোয়ানের ঋষি নিবারণচন্দ্র বিদ্যাপীঠের জন্য দেওয়া হইবে। মাছ ধরিতে গেলে সশস্ত্র কংগ্রেসী উপদ্রবের সম্ভাবনা রহিয়াছে—সেজন্য অহিংস নিরস্ত্র কর্ম্মীর দলও মাছ ধরিবার সময় উপস্থিত থাকিয়া নিজেদের দিক হইতে অহিংসভাবে উপদ্রবের সম্মুখীন হইবেন। অস্ত্র শরিকদেরও বলা হইয়াছে যে, সংঘের কর্ম্মীরা যখন এই কাজে যুক্ত হইতেছেন তখন কর্ম্মীদের অনুসৃত পন্থায় তাঁহারাও চলিবেন—ইহা আমরা আশা করিব।

কংগ্রেসী উপদ্রবের বিরুদ্ধে আমাদের দিক হইতে অভিযোগের উত্তরে পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ ও বান্দোয়ানের স্থানীয় পুলিস—যেমন বলিয়া থাকেন—তেমনি বলিয়াছেন—মালিকেরা মাছ ধরিবার পূর্বে তাঁহাদের যেন তারিখ জানান। তাঁহারা সাহায্য করিবেন। তাঁহারা কাহাকে সাহায্য করিবেন—আমরা জানি না। তবে সংঘ কর্মীরা আমরা যখন ঐ বিষয়ে অগ্রসর হইতেছি—তখন আমরা এ ক্ষেত্রে পুলিসের সহায়তার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। তবে মাছ ধরিতে যাইবার পূর্ব্বে তারিখ আমরা জেলা শাসন কর্ত্তৃপক্ষ ও পুলিস কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইব—এই জন্য যে, তাঁহারা যেন প্রতিনিধি পাঠান—কংগ্রেসী যে উপদ্রব হইবে—তাহা শুধু দাঁড়াইয়া দেখিবার জন্য এবং দেখিয়া শ্রীনেহেরু ও শ্রীধেবরকে বিবরণ জানাইবার জন্য। কারণ কেরালার নিরাপত্তার জন্য যাঁহারা আজ অতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—তাঁহাদের নিজেদের রাজত্বে কি চলিতেছে—তাহা জানাইবার দায়িত্বও শাসন কর্ত্তৃপক্ষ তথা পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের রহিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনার দিন ধার্য্য হইলেই সংশ্লিষ্ট সকলকে জানান হইবে।

নিবেদক—অরুণচন্দ্র ঘোষ
সচিব, লোক সেবক সংঘ

লোক সভায় শ্রীবিভূতি দাসগুপ্তের বক্তৃতা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

অবস্থার উপযোগী নহে—যেখানে শতকরা ৮৫ জন লোকই নিরক্ষর। আমাদের—যাহাদের ভোটারের নামভুক্তি, এবং নির্ব্বাচন ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে—তাহাদের এই ব্যাপারে সর্বদাই অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়, এবং আমরা মনে করি এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া উচিত। ইহা আমাদের জনগণের অবস্থার পক্ষে একেবারেই যোগ্য ব্যবস্থা নয়। এই বিলে সে সম্বন্ধে কোন চিন্তাই করা হয় নাই—ইহা মূল ভিত্তিটাকেই উপেক্ষা করিয়াছে। যদি গবর্মেণ্ট এবং ইলেকশন কমিশন—এই দুয়ের সম্মিলিত অভিজ্ঞতার ফল এই বিল হয়—তবে বলিতে হইবে সেই অভিজ্ঞতাগুলি কেবল ভাসা ভাসা অভিজ্ঞতা।

আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সদিচ্ছা এবং দয়ার উপরই ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত হইবে কিনা তাহা নির্ভর করে। যদি সে ব্যক্তি দলীয় মনোভাবাপন্ন হয় তবে অনেক লোকই ভোটার তালিকা হইতে বাদ পড়ে। একথা অবশ্যই সত্য যে, গ্রামের অধিবাসীদের যেরূপ সচেতন এবং সক্রিয় হওয়া উচিত তাহারা ততখানি সচেতন নয় এবং আমরাও এই স্বাধীনতার এগার বৎসরের মধ্যে তাহাদের ভোটের অধিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারি নাই। যাহাই হউক, এই সমস্তই সম্মুখে রাখিয়া আমাদের ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। নির্ব্বাচনের ব্যাপারটা তো পরে আসে—ভোটারের নাম ভুক্তি করা এবং ভোটার তালিকার প্রণয়নের ব্যাপারটাই প্রথম কাজ। আমাদের এমন একটা ত্রুটীহীন, উপযুক্ত ব্যবস্থা ধারা গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহা—গ্রামে যাহারা আছে তাহাদের শতকরা ৮৫ জন নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে—যোগ্য ব্যবস্থা হয়। ইহা ছাড়াও যখন অভিজ্ঞতার কথা আসিয়াছে তখন আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখিয়াছি কিরূপে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বা স্থানীয় শাসন যন্ত্রের ষড়যন্ত্রে একটা বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা বিশেষ অংশকে ভোটার তালিকা হইতে বাদ রাখা হইয়াছে। আমাদের অভিজ্ঞতার আরও একটি ঘটনার কথা বলি—কেমন করিয়া একজন ইলেক্ট্রোরেল অফিসার এবং চীফ ইলেকট্রোরেল অফিসার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে—এক ব্যক্তি যিনি এই সংসদেরই এক জন ভূতপূর্ব্ব সদস্য—তাহার দরখাস্ত মতলব করিয়াই নাকচ করিয়া দিতে পারে।

চেয়ারম্যান—মাননীয় সদস্য কি এই বিলে কোন সংশোধন প্রস্তাব আনিয়াছেন—যাহা দ্বারা, যে সমস্ত ত্রুটী এবং অসুবিধার কথা তিনি উল্লেখ করিতেছেন তাহার নিবারণ হইতে পারে? ইহার সহিত তাহার কি কোন সম্বন্ধ আছে? যদি তিনি বলিতে পারেন যে—যে সমস্ত ত্রুটীর কথা তিনি বলিতেছেন তাহা এই বিলে কতকগুলি সংশোধন প্রস্তাব দ্বারা নিবারিত হইতে পারে তবে তাহাই আরও সঙ্গত হইবে। অবশ্যই তিনি সাধারণ অভিযোগ সমূহ বলিতে পারেন—আমার

কোনো আপত্তি নাই। সময় অল্প তাহা ছাড়া এই বিল দ্বারা কাজের ব্যবস্থার ধারাও সম্পূর্ণ সংশোধিত হওয়া সম্ভবপর নয়। যদি তাহার কোন অভিমত (Suggestions) থাকে তবে নিশ্চয়ই তিনি তাহা বলিতে পারেন।

বিভূতি দাস গুপ্ত—আমি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করিতেছি। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে আমার প্রস্তাব (Suggestions) ঠিক এবং যদি তিনি এগুলি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক থাকেন তবে সংশোধন প্রস্তাবের অভাব হইবে না। এখানে সাধারণ ভাবে কি হয়? ভালই হউক মন্দই হউক আমরা আমাদের সংশোধন প্রস্তাব দাখিল করি কিন্তু তাহা গ্রহণ করা না করা মন্ত্রী মহাশয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

শ্রীহাজার নবীশ (ডেপুটিমন্ত্রী আইন)—আমি মনে করি যে—সংশোধন প্রস্তাবের উপরই সব নির্ভর করে মন্ত্রীর উপরে নয়।

বিভূতি দাস গুপ্ত—আমি প্রস্তাব দিতেছি(Making Suggestions) মন্ত্রী মহাশয় দেখুন, যদি এই বিলটীর কোন প্রকারে উৎকর্ষ সাধন করা যায়।

যাহা হউক আমরা উক্ত ব্যাপারটি ইলেকশন কমিশনের নিকট উপস্থিত করি। ইলেকশন কমিশন এই ব্যাপারটীর সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু তিনি অসহায়, কিছু করিতে পারিলেন না। কারণ আইন অনুযায়ী ঠিক ইলেক্টোরেল অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে— ইহাই ব্যবস্থা। যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছি তাহার প্রতিই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ভোটার তালিকার নামভুক্তি ব্যাপারে ইলেক্টোরেল অফিসারই হোক বা ইলেক্টোরেল রেজিষ্ট্রেশন অফিসারই হোক কাহারোই চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকা উচিত নয়। কোন দরখাস্ত বাতিল হইবে কি গৃহীত হইবে তাহা নির্ভর করা উচিত একমাত্র ইলেকশন কমিশনের উপর।

এই সব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি জোর করিয়াই বলিব যে—শুধু ১৯৫০ এর ত্রুটীই নয় ১৯৫১ সালের ত্রুটীও সম্পূর্ণ ভাবে সংশোধিত হওয়া দরকার। আমরা এখন গত দুইটী সাধারণ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি লোক সভার প্রত্যেকটি সদস্য যিনি এই সব নির্বাচনের মধ্য দিয়া পার হইয়াছেন—তাহাদের সকলেরই এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। আমার দিক দিয়া আমি বলিতে পারি যে—একজন কংগ্রেস কর্মী হিসাবে ১৯৩৭ সাল হইতে—প্রাদেশিক, কেন্দ্রীয় এবং অন্যান্য সকল প্রকার নির্বাচনের অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমি মনে করি যে—এই বিলটী যদি সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া হয় এবং এই সংসদের সমস্ত সদস্যদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যদি ইহা সংশোধিত হয় তবে খুবই ভাল হইবে। নির্বাচন সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিবার ইহাই সর্বোত্তম ব্যবস্থা বলিয়া আমি মনে করি।

আমি মনে করি ভোটার লিষ্ট তৈরী করার ব্যাপারে সাধারণ ভাবে একটা শাস্তির বিধান থাকা দরকার। যাহারা ভোটার হইবার যোগ্য তাহাদের মধ্যে যদি শতকরা একটা নির্দিষ্ট অংশ ভোটারদের তালিকা হইতে বাদ পড়ে তবে যে ব্যক্তি বা যে অফিসার ইহার জন্য প্রাপ্ত থাকিবে তাহার গুরুতর শাস্তি হওয়া দরকার। আমি মনে করি এই ব্যবস্থায়—যে ব্যক্তি বা যে অফিসার তাহার কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিবে অথবা যে কোন কারণেই হোক না কেন যাহারা ভোটার হইবার যোগ্য তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে অবহেলা করিবে তাহাদের উপর প্রভাব কার্যকরী হইবে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নিবেদন

পুরুলিয়া জেলা সংস্কৃত শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদের জানান হইতেছে যে সংস্কৃত আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা দিবার জন্য যাঁহারা ইচ্ছুক, নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে আবেদন পত্র সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে উহা পূরণ করতঃ ফি সহ ঐ ঠিকানায় প্রেরণ করুন। ২৫শে ডিসেম্বরের পর কোন আবেদন পত্র লওয়া হইবে না। পুরুলিয়া জেলার সংস্কৃত যাবতীয় পরীক্ষা পুরুলিয়াতেই লওয়া হইবে।

ইতি—
স্বামী মায়েশানন্দ
সম্পাদক
পুরুলিয়া সংস্কৃত পরীক্ষা কেন্দ্র
শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ
(কেতিকা) পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী কর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বন্দেমাতরম্
স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্
নিবোধত

মুক্তি

সম্পাদক
শ্রীবিভূতি ভূষণ
দাশগুপ্ত

(সাপ্তাহিক পত্রিকা)

১৯শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা

পুরুলিয়া, সোমবার
৬ই পৌষ ১৩৬৫—২২শে ডিসেম্বর ১৯৫৮

বার্ষিক মূল্য—৬৲
নগদ মূল্য—৵০
বা নয়া ১৩ পয়সা

মুক্তির নিয়মাবলী

১। "মুক্তি" প্রত্যেক সোমবার প্রকাশিত হয়।

২। মুক্তির বার্ষিক মূল্য—৬৲ (সডাক)
ষান্মাসিক—৩।০ "
মূল্য অগ্রিম দেয়।

৩। এক বৎসরে মুক্তির ৪৮টী সংখ্যা বাহির হয়। ৪৮ সংখ্যায় ১ বৎসর ও ২৪ সংখ্যায় ৬ মাস গণ্য করা হয়।

৪। ছয় মাসের কম মুক্তির গ্রাহক করা হয় না।

৫। নমুনা কপির জন্য ১৯ নয়াপয়সার ডাকটিকিট পাঠাইতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণ যথাসময়ে কাগজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া তথাকার উত্তরসহ আমাদিগকে জানাইবেন।

৭। গ্রাহকগণ পত্রাদি বা অর্থাদি পাঠাইবার সময় নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন এবং পত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। সত্বর উত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ড বা টিকেট পাঠাইবেন।

৮। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং অর্থাদি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ম্যানেজার "মুক্তি" পোঃ পুরুলিয়া

গ্রাহকদিগকে—যে সংখ্যায় "মুক্তি" পত্রিকার গ্রাহকের মেয়াদের সময় উত্তীর্ণ হইবে তাহার দুই সপ্তাহ পূর্বে তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে ও গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক থাকিলে তাহাদিগকে গ্রাহক চাঁদা মনি অর্ডারে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কোন উত্তর না পাইলে মুক্তি পাঠান বন্ধ থাকিবে। **বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ না হইলে মুক্তি ভিঃ পিতে পাঠান হয় না।**

NOTICE

Applications are invited from the citizens of West Bengal for some temporary posts of Union Agricultural Assistant in the scale of Rs. 50-1-68-2-80/- plus other allowances as admissible under West Bengal Government Rules.

A candidate (a) must be at least a Matriculate or School Final Passed or equivalent to that or a holder of a certificate or a diploma from a recognised Agricultural Institute,

(b) must be able to speak colloquial Bengali fluently and to undertake hard touring in all seasons in rural areas ;

(c) must be conversant with the living conditions and problems in the rural area of West Bengal.

Age should not ordinarily be more than 25 years on 1. 1. 59 The upper age limit is relaxable by 5 years for Scheduled Castes/Tribes and upto 45 years for displaced persons from Pakistan.

Applications are to be made to the Dy. Director of Agriculture, Western Range, P. O. & Dist.—Burdwan within 31-12-58. along with the copies of certificates and testimonials etc.

Sd :—K. S. Banerjee,
Dy. Director of Agriculture. Western Range.
Burdwan.

WANTED

For Chittaranjan High School Purulia a clerk on a monthly salary of Rupees 45/- plus usual school D. A.

The applicant must be at least a Matriculate with knowledge in type-writting and experienced in office work. The application should reach the undersigned on or before the 31st December '58.

Jatindra Nath Mukherjee
M.A.,B.L. Pleader
Secretary,
Chittaranjan High School
PURULIA.

দলিল হারাইয়াছে

গত ১৬।১২।৫৮ তারিখে আমি ৮।১।৪৯ তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ১৯১ নং কোবলা দলিল (দাতা শ্রীমতী অম্বিকা গরাইন, গ্রহিতা মহাদেব গরাই) লইয়া পুরুলিয়া আসিয়াছিলাম। পথিমধ্যে আমার উক্ত দলিলটী পড়িয়া গিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি পাইয়া থাকেন তবে অনুগ্রহ পূর্বক নিম্ন ঠিকানায় সংবাদ দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

শ্রীরবি গরাই, সাং নিপানা
পোঃ আনাড়া, জেলা পুরুলিয়া।

মুক্তি

৬ই পৌষ, সোমবার

খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ ও সরকারী কর্ম্মধারা

অবৈধ মুনাফা নিরোধ বিল, খাদ্যের সরকারী ব্যবসায়, গৃহস্থের মজুত খাদ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি যে সকল বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থা-বিধির পরিকল্পনা ও আয়োজন হইতেছে—সেগুলি জনসাধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিয়া জনগণকে সুবিধা দিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইতেছে। সুতরাং এগুলি সত্যই অতিশয় প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এগুলি আমাদের জীবনের অন্যতম সর্ব্বোচ্চ সমস্যার সহিত জড়িত—আমাদের মূল খাদ্য সমস্যার সহিত জড়িত। সেই কারণে এগুলি আমাদের যেমন ভালভাবে অনুধাবন করিতে হইবে—তেমনি এগুলির ভালমন্দ বিষয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়াও সময়মত যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে—এবং প্রয়োজন ঘটিলে এগুলি সম্বন্ধে যথার্থ জনমত আন্দোলিত করিতেও হইবে।

কিন্তু গোড়াতেই এক দুশ্চিন্তা রহিয়াছে—গোড়াতেই এক যন্ত্র গলদ রহিয়াছে। আইন যেমনই হউক—এমন কি, ঝাড়াই বাছাই, বিচারবিমর্ষ করিয়া, যত ভাল আইনই হউক না কেন, আমাদের বর্ত্তমান সরকারের হাতে সেই আইনই কাজে প্রযুক্ত হইতে গেলেই আমরা দেখিতেছি—সেখানে শিবের আইনও যমের আইনে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। এ যেন ব্যাঘ্রের পরশ, ছুঁইলেই আঠার ঘা। ইনি যে জিনিষই স্পর্শ করিতেছেন—ইহার হাতে সেই যন্ত্রই অচিরে প্রাণ-ঘাতী মন্ত্ররূপে পরিণত হইয়া যাইতেছে। অবশ্য, এই রাজত্বের আমলে ভাল আইন, বাঞ্ছিত আইন বলিয়া কোনো জিনিষের ইতিহাসও স্বপ্নের অগোচর। তথাপি আপাতঃ দৃষ্টিতে নিরীহ সাধারণ আইনও এই সরকারের হাতে বিপজ্জনক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের রূপকথায় রামধনের গল্প আছে। রামধনের দাবী ছিল—সরকারী ক্ষমতার ক্ষেত্রে যে কোনো একটা কর্ম্মচার দাও—নদীর ঢেউ গুণিবার কাজই দাও—একটা যে কোনো আইনের অনুশাসন পাইলে, সরকারী পরওয়ানা হাতে লইয়া, দেখাইয়া দিব—কি করিয়া জনগণকে উৎখাত করিতে হয় এবং কি করিয়া তাহার মধ্য দিয়াই পকেট ভরাইতে হয়। সুতরাং যে কোনো আইন হউক—বর্ত্তমান শাসন যন্ত্রে রামধনের দল যখন দিক আলোকিত করিয়া আছেন, তখন সেই আইন যে তাঁহাদের হাতে প্রাণান্তকর হইয়া উঠিবে—ইহাতে আশ্চর্য্যের কোথাও কিছু নাই। আসল কথা হইতেছে—সদিচ্ছা, সততা ও সুবুদ্ধি লইয়া প্রয়োগ করিলে খারাপ আইনের মধ্য দিয়াও জনকল্যাণ করিতে পারা যায়—আইনকে জন-উপযোগী ধারায় পরিচালিত করিতে পারা যায়। আর অন্যায় অসাধুতা ও অবিচারের মনোভাব থাকিলে, শুষ্ঠ সর্ব্বোত্তম আইন ব্যবস্থাকেও মানুষ মারার কলরূপে খাড়া করিতে পারা যায়। আইন কিরূপ হইবে—সেদিকটিও যেমন বিশেষ বিচার্য্য বিষয়, তেমনি আইনের প্রয়োগ ধারাও আর একটি আনুষঙ্গিক বিশেষ বিচার্য্য বিষয়। আইনের সাফল্যের ভিত্তিভূমি ইহাই। সেজন্য ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রস্তাবনা করিয়া এই গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রতি সরকারী মনোভাবের প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া রাখিলাম। এখন আইন প্রণয়নের প্রশ্নে ফিরিয়া আসা যাক।

প্রথম, অবৈধ মুনাফা নিরোধ বিলের কথাই বলি। খাদ্যব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের মত এমন এক ব্যাপক বিষয়ে এবং মুনাফা শিকারীদের মত এমন এক বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যাপারটিকে শুধু আমলাতান্ত্রিক ব্যাপার করিয়া রাখিলে—ঈপ্সিত কোনই ফল পাওয়া যাইবে না। ব্যাপক ক্ষেত্রের জনশক্তির সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে জনশক্তিকে কার্য্যকরীরূপে তদারকের যেমন আইনগত স্থান দিতে হইবে—তেমনি ব্যাপক ক্ষেত্রের জনমত, জনঅভিযোগকেও এ বিষয়ে রীতিমত আইনের মর্য্যাদা দিতে হইবে। নতুবা শুধু আমলাতান্ত্রিক তদারকের জোরে এরূপ এক ভীষণ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়—আমলাতান্ত্রিক তদারককারীরা যতই উপযুক্তই হউন না কেন। আর তদারককারীরা সাধারণভাবে অসাধু হইলে তো কথাই নাই।

এ বিষয়ে আর একটি জরুরী কথা। আমাদের খাদ্য-জীবনের এই এক মহান সময়। মূল খাদ্যশস্যের প্রধান উৎপাদন এই সময়ে। আজ ঘরে ঘরে বহু প্রত্যাশিত ফসল এইমাত্র জমা হইয়াছে। অর্থনৈতিক ভয়াবহ দীর্ঘ অনটনের পর চাষী এখন অতি সত্তর এই ফসলের শক্তির দ্বারা তাহার বহু প্রয়োজনীয় কাজ মিটাইতে চাহিবে—তাহাকে ঋণ শোধ করিতে হইবে—খাজনা ট্যাক্স দিতে হইবে—। সুতরাং এই সময়ে এক সঙ্গে চারিদিকে বাজারে ফসল নামিয়া যাইবার কথা। একদিকে যেমন এই সময়ে আমদানী স্রোতের জোয়ার, অন্য দিকে তেমনি আমাদের অর্থনৈতিক জীবন ধারার মধ্যে অগণিত অসাধু ব্যবসায়ী সুযোগের আশায় শ্যেনদৃষ্টি হানিয়া আছে। তাহারা প্রচুর লাভ করিবে—চাষী বিপন্ন হইবে। এই এক বিশেষ অর্থনৈতিক পর্যায়ে—সরকার যদি তৎপর না হন—এই সময়ে সরকার যদি আইন প্রণয়ন করিবার পরতাড়া কবিতে থাকেন এবং কিছু কার্যকরী ব্যবস্থার প্রয়োগ না করিতে পারেন তাহা হইলে আইন প্রয়োগের সর্ব প্রয়োজনীয় মুহূর্ত পার হইয়া যাইবে। মূল্য নির্দ্ধারণ ব্যর্থ হইবে। আসলে তাহাই হইতেছে। চোরাকারবারীদের কবলে একবার গিয়া পড়িলে—তখন সরকারের সাধ্য নাই—ইহার প্রতিবিধান করার—এই প্রবহমান স্রোতের মুখ ফেরানোর। বিশেষতঃ যদি এই সময়ে ঘোষণা করা হয় যে—সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে—এবং ঘোষণা করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বনে দেরী করা হয়—তাহা হইলে অর্থ ইহাই হয় যে, মুনাফাশীকারীদের সাবধান করিয়া সুযোগ দেওয়া যে, তোমরা সাবধান হইয়া যাও। বস্তুতঃ পক্ষে আজ তাহাই করা হইতেছে। খাদ্যদ্রব্যের দর বাঁধিয়া দিবার কথা। দর বাঁধিবার অভিনয় করিতে করিতেই অবাঞ্ছিত দরের কেনা বেচার স্রোত বহিয়া যাইবে—সমাজের এক বিরাট শ্রেণী বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—এবং এক বিশেষ শ্রেণী বিশেষ লাভ করিয়া লইয়া মুখ মুছিয়া বসিয়া থাকিবে—এহেন সময়ে সরকার আইনের খাতা ও খাবা লইয়া হাজির হইবেন এবং অস্তিমে ক্ষতিগ্রস্তদের উপরই নানা বাহাদুরীর খাবা লাগাইয়া তাহাদেরই আরো ক্ষতিসাধন করিয়া আইনের দায়িত্ব পালন করিবেন।

এহেন জরুরী বিষয় সমূহে অগ্রসর হইতে হইলে ক্ষিপ্রতা, বুদ্ধিমত্তা, উপযুক্ত আয়োজন ও দূরদর্শিতা প্রয়োজন। দেশ চালান সোজা কথা নয়। কিন্তু আমাদের দেশের মালিকেরা (?) আজ দেশের কর্ণধারকে খেলা মনে করিয়া আমাদের জীবনের দুঃখের ভার বাড়ান ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিতেছেন না।

গৃহস্থ বা চাষীর মজুত ভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আইনের কথা এবার বলি। সরকার মনস্থ করিতেছেন—একটি বিশেষ পরিমাণ ধান্যের বা চাউলের বেশী কেহ মজুত রাখিলে লাইসেন্স করিতে হইবে। এবং লাইসেন্সের জন্য খরচ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার পরিকল্পনার মধ্যে যে বাস্তব জ্ঞান থাকা দরকার তাহার অভাব দেখা দিতেছে। বিভিন্ন চাষীর বিভিন্ন সংখ্যক লোকের সংসার—বিভিন্ন প্রয়োজন। তাহা না বুঝিয়া সকলের জন্য সমান নির্দ্দেশ বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি করিবে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে—লাইসেন্স লওয়ার জন্য প্রজাকে বহু হায়রানী ও ঘুষের মধ্যে পড়িতে হইবে। ঘরের কাজ ছাড়িয়া লাইসেন্সের জন্য চাষীকে সদরে দৌড়াইতে হইবে। ইহার পরিমাণ কম বেশী করিয়া দেওয়ার ভয় দেখাইয়া অসাধু অফিসারেরা ঘুষের ব্যবসায় সুরু করিবে। লাইসেন্স নামক নূতন এক ট্যাক্স হইবে। ইহার মধ্যে বহু ব্যাপার আছে। গ্রাম্য জীবনের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চাষীর জীবনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সুবিধাজনক ব্যবস্থা না করিলে এই সব আইন অত্যাচারের নামান্তর হইবে।

খাদ্যের সরকারী আইন বিষয়ে অন্যবারে আলোচনা করিব।

এই সব বিষয়ে আজ যেমন উপযুক্ত আলোচনা ও জনমত চাই, তেমনি এসব বিষয়ে সরকারের বিচার বিবেচনা চাই। নতুবা জনকল্যাণের জায়গায় অকল্যাণ হইবে—দেশ আরো অসুখী হইবে।

— ——

অনাহারে মৃত্যুর তদন্ত সম্পর্কিত ব্যাপারে

খাদ্য মন্ত্রীর গ্লানীজনক আচরণ

ব্রিটিশস্বেচ্ছাতন্ত্রকেও হার মানাইয়াছে!!

দায়িত্বপূর্ণ শাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্বজ্ঞানহীন উত্তর

অনাহারে মৃত্যুর জ্বলন্ত ঘটনাগুলির সম্মুখীন হইতে খাদ্যমন্ত্রীর ভীতি কারণ তাঁহারা জানেন—যথার্থ তদন্ত হইলে তাঁহাদের মিথ্যা আচরণ উদঘাটিত হইয়া যাইবে এবং তাহার সহিত তাঁহাদের নিজেদের ষড়যন্ত্রও দিনের আলোর মত উদঘাটিত হইবে

সংঘ পরিচালকের পত্র মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশিত করিয়াছে

আমরা দাবী করি—এই ঘোর ষড়যন্ত্রের প্রকাশ্য তদন্ত হোক

জাল তদন্তের প্রহসন করিয়া অনাহারে মৃত্যুর জ্বলন্ত প্রমাণ সম্বলিত ঘটনাগুলিকে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী লোক সেবক সংঘের পরিচালকের নিকট যে পত্র প্রদান করেন—সংঘ পরিচালক মুখ্যমন্ত্রীর ভিত্তিহীন দাবীকে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ সহ উদঘাটিত করিয়া, যুক্ত তদন্তের জন্য আহ্বান করিয়া তাহার উত্তর দান করেন। এই পত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী সেই পত্রের উত্তর দিতে অপারগ হইয়া খাদ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন—এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করিয়া তদন্তকে এড়াইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু দুঃখের কথা, খাদ্যমন্ত্রীর মত ব্যক্তির আচরিত পন্থা হাস্যাস্পদ এক ব্যর্থ কৌশলে পরিণত হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রীর হইয়া খাদ্যমন্ত্রী সংঘ পরিচালককে এক অভিনব পত্র দিয়াছেন—যে পত্রের মনোভঙ্গী ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতাস্ফীত স্বেচ্ছাচারী আই, সি, এসদের মনোভঙ্গীকেও হার মানাইয়া দিয়াছে,—তাহাদের জুলুমকে পার হইয়া গিয়াছে। খাদ্যমন্ত্রীর উত্তর সাধারণ যোগ্যতারও পরিচয় প্রদান করে নাই। সংঘ পরিচালক খাদ্যমন্ত্রীর এই পত্রের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই উত্তরের মধ্যে কংগ্রেসী শাসকদের অযুক্তি, অবিচার, অন্যায় ও অহমিকার নগ্নরূপ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে এই পত্র দুইখানি পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া হইল।—অরুণ চন্দ্র ঘোষ

খাদ্যমন্ত্রীর পত্র

(লোক সেবক সংঘের পরিচালকের নিকট লিখিত)

কলিকাতা
১০ই অক্টোবর, ১৯৪৮

প্রিয় মহাশয়,

অনাহারজনিত মৃত্যুর কয়েকটি ঘটনার অভিযোগ করিয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনি যে পত্র দিয়াছিলেন, আপনার ১৫ই সেপ্টেম্বরের সেই পত্র আমি দেখিয়াছি। আমি দেখিতেছি যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগুলি গত জানুয়ারী হইতে আগষ্টের মধ্যে বিভিন্ন তারিখে মারা গিয়াছে। আমি সর্ব্বদাই এই মত পোষণ করি যে, দীর্ঘকাল সময় অতীত হওয়ার পর,—রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত যুক্তভাবে,—এরূপ বিষয়ে তদন্ত করার মধ্যে কোনো সার্থকতা নাই। ইহাও ঠিক নয় যে, আমি কোনো যুক্ত-

তদন্তের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম—আপনি যে অভিযোগ তুলিয়াছেন। আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট যে, বিশেষ এই উদ্দেশ্য নিয়োজিত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রেরিত রিলিফের ডেপুটি ডিরেক্টার যে তদন্ত করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণভাবে সন্দেহের অতীত এবং আমি মনে করি না যে, এবিষয়ে আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো প্রয়োজন আছে।

আপনার জ্ঞাতার্থে আমি এই পত্রের সহিত দুইটি বিবৃতি পাঠাইলাম। ১৪।৫৮ হইতে ১০।১০।৫৮ তারিখের কার্য্যকাল মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় রিলিফের জন্য যে বিভিন্ন বরাদ্দ পাঠানো হইয়াছে—এই বিবৃতিগুলিতে তাহা বর্ণিত আছে। ইতি—

ভবদীয়
প্রফুল্লচন্দ্র সেন

সংঘ-পরিচালকের পত্র

শ্রীযুক্ত খাদ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সমীপে, কলিকাতা।

সবিনয় নিবেদন,

১৫।৯।৫৮ তারিখে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে যে পত্র দিয়াছিলাম, সেই পত্রের, উত্তরে, মুখমন্ত্রীর পক্ষে আপনি ১০।১০।৫৮ তারিখে যে পত্র দিয়াছেন তাহা পাইলাম।

আমার পত্রে উত্থাপিত বিষয় সমূহের উত্তর দিতে অপারক হইয়া মুখ্যমন্ত্রী এইভাবে এড়াইয়া যাইবার পন্থা অনুসরণ করায় আমি দুঃখিত। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এই দায় উদ্যাপন করিবার জন্য, আপনি এই বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া আপনার চূড়ান্ত রায় প্রদান করিয়াছেন। আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, ইহা আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই সুবিধাজনক হইয়াছে, কিন্তু আপনার পক্ষে ইহা কখনই উপযুক্ত হয় নাই। আমি ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার পত্রে আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে— অর্থাৎ জেলায় অনুষ্ঠিত অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে চাপা দিবার শাসনতান্ত্রিক অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে আপনি যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন—আমি তাহার জন্য অধিকতর দুঃখ অনুভব করিয়াছি।

আপনার চিঠি বিদেশী স্বেচ্ছাতান্ত্রিক সরকারের আমলের কথা মনে পড়াইয়া দিতেছে। লৌহ-কঠিন জবরদস্ত এই বিদেশী সরকারের অনুচরেরা নিজেদের অভিমত চূড়ান্ত অগ্রিমকায় জনগণের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিতেন—যেন তাঁহাদের অভিমত স্বয়ং সত্যের ন্যায় অমোঘ—সেই অভিমত যতই বিসদৃশ এবং আজগুবি হউক না কেন সেই অভিমত যতই অন্যায় এবং সাধারণ বুদ্ধি বর্জিত হউক না কেন। এবং ইহা তাঁহারা করিতেন—যুক্তি ও তথ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র কোনো সম্মান না রাখিয়াই।

আপনি বলিয়াছেন— আপনি সর্ব্বদাই এই অভিমত পোষণ করেন যে—দীর্ঘদিন পার হইয়া যাইবার পর অনাহারে মৃত্যুর ন্যায় ঘটনা তদন্ত করার কোনো সার্থকতা নাই। আপনার এই অভিমত বিষয়ে আমাদের বিনীত উত্তর এই যে, যে গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের জন্য আপনাকে সনির্বন্ধ ভাবে, ব্যাকুলভাবে বারম্বার অনুরোধ করা হইয়াছিল—সেই গুরুত্বপূর্ণ তদন্তের বিষয়ে দীর্ঘদিন পার করিয়া দিতে আপনাকে কেহই বলে নাই। অপর পক্ষে, আমরা মনে করি যে, ইহা কখনোই ভাল পন্থা নহে যে,—ইচ্ছা করিয়া, নিজের সুবিধার উদ্দেশ্যে, সময় পার করিয়া দিয়া, অবশেষে এই অভিমত পোষণ করা যে, দীর্ঘকাল পরে তদন্ত করার কোনোই সার্থকতা নাই।

আপনি ইহাও বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক দল সমূহের সহিত যোগাযোগে এইরূপ ব্যাপারের তদন্ত করার দ্বারাও কোনো ফলপ্রসূ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। আমি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, রাজনৈতিক দল হওয়াটাই আমাদের কি অপরাধের কারণ হইয়াছে? যে তদন্তে আপনি উপস্থিত থাকিবেন সেই তদন্তে উপস্থিত থাকিবার বিষয়ে আমরা কি সত্যই অপাংক্তেয়? তদন্তের সময়ে আমরা উপস্থিত থাকিলে আপনার তদন্তের কাজে—তাহার কারণেই কি সত্য নির্ণয়ে, কোনো ভাবে, কল্পনাযোগ্য কোনোরূপে—বাধা পড়িবে? আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি যে, আমাদের দেশের স্বরাজ-জীবনের এহেন যুগেও—আপনি এই মনোভাব প্রদর্শন করিতে পারেন! আমরা বুঝিতেছি যে, বিদেশী ইংরাজ রাজত্বের আমলেও রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে আমাদের যেটুকুও স্থান ও অধিকার ছিল—

(৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লোক সভায় শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তর বক্তৃতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভোটারকে আইডেনটিটি কার্ড বা পরিচয় পত্র সরবরাহ করিবার জন্য নিয়ম করিবার বিধান এই বিলে করা হইয়াছে। এই পরিচয় পত্র সম্বন্ধে আমি মনে করি ইহা খুবই প্রয়োজনীয়। ইহা শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়—আমি ইহা অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে করি যে, প্রত্যেক ভোটারকে ভোট গ্রহণের বহু পূর্ব্বেই যেন পরিচয় পত্র সরবরাহ করা হয়। যখনই কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হইবে তখনই তাহাকে পরিচয় পত্রও দিতে হইবে। ভোটার লিষ্টে তালিকাভুক্ত হওয়ার ইহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ থাকিবে। যখনই কোন ব্যক্তিকে ভোটার লিষ্টে তালিকাভুক্ত করা হইবে, তখনই তাহাকে—যদি সম্ভব হয় ফটোগ্রাফ—না হইলে বিনা ফটোগ্রাফেই তাহাকে পরিচয় পত্র সরবরাহ করিতে হইবে। প্রত্যেক পরিচয় পত্রে হয়তো ফটোগ্রাফ দেওয়া অসুবিধা হইবে—হয়তো সম্ভব নাও হইতে পারে। তবে প্রত্যেক পরিচয় পত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটারের স্বাক্ষর অথবা টিপ সহি অবশ্যই থাকিবে। আমি মনে করি সব দিক দিয়াই ইহার কার্য্যকারিতা ভাল হইবে। একটা ব্যাপার হইবে যে—ইহা গ্রাম বা গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই —আমি প্রধান ভাবে গ্রামাঞ্চলের কথাই বলিতেছি— তাহার নাম ভোটার লিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হইল কি না ইহা জানিতে প্রণোদিত করিবে। অবশ্যই কোন ব্যাপারই একেবারে হয়তো নির্খুত হইতে পারে না—কিন্তু আমার অভিজ্ঞতাতে আমি বলিতে পারি ইহা গ্রামে ভাল পরিবেশেরই সৃষ্টি করিবে। ইহাতে আরও একটা কাজ হইবে যে—তারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অফিসারকে সতর্ক থাকিতেই হইবে যাহাতে একটীও যোগ্য লোক যেন ভোটার তালিকা হইতে বাদ না পড়ে।

যাহা হউক ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার ব্যবস্থা ও পদ্ধতি আরও ত্বরান্বিত এবং আমাদের গ্রামাঞ্চলের অবস্থার উপযোগী হওয়া দরকার—যেখানে শতকরা ৮৫ জন লোকই নিরক্ষর।

আমরা যখনই কোন আইন করিতে যাই, যখনই কোন পদ্ধতি বা বিধির ব্যবস্থা করিতে যাই—তখনই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৮৫ জন অশিক্ষিত। বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে—যদি কোন গ্রামবাসীকে নিজের উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে—ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার জন্য বর্ত্তমান পদ্ধতি বা ব্যবস্থার সুযোগ সে গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদের গ্রামাঞ্চলের অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং আমি নির্দ্বিধ সহকারে (insist) বলিতেছি যে—ব্যবস্থা ও পদ্ধতি আরও নির্খুত হওয়া দরকার এবং গ্রামাঞ্চলে যে শতকরা ৮৫ জন লোক বাস করে তাহাদের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

১৯৫১ র‍্যাক্ট সম্বন্ধে আমি বেশী সময় লইতে চাহি না। কিন্তু আমি ইলেকশন রিটার্ণ (নির্বাচনের খরচের হিসাব দাখিল করা) সম্বন্ধে একটি গুরুতর বিষয়ের কথা বলিতেছি। অসুবিধাটা হইতেছে এই—

নির্বাচনের হিসাব দাখিলের যে ফরম আছে তাহাতে একজন ব্যক্তির ভিত্তিতেই খরচ দেখাইবার ব্যবস্থা আছে। নির্বাচনে বেশীর ভাগ প্রার্থীরাই কোন না কোন পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবেই দাঁড়াইয়াছে। ইলেকসন্ রিটার্ণে—যে পার্টি হইতে যুক্তভাবে প্রার্থীদের জন্য নির্বাচন বাবত খরচ হইয়াছে তাহার হিসাব দেখাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। ১৯৫১ সালে আমি নিজেই ইলেকশন কমিশনের নিকট এই ব্যাপার উপস্থাপিত করিয়া বলি যে, নির্বাচনী হিসাবে—প্রার্থীদের জন্য পার্টি যে মোট খরচ করিয়াছে তাহার হিসাব দেখাইবার একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু এখনও তাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। গবর্মেণ্টকে এই ব্যাপারটায় দেখিতে হইবে যে, যেন এমন ব্যবস্থা হয় যাহাতে নির্ব্বাচনী খরচ দাখিলের ব্যাপারে কোন দলের (পার্টি) প্রার্থীকে কোন অসুবিধায় না পড়িতে হয়। এই

ভিত্তিতে এ পর্য্যন্ত দলগত ভাবে যে সমস্ত প্রার্থীরা দাঁড়াইয়াছে তাহাদের বেশীর ভাগেরই দাখিল করা হিসাব যে অসম্পূর্ণ ইহা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি।

পরিশেষে নির্ব্বাচনের দুর্নীতির সম্বন্ধে সাধারণ ভাবেই দু একটি কথা বলিব। আমার ১৯২২ সাল হইতেই কংগ্রেস জন হিসাবে নির্বাচনের অভিজ্ঞতা আছে। তখন আমরা নির্ব্বাচনে কোন প্রকার দুর্নীতির পথ গ্রহণ করিবার কল্পনাই করিতে পারিতাম না। আমরা বহু প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছি—অনেক নির্বাচন লড়িয়াছি—কিন্তু দুর্নীতির পথ গ্রহণের কথা চিন্তাও করি নাই। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্ত্তী ভারতবর্ষে—আমরা স্বাধীনতা লাভ করিবার পরে—আমি দুঃখিত যে—সেই প্রতিষ্ঠানটাই কার্য্যক্ষেত্রে (in practice) নির্বাচনে দুর্নীতিকে প্রবর্তিত ও প্রোৎসাহিত করিয়া আসিয়াছে (The very organisation has in practice given incentive to corrupt practice in elections)। ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়।

জনৈক সদস্য (কং)—ইহা প্রশ্নের ব্যাপার (question)

শ্রীভক্তদর্শন (গাড়োয়াল কংগ্রেস)—মস্ত বড় প্রশ্নের চিহ্ন।

বিভূতি দাস গুপ্ত—তিনি বলিতে পারেন 'মস্ত বড় প্রশ্নের চিহ্ন'। কিন্তু তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে দেখুন না কেন?

চেয়ারম্যান—সমগ্রভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

বিভূতি দাসগুপ্ত—কিন্তু এ ভাবে আমরা কোন দিকেই অগ্রসর হইতে পারিব না। আমি যে গুলির উল্লেখ করিতেছি তাহাতে কোন প্রতিষ্ঠানকে সমগ্রভাবে দোষারোপ করিবার (censure) জন্য নয়—আমি যাহা ঘটিতেছে তাহাই বলিতেছি। আপনারা ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন—কিন্তু তাহাতে ঘটনা বদলাইবে না। আমি মনে করি যে—এখন আমাদের কোথাও না কোথাও হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। সেই জন্যই আমি আবেদন করিতেছি যে—আমাদিগকে এখন হইতেই এমন ভাবে আরম্ভ করিতে হইবে—যাহাতে নির্ব্বাচনগুলি স্বাধীন ভাবে (freely) এবং ন্যায্যভাবে (fairly) হইতে পারে।

ইহা একটি অতীব গুরুতর প্রশ্ন; ইহা একটী জাতীয় প্রশ্ন—কারণ নির্ব্বাচনে দুর্নীতি ও কলুষতা আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ডকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা আমাদের দেশের রাজনৈতিক সত্তাকে (body politic) কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্নীতি যদি চলিতে থাকে তবে আমরা জানিনা কোথায় গিয়া আমাদের দাঁড়াইতে হইবে। এই জন্যই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে দেওয়া দরকার। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আশা করি আমার এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইবেন—যাহাতে—আমাদের, যাহাদের যে অভিজ্ঞতা আছে তাহা কমিটীর নিকট উপস্থাপিত করিতে পারি—যাহার ভিত্তিতে, যে ভবিষ্যত আইন আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রস্তুত করিতে চলিয়াছে—তাহাকে প্রকৃত রূপ দিতে পারি।"

গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে এই বিলটীর আরও আলোচনার পরে কয়েকজনকে লইয়া এই বিলটীর সম্বন্ধে একটী সিলেক্ট কমিটী গঠিত হয়। শ্রীবিভূতি ভূষণ দাসগুপ্তকে এই সিলেক্ট কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

স্থানীয় সংবাদ

প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর চরম পত্র

মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের নিকট হইতে সম্মিলনীর স্বীকৃতি আদায়ের আর অন্য কোন পথ না থাকায় পুরুলিয়া প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর বিগত ২৯।১১।৫৮ তারিখের জরুরী সাধারণ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, আগামী ৫।১।৫৯ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যানের স্বীকৃতি না পাইলে শিক্ষক সম্মিলনী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইবেন এবং প্রয়োজন বোধে ধর্ম্মঘট করিবেন।

ছাত্রের আত্মহত্যা।

জগন্নাথ কিশোর কলেজের প্রথম বর্ষ বিজ্ঞানের ছাত্র শ্রীমান দিলীপ চক্রবর্ত্তী গত ৮ই ডিসেম্বর চলন্ত ট্রেনের নীচে পড়িয়া মারা গিয়াছে আত্মহত্যা বলিয়াই সকলে সন্দেহ করিতেছে।

শ্রীমান "সংগঠন" সাপ্তাহিকের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় ক্ষুদিরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র। আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে সহরে নানারূপ কানাঘুষা চলিতেছে।

পুরুলিয়া জেলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

আগামী ২৩শে ও ২৪শে জানুয়ারী ১৯৫৯ রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে পুরুলিয়া জেলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। বয়স অনুসারে প্রতিযোগীদের সাতটি বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হইবে। রবীন্দ্র পরিষদ কার্য্যালয়ে এই প্রতিযোগিতার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাইবে। বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটি বিজ্ঞপ্তিও পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিযোগিতার নাম পাঠাইবার শেষ দিন ১৫।১।৫৯

খাদ্যমন্ত্রীর গ্লানীজনক আচরণ

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

আজ আপনার রাজত্বে তাহাও আদৌ নাই। বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, ব্রিটিশ আমলে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, জন-দাবীতে তাহারা যে তদন্ত অনুষ্ঠিত করিত সেই সরকারী তদন্তে ব্রিটিশ সরকারও সেই সময়ের রাজনৈতিক দলগুলিকে তদন্তে যুক্ত থাকিবার অধিকার ও মর্য্যাদা দান করিয়াছিল। কিন্তু আপনি আমাদের এই বিনীত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—এবং তাহা করিয়াছেন—অবজ্ঞা ও অবিশ্বাসের সঙ্গে, এই বলিয়া যে—আমরা রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তি!

কিন্তু কি আমাদের অনুরোধ ছিল? আমাদের বিনীত অনুরোধ ছিল—আপনি যে তদন্ত করিবেন—তদন্ত কালে মাত্র আমরা উপস্থিত থাকিব। কিন্তু আপনার বিধানে—এতেন তদন্তে উপস্থিত থাকিবারও আমাদের কোনো অধিকার বা যোগ্যতা নাই।

একজন অভিযোগকারীর অধিকার আছে—তাহার আনীত অভিযোগ বিষয়ে তদন্তের জন্য দাবী করিবার এবং ঘটনার মধ্যে বিবাদমান পক্ষ হিসাবে—সেই অভিযোগকারীর ইহাও অধিকার আছে—তদন্তে উপস্থিত থাকিতে দাবী করিবার। আমাদের অনুরোধ এই দাবীর বাহিরে কিছুই ছিল না। কিন্তু ভারতীয় বিচার বিধি অনুসারে একজন নাগরিকের যে নৈসর্গিক অপ্রতিরোধ্য অধিকার আছে—আপনি, এমনকি তাহাও আমাদের দিতে রাজী নহেন।

আপনার এই প্রকার মনোভাবের কারণ তথা অযৌক্তিকতার কথা ভাবিয়া কেহ কেহ হয়ত বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু আপনার পত্রের একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ কথার প্রতি কেহ লক্ষ্য দিলেই তিনি আপনার এই মনোভাবের কারণ সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধ করিতে পারিবেন। আপনি নিজেই প্রকৃতপক্ষে বলিয়াছেন,—রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্তভাবে এইরূপ একটি ব্যাপারের তদন্ত করিতে গেলে আপনাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কারণ যে সত্য আপনারা চাপা দিতে চান—তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ইহা আজ গোপন করিয়া কোনো লাভ নাই যে, আপনাদের এক অবাঞ্ছিত উদ্দেশ্যে আপনারা আজ অনাহারে মৃত্যুর কারণগুলি চাপা দিতে চান।

আপনি বলিয়াছেন—"আপনারা যে যুক্ত তদন্তের কথা বলিতেছেন—এরূপ যুক্ত তদন্ত বিষয়ে আমি কোনো অঙ্গীকার করি নাই।" আমি জানি না যে, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এম, এল, এর নিকট আপনি এই মর্ম্মে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন—অথবা, আপনি এক অসুবিধাজনক অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এখন ইহা অস্বীকার করিতেছেন।

আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, এই বিশেষ উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে প্রেরিত রিলিফের ডেপুটি ডিরেক্টার যে তদন্ত করিয়াছেন—তাহা সন্দেহের অতীত; এবং আপনি মনে করেন না যে, আর কোনো তদন্তের কোনো প্রয়োজন আছে। ইহা হইতে পারে যে, আপনারা আপনাদের অফিসারদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন এবং আপনাদের কাছে তাঁহারা সকল দুর্নীতির উর্দ্ধে এবং বিশেষ করিয়া যে অফিসারের কথা আপনি বলিয়াছেন তিনি আপনার কাছে সেই রকমই বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু, সমগ্র পৃথিবীর কোনো দেশের ন্যায় বিচারের কোনো শাস্ত্রে এই কথা বলে কি যে, সংশ্লিষ্ট সেই দেশের কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে যদি অন্যায় আচরণের গুরুতর অভিযোগ আনা হয়—সত্য চাপা দিবার ও প্রতারণা করিবার অপরাধের দায়িত্ব তাহার উপর আনীত হয়—(এবং আনীত হয়—লক্ষ লক্ষ জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা তথা দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান সমূহের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা), তাহা হইলেও কর্তৃপক্ষ তাহা বেপরোয়া-

ভাবে বিনা দ্বিধায় উড়াইয়া দিতে পারিবেন এবং সেই কর্তৃপক্ষ তাহাদের দায়িত্ব এড়াইতেও পারিবেন এই বলিয়া যে, তাঁহাদের অফিসারদের কাজের বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছেন এবং অফিসারদের কাজ সম্পূর্ণ সন্দেহের অতীত বলিয়া তাঁহারা মনে করেন!

যাঁহারা নিজেদের জীবনে এই প্রকার নীতি বিধান অনুসরণ করিয়া চলেন, তাঁহাদের কাছে ন্যায়ের দাবীর কোনো স্থান নাই। কিন্তু আমি বিনয়ের সঙ্গে আপনাকে জানাই যে, যাহারা উপেক্ষিত হইতেছে—তাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার কাজ ক্ষান্ত করিবে না এবং তাহারা এই কর্মধারা অনুসরণ করিয়া চলিবে—যে পর্যন্ত না এই অবস্থা ধারার প্রতিবিধান হয়। ইহা বলা বেদনাদায়ক হইলেও—আমি ইহাও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আপনি যেরূপ মানোভাবই অবলম্বন করুন না কেন, আমাদের এই দৃঢ় অভিযোগ সমূহ জাগ্রত হইয়া রহিল যে,—

ক) যে অফিসার উপরিউক্ত ঐ বিষয়ের তদন্তের জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত হইয়াছিলেন—তিনি সত্যকে গোপন করিবার জন্য এবং তদুদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে রচিত সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ক্ষতিকর তথ্য সৃষ্টি করিবার জন্য বিবিধ গ্লানিজনক অসাধু কৌশল সমূহ অবলম্বনের অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন ;

খ) এই জেলায় কর্মরত আরো কিছু সরকারী কর্মচারীও ঐ অফিসারের ন্যায় এরূপ গুরুতর অন্যায় আচরণের জন্য গভীরভাবে অপরাধী হইয়াছেন; এবং কিছু সরকারী কর্মচারী ঐরূপ অপরাধজনক অবৈধ আচরণের প্রতি সহায়তা দানের জন্য অপরাধী হইয়াছেন ;

গ) এবং আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আপনি ও মুখ্যমন্ত্রী উভয়ে এই প্রকার সত্য চাপা দিবার ও জাল তথ্য সৃষ্টি করিবার অপরাধজনক কাজের প্রতি সমর্থন জানাইবার, মৌনভাবে অন্যায় কাজকে চলিতে দিবার, এমন কি, এই কাজে সহায়তা দিবার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন—জানিয়া বুঝিয়া এবং বিসদৃশ নগ্নভাবে।

সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, অনাহারে মৃত্যুর যে ঘটনাসমূহ—আপনাদের কুশাসন, অসামর্থ্যতা ও আর্তের প্রতি বিমুখতার ফলে ঘটিয়াছে—তাহাকে অন্ধকারে আবৃত করিয়া রাখার যে পরিকল্পনা আপনাদের ছিল—অফিসারেরা আপনাদের সেই পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ করিয়াছেন। আপনারা সত্য-তথ্যকে ঢাকিতে চাহিয়াছেন—ইহা দেখাইবার জন্য যে, আপনাদের পরিচালিত রাজত্বে অনাহারে মৃত্যু সম্ভব নহে ; এবং অনাহারজনিত মৃত্যুর বিষয়ে আপনাদের যে দায়িত্ব আছে—তাহা এড়াইবার জন্যও আপনারা ইহা করিয়াছেন। আমাদের জেলার জনসাধারণের চক্ষে আপনাদের পরিকল্পনা ধরা পড়িয়া গিয়াছে। অধিকন্তু আমাদের এখানে সংস্র সংস্র এমন লোক আছেন—যাঁহারা অনাহারে মৃত্যুর জলন্ত ঘটনা সমূহের সাক্ষী হইয়া আছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, আপনারা এহেন ঘটনা সমূহকেও চাপা দিবার অপচ্ চেষ্টা করিয়াছেন।

আমি বিনীতভাবে আপনাকে জানাই যে, আমি সত্য তথ্য, জনস্বার্থ ও আর্তমানবতার প্রতি দায়িত্ব পালনে আহ্বানে আপনাকে এই পত্র দিতে বাধ্য হইয়াছি এবং অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য আমাদের দাবী পূর্বের ন্যায় আজো জাগ্রত রহিল বরং ইহার প্রয়োজনীয়তা আরো অনেক বেশী বর্ধিত হইয়াছে—যেহেতু সত্য গোপন করার কাজের সহিত আপনাদের যোগ ঘটিয়াছে ; যেহেতু নিতান্ত ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে বুভুক্ষু মানুষের মর্মন্তুদ দুঃখ যাতনাকেও উপেক্ষা করার দুঃখজনক মনোভাব আপনাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে।

এই পত্রের সহিত যে বিবৃতিগুলি পাঠাইয়াছেন—তজ্জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ভবদীয়—অতুল চন্দ্র ঘোষ
পরিচালক, লোক সেবক সং

পুরুলিয়া ৩।১১।৫৮

নিবেদন

পুরুলিয়া জেলা সংস্কৃত শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদে জানান হইতেছে যে সংস্কৃত আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা দিবা জন্য যাঁহারা ইচ্ছুক, নিম্নলিখিত ঠিকানা হইতে আবেদ পত্র সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে উহা পূরণ করতঃ ফি সহ ঠিকানায় প্রেরণ করুন। ২৫শে ডিসেম্বরের পর কো আবেদন পত্র লওয়া হইবে না। পুরুলিয়া জেলার সংস্কৃ যাবতীয় পরীক্ষা পুরুলিয়াতেই লওয়া হইবে।

ইতি—
স্বামী মায়েশানন্দ
সম্পাদক
পুরুলিয়া সংস্কৃত পরীক্ষা কে
শ্রীরামকৃষ্ণ তারক মঠ
(কেতিকা) পুরুলিয়া

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারীকর্তৃক মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।